মহাভারতের
একশোটি দুর্লভ মুহূর্ত

নিউ এজ পাবলিকেশন্স

ভূমিকা

'দুর্লভ মুহূর্ত' কোনও দৈবী মুহূর্ত নয়। হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত—এ জাতীয় কোনও রচনাও নয়। 'দুর্লভ মুহূর্ত' বলে সেইগুলিই গ্রহণ করা হয়েছে, যেগুলিতে জীবনের এক একটি পরিণতি, আংশিক অথবা পূর্ণ পরিণতি, বিচিত্রতম অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান গ্রহণ করা হয়েছে। এর আলোচ্য মুহূর্তটি খণ্ড কোনও মুহূর্ত নয়—কীভাবে ধীরে ধীরে মুহূর্তটি ঘনিয়ে এল—ব্যাসদেবের সেই অমর বর্ণনাকে সহজ, সরল ভাষায় উপস্থাপিত করা হয়েছে। কোথাও কোনও বিকৃতি ঘটানো হয়নি। পড়তে পড়তে বিদগ্ধজনেরও ঘটনা সম্পর্কে খটকা লাগবে। কারণ পরিচিত ঘটনার সঙ্গে ব্যাসদেবের কাহিনি মিলবে না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত নাট্যকাব্য 'বিদায়-অভিশাপ' (কচ ও দেবযানী) শেষ করেছিলেন দেবযানীর অভিশাপ ও কচের আশীর্বাদে। শেষ দুটি চরণে রবীন্দ্রনাথের কচ বলেছিলেন—

আমি বর দিনু দেবী, তুমি সুখী হবে।
ভুলে যাবে সর্বগ্লানি বিপুল গৌরবে।

কিন্তু ব্যাসদেবের কাহিনির পটভূমি ও পরিসমাপ্তি ভিন্নতর। দেবতারা বারবার দৈত্যদের পরাজিত ও বধ করেছিলেন। কিন্তু দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য মৃত দৈত্যদের সঞ্জীবনী মন্ত্র দ্বারা জীবিত করে দিচ্ছিলেন। মন্ত্রণার পর দেবতারা গুরু বৃহস্পতির পুত্র কচকে সঞ্জীবনী মন্ত্র শেখার জন্য শুক্রাচার্যের কাছে পাঠালেন। হাজার বছর কচ শুক্রাচার্যের শিষ্য হয়ে থাকলেন। দৈত্যগণ তিনবার তাঁকে বধ করলেন। তিনবারই শুক্রাচার্য তাঁকে পুনরুজ্জীবিত করে দিলেন এবং কচের ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বিদ্যা দান করলেন। কচ স্বর্গে প্রত্যাবর্তনে উদ্‌যোগী হলে, দেবযানী প্রণয়জ্ঞাপন করে তাঁকে গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন। কচ প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন যে, দেবযানীর প্রার্থনা অসঙ্গত ও অন্যায়। কারণ তিনি ও দেবযানী একই পিতা শুক্রাচার্যের দেহোৎপন্ন। (দৈত্যরা তৃতীয়বার কচকে ভস্মীভূত করে শুক্রাচার্যের সুরার মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছিল, দেহ থেকে কচকে নিষ্ক্রান্ত করেন শুক্রাচার্য), সুতরাং দেবযানী তাঁর ভগ্নি। কুপিতা দেবযানী কচকে অভিসম্পাত করেন, তিনি লব্ধ বিদ্যা প্রয়োগ করতে পারবেন না। কচ অত্যন্ত রুষ্ট হন। দেবসমাজের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি সহস্র বর্ষ সাধনায় এক বিদ্যা লাভ করেছেন, একটি নারীর লালসায় তা মিথ্যা হয়ে যাবে? তিনিও দেবযানীকে অভিসম্পাত করেন যে, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা হয়েও দেবযানীর কোনও ঋষিপুত্র বা ব্রাহ্মণপুত্রের সঙ্গে বিবাহ হবে না। কচ দেবযানীর

অভিশাপের উত্তরে আরও জানান, তিনি বিদ্যা প্রয়োগ করতে না পারলেও, তিনি যাকে শেখাবেন, সে এই বিদ্যা প্রয়োগ করতে পারবে। কচের অভিশাপ ফলেছিল। রাজা যযাতির সঙ্গে দেবযানীর বিবাহ হয়। এই বিবাহজাত বংশই যদুবংশ, যে বংশে কৃষ্ণ জন্মেছিলেন।

ব্যক্তি-পুরুষ হিসাবেই কচকে গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ব্যক্তি-পুরুষের ক্ষমার সর্বোচ্চ অবস্থা প্রতিফলিত হয়েছে বিশ্বকবির লেখনীতে। কিন্তু ব্যাসদেবের কচ দেব-সমাজের প্রতিনিধি, সমাজ-প্রতিনিধি হিসাবে দেবতাদের বাঞ্ছিত ফলকে তিনি ব্যর্থ করে দিতে পারেন না, তা হলে দেবসমাজের গুরুতর ক্ষতি হবে। তাই ব্যাসদেবের কচ দেবযানীকে অভিসম্পাত করেন। সমাজের শ্রেষ্ঠ বর্ণ থেকে বিচ্যুতির অভিশাপ। পাঠক কোনটি গ্রহণ করবেন, তা পাঠকের নিজস্ব রুচি, কিন্তু ব্যাসদেবের বিচার বর্তমান লেখকের সংগত বোধ হয়েছে।

কালিদাসের অধিকাংশ রচনার সঙ্গে ব্যাসদেব কাহিনির মিল, শুধু কাঠামোতেই। চরিত্র-ঘটনা-পারিপার্শ্বিক কালিদাস ইচ্ছামতো পরিবর্তন করেছেন। কালিদাস কিংবা রবীন্দ্রনাথ মহাকবি ছিলেন। উত্তুঙ্গ কবি-কল্পনায় তাঁরা যা রচনা করেছেন, তা অমরকাব্য হয়েছে। চরিত্রগুলি শ্রদ্ধেয়, অলৌকিক দিব্য চরিত্র হয়েছে। কিন্তু ব্যাসদেব তেমন কিছু করতে চাননি। মানুষের চরিত্রে ভাল-মন্দ দুই আছে। ব্যাসদেব নির্লিপ্ত সাক্ষীর মতো যেমন ঘটেছে, তেমন বর্ণনা দিয়েছেন। এমন ঘটেছে যে, কালিদাস-রবীন্দ্রনাথের কাহিনি অনেক বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ব্যাসদেবের কাহিনি পাঠকের অজানা থেকে গেছে।

জার্মান কবি-কুলের মহাগুরু গ্যেটে শকুন্তলা সম্পর্কে বলেছিলেন, "কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি স্বর্গ ও মর্ত্য একত্রে দেখিতে চাও—তাহা হইলে তাহা শকুন্তলায় পাইবে।" এ শকুন্তলা কালিদাসের, ব্যাসদেবের নয়। ব্যাসদেবের শকুন্তলা তপোবন পালিতা, কিন্তু অনভিজ্ঞা নন। তাঁর আত্মসম্মানবোধও প্রখর। পুত্র-জন্মের ন' বছর পর্যন্ত শকুন্তলা দুষ্মন্তের আগমনের প্রতীক্ষা করেছিলেন। তারপর পিতার অনুমতি নিয়ে পুত্রের হাত ধরে রাজসভায় উপস্থিত হন। দুষ্মন্ত তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলে শকুন্তলা তীব্র তীক্ষ্ণ বাক্যে তাঁর সমালোচনা করেন। দীর্ঘভাষণে তিনি দুষ্মন্তকে শিক্ষা দেন যে, ভার্যা কাকে বলে, স্বামীর ধর্ম কী, পুত্র মানুষের কতখানি। শেষ পর্যন্ত তিনি দুষ্মন্তকে বলেন, "আমি অভিসম্পাত করলে তোমার মস্তক শতধা-বিদীর্ণ হবে। তোমাকে অভিশাপ না করেই আমি পুত্রকে নিয়ে চলে যাচ্ছি। তোমার সাহায্য ছাড়াই আমার পুত্র সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হবে।" এ শকুন্তলা অনেক সবলা, আপনার ধর্মবোধ, তপশ্চর্যা ও আন্তর-শক্তিতে দীপ্যমানা। কালিদাস দুর্বাসার অভিসম্পাত এনে দুষ্মন্তের চরিত্রের মালিন্য দূর করতে চেয়েছেন, ব্যাসদেবের এমন কোনও দায় নেই। তিনি তৎকালীন রাজাদের চরিত্রকেই উদ্‌ঘাটিত করেছেন।

বিক্রম-উর্বশী নাটকেও কালিদাস ব্যাসদেবের আখ্যানকে পরিবর্তিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ করেছেন 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যে। বর্তমান লেখক কাহিনি রচনার ক্ষেত্রে ও পরিণতিতে ব্যাসদেবকে অনেক বেশি অভ্রান্তবোধ করেছেন। ব্যাসদেব দেখিয়েছেন মানুষের কর্মের ফল মানুষকে পৃথিবীতেই পেয়ে যেতে হয়। নিঃসহায়, ভক্তিপ্রণত একলব্যের কাছে,

কোনও শিক্ষা তাঁকে না দিয়েও, গুরু দ্রোণ দক্ষিণা চাইলেন। একলব্য কেটে দিলেন তাঁর দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ। দ্রোণ অস্ত্র ত্যাগ করে প্রায়োপবেশনে বসলে শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন কেটে ফেলেন তাঁর মাথা। অতিরিক্ত ভোজনে চলচ্ছক্তিহীন নিষাদদের সেই অবস্থায় রেখে ভীমসেন জতুগৃহে অগ্নি প্রদান করেন। অতিরিক্ত ভোজনে চলচ্ছক্তিহীন হয়ে ভীমসেন মহাপ্রস্থানিক পার্বত্যপথে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পাঠক, প্রত্যেক ঘটনা বিচার করে দেখবেন, প্রতিটি ঘটনা কার্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত। ব্যাসদেব যেন ভগবানের মতো কর্ম এবং ফল চিত্রিত করে দিয়েছেন।

মহাভারত একটি রত্ন-সাগর। একশোটি কেন, ইচ্ছা করলে যে কোনও লেখক এতে হাজারটি দুর্লভ মুহূর্ত খুঁজে পাবেন। এক বন-পর্বেই শতাধিক দুর্লভ মুহূর্ত পাওয়া যাবে। কিন্তু এর অধিকাংশই আমি 'নায়ক-যুধিষ্ঠির' গ্রন্থে বর্ণনা করেছি। 'নায়ক-যুধিষ্ঠির'-এ বর্ণনা করা কোনও ঘটনা আমি বর্তমান গ্রন্থে গ্রহণ করিনি। গ্রহণ করিনি রাম-সীতার কাহিনি, নল-দময়ন্তীর কাহিনি, সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনি। এগুলি অত্যন্ত দীর্ঘ এবং বহুল-প্রচলিত।

শান্তিপর্ব এবং অনুশাসনপর্বও আমাকে বাদ দিতে হয়েছে। মহাভারতের মধ্যে শান্তিপর্ব যেমন সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, তেমনই সর্বাধিক বৈচিত্র্যময় এবং মানুষের প্রয়োজনীয়। কারণ, এতে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি প্রভৃতি সমস্ত নীতিই আছে এবং অনভিমত দর্শনগুলি ও অভিমত অনুসারে খণ্ডিত হয়েছে। নাস্তিক্য দর্শনের আবিষ্কর্তা স্বয়ং বৃহস্পতি। এই কারণে একে বার্হস্পত্য দর্শনও বলা হয়। বৌদ্ধ দর্শনও অত্যন্ত প্রাচীন। ব্যাসদেব আদি পর্বেই ক্ষপণকাখ্য বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর ও বৌদ্ধবিহার এবং বৌদ্ধ-মঠের উল্লেখ করেছেন। অনুশাসনপর্ব শান্তিপর্বেরই অংশবিশেষ। শান্তিপর্বে ইতিহাসের অংশ অধিক এবং অনুশাসনপর্বে ধর্ম অধিক, ইতিহাসের অংশ অল্প। এই দুটি পর্ব অবলম্বনে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন আছে।

এই একশত দুর্লভ মুহূর্ত পাঠক পাঠ করতে করতে বুঝতে পারবেন, মহাভারত কোনও আকস্মিক কাহিনির গ্রন্থ নয়। সত্যযুগে সমুদ্রমন্থনের পর অমৃত ও লক্ষ্মীকে নিয়ে দেবতা ও দানবদের মধ্যে প্রথম সংঘর্ষ শুরু হয়। বিষ্ণুর মায়ায় দানবেরা পরাজিত হয়। ত্রেতা যুগে দানবেরা স্বর্ণলঙ্কায় অবস্থান করতে থাকে। বিষ্ণুর অংশজাত রামচন্দ্র এবং তাঁর বানর-ভল্লুক (এঁরা অধিকাংশই দেব অংশে জাত) সৈন্যকে আশ্রয় করে আবার মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং সীতারূপিণী লক্ষ্মীকে উদ্ধার করেন। দ্বাপর যুগে দেব-অংশজাত শক্তিরা পাণ্ডবপক্ষকে অবলম্বন করেন এবং দানব শক্তি কৌরবপক্ষকে অবলম্বন করেন। দেব-অংশে জাত কেউ কেউ অভিশাপবশতও কৌরবপক্ষে চলে যান। সত্যযুগে সংঘর্ষের কারণ ছিল জীবন ও নারী, ত্রেতা যুগে সংঘর্ষের কারণ নারী, দ্বাপরে সংঘর্ষের কাহিনির কারণ জমি। ব্যাসদেব বলেছেন, এই সংঘর্ষ কলিযুগেও হবে।

স্বাভাবিকভাবেই 'একশোটি দুর্লভ মুহূর্ত' নির্বাচনে লেখকের বিচার ও বিবেচনাই কাজ করেছে। মহাভারত রত্ন-সমুদ্র, একথা আগেই বলেছি। মহাভারতের ঘটনাক্রম অনুসরণ করে এর পরিণতি পর্যন্ত বর্তমান একশোটি মুহূর্তে ধরা হয়েছে। পরীক্ষিতের মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ পুত্র জনমেজয়ের সর্পসত্র যজ্ঞকাহিনি দিয়ে এর শুরু—পরীক্ষিতের সাম্রাজ্য-লাভ ও

যুধিষ্ঠিরের সংসার ত্যাগ পর্যন্ত সম্পূর্ণ বৃত্তটি এই একশোটি কাহিনির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছি। মুহূর্তগুলির বর্ণনা কোথাও দীর্ঘ, কোথাও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। ঘটনার গুরুত্ব অনুযায়ী এর বর্ণনার দৈর্ঘ্য এসেছে। যেমন দূতরূপে কৃষ্ণের কৌরবসভায় যাত্রা। এর বর্ণনা অত্যন্ত দীর্ঘ। কারণ কৃষ্ণ কৌরবসভায় যাবেন এই শুনে পরশুরাম থেকে মহর্ষি কণ্ব পর্যন্ত বহু দেবর্ষি মহর্ষি হস্তিনাপুর রওনা হলেন। নারীমহলে চাঞ্চল্য দেখা গেল, হস্তিনাপুরের আবাল-বৃদ্ধ-নরনারী অত্যন্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন। এগুলি বাদ দিয়ে শুধু কৌরবসভায় কৃষ্ণকে উপস্থিত করা যায় না।

সমস্ত কাহিনি ব্যাসদেবের মূল মহাভারতকে আশ্রয় করে। এর মধ্যে কোথাও কল্পনা অথবা আধুনিক বিচার নেই। আকর গ্রন্থ হিসাবে আমি পিতামহ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ-এর গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছি।

এর ব্যাখ্যা অংশ আমার নিজস্ব। তার কোথাও ভুল-ত্রুটি থাকলে তার দায় আমার। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছে মহাভারত কেবলমাত্র পাঠ্য ও হৃদয়ঙ্গম করার কাব্য নয়। মনন, চিন্তন, নিধিধ্যাসন সম্পূর্ণ যুক্ত না হলে মহাভারত পাঠ সফল হয় না। আমি সেই নিধিধ্যাসনের চেষ্টা করেছি, প্রহরের পর প্রহর উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি, ফল বিচার পাঠকের।

দুর্লভ মুহূর্তগুলির অনেকগুলিতে মৃত্যু বর্ণনা আছে। মৃত্যু মানব-জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু মহাভারতের অধিকাংশ চরিত্রই অসাধারণ। তাই তাঁদের মৃত্যুও এসেছে অ-সাধারণভাবেই। ত্রিলোকবিজয়ী পঞ্চপাণ্ডবের চারজনই পার্বত্য পথে নিঃসঙ্গভাবে মৃত্যুবরণ করলেন। কেউ কাঁদল না তাঁদের জন্য। জন্মদাতা পিতাও এলেন না। এ কাহিনি আমি 'নায়ক-যুধিষ্ঠির'-এ প্রকাশ করেছি—অনুরূপ মৃত্যুর ঘটনা দুর্লভ মুহূর্তগুলিতে আছে।

সূচিপত্র দেখলেই পাঠক দেখবেন যুধিষ্ঠির সংক্রান্ত কাহিনির সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। 'নায়ক-যুধিষ্ঠির' গ্রন্থে আমি যুধিষ্ঠিরের জীবনের মূল কাহিনিগুলির বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছি। তাই 'মহাভারতের একশোটি দুর্লভ মুহূর্তে' সেগুলি গ্রহণ করলাম না। 'নায়ক যুধিষ্ঠির' এবং 'মহাভারতের একশোটি দুর্লভ মুহূর্ত' একত্রে রেখে যিনি পড়বেন, তিনি মহাভারতের মূল ঘটনাগুলির রেখাচিত্র পাবেন, এ বিশ্বাস করি।

প্রত্যেকটি দুর্লভ মুহূর্ত বর্ণনায় এক-একটি শ্লোক গ্রহণ করেছি। এর উদ্দেশ্য একটাই। কাহিনি বর্ণনায় আমরা ব্যাসদেবের সঙ্গে সঙ্গে চলেছি, এই কথাটি সর্বদা মনে রাখা।

মহাভারতকে আমি পুরাণ-কথা বলে চিহ্নিত করতে চাই না। কারণ পৃথিবীতে যদি কোনও গ্রন্থ থাকে, যা চিরকালীন, চিরকালের মানুষের জন্য চিরন্তন সত্য—সে গ্রন্থ 'মহাভারত'। যেগুলি মানুষের অপ্রয়োজনীয়, সেগুলি বাদ দিয়ে আধুনিকতম মানুষও মহাভারতে তাঁর ভাবনার, চিন্তার, জীবনধারার সব খোরাকই পাবেন। মহাভারত 'চিরায়ত' সাহিত্য।

এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে অত্যন্ত উৎসাহিত করেছেন আমার বৈবাহিক শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। জ্যেষ্ঠা কন্যা কাঁকন ও জামাতা ধ্রুবজ্যোতি খোঁজ রেখেছে রচনার গতির। কনিষ্ঠা কন্যা শাওন, জামাতা কৃষ্ণেন্দু বিভিন্ন প্রশ্ন করেছে। আমার ভ্রাতা অমিতাভ ভট্টাচার্য

উৎসাহ দিয়েছে, প্রেরণা দিয়েছে আমার আর এক ভ্রাতা পার্থসারথি ভট্টাচার্য। এঁদের প্রত্যেককে আমার ধন্যবাদ জানাই। এই গুরুভার গ্রন্থরচনার ক্ষেত্রে দুর্ভার সংসার যাত্রা, সংসার পরিচালনা থেকে, আমাকে সর্বদায়িত্ব থেকে, মুক্তি দিয়েছেন আমার স্ত্রী শ্রীমতী রেখা ভট্টাচার্য। তাঁর কথা মহাভারতের নায়ক যুধিষ্ঠির বলে গেছেন—"গৃহে মিত্র ভার্যা"। এরপরে আমার নূতন করে বলা অপ্রয়োজনীয়।

সূচিপত্র

১

ধৃতরাষ্ট্রের (তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়) হাহাকার

(মহাভারতের গঠনরীতির অনন্যতা স্বাভাবিকভাবেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উপন্যাসে ছোটগল্পে কাহিনি বর্ণনায় 'flash back' বা 'medias res' অর্থাৎ অতীত চারণার বা মধ্য ও শেষ থেকে কাহিনি শুরু করার যে রীতি বর্তমানে অনুসৃত হয়ে থাকে, তা ব্যাসদেবই প্রথম আবিষ্কার করেন। মহাভারতের সূচনা হয়েছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষে, দুর্যোধনের পতনের পর অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আক্ষেপের মধ্য দিয়ে। এই আক্ষেপের মধ্যে বস্তুত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে প্রধান ঘটনাগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। কোন ঘটনাগুলিকে ধৃতরাষ্ট্র কুরুবংশের পতনের অন্যতম কারণ হিসাবে চিত্রিত করেছেন, তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী কালে এই ঘটনাগুলিই বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্রের আক্ষেপে উল্লিখিত ঘটনাগুলি ধৃতরাষ্ট্রের মতে মহাভারতের দুর্লভ মুহূর্ত। মহাভারতের মূল রস বজায় রাখার জন্য সমস্ত বিবরণটি উত্তম পুরুষে দেওয়া হল।)

পাণ্ডবদের জয় হলে, ধৃতরাষ্ট্র সেই গুরুতর অপ্রিয় সংবাদ শুনে এবং দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনিকে মৃত জেনে, বহুকাল চিন্তা করে সঞ্জয়কে বললেন, "সঞ্জয় সমস্ত বিষয় শোনো, আমার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ কোরো না। তুমি শাস্ত্র পড়েছ, মেধাবী ও বুদ্ধিমান। অতএব পণ্ডিতগণের প্রিয়। যুদ্ধে আমার মত ছিল না, কিংবা বংশনাশেও আমি সন্তুষ্ট ছিলাম না। আপন পুত্র ও পাণ্ডুর পুত্রের মধ্যে আমার তারতম্য জ্ঞান ছিল না। কিন্তু ক্রোধপরায়ণ আমার পুত্রগণ, আমি বৃদ্ধ বলে সব ব্যাপারে আমার দোষ দেখত। কিন্তু আমি অন্ধ; সেইজন্য অক্ষমতানিবন্ধন এবং পুত্রস্নেহবশত সে দোষ দেখানো সহ্য করতাম এবং অবিবেচক দুর্যোধন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ত। দুর্যোধনের মোহ দেখে আমি আরও মোহগ্রস্ত হতাম। রাজসূয় যজ্ঞে মহাপ্রভাবশালী যুধিষ্ঠিরের সমৃদ্ধি দেখে এবং সভাগৃহে ওঠার সময়ে ও তা দেখার সময়ে ভীমের সেই উপহাস শুনে দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হল বটে, কিন্তু নিজে যুদ্ধে পাণ্ডবদের জয় করতে পারবে না— এই ভেবে একেবারে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল; তারপর যুধিষ্ঠিরকে বশীভূত করবার জন্য শকুনির সঙ্গে মন্ত্রণা করে কপট পাশা খেলার আয়োজন করল। সঞ্জয়, আমি ক্রমাগতভাবে যা জেনেছি, তোমাকে বলছি, শোনো। আমার এই কথাগুলি শুনলে তুমি আর আমাকে ঘৃণা করতে পারবে না, বরং প্রজ্ঞাদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ বলেই বোধ করবে।

যখন আমি শুনলাম যে অর্জুন ধনুতে গুণারোপণ করে আশ্চর্য লক্ষ্যভেদ করেছে এবং

সমবেত রাজাদের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করেই দ্রৌপদীকে হরণ করেছে; সঞ্জয়! তখন আর আমি জয়ের আশা করিনি।

যখন আমি শুনলাম, অর্জুন দ্বারকানগরীতে মধুবংশীয়া সুভদ্রাকে বলপূর্বক বিবাহ করেছে; তাতে আবার যদুবংশীয় মহাবীর বলরাম এবং কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থেই এসেছেন; সঞ্জয়! তখন আর আমি জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, অগ্নি নির্বাপিত করার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র অবিশ্রান্ত জল বর্ষণ করছিলেন; কিন্তু অর্জুন উৎকৃষ্ট বাণ বর্ষণ করে তাঁকে নিবারিত করেছে ও অগ্নিদেবকে সন্তুষ্ট করেছে; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, কুন্তীর সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডব জতুগৃহ থেকে মুক্তি লাভ করেছে এবং বিদুর তাঁদের সহায়তা করছেন; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, অর্জুন রাজসভামধ্যে লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে জয় করেছে এবং মহাবীর পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ পরস্পর সম্মিলিত হয়েছে; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, ভীমসেন গিয়ে বাহুদ্বারাই মগধদেশের বীরশ্রেষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয়দের মধ্যে অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজা জরাসন্ধকে বিনষ্ট করেছে; সঞ্জয়!! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, রজস্বলা, একবস্ত্রা, দুঃখিতা এবং বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠা দ্রৌপদীকে সনাথা হলেও অনাথার মতো সভায় নিয়ে এসেছে; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, খলস্বভাব এবং অল্পবুদ্ধি দুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্ররাশি আকর্ষণ করেছে; কিন্তু একেবার উৎসন্ন হয়ে যায়নি; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, শকুনি অচিন্তনীয় শক্তি ভ্রাতৃগণের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত করেছে এবং তাঁর রাজ্য অপহরণ করেছে; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, ধর্মাত্মা পাণ্ডবগণ বনে প্রস্থান করেছে, যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভক্তিবশত তারা বনে কষ্ট অনুভব করবে বলে স্বীকার করেছে, যাবার সময়ে তারা নানা ভঙ্গি করতে করতে গিয়েছে; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, ভিক্ষাভোজী মহাত্মা স্নাতক ব্রাহ্মণেরা বনেও যুধিষ্ঠিরের অনুসরণ করছেন; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম; যুদ্ধে অর্জুন ব্যাধরূপী দেবদেব মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে তাঁর নিকট থেকে পাশুপত অস্ত্র লাভ করেছে; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, সত্যপ্রতিজ্ঞ অর্জুন স্বর্গে গিয়ে সাক্ষাৎ দেবরাজেরই নিকটে যথানিয়মে স্বর্গীয় অস্ত্র শিক্ষা করছে আর দেবরাজ তার প্রশংসা করছেন; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

তারপর যখন শুনলাম, ব্রহ্মার বরদানে দর্পিত দেবগণের অজেয় পুলোম বংশজাত সেই কালকেয় নামক অসুরদের অর্জুন জয় করেছে; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, শত্রুহন্তা অর্জুন অসুরবধের জন্য স্বর্গলোক গিয়েছে এবং কৃতকার্য হয়ে আবার সেখান থেকে ফিরে এসেছে; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, মানুষের অগম্য স্থানে ভীম ও অন্যান্য পাণ্ডবেরা কুবেরের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছে; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, আমার পুত্রেরা কর্ণের পরামর্শে ঘোষযাত্রায় গিয়েছিল, গন্ধর্বেরা তাদের বন্ধন করেছিল, আবার অর্জুন তাদের মুক্ত করে দিয়েছে; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, স্বয়ং দেব ধর্ম যক্ষের রূপ ধারণ করে এসে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে তিনি কতকগুলি প্রশ্ন করেছিলেন; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর সঙ্গে বিরাটরাজ্যে গুপ্তভাবে বাস করেছে, কিন্তু আমার পুত্রেরা তাদের অবস্থান জানতেও পারেনি; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, ভীমসেন দ্রৌপদীর সম্মান রক্ষা করবার জন্য যুদ্ধে শত ভ্রাতার সঙ্গে প্রধান কীচকটাকে বধ করেছে; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, মহাত্মা অর্জুন বিরাটরাজ্যে বাস করার সময়ে একমাত্র রথে আরোহণ করে, ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মৎপক্ষীয় প্রধান বীরগণকে পরাজিত করেছে; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, মহাত্মা অর্জুন বিরাট রাজের অলংকৃত কন্যা উত্তরাকে আপন পুত্র অভিমন্যুর জন্য গ্রহণ করেছেন, যদিও বিরাট রাজা আপন কন্যা উত্তরাকে অর্জুনের হাতে সমর্পণ করতে চেয়েছিলেন; তখন সঞ্জয়! আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় পরাজিত হয়ে একেবারে সম্পত্তিশূন্য অবস্থায় বনে গিয়েছিল এবং সেখানেও আত্মীয়শূন্য হয়েই থেকেছিল, তবু তার সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য জুটেছিল; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

পূর্বকালে বামন অবতারে এই সমস্ত পৃথিবীটাই যাঁর একটিমাত্র পদক্ষেপের স্থান হয়েছিল— মুনিরা এমনই বলেন, স্বয়ং লক্ষ্মীপতি সেই শ্রীকৃষ্ণ সর্বপ্রযত্নে পাণ্ডবদের উদ্দেশ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, এ যখন শুনলাম; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

কৃষ্ণ ও অর্জুন সাক্ষাৎ সেই নর-নারায়ণ ঋষি, এ আমি ব্রহ্মলোকে প্রত্যক্ষ দেখেছি; এ কথা নারদের মুখে শুনলাম; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, জগতের মঙ্গলের জন্য শ্রীকৃষ্ণ কুরু-পাণ্ডবদের বিবাদের শান্তি করতে এসেছেন এবং সে বিষয়ে প্রবৃত্তও হয়েছেন; আবার অকৃতকার্য হয়ে ফিরে গিয়েছেন; তখন সঞ্জয়! আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, কর্ণ ও দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে আবদ্ধ করে রাখবার পরামর্শ করেছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিজের দেহকে নানাভাবে দেখিয়ে মুক্ত হয়ে গিয়েছেন; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রস্থান করলে, দুঃখিতা একাকিনী কুন্তীদেবী তাঁর রথের সম্মুখে গিয়ে আপনাদের বিপদের বিষয় জানাচ্ছিলেন; আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে আশ্বস্ত করে গিয়েছেন; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের মন্ত্রী হয়েছেন এবং শান্তনু নন্দন ভীষ্ম ও দ্রোণ তাঁদের জয়লাভের আশীর্বাদ করেছেন; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

ভীষ্ম! আপনি যে পর্যন্ত যুদ্ধ করবেন, আমি তার মধ্যে যুদ্ধ করব না; সঞ্জয়! যখন শুনলাম, এই কথা বলে কর্ণ আপনার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে চলে গেছে; তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, সেই কৃষ্ণ, অর্জুন আর দুর্ধর্ষ গাণ্ডিবধনু— এই তিন উগ্রবীর্য বস্তুই আমার বিপক্ষে সম্মিলিত হয়েছে; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, অর্জুন আত্মীয় স্নেহে মুগ্ধ হয়ে রথের উপরে অবসন্ন হয়ে পড়লে; কৃষ্ণ তাঁকে আপন শরীরে বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, শত্রুহন্তা ভীষ্ম যুদ্ধে প্রতিদিন বিপক্ষের দশ হাজার রথী বধ করছেন; কিন্তু বিপক্ষের কোনও বিখ্যাত বীরকে বধ করছেন না; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, ধার্মিক ভীষ্ম যুদ্ধে আপনার মৃত্যুর উপায় স্বয়ং বলে দিয়েছেন, পাণ্ডবেরা আনন্দিত হয়ে তাই করেছেন; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, অর্জুন শিখণ্ডীকে সামনে রেখে মহাবীর অজেয় ভীষ্মকে যুদ্ধে বধ করেছেন; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, ভীষ্ম সোমকদের প্রায় নিঃশেষ করেছেন, পরে অর্জুন বিচিত্র বাণদ্বারা তাঁকে কাতর করে ফেলেছেন; তাতে ভীষ্ম সেই শরশয্যায় শয়ন করেছেন; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করে অর্জুনের কাছে জল চেয়েছেন, আর অর্জুন ভূতল ভেদ করে, ভোগবতীর জল দ্বারা ভীষ্মকে পরিতৃপ্ত করেছেন; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা কারান।

যখন শুনলাম; শুক্র ও সূর্য আগ্রহান্বিত হয়ে পাণ্ডবগণের জয়ের জন্য অনুকূল হয়েছেন এবং শৃগাল প্রভৃতি হিংস্রজন্তুগণ সর্বদাই আমাদের পক্ষকে ভয় দেখাচ্ছে; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, বিচিত্র যোদ্ধা দ্রোণাচার্য নানা প্রকার অস্ত্রপ্রয়োগের কৌশল দেখাতে থেকেও পাণ্ডবপক্ষের শ্রেষ্ঠ বীরগণকে বধ করছেন না; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, আমাদের পক্ষবর্তী মহারথ সংশপ্তকগণ অর্জুন বধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল; কিন্তু অর্জুনই তাদের বধ করেছে; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, দ্রোণাচার্য অস্ত্রধারণ করে রক্ষা করছিলেন— এই অবস্থায় অন্যের অভেদ্য সেই ব্যূহ ভেদ করে অদ্বিতীয় বীর অভিমন্যু তার ভিতরে প্রবেশ করেছে, সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

আমার পক্ষের সমস্ত মহারথীরা অর্জুনকে বধ করতে না পেরে, বালক অভিমন্যুকে পরিবেষ্টন পূর্বক বধ করে যখন আনন্দিত হয়েছিলেন; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, মূর্খ দুর্যোধন প্রভৃতি অভিমন্যুকে বধ করে আনন্দে কোলাহল করেছে এবং অর্জুনও ক্রোধে জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা করেছে; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, অর্জুন জয়দ্রথ বধের জন্য প্রতিজ্ঞা করেছে এবং শত্রুমধ্যে সে প্রতিজ্ঞায় উত্তীর্ণও হয়েছে; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, অর্জুনের ঘোড়াগুলি পরিশ্রান্ত হলে, শ্রীকৃষ্ণ সেগুলিকে খুলে নিয়ে জলপান করিয়ে এনে আবার রথে যুক্ত করে উপস্থিত হয়েছেন; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, ঘোড়াগুলি রথ বহন করতে অসমর্থ হলে, অর্জুন রথের উপরে থেকেই গাণ্ডিবধনুদ্বারা আমাদের সমস্ত যোদ্ধাদের বারণ করতে সমর্থ হয়েছে; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, সাত্যকি হস্তিসৈন্যে দুর্ধর্ষ দ্রোণাচার্যের সেনাকে পরাজিত করে, যেখানে কৃষ্ণ ও অর্জুন ছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হয়েছেন; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, মহাবীর ভীম কর্ণের হাতে পড়েছিল; কিন্তু কর্ণ তাকে কটুবাক্যে ভর্ৎসনা করে এবং ধনুর অগ্রদেশদ্বারা ব্যথিত করে ছেড়ে দিয়েছে; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

অর্জুন যখন জয়দ্রথকে বধ করল, তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কৃতবর্মা, কর্ণ, অশ্বত্থামা ও শল্য— এঁরা সকলেই তা সহ্য করেছেন; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, ইন্দ্রদত্ত দিব্য শক্তিটিকে কৃষ্ণ ভয়ংকর রাক্ষস্ ঘটোৎকচের উপরেই ব্যয় করিয়ে দিয়েছেন; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, কর্ণ ও ঘটোৎকচ যুদ্ধ করছিল; সেই অবস্থায় কর্ণ যে শক্তিদ্বারা অর্জুনকে বধ করবে বলে ভেবেছিল, সেই শক্তিটিকে সে ঘটোৎকচের উপরেই নিক্ষেপ করে ফেলেছে; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

দ্রোণাচার্য একাকী রথের উপরে প্রায়োপবেশনে অবস্থান করছিলেন, এই অবস্থায় ধৃষ্টদ্যুম্ন ধর্ম লঙ্ঘন করে তাঁকে বধ করেছে; সঞ্জয়! এ সংবাদ যখন শুনলাম তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, মাদ্রীপুত্র নকুল অশ্বত্থামার সঙ্গে দ্বৈরথযুদ্ধে মণ্ডলাকারে সমানভাবে বিচরণ করছে; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

দ্রোণাচার্য নিহত হলে অশ্বত্থামা উৎকৃষ্ট নারায়ণাস্ত্র নিক্ষেপ করেও যখন পাণ্ডবদের বিনাশ করতে পারলেন না; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, যুদ্ধে ভীমসেন, ভ্রাতা দুঃশাসনের রক্ত পান করল; কিন্তু দুর্যোধন প্রভৃতি কেউই তাকে বাধা দিতে পারল না; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, দৈবসম্পাদিত সেই ভ্রাতৃকলহে মহাবীর যুদ্ধে অজেয় কর্ণকে অর্জুন বধ করেছেন; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাবীর অশ্বত্থামাকে, দুঃশাসন এবং ভয়ংকর যোদ্ধা কৃতবর্মাকে জয় করেছেন, সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

হে সূতবংশীয় সঞ্জয়। যিনি সর্বদাই যুদ্ধে কৃষ্ণকে জয় করতে ইচ্ছা করতেন। সেই মহাবীর শল্যকে যুধিষ্ঠির যুদ্ধে বধ করেছেন; এ যখন শুনলাম, তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, বিবাদঘটক পাশাক্রীড়ার মূল এবং কপটতার বলে বলীয়ান পাপাত্মা শকুনিকে পাণ্ডুনন্দন সহদেব যুদ্ধে বধ করেছেন; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, রথহীন শক্তিহীন পরিশ্রান্ত একাকী দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে গিয়ে, তার জল স্তম্ভিত করে আত্মগোপন করে আছে সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, পাণ্ডবেরা কৃষ্ণের সঙ্গে দ্বৈপায়ন হ্রদে গিয়ে, স্ব স্ব অভিপ্রায় জানিয়ে কটুবাক্যে আমার পুত্র অসহিষ্ণু দুর্যোধনকে ব্যথিত করছেন; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, গদাযুদ্ধে দুর্যোধন মণ্ডলাকারে নানাবিধ আশ্চর্য পথে বিচরণ করছিল; এই অবস্থায় কৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম তাকে অন্যায়ভাবে বধ করেছে; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা, নিদ্রিত অবস্থায় ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালগণকে এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ-পুত্রকে বধ করে ধর্মবিগর্হিত নিন্দিত কার্য করেছেন; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, ভীম অশ্বত্থামার পিছনে ধাবিত হচ্ছিল, এই অবস্থায় অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তরার গর্ভ নষ্ট করার জন্য ঐষীক নামে ভীষণ অস্ত্র নিক্ষেপ করেছেন; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

যখন শুনলাম, অর্জুন 'স্বস্তি' বলে আপন অস্ত্রদ্বারা ব্রহ্মশির নামে অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারণ করেছে এবং অশ্বত্থামা আপনার উৎকৃষ্ট মণিটি দান করেছেন; সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করিনি।

দ্রোণাচার্য একাকী রথের উপরে প্রায়োপবেশনে অবস্থান করছিলেন, এই অবস্থায় ধৃষ্টদ্যুম্ন ধর্ম লঙ্ঘন করে তাঁকে বধ করেছে; সঞ্জয়! এ সংবাদ যখন শুনলাম, তখন আর জয়ের আশা করিনি।

গান্ধারী পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, পিতা, ভ্রাতা শূন্য হয়েছেন। তাঁকে দেখলে সকলের শোক উপস্থিত হয়। এদিকে পাণ্ডবেরা দুষ্কর কার্য করেছেন এবং তাঁরা শত্রুহীন রাজ্যলাভ করেছে। এ সকল বড়ই কষ্টের বিষয়। এই যুদ্ধে মাত্র দশজন অবশিষ্ট আছেন। আমাদের পক্ষে তিনজন, আর পাণ্ডবদের পক্ষে সাতজন। অতএব বাইরে থেকে অতিবিশাল অন্ধকার ও ভিতর থেকে অতিপ্রবল মোহ আমাকে যেন আক্রমণ করছে। আমি যেন চেতনা রাখতে পারছি না এবং আমার মন যেন আকুল হয়ে পড়ছে।

দুঃখিত ধৃতরাষ্ট্র এই কথা বলে অনেক বিলাপ করে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

ধৃতরাষ্ট্র কেবল জন্মান্ধ ছিলেন না, স্নেহান্ধও ছিলেন। মায়ের দোষে তিনি জন্মান্ধ হন। ভাগ্য তাঁর সহায় ছিল না। যদিও গান্ধারী-প্রসূত লৌহপিণ্ড থেকে ব্যাসদেব অনেক যত্নে গান্ধারীর পুত্র-জন্মের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে পাণ্ডুর প্রথম সন্তান যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়ে যাওয়ার ফলে সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরাধিকারী স্থির হয়েই গিয়েছিল। দৈবের উপর অভিমান ধৃতরাষ্ট্রের আরও বেড়েছিল।

দুর্যোধনের জন্মের পর তার শৃগালের মতো চিৎকারে তত্ত্বদর্শী বিদুর তাঁকে ত্যাগ করতে বলেছিলেন। ছেলে যে পাণ্ডবদের সহ্য করতে পারে না, সে নিষ্ঠুর প্রকৃতির, ছলকৌশলে যে কোনও প্রকারের অপরাধ সে সংঘটন করতে পারে, তা ধৃতরাষ্ট্রের অজানা ছিল না। তবুও দুর্যোধনের সব বাসনা তিনি পূর্ণ করেছিলেন। প্রথম দ্যূতক্রীড়ায় তিনি প্রতিটি বিজয়ের সঙ্গে বালকের মতো হেসেছিলেন। পাণ্ডবদের ক্ষেত্রে পিতার কর্তব্য তিনি করেননি। রাজার ধর্ম মানেননি। তাই দুর্যোধনের মতো তিনিও পাণ্ডবদের বনবাসে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন। ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম, অমর কৃপাচার্য, অমর অশ্বত্থামা, পুত্রের মৃত্যু সংবাদ না শুনলে অস্ত্রত্যাগ করবেন না, অথচ পুত্র অমর— এমন গুরু দ্রোণাচার্য, দুর্ধর্ষ কর্ণ— এদের উপর আস্থা ছিল ধৃতরাষ্ট্রের খুব বেশি।

কিন্তু অন্তরীক্ষে দৈব আর এক পাশা খেলছিলেন। তাতে প্রতিটি দানে ধৃতরাষ্ট্র হারছিলেন। কিন্তু নেশা তাঁর সংবিৎ ফেরাতে পারেনি। দুর্যোধনের মৃত্যুর পর তিনি দেখলেন তিনি সর্বহারা। কালের দ্যূতক্রীড়ায় তিনি সর্বস্বান্ত, নিঃস্ব এবং চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত।

২

দেব-দানবের অংশাবতরণ

মহাভারতের দুর্লভ মুহূর্তে অংশগ্রহণকারী প্রধান প্রধান চরিত্রের অংশ অবতরণের অংশটি নানা কারণে পাঠকের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। স্মরণীয় যে, সৃষ্টির পরে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ হয়। অসুরেরা পরাজিত হয়ে পলাতক হন। এঁদের অধিকাংশই মর্ত্যভূমিতে আবির্ভূত হন এবং আপন পূর্বজন্মের আচরণ অনুযায়ী আচরণ পৃথিবীতে এসেও করতে থাকেন। যুদ্ধ কিন্তু তখনও শেষ হয়নি। অসুরদের দমনের জন্য দেবতারাও মর্ত্যভূমিতে আবির্ভূত হন। দ্বাপর যুগে পৃথিবীতেও তাঁদের ভয়ংকর সংগ্রাম হয়। সে সংগ্রামে দেবতারা যে পক্ষে অংশাবতরণ করেছিলেন সেই পক্ষীয় বীরেরাই বিজয়ী হন। অনুমান করা চলে, সেই অংশাবতরণ কলিতেও ঘটে চলেছে, তারও নিষ্পত্তি ঘটবে একদিন। অর্থাৎ সৃষ্টি-সংঘর্ষ-সংগ্রাম এবং ধ্বংস ঘটে চলেছে অব্যাহত গতিতে। এ সংগ্রাম ঈশ্বর ও শয়তানের চিরন্তন সংগ্রাম।

স্বর্গবাসী যে সব দানব এসে মানুষের মধ্যে জন্মেছিলেন, প্রথমে তাঁদেরই উল্লেখ করতে হয়। দানবরাজ বিপ্রচিত্তি মানুষের মধ্যে জন্মে রাজশ্রেষ্ঠ জরাসন্ধ নামে খ্যাত হয়েছিলেন। দিতির পুত্র হিরণ্যকশিপু মনুষ্যলোকে শিশুপাল নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। প্রহ্লাদের কনিষ্ঠভ্রাতা সংহ্লাদ, বাহ্লীকশ্রেষ্ঠ শল্য নাম নিয়ে পৃথিবীতে জন্মেছিলেন। প্রহ্লাদের ভ্রাতাদের মধ্যে কনিষ্ঠ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বলবান অনুহ্লাদ পৃথিবীতে এসে ধৃষ্টকেতু নামধারী রাজা হয়েছিলেন। শিবি নামের যে দৈত্য ছিলেন, তিনি বাজা দ্রুম নামে আবির্ভূত হয়েছিলেন, অসুরশ্রেষ্ঠ বাস্কল পৃথিবীতে ভগদত্ত নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। অয়! শিরা, অশ্বশিরা, অয় শঙ্কু, গগনমূর্ধা ও বেগবান— এই পাঁচজন মহাসুর কেকয়দেশের প্রধান পাঁচ রাজা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রতাপশালী মহাসুর কেতুমান পৃথিবীতে এসে ভয়ংকর স্বভাব উগ্রমৌজা নামের রাজা হয়েছিলেন। সুন্দরাকৃতি মহাসুর স্বর্ভানু ভয়ংকর স্বভাব উগ্রসেন নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

সমৃদ্ধিশালী অশ্ব নামক মহাসুর, তিনিই মহাবলবান অশোক নামের রাজা হয়েছিলেন। অশ্বের কনিষ্ঠ সহোদর দৈত্যশ্রেষ্ঠ অশ্বপতি হার্দিক্য নামের রাজা হয়ে জন্মেছিলেন। মহাসুর বৃষপর্বা পৃথিবীতে এসে দীর্ঘপ্রজ্ঞ নামে রাজা হয়েছিলেন। মহাবলবান মহাসুর অশ্বগ্রীব ভূমণ্ডলে রোচমান নামে বিখ্যাত রাজা হয়েছিলেন। বৃষপর্বার কনিষ্ঠ অজক নামক অসুর শাল্ব নাম রাজা হয়েছিলেন। সূক্ষ্ম নামের যশস্বী ও বুদ্ধিমান অসুর বৃহদ্রথ রাজা হিসাবে পরিচিত

ছিলেন। অসুরশ্রেষ্ঠ তুহুণ্ড সেনাবিন্দু রাজা নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। বলবান দৈত্যশ্রেষ্ঠ একপাৎ ভূমণ্ডলে বিখ্যাত বিক্রম নগ্নজিৎ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। মহাসুর একচক্র প্রতিবিন্ধ্য নামে প্রসিদ্ধ রাজা হয়েছিলেন। বিচিত্রযোদ্ধা মহাসুর বিরূপাক্ষ ভূতলে রাজা চিত্রবর্মা নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। মহাবীর শত্রুহন্তা হরদানব, সুবাহু নামের রাজা হয়েছিলেন। শত্রুহন্তা মহাবলবান অহর নামক অসুর এসে বাহ্লীক বংশের অন্য এক রাজা হয়েছিলেন। চন্দ্রবদন নিচন্দ্রনামের মহাসুর, ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হয়ে মুক্তকেশ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন, মহাবুদ্ধিমান যুদ্ধবিজয়ী নিকুম্ভ দানব শ্রেষ্ঠ রাজা দেবাধিপ নামে সমৃদ্ধিশালী রাজা হয়েছিলেন। দৈত্যশ্রেষ্ঠ, পৌরব নামের রাজর্ষি হয়েছিলেন। বলবান ও সমৃদ্ধিমান কুপটনামক মহাসুর পৃথিবীতে এসে সুপার্শ্ব নামে রাজা হয়েছিলেন। ধার্মিক কপট নামক দৈত্য, ভূমণ্ডলে এসে সুমেরু তুল্য গৌরকান্তি পার্বতেয় নামে রাজা হয়েছিলেন। অসুরদের মধ্যে দ্বিতীয় শলভ, বাহ্লীক দেশে প্রহ্লাদ নামে রাজা হয়েছিলেন।

চন্দ্রতুল্য সুন্দর চন্দ্রনামক দৈত্য এসে কম্বোজদেশে চন্দ্রবর্মা নামে রাজা হয়েছিলেন। দানবশ্রেষ্ঠ অর্ক এসে অধিক নামে রাজা হয়েছিলেন। মৃতপা নামে প্রধান অসুর, পশ্চিমদেশে অনুপক নামে রাজা হয়েছিলেন। বিক্রমশালী মহাসুর গরিষ্ঠ ভূমণ্ডলে এসে দ্রুমসেন নামে রাজা হয়েছিলেন। বিখ্যাত সমৃদ্ধিশালী ময়ূর, মর্ত্যভূমিতে এসে বিশ্বনামের রাজা হন। ময়ূরের কনিষ্ঠভ্রাতা সুবর্ণ, কালকীর্তি নামে প্রসিদ্ধ রাজা হয়েছিলেন। অসুরশ্রেষ্ঠ চন্দ্রহন্তা, শুনক নামের রাজর্ষি হয়েছিলেন। চন্দ্রবিজয়ী বিনাশন নামক মহাসুর এসে জানকি নামের রাজা হয়েছিলেন। দানব দীর্ঘজিহ্ব পৃথিবীতে এসে কাশিরাজ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। সিংহিকাদেবী চন্দ্র ও সূর্যের উৎপীড়ক যে গ্রহকে প্রসব করেছিলেন, সেই রাহু ক্রাথনাম্ব রাজা হয়েছিলেন। দনায়ুর চার পুত্রের প্রধান বিক্ষর নামক অসুর এসে বসুমিত্র নামে রাজা হয়ে জন্মেছিলেন। বিক্ষরের কনিষ্ঠ সহোদর পাণ্ড্যরাজ্যের রাজা হয়েছিলেন। বলীন নামের মহাসুর, পৌণ্ড্রম্যাস্যক নামে রাজা হয়েছিলেন। মহাসুর বৃত্র, মনিমান নামের রাজা হয়েছিলেন। বৃত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্রোধহন্তা নামের অসুর, ভূমণ্ডলে এসে দণ্ড নামের রাজা হয়েছিলেন। ক্রোধবর্ধন নামের অসুর, দণ্ডধার নামে রাজা হয়েছিলেন। অসুর রাজ কাঞ্চেয়ের আট পুত্র আটজন সিংহতুল্য রাজা হয়েছিলেন। প্রথম কালেয় মগধরাজ জয়ৎসেন, দ্বিতীয় কালেয় রাজা অপরাজিত, মহামায়াবী, মহাতেজস্বী তৃতীয় কালেয় নিষাদ রাজ্যের রাজা, চতুর্থ কালেয় রাজা শ্রেণীমান্, পঞ্চম কালেয় রাজা মহৌজা নামে, ষষ্ঠ কালেয় পৃথিবীতে এসে অভীরু নামে, সপ্তম কালেয় ধার্মিক সমুদ্রসেন নামক রাজা, অষ্টম কালেয় ভূতলে সমস্ত প্রাণীর হিতৈষী ও ধার্মিক বৃহৎ নামে বিখ্যাত রাজা হয়েছিলেন। কুক্ষিনামক বলবান দানব পৃথিবীতে এসে সুমেরু-পর্বত তুল্য গৌরবর্ণ পার্বতীয় রাজা নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। সুন্দর ও বলবান ক্রথনাসুর পৃথিবীতে এসে সূর্যাক্ষ নামে জন্মেছিলেন। মহাসুর সূর্য দরদদেশে বাহ্লীক নামে প্রধান রাজা হয়ে জন্মেছিলেন। ক্রোধবশ নামের অসুরসমূহ পৃথিবীতে এসে মহাবীর বহুতর রাজা হয়েছিলেন। ক্রোধবশ নামক অসুরের নিম্নলিখিত সন্তানেরা পৃথিবীতে অত্যন্ত ভাগ্যবান; বিশেষ যশস্বী ও মহাবলবান হয়েছিলেন। এঁরা হলেন— সত্রক, কর্ণবেষ্ট, সিদ্ধার্থ, কীকট, সুবীর, সুবাহু, বাহ্লীক, ক্রথ, বিচিত্র, সুরথ, নীল,

চীরবাস, দন্তবক্র, দুর্জয়, রুক্মী, জন্মেঞ্জয়, আষাঢ়, বায়ুবেগ, ভূরিতেজ, একলব্য, সুমিত্র, বাটধান, গোমুখ, কারুষক, ক্ষেমধূর্তি, ক্রুতায়ু, উদ্বহ, বৃহৎসেন, ক্ষেম, উগ্রতীর্থ, কুহর এবং ঈশ্বর।

বলবান কালনেমি নামক বিখ্যাত দানব, তিনিই মর্ত্যভূমিতে উগ্রসেনের পুত্র কংস নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। ইন্দ্রের তুল্য তেজস্বী দেবক নামের অসুর পৃথিবীতে গন্ধর্ব পতি নামে শ্রেষ্ঠ রাজা হয়েছিলেন। মহাযশস্বী দেবর্ষি বৃহস্পতির অংশে ভরদ্বাজগোত্রে দ্রোণাচার্য অযোনিসম্ভূত হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। দ্রোণাচার্য ধনুর্ধরদের প্রধান ছিলেন। সর্বাস্ত্রবিৎ হওয়ায় তিনি মহাতেজস্বী ও বিশেষ কীর্তিশালী হয়েছিলেন। তিনি ধনুর্বিদ্যায় এবং অন্যান্য বেদবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। আশ্চর্য কার্যক্রমের অধিকারী হয়ে তিনি আপন বংশের বিস্তৃত গৌরব বাড়িয়েছিলেন। শিব, যম, কাল, ক্রোধ— এই চার দেবতার সম্মিলিত অংশ থেকে অশ্বত্থামার সৃষ্টি। বশিষ্ঠের অভিশাপে এবং ইন্দ্রের আদেশে অষ্ট বসু এসে গঙ্গার গর্ভে এবং শান্তনুর ঔরসে জন্মেছিলেন। ভীষ্ম এই বসুগণেব মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি বেদজ্ঞ, বুদ্ধিমান, বাকপটু, কুরুবংশের অভয়দাতা ও শত্রুহন্তা ছিলেন। অস্ত্রপ্রধান ও মহাতেজস্বী এই ভীষ্ম, মহাত্মা পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।

কৃপ নামের ব্রহ্মর্ষি রুদ্রগণের অংশে মহাবীর হিসাবে পৃথিবীতে আবির্ভুত হয়েছিলেন। জগতে মহারথ নামে বিখ্যাত শকুনি দ্বাপরের অংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ, শত্রুহন্তা, বৃষ্ণিবংশ প্রধান সাত্যকি ঊনপঞ্চাশ বায়ুর অংশে জন্মেছিলেন। সকল অস্ত্রজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজর্ষি দ্রুপদ এবং অতুলনীয় কার্যক্ষম কৃতবর্মা, শত্রুহন্তা ও শত্রুরাজ্যের ভীতিকর বিরাট রাজা— এই তিনজন মরুদগণের অংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অরিষ্টার পুত্র বিখ্যাত হংসের জন্ম হয়, কুরুবংশে এবং তিনি গন্ধর্বদের রাজা হয়েছিলেন। সমস্ত অস্ত্রধারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহাতেজস্বী ও আজানুলম্বিত বাহু ধৃতরাষ্ট্র মাতার দোষে ও ব্যাসদেবের কোপে অন্ধ হয়ে, মরুদগণের অংশে জন্মেছিলেন। অত্যন্ত অধ্যবসায়ী, মহাবলবান সত্যধর্মে নিরত ও পবিত্রস্বভাব পাণ্ডু সেই ধৃতরাষ্ট্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হয়ে বেদব্যাসের ঔরসেই জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ্যবান ও মহাবুদ্ধিমান ব্যাসপুত্র বিদুর ধর্মের অংশে ভূমণ্ডলে জন্মেছিলেন। কুটবুদ্ধি ও দুরাশয় ও কুরুকুলের কলঙ্কজনক রাজা দুর্যোধন কলির অংশে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কলি জগতের সমস্ত লোকের বিরাগভাজন, সেই কলির অংশে জাত দুর্যোধন পৃথিবীর সমস্ত বীরের বিনাশের কারণ হয়েছিলেন। দুঃশাসন, দুর্মুখ ও দুঃসহ প্রভৃতি দুর্যোধনের নিরানব্বই জন ভ্রাতা রাক্ষসের অংশে জন্মেছিলেন। রাক্ষসের অংশে জন্মালেও বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভজাত যুযুৎসু স্বভাব ও চরিত্রে ভিন্ন ধরনের ছিল। তিনি ওই একশত ভ্রাতার অধিক ছিলেন। এই একশত পুত্র ব্যতীত রাক্ষসের অংশে ধৃতরাষ্ট্রের দুঃশলা নামে এক কন্যার জন্ম হয়। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা সকলেই শ্রেষ্ঠ রথী ও বীর, যুদ্ধকার্যে নিপুণ, সকলেই বেদবিৎ এবং দণ্ডনীতি প্রভৃতি শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তারা সকলেই যুদ্ধশাস্ত্র জানতেন, বিদ্যা ও সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং সকলেই অনুরূপ ভার্যা গ্রহণ করেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র শকুনির মত অনুসারে যথাকালে দুঃশলা নাম্নী কন্যাটিকে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের হাতে দান করেছিলেন।

এদিকে রাজা যুধিষ্ঠির ধর্মের অংশে, ভীমসেন বায়ুর অংশে এবং অর্জুন দেবরাজ ইন্দ্রের অংশে জন্মেছিলেন। অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের অংশে নকুল ও সহদেব মর্ত্যলোকে অতুলনীয় সুন্দর হয়ে, সকল লোকের চিত্ত আকর্ষণ করতেন। চন্দ্রের পুত্র বর্চা অর্জুনের ঔরসে সুভদ্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র চন্দ্রের অসাধারণ প্রিয় ছিল এবং সেই কারণে তিনি পুত্রকে কেবলমাত্র ষোলো বৎসরের জন্য মর্ত্যলোকে থাকার অনুমতি প্রদান করেছিলেন। চন্দ্র আরও জানিয়েছিলেন যে, এই অভিমন্যু একটি মাত্র সন্তানের জন্ম দেবে এবং সেই পুত্রই লুপ্তপ্রায় ভরতবংশকে রক্ষা করবে। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নির অংশে জন্মেছিলেন। শিখণ্ডী রাক্ষসের অংশে প্রথমে স্ত্রী হয়ে জন্মে, পরে পুরুষ হয়েছিলেন। দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র বিশ্বদেবগণের অংশে জন্মেছিলেন। সূর্যের অংশে কুন্তীর গর্ভে সূর্যনন্দন সহজাত কবচ কুণ্ডলধারী মহাবীর কর্ণের জন্ম হয়েছিল। নারায়ণ নামে যিনি সনাতন দেবতা, যিনি দেবগণের দেবতা, তিনি মর্ত্যলোকে প্রতাপশালী কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অনন্তনাগের অংশে বলরাম ও সনৎকুমারের অংশে মহাতেজা প্রদ্যুম্ন অবতীর্ণ হলেন। এইরকম বহু দেবতার অংশ এসে বসুদেবের বংশে গদ-মারন প্রভৃতি মনুষ্যশ্রেষ্ঠরূপে আবির্ভূত হলেন।

স্বর্গের অপ্সরারা ইন্দ্রের আদেশে মর্ত্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। স্বর্গের অপ্সরারা ইন্দ্রের আদেশে শ্রীকৃষ্ণের ষোলো হাজার মহিষী হয়েছিলেন। আর, লক্ষ্মীদেবীর অংশ, কৃষ্ণের প্রীতির জন্য পৃথিবীতে এসে ভীষ্মক রাজার কন্যারূপে রুক্মিণী নামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

দ্রৌপদী ত্বথ সংজজ্ঞে শচীভাগাদনিন্দিতা।
দ্রুপদস্য কুলে কন্যা বেদীমধ্যাদনিন্দিতা ৷৷ আদি: ৬২ : ১৫৮ ৷৷
নাতিহ্রস্বা ন মহতী নীলোৎপলসুগন্ধিনী।
পদ্মায়তাক্ষী সুশ্রোণী স্বসিতাঞ্চিত মূর্দ্ধজা ৷৷ আদি: ৬২ : ১৫৯ ৷৷
সর্বলক্ষণসম্পন্না বৈদুর্যমণিসন্নিভা।
পঞ্চাণাং পুরুষেন্দ্রাণাং চিত্ত প্রমথনী রহঃ ৷৷ আদি : ৬২ : ১৬০ ৷৷

দ্রৌপদী, শচীদেবীর অংশে, দ্রুপদ রাজার কন্যা হয়ে যজ্ঞবেদী থেকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতি খর্ব ছিলেন না, অতি দীর্ঘও ছিলেন না; নীলোৎপলের মতো গাত্রের সৌরভ ছিল, নয়নযুগল পদ্মপত্রের ন্যায় দীর্ঘ এবং নিতম্বযুগল মনোহর ছিল। নিশ্বাস বায়ুতেও তাঁর কেশকলাপ সঞ্চালিত হত, শরীরে লক্ষণগুলি শুভসূচক ছিল। শরীরে বর্ণ বৈদূর্যমণির মতো শ্যামল ও স্নিগ্ধ ছিল; সুতরাং তিনি নির্জনে ইন্দ্রতুল্য পাঁচটি পুরুষের চিত্তকেই উদ্বেলিত করতেন।

সিদ্ধি ও ধৃতি নামে যে দু'জন দেবী ছিলেন, তারাই কুন্তী ও মাদ্রী নামে জন্মগ্রহণ করে পঞ্চপাণ্ডবের মাতা হয়েছিলেন। আর মতি-দেবী গান্ধারী হয়ে জন্মেছিলেন।

এইভাবে দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, অপ্সরা ও রাক্ষসের অংশে মর্ত্যলোকে বিভিন্ন পুরুষ ও নারী জন্মেছিলেন। অর্থাৎ মঞ্চ প্রস্তুত হল। সমুদ্র মন্থনের পর দেবতা ও দৈত্য, অসুরদের মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম ঘটেছিল। সেই সংগ্রাম ত্রেতাযুগে রাম ও রাবণের যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু সেদিনের সংগ্রাম প্রধানত ছিল নারীর অধিকার নিয়ে। দ্বাপরে সেই সংগ্রাম জমির অধিকার নিয়ে ঘটেছিল, নারীও এখানেও ছিল, কিন্তু তা উদ্দীপক হিসাবে। গোটা ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গ এই সংগ্রামে জড়িয়ে পড়লেন। পাওয়া গেল একটির পর একটি দুর্লভ মুহূর্ত। আঠারো অক্ষৌহিণী সৈন্য কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে সমবেত হলেন। যুদ্ধ শেষ হবার পর মাত্র দশজন জীবিত ছিলেন। পাণ্ডব পক্ষে সাতজন আর কৌরবপক্ষে তিনজন। এই দশজনের মধ্যে অশ্বত্থামা পূতিগন্ধময় দেশে নির্বাসিত হন, সাত্যকি ও কৃতবর্মা মুষলপর্বে নিহত হন, কৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন। ভীম-অর্জুন নকুল, সহদেব মহাপ্রস্থানিক পর্বে পার্বত্যপথে মৃত্যুবরণ করেন। কৃপাচার্য পরীক্ষিতের গুরু হিসাবে পৃথিবীতে থেকে যান আর একমাত্র যুধিষ্ঠির পৃথিবীর ধূলি মলিন দেহে উপস্থিত হন স্বর্গলোকে, একাকী, কেবলমাত্র ধর্মকে সঙ্গী করে।

৩

অভিশপ্ত অগ্নিদেব-ভৃগুর শাপমোচন

পুরাণে অলৌকিক উপাখ্যান ও মনীষীদের আদিবংশ কথিত আছে। সেই সমস্ত আদি বংশের মধ্যে প্রথম ভৃগুর বংশ।

ভৃগুর্মহর্ষির্ভগবান ব্রহ্মণা বৈ স্বয়ম্ভুবা।
বরুণস্য ক্রতৌ জাতঃ পাবকা দিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ আদি : ৫ : ৭ ॥

ব্রহ্মা বরুণের যজ্ঞ করছিলেন; সেই যজ্ঞের অগ্নি থেকে মহর্ষি ভৃগু জন্মগ্রহণ করেন, এমনটি আমরা শুনেছি।

ভৃগুর পুত্রের নাম ছিল চ্যবন, চ্যবন ভৃগুর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। চ্যবনের প্রমিতি নামের ধার্মিক পুত্র ছিল। দেব অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে প্রমিতির পুত্র জন্মে। সেই পুত্রের নাম হয় রুরু। রুরুর পত্নীর নাম ছিল প্রমদ্বরা। প্রমদ্বরা রুরুকে শুনক নামে বেদশাস্ত্রে পারদর্শী, তপস্বী, যশস্বী, প্রধান ব্রহ্মজ্ঞানী, সত্যবাদী, আচারনিষ্ঠ, হিতভোজী ও মিতভোজী এক পুত্র প্রদান করেন। শৌনক ছিলেন সম্রাট অশেষ পরাক্রমশালী শুনকের প্রপিতামহ।

ভৃগুর পত্নী ছিলেন পুলোমা। তিনি ভৃগুর প্রিয়তমা ছিলেন। ভৃগুর সংস্পর্শে পুলোমা গর্ভবতী হলেন। পুলোমা স্বামী ভৃগুকে ভালবাসতেন, ভক্তি করতেন। তিনি শান্ত, সচ্চরিত্র স্বভাবের নারী ছিলেন। ভৃগুর সন্তানকে তিনি অসীম মমতায় আপন গর্ভে বহন করছিলেন।

একদিন ধার্মিকশ্রেষ্ঠ ভৃগু স্নান করবার জন্য আশ্রম থেকে গঙ্গার দিকে যাত্রা করলেন। সেই সময়ে আশ্রমে এক রাক্ষস প্রবেশ করল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই রাক্ষসেরও নাম ছিল পুলোমা। পুলোমা রাক্ষস সেই আশ্রমে প্রবেশ করে ভৃগুর সুন্দরী স্ত্রীকে দেখে, কামবশে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে পড়ল।

এদিকে পরমাসুন্দরী পুলোমাদেবী তখন সেই অতিথি রাক্ষসকে বন্য ফলমূলাদি ভোজন করবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু কামপীড়িত সেই রাক্ষস পুলোমাদেবীকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে তাঁকে অপহরণ করবার ইচ্ছা করল। পুলোমা রাক্ষস শুভলক্ষণা পুলোমাদেবীকে হরণ করার ইচ্ছা করে আনন্দিত হয়ে মনে মনে বলল, "আমার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।" কারণ, পুলোমা রাক্ষস পুলোমাদেবীর বিবাহের পূর্বে এঁকে দেখেছিল এবং মুগ্ধ হয়েছিল। সে স্থির করেছিল, যথাসময়ে সে পুলোমাদেবীকে বিবাহ করবে। পুলোমা রাক্ষস তার ভাবী স্ত্রী মনোনীত করে চলে গিয়েছিল। ইতোমধ্যে ভৃগুর সঙ্গে পুলোমাদেবীর বিয়ে

হয়ে যায়। পুলোমাদেবীর পিতা রাক্ষস পুলোমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, এই প্রত্যাখ্যানের যন্ত্রণা পুলোমা রাক্ষসকে সমস্ত সময়ে দুঃখিত করে রাখত।

"ভৃগু আশ্রমে নেই, পুলোমাকে অপহরণ করবার পক্ষে এই উপযুক্ত সময়" এ কথা ভেবে পুলোমা রাক্ষস তখন পুলোমাদেবীকে অপহরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, তখন সে হোমগৃহে প্রজ্বলিত অগ্নি দেখতে পেল।

তারপর, পুলোমা রাক্ষস তখন সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করল, "অগ্নি, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি। তুমি আমাকে সত্য করে বলো, এই পুলোমা দেবী— কার ভার্যা।

"অগ্নি, তুমি দেবগণের মুখ; অতএব আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। এই বরবর্ণিনীকে আমি পূর্বেই আপন ভার্যা হিসাবে বরণ করেছিলাম। তারপরে এঁর পিতা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে এঁকে ভৃগুর হাতে সমর্পণ করেন। তাতে ইনি যদি গোপনে ভৃগুর ভার্যা হয়ে থাকেন, তবুও তুমি সত্য বলো যে ন্যায়ত ইনি আমার ভার্যা হন কি না। যদি ন্যায়ত ইনি আমার ভার্যা হয়ে থাকেন, তবে আমি, এই আশ্রম থেকে এঁকে হরণ করতে ইচ্ছা করি। কেন না, সে দুঃখ আমার হৃদয়কে চিরকাল যেন দগ্ধ করে চলেছে। এই সুন্দরী পূর্বেই আমার ভার্যা হবেন বলে স্থির ছিল। ভৃগু এঁকে গ্রহণ করে আমার অসম্মত কাজ করেছেন; সুতরাং আজ আমি এঁকে আশ্রম থেকে হরণ করব।"

পুলোমা দেবী ন্যায়ত ভৃগুর ভার্যা হতে পারেন কি না এই সন্দেহ করে পুলোমা রাক্ষস প্রজ্বলিত অগ্নিকে বারবার এই প্রশ্ন করতে লাগল। "অগ্নি! তুমি সমস্ত প্রাণীর অন্তরে সর্বদাই বিচরণ করে থাক এবং তাদের পাপ-পুণ্যের সাক্ষীর মতোই থাক; অতএব হে সর্বজ্ঞ! তুমি আমাকে সত্য কথা বলো। ভৃগু মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আমার পূর্ববৃত ভার্যাকে গ্রহণ করেছে। ইনি যদি আমার পূর্ববৃত ভার্যাই হন, তবে তুমি আমাকে সে কথা সত্য বলো। আমি তোমার সত্য কথা শুনে তোমার সাক্ষাতেই এই ভৃগুর ভার্যাকে আশ্রম থেকে হরণ করব। অতএব অগ্নি! আমার নিকট সত্য কথা বলো।"

অগ্নি পুলোমা রাক্ষসের কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং মিথ্যা কথার ভয়ে ও ভৃগুর শাপের ভয়ে ভীত হয়ে আস্তে আস্তে বললেন, "হে দানবনন্দন। তুমিই পূর্বে এই পুলোমাকে বরণ করেছিলে; কিন্তু তুমি যথাবিধানে মন্ত্রপাঠপূর্বক বরণ করনি। কিন্তু পুলোমার পিতা এই পুলোমাকে ভৃগুর হাতেই সমর্পণ করেছিলেন; তিনি ভৃগুর কাছ থেকে বর পাবার আশায় কন্যাকে তোমার হাতে সমর্পণ করেননি। হে দানব। তারপর মহর্ষি ভৃগু বেদদৃষ্ট বিধানে যথানিয়মে অগ্নিকে সাক্ষী রেখে এঁকে ভার্যারূপে গ্রহণ করেছেন। ইনি সেই পুলোমা, তা আমি জানি। মিথ্যা কথা বলতে পারব না। কেন না, জগতে মিথ্যা কথার সম্মান কেউ করে না।"

পুলোমা রাক্ষস অগ্নির কথা শুনে, মন ও বায়ুর তুল্য বরাহরূপ ধরে পুলোমাদেবীকে অপহরণ করে নিয়ে চলল। তারপর মাতার গর্ভস্থিত সেই সন্তানটি গর্ভচ্যুত হয়ে মাটিতে পতিত হল। গর্ভচ্যুত হল বলে সন্তানটির নাম হল চ্যবন। মাতার উদর থেকে নির্গত, সূর্যতুল্য তেজীয়ান সেই বালকটিকে দেখে পুলোমা রাক্ষস ভস্মীভূত হল এবং পুলোমা দেবীকে পরিত্যাগ করে মাটিতে পড়ে গেল। তখন সুন্দরনিতম্বা, দুঃখবিহ্বলা পুলোমাদেবী ভৃগুর পুত্র

সেই চ্যবনকে নিয়ে আশ্রমের দিকে চললেন। তখন সমস্ত জগতের পিতামহতুল্য মাননীয় ব্রহ্মা দেখলেন, অনিন্দ্যসুন্দর পুলোমাদেবী রোদন করছেন। তাতে তাঁর অশ্রুজলে নয়নযুগল প্লাবিত হয়ে আছে। তখন ব্রহ্মা আপন পুত্রবধূ সেই পুলোমাকে নানাবিধ প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা দান করলেন। এদিকে পুলোমার অশ্রুবিন্দু থেকে একটি বৃহৎ নদী উৎপন্ন হল। তা দেখে ভগবান ব্রহ্মা নদীটির নাম রাখলেন 'বধূসরা' কারণ নদীটি ভৃগুর পত্নীর পিছনে পিছনে তাঁর আশ্রমের দিকে চলছিল।

প্রতাপশালী ভৃগুর পুত্র এইভাবে 'চ্যবন' নামে প্রসিদ্ধ হলেন। ভৃগু আশ্রমে গিয়ে আপন পুত্র সেই চ্যবনকে এবং পত্নীকে দেখতে পেলেন। তারপর তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পত্নী পুলোমাকে প্রশ্ন করলেন, "পুলোমা রাক্ষস তোমাকে হরণ করবারই ইচ্ছা করেছিল, এই অবস্থায় তার কাছে তোমার পরিচয় কে দিল? সে রাক্ষস তো নিজের ভার্যা বলে তোমাকে জানত না। পুলোমা, তুমি আমাকে বলো। আমি ক্রোধে সেই ব্যক্তিকে এখনই শাপ দিতে ইচ্ছা করি। কোন ব্যক্তি আমার শাপের ভয় করে না? কোন ব্যক্তিই বা সেই ভয় লঙ্ঘন করল?"

পুলোমাদেবী বললেন, "ভগবান! অগ্নিদেবই সেই রাক্ষসের কাছে আমার পরিচয় জানিয়ে দিয়েছেন। তার পর আমি কুররী (বাজকুরল) পাখির মতো চিৎকার করতে থাকলাম। সেই অবস্থায় রাক্ষস আমাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর আপনার পুত্রের তেজেই আমি মুক্তিলাভ করলাম। সে রাক্ষস আমাকে ছেড়ে দিয়ে ভস্ম হয়ে পড়ে গেল।" ভৃগু পুলোমার কাছে এ বৃত্তান্ত শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন, আবার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অগ্নিকে অভিসম্পাত করলেন, "অগ্নি! তুমি সর্বভুক হবে।"

ভৃগু অভিসম্পাত করলে, অগ্নিও ক্রুদ্ধ হয়ে একথা বললেন, "ব্রাহ্মণ তুমি আমাকে অভিসম্পাত দিলে কেন? আমি সর্বদাই ধর্মরক্ষার জন্য যত্ন করে থাকি এবং বিনা পক্ষপাতেই সত্য বলে থাকি; সুতরাং, পুলোমা রাক্ষস জিজ্ঞাসা করায় আমি সত্য কথা বলেছি, তাতে আমার কী অপরাধ হয়েছিল? যে সাক্ষী পাপ ও পুণ্যের কারণ জানে এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, সে নিজের বংশের পূর্ববর্তী সাত পুরুষ এবং পরবর্তী সাত পুরুষকে নরকে নিপাতিত করে। হে ব্রাহ্মণ! আমিও তোমাকে অভিসম্পাত করতে পারতাম, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা আমার মাননীয় বলেই আমি তোমাকে অভিসম্পাত করিনি। তোমার জানা থাকলেও আমি তোমাকে বলছি শোনো।

"আমি যোগবলে নিজেকে বহু অংশে বিভক্ত করেও অগ্নিহোত্র, সত্রযাগ, উপনয়নাদিক্রিয়া এবং সোমযাগ প্রভৃতি কার্যে, বহু মূর্তিতে অবস্থান করে থাকি। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি যাজ্ঞিকেরা বেদবিধানে আমাতে যে ঘৃতাদির আহুতি দেন, তার দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণ তৃপ্তি লাভ করেন। সমস্ত দেবগণই জল, আবার সমস্ত পিতৃগণও জল এর সঙ্গে মিলিত হলেই তাঁদের জন্য দর্শযাগ ও পৌর্ণমাসযাগ হয়ে থাকে। অতএব দেবগণই পিতৃগণ এবং পিতৃগণই দেবগণ। পর্বকালে সেই উভয়ের সম্মিলিত অবস্থায় পূজা হয়ে থাকে। আবার পৃথকভাবেও পূজা হয়ে থাকে। দেবগণ ও পিতৃগণ যখন আমাতে প্রদত্ত বস্তু ভোজন করেন, তখন আমিই দেবগণ ও পিতৃগণের মুখ। আমি তাঁদের মুখ বলেই অমাবস্যার দিন পিতৃগণকে

ও পূর্ণিমার দিন দেবগণকে উদ্দেশ্য করে আমাকে হোম করা হয়ে থাকে; সুতরাং আমি তাঁদের মুখ হয়ে কীভাবে সর্বভুক হব?"

অগ্নিদেব শাপ প্রতিরোধের উপায় চিন্তা করে দ্বি-জাতিগণের অগ্নিহোত্র, যজ্ঞে, সত্রে, উপনয়ন প্রভৃতি ক্রিয়ায় এবং রন্ধনাদি কার্যে নিজের অন্তর্ধান করলেন। অগ্নি না থাকায় যজ্ঞাদিকার্যে ওঙ্কার, বষট্কার, স্বধা ও স্বাহা প্রভৃতি কিছুই থাকল না এবং রন্ধনাদি না করতে পারায় সমস্ত লোক অত্যন্ত বিপাকে পড়ল।

তারপর, ঋষিরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে গিয়ে দেবগণকে বললেন "দেবগণ! অগ্নি লোপ পাচ্ছেন। তাতে সর্বপ্রকার ক্রিয়াও লোপ পাচ্ছে। ত্রিজগতের সমস্ত লোকই অস্থির হয়ে পড়েছে। সুতরাং কালবিলম্ব না করে এর প্রতিকার করুন।" তখন ঋষিগণ ও দেবগণ গিয়ে ব্রহ্মার কাছে ভৃগু কর্তৃক অগ্নির অভিশাপের বিষয় এবং জগতে ক্রিয়ালোপের কথা জানিয়ে বললেন, "হে সর্বলোকধারক। মহর্ষি ভৃগু কোন কারণবশত অগ্নিকে অভিসম্পাত করেছেন। অগ্নি দেবগণের মুখ হয়ে এবং যজ্ঞের অগ্রভাগভোজী হয়ে কীভাবে জগতে সর্বভুক হবেন?"

ব্রহ্মা তাঁদের কথা শুনে, অগ্নিকে ডেকে প্রাণিগণের হিতকারী ও অবিনশ্বর সেই অগ্নিকে কোমল বাক্যে বলতে লাগলেন, "অগ্নি, এ জগতে তুমিই সকল লোকের সৃষ্টিকর্তা ও সংহারকর্তা এবং তুমিই ত্রিভুবন রক্ষা করছ। আর তুমিই অগ্নিহোত্র প্রভৃতি বৈদিক ক্রিয়ার প্রবর্তক।

"অতএব হে লোকেশ্বর! তুমিই সেইরূপই কর, যাতে ক্রিয়াকলাপ লোপ না পায়। হুতাশন! তুমি ঈশ্বর হয়েও এইরূপ কর্তব্যজ্ঞানহীন হলে কেন? জগতে তুমি সর্বদাই পবিত্র এবং সকল প্রাণীর জীবনের গতি; অতএব তুমি সমস্ত শরীরদ্বারা সর্বভুক হবে না। অগ্নি, তোমার অধোদেশে যে সকল শিখা আছে, সেগুলিই সমস্ত ভক্ষণ করবে। সূর্যকিরণে স্পৃষ্ট হয়ে সকল বস্তু যেমন পবিত্র হয়, তেমনি তোমার শিখায় দগ্ধ হয়েও সমস্ত বস্তু পবিত্র হবে। অগ্নি! তুমি মহাশক্তিশালী; তাই তুমি আপন শক্তিবলে উদ্ভূত মহাতেজ স্বরূপ; অতএব নিজের তেজেই মহর্ষির অভিশাপকে সত্য করো এবং তোমার মুখে আহুতিভাবে যা পড়বে, তুমি দেবতাদের ও নিজের সেই ভাগ গ্রহণ করো।

"তাই হবে"— এই কথা বলে অগ্নি ব্রহ্মার কথার প্রত্যুত্তর দিলেন এবং তাঁর আদেশ অনুযায়ী কার্য করার জন্য চলে গেলেন। দেবগণ ও মুনিগণ আনন্দিত হয়ে যথাস্থানে চলে গেলেন এবং ঋষিরাও পূর্বের মতোই যাগযজ্ঞাদি কার্য করতে লাগলেন। স্বর্গে দেবগণ আনন্দিত হলেন; মর্ত্যে মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণিগণ সন্তুষ্ট হল এবং ব্রহ্মার ব্যবস্থা অনুযায়ী ঘৃণিতভাব দূর হওয়ায় অগ্নিও পরম প্রীতিলাভ করলেন।

ভগবান অগ্নিদেব পূর্বকালে ভৃগুর দ্বারা এইভাবে অভিশপ্ত হয়েছিলেন। অগ্নিদেবের সত্য বলার কারণেই পুলোমা রাক্ষস দেবী পুলোমাকে অপহরণ করেছিল। আবার অগ্নিদেব ভৃগুপুত্র চ্যবনের দৃষ্টিতে আবির্ভূত হয়ে সেই অন্যায়কারী পুলোমা রাক্ষসকে ভস্মীভূত করেছিলেন।

অগ্নিদেব মহাভারত কাহিনিতে অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। জনমেজয়ের সর্পসত্র যজ্ঞে তাঁর আবির্ভাব। অসুস্থ অগ্নিদেব অর্জুন ও কৃষ্ণের সহায়তা লাভের প্রার্থনায় তাঁদের কাছে উপস্থিত হন। অর্জুন দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে সংগ্রামের উপযুক্ত অস্ত্রের অভাবের কথা বললে অগ্নিদেব বরুণের কাছ থেকে গাণ্ডিবধনু, দুই অক্ষয়তূণ, দেবদত্ত শঙ্খ ও রথ এবং কৃষ্ণকে সুদর্শন চক্র, পাঞ্চজন্য শঙ্খ এনে দেন।

খাণ্ডবদাহ করে কৃষ্ণার্জুন অগ্নিদেবকে সুস্থ করে তোলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়, সেই মুহূর্তেই কৃষ্ণ রথ থেকে নেমে গেলে অগ্নিদেব অর্জুনের রথ ভস্মীভূত করে দেন। আশ্রমবাসিকপর্বে অর্জুনের মাতা কুন্তীদেবীকেও ভস্মীভূত করতে দ্বিধা করেননি অগ্নিদেব। অর্জুন মহাপ্রস্থান যাত্রার সময় পথ আটকে যা যা অর্জুনকে দিয়েছিলেন, তা সব ফিরিয়ে নেন অগ্নিদেব। তাঁর এই সব আচরণ থেকে দেবচরিত্রের বৈশিষ্ট্যও ফুটে ওঠে। কোনও পার্থিব বস্তুই চিরতরে তাঁরা দান করেন না। মানুষের কাছে তাঁরা ঋণী নন, মানুষই তাঁদের কাছে ঋণী। সেখানে তাঁরা দৈবধর্মই পালন করে থাকেন।

৪

ভৃগুবংশের বিস্তার ও রুরুর সর্পহত্যা

মহর্ষি ভৃগুর পুত্র চ্যবন সুকন্যানাম্নী এক নারীকে বিবাহ করেন। সুকন্যার গর্ভে প্রমতি নামের পুত্র জন্মগ্রহণ করে। প্রমিতি উদার হৃদয় ও মহাতেজস্বী হয়েছিলেন। স্বর্গের অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে প্রমিতি রুরু নামে এক প্রসিদ্ধ সন্তান উৎপাদন করেছিলেন। রুরু এবং তাঁর ভার্যা প্রমদ্বরার কাহিনি মহাভারতের এক অসাধারণ কাহিনি। এঁরা সকলেই প্রথমে ভৃগুবংশীয় ও পরে পাণ্ডব-কৌরবদের পূর্বপুরুষ ও পূর্বনারী ছিলেন।

পূর্বকালে সমস্ত প্রাণীর হিতকার্যে নিরত এবং তপস্যা ও বিদ্যাশালী 'স্থূলকেশ' নামে বিখ্যাত একজন মহর্ষি ছিলেন। সেই মহর্ষির সময়েই গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু অপ্সরা মেনকার সঙ্গে মৈথুনপ্রবৃত্ত হন। অপ্সরা মেনকা বিশ্বাবসুর উৎপাদিত সেই গর্ভটিকে মহর্ষি স্থূলকেশের আশ্রমের কাছে যথাসময়ে প্রসব করল এবং প্রসব করেই সেই নির্দয় ও নির্লজ্জ অপ্সরা নদীতীরে সন্তানটিকে পরিত্যাগ করে চলে গেল।

প্রভাবশালী মহর্ষি স্থূলকেশ তখন দেখতে পেলেন— কে যেন একটি কন্যাকে নির্জন নদীতীরে পরিত্যাগ করে গিয়েছে। আপন কান্তিতে সে কন্যা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে এবং দেবকন্যার মতো শোভা পাচ্ছে। কিন্তু চারপাশে তার কোনও রক্ষক নেই। মহর্ষি অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে কন্যাটিকে আপন কোলে তুলে নিলেন এবং আশ্রমে তাকে নিয়ে গিয়ে প্রতিপালন করতে লাগলেন। কন্যাটিও মহর্ষির কল্যাণকর আশ্রমে থেকে বড় হতে লাগল। মহামতি মহর্ষি স্থূলকেশ যথাবিধানে এবং যথাক্রমে সেই কন্যাটির জাতকর্ম প্রভৃতি সংস্কারগুলি করালেন। সেই কন্যাটি রূপে, গুণে ও স্বভাবে অন্যান্য সকল স্ত্রীলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে, মহর্ষি স্থূলকেশ তাঁর নাম রাখলেন— প্রমদ্বরা।

কোনও এক সময়ে রুরু, স্থূলকেশমুনির আশ্রমে প্রমদ্বরাকে দেখে, ধার্মিক হয়েও তৎক্ষণাৎ কামে অভিভূত হলেন। কাম তাঁকে আর্ত ও পীড়িত করে তুললেও রুরু ধর্ম বিস্মৃত হলেন না। তিনি স্বয়ং কন্যাটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন না। বয়স্যগণ দ্বারা নিজের অভিলাষ আপন পিতাকে জানালেন। পিতা প্রমতিও পুত্রের জন্য স্থূলকেশ মুনির কাছে সেই কন্যাটিকে প্রার্থনা করলেন। মহর্ষি পুলকেশ শুভক্ষণ দেখে পরবর্তী উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রে বিবাহ স্থির করলেন এবং রুরুর হাতে প্রমদ্বরাকে দান করবেন বলে অঙ্গীকার করলেন।

কয়েকদিন কেটে গেল, বিয়ের দিনও এসে গেল; এমন সময়ে একদিন প্রমদ্বরা সখীদের সঙ্গে খেলা করতে করতে খেলার জায়গায় একটি শায়িত সাপকে না দেখে সাপের গায়ের

উপর পা দিয়ে পাড়িয়ে দিল। অসাবধানে প্রমদ্বরা পা দিয়ে সাপকে আঘাত করলে মৃত্যুপ্রেরিত সেই সর্প তার চরণে তীব্র দংশন করল। সেই সর্প দংশন করলে প্রমদ্বরা তৎক্ষণাৎ ভূতলে পড়ে গেল; তার শরীরের বর্ণ মলিন হয়ে গেল, উজ্জ্বল কান্তি তিরোহিত হল। অলংকারগুলি পড়ে গেল এবং চৈতন্যলোপ পেল। তার চুলগুলি খুলে পড়ল এবং প্রাণ চলে গেল। এই দারুণ দুর্ঘটনায় সখীরা আর্তনাদ করতে লাগল। প্রমদ্বারা অসাধারণ সুন্দরী নারী ছিল। সর্প বিষের আঘাতে গতপ্রাণ সে নারীকে আরও অপরূপ দেখতে লাগল।

পিতা স্থূলকেশ ও অন্যান্য তপস্বীরা দেখলেন— পদ্মকোষের মতো গৌরকান্তি প্রমদ্বারা ভূতলে পড়ে আছে। তার স্পন্দন নেই। তারপর স্বস্ত্যাত্রেয়, মহাজানু, কৌশিক, শঙ্খমেখল, উদ্দালক, কঠ, শ্বেত, ভরদ্বাজ, কৌণকুৎস্য, আর্ষ্টিসেন এবং গৌতম— এই সকল প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ দয়া স্নেহ করুণাবশত সেই স্থানে উপস্থিত হলেন। পুত্র রুরুর সঙ্গে প্রমতি এবং অন্যান্য সেই সকল বনবাসী, সর্পবিষের জ্বালায় সেই গতপ্রাণা কন্যাটিকে দেখে অশ্রুপাত করতে থাকলেন; গতায়ু প্রিয়তমাকে দেখে অত্যন্ত দুঃখিত রুরু আশ্রমের বাইরে চলে গেলেন! মৃত প্রমদ্বরার মুখ তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। শোকার্ত রুরু বলতে লাগলেন, "আমার প্রিয়তমার দেহখানি কৃশ ছিল, পূর্ণচন্দ্রের মতো ছিল তার মুখ। আমাকে অশেষ দুঃখসাগরে পতিত করে তিনি প্রাণহীন অবস্থায় ভূতলে পড়ে আছেন। সেই সুন্দর নিতম্বা ও পদ্মনয়না অপরূপা নারী মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে আমার প্রাণ আকর্ষণ করছেন। জীবিত অবস্থায় প্রমদ্বরা ভিন্ন অন্য নারীর সঙ্গে মিলন আমার পক্ষে অসম্ভব। কাজেই আমার আর বংশধর থাকার সম্ভাবনা রইল না, আমার আর পিণ্ডের সম্ভাবনা থাকল না। সুতরাং আমার পিতামাতা বয়স্য ও বন্ধুদের এর থেকে অধিক দুঃখের বিষয় আর কী হতে পারে? আমি যদি দান করে থাকি, তপস্যা করে থাকি এবং গুরুজনদের সেবা করে থাকি, তবে আমার সেই পুণ্যে আমার প্রিয়তমা জীবন লাভ করুন। আমি যদি জন্মাবধি সংযতচিত্ত জিতেন্দ্রিয় থাকি এবং ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি নিয়ম যথাবিধি পালন করে থাকি; তা হলে আমার সেই সকল পুণ্যে আমার প্রিয়তমা প্রমদ্বরা জীবন লাভ করুন। কৃষ্ণ, বিষ্ণু, হৃষীকেশ, জগদীশ্বর এবং অসুরহন্তা নারায়ণের প্রতি যদি আমার অচলা ভক্তি থাকে, তা হলে আমার প্রিয়তমা প্রমদ্বরা জীবন লাভ করুন।

রুরু এইরকম বিলাপ করতে থাকলে সমস্ত দেবতা কৃপান্বিত হয়ে, রুরুর হিতজনক বাক্য বলে, একটি দূত তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। দেবগণের প্রিয়কারী ও পবিত্র হৃদয় সেই দূত সত্বর উপস্থিত হয়ে, শোকার্ত রুরুকে সম্বোধন করে বলল, "হে দ্বিজোত্তম, সমস্ত দেবতা মিলে আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন, তাঁরা আপনার হিতৈষী; এই তাঁরা আপনার হিতের কথা বলেছেন, আপনি তা শুনুন। রুরু শোকে অধীর হয়ে আপনি যা বলেছেন, তা মিথ্যা। কারণ যার আয়ু চলে যায়, তার পুনরায় আয়ুলাভ ঘটে না। গন্ধর্ব ও অপ্সরার এই কন্যাটির আয়ু চলে গিয়েছে; অতএব বৎস! তুমি কোনও প্রকারেই শোকে কাতর হয়ো না। তবে এ বিষয়ে, মহাত্মা দেবতারা পূর্বে এক উপায় করে রেখেছেন, তুমি যদি তা করতে ইচ্ছা কর, তবেই এখনই প্রমদ্বরাকে জীবিত পাবে।"

রুরু বললেন, "হে আকাশচর, দেবতারা আমার প্রমদ্বরার জীবনের জন্য কী উপায় স্থির

করেছেন, তা আপনি আমাকে বলুন; আমি তৎক্ষণাৎ তা পালন করব; আপনি আমাকে রক্ষা করুন।"

দেবদূত বললেন, "হে ভৃগুনন্দন, এই কন্যাটিকে তুমি তোমার আয়ুর অর্ধ দান করো। তুমি তা করলে, তোমার ভার্যা প্রমদ্বারা জীবিত হয়ে গাত্রোত্থান করবেন।"

রুরু বললেন, "হে খেচরশ্রেষ্ঠ, এই কন্যাটিকে আমি আমার অর্ধ-আয়ু দান করলাম; আমার প্রিয়তমা শৃঙ্গারের উপযোগী রূপ ও বেশভূষা নিয়ে জেগে উঠুন।"

আয়ুষোঽর্দ্ধং প্রয়চ্ছামি কন্যায়ৈ খেচরোত্তম।
শৃঙ্গাররূপাভরণা সমুত্তিষ্ঠতু মে প্রিয়া ॥ আদি: ৮ : ১৭ ॥

তারপর, গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু (প্রমদ্বরার পিতা) এবং সচ্চরিত্র সেই দেবদূত— যমরাজের কাছে গিয়ে বললেন, "ধর্মরাজ রুরুর ভার্যা কল্যাণী প্রমদ্বরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন; এখন যদি আপনি অনুমতি করেন, তবে সে রুরুরই আয়ুর অর্ধ লাভ করে জীবিত হয়ে উঠুক।" যমরাজ বললেন, "দেবদূত! তুমি যদি রুরুর ভার্যা প্রমদ্বরার জীবন ইচ্ছা কর, তবে সে রুরুর আয়ুরই অর্ধ পেয়ে জীবিত হয়ে উঠুক।"

যমরাজ একথা বললে, সেই বরবর্ণিনী কন্যা প্রমদ্বারা রুরুর আয়ুর অর্ধ পেয়ে যেন ঘুম ভেঙে উঠে দাঁড়ালেন। মহাপ্রতাপশালী রুরুর অতি দীর্ঘ আয়ু ছিল। প্রমদ্বরার জন্য রুরুর আয়ু অর্ধ হয়ে গেল।

তারপর পাত্রের পিতা প্রমতি এবং পাত্রীর পিতা স্থূলকেশ— অভীষ্ট দিবসে সেই বর-কন্যার বিবাহ সম্পাদন করলেন। বরকন্যাও পরস্পর হিতসাধনে প্রবৃত্ত থেকে আনন্দ লাভ করতে লাগলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য রুরু ভয়ংকর সর্পদ্বেষী হলেন।

রুরু ও প্রমদ্বরার কাহিনি পুরুবংশ কথনের পূর্বের কাহিনি। নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ, সর্পের প্রতি মানুষের ঘৃণা— এই কাহিনিতে বর্ণিত হয়েছে। এদের বহু বংশ পরে পুরু বংশের শুরু। রুরুর সর্পযজ্ঞের আদর্শ অনুসরণ করেই জনমেজয় সর্পসত্র যজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন।

৫

অভিশপ্ত দেবযানী—যদু বংশের প্রতিষ্ঠা

প্রাচীনকালে স্থাবর-জঙ্গমপূর্ণ ত্রিভুবনের সম্পত্তি নিয়ে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে গুরুতর বিবাদ হয়েছিল। তখন দেবগণ অসুরদের জয় করবার জন্য বৈজয়িক যজ্ঞ করেন এবং সেই যজ্ঞে পৌরোহিত্য করার জন্য ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতিকে বরণ করেন। একই কারণে, দৈত্যরা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ শুক্রাচার্যকে বরণ করেন।

এই দুই ব্রাহ্মণ সর্বদাই স্পর্ধার সঙ্গে অপরের উল্লেখ করতেন। কিন্তু দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের একটি বিশেষ জ্ঞান ছিল, যা দেবগুরু বৃহস্পতির ছিল না। শুক্রাচার্য সঞ্জীবনী মন্ত্র জানতেন। দেবতারা যুদ্ধে দৈত্যদের বধ করলে, শুক্রাচার্য সঞ্জীবনী মন্ত্রে তাঁদের আবার বাঁচিয়ে দিতেন। জীবিত দানবেরা পুনরায় দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে রত হতেন। কিন্তু এই জ্ঞান দেবগুরু বৃহস্পতির ছিল না। দৈত্যদের হাতে নিহত দেবগণকে বৃহস্পতি পুনরায় জীবিত করতে পারতেন না। তখন দেবগণ অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে বৃহস্পতির পুত্র কচের কাছে গিয়ে বললেন, "কচ, আমরা উপকার করে সর্বদাই আপনাদের সেবা করে থাকি। অতএব আমাদের প্রত্যুপকার করুন। আপনার সাহায্য আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। মহাতেজস্বী দৈত্যগুরু শুক্রের সঞ্জীবনী নামে যে বিদ্যা আছে, তা আপনি শিক্ষা করে আসুন। আপনি দৈত্যরাজ বৃষপর্বার গৃহে শুক্রাচার্যের সাক্ষাৎ পাবেন। শুক্রাচার্য যুদ্ধের সময় দানবগণকে বাঁচিয়ে দেন। কিন্তু দানবছাড়া অন্য কাউকেই বাঁচিয়ে দেন না। আপনি অল্পবয়স্ক, তাই যথোচিত সেবা করে শুক্রাচার্যকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন। কারণ, দেবযানী নামে শুক্রাচার্যের এক কন্যা আছেন। আপনিই তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন, অন্য কেউ পারবে না। আপনার স্বভাব, উদারতা, কোমলতা, আচার ও ইন্দ্রিয় সংযমের গুণে দেবযানী সন্তুষ্ট হলে, আপনি নিশ্চয়ই সেই সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করতে পারবেন।" "তাই হবে" এই কথা বলে বৃহস্পতির পুত্র কচ অসুররাজ বৃষপর্বার রাজধানীর দিকে যাত্রা করলেন এবং অনতিবিলম্বে অসুররাজের পুরীতে শুক্রাচার্যকে দেখতে পেয়ে বললেন, "মহাশয় আমি মহর্ষি অঙ্গিরার পৌত্র, দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র, আমার নাম 'কচ', আমাকে আপনার শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন। আমি সহস্র বৎসর পর্যন্ত আপনার কাছে থেকে 'ব্রহ্মচর্য' ব্রত করব। আপনি আমাকে অনুমতি প্রদান করুন।"

শুক্রাচার্য বললেন, "কচ তোমার আগমন শুভ হোক। আমি তোমার প্রার্থনা স্বীকার করলাম। তুমি মাননীয়; সুতরাং আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়ে সন্তুষ্ট করব। তাতে তোমার

পিতা বৃহস্পতিও সন্তুষ্ট হবেন।" "তাই হোক" বলে কচ শুক্রাচার্যের আদেশ অনুসারে শাস্ত্রোক্তভাবে ব্রহ্মচর্য ব্রতের নিয়ম পালন করতে থাকলেন। যুবক কচ প্রতিদিন নাচ, গান ও বাজনা বাজিয়ে গুরুদেব শুক্রাচার্যের সন্তোষের জন্য যুবতী দেবযানীকে সন্তুষ্ট করতে লাগলেন। কচ ফল ও পুষ্প আহরণ ও আজ্ঞাপালন করে যুবতী দেবযানীকে বিশেষ সন্তুষ্ট করে তুললেন। দেবযানীও কচকে পাবার আশায় নির্জনে গান করে, ব্রতচারী কচের পরিচর্যা করতে লাগলেন। কারণ সঙ্গীতনিপুণ, পরিষ্কৃতবেশ, অভীষ্ট বস্তু দাতা, প্রিয়ভাষী, রূপবান ও অলংকৃত পুরুষকে রমণীরা স্বভাবতই কামনা করে থাকেন।

কচ গুরুগৃহে থেকে এইভাবে ব্রত আচরণ করতে থাকলেন; এবং পাঁচশত বৎসর অতীত হল। তারপর দানবগণ তার অভিসন্ধি বুঝতে পেরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল; একদিন কচ একা নির্জন বনে যখন গোরু চরাচ্ছিলেন, তখন দানবেরা বৃহস্পতির প্রতি বিদ্বেষবশত কচকে মেরে ফেলল এবং টুকরো টুকরো করে কুকুরদের খেতে দিল। গোরুগুলি রক্ষকশূন্য হয়ে ঘরে ফিরে আসল। কচকে ছাড়াই গোরুগুলি ফিরে এসেছে দেখে দেবযানী পিতা শুক্রাচার্যকে বললেন, "পিতা! আপনিও হোম করেছেন, সূর্যও অস্ত গিয়েছেন, গোরুগুলি ফিরে এসেছে; কিন্তু কচকে তো দেখছি না। সুতরাং, নিশ্চয়ই কেউ কচকে মেরে ফেলেছে। অথবা অন্য কোনও কারণে সে মরেছে। পিতা! আমি আপনাকে সত্য বলছি যে, আমি কচকে ছাড়া বাঁচব না।" শুক্রাচার্য বললেন, "কচ মারা গেলেও 'এখনই এসো' বলে আমি আহ্বান করলেই সে আবার বেঁচে উঠবে।" এই বলে তিনি সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ করে কচকে আহ্বান করলেন। শুক্রাচার্য আহ্বান করা মাত্রই সঞ্জীবনী বিদ্যার প্রভাবে কচ কুকুরের দেহ বিদীর্ণ করে, প্রফুল্ল মূর্তিতে সেখানে উপস্থিত হলেন।

দেবযানী প্রশ্ন করলেন, "কচ তোমার এত দেরি হল কেন?" তখন কচ তাঁকে বললেন, "কল্যাণী, আমি সমিধ, কুশ, ফুল ও কাঠ নিয়ে আসবার সময়ে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে একটি বটগাছের ছায়ায় বসেছিলাম। গোরুগুলিও আমার সঙ্গে সেই বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। অসুরেরা আমাকে সেই বটগাছের ছায়ায় বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে?' আমি বললাম, 'আমি বৃহস্পতির পুত্র, কচ।' অসুরেরা এই কথা শোনামাত্র, আমাকে মেরে, খণ্ড খণ্ড করে কুকুরদের আমার মাংস খাইয়ে, আনন্দিত মনে আপন আপন ভবনে চলে গেল। তারপর মহাত্মা ভার্গব শুক্রাচার্য আবার সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রয়োগ করে আমাকে আহ্বান করলেন—। আমি কোনওরকমে জীবন লাভ করে আপনার কাছে এসেছি।" দেবযানীর প্রশ্নের উত্তরে কচ জানিয়েছিলেন যে, তিনি নিহত হয়েছিলেন।

আবার অন্য এক সময়ে দেবযানী কচকে বলেছিলেন, "আমার জন্য ফুল নিয়ে এসো।" কচ দেবযানীর ইচ্ছা অনুযায়ী ফুল আনতে বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন। দানবেরা তাকে দেখতে পেল। আবার খণ্ড খণ্ড করে কেটে সমুদ্রের জলে ফেলে দিল। দেবযানী শুক্রাচার্যকে আবার জানালেন যে, কচ বহু সময় গিয়েছেন কিন্তু এখনও ফিরে আসছেন না। শুক্রাচার্য আবার সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ করে কচকে আহ্বান করলেন। কচ আবার দেহধারণে শুক্রাচার্যের কাছে উপস্থিত হয়ে, সমস্ত ঘটনা তাঁকে জানালেন। তারপর অসুরেরা তৃতীয়বার কচকে মেরে, দগ্ধ করে, সেই ভস্মচূর্ণ সুরার সঙ্গে মিশিয়ে, তা শুক্রাচার্যকে পান করতে

দিল। শুক্রাচার্যও সুরার সঙ্গে কচের ভস্মচূর্ণ পান করে ফেললেন। এদিকে সন্ধ্যাকালে গোরুগুলি রক্ষকশূন্য অবস্থায় ফিরে এসেছে দেখে দেবযানী কচের মৃত্যু আশঙ্কা করে পিতাকে বললেন, "পিতা আজ্ঞা বহন করে কচ ফুল আনতে গেছিল, তাঁকে তো দেখতে পাচ্ছি না। অতএব নিশ্চয়ই তাঁকে কেউ মেরে ফেলেছে, অথবা সে কোনও কারণে মরে গিয়েছে। কচকে ছেড়ে আমি বাঁচব না। আপনি কচকে আমার কাছে এনে দিন।"

শুক্রাচার্য দেবযানীর কথা শুনে, কচ তাঁর দেহের ভিতরেই আছেন না জেনে, সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ করে তাঁকে আসতে আহ্বান করলেন। শুক্রাচার্য বললেন, "দেবযানী বৃহস্পতির পুত্র কচ অন্যান্য ব্যক্তির মতোই মরে গিয়েছে। আমি সঞ্জীবনী বিদ্যার দ্বারা তাঁকে বারবার বাঁচিয়ে তুলছি, তবুও অসুররা আবার মেরে ফেলছে। সুতরাং আমরা কী করব? দেবযানী তুমি এইরূপ শোক কোরো না, কান্নাকাটি কোরো না। তুমি বুদ্ধিমতী নারী, মৃত্যুশীল লোকের জন্য শোক করা তোমার শোভা পায় না। বিশেষত, যে তোমার প্রভাবে জ্ঞানী লোক, ব্রাহ্মণগণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অসুরগণ, এমনকী সমস্ত জগৎ উপাসনার সময় অবনত হয়ে থাকে। দেখো, ওই ব্রাহ্মণকে বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কেন না, বাঁচিয়ে দিলে অসুররা আবার মেরে ফেলছে।"

দেবযানী বললেন, "অতিবৃদ্ধ অঙ্গিরার পৌত্র, মহাতপস্বী বৃহস্পতির পুত্র সেই কচের জন্য কীভাবে আমি শোক না করে থাকতে পারি? কচ ব্রহ্মচারী, তপস্বী, উদ্‌যোগী এবং কার্যদক্ষ ছিলেন। সুতরাং আমি কচের পথেই যাব, তাঁর পথ আমি ছাড়ব না। কারণ, বিদ্বান ও সুন্দর কচ আমার প্রীতির পাত্র ছিলেন।" শুক্রাচার্য বললেন, "নিশ্চয়ই অসুরেরা আমায় বিদ্বেষ করে; যে হেতু তারা আমার নিরপরাধ শিষ্যটিকে বারবার হত্যা করছে। বিশেষত অসুরেরা আমাকে অব্রাহ্মণ করবার ইচ্ছা করছে। আর সর্বদাই আমার প্রতিকূলাচরণ করছে। যাই হোক এই পাপের ফলে শীঘ্র তাদের ধ্বংস হবে। ব্রহ্মহত্যার পাপ কাকে না দগ্ধ করে? ইন্দ্রকেও দগ্ধ করে থাকে।"

মহর্ষি শুক্রাচার্য দেবযানীর বারবার অনুরোধে উচ্চ স্বরে পুনরায় কচকে আহ্বান করলেন। সঞ্জীবনী বিদ্যার প্রভাব মহাত্মা ও মহাপ্রতাপশালী কচ সংজ্ঞা লাভ করলেন। কিন্তু গুরুর উদরের ভিতরে আছেন বলে ভীত হলেন। তবুও বিদ্যাপ্রভাব আহূত হয়েছেন বলে, গুরুর উদরের ভিতর থেকেই আস্তে আস্তে বললেন, "ভগবান! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন, আমি আপনাকে প্রণাম করি। লোকে পুত্রকে যেমন আদর করে, আপনিও আমাকে পুত্রের মতো বিবেচনা করুন।" তখন শুক্রাচার্য জিজ্ঞাসা করলেন, "কচ তুমি কোন পথে গিয়ে আমার উদরে বাস করছ, বলো। আমি এই মুহূর্তেই অসুরদের বিনষ্ট করে, আজই দেবগণের পক্ষে চলে যাব।" কচ বললেন, "গুরুদেব আপনার অনুগ্রহে আমার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়নি। যেভাবে এই ঘটনা ঘটেছিল, তার সবই আমার মনে আছে। আর, এই অপমৃত্যুতেও আমার তপস্যার ক্ষয় হয়নি। তারই ফলে, আমি এই দুঃসহ যন্ত্রণাও সহ্য করতে পারছি। গুরুদেব! অসুররা আমাকে মেরে, দগ্ধ করে, সেই ভস্ম চূর্ণ করে তা সুরার মধ্যে মিশিয়ে আপনাকে দিয়েছিল। আপনি অসুরদের মায়া শিখিয়েছেন। সুতরাং আপনি থাকতে, আমি আপনার মায়ারই তুল্য। অসুরদের মায়া কীভাবে অতিক্রম করব?"

তখন শুক্রাচার্য দেবযানীকে বললেন, "বৎসে দেবযানী, তোমার কোন প্রিয় কার্য করব বলো। আমাকে মেরে কচকে রক্ষা করা যেতে পারে; কেন না, আমার উদর বিদীর্ণ করা ব্যতীত, আমার উদরের মধ্যে থাকা কচকে দেখতে পাওয়া যাবে না।" দেবযানী বললেন, "পিতা আপনার মৃত্যু ও কচের মৃত্যু—এই দুই মৃত্যুই অগ্নিতুল্য শোকের মতো আমাকে দগ্ধ করবে। কচের মৃত্যুতে আমার জীবনের সুখ থাকবে না। আর আপনার মৃত্যু হলে আমি তো বাঁচতেই পারব না।"

শুক্রাচার্য বললেন, "কচ তুমি তপস্যায় সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করেছ। ভক্ত বলে দেবযানী তোমাকে গুরুতর স্নেহ করছে। অতএব তুমি যদি কচরূপী ইন্দ্র না হও, তবে তুমি এই সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করো। আর তা ছাড়া, ব্রাহ্মণ ভিন্ন কেউই আমার উদর থেকে জীবিত অবস্থায় ফিরতে পারবে না; সুতরাং তুমি সঞ্জীবনী বিদ্যা গ্রহণ করো। বৎস কচ, আমি তোমাকে জীবিত করে দিচ্ছি। তুমিও পুত্ররূপে আমার উদর থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়ো। দেখো, গুরুর কাছ থেকে বিদ্যা লাভ করে, বিদ্বান হয়ে, ধর্মের দিকে দৃষ্টি রেখো।" বিদ্বান কচ গুরুর কাছ থেকে বিদ্যা লাভ করে, গুরুর উদর বিদীর্ণ করে, পূর্ণিমার চন্দ্রের মতো প্রকাশিত হলেন। কচ বাইরে এসে দেখলেন, মূর্তিমান অধ্যাত্মজ্ঞানের পুঞ্জের মতো শুক্রাচার্য মৃত অবস্থায় ভূতলে পতিত আছেন। তখন কচ সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ করে শুক্রাচার্যকে বাঁচিয়ে তুললেন। তারপর, কচ সিদ্ধবিদ্যা লাভ করেছেন বলে গুরুকে প্রণাম করে বললেন, "দেব, আপনার ন্যায় ব্যক্তি, যিনি বিদ্যাশূন্য শিষ্যের কর্ণে অমৃতের তুল্য বিদ্যা দান করেন, আমি তাঁকে একই দেহে পিতা ও মাতা বলে মনে করি। সুতরাং, আপনার সেই উপকার স্মরণ রেখে, কখনও আপনার অনিষ্টের চিন্তাও মনে আনতে পারি না। যে সমস্ত শিষ্য বিদ্যা লাভ করে, উৎকৃষ্ট তত্ত্বজ্ঞানদাতা এবং বেদের নিধি পরম পূজনীয় গুরুদেবের আদর করে না, তারা ইহলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না, পরলোকেও নরকগামী হয়।"

জ্ঞানী ও মহাত্মা শুক্রাচার্য সুরা পান করার দোষ এবং দারুণ সংজ্ঞালোপ অনুভব করে এবং মোহিত অবস্থায় নিজেই সুরার সঙ্গে যাঁকে পান করে ফেলেছিলেন, সেই জ্ঞানী কচকে সম্মুখে দেখে দুঃখিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সুরা পানের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে এবং ব্রাহ্মণদের হিত সাধনের ইচ্ছা করে এই কথা বললেন, "আজ থেকে ভ্রমক্রমে যে অল্পবুদ্ধি ব্রাহ্মণ সুরা পান করবে; সে ধর্মহীন এবং ব্রহ্মঘাতীর মতো পাপী হয়ে ইহলোকেও নিন্দিত হবে, পরলোকেও নিন্দিত হবে। গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ সাধু ব্রাহ্মণগণ, দেবগণ এবং ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অন্যান্য সমস্ত লোক শ্রবণ করুন। আমি সমস্ত জগতে আজ থেকে এই নিয়ম স্থাপন করলাম।"

তপস্বীশ্রেষ্ঠ ও অসাধারণ প্রভাবশালী মহাত্মা শুক্রাচার্য এইকথা বলে দৈববশত মুগ্ধমতি দানবগণকে আহ্বান করে তাদের এই কথা বললেন, "দানবগণ তোমরা বড়ই মূর্খ। তাই তোমাদের বলছি; মহাত্মা কচ সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করে সিদ্ধ হয়েছেন; সুতরাং কচ এখন আমারই মতো প্রভাবশালী, এমনকী ব্রহ্মারই তুল্য ক্ষমতাপন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং আমার কাছে দীর্ঘকাল বাস করবেন।"

এই বলে শুক্রাচার্য বিরত হলেন। বিস্ময়াপন্ন হয়ে দানবেরাও আপন আপন গৃহে চলে গেল। এদিকে কচও সহস্র বৎসর পর্যন্ত শুক্রাচার্যের কাছে থেকে, তাঁর অনুমতি নিয়ে

স্বর্গলোকে যাবার ইচ্ছা করলেন। কচ ব্রত সমাপ্ত করলেন, শুক্রাচার্যও তাঁকে বিদায় দিলেন; কচ স্বর্গলোকে যাবার উপক্রম করলে, দেবযানী তাঁকে বললেন, "হে মহর্ষি অঙ্গিরার পৌত্র, তুমি কুল, ব্যবহার, বিদ্যা, তপস্যা ও ইন্দ্রিয় সংযমদ্বারা অলংকৃত হয়েছ। আমার পিতার কাছে যেমন মহর্ষি অঙ্গিরা মাননীয়, আমার কাছেও তেমনই তোমার পিতা বৃহস্পতি মাননীয় এবং পূজনীয়। হে তপোধন! আমার কথা শোনো। তুমি যখন ব্রত নিয়ম পালনে ব্যাপৃত ছিলে, তখন আমি ভক্তি সহকারে তোমার পরিচর্যা করেছি। তুমি এখন বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করেছ, আমি তোমার প্রতি সেই অনুরক্তাই আছি। সুতরাং তোমারও আমার প্রতি প্রীতিযুক্ত হওয়া উচিত। সুতরাং তুমি মন্ত্রপাঠপূর্বক যথাবিধানে আমার পাণিগ্রহণ করো।

কচ বললেন, "শোভনে! আপনার পিতা যেমন আমার পূজনীয় ও মাননীয়। আপনিও আমার কাছে তেমনই মাননীয়া। ভদ্রে! আপনি মহাত্মা শুক্রাচার্যের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তরা এবং আমার গুরুপুত্রী। অতএব ন্যায় অনুসারে আপনি সর্বদাই আমার পূজনীয়া। আপনার পিতা শুক্রাচার্য গুরু বলে সর্বদাই আমার পূজনীয়। দেবযানী গুরুপুত্রী বলে আপনিও আমার তেমনই পূজনীয়া; অতএব আমাকে এইরূপ বলতে পারেন না।"

দেবযানী বললেন, "কচ তুমি আমার পিতার গুরুপুত্রের পুত্র; কিন্তু আমার পিতার পুত্র নয়। অতএব তুমিও আমার পূজনীয় এবং মাননীয়। অসুরেরা তোমাকে বারবার হত্যা করতে থাকলে, তখন তোমার প্রতি আমার যে অনুরাগ জন্মেছে; তা আজ স্মরণ করো। স্নেহ ও অনুরাগ এই দুই বিষয়েই তোমার প্রতি আমার যে অচলা ভক্তি আছে, তা তুমি জানো; অতএব হে ধর্মজ্ঞ! আমি তোমার ভক্ত, অথচ আমার কোনও অপরাধ নেই; এ অবস্থায় তুমি আমাকে ত্যাগ করতে পারো না।"

কচ বললেন, "দেবযানী যে বিষয়ে আদেশ করা অনুচিত, সে বিষয়ে আপনি আমাকে আদেশ করতে পারেন না। আমার প্রতি প্রসন্না হোন, আপনি আমার কাছে গুরুর থেকেও গুরুতরা। আপনি যেখানে বাস করেছিলেন, আমিও সেই শুক্রাচার্যের উদরেই বাস করেছিলাম। ধর্মানুসারে আপনি আমার ভগিনী হন; অতএব আপনি আর একথা বলবেন না। আমি আপনাদের গৃহে সুখে বাস করেছি। কোনওদিন কোনও অভাব অনুভব করিনি।

আপৃচ্ছে ত্বাং গমিষ্যামি শিবমাশংস মে পথি!
অবিরোধেন ধর্ম্মস্য স্মর্ত্তব্যোহস্মি কথান্তরে!
অপ্রমত্তোত্থিতা নিত্যমারাধয় গুরুম্ মম ॥ আদি : ৬৫ : ১৫ ॥

"আমি এখন চলে যাব, আপনার নিকট তার অনুমতি চাইছি। আপনি আশীর্বাদ করুন, পথে যেন আমার মঙ্গল হয়। কথার প্রসঙ্গে ধর্মকে লঙ্ঘন না করে আমাকে স্মরণ করবেন; আর সর্বদা উদ্‌যোগী ও সাবধান হয়ে আমার গুরুদেবের পরিচর্যা করবেন।"

দেবযানী বললেন, "কচ আমি তোমার কাছে পাণিগ্রহণের প্রার্থনা করেছিলাম। তুমি যদি আমাকে সে বিষয়ে প্রত্যাখ্যান করো, তবে তোমার এই সঞ্জীবনী বিদ্যা কখনও সফলতা লাভ করবে না।" কচ বললেন, "দেবযানী তুমি আমার গুরুর কন্যা; তাই আমি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করছি; কিন্তু অন্য কোনও প্রত্যক্ষ দোষে নয়। বিশেষত গুরুদেব আমাকে এই

বিষয়ে কোনও আদেশ দেননি; তবু তুমি আমাকে ইচ্ছা করেই এই অভিসম্পাত করলে দেবযানী! আমি মুনি ঋষিগণের অভিমত অনুযায়ী ধর্মের কথাই বলেছিলাম। সুতরাং আমি তোমার অভিসম্পাতের যোগ্য নই। তবু তুমি আমাকে ধর্ম প্রণোদিত হয়ে নয়, কাম প্রণোদিত হয়ে যেহেতু অভিসম্পাত করলে, সেইহেতু তোমার অভিশাপও কখনওই পূর্ণ হবে না; কোনও ঋষিপুত্র কখনও তোমার পাণিগ্রহণ করবেন না। তোমার সঞ্জীবনী বিদ্যা ফলবে না। তুমি যে আমাকে এই অভিশাপ দিয়েছ, তা সেইরূপই হবে, তবে তাতে আমার খুব একটা ক্ষতি হবে না। কারণ, আমি যাকে সে বিদ্যা দান করব, তার তা অবশ্য ফলবে।"

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কচ দেবযানীকে এই কথা বলে সত্বর ইন্দ্রভবনে চলে গেলেন। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ কচকে আগত দেখে, বৃহস্পতির অভিনন্দন করে, কচকে স্বাগত জানালেন। দেবগণ বললেন,—"কচ আপনি যখন আমাদের হিতকর এই অদ্ভুত কাজ করেছেন, তখন আপনার যশ কখনও নষ্ট হবে না; বিশেষত আপনি যজ্ঞাদিকার্যে আমাদের অংশভাগী হবেন।"

কচ ও দেবযানী উপাখ্যান মহাভারতের এক অনবদ্য দুর্লভ মুহূর্ত। এই কাহিনিতে দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র ও দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের পুত্রীর চরিত্রবৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। কচের অসাধারণ গুরুভক্তি, বিনয়নম্র আচরণ, ধর্মপরায়ণতা আমাদের মুগ্ধ করে। শুক্রাচার্যের মধ্যেও আমরা পাই শ্রেষ্ঠ গুরুর আচরণ। কচের পরিচয় পাবার পরও তিনি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেননি। সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাই দিয়েছিলেন। সঞ্জীবনী বিদ্যা দেবার সময় তিনি জানতেন, দেবতারা দৈত্যদের থেকে শক্তিশালী হয়ে উঠবে, এমনকী তাঁর দেহ থেকে বাইরে এসে কচ যদি এ বিদ্যা প্রয়োগ না করেন, তবে তাঁর মৃত্যুও অনিবার্য। কিন্তু শুক্রাচার্য শিষ্যকে চিনেছিলেন। তিনি জানতেন, ধর্মবিরুদ্ধ কাজ কচ কখনও করবেন না। অবশ্যই দেবযানীর প্রতি শুক্রাচার্যের অপরিসীম স্নেহ ছিল। তিনি দেবযানীর জন্যেও কচকে বারংবার জীবিত করে তুলেছিলেন। কিন্তু তিনি কখনও কচের কাছে প্রতিদান চাননি। দেবযানীর প্রেম যে ব্যর্থ হবে—একথা শুক্রাচার্য জানতেন। তিনি জানতেন যে দেবগুরু ও দৈত্যগুরুর বৈবাহিক সম্বন্ধ অসম্ভব। কিন্তু কন্যার প্রেমের মূল্য পিতা হিসাবে যতটুকু দেওয়া সম্ভব, কচকে বারবার জীবিত করে, তা তিনি দিয়েছেন। দেবযানী প্রেম-কাতরা নারী। তাঁর প্রেম স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। কুণ্ঠাহীন কণ্ঠে তিনি সেই প্রেম পিতাকে জানিয়েছেন। কচকে পাণিগ্রহণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হবার পর তিনি কালভুজঙ্গিনীর মতোই কচকে দংশন করেছেন। তাঁর এতদিনের শিক্ষাকেই মিথ্যা করে দিয়েছেন। কিন্তু কচের অভিশাপ তার ক্ষেত্রে ফলেছিল। ঋষিপুত্র নয়, ব্রাহ্মণ-তনয় নয়, পুরু বংশের আদিপুরুষ যযাতিকে বিবাহ করে তাকে ক্ষত্রিয়াণী হতে হয়েছিল এবং তাদের বংশই যদুবংশ নামে খ্যাত ছিল।

আধুনিক ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদায়-অভিশাপ নাট্যকাব্যে কচ ও দেবযানীর আদ্যন্ত কাহিনি গ্রহণ করেননি। শুধু বিদায়কালীন কাহিনিটুকু গ্রহণ করেছিলেন।

রোমান্টিক কবি-কল্পনার সাহায্যে শুক্রাচার্যের আশ্রয়ে থাকা কচকে দেবযানী আশ্রমিক জীবনের যে বর্ণনা দিয়েছে, প্রতিটি ঘটনার মধ্যে আপন উপস্থিতিকে যেভাবে তুলে ধরেছে, তার অনবদ্য কাল্পনিক রূপদান করেছেন। বিদায়-অভিশাপ নাট্যকাব্যে অভিশাপ দিয়েছেন দেবযানী, কচ দিয়েছেন আশীর্বাদ। কচ সেখানে দেবযানীকে বলেছেন—

আমি বর দিনু দেবী, তুমি সুখী হবে।
ভুলে যাবে সর্ব গ্লানি বিপুল গৌরবে।

কিন্তু মহাভারতে কচ দেবযানীকে অভিসম্পাত করেছিলেন। তার কারণও ছিল। যাদব বংশের প্রবহমানতা, তার রক্ত সংমিশ্রণ—ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়-অপ্সরা মিলনের মধ্য দিয়েই যে এই বংশধারা এগিয়ে চলেছিল—তা পাঠকের সামনে তুলে ধরার দায়ও ব্যাসদেবের ছিল। এই বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষরূপে আবির্ভাব ঘটল, ভগবান কৃষ্ণের। ভূমিকায় বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুত কচ দেবযানীকে যে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তারই ফলে রাজা যযাতির সঙ্গে দেবযানীর বিবাহ হয় এবং যদুবংশের সৃষ্টি হয়। আশীর্বাদ না দিয়েও কচ গুরুপ্রণামী দিয়েছিলেন।

৬

দুষ্মন্তের ভরতকে গ্রহণ—ভরত বংশের প্রতিষ্ঠা

মহাত্মা পুরুর বংশে জন্মগ্রহণকারী ঈলিন বিশ্ববিজয়ী সম্রাট ছিলেন। ঈলিন রথন্তরী নাম্নী এক রমণীকে ভার্যারূপে গ্রহণ করেছিলেন। সেই রথন্তরীর গর্ভে ঈলিনের জ্যেষ্ঠপুত্র দুষ্মন্তের জন্ম হয়। দুষ্মন্ত যুদ্ধে দুর্জয় রাজশ্রেষ্ঠ হিসাবে পরিচিত হয়েছেন। দুষ্মন্তের ঔরসে লক্ষণার গর্ভে জনমেজয় নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। আর দুষ্মন্ত থেকেই শকুন্তলার গর্ভে ভরত নামে অন্য একটি পুত্রের জন্ম হয়। সেই ভরত থেকেই ভরতবংশের বিশাল যশোরাশি বিস্তীর্ণ হয়েছে এবং ভরতের রাজধানী ভারতবর্ষ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

পুরুর বংশরক্ষক বলবান দুষ্মন্ত রাজা চতুঃসমুদ্র বেষ্টিত পৃথিবীর রাজা ছিলেন। যুদ্ধ-বিজয়ী রাজা দুষ্মন্ত পৃথিবীর পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ—এই চারটি অংশ সমস্তই ভোগ করতেন এবং সমুদ্র সন্নিহিত দেশগুলিও শাসন করতেন। দুষ্মন্ত রাজার রাজত্বকালে কোনও লোকই বর্ণসংকর জন্মাত না। কৃষিক্ষেত্রকর্ম বা খনি আবিষ্কার করত না কিংবা কোনও পাপকার্য করত না। তারা ধর্মানুষ্ঠান করত এবং তার দ্বারা ধর্ম ও অর্থ লাভ করত। দুষ্মন্ত রাজা হলে, চোরের ভয় থাকত না, রোগ হত না। কোনও বিপদ না দেখা দেওয়ায় মানুষের শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করার প্রয়োজন হত না। মানুষ আপন আপন বর্ণ অনুযায়ী কাজ করত। ধর্মপালন করত। দুষ্মন্তের শাসনে প্রজারা পরম সুখে বাস করত। যথাসময়ে বর্ষণ হত। শস্য সকল সুস্বাদু ছিল। পৃথিবী রত্নে পরিপূর্ণ ছিল, গোরু প্রভৃতি পশু যথেষ্ট পরিমাণে ছিল; ব্রাহ্মণগণ আপন আপন কার্যে নিরত ছিলেন; মিথ্যা ব্যবহার করতেন না। প্রজারা দুষ্মন্তের রাজ্যে নির্ভয়ে বাস করত।

অদ্ভুত বলবান ও বজ্রতুল্য দৃঢ়শরীর যুবক দুষ্মন্ত দুই হাতে জল ও বন প্রভৃতির সঙ্গে মন্দর পর্বত তুলে নিয়ে বহন করতে পারতেন। তিনি গদাযুদ্ধ, সর্বপ্রকার অস্ত্র সঞ্চালন, হাতির পিঠে ও ঘোড়ার পিঠে চড়ার ব্যাপারে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন, বলে তিনি ছিলেন বিষ্ণুর সমান, তেজে সূর্যের সমান, ধৈর্যে সমুদ্রের সমান এবং সহিষ্ণুতায় পৃথিবীর সমান। তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। নগরবাসী ও দেশবাসী লোক তাঁর প্রতি প্রসন্ন ছিল। ধর্মসঙ্গত ব্যবহারে সকল লোককে সন্তুষ্ট রেখে তিনি দেশ শাসন করতেন।

মহাবীর দুষ্মন্ত কোনও এক সময়ে প্রচুর সৈন্য ও বাহন নিয়ে, হস্তী ও অশ্বসমূহে পরিবেষ্টিত হয়ে, মৃগয়া করার জন্য গভীর বনে প্রবেশ করেছিলেন। সেই সময়ে অতি সুন্দর হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক—চতুরঙ্গ সৈন্য সঙ্গে নিয়ে এবং তরবারি, শক্তি, গদা, মুষল, কুন্ত

ও তোমরধারী যোদ্ধাগণে পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি চলতে লাগলেন। তখন যোদ্ধাদের সিংহনাদ, শঙ্খ ও দুন্দুভিধ্বনি, হস্তীর বৃংহিত শব্দ, রথচক্রের শব্দ, নানা বেশধারী ও নানাবিধ অস্ত্রধারী বীরগণের কণ্ঠধ্বনি, অশ্বের হ্রেষারব ও বীরগণের সিংহনাদ ও বাহু চাপড়ানোর শব্দে ভয়ংকর কোলাহল হতে লাগল।

পুরস্ত্রীরা অট্টালিকার উপরে উঠে, অপূর্ব শোভাধারী দুষ্মন্তকে দেখতে লাগল। শত্রুহন্তা ও ইন্দ্রতুল্য সেই রাজাকে দেখে তাদের সাক্ষাৎ ইন্দ্র বলেই মনে হতে লাগল। রাজার বহু প্রশংসা করে স্ত্রীলোকেরা তাঁর মাথায় পুষ্প বর্ষণ করতে লাগল। ব্রাহ্মণেরা এসে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। আনন্দিত রাজা মৃগয়া করার জন্য বনের দিকে যেতে লাগলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ তাঁর পিছনে পিছনে যেতে লাগলেন। বহুদূর পর্যন্ত তাঁরা রাজার পিছনে পিছনে গেলেন। তারপর রাজার অনুমতি নিয়ে তাঁরা ফিরে গেলেন। তারপরে রাজা গরুড়তুল্য উজ্জ্বল রথে আরোহণ করে, তার শব্দে ভূমণ্ডল ও গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ করলেন এবং যেতে যেতে নন্দনকাননের মতো একটি বন দেখতে পেলেন। সে বনে বেল, আকন্দ, খদির, কদ্বেল ও ধব প্রভৃতি বৃক্ষ ছিল; পর্বত থেকে পাথর পড়ে প্রায় সকল জায়গাই উঁচু ও নিচু হয়েছিল। তাতে মানুষ ছিল না; আর সে বন সিংহ, হরিণ ও অন্যান্য ভয়ংকর জন্তুগণে ব্যাপ্ত ছিল এবং বহুযোজন বিস্তৃত ছিল। নরশ্রেষ্ঠ রাজা দুষ্মন্ত ভৃত্য, সৈন্য ও বাহনদের সঙ্গে থেকে নানাবিধ পশু বধ করে, সেই বনটাকে তোলপাড় করে তুলেছিলেন। তীক্ষ্ণ বাণে তিনি বহুতর ব্যাঘ্রকে নিপাতিত করতে লাগলেন। তিনি দূরের পশুদের তীক্ষ্ণ শরে বধ করতে লাগলেন, আর কাছের পশুদের তরবারি দ্বারা ছেদন করতে লাগলেন। মহাশক্তিশালী অসাধারণ বিক্রমী, গদা ক্ষেপণে অভিজ্ঞ রাজা দুষ্মন্ত বন্য পশুদের বধ করতে করতে সমস্ত বনটিতেই তোলপাড় সৃষ্টি করতে লাগলেন। সেই বনে যূথপতিকে বধ করায় হরিণযূথ পালাতে লাগল। হরিণযূথ ভয়বশত ইতস্তত আর্তনাদ করতে লাগল। কতগুলি হরিণ পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে, জলপিপাসায় শুষ্ক নদীতে গিয়ে, জল না পেয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। কতগুলি পরিশ্রান্ত হরিণ ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয়ে যে মুহূর্তে ভূতলে পড়ল, অমনি ক্ষুধার্ত নররূপী ব্যাঘ্রগণ সেগুলি ভক্ষণ করতে লাগল। কতগুলি সৈন্য হাড় থেকে হরিণের মাংস বার করে নিয়ে আগুনে ঝলসে নিয়ে তা ভক্ষণ করতে লাগল। অস্ত্রের আঘাতে বিশাল বন্য হস্তীরা ক্ষতবিক্ষত হয়ে শুঁড় গুটিয়ে বেগে পলায়ন করতে লাগল। তাদের দেহ থেকে প্রচুর পরিমাণে রক্ত ঝরতে লাগল। এই অবস্থায় তারা বিষ্ঠা ও মূত্রত্যাগ করতে করতে বহুতর মানুষকে নিষ্পেষিত করে ছুটে চলল। রাজা সিংহগুলিকে মেরে ফেললেন; এই অবস্থায় সে বনটা নিহত পশুতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

অত্যন্ত শক্তিশালী রাজা পরিশ্রান্ত, ক্ষুধার্ত হয়ে, তৃষ্ণার্ত অবস্থায় একাকী সেই বনের প্রান্তে গিয়ে এক বিশাল প্রান্তরে উপস্থিত হলেন। সে প্রান্তরও দ্রুত অতিক্রম করে রাজা অন্য এক বনে উপস্থিত হলেন। সে বনটির ভিতরে মুনিদের আশ্রম ছিল। শীতল বাতাস বইছিল, ঝিঁঝি ডাকছিল, নানাবিধ পাখি মধুর রব করছিল, কোকিলের কুহুধ্বনি শোনা যাচ্ছিল, গাছগুলি ফুলে ফুলে পরিপূর্ণ ছিল। ভ্রমরগণ ফুলে ফুলে মধুপান করছিল—বহুতর বিশাল গাছের ছায়ায় বনভূমি মনোরম ছিল, সবুজ ঘাসে বনভূমি পরিপূর্ণ ছিল। সে বনে

এমন কোনও গাছ ছিল না, যাতে ফুল ধরেনি। এমন কোনও গাছ ছিল না যাতে ফল ধরেনি এবং কোনও গাছেই কাঁটা ছিল না। সকল ঋতুতেই গাছগুলিতে ফুল ধরত, সেই ফুল যেন বনভূমিকে গয়না পরিয়ে দিয়েছিল। রাজা ধনুধারণ করেই সে মনোরম বনে প্রবেশ করলেন। ফুলেভরা গাছগুলি তার মাথায় পুষ্পবর্ষণ করতে লাগল। বাতাসে গাছের শাখাগুলি বারবার আন্দোলিত হয়ে রাজার মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগল। পাখিরা আনন্দে মুখর হয়ে রব করতে লাগল। গাছগুলি ফুলের ভারে অবনত হয়ে পড়েছিল কিন্তু ফুলগুলি আবার আকাশের দিকে উঁচু উঁচু হয়ে আপন যৌবনের স্পর্ধা ঘোষণা করছিল, আর মধুলোভী ভ্রমরগণ সে ফুলের চারপাশে গুনগুন রব করে ঘুরছিল। সে বনে বহু স্থানে লতামণ্ডপ ছিল। সে লতামণ্ডপগুলিতেও রাশি রাশি ফুল ফুটেছিল। আনন্দময় সেই স্থান দেখে রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। কতকগুলি বৃক্ষ ছিল ইন্দ্রধ্বজের মতো দীর্ঘ। তার শাখাগুলি পরস্পর সংযুক্ত ছিল এবং সেই শাখাগুলিও পুষ্পে পরিপূর্ণ ছিল। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, বানর, কিন্নর ইত্যাদি সকল সময়ে সেই বনে বিচরণ করত। সুখস্পর্শ, শীতল ও সুগন্ধী পুষ্পরেণুবাহী বাতাস ইতস্তত বিচরণ করে যেন রমণেচ্ছায় সেই বৃক্ষের তলায় উপস্থিত হত।

রাজা দুষ্মন্ত এমন সুন্দর, নদীতীরজাত, স্বভাবসুকোমল অথচ ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় উচ্চ বনটি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি সেই বনটি দেখতে দেখতে তার মধ্যে একটি অতি মনোহর আশ্রম দেখতে পেলেন। সে আশ্রম পাখির কূজনে মুখরিত ছিল। অজস্র বৃক্ষের মাঝখানে ছিল আশ্রমটি। হোমাগ্নি জ্বলছিল। ইন্দ্রিয়জয়ী বালখিল্যগণ ও অন্যান্য মুনিরা বিচরণ করছিলেন। অনেকগুলি হোমগৃহ ছিল, সেগুলিতে ফুলের আস্তরণ ছিল। সেই আশ্রমটি পবিত্র ও নির্মল মালিনী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। তার পাশ দিয়ে দীর্ঘ ও বিস্তৃত নদী প্রবাহিত হচ্ছিল। তপস্বীরা স্নান করতে সেখানে যাতায়াত করছিলেন এবং ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুরাও শান্ত স্বভাবের ছিল। দেখে রাজা দুষ্মন্ত অশেষ আনন্দ লাভ করলেন। রাজা দুষ্মন্ত দেখলেন পুণ্যসলিলা মালিনী নদী জননীর মতো সেই আশ্রমকে রক্ষা করছে। চক্রবাক পক্ষীযূথ নদীতীরে বিচরণ করছে। স্রোতের উপর ফুলের মতো ফেনা ভাসছে, তীরে কোথাও কিন্নরগণ বাস করছে, কোথাও বানর ও ভল্লুকেরা বাস করছে। কোথাও মত্ত হস্তী ভয়ংকর ব্যাঘ্র এবং ভীষণ সর্প একত্রে বাস করছে। চারপাশে পবিত্র বেদপাঠের শব্দ ভেসে আসছে।

সেই মালিনী নদীর তীরে মহর্ষি কণ্বমুনির মনোহর আশ্রম। সেখানে অন্য মহর্ষিরা অবস্থান করছেন। মালিনী নদী পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, আশ্রমের প্রান্তদেশগুলিও সুন্দর। এই সমস্ত দেখে রাজা সেই আশ্রমে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করলেন। রাজা কুবেরের উদ্যানের মতো সেই মনোহর উদ্যানে প্রবেশ করলেন। সেখানে ময়ূরেরা পাখনা তুলে নাচছিল। মহর্ষি কণ্বকে দেখার জন্য রাজা সমস্ত সৈন্যবাহিনী চতুরঙ্গ-অনুচর সকলকে তপোবনের দ্বারদেশে রেখে রাজা বললেন, "কামক্রোধাদিশূন্য মহর্ষি কণ্বকে দেখার জন্য আমি সেখানে যাব, তোমরা এইখানেই আমার ফিরে আসার প্রতীক্ষা করো। তপোবনে প্রবেশ করলেই রাজার ক্ষুধা ও পিপাসা দূর হল। রাজা রাজচিহ্ন, ছত্র, মুকুট পরিত্যাগ করে, পুরোহিত ও মন্ত্রীদের সঙ্গে সেই সুন্দর আশ্রমে প্রবেশ করলেন। রাজা

দীর্ঘজীবী ও মূর্তিমান তপঃপুঞ্জের ন্যায় বিরাজমান মহর্ষি কণ্বকে দেখতে চাইলেন। আনন্দিত রাজা উৎফুল্ল নয়নে ব্রহ্মলোকের মতো সেই আশ্রমটিকে দেখতে লাগলেন। ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণেরা পদ ও ক্রম অনুসারে ঋগ্বেদ পাঠ করছিলেন। যজ্ঞবিদ্যায় পারদর্শী ও অন্যশাস্ত্রাভিজ্ঞ যজুর্বেদী ব্রাহ্মণগণ ও মধুর সামগানকারী ব্রাহ্মণগণ সেই সভা আলোকিত করে রেখেছিলেন। ভারুণ্ড নামক সামবেদের অংশ এবং অথর্ব বেদের শেষাংশ পাঠ করবার সময়ে ব্রতনিষ্ঠ মুনিগণের সেই স্বরে আশ্রমটি তখনও মুখরিত ছিল। ব্রাহ্মণদের উদাত্ত মন্ত্রোচ্চারণে আশ্রমটি দ্বিতীয় ব্রহ্মলোকের মতো বোধ হচ্ছিল।

যজ্ঞবিধান, যজ্ঞাঙ্গের পরিপাটি, শিক্ষাশাস্ত্র, ন্যায়দর্শন, উপনিষদ এবং বেদশাস্ত্রে পারদর্শী, আত্মা সম্পর্কিত বিধানে পারদর্শী ধ্যানাদিকার্যাভিজ্ঞ, মুক্তি সাধক কর্মনিরত ব্রাহ্মণগণ পঞ্চাঙ্গ অধিকরণে বিশেষাভিজ্ঞ, ব্যাকরণ, ছন্দ ও নিরুক্ত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, রসায়নাভিজ্ঞ, আয়ুর্বেদবিৎ, পশু-পক্ষীর রবে অর্থজ্ঞ এবং বিশাল বিশাল পুস্তকধারী ব্রাহ্মণগণ এবং অন্যান্য শাস্ত্রে সুনিপুণ ব্রাহ্মণগণ যে সকল আলোচনা করছিলেন এবং তাদের সঙ্গে মিলে প্রধান প্রধান নাস্তিকগণ যে আলাপ করছিলেন, রাজা সে সমস্ত শুনলেন। শত্রুহন্তা দুষ্মন্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দেখতে পেলেন যে কেউ কেউ ধ্যান, কেউ কেউ জপ ও কেউ কেউ হোম করছেন।

নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর আসন যত্নপূর্বক পেতে রাখা হয়েছে। দেখে রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। ব্রাহ্মণেরা দেবতার ঘরগুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রেখেছেন। রাজার মনে হল তিনি ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হয়েছেন। মহর্ষি কণ্বের তপস্যায় সুরক্ষিত, মঙ্গলজনক সেই আশ্রমটি দেখে রাজার যেন আশ মিটছিল না। রাজা, মন্ত্রী ও পুরোহিতের সঙ্গে মিলে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে প্রবেশ করলেন। সেখানে মহাব্রতী ও মহাতপস্বী ঋষিরা অবস্থান করছিলেন। ফলে স্থানটি পবিত্র, মনোহর ও অত্যন্ত মঙ্গলজনক মনে হচ্ছিল। তখন রাজা সেই পুরোহিত ও মন্ত্রীদের পরিত্যাগ করে একাকী আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করলেন কিন্তু কোথাও মহর্ষি কণ্বকে দেখতে পেলেন না। মহর্ষিকে দেখতে না পেয়ে এবং আশ্রম শূন্য দেখে রাজা উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, "এখানে কেউ আছ কি?" রাজার সেই কণ্ঠস্বর শুনে, মূর্তিমতী লক্ষ্মীর মতো একটি কন্যা আশ্রম থেকে বেরিয়ে এল। নীলোৎপলের মতো কৃষ্ণবর্ণা সেই কন্যাটি রাজা দুষ্মন্তকে দেখেই সম্মান করে সত্বর বলল, "আপনার আসার পথ সুগম হয়েছে তো?" সেই কন্যাটি রাজা দুষ্মন্তকে আসন, পাদ্য ও অর্ঘ্য দান করে প্রশ্ন করল, "আপনি সুস্থ আছেন তো? রাজ্যের মঙ্গল তো?" যথাবিধানে সম্মান করে এবং আরোগ্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করে কন্যাটি মৃদু হাস্য করতে করতেই যেন প্রশ্ন করল, "আমি কী করতে পারি, বলুন।"

যথাবিধানে সম্মানিত হয়ে রাজা মধুরভাষিণী ও সর্বাঙ্গসুন্দরী সেই কন্যাটিকে দেখে বললেন, "ভদ্রে! আমি মহাত্মা কণ্বের সেবা করবার জন্য এসেছি। সুন্দরী, মহর্ষি কোথায় গিয়েছেন আমাকে বলুন।" শকুন্তলা বললেন, "আমার পিতা ফল আহরণ করার জন্য গিয়েছেন; আপনি একটুকাল অপেক্ষা করুন; তিনি আসলেই তাঁকে দেখতে পাবেন।" রাজা তখন কণ্বমুনির দেখা পেলেন না, এদিকে শকুন্তলাও তাঁকে প্রতীক্ষা করতে বলছেন। সুতরাং রাজা অপলকে শকুন্তলাকে দেখতে লাগলেন—

অপশ্যমানস্তমৃষিং তথা চোক্তস্তয়া চ সঃ।
তাং দৃষ্টা চ বরারোহাং শ্রীমতীং চারুহাসিনীম্ ॥
বিভ্রাজমানাং বপুষা তপসা চ দমেন চ।
রূপযৌবনসম্পন্নামিত্যুবাচ মহীপতিঃ ॥ আদি: ৮৫ : ১০-১১ ॥

"শকুন্তলার নিতম্ব দুটি পরম সুন্দর, শরীরের কান্তিও মনোহর; হাস্য সুমধুর, রূপ আছে, যৌবনও এসেছে এবং শরীরের গুণে বিশেষ শোভা পাচ্ছেন।" অথচ তপস্যা থাকায় ইন্দ্রিয় সংযম এসেছে ইত্যাদি দেখে রাজা বললেন, "সুনিতম্বে! আপনি কে? কার কন্যা? কেনই বা বনে এসেছেন? সুন্দরী। আপনি এত রূপবতী ও গুণবতী হয়ে কোথা থেকে এখানে এলেন? আপনি দেখা দিয়েই আমার মন অপহরণ করেছেন। সুতরাং আমি আপনার সম্পূর্ণ পরিচয় জানতে চাই; আপনি তা বলুন।"

রাজার কথা শুনে কন্যাটি ঈষৎ হেসে মধুর স্বরে তাঁকে বলল, "মহারাজ, তপস্বী, ধৈর্যশীল, ধার্মিক, উদারচেতা এবং মাহাত্ম্যশালী কণ্বের কন্যা আমি, লোকেরা তাই বলে থাকে।" দুষ্মন্ত বললেন, "ভদ্রে! জগতের সম্মানিত ভগবান কণ্বমুনি ঊর্ধ্বরেতা। স্বয়ং ধর্মও আপন কর্তব্য থেকে ভ্রষ্ট হতে পারেন; কিন্তু চিরব্রহ্মচারী কখনও কর্তব্য থেকে ভ্রষ্ট হতে পারেন না। সুতরাং আপনি কী করে তাঁর কন্যা হলেন? এই বিষয়ে আমার গুরুতর সন্দেহ জন্মেছে; আপনি আমার সেই সন্দেহ দূর করুন।"

শকুন্তলা বললেন, "মহারাজ এই বৃত্তান্ত যেভাবে আমার কর্ণগোচর হয়েছিল, যেভাবে আমার জন্ম হয়েছিল এবং যেভাবে আমি কণ্বমুনির কন্যা হয়েছি, তা আপনি বিশদভাবে শুনুন। কোনও সময়ে এক ঋষি আশ্রমে এসে আমার জন্মের বিষয় প্রশ্ন করলে মহর্ষি কণ্ব তাঁকে যা বলেছিলেন, তা আপনাকে আমি জানাচ্ছি।" কণ্ব বলেছিলেন—

পূর্বকালে মহর্ষি বিশ্বামিত্র গুরুতর তপস্যা করছিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র তাতে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হন। তপস্যার প্রভাবে বলবান বিশ্বামিত্র তাকে ইন্দ্রত্বপদ থেকে বিচ্যুত করতে পারেন, এই ভেবে ভীত হয়ে দেবরাজ স্বর্গের অপ্সরাশ্রেষ্ঠ মেনকাকে ডেকে বলেন, "মেনকা তুমি নিজের অলৌকিক গুণে স্বর্গের অপ্সরাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং কল্যাণী, তোমাকে যা বলব, আমার কল্যাণের জন্য তা করো। সূর্যের তুল্য তপস্বী বিশ্বামিত্রকে ভয়ংকর তপস্যা করতে দেখে আমার মন উদ্বিগ্ন হয়েছে। তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য তোমাকে অনুরোধ করছি। তিনি যাতে আমাকে ইন্দ্রত্বপদ থেকে বিচ্যুত করতে না পারেন, তুমি গিয়ে তাঁকে প্রলুব্ধ করো। তাঁর তপস্যার বিঘ্ন ঘটিয়ে আমাকে সন্তুষ্ট করো। তুমি অনুপম সুন্দরী। রূপ ও যৌবনের অনুরূপ কোমল অঙ্গভঙ্গি, মন্দ হাস্য এবং মধুর বাক্য দ্বারা তাঁকে লুব্ধ করে তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করো।"

মেনকা বলল, "মহাত্মা বিশ্বামিত্র যে মহাতেজস্বী এবং অত্যন্ত কোপনস্বভাবা, তা আপনার অজানা নয়। যে মহাত্মার তেজ, তপস্যা ও কোপের প্রভাবে আপনি দেবরাজ উদ্বিগ্ন, তাঁর প্রভাবে আমি অধিকতর উদ্বিগ্ন হব না কেন? যিনি মহাত্মা বশিষ্ঠের প্রিয়তম পুত্রদের বিনষ্ট করেছেন এবং যিনি প্রথমে ক্ষত্রিয় বংশে জন্মের পরে বলপূর্বক ব্রাহ্মণ

হয়েছেন, যিনি স্নানাদি করবার জন্য আশ্রমের কাছে অগাধজলসম্পন্ন দুর্গম এক নদী নির্মাণ করেছেন, যে পবিত্র নদীকে লোকে 'কৌশিকী' নামে জানে। পূর্বকালে দুর্ভিক্ষের সময়ে ধার্মিক রাজা ব্যাধ হয়েও যে মহাত্মার ভার্যাবর্গকে ভরণ-পোষণ করেছিলেন। দুর্ভিক্ষ অতীত হলে পুনরায় আশ্রমে এসে যিনি সেই কৌশিকী নদীর নাম করেছিলেন—'পারা।' যিনি সন্তুষ্ট হয়ে নিজেই ত্রিশঙ্কুর যাজন করেছিলেন এবং দেবরাজ! আপনি স্বয়ং যাঁর ভয়ে আত্মস্থ হবার জন্য সোমরস পান করেছিলেন। যিনি ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রবণা প্রভৃতি নূতন নক্ষত্র সৃষ্টি করে, তার দ্বারা আর একটি নক্ষত্রলোক সৃষ্টি করেছিলেন। শাপগ্রস্ত রাজা ত্রিশঙ্কু যখন চিন্তা করছিলেন, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র আমাকে কীভাবে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের শাপ থেকে রক্ষা করবেন, তখন বিশ্বামিত্র কিন্তু তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। দেবতারা অবজ্ঞা করে যজ্ঞাঙ্গ বিনষ্ট করলেন, কিন্তু সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের বিধানে সমর্থ তেজস্বী বিশ্বামিত্র অন্য যজ্ঞাঙ্গ সৃষ্টি করেছিলেন। বশিষ্ঠকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কু রাজাকে স্বর্গে প্রেরণ করেছিলেন।

"দেবরাজ, এতগুলি অদ্ভুত কার্য যিনি করেছিলেন, সেই বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে যাতে আমাকে দগ্ধ না করেন, আপনি তার ব্যবস্থা করুন। যিনি আপন তেজে ত্রিজগৎ দগ্ধ করতে পারেন, পদাঘাতে পৃথিবীকে বিচলিত করতে পারেন। মহামেরু পর্বতকে ক্ষুদ্র পর্বত করে দিতে পারেন এবং দিক সকলকেও হঠাৎ পরিবর্তিত করে দিতে পারেন। মহাতপস্বী, প্রজ্বলিত অগ্নির মতো অবস্থিত এবং জিতেন্দ্রিয় সেই তপস্বীকে আমার মতো অতি তুচ্ছ রমণী কী করে স্পর্শ করবে? দেবরাজ! যার মুখে অগ্নি রয়েছেন, নয়নের তারা দুটি সূর্য ও চন্দ্রের মতো এবং যাঁর জিহ্বা যমের মতো অবস্থিত, তপস্যায় প্রজ্বলিত সেই বিশ্বামিত্রকে আমার মতো রমণীই বা কীভাবে স্পর্শ করবে? যম, চন্দ্র, মহর্ষিগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ এবং বালখিল্য ঋষিগণ—এঁরাও যার প্রভাবের ভয়ে ভীত—আমার মতো তুচ্ছ নারী তাঁকে ভয় পাবে না কেন? দেবরাজ আপনি আদেশ করলে আমাকে বিশ্বামিত্রের কাছে যেতেই হবে। অতএব আপনি আমার রক্ষার বিষয় স্থির করুন। যাতে আমি রক্ষিত অবস্থায় আপনার কার্য সম্পাদন করতে সমর্থ হই। আমি যখন বিশ্বামিত্রের কাছে গিয়ে নৃত্যরত অবস্থায় খেলা করব, তখন যেন বায়ু আমার অঙ্গ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে বস্ত্র সরিয়ে দেন এবং আপনার আদেশে কামদেব আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করেন। আর, আমি যখন মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে প্রলুব্ধ করতে থাকব, তখন বন থেকে যেন যথেষ্ট পরিমাণে সুগন্ধ বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে।" মেনকার কথা শুনে দেবরাজ ইন্দ্র বায়ু ও কামদেবকে মেনকার সহচর হবার আদেশ দিলেন। তখন মেনকা বায়ুর সঙ্গে বিশ্বামিত্রের আশ্রম উদ্দেশে যাত্রা করল। সুন্দর নিতম্বা মেনকা বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপস্থিত হয়ে ভয়চকিত চিত্তে দেখল—তপস্যার পূর্বেই সব পাপ নষ্ট হয়ে গেলেও বিশ্বামিত্র সেই তপস্যাই করছেন।

তারপর মেনকা বিশ্বামিত্রকে নমস্কার করে তাঁর চারপাশে নৃত্য করতে আরম্ভ করল। তার বস্ত্রখানি চন্দ্রকিরণের মতো সূক্ষ্ম ও শুভ্রবর্ণ ছিল। বায়ু তো অপহরণ করলেন। তখন সে লজ্জাবশত বায়ুকে যেন নিন্দা করতে থাকল; এদিকে বিশ্বামিত্র তাকে ভাল করে দেখতে লাগলেন; তবুও সে বস্ত্রখানি গ্রহণের জন্য বিশ্বামিত্রের আরও কাছে এগিয়ে গেল। তখন বিশ্বামিত্র দেখলেন, মেনকা একেবারে উলঙ্গ, তার সমস্ত অঙ্গ দেখা যাচ্ছে তার রূপযৌবনের

কোনও নিরূপণ করা যাচ্ছে না। সে অপরূপা সুন্দরী, তার দেহের কোনও অঙ্গের নিন্দা করা যায় না এবং যে যেন সেই বস্ত্রখানি নেবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত ও সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছে। বিশ্বামিত্র সেই অসাধারণ রূপ দেখে, কামাতুর হয়ে, তখন তার সঙ্গে রমণ করার ইচ্ছা করলেন। তিনি সেই সম্পূর্ণা উলঙ্গা মেনকাকে আহ্বান করলেন, মেনকাও সোৎসাহে তাঁর নিকটে এসে বাহুবন্ধনে ধরা দিলেন। তাঁরা দু'জনে দীর্ঘকাল সেখানে রমণ করতে থাকলেন এবং সেই দীর্ঘ বৎসরটি একটি দিনের ন্যায় অতি দ্রুত অতিবাহিত হল। বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ হল। কিন্তু বিশ্বামিত্র মেনকা ভিন্ন অন্য কোনও চিন্তাও করতে পারলেন না। তারপর একদিন বিশ্বামিত্র মালিনী নদীর কাছে হিমালয়ের মনোহর সমতলভূমিতে মেনকার গর্ভে শকুন্তলাকে উৎপাদন করলেন। মেনকা বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গে কৃতকাম হয়ে মালিনী নদীর কাছে জন্মমাত্র সেই কন্যাটিকে পরিত্যাগ করে তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রের সভায় চলে গেল। বিশ্বামিত্রও সেই স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন।

সিংহ-ব্যাঘ্র পরিপূর্ণ নির্জন বনমধ্যে সেই সদ্য জাতিকাকে শায়িত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে, পক্ষীগণ এসে তাকে সকলদিকে পরিবেষ্টন করে রইল। মাংসলোভী জন্তুরা বনের ভিতরে সেই বালিকাটিকে পাছে ভক্ষণ করে ফেলে, এই কারণেই সেই পক্ষীগণ এসে, কন্যাটিকে রক্ষা করছিল। সেই সময়ে মহর্ষি কণ্ব স্নান করতে নদীতে যাচ্ছিলেন—তিনি দেখলেন মনোহর নির্জন বনের ভিতরে সেই কন্যাটি শুয়ে আছে। আর পক্ষীগণ তাকে বেষ্টন করে অবস্থান করছে। মহর্ষি কন্যাটিকে তুলে আশ্রমে এনে আপন কন্যার মতো লালন-পালন করতে লাগলেন। যেহেতু নির্জন বনের মধ্যে পক্ষীগণ একে রক্ষা করেছিল, তাই মহর্ষি কন্যাটির নাম দিলেন 'শকুন্তলা'। শরীরোৎপাদক, প্রাণরক্ষক ও যাঁর অন্ন ভোজন করে—ধর্মশাস্ত্রে এই তিনজনকে ক্রমিক পিতা বলা হয়।

আশ্রমে আগত ঋষির কাছে মহর্ষি কণ্ব এইভাবে শকুন্তলার কাহিনি বর্ণনা করেছিলেন এবং বলেছিলেন, "ব্রাহ্মণ, এইজন্যই আপনি শকুন্তলাকে আমার কন্যা বলে মনে করুন। অনিন্দ্যসুন্দরী শকুন্তলাও আমাকে এই জন্যই পিতা বলে মনে করে।" শকুন্তলা বললেন, "সেই ঋষির প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি কণ্ব আমার এই জন্মবৃত্তান্ত বলেছিলেন। মহারাজ আপনিও এইভাবেই আমাকে মহর্ষি কণ্বের কন্যা বলে জানবেন। আমি নিজের পিতাকে জানি না বলেই কণ্বকে পিতা বলে মনে করি। আমি আমার জন্মবৃত্তান্ত যেমন শুনেছিলাম, আপনার কাছে তেমনই বললাম।"

দুষ্মন্ত বললেন, "কল্যাণী তুমি যে কাহিনি বললে, তাতে সুস্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, তুমি ক্ষত্রিয়ের কন্যা। অতএব তুমি আমার ভার্যা হও; বলো আমি তোমার জন্য কী করব। সুন্দরী, সোনার হার, নানাবিধ বস্ত্র, সুবর্ণনির্মিত দুটি কুণ্ডল, নানাদেশীয় নির্দোষ ও সুন্দর মণি ও রত্ন বক্ষের ভূষণ এবং নানাবিধ মৃগচর্ম—এগুলি এখনই তোমার জন্য এনে দিচ্ছি। আর আজ হতে আমার সমস্ত রাজ্য তোমার হোক; তুমি আমার ভার্যা হও। সুন্দরী! তুমি গান্ধর্ব বিবাহ অনুসারে আমার ভার্যা হও। কেন না, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গান্ধর্ব বিবাহই আট প্রকার বিবাহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

শকুন্তলা বললেন, "মহারাজ আমার পিতা ফল নিয়ে আসার জন্য একটু আশ্রমের বাইরে

গেছেন; সুতরাং আপনি একটুকাল অপেক্ষা করুন। তিনি এসেই আমাকে আপনার হাতে দান করবেন। আমার পিতা সর্বদাই আমার নিয়ন্তা এবং পরম দেবতা; সুতরাং তিনি আমাকে যাঁর হাতে দেবেন, তিনিই আমার ভর্তা হবেন। বিবাহের পূর্বে পিতা রক্ষা করেন, যৌবনকালে ভর্তা রক্ষা করেন এবং বৃদ্ধকালে পুত্র রক্ষা করে; সুতরাং স্ত্রীলোক কোনও সময়েই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করতে পারে না। ধার্মিক মহারাজ, আমার তপস্বী পিতাকে আমি অগ্রাহ্য করে অধর্মের অনুসরণপূর্বক কী করে পতি নির্বাচন করি?"

দুষ্মন্ত বললেন, "না না কল্যাণী তুমি একথা বোলো না। তোমার পিতা মহাতপস্বী এবং ইন্দ্রিয়দমনশীল।" শকুন্তলা বললেন, "ব্রাহ্মণের ক্রোধই অস্ত্র; কিন্তু তাঁরা অন্য অস্ত্র ধারণ করেন না। ইন্দ্র যেমন বজ্রদ্বারা অসুর বধ করে থাকেন, ব্রাহ্মণেরা তেমন ক্রোধ দ্বারা শত্রু বধ করে থাকেন। অগ্নি তেজ দ্বারা দগ্ধ করেন, সূর্য রশ্মিদ্বারা দগ্ধ করেন। রাজা দণ্ডদ্বারা দগ্ধ করেন আর ব্রাহ্মণ ক্রোধ দ্বারা দগ্ধ করে থাকেন। ইন্দ্র বজ্র দ্বারা অসুর বধ করেন, ব্রাহ্মণ ক্রোধ দ্বারা শত্রু বধ করেন।" দুষ্মন্ত বললেন, "সুন্দরী আমার ইচ্ছা এই যে, তুমি আমাকে ভজন করো। কেন না, আমি তোমার জন্য এখানে রয়েছি এবং আমার মন তোমার জন্য অত্যন্ত আকুল হয়েছে। দেখো—মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু এবং নিজেই নিজের গতি। সুতরাং তুমি ধর্ম অনুসারেই নিজেকে দান করতে পারো। ধর্মশাস্ত্র অনুসারে বিবাহ আট প্রকার হতে পারে। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। স্বায়ম্ভুব মনু যথাক্রমে এই বিবাহগুলির লক্ষণ বলে গেছেন। সুন্দরী, ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রথম চারটি এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রথম ছ'টি বিবাহ প্রশস্ত। আর বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে আসুরবিবাহও অধর্মজনক নয়। কিন্তু প্রথম পাঁচটি বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম, দৈব ও প্রাজাপত্য—এই তিনটি বিবাহ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; আর অপর দুটি, আর্য ও আসুর উক্ত তিনটি থেকে নিকৃষ্ট। ব্রাহ্মণ কখনও আসুর বিবাহ করবেন না। আর ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণই কখনও পৈশাচ বিবাহ করবেন না। এই বিধান অনুসারে সকলে বিবাহ করবেন, কেন না, এই ধর্মের পদ্ধতি। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে খাঁটি গান্ধর্ব বিবাহ বা খাঁটি রাক্ষস বিবাহ অথবা গান্ধর্ব-রাক্ষস উভয় লক্ষণ মিশ্রিত বিবাহ ধর্ম সঙ্গত বলে কর্তব্য। সুতরাং এ বিষয়ে তুমি কোনও আশঙ্কা কোরো না; কেন না, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তোমার প্রতি আমার অনুরাগ জন্মেছে; তুমিও আমার প্রতি অনুরক্ত হয়েছ। সুতরাং তুমি গান্ধর্ব বিবাহ অনুসারে আমার ভার্যা হতে পারো।'

শকুন্তলা বললেন, "পৌরবশ্রেষ্ঠ, যদি আপনার বক্তব্য ধর্মসঙ্গত হয় এবং যদি আমি নিজেকে দান করতে সমর্থ হই, তবে আমার প্রার্থনা শুনুন। আমি এই নির্জন স্থানে যা বলব, আপনি সে বিষয়ে আমার কাছে সত্য প্রতিজ্ঞা করুন; আমার গর্ভে আপনার যে পুত্র হবে, সে আপনি জীবিত থাকতেই যুবরাজ হবে এবং আপনার পরে মহারাজ হবে। মহারাজ! আপনি যদি আমার এ বক্তব্য স্বীকার করেন, তবে আমিও আপনাকে সত্য বলছি যে, আপনার সঙ্গে আমার সঙ্গম হোক।"

রাজা তখন কোনও বিবেচনা না করেই প্রত্যুত্তর করলেন যে "তাই হবে. এবং আমি তোমাকে আপন রাজধানীতেই নিয়ে যাব। কারণ তুমি রাজধানীতেই বাস করার যোগ্যা; নিতম্বিনী। আমি তোমাকে একথা সত্য বলছি।" এই কথা বলে রাজা গান্ধর্ব বিধানে

শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করলেন, এবং তাঁর সঙ্গে সহবাস করলেন। তারপর বিদায় নেওয়ার কালে শকুন্তলার বিশ্বাস উৎপাদন করার জন্য বারবার বললেন—"সুন্দরী তোমার জন্য চতুরঙ্গিণী সেনা প্রেরণ করব এবং তারা তোমাকে রাজভবনে নিয়ে যাবে।"

রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার কাছে এই প্রতিজ্ঞা করে মনে মনে কণ্বমুনির প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবতে ভাবতে প্রস্থান করলেন। মহাতপস্বী কণ্বমুনি ফিরে এসে তাঁর এই গান্ধর্ববিবাহ বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। ভাবতে ভাবতে আপন রাজধানীতে প্রবেশ করলেন। কিছুকাল পরে মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে ফিরলেন। শকুন্তলা লজ্জায় তাঁর কাছে গেলেন না। মহাতপস্বী ও দিব্যজ্ঞানী কণ্ব দিব্য চোখে সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। শকুন্তলার বিষয় বুঝতে পেরে, সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "কল্যাণী তুমি আমার অনুমতি না নিয়ে আজ নির্জনে যে পুরুষসংসর্গ করেছ, তা তোমার ধর্মনাশক হয়নি। কেন না, কামী পুরুষ নির্জনে বিনা মন্ত্রে কামার্ত রমণীর যে পাণিগ্রহণ করে, তাকেই গান্ধর্ব বিবাহ বলে; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সেই বিবাহই শ্রেষ্ঠ। শকুন্তলা তুমি যে অনুরক্ত পুরুষকে পতি বলে স্বীকার করেছ তিনি ধার্মিক, উদারচেতা ও পুরুষশ্রেষ্ঠ দুষ্মন্ত। জগতে সর্বাপেক্ষা বলবান এবং উদারচেতা তোমার একটি পুত্র জন্মাবে, সে এই সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর হবে। তোমার সেই সম্রাট পুত্র শত্রুকে আক্রমণ করতে গেলে, তার সৈন্যদের কেউ প্রতিহত করতে পারবে না।"

তারপর শকুন্তলা মহর্ষি কণ্বের কাঁধ থেকে সমিধ, কুশ ও ফল নামিয়ে রেখে তাঁর চরণ ধুইয়ে দিলেন। মহর্ষি বিশ্রাম গ্রহণ করলে, শকুন্তলা তাঁকে বললেন, "আমি স্বেচ্ছায় পুরুষশ্রেষ্ঠ দুষ্মন্ত রাজাকে পতিত্বে বরণ করেছি। অতএব পিতা আপনি মন্ত্রীবর্গ সমেত রাজা দুষ্মন্তের প্রতি অনুগ্রহ করুন।" কণ্ব বললেন, "শকুন্তলা আমি তোমার জন্য দুষ্মন্তের প্রতি প্রসন্নই আছি। অতএব কল্যাণী তুমি আমার কাছ থেকে অভীষ্ট বরগ্রহণ করো।" শকুন্তলা দুষ্মন্তের হিত কামনা করে, পুরুবংশের ধার্মিকতা ও চিরস্থায়ী রাজত্ব বর হিসাবে চাইলেন।

দুষ্মন্ত শকুন্তলার কাছে প্রতিজ্ঞা করে রাজধানীতে ফিরে গেলেন। সেইদিন থেকে পুরো তিন বৎসর কেটে গেলে, শকুন্তলা পরম সুন্দর একটি পুত্র প্রসব করলেন। সেই দুষ্মন্তনন্দনের কান্তি অগ্নির মতো উজ্জ্বল ছিল এবং তার শরীরের তেজও অসাধারণ ছিল। ধার্মিক শ্রেষ্ঠ কণ্ব যথাবিধানে সেই ক্রমাগত বড় হয়ে ওঠা বালকটির জাতকর্মাদি সংস্কার করলেন। ক্রমে সেই বালকটির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শুভ্রবর্ণ দন্ত জন্মাল। শরীর সিংহের মতো দৃঢ় হয়ে উঠল, আকৃতি দীর্ঘ হতে লাগল, হাতের মধ্যে চক্রচিহ্ন দেখা দিল, কান্তি মনোহর হয়ে উঠল, মাথাটি অপেক্ষাকৃত বড় হল এবং শরীর বলবান হতে লাগল; এইভাবে বালকটি কণ্বের আশ্রমেই বড় হতে লাগল। বালকটির বয়স যখন ছয়, তখনই সে অসাধারণ বলবান হয়ে উঠল। সে তখন সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ এবং হস্তী ধরে এনে আশ্রমের নিকটবর্তী বৃক্ষে বেঁধে রাখতে আরম্ভ করল। আবার কখনও সে বৃক্ষে বা পর্বতে আরোহণ করত, কখনও সিংহ প্রভৃতি জন্তুকে ধরে এনে নির্যাতন করত, কখনও বা ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুর সঙ্গে খেলা করতে করতে দৌড়াত। সকল জন্তুকে ইচ্ছামতো দমন করত বলে আশ্রমবাসীরা তার নাম রাখল 'সর্বদমন'।

সে বালক ক্রমে উৎসাহ, তেজ ও শক্তিশালী হয়ে উঠল। তার অবস্থা, শক্তি ও অলৌকিক

কার্যকলাপ দেখে মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে বললেন, "এর যুবরাজ হবার সময় এসেছে।" তারপর শিষ্যগণকে বললেন, "শিষ্যগণ, তোমরা সর্বপ্রকারে প্রশংসনীয়া এই শকুন্তলাকে পুত্রের সঙ্গে তপোবন থেকে দুষ্মন্তের গৃহে রেখে এসো। কেন না, স্ত্রীলোক দীর্ঘকাল পিতৃগৃহে বাস করলে তার চরিত্র, ধর্ম ও যশ নষ্ট হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। বন্ধুজনের তা কখনই অভিপ্রেত হতে পারে না। অতএব, তোমরা বিলম্ব কোরো না। অবিলম্বে একে নিয়ে যাও।"

"তাই হোক", এই কথা বলে তেজস্বী শিষ্যগণ, পুত্রের সঙ্গে শকুন্তলাকে নিয়ে হস্তিনানগরের দিকে যাত্রা করল। দুষ্মন্তগতস্বভাবা শকুন্তলা পদ্মনয়ন ও দেববালকের তুল্য পুত্রটিকে নিয়ে হস্তিনানগরে উপস্থিত হলেন। দ্বাররক্ষকেরা রাজার কাছে গিয়ে শকুন্তলার আগমন সংবাদ জানাল এবং রাজার অনুমতি পেয়ে নবোদিত সূর্যের মতো সেই বালকটি ও শকুন্তলাকে রাজার কাছে নিয়ে গেল। কণ্ব-শিষ্যরা শকুন্তলাকে জানিয়ে আশ্রমের দিকে ফিরে চললেন। শকুন্তলা রাজার কাছে উপস্থিত হয়ে, যথানিয়মে তাঁকে অভিবাদন করে বললেন, "মহারাজ আপনি আপনার পুত্রটিকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন। আপনি দেবতুল্য এই পুত্রটিকে আমার গর্ভে উৎপাদন করেছিলেন। সুতরাং পূর্বকৃত শপথ অনুযায়ী এই পুত্রের সঙ্গে ব্যবহার করুন। পূর্বে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে আমার সঙ্গে সঙ্গমের সময়ে আপনি যে শপথ করেছিলেন, তা এখন স্মরণ করুন।"

রাজা শকুন্তলার বক্তব্য শুনে, সমস্ত বৃত্তান্ত স্মরণ করেও বললেন, "আমার তো এ জাতীয় কোনও ঘটনা স্মরণ হচ্ছে না! দুষ্টতপস্বিনী! তুমি কার লোক? পত্নী বলে তোমার সঙ্গে কখনও ধর্ম, অর্থ বা কামের কোনও ঘটনা ঘটেছিল, তা আমার মনে পড়ছে না।

রাজা এই কথা বললে দীনা শকুন্তলা অত্যন্ত লজ্জায় মাটিতে যেন মিশে গেলেন এবং দুঃখে তাঁর চৈতন্য যেন লোপ পেল। তিনি একটি স্তম্ভের মতো স্তব্ধ হয়ে রইলেন। ক্রোধ ও অধীরতাবশত তাঁর দুটি চোখ তাম্রবর্ণ হল, ওষ্ঠযুগল কাঁপতে লাগল এবং কটাক্ষদ্বারা তিনি যেন রাজাকে দগ্ধ করতে লাগলেন। এই অবস্থায় তিনি রাজার প্রতি বক্র দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। ক্রোধ বর্জন করে তপোবনে যে তেজ অর্জন করেছিলেন, যে তেজের ফলে তার ক্রোধ উপস্থিত হয়েছিল, সেই তেজ তিনি সংবরণ করলেন। তারপর তিনি একটু কাল চিন্তা করে দুঃখিত আর ক্রুদ্ধ হয়ে রাজার দিকে তাকিয়ে বললেন, "মহারাজ মনে থাকা সত্ত্বেও প্রাকৃত লোকের মতো আপনি বলছেন যে, আমার স্মরণ হচ্ছে না। আমি সত্য না মিথ্যা বলছি, আপনার হৃদয়ই তা জানে। সুতরাং সাধু সাক্ষীর মতো সত্য কথা বলুন, মিথ্যা বলে আত্মাকে অবজ্ঞার পাত্র করবেন না। যে লোক নিজে অন্যরূপ আর আত্মাকে অন্যরূপ বলে মনে করে সে তো আত্মাপহারী চোর। সুতরাং সে লোক কোন পাপ না করেছে? মহারাজ, আপনি নিজেকে প্রচণ্ড জ্ঞানী মনে করেন; অথচ আপনারই হৃদয়ে যে অনাদি জীবাত্মা রয়েছেন, তা আপনি জানেন না। কারণ যে জীবাত্মা পাপকার্যের সংবাদ জানতে পারেন, তাঁর কাছেই আপনি পাপ করছেন। মানুষ নির্জনে পাপ করে ভাবে যে, আমার পাপ কেউ জানতে পারছে না; কিন্তু তার জীবাত্মা ও দেবগণ তা জানতে পারেন। আর সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, পৃথিবী, জল, মন, যম, দিন, রাত্রি, প্রাতঃসন্ধ্যা, সায়ংসন্ধ্যা এবং ধর্ম—এরা মানুষের সব বৃত্তান্ত জানতে পারছেন।

কর্মের সাক্ষী ও হৃদয়বর্তী জীবাত্মা যে ব্যক্তির সৎকর্ম দ্বারা সন্তুষ্ট থাকেন, স্বয়ং যমই তার পাপ দূর করে দিয়ে থাকেন। আর, সেই জীবাত্মাই দুষ্কর্ম দ্বারা যে দুরাত্মার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন, যমই সেই পাপাত্মাকে দারুণ যাতনা দিয়ে থাকেন।

"যে লোক আপনিই আপনাকে অবজ্ঞা করে মুখে অন্যরূপ বুঝিয়ে দেয়, দেবতারা তার মঙ্গল করেন না। কেন না, তার আত্মাই তো তার কাছে প্রমাণ নয়। আমি পতিব্রতা, সুতরাং, আমি নিজে উপস্থিত হয়েছি বলে আমার প্রতি অবজ্ঞা করবেন না। কারণ, ভার্যা পতির কাছে নিজে উপস্থিত হলেও আদরের যোগ্য। তবুও আপনি যে আদরের সঙ্গে আমাকে গ্রহণ করছেন না, তা অত্যন্ত অনুচিত হচ্ছে। আপনি সভার মধ্যে নীচ নারীর মতো আমাকে উপেক্ষা করছেন কেন? মনে হচ্ছে, আমি শূন্যে রোদন করছি, কারণ, আপনি আমার কথা শুনছেন না। আমি আপনার কাছে থাকব বলেই প্রার্থনা করছি। এ অবস্থায় আপনি যদি আমার প্রার্থনা পূরণ না করেন, আপনার মস্তক শতধাবিদীর্ণ হয়ে যাবে। পতি ভার্যার ভিতরে প্রবেশ করে, পুনরায় পুত্রাদিরূপে জন্মগ্রহণ করেন, সেই জন্যই ভার্যার নাম হয়েছে 'জায়া', এ কথাই প্রাচীন পণ্ডিতরা বলে থাকেন। বৈদিক সংস্কারসম্পন্ন পুরুষের যে তেজ আছে, তাই সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করে এবং সেই সন্তানই আবার সন্তানের জন্ম দিয়ে মৃত পূর্বপুরুষদের উদ্ধার করে। 'পুৎ' নামক নরক থেকে পিতাকে রক্ষা করে বলে স্বয়ং ব্রহ্মাই তনয়ের নাম রেখেছেন 'পুত্র'। তিনিই ভার্যা, যিনি গৃহকার্যে নিপুণ; তিনি ভার্যা, যাঁর পুত্র জন্মেছে; তিনি ভার্যা, যিনি পতিকে প্রাণের মতো ভালবাসেন এবং তিনি ভার্যা, যিনি পতিব্রতা হন। ভার্যা পুরুষের শরীরের অর্ধাংশ, ভার্যা সর্বপ্রধান সখা! ভার্যা ধর্ম, অর্থ ও কামের প্রধান কারণ এবং ভার্যাই পুরুষের উদ্ধারের প্রধান হেতু। যাদের ভার্যা আছে, তারা যজ্ঞাদিক্রিয়ার অধিকারী, তারাই গৃহস্থ, তারাই আমোদ করতে পারে এবং তারাই সর্বত্র শোভা পেয়ে থাকে। প্রিয়ভাষিণী ভার্যা নির্জন বন্ধুস্বরূপ, ধর্মকার্যে পিতৃস্বরূপ এবং রোগপীড়ায় মাতৃস্বরূপ। যে লোক সংসাররূপ দুর্গমপথের পথিক, তার পক্ষে ভার্যা পরম বিশ্রাম স্থান এবং যার ভার্যা আছে সেই বিশ্বাসের পাত্র; সুতরাং সংসারক্ষেত্রে ভার্যাই প্রধান অবলম্বন। পতি মৃত্যুর পর যখন একাকী ভয়ংকর দুর্গম পথ দিয়ে পরলোকগমন করতে থাকেন, তখন পতিব্রতা ভার্যাই তাঁর অনুসরণ করেন। ভার্যা পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হলে তিনি পরলোকে গিয়ে পতির জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকেন; আর, পতি পূর্বে মৃত হলে সাধ্বী ভার্যা তাঁর অনুগমন করেন।

"মহারাজ ভর্তা ইহলোকেও ভার্যাকে পান, পরলোকেও ভার্যাকে পেয়ে থাকেন; এই কারণেই মানুষ বিয়ে করে। জ্ঞানীগণ বলে থাকেন— ভর্তা, ভার্যার গর্ভে আপনাকে আপনিই পুত্ররূপে উৎপাদন করে থাকেন; সুতরাং তিনি পুত্রবতী ভার্যাকে মাতার মতো দেখবেন। দর্পণে যেমন নিজ মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে, ভার্যাতেও তেমন পতি নিজেই নিজেকে পুত্ররূপে উৎপাদন করেন। সুতরাং, ধার্মিক লোক যেমন স্বর্গলাভ করে আনন্দ লাভ করেন, তেমনই পিতাও পুত্রমুখ দেখে আনন্দ লাভ করেন। ঘর্মাক্ত লোক যেমন জলে স্নান করে আনন্দ অনুভব করে, তেমনই দুঃখিত ও পীড়িত লোক পত্নীর সহিত মিলিত হয়ে আনন্দলাভ করেন। রতি, প্রীতি ও ধর্ম— এ সমস্তই পত্নীর অধীন বুঝে মানুষ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেও স্ত্রীলোকের অপ্রিয় কার্য করবে না। স্ত্রীলোকই নিজের পবিত্র ও চিরন্তন উৎপত্তি স্থান।

স্ত্রীলোক ব্যতীত ঋষিদের সন্তান সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই। যখন ধূলি ধূসরিত পুত্রটি গিয়ে পিতার অঙ্গ আলিঙ্গন করে, তখন তার থেকে অধিক সুখ জগতে আর কী থাকে? এই পুত্রটি নিজে উপস্থিত হয়েছে, আপনার কোলে যাবার জন্য ইচ্ছা করছে, করুণ নয়নে আপনার দিকে চাইছে, এই অবস্থায় আপনি কেন একে অবজ্ঞা করছেন? অতি ক্ষুদ্র প্রাণী পিপীলিকারাও আপন ডিমগুলিকে প্রতিপালন করে, পরিত্যাগ করে না—আপনি ধর্মজ্ঞ অথচ পুত্রকে প্রতিপালন করবেন না?

"সূক্ষ্ম বস্ত্র, সুন্দরী স্ত্রী এবং শীতল জলের স্পর্শও শিশুপুত্রের আলিঙ্গনের সুখ দিতে পারে না। দ্বিপদ প্রাণীর মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে গোরু শ্রেষ্ঠ, গুরুজনের মধ্যে পিতা শ্রেষ্ঠ আর, সুখস্পর্শ বস্তুর মধ্যে পুত্রই শ্রেষ্ঠ। এই প্রিয়দর্শন পুত্রটি গিয়ে আলিঙ্গন করে আপনাকে স্পর্শ করুক। পুত্রস্পর্শ অপেক্ষা অধিক সুখস্পর্শ জগতে নেই। মহারাজ, গর্ভধারণের পর থেকে তিন বৎসর পূর্ণ হলে, আমি এই পুত্রটিকে প্রসব করেছিলাম এবং এই পুত্রের প্রসবের পর আমি আপনার বিরহের কষ্ট কিছু পরিমাণে বিস্মৃত হয়েছিলাম। নরনাথ! এই পুত্র প্রসবের পরে আমার প্রতি এই দৈববাণী হয়েছিল, 'এই পুরুবংশীয় বালকটি ভবিষ্যতে একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করবে।' মহারাজ আমি মনে করি—মানুষ স্থানান্তরে যাবার সময়ে স্নেহবশত পুত্রকে কোলে তুলে নিয়ে তার মস্তকাঘ্রাণ করে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করে । মহারাজ আপনার জানা আছে জাতকর্ম করার সময়ে ব্রাহ্মণেরা এই বেদমন্ত্র পাঠ করে থাকেন, 'পুত্র! তুমি আমার প্রত্যেক অঙ্গ থেকে, বিশেষত হৃদয় থেকে জন্মেছ; সুতরাং তুমি এখন আমার আত্মা পুত্র নাম ধারণ করেছ, একশত বছর বেঁচে থাক। বৃদ্ধকালে আমার ভরণপোষণ করা তোমার অধীন হবে এবং তোমার বংশ অক্ষয় হবে। অতএব পুত্র, তুমি অত্যন্ত সুখী হয়ে এক শত বৎসর জীবিত থাকো।' মহারাজ এই বালকটি আপনার অঙ্গ থেকেই জন্মেছে; সুতরাং, একটি পুরুষ থেকে আর একটি পুরুষ উৎপন্ন হয়েছে; অতএব সরোবরের নির্মল জলে যেমন আপন প্রতিবিম্ব দেখে, তেমন এক আত্মাই পুত্ররূপে দুই হয়েছে দেখুন।

"মহারাজ আপনি পূর্বে মৃগয়া করবার জন্য বনে গিয়েছিলেন, তখন একটি মৃগ আপনাকে আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়েছিল, সেই অবস্থায় আপনি মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে গিয়ে কুমারী অবস্থায় আমাকে লাভ করেন। উর্বশী, পূর্বচিত্তি, সহজন্যা, মেনকা, বিশ্বাচী ও ঘৃতাচী—এই ছ'জন অপ্সরাশ্রেষ্ঠা। তাদের মধ্যে আবার প্রধান অপ্সরা ব্রহ্মার কন্যা মেনকা স্বর্গ থেকে ভূমণ্ডলে এসে বিশ্বামিত্র থেকে আমাকে উৎপাদন করেন। সেই নিষ্ঠুর স্বভাবা মেনকা হিমালয়ের কোনও সমতল ভূমিতে আমাকে প্রসব করেন এবং তখনই পরের সন্তানের ন্যায় আমাকে পরিত্যাগ করে চলে যান। আমি জানি না পূর্বজন্মে আমি কী গুরুতর পাপ করেছিলাম, যার ফলে পিতামাতা আমাকে জন্মের পরেই পরিত্যাগ করেছিলেন আর এখন আপনিও আমাকে পরিত্যাগ করছেন। তবে, ইচ্ছা করলে এবং আপনি আমাকে পরিত্যাগ করলে, আমি নিজের আশ্রমে চলে যাব। কিন্তু এই বালকটি আপনারই পুত্র, সুতরাং আপনি একে পরিত্যাগ করতে পারেন না।"

দুষ্মন্ত বললেন, "শকুন্তলা তোমার গর্ভে যে আমার পুত্র জন্মেছিল, তা আমার স্মরণ হচ্ছে

না। স্ত্রীলোকেরা সাধারণত মিথ্যা কথাই বলে, সুতরাং তোমার কথা কে বিশ্বাস করবে? তোমার জননী বেশ্যা মেনকা অত্যন্ত নির্দয়া; কেন না সে তোমাকে হিমালয়ের উপরে বাসী ফুলের মতো ফেলে দিয়েছে। আর মূলত ক্ষত্রিয় অথচ ব্রাহ্মণ হবার জন্য লোভী এবং কামাতুর সেই বিশ্বামিত্রও নির্দয়। মেনকা অপ্সরাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং তোমার পিতা বিশ্বামিত্রও মহর্ষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; তুমি তাঁদের সন্তান হলে কী করে। তুমি বেশ্যার মতো কথা বলছ। এই অবিশ্বাস্য কথা বলতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না? বিশেষত আমার কাছে। অতএব দুষ্টতাপসী, তুমি চলে যাও। সেই কোপনস্বভাব বিশ্বামিত্রই বা কোথায় এবং সেই অপ্সরা মেনকাই বা কোথায়, আর এই দীনা ও তাপসীবেশা তুমিই বা কোথায়? তোমার এই বালকটি এত অল্প কালের মধ্যে বিশাল শরীর, অত্যন্ত বলবান এবং শালবৃক্ষের মতো এত দীর্ঘ হল কী করে?

"তোমার মাতা বেশ্যা বলে অত্যন্ত নিকৃষ্টা, তুমিও বেশ্যার মতোই কথা বলছ। তারপর, সেই স্বৈরিণী মেনকাও কামান্ধ হয়েই তোমার জন্ম দিয়েছিল। সুতরাং তোমার জন্মও অত্যন্ত নিকৃষ্ট। তাপসী, তুমি বিশ্বাসের অযোগ্য কথা বলছ। আমি তোমাকে চিনি না; সুতরাং তুমি চলে যাও।"

শকুন্তলা বললেন, "রাজা আপনি পরের সর্ষের পরিমাণে ছিদ্র দেখে নিন্দা করছেন, কিন্তু নিজের বেল-ফলের মতো ছিদ্রগুলি দেখেও দেখছেন না। মেনকা বেশ্যা হলেও দেবতার মধ্যে গণ্যা। এমনকী দেবতারা মেনকা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। অতএব দুষ্মন্ত, আপনার জন্ম থেকে আমার জন্ম উৎকৃষ্ট। আপনি কেবল ভূতলেই বিচরণ করতে পারেন, আর আমি ভূতল ও আকাশ—দুই স্থানেই বিচরণ করতে পারি। সুতরাং সুমেরু পর্বত ও সরিষার দানার মধ্যে যে প্রভেদ, আপনার ও আমার মধ্যে সেই প্রভেদ। আমি ইচ্ছানুসারে ইন্দ্র, কুবের, যম ও বরুণের গৃহে যাতায়াত করতে পারি। অতএব আপনি আমার ক্ষমতা অনুভব করুন। মহারাজ এবার আমি যা বলব, সেই সত্যগুলি আপনাকে শুনতে হবে। কথাগুলি আপনাকে জানাবার জন্য, কোন বিদ্বেষের বশে নয়, অতএব আমাকে ক্ষমা করবেন।

"কুৎসিত লোকেরা দর্পণে যতক্ষণ আপনার মুখ দর্শন না করে, ততক্ষণই আপনাকে সুন্দর বলে মনে করে। কিন্তু যখন দর্পণে সে আপনার মুখ দেখে, তখন অন্যের ও নিজের পার্থক্য অনুভব করে। অত্যন্ত সুন্দর লোক কাউকে অবজ্ঞা করেন না, আর অধিকভাষী ও কটুভাষী লোক নিন্দা করে পরপীড়ক হয়ে থাকে। শূকর যেমন ফুল ফেলে বিষ্ঠা গ্রহণ করে, তেমনই মূর্খেরা অন্যের ভাল ও মন্দ কথার মধ্যে মন্দ কথাটিই গ্রহণ করে। আর বিজ্ঞ লোক, অন্যের ভাল-মন্দ দুই কথার মধ্যে কেবলমাত্র ভাল কথাটিই গ্রহণ করে। হংস যেমন জলমেশানো দুগ্ধ থেকে কেবলমাত্র দুগ্ধই গ্রহণ করে, ভাল লোকেরাও তাই করে। সজ্জন অন্যের নিন্দা করে দুঃখিত হন, দুর্জন অন্যের নিন্দা করে সুখী হন। পণ্ডিতেরা বৃদ্ধদের অভিবাদন করে সুখী হন, মূর্খেরা সজ্জনের প্রতি আক্রোশ করে সুখী হয়। প্রাজ্ঞ লোকেরা পরের দোষ জেনেও তার আলোচনা না করায় সেই ব্যাপারে অনভিজ্ঞের মতো থেকে সুখে জীবনযাপন করেন। আর মূর্খেরা পরের দোষ অনুসন্ধান করতে থেকে আকুল হয়ে জীবনযাপন করে এবং সজ্জনেরা যেখানে দুর্জনদের নিন্দা করেন, সেইখানে আবার

দুর্জনেরাও সজ্জনের নিন্দা করেন। জগতের সর্বাপেক্ষা হাস্যকর এই যে দুর্জন মানুষ সজ্জনের নিন্দা করে। আস্তিকেরা তো বটেই, নাস্তিক লোকেরাও ক্রুদ্ধ সর্পতুল্য সত্যভ্রষ্ট লোককে ভয় করে থাকে। যে ব্যক্তি নিজেই পুত্র উৎপাদন করে, তা অস্বীকার করে, দেবতারা তার সম্পদ নষ্ট করেন এবং সে স্বর্গলাভ করতে পারে না। পিতৃপুরুষেরা বলেন—পুত্রই বৃদ্ধকালে পিতার দেহরক্ষার, চিরদিন বংশরক্ষার এবং সমস্ত ধর্মরক্ষার প্রধান উপায়; সুতরাং পুত্রকে ত্যাগ করবে না। মনু পাঁচ প্রকার পুত্রের কথা বলেছেন—নিজের স্ত্রীর গর্ভে বা অন্যের স্ত্রীর গর্ভে নিজের উৎপাদিত, লব্ধ, ক্রীত, পালিত এবং পুত্রিকাপুত্র। পুত্র ধর্ম ও কীর্তিজনক, মনের আনন্দবর্ধক এবং ধর্মের ভেলা হয়ে নরক থেকে পিতৃলোকের পরিত্রাণকারক। মহারাজ আপনি আত্মা, সত্য এবং অপরাপর ধর্মের রক্ষায় প্রবৃত্ত রয়েছেন। সুতরাং আপনি পুত্রকে ত্যাগ করতে পারেন না এবং কপটতাও করতে পারেন না। শত কূপ খনন করার থেকে একটি দীঘি খনন শ্রেষ্ঠ, শত দীঘি খনন করা থেকে একটি যজ্ঞ করা শ্রেষ্ঠ, শত যজ্ঞ করার থেকে একটি পুত্র উৎপাদন করা শ্রেষ্ঠ এবং শত পুত্র উৎপাদন করা থেকে একটি সত্য পালন করা শ্রেষ্ঠ। দাঁড়িপাল্লার একদিকে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং অন্য দিকে একটি সত্য তুলে একবার পরীক্ষকেরা মেপেছিলেন; তাতে তাঁরা দেখেছিলেন সহস্র অশ্বমেধ থেকে একটি সত্যই অধিক হয়ে গিয়েছে। সমস্ত বেদ অধ্যয়ন, সমস্ত তীর্থে স্নান ও সত্য বাক্য—অন্যগুলি সব মিলিয়েও সত্য বাক্যের সমান হতে পারে না। সত্যের তুল্য ধর্ম নেই এবং সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু নেই। আবার, এই পৃথিবীর সব থেকে ভয়ংকর বস্তু মিথ্যা। সত্যই পরম ব্রহ্ম এবং সত্যই পরম সদাচার। মহারাজ সত্য ত্যাগ করবেন না, আপনার হৃদয়ে চিরকাল সত্য সংলগ্ন থাক। পক্ষান্তরে, আপনি যদি মিথ্যাতেই আসক্ত হয়ে পড়েন এবং আমার কথায় বিশ্বাস না করেন, তবে আমি নিজেই চলে যাচ্ছি। আপনার মতো লোকের সঙ্গে আমার সম্মেলন সম্ভব হবে না। দুষ্মন্ত! তোমার সাহায্য ব্যতীতও আমার পুত্র, হিমালয়ালঙ্কৃত চতুঃ সমুদ্রবেষ্টিত এই পৃথিবী শাসন করবে।" এই বলে শকুন্তলা পুত্রের সঙ্গে সেই রাজসভা ত্যাগ করলেন।

মন্ত্রী, অমাত্য, পুরোহিত পরিবেষ্টিত সেই রাজার প্রতি তখন দৈববাণী হল, "দুষ্মন্ত! মাতা তো কেবল ভস্ত্রা (জাঁতা) স্বরূপ, পুত্র পিতারই বটে, কারণ পিতাই পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। দুষ্মন্ত এই পুত্রটিকে রেখে ভরণপোষণ করো, শকুন্তলার প্রতিও অবজ্ঞা কোরো না। কারণ, নরনাথ সন্তানোৎপাদক পুত্র পিতাকেই যমালয় থেকে উদ্ধার করে। শকুন্তলা সত্যই বলেছে, তুমিই এই পুত্রটির জনক। বিধাতা পিতার শরীর দুই ভাগ করে পুত্র সৃষ্টি করেন, আর মাতা তাকে প্রসব করেন। অতএব দুষ্মন্ত! শকুন্তলার গর্ভজাত পুত্রটিকে রেখে ভরণ-পোষণ করো। কারণ পিতা জীবিত পুত্রকে পরিত্যাগ করে যে-জীবনধারণ করেন, তা তাঁর পক্ষে অমঙ্গল। মহারাজ এই পুত্র তোমার ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে জন্মেছে; সুতরাং এই মহাত্মাকে রেখে ভরণপোষণ করো। যখন আমাদের অনুরোধেও একে রেখে তোমার ভরণপোষণ করতে হবে, তখন এই পুত্রটির নাম 'ভরত'হিসাবে প্রসিদ্ধ হোক।"

রাজা দুষ্মন্ত দেবগণের সেই বাক্য শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে পুরোহিত ও মন্ত্রীবর্গকে এই কথা বললেন—"আপনারা এই দেবদূতের বাক্য শ্রবণ করুন, আমি নিজেও এই

বালকটিকে নিজের পুত্র বলেই জানি। কিন্তু আমি যদি কেবল শকুন্তলার কথাতেই এই বালকটিকে পুত্র বলে গ্রহণ করি, তবে লোকের আশঙ্কা হবে যে, এ রাজার ঔরস পুত্র না হতেও পারে।"

তখন দুষ্মন্ত সেই আকাশবাণী দ্বারা সেই বালকটিকে নিজের ঔরস পুত্র বলে প্রমাণ করিয়ে নিয়ে, সহাস্যমুখে এবং আনন্দিত চিত্তে তাকে পুত্র বলে গ্রহণ করলেন। তারপর রাজা আনন্দিত ও স্নেহপরায়ণ হয়ে তখনই সেই পুত্রটির উপনয়ন প্রভৃতি পিতার সমস্ত কর্তব্য কার্য সম্পন্ন করলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ প্রশংসা করতে লাগলেন এবং বন্দিগণ স্তব করতে থাকল, এই অবস্থায় রাজা সস্নেহে পুত্রটির মস্তকাঘ্রাণ করে আলিঙ্গন করলেন। রাজা সেই পুত্রসংস্পর্শের কারণে পরম আনন্দ লাভ করলেন এবং ধর্মানুসারে শকুন্তলাকে ভার্যা বলে গ্রহণ করে বিশেষ সম্মানিত করলেন এবং রাজা অনুনয় সহকারে এই কথাগুলি শকুন্তলাকে বললেন—"দেবী আমি লোকের অনুপস্থিতিতে ও অসাক্ষাতে তোমার সঙ্গে এই সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলাম। সেই জন্য আমি বিশেষ বিবেচনা করেই তোমার নির্দোষিতা প্রমাণ করার জন্য এইরূপ ব্যবহার করেছি। না হলে, লোকে মনে করত যে, স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক চপলতাবশতই তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গম হয়েছিল। আর আমি বিশেষ বিবেচনা করে পূর্বেই স্থির করেছিলাম যে, এই পুত্রটিকে রাজ্যে অভিষিক্ত করতে হবে এবং প্রিয়তমে! বিশাল নয়নে! কল্যাণী! তুমি ক্রুদ্ধ হয়ে আমার প্রতি যে সকল অপ্রিয় বাক্য বলেছ, আমি সে সমস্তই ক্ষমা করেছি।"

রাজর্ষি দুষ্মন্ত প্রিয়তমা মহিষী শকুন্তলাকে এই বলে, উপযুক্ত বস্ত্র, অন্ন ও পানীয় দ্বারা তাঁকে সম্মানিত করলেন।

দুষ্মন্তস্তু ততোরাজা পুত্রং শাকুন্তলং তদা।
ভরতং নামতঃ কৃত্বা যৌবরাজ্যেহভ্যষেচয়ৎ ॥ আদি: ৮৮:১২৬ ॥

"তারপর, দুষ্মন্ত শকুন্তলার পুত্রটির 'ভরত' নাম করে, তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন।" মহারাজ দুষ্মন্ত পূর্ণ এক শত বৎসর রাজত্ব করার পর বনে গমন করেন, বনেই দেহত্যাগের পর স্বর্গ লাভ করেন। ভরত দুষ্মন্তের সিংহাসনে আরূঢ় হন। তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী দিকবিজয়ী সম্রাট ছিলেন। তিনি যমুনার তীরে থেকে শত অশ্বমেধ, সরস্বতীর তীরে থেকে তিন শত অশ্বমেধ এবং গঙ্গার তীরে থেকে চার শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। শকুন্তলার গর্ভজাত দুষ্মন্তনন্দন ভরত থেকেই ভরতবংশের যশোরাশি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

কাহিনিটি অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে লিখতে হল। কারণ, এই কাহিনির সঙ্গে ভারতবর্ষের পাঠক সমাজ পরিচিত নন। মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটক এর প্রত্যক্ষ কারণ। মহাকবি, কালিদাস মহর্ষি ব্যাস রচিত কাহিনির চরিত্র ও পরিণতি অবিকৃত রেখে কাহিনিকে

সম্পূর্ণ নতুনভাবে রচনা করেন। তাতে অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত নাটকটি নিয়ন্ত্রণ করেন কল্পিত মহর্ষি দুর্বাসার চরিত্র, সম্ভবত রাজা দুষ্মন্তের চরিত্র কলঙ্ক দূর করতেই কালিদাস দুর্বাসার অভিশাপ কল্পনা করেছিলেন। কালক্রমে কালিদাসের নাট্যকাহিনিটি ভারতবর্ষে অধিক পরিচিত হয় এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় কালিদাসকেই আকর গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁর 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে শকুন্তলার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়েছেন, তা কালিদাসের শকুন্তলা অবলম্বনেই। সে আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র ভারতীয় গণ্ডির মধ্যেই থেমে থাকেননি। শেকসপিয়রের 'টেম্পেস্ট' নাটকের নায়িকা মিরান্দার সঙ্গে শকুন্তলার অসাধারণ তুলনাও করেছেন। ইউরোপের কবিকুলগুরু, জার্মন কবিসম্রাট গ্যেটে একটি শ্লোক লিখে শকুন্তলাকে বিশ্বব্যাপ্ত করে গিয়েছেন। গ্যেটে লিখেছিলেন, "কেউ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেউ যদি মর্ত্য ও স্বর্গ একত্র দেখতে চায়, তবে শকুন্তলায় তা পাবে।" এ শকুন্তলা কিন্তু কালিদাসের, ব্যাসদেবের নয়।

আবার গ্যেটের সেই শ্লোকটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরও অপরূপা করে তুলেছেন শকুন্তলাকে। ফলে মূল শকুন্তলা পাঠকের দৃষ্টির বাইরে রয়ে গেল। ব্যাসদেবের শকুন্তলা আশ্রম পালিতা কিন্তু অনভিজ্ঞা নন। তপোবনের দীর্ঘ তপশ্চর্যা তাঁর মধ্যে সংযমও এনে দিয়েছে। রাজা দুষ্মন্তের বিবাহপ্রস্তাব তিনি অনুমোদন করেছেন, কারণ বিবাহরীতি তাঁর অজানা নয়। আশ্রম-পালিতা হলেও তিনি মূলত রাজকন্যা। কিন্তু গান্ধর্ব রীতিতে দুষ্মন্তের কাছে আত্মসমর্পণের পূর্বে তাঁর শর্তটি স্মরণীয়। এই শর্ত কালিদাসের শকুন্তলা কোনওদিনও দিতে পারতেন না। তাঁর গর্ভস্থ শিশুকে যৌবরাজ্য দিতে হবে এবং রাজার অবর্তমানে তিনিই রাজত্ব পাবেন—এই শর্তে শকুন্তলা আত্মসমর্পণ করেছেন। আবার রাজসভায় উপস্থিত হয়ে তিনি রাজাকে যে বক্তব্য বলেছেন, তা কেবলমাত্র শাস্ত্র অনুমোদিতই নয়, জীবনের অবশ্য পালনীয় ধর্ম। ভার্যা, জায়া এবং পুত্রের স্থান মানুষের জীবনে কত দূর প্রসারিত শকুন্তলা বিশদভাবে তা বুঝিয়েছেন। জীবনে সত্য পালনের প্রয়োজনীয়তা, মিথ্যায় কত দূর ক্ষতি হতে পারে তা শকুন্তলা দুষ্মন্তকে শিক্ষা দিয়েছেন।

ব্যাসদেবের শকুন্তলা অবলা নারী নন—সন্তানের সামর্থ্যের উপর তাঁর বিশ্বাস অটুট। তিনি মহারাজা দুষ্মন্তকে অনায়াসে বলতে পেরেছেন যে, দুষ্মন্তের সহায়তা ব্যতীত ভরত চতুঃ সমুদ্রবেষ্টিত ধরণীর সম্রাট হবে। ব্যাসদেবের শকুন্তলা দুষ্মন্তের কাছে দাবি জানিয়েছেন, আপন সততায়, অপাপবিদ্ধতায়।

ব্যাস-রচিত দুষ্মন্ত-শকুন্তলা কাহিনি পড়তে পড়তে মনে হয়, তিনি কেবলমাত্র ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছেন। কোনও চরিত্রকে উজ্জ্বল ও মলিন করে আঁকার কোনও অভিপ্রায় তাঁর নেই। তিনি ইতিহাসের বর্ণনা দিচ্ছেন। ইতিহাস নিজেই তাঁর চরিত্রের ভালত্ব মন্দত্ব স্থির করে দেবে। ভরত-বংশের প্রতিষ্ঠার নিরপেক্ষ ইতিহাস বর্ণনা করছেন তিনি। ভরত-বংশের প্রতিষ্ঠা মহাভারতের দুর্লভতম মুহূর্ত। এই বংশের সন্তানদের কাহিনিই মহাভারত। শকুন্তলা-পুত্র ভরতের নামকরণে এই দেশের নাম ভারতবর্ষ। মহত্ত্বে ও ভারবত্তায় অদ্বিতীয়। তাই কাহিনির নাম মহাভারত।

৭

পরীক্ষিতের মৃত্যু

(কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অষ্টাদশ দিনে গদাযুদ্ধে ভীমসেন দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করেন। মৃত্যুপথযাত্রী দুর্যোধন অশ্বত্থামাকে শেষ সেনাপতি হিসাবে অভিষিক্ত করেন। কৃপাচার্য ও কৃতবর্মাকে নিয়ে দেবাদিদেব মহেশ্বরের প্রসন্নতায় অশ্বত্থামা গভীর রাত্রে নিদ্রিত দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন ইত্যাদিকে নির্বিচারে হত্যা করেন।

পরদিন প্রভাতকালে দ্রৌপদী এই সংবাদ পান ও অশ্বত্থামার মৃত্যু অথবা তাঁর মাথার মন্ত্রপূত মণিলাভের প্রতিজ্ঞা করে প্রায়োপবেশনে বসেন। কৃষ্ণার্জুন, যুধিষ্ঠির, ভীম অশ্বত্থামাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ব্যাসদেবের আশ্রমের উদ্দেশে রওনা হন। অশ্বত্থামা সেখানে লুকিয়ে বাস করছিলেন। কৃষ্ণ সহ পাণ্ডবদের আসতে দেখেই ভীত অশ্বত্থামা পিতৃদত্ত ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করেন। কৃষ্ণের পরামর্শ অনুযায়ী অর্জুনও ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করেন। দুই দিক থেকে আগত 'ব্রহ্মশির' সমস্ত পৃথিবীকে জ্বালিয়ে ছারখার করতে করতে অগ্রসর হয়। ব্যাসদেব ও নারদ দুই অস্ত্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে উভয়কেই অস্ত্র সংবরণ করতে নির্দেশ দেন। অর্জুন সংযত ও বেদবিৎ ছিলেন। তিনি অস্ত্র সংবরণ করেন। কিন্তু অত্যন্ত ক্রোধী, অসংযত অশ্বত্থামা অস্ত্র সংবরণ করতে পারেন না। অশ্বত্থামার অস্ত্র উত্তরার গর্ভস্থিত শেষ পাণ্ডবপুত্রকে দ্বি-খণ্ডিত করে। কৃষ্ণ প্রতিশ্রুতি দেন, যথাসময়ে এই দ্বিখণ্ডিত পাণ্ডব সন্তানকে তিনি পুনর্জীবিত করবেন। অশ্বত্থামা তাঁর মাথার মণি অর্জুনকে দিতে বাধ্য হন ও কৃষ্ণের অভিশাপে পূতিগন্ধময় নরক সদৃশ এক দেশে নির্বাসিত হন। যথাসময়ে উত্তরার গর্ভস্থিত দ্বি-খণ্ডিত সন্তানের জন্ম হয়। প্রতিশ্রুতিমতো কৃষ্ণ তাঁকে সংযুক্ত করেন ও জীবন দান করেন। কুরুবংশ পরিকীর্ণ হয়ে গেলে এই সন্তানের জন্ম হয় বলে কৃষ্ণ তাঁর নাম রাখেন পরীক্ষিৎ। যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থানের পূর্বে হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনে পরীক্ষিৎকে অভিষিক্ত করেন ও কৃপাচার্যকে তার অস্ত্রশিক্ষার ভার দিয়ে যান)।

কালক্রমে পরীক্ষিৎ যৌবনলাভ করে ধনুর্বিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করেন। প্রপিতামহ পাণ্ডুর মতো তাঁর ধনুর্বিদ্যার খ্যাতি জগতে ছড়িয়ে পড়ে। পাণ্ডুর মতোই পরীক্ষিৎ মৃগয়া করতে ভালবাসতেন। হরিণ, শূকর, ব্যাঘ্র, মহিষ—তাঁর দৃষ্টিপথে পড়লে আর কোনওমতেই রক্ষা পেত না।

একদিন পরীক্ষিৎ অনেকগুলি হরিণ বধ করে বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। একটি হরিণকে দেখে তিনি শর নিক্ষেপ করলে, হরিণটি আহত হল, কিন্তু পতিত হল না। হরিণটি

সেই অবস্থায় অদৃশ্য হয়ে গেল। পরীক্ষিৎ তার পিছনে পিছনে ছুটলেন। পরিশ্রান্ত এবং পিপাসার্ত পরীক্ষিৎ বনের মধ্যে এক মুনিকে দেখতে পেলেন। মুনি গোরুগুলির মধ্যে বসেছিলেন। বাছুরেরা গোরুর বাঁটে মুখ দিয়ে দুগ্ধ-পান করছিল। সেই সময়ে বাছুরদের মুখে প্রচুর ফেনা নির্গত হত। সেই ফেনাগুলিই ছিল মুনির খাদ্য।

ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত পরীক্ষিৎ মুনির কাছে পৌঁছে, হাতের ধনুক উপরে তুলে, তাঁকে আত্মপরিচয় দিলেন, "মহর্ষি! আমি অভিমন্যুর পুত্র রাজা পরীক্ষিৎ; আমি একটি হরিণকে শরাঘাত করেছিলাম, সে পালিয়ে গিয়েছে, আপনি তাকে দেখেছেন কি?"

মুনি সেই সময়ে মৌনব্রতী ছিলেন। ব্রতভঙ্গের ভয়ে তিনি রাজাকে কোনও উত্তর দিলেন না। ক্রুদ্ধ রাজা মুনির গলায় একটি মরা সাপ ঝুলিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

মহর্ষির শৃঙ্গী নামে একটি অল্পবয়স্ক পুত্র ছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি মহাতপস্বী, মহাব্রতচারী ও অত্যন্ত তেজীয়ান ছিলেন। তাঁর ক্রোধ অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি ক্রুদ্ধ হলে, তাঁকে প্রসন্ন করাও দুষ্কর হত। শৃঙ্গী, অত্যন্ত সংযত থেকে, পদ্মাসনে উপবিষ্ট হয়ে প্রাণীর হিতকামনায় ব্রহ্মার উপাসনায় মগ্ন ছিলেন। ব্রহ্মা তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে, বাকসিদ্ধ হবার বরদান করলেন এবং শৃঙ্গী প্রসন্ন মনে গৃহে ফিরলেন।

গৃহে কৃশ নামে এক ঋষিকুমার তাঁর সখা ছিলেন। কৃশ খেলার সময়ে, হাসতে হাসতে কৌতুকছলে শৃঙ্গীকে বললেন, "শৃঙ্গী! তুমি তেজস্বী ও তপস্বী। আবার তোমার পিতাও তেজস্বী ও তপস্বী। অথচ তোমার পিতা স্কন্ধে করে একটি শব বহন করে আছেন। এই অবস্থায় তুমি আর গর্ব কোরো না। অথবা আমাদের মতো ঋষিকুমারেরা কথা বললে তাতে তুমি আর অংশ গ্রহণ কোরো না। তোমার পুরুষ-অভিমান অথবা দর্পোদ্ধত বাক্য বৃথা। তুমি এখনই তোমার শবধারী-পিতাকে দেখতে পাবে।"

কৃশ এই কথা বললে শৃঙ্গী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। কৃশের দিকে তাকিয়ে শৃঙ্গী প্রশ্ন করলেন, "আমার পিতা আজ শব ধারণ করছেন কেন?" কৃশ উত্তরে বললেন, "রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়ায় এসেছিলেন, তিনিই তোমার পিতার গলায় মৃত সর্প ঝুলিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।" শৃঙ্গী তাঁর পিতার অপরাধ জানতে চাওয়ায় কৃশ বললেন, "অভিমন্যুর পুত্র রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়ায় এসেছিলেন। তিনি শীঘ্রগামী একটি বাণ দ্বারা হরিণকে বিদ্ধ করেন। রাজা তার অনুসরণ করেন। রাজা হরিণটিকে ধরতে পারেননি। তিনি তোমার মৌনী পিতাকে হরিণের বিষয়ে প্রশ্ন করেন। কিন্তু ব্রতভঙ্গের ভয়ে তোমার পিতা উত্তর দেননি। তখন রাজা ধনুর একদিক দিয়ে একটি মৃত সর্প তোমার পিতার গলায় ঝুলিয়ে দেন। রাজা হস্তিনাপুরে চলে গেছেন, তোমার পিতা এখনও সেই অবস্থায় আছেন।"

রাজা পরীক্ষিৎ পিতার গলায় মরা সাপ ঝুলিয়ে দিয়েছেন এই শুনে ক্রুদ্ধ ও তেজস্বী শৃঙ্গী তখনই আচমন করে রাজাকে অভিসম্পাত করলেন। শৃঙ্গী বললেন, "আমার পিতা বৃদ্ধ, তারপর তিনি অত্যন্ত কষ্টকর ব্রত অবলম্বন করে আছেন। এই অবস্থায় যে পাপিষ্ঠ রাজা তাঁর গলায় মৃত সাপ ঝুলিয়ে দিয়েছেন, আজ থেকে সাতদিনের পর তীক্ষ্ণবিষ, মহা তেজীয়ান ও অত্যন্ত ক্রোধী নাগরাজ তক্ষক আমার আদেশ অনুসারে ব্রাহ্মণের অপমানকারী কুরুকুলের গ্লানি সেই পাপিষ্ঠ রাজাকে যমালয়ে প্রেরণ করবে।"

শৃঙ্গী পিতার নিকট গিয়ে ঝুলন্ত সাপসমেত পিতাকে দেখতে পেয়ে আপন অভিসম্পাত বৃত্তান্ত পিতাকে জানাল। তখন মহর্ষি শমীক মৌনী ভঙ্গ করে পুত্রকে বললেন, "তুমি আমার প্রীতিকর কাজ করনি। তপস্বীদের এত ক্রোধও ভাল না। আমরা সেই রাজার রাজ্যে বাস করি। তিনিও ন্যায় অনুসারে আমাদের রক্ষা করেন। তিনি সর্বদাই তপস্বীদের পাশে থাকেন। সুতরাং তাঁর বিপদ কোনওমতেই আমাদের বাঞ্ছিত নয়। বৎস, সর্বদা ক্ষমা করা উচিত। ধর্মকে নষ্ট করলে সে নিজেই নষ্ট হয়।

"রাজা যদি আমাদের রক্ষা না করতেন, তবে আমরা যথাসুখে ধর্মকার্য করতে পারতাম না। ধর্মানুযায়ী রাজা রক্ষা করেন বলেই আমরা প্রচুর ধনৈশ্বর্য লাভ করি। আমাদের সেই ধনৈশ্বর্যে রাজারও ভাগ আছে। মহারাজ পাণ্ডু যেমন ব্রাহ্মণদের রক্ষা করতেন, রাজা পরীক্ষিৎও তেমনি আমাদের রক্ষা করেন। তিনি আমার ব্রতের কথা না জেনে অন্যায় কাজ করে ফেলেছেন। রাজা না থাকলে দস্যু তস্কর প্রভৃতির উৎপাত আরম্ভ হয়। লোকে ধর্মকার্য করতে পারে না। রাজা ধর্মকাজ করেন, তাই মানুষের স্বর্গ লাভ হয়। দেবতারা সন্তুষ্ট হন। বৃষ্টি দান করেন। সেই বৃষ্টির ফলে শস্য হয়। ভগবান মনু বলেছেন, যে রাজা দশজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সমান। সুতরাং তিনি অভিসম্পাতের যোগ্য নন, তুমি চপলতাবশত অন্যায় অভিসম্পাত করেছ।"

শৃঙ্গী বললেন, "পিতা হয়তো আমি অবিবেচকের মতো কাজ করেছি, হয়তো আপনার অপ্রিয় কাজ করেছি, হয়তো আমার কাজ ন্যায়সঙ্গত হয়নি, পাপের কাজ হয়েছে, তবুও আমার অভিসম্পাত মিথ্যা হবে না।"

শমীক বললেন, "পুত্র, আমিও জানি তোমার অভিসম্পাত মিথ্যে হবে না। তুমি বালক, আবার তপস্যার বলে বলীয়ান। কিন্তু শাস্ত্রানুযায়ী তুমি বয়স্থ হলেও শাস্তিযোগ্য। তপোবলে অধিক প্রভাবশালী হওয়ায় তোমার ক্রোধও অত্যন্ত বেশি। তুমি অল্পবয়স্ক, চপল এবং হঠকারী—অতএব তুমি আমার আদেশ অনুসারে বন্য ফল-মূল আহার করো। তাতে তোমার ক্রোধ বিনষ্ট হবে, ধর্মহানি ঘটবে না। ধার্মিক লোক বহু দুঃখে যে ধর্মলাভ করেন, ক্রোধ তা সমূলে বিনষ্ট করে—ফলে সে অভীষ্ট স্বর্গ লাভ করতে পারে না। তুমি ক্ষমা করতে শেখো, ক্ষমা দ্বারাই তুমি জিতেন্দ্রিয় হতে পারবে। যাই হোক, তুমি যে অভিসম্পাত দিয়েছ, তা আমি রাজা পরীক্ষিৎকে জানিয়ে দেব, তোমার কোপনস্বভাব অশিক্ষিত বুদ্ধিজাত অভিসম্পাত থেকে রাজাকে সদা সর্বদা সতর্ক থাকতে অনুরোধ করব।"

তখন মহাব্রত ও মহাতপস্বী শমীক সচ্চরিত্র ও তপস্বী গৌরমুখ-নামক এক শিষ্যকে রাজা পরীক্ষিৎ-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। গৌরমুখ রাজধানীতে প্রবেশ করে, রাজা কর্তৃক বিশেষ সম্মানিত হলেন এবং শমীক মুনির নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক রাজার কাছে নিবেদন করলেন। গৌরমুখ বললেন, "মহারাজ, আপনি পরমধার্মিক, জিতেন্দ্রিয়, মহাতপস্বী শমীক মুনির মৌনব্রতকালে তাঁর গলায় মৃত সাপ ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। মুনি আপনাকে ক্ষমা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পুত্র করেননি। তিনি আপনাকে অভিসম্পাত দিয়েছেন, আজ থেকে সপ্তম দিনে তক্ষক নাগ আপনার মৃত্যুর কারণ হবে। মহর্ষি শমীক আপনাকে বিশেষভাবে আত্মরক্ষা করতে বলেছেন।"

রাজা পরীক্ষিৎ মুনির গলায় সাপ ঝুলিয়ে প্রথমেই অনুতপ্ত ছিলেন, এখন অভিসম্পাত শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। বিশেষত মহামুনি শমীক মৌনব্রতধারী ছিলেন এই চিন্তা রাজাকে আরও অনুতপ্ত করে তুলল। অভিসম্পাত শুনে তিনি যতদূর দুঃখিত হলেন, তার থেকে বেশি দুঃখিত হলেন তিনি শমীকের অপমান করেছেন এই ভেবে। তিনি গৌরমুখের কাছে প্রার্থনা করলেন, "মহর্ষি শমীক আমার প্রতি পুনরায় অনুগ্রহ করুন।" গৌরমুখ চলে গেলে রাজা মন্ত্রিগণের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি মাত্র স্তম্ভের উপরে সুরক্ষিত একটি প্রাসাদ নির্মাণ করলেন। প্রাসাদ রক্ষার জন্য বহু সংখ্যক প্রহরী নিযুক্ত করলেন এবং স্তম্ভ ও প্রাসাদের চতুর্দিকে সর্পচিকিৎসক, সর্পবিষের ঔষধ এবং সর্পমন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণদের নিযুক্ত করলেন। সেই প্রাসাদে কারওরই প্রবেশ অধিকার ছিল না।

সপ্তম দিনে সর্পদংশনের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক কাশ্যপ রাজার চিকিৎসার জন্য স্তম্ভ-প্রাসাদের দিকে যাত্রা করলেন। তিনি শুনেছিলেন নাগরাজ তক্ষক রাজশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎকে দংশন করে যমালয়ে পাঠাবে। "তক্ষক দংশন করলে আমি রাজাকে বাঁচিয়ে দেব। এতে আমার ধর্মও হবে, প্রচুর ধনলাভও হবে।"—এই ভাবতে ভাবতে কাশ্যপ আসছিলেন। নাগরাজ-তক্ষক তখন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে সেই পথেই চলেছিলেন। পথে তক্ষক কাশ্যপকে দেখতে পেলেন এবং প্রশ্ন করলেন, "আপনি এত তাড়াতাড়ি কোন কাজের জন্য যাচ্ছেন?" কাশ্যপ উত্তর দিলেন, "আজ নাগরাজ তক্ষক রাজশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎকে দংশন করবে, তখন আমি পরীক্ষিৎকে সুস্থ করে দেবার জন্য যাচ্ছি। আমি বিষবিদ্যা জানি। বিষের চিকিৎসা করতে আমি অত্যন্ত পটু।"

তক্ষক বলল, "ব্রাহ্মণ, আমিই সেই তক্ষক; আমার বিষের তেজে আজ পরীক্ষিৎ দগ্ধ হবেন। আপনি ফিরে যান; আমি দংশন করলে আপনি তার চিকিৎসা করতে পারবেন না।"

ব্রাহ্মণ কাশ্যপ বললেন, "তুমি দংশন করলে আমি রাজাকে সুস্থ করতে পারব, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।"

তখন তক্ষক কাশ্যপকে বললে যে সে কিছু দংশন করবে, কাশ্যপকে তা বাঁচিয়ে দিতে হবে। এই বলে তক্ষক সম্মুখস্থ একটি বিরাট বটবৃক্ষকে দংশন করল। তক্ষকের প্রচণ্ড বিষে সমস্ত বটবৃক্ষটি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তখন কাশ্যপ সেই ছাইগুলি একত্র করে মন্ত্র পড়তে আরম্ভ করলেন। মন্ত্রের মাহাত্ম্যে গাছটিতে প্রথমে অঙ্কুর দেখা দিল, তারপর দুটি পাতা, তারপর বহু-পাতা, ছোট ছোট শাখা, শেষে বড় বড় শাখাযুক্ত গাছটি আপন স্থানে শোভা পেতে লাগল।

তক্ষক অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে ব্রহ্মাতুল্য শক্তিশালী বলে কাশ্যপকে প্রণাম করলেন এবং প্রশ্ন করলেন, কোন বস্তু লাভ করার জন্য কাশ্যপ সেখানে যাচ্ছেন? কাশ্যপ উত্তরে জানালেন যে ধনলাভের জন্যই রাজা পরীক্ষিৎ-এর কাছে যাচ্ছেন। তক্ষক বলল, পরীক্ষিৎ কাশ্যপকে যত অর্থ দিতেন, তিনি তার থেকে বেশি অর্থ কাশ্যপকে দেবেন। পরীক্ষিৎ-এর আয়ু শেষ হয়েছে। সুতরাং কাশ্যপও তাঁকে বাঁচাতে পারবেন না। এই কথা শুনে কাশ্যপ ধ্যানযোগে জানলেন যে পরীক্ষিৎ-এর আয়ু শেষ হয়েছে। তক্ষক কাশ্যপকে ইচ্ছানুযায়ী ধনদান করলেন। কাশ্যপ সেই স্থান থেকে চলে গেলেন।

তক্ষক বিদ্যুদ্বেগে পরীক্ষিতের প্রাসাদের দিকে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে শুনতে পেলেন যে বহুলোক পরীক্ষিৎকে রক্ষা করার জন্য সমবেত হয়েছেন। তখন তক্ষক বহু সংখ্যক নাগকে আহ্বান করে তাঁদের তপস্বীর বেশে প্রচুর ফল-মূল নিয়ে পরীক্ষিৎ-এর প্রাসাদে সেগুলি পৌঁছে দিতে আদেশ করলেন। তক্ষক সূক্ষ্ম একটি কৃষ্ণবর্ণ কৃমির বেশে একটি ফলের মধ্যে লুকিয়ে রইলেন। তপস্বীরূপী নাগেরা পরীক্ষিৎ-এর কাছে ফল-মূল পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিল।

রাজা তখন মন্ত্রী ও বন্ধুদের মধ্যে সেই ফলমূল বন্টন করে দিয়ে দৈবপ্রেরিত হয়েই যে ফলটির মধ্যে তক্ষক নাগ কৃমি রূপে আত্মগোপন করে ছিলেন, সেই ফলটি আহারের জন্য স্বয়ং গ্রহণ করলেন। রাজা ফলটি ভক্ষণ করতে উদ্যত হলে ফলের ছিদ্র থেকে একটি কৃশ, ক্ষুদ্র, কৃষ্ণবর্ণনয়ন ও তাম্রবর্ণশরীর কৃমি আবির্ভূত হল। রাজা ফলের সঙ্গে সেই কৃমিটিকে হাতে করে বললেন, "সূর্য অস্ত যাচ্ছেন। মৃত্যুতে আমার দুঃখও নেই, ভয়ও নেই। শৃঙ্গী মুনির বাক্য সত্য হোক, এই কৃমিটাই তক্ষক নাগ হয়ে আমাকে দংশন করুক। তা হলে শমীক মুনির প্রতি আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে।"—এই কথা বলে সেই ফলের সঙ্গে কৃমিটিকে পরীক্ষিৎ আপন গলায় রাখলেন। তখন তক্ষক আপন মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে রাজার কণ্ঠবেষ্টন করে ভয়ংকর গর্জন করে বিদ্যুদ্বেগে রাজাকে দংশন করল। পরীক্ষিৎ-এর মৃত্যু ঘটল।

পরীক্ষিতের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জনমেজয় হস্তিনাপুরের রাজা হন। জনমেজয় যৌবন প্রাপ্ত হয়ে কাশীরাজকন্যা বপুষ্টমাকে বিবাহ করেন। একদিন পুরোহিতদের প্রশ্ন করে জনমেজয় তাঁর পিতার মৃত্যুর কাহিনি জানতে পারেন। তক্ষক নাগের বিষদংশনে পিতার মৃত্যু হয়েছিল, এই কারণে জনমেজয় স্থির করেন তিনি তক্ষককে অগ্নিতে পুড়িয়ে মারবেন। পুরোহিতদের পরামর্শে জনমেজয় 'সর্পসত্র' যজ্ঞের আয়োজন করেন। অসংখ্য সর্প যজ্ঞে দেহ আহুতি দেন। কিন্তু মনসাপুত্র আস্তিকের পুণ্যপ্রভাবে তক্ষক জীবিত থাকতে পারেন। ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপক্ষালনে জনমেজয় ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়নের কাছে কৃষ্ণকথা শুনতে চান।

এইখান থেকেই মহাভারত কাহিনির আরম্ভ। সমস্ত কাহিনিটি বৈশম্পায়ন ফ্ল্যাশব্যাকে বলতে আরম্ভ করেন। অর্থাৎ সাতপুরুষের কাহিনি বলতে আরম্ভ করেন বৈশম্পায়ন। পাণ্ডব-কাহিনি শুরু হয় রাজা শান্তনু থেকে। আধুনিক কালে বিভিন্ন দেশের উপন্যাসে ছোটগল্পে কাহিনি বর্ণনায় flash back বা medius res অর্থাৎ অতীতচারণা বা মধ্য ও শেষ থেকে কাহিনি শুরু করার যে রীতি অনুসৃত হয়ে থাকে, তা মহাভারতেই প্রথম অনুসৃত হয়। মহাপ্রস্থান পর্বে অভিমন্যুর পুত্রকে (পরীক্ষিৎ) রাজ্যভিষিক্ত করে যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুর ত্যাগ করেন। এরপর যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ পর্যন্ত মহাভারতের কাহিনি শেষ। আবার পরীক্ষিৎ-এর মৃত্যু থেকে মহাভারত শুরু। পরীক্ষিৎ-পুত্র জনমেজয়ের সর্পসত্র শেষে বৈশম্পায়ন ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে জনমেজয়কে রক্ষা করার জন্য মহাভারত-কাহিনি বর্ণনা করে শোনান। অর্জুন পূর্বজন্মে মহাতপা নর ঋষি ছিলেন। অর্জুনের বংশধর পরীক্ষিতের হাতে হস্তিনাপুরের দায়িত্ব প্রদান করে যুধিষ্ঠির সংসার ত্যাগ করেন।

৮

অলৌকিক-মাতা

মৎস্যগন্ধা সত্যবতী

প্রাচীনকালে চেদিরাজ্যে উপরিচর নামে এক পৃথিবীপালক সর্বদা ধর্মপরায়ণ, বেদপাঠে নিরত অথচ মৃগয়াশীল রাজা ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং তাঁর সখা ছিলেন। ইন্দ্রের পরামর্শে তিনি বসু অর্থাৎ পৃথিবীর অধিপতি বলে ইন্দ্র স্বয়ং তাঁকে উপরিচর বসু নাম দিয়েছিলেন। ইন্দ্রের উপদেশে উপরিচর বসু সমৃদ্ধ, সুন্দর ও শস্যাদিপূর্ণ চেদিরাজ্যে বাস করতেন। তিনি ছিলেন পুরুবংশীয় রাজা—স চেদিবিষয়ং রম্যাং বসুঃ পৌরবনন্দনঃ।

উপরিচর বসু অস্ত্র পরিত্যাগ করে তপোবনে গিয়ে তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। সেই তপস্যার নিষ্ঠাতে দেবতারা বিচলিত হলেন। "ইন্দ্রত্ব করার যোগ্য এই রাজা ইন্দ্রত্বপদের কামনা করে, এই গুরুতর তপস্যায় মগ্ন হয়েছেন—" এই আশঙ্কা করে দেবরাজ ইন্দ্র অন্য দেবতাদের নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, "মহারাজ পৃথিবীতে ধর্ম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না, কারণ আপনি সেই ধর্মকে ধারণ করে রেখেছেন। আপনার রক্ষিত ধর্ম জগৎকে রক্ষা করছে। আপনি সর্বদা উদ্‌যোগী, সতর্ক ও ধার্মিক থেকে ভূলোকে ধর্মকে রক্ষা করুন। পরিণামে আপনি পুণ্যলোক চিরস্থায়ী ব্রহ্মলোক দেখতে পাবেন।"

দেবরাজ আরও বললেন, "নরনাথ, আপনি ভূতলে আছেন আর আমি স্বর্গে আছি। তবুও আপনি আমার অত্যন্ত প্রিয় সখা। সেই জন্যই আপনাকে বলছি, যে দেশে ধর্মের নিয়ত অনুষ্ঠান হয়, যে দেশ পশুর পক্ষে হিতকর এবং যে দেশে প্রচুর ধনধান্য রয়েছে, যে দেশ স্বর্গের ন্যায় রক্ষণীয়, সুন্দর ও উর্বরা আপনি সেই দেশেই বাস করুন। হে চেদিরাজ। এই দেশে প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তুই পাওয়া যায়, ধন ও রত্নও রয়েছে; ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে খনিজ পদার্থ আছে। অতএব, আপনি এই চেদিরাজ্যেই বাস করুন। এই দেশের লোকেরা ধার্মিক, সাধু ও সদা আনন্দময়। এ দেশের মানুষ মিথ্যা কথা বলে না। পিতা পুত্রকে বিভক্ত করে দেন না, পুত্রও পিতার হিতে রত থাকে। কৃষকেরা গোরুকে ভারবহনের কার্যে নিযুক্ত করে না, দুর্বল গোরুকে সবল করে তোলে। সকল বর্ণের মানুষ আপন আপন ধর্ম পালন করে।

"মহারাজ আমি আপনার উদ্দেশে দিব্য একটি বিমান দান করে রেখেছি। বিমানটি স্ফটিক নির্মিত, দেবভোগ্য, আকাশগামী ও বিশাল। তা আপনার কাছে উপস্থিত হবে।

আপনি মর্ত্যলোকের মধ্যে প্রধান; সুতরাং আপনি সেই মহাবিমানে আরোহণ করে মূর্তিমান দেবতার ন্যায় আকাশে বিচরণ করবেন। আর 'বৈজয়ন্তী' নামে একছড়া পদ্মের মালা আপনাকে দান করছি। এর একটি পাপড়িও কখনও বিবর্ণ হবে না, এই মালা আপনাকে যুদ্ধে অক্ষত অবস্থাতে রক্ষা করবে। এই মালা জগতে 'ইন্দ্রমালা' নামে বিখ্যাত এবং এই মালাই আপনার চিহ্ন হবে।" এ ছাড়াও ইন্দ্র শিষ্ট ব্যক্তির পালনকর্তা হিসাবে ও দুষ্ট ব্যক্তির শাসনকর্তা হিসাবে উপরিচর বসুকে একটি 'বংশযষ্টি' দান করলেন। কার্যসিদ্ধি করে ইন্দ্র প্রস্থান করলেন।

রাজা উপরিচর বসুও ইন্দ্রদত্ত অলংকারে অলংকৃত হয়ে, ইন্দ্রদত্ত সেই বিমানে আরোহণ করে আপন রাজধানীতে ফিরে এলেন। রাজধানীতে প্রবেশ করে অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষে মহা উৎসবের সঙ্গে ইন্দ্রপূজা করে ইন্দ্রপ্রদত্ত সেই বেণুযষ্টিটি পুরীতে প্রবেশ করালেন। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত অন্য রাজারাও সেইভাবে পুরীর ভিতরে ইন্দ্রযষ্টি প্রবেশ করিয়ে থাকেন এবং তার পরের দিন বেতের ঝাঁপি, গন্ধ, মাল্য ও অলংকারদ্বারা অলংকৃত করে সেই ইন্দ্রযষ্টি উত্তোলন করেন এবং মালা দিয়ে তাকে পরিবেষ্টনও করেন।

উপরিচর রাজা, ফুলে ফুলে রাঙানো বস্ত্রদ্বারা সেই ধ্বজটিকে বেষ্টন করে দ্বাদশ মুষ্টি উঁচু বেদির উপর সেই ধ্বজটিকে তুলে রাখলেন। পরে খাদ্য, পেয় ও বস্ত্রদ্বারা ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্ট করে তাঁদের দ্বারা পুণ্যাহ বাচন করে, সেই ধ্বজটিকে দাঁড় করালেন। তখন শঙ্খ, ভেরী ও মৃদঙ্গ বাজতে লাগল; এদিকে রাজা ধ্বজমূলে মাহাত্ম্যশালী—যষ্টিরূপী ইন্দ্রের পূজা করলেন—ভগবান পূজ্যতে চাত্র যষ্টিরূপেন বাসবঃ ॥ আদি: ৫৮: ২৬ ॥ আর, রাজা নিজেই বসুর প্রীতির জন্য পাদ্য-অর্ঘ্য প্রভৃতি উপাচারে দেবতাদের সঙ্গে মণিভদ্র প্রমুখ যক্ষের পূজা করলেন।

তখন নাগরিকেরা পুষ্প, মাল্য ধারণ করে, প্রার্থীদের নানাবিধ বস্তু দান করে, রাজার আদেশ অনুসারে বন্ধুবর্গের সঙ্গে জলে নেমে, বিভিন্ন মৎস্যকে নিয়ে খেলা করল, পরস্পর কৌতুকালাপ করে রাজাকে সন্তুষ্ট করল—আর সুত, বৈতালিক, নট ও নর্তকগণ দেশবাসীর সঙ্গে মিলে উৎসব করতে থাকল। রাজা উপরিচরও কুসুমদামে পরিপূর্ণ হয়ে, সমস্ত অঙ্গে হিঙ্গুল লেপন করে ভার্যাগণ, অন্তঃপুরের পরিজনগণ ও মন্ত্রিগণের সঙ্গে আমোদ করতে লাগলেন। এইভাবে চেদিরাজ্যে ইন্দ্রোৎসব প্রচলিত হল।

দেবরাজ ইন্দ্র চেদিরাজকৃত এই মনোহর পূজা দেখে, শচীদেবীর সঙ্গে অপ্সরাগণ পরিবেষ্টিত হয়ে, পিঙ্গলবর্ণ-অশ্বযুক্ত বিমানে আরোহণ করে এসে, রাজশ্রেষ্ঠ উপরিচর বসুকে বলেন, "চেদিরাজ যে ভাবে আমার পূজা করলেন, যে রাজা মনুষ্যলোকে এই ভাবে পূজা করবেন বা করাবেন, তাঁদের সম্পদ ও জয়লাভ হবে, দেশ ধন-ধান্যপূর্ণ হবে, শস্য উপদ্রবশূন্য হবে, রাক্ষস বা পিশাচ তাদের কোনও প্রকারেই উৎপাত করতে পারবে না।"

আশীর্বাদ করে ইন্দ্র চলে গেলেন। যথাসময়ে নির্বিঘ্নে চেদিরাজের পূজাও সমাপ্ত হল। উপরিচর বসুর পাঁচ পুত্র ছিল। তিনি তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে অভিষিক্ত করেছিলেন। তিনি ইন্দ্রদত্ত বিমানে চড়ে নগরীর উপরে বিচরণ করতেন বলে তাঁর নাম হয়েছিল—"উপরিচর রাজা।" তাঁর রাজ্যের পাশ দিয়ে 'শুক্তিমতী" নামে একটি নদী প্রবাহিত হত। কোলাহল

নামে এক চৈতন্যশালী পর্বত কামের আবেগে শুক্তিমতীকে ধর্ষণ করে ও আবদ্ধ করে। রাজা উপরিচর সেই কথা শুনে কোলাহলকে প্রচণ্ড পদাঘাত করেন। সেই পদাঘাতে কোলাহলের দেহ বিদীর্ণ হয়। সেই বিদীর্ণ দেহের রন্ধ্রপথে শুক্তিমতী বেরিয়ে আসে। শুক্তিমতীর গর্ভে কোলাহলের একটি পুত্র ও একটি কন্যার জন্ম হল। পর্বত থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন বলে শুক্তিমতী আপন পুত্র ও কন্যা রাজাকে দান করল। সদ্য ভূমিষ্ঠ সেই শিশু দুটি সদ্যই যৌবনলাভ করে। রাজা পুত্রটিকে আপন সেনাপতি করেন ও অপূর্ব রূপলাবণ্যবতী কন্যাটিকে আপন ভার্যা হিসাবে গ্রহণ করেন। পর্বতের কন্যা বলে তার নাম হয়েছিল গিরিকা।

তারপর একদিন উপরিচর বসুর পত্নী গিরিকা ঋতুস্নান করে পবিত্র হয়ে পুত্র উৎপাদনের জন্য রাজাকে রমণের সময় জানালেন। সেই দিনই রাজার পিতৃপুরুষগণ এসে সন্তুষ্ট চিত্তে রাজাকে বললেন, "তুমি আজ মৃগ বধ করো।" পিতৃপুরুষগণের আদেশে রাজা গিরিকাকে ছেড়েই মৃগয়া করতে চলে গেলেন। কিন্তু মনে কামের আবেগ থাকল। সাক্ষাৎ দ্বিতীয় লক্ষ্মীর মতো অত্যন্ত সুন্দরী গিরিকাকে চিন্তা করতে করতেই মৃগয়ায় গেলেন। মৃগয়ার পথে তিনি কুবেরের উদ্যানের মতো অত্যন্ত সুন্দর একটি বন দেখতে পেলেন। সেই বনে অশোক, চম্পক, আম্র, তিনিস, পুন্নাগ, কর্ণিকার, বকুল, পারুল, কাঁঠাল, নারকেল, চন্দন ও অর্জুন প্রভৃতি বহুতর মনোহর, পবিত্র ও সুস্বাদুফলযুক্ত বৃক্ষ ছিল। একে বসন্তকাল, কোকিলগণ আকুল হয়ে রব করছিল, মত্ত ভ্রমরগণ গুনগুন করে বেড়াচ্ছিল। রাজার সমস্ত দেহ-মন কামতপ্ত হয়ে উঠল—কিন্তু তিনি গিরিকাকে দেখতে পেলেন না।

কামসন্তপ্ত রাজা মনোহর একটি অশোকবৃক্ষ দেখতে পেলেন। তার শাখার অগ্রভাগ পুষ্পাবৃত ছিল, পল্লবে শোভা পাচ্ছিল এবং বহুতর পুষ্পগুচ্ছে আবৃত ছিল। সেই অশোকবৃক্ষের তলায় বসে, মধু ও পুষ্পের সৌরভবাহী বায়ু সেবন করতে করতে রাজার উত্তেজনা জন্মাল। তিনি মনে মনে স্ত্রীসম্ভোগ সুখ অনুভব করতে লাগলেন। তাতে সেই গভীর বনমধ্যে তাঁর শুক্রপাত হল। "আমার শুক্র নিষ্ফল না হয়"—এই ভেবে রাজা, পড়বার সময়েই সেই শুক্র কোনও বৃক্ষপত্রে ধারণ করলেন—"স্কন্নমাত্রঞ্চ তদ্রেতো বৃক্ষপত্রেন ভূমিপঃ/প্রতিজগ্রাহ মিথ্যা মে ন পতেদ্রেত ইত্যুত ॥ আদি: ৫৮: ৬৪ ॥

রাজা অঙ্গুলি দ্বারা সেই শুক্র সংযত করলেন এবং অশোকের রক্তপল্লবদ্বারা সেই পত্রটিকে বন্ধন করলেন। রাজা ধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব জানতেন এবং নিজের বীর্য যে অব্যর্থ তাও জানতেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, "আমার এই শুক্র নিষ্ফল যেন না হয় এবং মহিষীর ঋতুও যেন ব্যর্থ না হয়।" এই ভেবে রাজশ্রেষ্ঠ বসু বারবার কর্তব্য বিষয় পর্যালোচনা করে এবং মহিষীর গর্ভধারণের সময় এই, এই ভেবেই সেই শুক্রকে অভিমন্ত্রিত করে, তা পাঠাবার জন্য নিকটবর্তী শীঘ্রগামী এক শ্যেনপক্ষীর কাছে গিয়ে তাকে বললেন, "হে সৌম্যমূর্তি শ্যেন, তুমি আমার সন্তোষের জন্য এই শুক্র আমার গৃহে পত্নী গিরিকার কাছে নিয়ে যাও।"

তখন সেই বেগবান শ্যেনপক্ষী সেই শুক্র নিয়ে দ্রুত আকাশে উঠে মহাবেগে যেতে লাগল। অন্য এক শ্যেনপক্ষী, পূর্বের শ্যেনপক্ষীটিকে বেগে আসতে দেখল; শ্যেনপক্ষীর

চরণে সেই বন্ধন করা পত্রটিকে দেখে মাংস বলে মনে করে তাকে আক্রমণ করল। তখন দুই শ্যেনপক্ষীই চঞ্চুদ্বারা আকাশে যুদ্ধ আরম্ভ করল। ফলে উপরিচর বসু প্রেরিত শ্যেনপক্ষীর চরণ থেকে সেই শুক্র যমুনার জলে পড়ে গেল।

তখন অদ্রিকা নাম কোনও প্রধান অপ্সরা, কোনও ব্রাহ্মণের শাপে মৎসী হয়ে যমুনার জলে বাস করছিল। মৎস্যরূপিণী সেই অদ্রিকা বেগে এসে, পূর্ব শ্যেনপক্ষীর চরণ থেকে পতিত বসুরাজার সেই শুক্র মুখদ্বারা গ্রহণ করল। এই ঘটনার দশ মাস পরে মৎস্যরূপিণী সেই অপ্সরা জেলেদের জালে ধরা পড়ল। তখন তার উদরের ভিতর থেকে একটি পুরুষ ও একটি নারী বের হল। ছেলেরা রাজা উপরিচর বসুর কাছে গিয়ে সেই অদ্ভুত বৃত্তান্ত জানাল, "মহারাজ মৎসীর পেটের ভিতর এই মানুষ দুটি জন্মেছে।" উপরিচর বসু তখন সেই মানুষ দুটিকে গ্রহণ করলেন। সেই পুরুষটিই পরে মৎস্য নামে ধার্মিক ও সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা হয়েছিলেন। আর, সেই অপ্সরাও তৎক্ষণাৎ শাপমুক্ত হয়েছিল। কেন না, অভিসম্পাতকারী ব্রাহ্মণ শাপ দেবার সময় সেই অপ্সরাকে বলেছিলেন, "তুমি মৎস্য হয়ে, দুটি মানুষের জন্ম দেবে। তারপর শাপ থেকে মুক্তি লাভ করবে।"

সুতরাং সেই প্রধানা অপ্সরা মৎস্যরূপ পরিত্যাগপূর্বক স্বর্গীয় নিজ রূপ ধারণ করে আকাশপথে চলে গেল। "এই কন্যাটি তোমার হোক" এই কথা বলে, মৎসীগর্ভজাতা সেই কন্যাটিকে ধীবরের কাছে সমর্পণ করলেন উপরিচর বসু।

সেই কন্যাটির রূপ, উৎসাহ ও সমস্ত গুণ ছিল এবং তার নাম হল সত্যবতী। আর মৎসীর পেটে জন্ম হওয়ায় এবং মৎস্যঘাতীদের আশ্রয়ে থাকার জন্য কিছু লোক তাকে মৎস্যগন্ধা বলেও ডাকত। পরে ঋষি পরাশরের সঙ্গে মিলনের পূর্বে পরাশরের বরদানের ফলে তিনি পদ্মগন্ধা বা যোজনগন্ধা নামে খ্যাতি লাভ করেন।

সত্যবতী রাজরক্তে জাতা এবং ক্ষত্রিয় কন্যা। সত্যবতী রাজকন্যা। তার পিতার নাম চেদিরাজ—উপরিচর বসু, মাতা স্বর্গভ্রষ্টা অপ্সরা অদ্রিকা। সত্যবতীর জন্ম মহাভারতের এক দুর্লভ মুহূর্ত। সত্যবতীর কানীন পুত্র ব্যাসদেব। আপন পুত্র বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর সত্যবতীর আদেশে ব্যাসদেব বিধবা দুই রাজমহিষীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্মদান করেন। মহাভারতের যুদ্ধ সত্যবতীর দুই বংশধরের মধ্যে যুদ্ধ।

৯

ব্যাসদেবের জন্ম

তপসা ব্রহ্মচর্য্যেন ব্যস্য বেদং সনাতনম্।
ইতিহাসম্ইমং চক্রে পুণ্যং সত্যবতীসুতঃ ॥ আদি: ১: ৫৪ ॥

সত্যবতী-নন্দন ব্যাসদেব আপন তপস্যা এবং ব্রহ্মচর্যের প্রভাবে সনাতন বেদশাস্ত্রকে বিভক্ত করে এই পুণ্যজনক ইতিহাস মহাভারত রচনা করেন।

ব্যাসের বৃত্তান্ত বর্ণনার পূর্বে বেদের উল্লেখের প্রয়োজন আছে। বেদের সঙ্গে মহাভারতের একটা সনাতন সম্পর্ক আছে। মহাভারতের ইতিবৃত্তের মাঝে মধ্যেই বেদের অনেক ঘটনা, অনেক রূপক, অনেক ঋক বারংবার উচ্চারিত হয়েছে। সনাতন মতে বিশ্বাসী হলে বলতে হয়, মহাভারত রচনার সময়ে ব্যাসদেবের সামনে ছিল বেদ, রামায়ণ আর কিছু পুরাণকথা। অত্যন্ত মুনশিয়ানার সঙ্গে ব্যাস সেগুলি ব্যবহার করেছেন।

বেদের সময়ে আর্য-অনার্য দুটি যুধ্যমান জাতি—আক্রমণকারী ও আক্রান্ত, বিজেতা ও বিজিত। রামায়ণেই সর্বপ্রথম দেখা গেল, আর্য-অনার্যের মধ্যে বন্ধুত্ব হল আর্যরাজপুত্রের বিপদকালে—আর্য প্রভু, অনার্য ভক্ত। মহাভারতের যুগে এসে দেখা গেল ততদিনে সব রং মিলেমিশে শ্যামল হয়ে গেছে, যা ভারতের জাতীয় রং। আর্যপরাশর এবং অনার্যপালিতা সত্যবতীর মিলনে জন্ম নিলেন এক কৃষ্ণোজ্জ্বল পুরুষ—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। তাঁর রক্তে বইছে গঙ্গা গোদাবরীর দু'ধারা। তিনি বুঝলেন, বেদামৃতকে ব্রাহ্মণদের মধ্যে আটকে রাখা অন্যায়। আর্য অনার্য—সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে বেদের বিজ্ঞানকে। তাই, রচনা করলেন মহাভারত—ইতিহাসম্ ইমং—ইতিহাসের আখ্যান যজ্ঞে বেদের নির্যাস নিয়ে—সে আর এক অমৃত নিঃসারী প্রপা।

মহাভারতকার ব্যাসদেব সত্যবতীর কানীন পুত্র। সত্যবতী ছিলেন ধীবররাজের পালিতা কন্যা। মৎস্যঘাতীদের সঙ্গে থেকে তাঁর গায়ে সব সময়েই মাছের আঁশটে গন্ধ ম ম করত। তাই তাঁর নাম হল মৎস্যগন্ধা। কিন্তু কন্যার রূপ, গুণ আর উৎসাহের সীমা ছিল না—"রূপসত্ত্বসমাযুক্তা সর্বৈঃ সমুদিতা গুণৈঃ।" রূপ তার ছিল অসাধারণ, মুনিঋষিদেরও মন টলে যেত—

অতীবরূপসম্পন্নাং সিদ্ধানামপি কাঙ্ক্ষিতাম । আদি: ৫৮: ৮৪ ॥

পরিশ্রান্ত পিতা ধীবররাজকে অবসর দেওয়ার জন্য সত্যবতী মাঝে মধ্যেই যমুনানদীতে খেয়া পারাপার করতেন। একদিন মুনিশ্রেষ্ঠ পরাশর তীর্থযাত্রাপথে তাঁর নৌকায় উঠলেন। একা যাত্রী। উত্তাল যমুনা। সম্মুখে, দাঁড় চালানোর অপূর্ব ভঙ্গিমায় সঞ্চারিণী চারুহাসিনী কন্যা—কদলীকাণ্ডসদৃশ রম্ভোরু, সর্বাঙ্গে যৌবনের চড়াই-উৎরাই, সুশ্রোণী— শ্রমে চাঁদপানা মুখখানি বিন্দু বিন্দু মুক্তোঘামে পরিপূর্ণ। পরাশর কামমোহিত হলেন।

দৃষ্ট্বৈব স চ তাং ধীমাংশ্চকমে চারুহাসিনীম্।
দিব্যাং তাং বাসবীং কন্যাং রম্ভোরূং, মুনিপুঙ্গবঃ ॥ আদি: ৫৮: ৮৫ ॥

পরাশর মুনি মুগ্ধ নয়নে চেয়ে থেকে মধুর হেসে বললেন, কল্যাণী, বসুনন্দিনী, তুমি নৌকা বাইছো কেন? পাটনি কোথায়?

সত্যবতী চোখ বড় বড় করে বললেন—হে মহামুনি, আপনি আমাকে বসুনন্দিনী বলছেন কেন? আমি তো ধীবররাজের কন্যা। কামার্ত পরাশর সত্যবতীর পাশে গিয়ে বসলেন। বললেন, "সুন্দরী তুমি ধীবরের কন্যা নও। তুমি রাজ-রক্ত জাতা। সম্ভ্রান্ত বংশে তোমার জন্ম। তোমার পিতা ভুবন-বিখ্যাত সম্রাট ইন্দ্রসখা উপরিচর বসু, তোমার মাতা অপ্সরাবরিষ্ঠা অদ্রিকা।" মুগ্ধা সত্যবতী আরও বেশি করে আপন জন্মবৃত্তান্ত জানতে চাইলেন। পরাশর বললেন, "শোনো বাসবীকন্যা, একবার রূপসীশ্রেষ্ঠা অপ্সরা অদ্রিকা কোনও এক ব্রাহ্মণের শাপে মৎসী হয়ে যমুনার জলে বাস করছিলেন। সে সময়ে দৈবাৎ চেদিসম্রাট উপরিচর বসুর রেতঃ যমুনার জলে পড়ে। মৎসী অদ্রিকা এসে তা খেয়ে ফেলেন। তারপর, দশ মাস পূর্ণ হলে ধীবররাজের জালে মৎসীরূপী অদ্রিকা ধরা পড়েন এবং তার পেট থেকে তোমাকে পাওয়া যায়। সেই জন্যই তুমি মৎস্যগন্ধা। তোমার মা অভিশাপমুক্ত হয়ে মীনভাব ত্যাগ করে স্বর্গে চলে গিয়েছেন।

সত্যবতীর জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে বিভিন্ন মহাভারত চর্চাকার অন্যমনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। সত্যবতীকে দাস-রাজকন্যা ও শূদ্রা বলে চিহ্নিত করেছেন কেউ কেউ। কিন্তু মহাভারত কাহিনি অনুযায়ী সত্যবতী ক্ষত্রিয় রাজকন্যা। তাঁর পিতা চেদিরাজ উপরিচর বসু। উপরিচর বসু ইন্দ্রসখা ছিলেন। মাতা স্বর্গের অপ্সরাশ্রেষ্ঠা অদ্রিকা। অদ্রিকা তাঁকে দাস রাজার কাছে দিয়ে গিয়েছিলেন। সত্যবতী দাস রাজার পালিতা কন্যা।

পরাশর-সত্যবতীর পুত্র ব্যাসদেবকে স্বয়ং নারায়ণের অবতার বলে সর্বত্রই স্বীকার করা হয়েছে। দেবী ভাগবতের মতে—

"অষ্টাদশ-পুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ।
ভারতাখ্যানমতুলং চক্রে তদুপবৃংহিতম্ ॥

অর্থাৎ সত্যবতীর পুত্র ব্যাসদেব আঠারোটি পুরাণ রচনা করার পর সেই পুরাণতত্ত্বকে আরও ব্যাখ্যা করার জন্য মহাভারত রচনা করেছিলেন। অলোক-সামান্য প্রতিভা না থাকলে এতগুলি পুরাণ ও মহাভারত রচনা করা সম্ভব নয়, তাই বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে:

"কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্।"

অর্থাৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকে স্বয়ং নারায়ণের অবতার মনে করবে।

মহাভারতম্ পড়তে পড়তে বিভিন্ন বিচার ও ভবিষ্যদ্বাণী শুনে বার বার মনে হয়, এত নির্ভুল বিচার ভগবান ছাড়া কারও পক্ষে করা সম্ভব নয়। মনে হয়, ব্যাসদেব যেন ভগবান স্বয়ং।

তোমার মা শাপমুক্ত হয়ে, তোমাকে দাসরাজার কাছে দিয়ে ভুবনমোহিনী রূপ নিয়ে আবার স্বর্গে চলে যান। সেই কারণেই তুমি মাকে দেখনি।

সত্যবতীর পদ্মকোষতুল্য আয়ত চোখ দুটি আহত বিস্ময়ে ছলছল করে উঠল। রক্তাভ ঠোঁটে চূর্ণ অভিমান। তিনি আরও জানতে চাইলেন। পরাশর বললেন—"বসুনন্দিনী, তারও আগে তুমি ছিলে পিতৃলোকের মানসীকন্যা—অচ্ছোদা। তোমা থেকেই অচ্ছোদ সরোবর সৃষ্টি হয়েছিল। তুমি যুগভ্রষ্টা দেবী। দৈব নির্দিষ্ট আছে যে—তুমি পরাশর মুনির ঔরসে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেবে। সেই পুত্র ব্রহ্মর্ষি হয়ে বেদকে চার ভাগে ব্যাস করে প্রভূত কল্যাণসাধন করবে।

তস্মাৎ বাসবি! ভদ্রং তে যাচে বংশকরং সুতম।
সঙ্গমং মম, কল্যাণি! কুরুস্ব—ইতি অভিভাষত ॥ আদি: ৫৮: ১১১ ॥

অতএব বসুকন্যা তোমার মঙ্গল হোক—আমি তোমার কাছে একটি বংশরক্ষক পুত্র প্রার্থনা করি। কল্যাণি! তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গম করো।

শুনে সত্যবতীর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হল। দেবতার নির্দেশ। ততক্ষণে নৌকা মাঝনদীতে চলে এসেছে। সত্যবতীর দাঁড়টানা দু'হাত স্তব্ধ, শিথিল। সমস্ত অনুভূতিতে তার অকথিত বিস্ময়। সূর্যালোকে নদীর দুই পার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দু'পারেই মুনি ঋষিরা উপস্থিত আছেন। মৃদুকণ্ঠে সত্যবতী বললেন--

পশ্য ভগবন্! পরপারে স্থিতান ঋষীণ
আবয়োর্দৃষ্টয়োরেভিঃ কথং নু স্যাৎ সমাগমঃ? ॥ আদি: ৫৮: ১১২ ॥

ভগবন্! চেয়ে দেখুন, দু'পারেই ঋষিরা রয়েছেন। ওঁরা দেখতে থাকলে কী করে আমাদের সঙ্গম হবে?

মহর্ষি পরাশর বুঝলেন মিলনে সত্যবতীর অসম্মতি নেই। তিনি তখনই তপস্যার প্রভাবে সমস্ত স্থানটি কুয়াশায় ঢেকে দিলেন—এপার ওপার দিকচরাচর কোনও কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পরাশরের ক্ষমতায় সত্যবতী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি বুঝলেন, মিলন অবশ্যম্ভাবী। আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা করে বললেন—

বিদ্ধি মাং ভগবন্! কন্যাং সদা পিতৃবশানুগম্।
ত্বৎসংযোগাৎ চ দুষ্যেত কন্যাভাবো মম, অনঘ! ॥ আদি: ৫৮: ১১৫ ॥

ভগবন্! আমি কুমারী, বিশেষত সর্বদাই পিতার অধীন হয়ে চলি। আপনার সঙ্গে সংসর্গ করলে আমার কন্যাত্ব যে দূষিত হয়ে যাবে, তার কী হবে?

পরাশর আশীর্বাদ করে বললেন, "হে ভয়শীলে! তুমি আমার প্রিয় কার্য করে কন্যাই থেকে যাবে। হে অনুরাগিণী, তুমি যে বর ইচ্ছা কর, তাই গ্রহণ করো।"

সত্যবতী সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করলেন যে তার গায়ের মৎস্যগন্ধ দূর হয়ে পদ্মগন্ধ আসুক। পরাশরের আশীর্বাদে পদ্মের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। সেই থেকে সত্যবতীর নাম হল যোজন গন্ধা।

সুগন্ধ লাভ করে সত্যবতী মনপ্রাণ উজাড় করে সমাগত ঋষিকে উপগমে গ্রহণ করলেন—রমণকালীন প্রগল্ভতা, ধৃষ্টতা প্রভৃতি মনোহর নারীসুলভ ললিত রতিকলা প্রয়োগ করে, সুরতে প্রতিস্পর্ধিনী হয়ে, সত্যবতী পরাশরকে তৃপ্ত করলেন। কুয়াশা ঢাকা যমুনার ঢেউদোলা প্রেমে জন্ম হল বিশ্ববিখ্যাত বাদরায়ণ বেদব্যাসের। মহর্ষির সঙ্গমে তৎক্ষণাৎ গর্ভবতী সত্যবতী পুত্র প্রসব করলেন। দ্বীপে জন্ম বলে তার নাম হল দ্বৈপায়ন। গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ বলে নাম হল কৃষ্ণ। পরবর্তীকালে অখণ্ড বেদকে চার ভাগে ভাগ করে তাঁর নাম হয় বেদব্যাস।

জন্মমাত্র ব্যাস পিতার সঙ্গে চলে গেলেন। যাত্রাকালে মাতাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন—মাতা স্মরণ করা মাত্র তিনি উপস্থিত হবেন। এইভাবে, অতুলনীয় জ্ঞান, ক্রান্তদর্শী, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ, সর্বজ্ঞ, মহাভারত ও ভাগবত রচনাকার ব্যাসদেবের জন্ম হল।

ব্যাসদেবের জন্ম তাই মহাভারতের সর্বাপেক্ষা দুর্লভ মুহূর্ত।

১০

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা (আজ হতে এ বিশ্বের সমস্ত রমণী আমার জননী)

হস্তিনাপুর রাজচক্রবর্তী প্রতীপ বৃদ্ধ বয়সে পুত্র লাভ করার জন্য ভার্যার সঙ্গে গঙ্গাতীরে দুর্লভ তপস্যায় রত হয়েছিলেন। একদিন অতি মনোহর রূপধারিণী এক রমণী গঙ্গার মধ্য থেকে উঠে তপস্বী প্রতীপের শালবৃক্ষের মতো দক্ষিণ উরুর উপর এসে উপবেশন করলেন। রমণী প্রতীপকে বললেন, "মহারাজ, আমি আপনাকে প্রার্থনা করি, সুতরাং আমাকে সন্তুষ্ট করুন। কামুকী রমণীকে পরিত্যাগ করা সাধুজনগর্হিত।

তপস্যারত প্রতীপ জানালেন যে তিনি পরস্ত্রী গ্রহণ করেন না এবং অসবর্ণ স্ত্রীও গ্রহণ করেন না। উত্তরে রমণী বললেন যে, তিনি দুর্লক্ষণা নন, অগম্যাও নন, কোনও বিষয়ে নিন্দনীয়াও নন। তিনি স্বর্গীয়া, উৎকৃষ্ট স্ত্রী এবং কুমারী। তিনি প্রতীপের প্রতি অনুরক্তা। অতএব তাঁকে সন্তুষ্ট করা প্রতীপের কর্তব্য। কিন্তু প্রতীপ রমণীর আহ্বানে সাড়া দিলেন না। তিনি জানালেন যে, প্রথমত তাঁর নারীসঙ্গ করার বয়স চলে গিয়েছে। দ্বিতীয়ত আগতা রমণী তাঁর দক্ষিণ উরুর উপর বসেছেন। পুরুষের দক্ষিণ উরু কন্যা বা পুত্রবধূর আসন। পুরুষের বাম উরু স্ত্রীর ভোগ্য। আগতা রমণী নিজেই তা পরিত্যাগ করেছেন। যেহেতু নারী তাঁর পুত্রবধূর আসন গ্রহণ করেছেন, সেই হেতু প্রতীপ তাঁকে পুত্রবধূই করবেন। তাঁর যে পুত্র হবে, তার সঙ্গেই রমণীর বিবাহ দেবেন। রমণী জানালেন যে, রাজশ্রেষ্ঠ প্রতীপের প্রতি তাঁর ভক্তির শেষ নেই। তাঁর আদেশ তিনি মান্য করবেন। প্রতীপের যে পুত্র হবে, তাঁকেই তিনি বিবাহ করবেন। তবে তিনি একটি শর্ত প্রতীপের কাছে জানালেন। তাঁর স্বামী তাঁর কোনও কার্যে কখনও বাধা দিতে পারবেন না। প্রতীপ এই শর্তে সম্মতি দিলেন।

স্ত্রীরূপধারিণী গঙ্গা তখনই অন্তর্হিতা হলেন। রাজা প্রতীপ আপন ভার্যার সঙ্গে পুত্রকামনায় গুরুতর তপস্যা আরম্ভ করলেন। ব্রহ্মশাপগ্রস্ত রাজা মহাভিষ প্রতীপের পুত্র হিসাবে জন্মগ্রহণ করলেন।

সমগুণান্বিত রাজার পুত্র হিসাবে জন্মগ্রহণ করায় সেই পুত্রের নাম হল শান্তনু। শান্তনু যৌবনে পদার্পণ করলে, প্রতীপ রাজা তাঁকে পূর্বাগত রমণীর বৃত্তান্ত জানালেন এবং নির্দেশ দিয়ে গেলেন যে, সেই পরমাসুন্দরী রমণী পুত্রকামনায় শান্তনুর কাছে আসলে শান্তনু কোনও প্রশ্ন না করেই তাঁকে যেন গ্রহণ করেন এবং তাঁর কোনও কাজেই যেন কখনও বাধা না দেন।

শান্তনু মৃগয়ায় আসক্ত ছিলেন। হরিণ, মহিষ, পশু ইত্যাদি বধ করে একাকী গঙ্গার তীরে ঘুরে বেড়াতেন। একদিন এইরকম সময়ে গঙ্গাতীরে শান্তনু এক অপূর্ব কান্তিময়ী নারী, দ্বিতীয়

লক্ষ্মীর ন্যায় রূপবতী—সর্বাঙ্গ সুন্দর, অনিন্দনীয়, অতি সুন্দর দন্তময়ীকে দেখতে পেলেন। সেই রমণীর সৌন্দর্যে শান্তনু মুগ্ধ হলেন—দুই নেত্র দিয়ে সেই রমণীর সৌন্দর্য পান করে যেন তাঁর তৃপ্তি হচ্ছিল না। আবার, পরমসুন্দর রাজাকে দেখে সেই নারীর প্রথম দর্শনেই অনুরাগ জন্মাল। স্বেদ শিহরনে তিনি কম্পিত হলেন।

রাজা শান্তনু সেই রমণীকে বললেন, "সুন্দরী আপনি দেবী? না দানবী? গন্ধর্বী কি? অথবা অপ্সরা? আপনি যক্ষী? না সর্পী? না মানবী? দেববালিকাতুল্যা হে নারী, আপনি যেই হোন না কেন, আমার ভার্যা হন।"

সেই রমণী রাজার প্রার্থনা শুনে ধীর পায়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, "মহারাজ আমি আপনার বশবর্তিনী মহিষী হব। কিন্তু আমি শুভ বা অশুভ যে কাজই করি না কেন, আপনি বারণ করতে পারবেন না, অথবা আমাকে কোনও কটু কথা বলতে পারবেন না। আপনি এই নিয়ম স্বীকার করলে আমি আপনার সঙ্গে বাস করব। আপনি বারণ করলে, কিংবা কটু কথা বললে আমি তৎক্ষণাৎ আপনাকে ত্যাগ করে চলে যাব। শান্তনু সম্মত হলেন। জিতেন্দ্রিয় শান্তনু গঙ্গাকে লাভ করে ইচ্ছানুসারে ভোগ করতে লাগলেন। গঙ্গার স্বভাব, ব্যবহার, রূপ, উদারতা ও নির্জনে পরিচর্যায় শান্তনু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং শর্ত অনুযায়ী তিনি গঙ্গাকে কখনও কোনও প্রশ্ন করতেন না। বাস্তবিক গঙ্গাও তাঁকে কোনও প্রশ্ন করার সুযোগ দিতেন না। তিনি স্বর্গীয়া দেবী ও নদী হয়েও, মনোহর মানবীর মূর্তি ধারণ করে যথার্থ ভার্যার মতো রাজা শান্তনুকে সেবা করতেন। শান্তনু যাতে অন্য কোনও রমণীতে আসক্ত না হন, তার জন্য গঙ্গা শৃঙ্গার ব্যবহার, কোমল নৃত্য, সম্ভোগ, অনুরাগ ও রমণ ব্যাপারে নৈপুণ্য দেখিয়ে রাজাকে সন্তুষ্ট করতে লাগলেন।

শান্তনু উত্তম রমণী গঙ্গার গুণে আকৃষ্ট থেকে তাঁর সঙ্গে রমণে আসক্ত ছিলেন বলেই, বহু বৎসর, ঋতু ও মাস যে গত হয়েছিল, তা বুঝতেও পারেননি। শান্তনু ইচ্ছানুসারে গঙ্গার সঙ্গে রমণ করতে থাকায়, গঙ্গার গর্ভে তাঁর আটটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল।

কিন্তু যখনই পুত্র জন্মাত, তখনই গঙ্গা 'আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করছি'—এই কথা বলে সেই পুত্রকে প্রথমে জলে নিক্ষেপ করতেন, পরে স্রোতের ভিতরে ডুবিয়ে দিতেন। গঙ্গার এই কাজ শান্তনুর অত্যন্ত অপ্রিয় হত। অথচ প্রশ্ন করলে গঙ্গা তাঁকে ত্যাগ করবেন, এই ভয়ে তিনি গঙ্গাকে কিছু বলতেন না। এইভাবে গঙ্গা সাতটি পুত্র জলে ভাসিয়ে দিলেন।

তারপরে অষ্টম পুত্র জন্মালে, গঙ্গা যেন আনন্দে হাস্য করে উঠলেন। শান্তনুর আর সহ্য হল না। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তিনি গঙ্গাকে বললেন, "পুত্রবধ কোরো না। তুমি কে? কার স্ত্রী? কোন কারণে সদ্যোজাত পুত্রদের বধ করছ? পুত্রহত্যাকারিণী? তোমার যে অত্যন্ত গুরুতর গর্হিত পাপ হচ্ছে।"

স্ত্রীরূপধারিণী গঙ্গা বললেন, "হে পুত্রকাম, তুমি পুত্র কামনা করছ; সুতরাং আর তোমার পুত্র বধ করব না; তবে তোমার সঙ্গে আমার থাকা এখানেই শেষ হল। কেন না আমাদের বিবাহের শর্ত তাই ছিল। আমি জহ্নুমুনির কন্যা গঙ্গা। মহর্ষিগণ আমার সেবা করেন। দেবকার্য সিদ্ধির জন্য আমি আপনার সঙ্গে বাস করেছি। মহর্ষি বশিষ্ঠের অভিশাপে স্বর্গের মহাভাগ্যবান ও মহাতেজস্বী আটজন বসুদেবতা আপনার পুত্র হয়ে জন্মেছিলেন।

মর্ত্যলোকে আপনি ছাড়া অন্য কেউ সেই বসুগণের জনক হতে পারেন না; আবার এই মর্ত্যলোকে আমার মতো গর্ভধারিণী কোনও মনুষ্যরমণী হতে পারেন না। বসুগণের জননী হবার জন্যই আমি মানুষী হয়েছি এবং আপনি আমার গর্ভে সেই অষ্ট বসুকে উৎপাদন করে অক্ষয় স্বর্গের অধিকারী হয়েছেন। বসুগণ প্রার্থনা করেছিলেন যে তাঁরা জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁদের মনুষ্যজন্ম থেকে মুক্তি দেব। সাত বসুদেবতা বশিষ্ঠের অভিশাপ মুক্ত হয়েছেন। আপনার এই অষ্টম পুত্র স্বর্গের দ্যু-বসু। স্ত্রীর প্ররোচনায় ইনি মহর্ষি বশিষ্ঠের সুরভি নাম্নী গাভীকে অপহরণ করেছিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ অন্য বসুদের কেবলমাত্র এক বৎসর মনুষ্যজন্মের অভিশাপ দিয়েছিলেন কিন্তু দ্যু-বসুকে দীর্ঘকাল মনুষ্যলোকে থাকার অভিশাপ দেন। তবে বশিষ্ঠ একথাও বলেছিলেন, এর মতো মহাত্মা মনুষ্যলোকে আর কেউ জন্মাবে না। এই দ্যু-বসু ধার্মিক, সর্বশাস্ত্রে নিপুণ, পিতার প্রিয় ও হিতসাধনে নিরত থাকবে এবং স্ত্রীসম্ভোগ পরিত্যাগ করবে। ইনি দেবতার ব্রত পালনে জন্মেছেন, তাই এঁর নাম হবে দেবব্রত এবং গঙ্গার পুত্র বলে ইনি গাঙ্গেয় নামেও পরিচিত হবেন। আমি এখন এই পুত্রটিকে নিয়ে চলে যাচ্ছি। আপনার আহ্বান মাত্র আমি আপনার কাছে এসে দেখা দেব।"

এই বলে গঙ্গা অন্তর্হিত হলেন। শান্তনুও পুত্রশোক ও গঙ্গার শোকে কাতর হয়ে আপন রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

রাজা শান্তনু দেবগণ, রাজগণ, ঋষিগণ আদৃত, বুদ্ধিমান, ধার্মিক, সত্যবাদী বলে জগতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইন্দ্রিয়দমন, দানশক্তি, ক্ষমা, বুদ্ধি, লজ্জা, ধৈর্য এবং অসাধারণ তেজ—এই সমস্ত গুণই পুরুষশ্রেষ্ঠ ও অত্যন্ত অধ্যবসায়ী শান্তনু রাজাতে বিদ্যমান ছিল। শান্তনু ধর্মনীতি ও অর্থনীতিতে নিপুণ ছিলেন। তিনি ভরতবংশের এবং সমস্ত প্রজার রক্ষক ছিলেন। তাঁর গলা ছিল শাঁখের মতো, দুই স্কন্ধ বিশাল, তিনি মত্ত হস্তীর মতো বিক্রমশালী ছিলেন। শান্তনুর শাসনে প্রজারা সুখে শান্তিতে বাস করছিল। অন্য রাজারা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। শান্তনু অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন, দানকর্ম তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ব্রত ছিল।

গঙ্গা অন্তর্হিত হবার পর শান্তনু ছত্রিশ বৎসর স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ করে বনবাসী হয়েছিলেন। একদিন শান্তনু রাজা একটি হরিণকে শরবিদ্ধ করে তার অনুসরণ করে গঙ্গার তীরে উপস্থিত হয়ে দেখলেন—গঙ্গার জল অল্প। তিনি দেখলেন দেবপুত্রের মতো মনোহর ও দীর্ঘ শরীর একটি বালক দেবরাজের মতো দিব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করছে এবং তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা সমস্ত গঙ্গাকে আবৃত করে তার তীরে অবস্থান করছে। শান্তনু জন্মমুহূর্তে পুত্রকে একবার দেখেছিলেন, চিনতে পারলেন না। এদিকে বালকটি পিতাকে দেখে মায়া দ্বারা তাঁকে মুগ্ধ করল, মুগ্ধ করে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে অন্তর্হিত হল।

বালকটি অন্তর্হিত হতেই শান্তনু উপলব্ধি করলেন—এ পুত্র তাঁরই। তিনি দেবী গঙ্গাকে স্মরণ করে বললেন, "গঙ্গা পুত্রটিকে দেখাও।" তখনই সালংকরা সুসজ্জিতা গঙ্গা দক্ষিণ হস্ত ধারণ করে সেই সুন্দর বালকটিকে রাজার সামনে নিয়ে আসলেন। গঙ্গা বললেন, "মহারাজ আমার গর্ভে আপনি যে অষ্টম পুত্রটি লাভ করেছিলেন, এই সেই পুত্র। এই পুত্র এখন অস্ত্রাভিজ্ঞদের মধ্যে সর্বপ্রধান। এ বশিষ্ঠের কাছে সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করেছে, মহাধনুর্ধর ও পরাক্রমশালী হয়েছে, যুদ্ধে ইন্দ্রের মতো ক্ষমতাবান। দেবগণ ও অসুরগণ এই ছেলেটিকে

অত্যন্ত ভালবাসেন। শুক্রাচার্য যত শাস্ত্র জানেন, সবই একে শিখিয়েছেন। বৃহস্পতির বিদ্যা এ লাভ করেছে। পরশুরাম একে সর্বশ্রেষ্ঠ· রথীতে পরিণত করেছেন। মহাধনুর্ধর এবং রাজধর্মাভিজ্ঞ এই সন্তান আপনি নিজের গৃহে নিয়ে যান।" এই কথা বলে গঙ্গা অন্তর্হিত হলেন। দীপ্তিমান সূর্যের মতো শান্তনুনন্দনকে দেখে পুরবাসী এবং প্রজারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। রাজ্যের মঙ্গলের জন্য শান্তনু সেই পুত্র, দেবব্রতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। যশস্বী দেবব্রত আপন ব্যবহারে পিতাকে, পুরবাসীকে, রাজ্যের সমস্ত লোককে অনুরক্ত করে ফেললেন। এইভাবে চার বৎসর কাল কেটে গেল।

একদিন শান্তনু যমুনানদীর তীরবর্তী বনে গিয়ে অনির্বচনীয় একপ্রকার উৎকৃষ্ট গন্ধ অনুভব করলেন। সেই গন্ধের উৎপত্তিস্থান অন্বেষণ করতে থেকে তিনি দেবতার মতো সুন্দরী একটি কন্যা দেখতে পেলেন। দীর্ঘনয়না সেই সুন্দরীকে দেখে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কার কন্যা? তোমার নাম কী? তুমি এখানে কী করছ?"

সেই কন্যাটি উত্তর দিলেন, "আমি কৈবর্তের কন্যা, আমার পিতা মহাত্মা দাসরাজের আদেশে আমি ধর্মের জন্য নৌকা বহন করে পারাপার করছি।

দেবীর মতো অপরূপ রূপ লাবণ্যবতী ও সৌরভযুক্তা সেই নারীকে দেখেই শান্তনু তাঁকে সম্ভোগ করার ইচ্ছা করলেন। তিনি সেই মুহূর্তেই সেই কন্যাটির পিতার কাছে গিয়ে তাঁকে পত্নীরূপে পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করলেন। দাসরাজ শান্তনুর প্রশ্নের উত্তরে বললেন, "মহারাজ কন্যা যখন জন্মেছে, অবশ্যই উপযুক্ত পাত্রে তাকে দান করতে হবে। কিন্তু আপনি আমার মনের ইচ্ছা শুনুন। আপনি ধর্মপত্নীরূপে আমার কন্যাকে প্রার্থনা করেছেন, সমগ্র ভারতবর্ষে আমি আপনার তুল্য জামাতা পাব না। কিন্তু আপনাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, আমার কন্যার গর্ভে আপনার যে পুত্র জন্মাবে, সেই পুত্র আপনার পরে ভরতবংশের রাজা হবে। জন্মের পর তাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে হবে—অন্য কাউকেই ভাবী রাজা বলে অভিষিক্ত করতে পারবেন না।"

কিন্তু পুত্র দেবব্রতকে স্মরণ করে শান্তনু ধীবররাজাকে তাঁর প্রার্থিত বর দান করতে পারলেন না। 'তীব্র কামানলে দগ্ধ হতে থেকেও, কামবেদনায় মূর্ছিতপ্রায় হয়ে, সেই দাসকন্যাকে চিন্তা করতে করতে শান্তনু হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন। শান্তনু রাজকার্য করতে পারলেন না, মৃগয়ায় যাওয়া বন্ধ করলেন—তাঁর দেহ কান্তিহীন, পাণ্ডুরবর্ণ ও কৃশ হয়ে গেল।

পুত্র দেবব্রত কিছুকাল ধরেই পিতার বিকার লক্ষ করছিলেন। শেষে একদিন সরাসরি পিতা শান্তনুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি প্রশ্ন করলেন, "পিতৃদেব সকল দিকেই মঙ্গল দেখা দিচ্ছে, সকল রাজা আপনার বশবর্তী আছেন। কিন্তু আপনি মৌনী থাকেন, আমার সঙ্গেও কথা বলেন না। আপনার দেহ বিবর্ণ কৃশ হয়ে যাচ্ছে। আপনি যদি আমাকে এর কারণ বলেন, তা হলে আমি প্রতিকার করতে পারব।"

শান্তনু পুত্র দেবব্রতকে বললেন, "বৎস, তুমি যে আমাকে চিন্তামগ্ন দেখেছ, তা ঠিকই। তুমি আমাদের বংশের একমাত্র সন্তান। তুমি বীর যোদ্ধা এবং সর্বত্র আপন পুরুষকার অবলম্বন করে থাক। মনুষ্যজীবন স্থায়ী নয়, তোমার কোনও বিপদ ঘটলে আমাদের বংশ

আর থাকবে না। তুমি আমার কাছে শত পুত্রের অধিক—এই কারণেই আমি অনর্থক পুনরায় দার পরিগ্রহ করতে ইচ্ছা করি না। বেদবাদীরা বলে থাকেন, এক পুত্র থাকা, আর নিঃসন্তান হওয়া—এই উভয়ই প্রায় সমান। সন্তান সর্বকল্যাণকর। একথা দেবতা ও প্রাচীনেরা বলে থাকেন। তুমি বীর, সর্বদা অস্ত্র ব্যবহার করে থাক। সুতরাং যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনও কারণে তোমার মৃত্যু ঘটবে না। কিন্তু তুমি না থাকলে এই বংশের কী হবে, এই ভাবনায় আমি অস্থির হয়ে পড়েছি।"

দেবব্রত তখন পিতার হিতৈষী বৃদ্ধ মন্ত্রীর কাছে গিয়ে পিতার শোকের যথার্থ কারণ জানতে চাইলেন। মন্ত্রী বললেন, "দাসকন্যা সত্যবতীকে মহারাজ কামনা করছেন।" দেবব্রত তখনই অন্য ক্ষত্রিয়গণের সঙ্গে পরামর্শ করে দাসরাজের কাছে গিয়ে পিতার জন্য সত্যবতীকে প্রার্থনা করলেন।

দাসরাজ দেবব্রতকে যথাবিহিত আপ্যায়ন করে বললেন, "আপনি মহারাজ শান্তনুর পুত্র। আপনি অস্ত্রধারীশ্রেষ্ঠ। আপনি মহারাজের উপযুক্ত অবলম্বন। কোনও ব্যক্তিই এইরূপ শ্লাঘ্য ও অভীষ্ট বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। আমার কন্যা আমার ঔরসজাত কন্যা নয়। এ কন্যার পিতা রাজা উপরিচর। রাজা উপরিচর আমাকে বলেছেন যে ধার্মিক রাজা শান্তনুই সত্যবতীকে বিবাহ করার যোগ্য। দেবর্ষি অসিত সত্যবতীর বিশেষ প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছি। কিন্তু রাজকুমার, কন্যার পিতা হিসাবে আমি আপনাকে কিছু বলব। এই বিবাহের একমাত্র দোষ, প্রবল শত্রু জন্মাবে। কারণ আপনি শত্রু হয়ে যার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন, সে দেব দৈত্য গন্ধর্ব হলেও সুখভোগ করতে পারবে না। এই বিবাহের এই একমাত্র দোষ।"

তখন দেবব্রত সমাগত সঙ্গী ক্ষত্রিয়গণকে শুনিয়ে বলতে লাগলেন, "হে সত্যবাদী দাসরাজ, আমার এই সত্য প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করুন। অতীতে কেউ এ প্রতিজ্ঞা করেনি। বর্তমান অথবা ভাবী কোনও লোক এ প্রতিজ্ঞা করতে পারবে না। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্রই আমাদের রাজা হবে।"

কিন্তু দাসরাজ তখনও সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি আবার বললেন, "আপনি প্রতিজ্ঞা অনুসারে সত্যবতীরও প্রভু হলেন। আমি জানি আপনার প্রতিজ্ঞা কখনও মিথ্যা হবে না। কিন্তু আপনার যে পুত্র হবে, সে আপনার প্রতিজ্ঞায় বাঁধা পড়বে না। তার বিষয়ে আমার গুরুতর সন্দেহ আছে।"

দেবব্রত দাসরাজার অভিপ্রায় বুঝলেন। পিতার প্রিয় কাজ করার জন্য তিনি আবার এক প্রতিজ্ঞা করলেন। "দাসরাজ, সমবেত এই ক্ষত্রিয় সমাজের সম্মুখে আমি আমার পিতার ইচ্ছা পূরণের জন্য যে প্রতিজ্ঞা করছি, তা আপনি শ্রবণ করুন। ক্ষত্রিয়গণ, আমি পূর্বে সমস্ত রাজ্য পরিত্যাগ করেছি। এখন আমি সেই প্রতিজ্ঞা করছি, যে প্রতিজ্ঞার ফলে আমার জীবনেও কোনও পুত্র জন্মগ্রহণ করবে না। দাসরাজ, আজ থেকে আমি ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করলাম। এর ফলে আমার আর পুত্র জন্মগ্রহণ করবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার অক্ষয় স্বর্গ লাভ হবে।" গাঙ্গেয় প্রতিজ্ঞা করলেন যে, সেদিন থেকে পৃথিবীর সমস্ত রমণী তাঁর জননী তুল্যা হবেন।

গাঙ্গেয়র এই প্রতিজ্ঞা শুনে দাসরাজ ও উপস্থিত ক্ষত্রিয়গণ সকলেই রোমাঞ্চিত হলেন। দাসরাজ গাঙ্গেয়কে বললেন, "অবশ্যই আমি সত্যবতীকে দান করব।"

তারপর অপ্সরাগণ, দৈবগণ ও পিতৃগণ আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি করলেন। আকাশ থেকে দৈববাণী হল—"এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য আজ থেকে এঁর নাম হল ভীষ্ম।"

তখন ভীষ্ম, পিতার কাছে নিয়ে যাবার জন্য যশস্বিনী সত্যবতীকে বললেন, "মা আপনি রথে উঠুন, চলুন আমরা নিজের গৃহে যাই।" এই কথা বলে, সত্যবতীকে রথে তুলে, হস্তিনাপুরে গিয়ে, পিতা শান্তনুর কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। রাজারা সমবেতভাবে এবং পৃথক পৃথক ভাবে ভীষ্মের সেই দুষ্কর কাজের প্রশংসা করলেন এবং বললেন, "ইনি ভীষ্মই বটেন।"

ভীষ্মের সেই দুষ্কর কাজের কথা শুনে পিতা শান্তনু সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিলেন এবং বললেন, "বৎস তুমি যতকাল জীবিত থাকতে ইচ্ছা করবে, ততকাল তোমার মৃত্যু হবে না। তুমি অনুমতি দিলে তবেই মৃত্যু তোমার কাছে আসতে পারবে।"

ভীষ্মের এই প্রতিজ্ঞা মহাভারতের এক অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বস্তুত ভরত বংশের ইতিহাস সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেল। ভীষ্মের এক পূর্বপুরুষ পুরু পিতা যযাতির ভোগতৃষ্ণা নিবারণের জন্য আপন যৌবন পিতাকে দান করেছিলেন। হাজার বছর সে যৌবন উপভোগ করে যযাতি পুত্রকে যৌবন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন ভোগের দ্বারা ভোগের তৃষ্ণা মেটে না। কিন্তু পুরু পিতার প্রার্থনা অনুযায়ী তাঁকে যৌবন দান করেছিলেন। শান্তনু ভীষ্মের কাছে কোনও অনুরোধ করেননি। পিতার সন্তুষ্টির জন্য ভীষ্ম স্বেচ্ছায় ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করে ঊর্ধ্বরেতা হয়েছিলেন। পিতার জন্য পৃথিবীর সব সৌন্দর্য, সব তৃষ্ণা তিনি বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাই ভীষ্মের ব্রত আরও মহান, অলোক-সামান্য।

কিন্তু ভরত বংশের ইতিহাস আর স্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত হল না। শান্তনু-সত্যবতীর দুই পুত্র চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেন। কৌরব বংশের ধারা বজায় রাখার জন্য মাতা সত্যবতী ভীষ্মের অনুমতিক্রমে আপন কানীন পুত্র ব্যাসদেবকে অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্য নিয়োগ করলেন। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুর—ব্যাসদেবের পুত্র। পরিণেতার পুত্র হিসাবে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু পুরু বংশের সন্তান হিসাবে পরিচিত হলেও—কৌরব বংশের প্রত্যক্ষ রক্তধারা শেষ হল। এর পরের কাহিনি ব্যাসদেবের সন্তানদের কাহিনি। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা তাই মহাভারতের প্রধানতম বিরল মুহূর্ত।

কামুক পিতার জন্য এতখানি আত্মত্যাগের ঔচিত্যবোধ সম্পর্কে আমাদের প্রশ্ন জাগে। ভীষ্ম ব্রহ্মচর্য গ্রহণের জন্য পরবর্তীকালে সত্যবতীর মনস্তাপের কাহিনি আমরা জানি। কিন্তু শান্তনু খুব একটা অনুতপ্ত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ মহাভারতে নেই। ভীষ্মের অসাধারণ আত্মত্যাগের কাহিনি শুনে শান্তনু বলেছিলেন:

তচ্ছ্রুত্বা দুষ্করং কর্ম কৃতং ভীষ্মেণ শান্তনুঃ।
স্বচ্ছন্দমরণং তুষ্টো দদৌ তস্মৈ মহাত্মনে ॥ আদি: ৯৪: ১০২ ॥
ন তে মৃত্যুঃ প্রভাবিতা যাবজ্জীবিতুমিচ্ছসি।
ত্বত্তো হ্যনুজ্ঞাং সম্প্রাপ্য মৃত্যুঃ প্রভাবিতাহনঘ! ॥ আদি: ৯৪: ১০৩ ॥

কিন্তু এই ইচ্ছামৃত্যু বরদান ভীষ্মকে মহান করেনি, মর্যাদাপূর্ণ করেনি। তিনি অশেষ গুণসম্পন্ন সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হওয়ার যোগ্য ছিলেন। কিন্তু কৌরবদের অন্নদাস হয়ে নপুংসকের মতো দুর্যোধনের সকল অন্যায় সহ্য করেছিলেন। অন্যায়পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। এমনকী গোরু-চুরির মতো নিকৃষ্ট কাজে যোগদান করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

১১

চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যের অকালমৃত্যু

সত্যবতীর গর্ভে মহারাজ শান্তনুর দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ চিত্রাঙ্গদ, কনিষ্ঠ বিচিত্রবীর্য। শান্তনুর মৃত্যুর পর চিত্রাঙ্গদ হস্তিনাপুরের রাজা হন। চিত্রাঙ্গদ বাহুবলে পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে পরাস্ত করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত আত্মগর্বী ছিলেন। তিনি দেবতা, অসুর ও মানুষদের নিন্দা করতেন। গন্ধর্বদের রাজার নামও ছিল চিত্রাঙ্গদ। তিনি শান্তনু পুত্রের নিন্দাবাদ শুনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। বললেন, হয় শান্তনুপুত্র নাম পরিত্যাগ করুন, না হয় তাঁর নাম পরিবর্তন করান। শান্তনুপুত্র চিত্রাঙ্গদ অসীম অবজ্ঞায় গন্ধর্বরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেন এবং পরাজিত হয়ে মৃত্যুলাভ করলেন। ইতোমধ্যে শান্তনুর মৃত্যু ঘটেছিল। ভীষ্ম শান্তনুনন্দন বিচিত্রবীর্যকে হস্তিনাপুরের রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। বিচিত্রবীর্য কান্তিমান, কীর্তিমান রাজা ছিলেন।

ভীষ্ম শুনতে পেলেন অপ্সরার মতো সুন্দরী কাশীরাজের তিন কন্যাই একসঙ্গে স্বয়ম্বরা হবেন। মাতা সত্যবতীর অনুমতি নিয়ে ভীষ্ম ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের জন্য কন্যা সংগ্রহ করতে রথে করে কাশীরাজ্যে উপস্থিত হলেন। তখন পরিচয়ের জন্য রাজাদের নাম কীর্তন করা হতে থাকলে সেই পরমাসুন্দরী কন্যারা ভীষ্মকে বৃদ্ধ এবং একাকী দেখে 'ইনি বৃদ্ধ' এই কথা ভেবে তাঁর কাছ থেকে সরে গেলেন। সভায় উপস্থিত রাজারা ভীষ্মের উপস্থিতি নিয়ে হাসাহাসি করতে লাগলেন। "ভীষ্ম নিজেকে ধার্মিক বলেন, তিনি বৃদ্ধ এবং শরীরের মাংস শিথিল হয়ে পড়েছে, চুল পেকে গেছে, ইনি আজীবন ব্রহ্মচারী থাকবেন বলে মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। ভীষ্ম নির্লজ্জ এবং লোভী।" রাজাদের এই আলোচনা শুনে ভীষ্ম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন।

তখন ভীষ্ম রাজাদের সম্বোধন করে বললেন, "গুণবান বরকে আহ্বান করে সালংকারা কন্যা ও ক্ষমতা অনুযায়ী যৌতুক দিয়ে কন্যা দান করার প্রথা প্রচলিত আছে। অন্য লোকেরা বরদত্ত দুটি গোরুর সঙ্গে কন্যা দান করেন। কেউ কেউ নির্দিষ্ট অর্থ নিয়ে কন্যা দান করেন। অন্যেরা কন্যা সম্মত হলে বিবাহ করেন। কেউ কেউ অসতর্ক কন্যাকে রমণ করার পর বিবাহ করেন। কেউ কেউ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে দাম্পত্য ধর্ম পালনের জন্য বিবাহ করেন। পণ্ডিতেরা অষ্টম প্রকার বিবাহের বিধি প্রদান করেছেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে পিতামাতার আশীর্বাদ নিয়ে বিবাহ করার রীতি উত্তম রীতি। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে স্বয়ংবৃতা কন্যাকে, বিপক্ষীয় বীরদের পরাভূত করে হরণ করাই সর্বশ্রেষ্ঠ রীতি। আমি বলপূর্বক এই তিনটি কন্যাকে নিয়ে

যাচ্ছি। আপনারা শক্তি অবলম্বন করে আমাকে থামাবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করুন।”—এই বলে ভীষ্ম কাশীরাজের তিন কন্যাকে রথে তুলে নিয়ে চললেন। সমবেত রাজারা ভীষ্মের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভের পরই কিছুকালের মধ্যেই সম্পূর্ণ পরাভূত হলেন। একমাত্র মহারথ শাল্ব স্ত্রীলাভের জন্য ভীষ্মের সঙ্গে অল্পকাল যুদ্ধ করতে সমর্থ হলেন। কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা ও শাল্বরাজা পরস্পরের প্রতি অনুরাগ পোষণ করতেন। শাল্বরাজাকে পরাজিত করে তিন কন্যা নিয়ে ভীষ্ম হস্তিনাপুরে ফিরে এলে কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা লজ্জার সঙ্গে ভীষ্মকে জানালেন যে মনে মনে তিনি পূর্বেই রাজা শাল্বকে পতি হিসাবে বরণ করেছিলেন এবং রাজা শাল্বও সে সম্পর্ক স্বীকার করেছিলেন। ভীষ্ম বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আলোচনা করে অম্বাকে শাল্বরাজার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। অন্য দুই ভগ্নী, অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে, মহাধুমধামের সঙ্গে বিচিত্রবীর্যের বিবাহ হল।

অম্বিকা ও অম্বালিকাকে দেখতে খুব সুন্দর ছিল। গায়ের রং শ্যামবর্ণ, কেশকলাপ কুঞ্চিত ও নীলবর্ণ, নখসমূহ কিঞ্চিৎ উন্নত ও রক্তবর্ণ এবং নিতম্বযুগল ও স্তনযুগল স্থূল ছিল। বিচিত্রবীর্য সাত বৎসর ধরে দুই স্ত্রীর সঙ্গে অতিরিক্ত বিহার করে যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হলেন। সকল চিকিৎসকের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করলেন।

শান্তনুর বংশধারা শেষ হল। এর পর আরম্ভ হল ব্যাসদেবের বংশধারা। কিন্তু ব্যাসের রক্তজাত সন্তানেরা পুণ্যাত্মা হল না। মাতা অম্বিকা সঙ্গমকালে বিতৃষ্ণায় চক্ষু বন্ধ করে রাখলে জ্যেষ্ঠপুত্র ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হলেন। মাতা অম্বালিকা সঙ্গম-পুরুষের কুৎসিত চেহারা দেখে বিবর্ণ হয়ে গেলেন। ফলে তাঁর পুত্র হল পাণ্ডুর। পাণ্ডুর জীবনও স্বাভাবিক হল না। সঙ্গমরত মুনি ও মুনিপত্নীকে বধ করে তিনি প্রজনন শক্তি হারালেন। দাসীর গর্ভে জাত ব্যাস-পুত্র বিদুর হলেন অসাধারণ ধার্মিক, সর্বোত্তম এক মানব।

কিন্তু এই মুহূর্তে ভীষ্মের জীবনের পরিণতিও স্থির হয়ে গেল। অম্বাকে গ্রহণ করলেন না শাল্বরাজা। অম্বার জীবন নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে সে শূলপাণির আশীর্বাদ লাভ করল। পরজন্মে সেই হবে ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ।

১২

ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম

বিচিত্রবীর্যের বিয়োগব্যথা ভীষ্মকে ব্যথাতুর করে তুলল যতখানি, তার থেকে ঢের বেশি উদবিগ্ন করে তুলল কারণ কুরু বংশের সিংহাসনে বসার মতো কেউ আর রইল না। মাতা সত্যবতীও উপলব্ধি করলেন কী গুরুতর ক্ষতি ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার ফলে ঘটেছে। প্রথমত, তিনি সিংহাসনে বসবেন না। দ্বিতীয়ত, তিনি স্ত্রী গ্রহণ করবেন না। সুতরাং ভীষ্মের কোনও সন্তানের জন্মের সম্ভাবনাও নেই। তবুও সত্যবতী শেষ চেষ্টা করলেন। নিয়োগ-প্রথার উল্লেখ করে ভীষ্মকে বললেন, " আমার পুত্র তোমার ভ্রাতা ছিল, সে বলবান এবং তোমার বিশেষ প্রিয়ও ছিল। সে বাল্যাবস্থায় অপুত্রক স্বর্গে গিয়েছে। সেই ভ্রাতার মহিষীদ্বয় কাশীরাজকন্যা, শুভলক্ষণযুক্তা, রূপযৌবনসম্পন্না এবং পুত্রকামার্থী। অতএব তুমি আমাদের বংশরক্ষার জন্যে আমার আদেশে এদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করো এবং তা করে ধর্ম অর্জন করো।"

কিন্তু ভীষ্ম সরাসরি সত্যবতীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। ভীষ্ম বললেন, "সন্তান উৎপাদন বিষয়ে আমার প্রতিজ্ঞা আপনি অবগত আছেন। পৃথিবী গন্ধ ত্যাগ করতে পারে, জল আপন রস ত্যাগ করতে পারে, তেজ নিজের রূপ ত্যাগ করতে পারে, বায়ু স্পর্শগুণ ত্যাগ করতে পারে, সূর্য আলো ত্যাগ করতে পারেন, অগ্নি উষ্ণতা ত্যাগ করতে পারেন, আকাশ শব্দ ত্যাগ করতে পারে, চন্দ্র শীতরশ্মিতা ত্যাগ করতে পারেন, ইন্দ্র পরাক্রম ত্যাগ করতে পারেন, ধর্মরাজও ধর্ম ত্যাগ করতে পারেন— কিন্তু আমি সত্য ত্যাগ করতে পারি না।"

ভীষ্ম কিছুতেই সত্য ত্যাগ করবেন না বুঝে সত্যবতী অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে ভীষ্মের কাছে আপন কানীন পুত্র ব্যাসের জন্মবৃত্তান্ত জানালেন। সত্যবতী ভীষ্মকে বললেন, "তুমি অনুমতি করলে নিশ্চয়ই আমার পুত্র সেই মহাতপস্বী বেদব্যাস বিচিত্রবীর্যের ভার্যাদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করবেন।" ভীষ্ম এই বৃত্তান্ত শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে সত্যবতীকে বললেন যে সত্যবতীর কথা কুরুবংশের হিতকর, মঙ্গলজনক ও ন্যায়সঙ্গত ও ভীষ্মের অত্যন্ত অভিপ্রেত।

সত্যবতী স্মরণ করা মাত্র বেদব্যাস বেদ পাঠ করতে করতে সকলের অজ্ঞাতে ক্ষণমধ্যে মাতা সত্যবতীর সম্মুখে উপস্থিত হলেন। সত্যবতী বহুকালের পর পুত্রকে দেখে যথাবিধানে স্বাগত প্রশ্নে তাঁকে সম্মান জানালেন, আলিঙ্গন করলেন, স্তনদুগ্ধে তাঁকে অভিষিক্ত করলেন এবং বললেন, বিদায়কালে বেদব্যাস তাঁকে বলেছিলেন যে প্রয়োজনে তাঁকে স্মরণ করলেই তিনি মায়ের কাছে চলে আসবেন।

বেদব্যাস বললেন, "আমি উপস্থিত হয়েছি, আপনি আদেশ করুন, আমি আপনার প্রিয় কার্য সম্পাদন করব।" সত্যবতী বললেন, তিনি যেমন বেদব্যাসের জননী তেমনি বিচিত্রবীর্যের জননী ছিলেন। ব্যাস এবং বিচিত্রবীর্য উভয়েই তাঁর গর্ভস্থ সন্তান। সুতরাং বিচিত্রবীর্য ব্যাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তিনি রোগগ্রস্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। কিন্তু তাঁর দুই ভার্যা দেবকন্যার মতো রূপ ও যৌবনসম্পন্না। তাঁরা ধর্ম অনুসারে পুত্রকামনা করছেন। অতএব ব্যাসদেব, সেই ভ্রাতৃভার্যাদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে এই বংশ রক্ষা করুন।

সত্যবতীর আবেদন শুনে ব্যাসদেব বললেন যে, তিনি সত্যবতীর আদেশ পালন করবেন। "আমি ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের জন্য মিত্র ও বরুণ দেবতার তুল্য পুত্র উৎপাদন করব। অতএব আমার নির্দেশ অনুসারে রানিরা দুজনে এক বৎসর ব্রত পালন করুন। তারপর তাঁরা দুজনে শুদ্ধ হলে আমি তাঁদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করব। কেন না অশুদ্ধ রমণী আমার কাছে আসতে পারে না। সত্যবতী পুত্রকে বললেন, "রাজ্য অরাজক। রানিরা যাতে সদ্য গর্ভধারণ করেন, তুমি তাই করো। অরাজক রাজ্যে বৃষ্টি হয় না, দেবতা প্রসন্ন হন না, আর আমরাই বা কী করে রাজ্য রক্ষা করব। দ্বৈপায়ন, তুমি শীঘ্র রানিদের গর্ভ উৎপাদন করো; ভীষ্ম সেই সন্তানদের লালন পালন করবেন।"

বেদব্যাস বললেন, "মা যদি আমাকে অকালে পুত্র উৎপাদন করতে হয়, তবে রানিদের আমার এই বিকৃত রূপ সহ্য করতে হবে। অম্বিকাদেবী যদি আমার শরীরের গন্ধ, বেশ, রূপ এবং এই বিকৃত দেহ সহ্য করতে পারেন তবে আজই তিনি উৎকৃষ্ট গর্ভধারণ করবেন।" এই বলে ব্যাসদেব তখন অন্তর্হিত হলেন।

তখন সত্যবতী নির্জনে অম্বিকাকে ডেকে বললেন, "ভীষ্মের পরামর্শ অনুযায়ী বিনষ্ট ভরতবংশ তোমাকে পুনরায় উদ্ধার করতে হবে। তোমাকে পুত্র প্রসব করতে হবে। এই বংশের ভারবহনের জন্য উপযুক্ত পুত্র প্রয়োজন। অদ্য রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে তোমার এক দেবর তোমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করবেন। তুমি সতর্ক হয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করবে।" অম্বিকা মাতা সত্যবতীর কথায় সম্মত হয়ে মনোহর শয্যায় শয়ন করে দেবর ভীষ্মকে এবং অন্যান্য দেবর স্থানীয় কুরুবংশীয় প্রধান পুরুষকে চিন্তা করতে লাগলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে অম্বিকার জন্য নিযুক্ত ব্যাসদেব সেই কক্ষে প্রবেশ করলেন। তখন সেই গৃহে বহু দীপ জ্বলছিল। বেদব্যাসের জটা ও তামাটে দাড়ি গোঁফের স্তূপ এবং তীব্র তীক্ষ্ণ দুই চোখ দেখেই ভয়ে অম্বিকা চোখ বন্ধ করে ফেললেন। সত্যবতীর প্রিয় কার্যকারী ব্যাসদেব সেই অবস্থাতেই অম্বিকার সঙ্গে রমণকার্য শেষ করলেন। বিতৃষ্ণায় সমস্ত সময়ে অম্বিকা একবারও চোখ খুললেন না। বেদব্যাস শয়নকক্ষের বাইরে এলে মাতা সত্যবতী তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "ব্যাস এর গর্ভে গুণবান রাজপুত্র হবে তো?" উত্তরে বেদব্যাস বললেন, মা এর গর্ভে যে পুত্র সন্তান হবে, সে দশ হাজার হস্তীর তুল্য বলবান, বিদ্বান, রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ, অত্যন্ত ভাগ্যবান, উৎসাহী ও বিশেষ বুদ্ধিমান হবে। তাঁর একশত পুত্রও হবে। কিন্তু মায়ের দোষে অম্বিকার পুত্র অন্ধই হবে।" সত্যবতী ব্যাসকে বললেন যে, অন্ধ ব্যক্তি কুরুবংশের রাজা হতে পারেন না। অতএব ব্যাসদেবকে আর একটি পুত্রের জন্ম দিতে হবে

যে ভরতবংশ রক্ষা এবং পিতৃবংশের বৃদ্ধি করতে পারবে। 'তাই হবে' বলে ব্যাসদেব পুনরায় অন্তর্হিত হলেন। যথাক্রমে অম্বিকা একটি অন্ধ পুত্র প্রসব করলেন। সেই পুত্রের নাম হল ধৃতরাষ্ট্র।

সত্যবতী পুত্রবধূ অম্বালিকাকে পূর্বের মতো কথা বলে শয়নকক্ষে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিলেন। সত্যবতী আহ্বান করলে ব্যাসদেব আবার বিকৃত আকারে এসে অম্বালিকাকে ধরলেন। অম্বালিকাও তাঁর পিঙ্গলবর্ণ দাড়ি, জটা ও নয়নযুগল দেখে ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেলেন। ব্যাস তাঁকে ভীত ও পাণ্ডুবর্ণ দেখে বললেন, "সুন্দরী আমার বিকৃতমূর্তি দেখে তুমি যখন পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গিয়েছ, তখন তোমার পুত্রও পাণ্ডুবর্ণ হবে, এবং তার নাম হবে 'পাণ্ডু'।" ব্যাসদেব ঘর থেকে বাইরে এলে সত্যবতীর প্রশ্নের উত্তরে বললেন, "এই বালক যথাকালে অত্যন্ত বিক্রমশালী ও জগদ্বিখ্যাত হবে। কিন্তু মায়ের দোষে পাণ্ডুবর্ণ হবে। এই বালকের আবার মহাধনুর্ধর পাঁচটি পুত্র হবে।" এই বলে ব্যাসদেব চলে গেলেন। সত্যবতী ব্যাসের কাছে আরও একটি পুত্র চাইলে ব্যাস "তাই হবে" বলে চলে গেলেন।

সত্যবতী আবার পুত্রবধূ অম্বিকাকে ব্যাসের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। কিন্তু অম্বিকা ব্যাসের বিকট রূপ, শরীরের বিকৃত গন্ধ স্মরণ করে নিজের পরিবর্তে পরমসুন্দরী আপন দাসীকে অলংকারে সাজিয়ে দিয়ে বেদব্যাসের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ব্যাস উপস্থিত হলে সেই দাসী প্রত্যুদগমন করে অভিবাদন করলেন। ব্যাসের অনুমতিক্রমে তাঁকে পরিচর্যা ও আদর করলেন। ব্যাসও সেই দাসীকে মৌখিক অনুরাগ জানিয়ে অঙ্গস্পর্শ করে কামসম্ভোগ করে সন্তুষ্ট হলেন। বেদব্যাস সেই আনন্দমগ্না দাসীর সঙ্গে সহবাস করে ওঠার সময়ে তাঁকে বললেন, "তুমি আমার অনুগ্রহে আজ থেকে আর কারও দাসী থাকবে না।"

কোনও শ্রেষ্ঠ পুরুষের গর্ভরূপে তোমার উদরে আবির্ভাব ঘটেছে। ইনি ধার্মিক এবং জগতে সমস্ত বুদ্ধিমানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হবেন।"

বেদব্যাসের সেই পুত্রই 'বিদুর' নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন এবং মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর ভ্রাতা বলে পরিচিত ছিলেন।

স জজ্ঞে বিদুরো নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়নাত্মজঃ।
ধৃতরাষ্ট্রস্য বৈ ভ্রাতা পাণ্ডোশ্চৈব মহাত্মনঃ॥ আদি: ১০০ : ৩২॥

বেদব্যাসও অম্বিকার প্রতারণা এবং শূদ্রার গর্ভে নিজের পুত্রোৎপত্তি ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত সত্যবতীকে জানালেন।

ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কুরুবংশের প্রত্যক্ষ রক্তধারাও শেষ হল। অবশ্য তৎকালীন নিয়ম অনুযায়ী এই পুত্রেরা পরিণেতার পুত্র হিসাবে কৌরব ও বিদুর পারশব নামে পরিচিত ছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পিতা ব্যাস সত্যবতীর কানীন পুত্র। আর ভীষ্ম হলেন সত্যবতীর

সতীনের পুত্র। ভীষ্ম কৌরব বংশের কুলরক্ষক প্রহরী হিসাবে ব্যাসের একপুত্রের বংশধরদের রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ব্যাসের আর এক পুত্রের সন্তানেরা দেবতা দ্বারা নিযুক্ত হয়ে শতশৃঙ্গ পর্বতে জন্মগ্রহণ করলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ব্যাসের এক পক্ষের পৌত্রেরা অর্থাৎ কৌরবেরা ভীষ্ম দ্বারা রক্ষিত হয়ে ব্যাসের অন্য পৌত্রদের অর্থাৎ পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধের পর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। পাণ্ডবপক্ষে ছিলেন কৃষ্ণরূপী চক্রপাণি। তাই মহাভারত এক অর্থে সত্যবতীর দুই পুত্রের মধ্যে সংগ্রাম ও সংঘর্ষের কাহিনি, তার থেকেও বেশি ব্যাসদেবের বংশধরদের সংগ্রাম কাহিনি।

১৩

অভিশপ্ত পাণ্ডু

একদিন পাণ্ডু, হরিণ ও হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ মহাবনে বিচরণ করার সময় মৈথুনপ্রবৃত্ত একটি প্রধান হরিণকে দেখতে পেলেন। তিনি স্বর্ণখচিত, সুন্দর, কঙ্কপত্রযুক্ত ও শীঘ্রগামী পাঁচটি তীক্ষ্ণ শরনিক্ষেপ করে সেই হরিণ ও হরিণীকে বিদ্ধ করলেন। হরিণটি কিন্তু আসলে হরিণ ছিল না, মহাতেজস্বী ঋষিকুমার কিমিন্দম হরিণ রূপ ধারণ করে হরিণী রূপধারিণী আপন ভার্যার সঙ্গে মৈথুনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। হরিণরূপী সেই ঋষিকুমার ভার্যার সঙ্গে মিলিত অবস্থায় তিরবিদ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ বিকল ইন্দ্রিয় অবস্থায় ভূতলে পতিত হলেন। মনুষ্যজনোচিত বাক্যে তিনি বিলাপ করতে লাগলেন। তিনি মহারাজ পাণ্ডুকে বললেন, "কামার্ত, ক্রুদ্ধ, মূঢ় এবং পাপাসক্ত লোকেরাও এমন নৃশংস কাজ করে না। বুদ্ধি দৈবকে লুপ্ত করতে পারে না, কিন্তু দৈবই জীবনের বুদ্ধিলোপ করে দেয়। মহারাজ, আপনি চিরধার্মিকদের প্রধান বংশে জন্মেছেন। এই অবস্থায় আপনি কামে ও লোভে অভিভূত হলেন কেন? আপনার বুদ্ধি সৎপথভ্রষ্ট হল কেন?"

পাণ্ডু বললেন, "যে কারণে রাজাদের শত্রুবধে প্রবৃত্তি হয়ে থাকে, সেই একই কারণে মৃগবধেও প্রবৃত্তি হয়ে থাকে। সুতরাং তুমি মোহবশত মৃগয়ার নিন্দা করতে পারো না। শাস্ত্রকারগণও অকপট বেশে এবং অকপট ব্যবহারে মৃগবধ অনুমোদন করে থাকেন। সুতরাং তা রাজাদের ধর্ম। অতএব তোমার ক্রোধ হওয়া উচিত নয়। দেখো, মহর্ষি অগস্ত্য মহাবনমধ্যে যজ্ঞে প্রবৃত্ত থেকে, বন্য সমস্ত পশুকে প্রেক্ষণের মধ্য দিয়ে মৃগয়া করেছিলেন। বেদে যে ধর্ম দেখা যায়, আমি তদনুসারেই তোমাকে বধ করেছি। বিশেষত ঋষি অগস্ত্যের উদাহরণ অনুযায়ী অন্য ঋষিরাও তোমাদেব বধ করে তোমাদেব বসা দিয়ে হোম করে থাকেন।"

মৃগরূপী ঋষিকুমার বললেন. "ধার্মিক লোকেরা ফাঁক পেলেই শত্রুর প্রতি বাণক্ষেপ করেন না। উপযুক্ত সময়েই শত্রুবধ প্রশস্ত বলে মনে করেন।" পাণ্ডু বললেন. "মৃগ সাবধান হোক আর অসাবধান হোক, দেখা পেলেই রাজারা মৃগবধ করেন। তবে তুমি আমার নিন্দা করছ কেন?"

মৃগরূপী ঋষিকুমার আবার বললেন, "মহারাজ, আপনি আমাকে মৃগ বলে বধ করেছেন। আমি নিজের জীবনের জন্য আপনার নিন্দা করছি না। কিন্তু দয়া করে আমার মৈথুন সমাপ্তি পর্যন্ত আপনার অপেক্ষা করা উচিত ছিল। সকল প্রাণীর হিতকর ও সকল প্রাণীর হিতকর

অভীষ্ট মৈথুনের সময় কোন জ্ঞানী লোক মৃগকে বধ করে? মহারাজ! আমি পুত্র উৎপাদনের জন্য আনন্দে এই মৃগীর সঙ্গে মৈথুনে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। আপনি তা নিষ্ফল করে দিলেন। পৌরববংশে আপনার জন্ম, এ কাজ আপনার পক্ষে উপযুক্ত হয়নি। সকল লোকই, গুরুতর নৃশংস কাজের নিন্দা করে থাকে। কারণ তা স্বর্গের প্রতিবন্ধক এবং লোকনিন্দার কারণ। হে দেবতুল্য মহারাজ! আপনি তো স্ত্রীসুখ সম্ভোগের মর্ম জানেন এবং শাস্ত্র ও ধর্মের তত্ত্ব অবগত আছেন। এই অবস্থায় এই নরকজনক কাজ আপনার উপযুক্ত নয়। আপনি রাজা, নৃশংসকার্যকারী, পাপাচারী এবং ধর্ম, অর্থ ও কামবিহীন ব্যক্তিদের দণ্ড দেওয়াই আপনার উচিত।

"আমি বনবাসী মুনি, ফলমূলাহারী, মৃগরূপধারী, সর্বদা শান্তিপরায়ণ এবং নিরপরাধ। আপনি আমাকে বধ করেছেন, তখন আমিও আপনাকে অভিশাপ দিচ্ছি। আপনি আমাকে ও আমার ভার্যাকে বধ করেছেন, আমার বংশ লোপ করে দিয়েছেন। আপনি অসংযতচিত্ত ও কামমুগ্ধ। আপনারও এইভাবেই জীবন নাশ ঘটবে। আমি তপস্যায় অতুলনীয় 'কিমিন্দম' নামে মুনি। মানুষের মধ্যে সম্ভোগের ইচ্ছার লজ্জা অতিক্রম করতেই আমি হরিণের রূপ ধারণ করে হরিণীরূপিণী ভার্যায় সঙ্গে রমণে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম।

"আমি হরিণ রূপে হরিণদের মধ্যে নিবিড় বনে বিচরণ করছিলাম। সুতরাং আপনি আমাকে ব্রাহ্মণ বলে জানতে পারেননি। তাই ব্রাহ্মণহত্যার পাপ আপনার হবে না।

প্রিয়য়া সহ সংবাসং প্রাপ্য কাম বিমোহিতঃ।
ত্বমপ্যস্যামবস্থায়াং প্রেতলোকং গমিষ্যসি ॥ আদি: ১১২: ৩১ ॥

"তুমিও কামমুগ্ধভাবে প্রিয়তমার সঙ্গে মৈথুনে প্রবৃত্ত হয়ে সেই অবস্থাতেই প্রেতলোক গমন করবে।"—এই বলে মৃগরূপধারী সেই কিমিন্দম মুনি অত্যন্ত দুঃখিত অবস্থায় ভার্যার সঙ্গে পরলোকগমন করলেন।

কিমিন্দম মুনির পরিচয় জানার পর নিজের ভবিতব্য সম্পর্কে পাণ্ডু গভীর হতাশায় ডুবে গেলেন। দুঃখার্ত, পীড়িত চিত্তে তিনি ভার্যাদের কাছে বিলাপ করে বলেন যে, অসংযতচিত্ত, কামমুগ্ধ ব্যক্তিরা "সৎকুলে জন্মগ্রহণ করেও দুষ্কার্যের ফলস্বরূপ দুর্গতি ভোগ করে।" পাণ্ডু স্মরণ করেন তাঁর পিতাও কামুকতার জন্য বাল্য অবস্থাতেই প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর পরলোকগত পিতার ভার্যার গর্ভে সাক্ষাৎ নারায়ণ বেদব্যাস তাঁকে উৎপাদন করেছেন। সেই তিনিও বুদ্ধি বিপত্তি হেতু মৃগয়ায় গিয়ে ন্যায়বিগর্হিত কার্য করায় দেবতারা তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। সুতরাং বন্ধনের জীবন পরিত্যাগ করে বনবাস অবলম্বনের জন্য তিনি মনস্থির করলেন।

"আমি ভার্যা ও পরিজনদের পরিত্যাগ করে বৃক্ষমূলে থেকে গুরুতর তপস্যা করব। প্রিয় বা অপ্রিয় সমস্ত ত্যাগ করব। শোক করব না, আনন্দও করব না। নিন্দা-প্রশংসাকে সমান জ্ঞান করব। কারও আশীর্বাদের প্রার্থী হব না, কাউকে নমস্কার করব না। শীত এবং উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব দুঃখ সহ্য করব। সর্বদা প্রসন্নমুখে সকল প্রাণীর হিতসাধন করব। সকল প্রাণীর প্রতি নিজের সন্তানের মতো ব্যবহার করব। একবারে পাঁচ ঘর কিংবা দশ ঘরের বেশি ভিক্ষা

করব না, ভিক্ষা না পেলে উপবাস করব। ভিক্ষা পাই বা না পাই, গৃহস্থদের কাজ করব না। জীবন-মরণকে সমান দৃষ্টিতে দেখব। জীবিত মানুষ উন্নতির জন্য যে যে কাজ করে, সে সকল কাজ পরিত্যাগ করব। ধর্ম ও অর্থ ছেড়ে দিয়ে আত্মার মলরাগদ্বেষাদি নির্মূল করব। সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে, সকল বন্ধন ছিঁড়ে, বায়ুর মতো স্বাধীন থাকব। সর্বদা এইরূপ ব্যবহার করে মুক্তির পথ আশ্রয় করে দেহত্যাগ করব। মৃগমুনির অভিসম্পাতে আমার সন্তান উৎপাদনের শক্তি নষ্ট হয়েছে, সুতরাং গৃহস্থধর্ম আমার পক্ষে শোকের আকর, স্বধর্মভ্রষ্ট এবং নিতান্ত নিকৃষ্ট। পুত্র অভিলাষী যে লোক আদৃত বা অবজ্ঞাত হয়ে কাতর চোখে অন্য পুরুষের কাছে পুত্র উৎপাদন প্রার্থনা করে সে লোক কুকুরের মতো ব্যবহার করে।"

বনবাসে কৃতসংকল্প পাণ্ডুর কথা শুনে কুন্তী ও মাদ্রী বললেন, "মহারাজ, আমরা আপনার ধর্মপত্নী। সুতরাং আমাদের সঙ্গে করেই আপনি গুরুতর তপস্যার জন্য অন্য আশ্রম গ্রহণ করতে পারেন। তা হলে শরীর মুক্তির জন্য মহাফলজনক ধর্ম অবলম্বন করে স্বর্গলাভের পরও আপনি আমাদের ভর্তাই হবেন। আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়দমন করে আপনার সঙ্গে যাব এবং কামসুখ ও অন্যান্য সুখ ত্যাগ করে গুরুতর তপস্যা করব। আপনি যদি আমাদের ত্যাগ করেন, আমরা তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করব।"

পাণ্ডু বললেন, "এই ধর্মসঙ্গত বিষয় যদি তোমাদের অভিপ্রেত হয়, তবে আমি পিতা বেদব্যাসের চিরস্থায়ী সদবৃত্তির অনুসরণ করব। সুখজনক আহার পরিত্যাগ করে, বল্কল ধারণ করে ফলমূল আহার করে দিন কাটাব। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে অগ্নিতে হোম করব, ওই দুই সময়ে স্নান করব। পরিমিত আহার করে কৃষ্ণসারের চর্ম, জটা ধারণ করব। শীত, বায়ু ও রৌদ্রের কষ্ট সহ্য করব এবং ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হব না। দুষ্কর তপস্যা দ্বারা শরীর শুষ্ক করব, বন্য ফলমূল ও মন্ত্র ও জল দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণকে তুষ্ট করব। বনবাসী গৃহস্থের সঙ্গে দেখা করব না, তাঁদের অপ্রিয় আচরণ করব না। আমি বানপ্রস্থ আশ্রমের সমস্ত রীতি ক্রমে ক্রমে পালন করব।"

মহারাজ পাণ্ডু সমস্ত অলংকার উৎকৃষ্ট বস্ত্র ইত্যাদি ব্রাহ্মণদের দান করলেন। অনুচর ও ভৃত্যদের দিয়ে হস্তিনাপুরে সংবাদ পাঠালেন যে পাণ্ডু বনে থেকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন। অর্থ, বিষয়ভোগ, সুখ, স্ত্রীসম্ভোগ ইত্যাদি ত্যাগ করে স্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি বনগমন করেছেন।

অনুচরগণ অশ্রু ভারাক্রান্ত কণ্ঠে হস্তিনাপুরে গিয়ে এই সংবাদ প্রদান করল। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর বৃত্তান্ত শুনে শোকে কাতর হয়ে পাণ্ডুর কথাই চিন্তা করতে লাগলেন। বিষয়ভোগে তাঁরও বিতৃষ্ণা দেখে দিল।

পাণ্ডু সেই স্থান ছেড়ে নাগশত-পর্বতে গেলেন; সেখান থেকে চৈত্ররথ, চৈত্ররথ থেকে কালকূটে এবং কালকূট থেকে গন্ধমাদন পর্বতে গেলেন। এখান থেকে তিনি হংসকূট-পর্বতে এবং সেখান থেকে শতশৃঙ্গপর্বতে চলে যান।

শতশৃঙ্গ-পর্বতে পাণ্ডু অনুভব করলেন, তিনি যজ্ঞ করে দেব-ঋণ, বেদ-পাঠ ও তপস্যা করে ঋষি ঋণ, দয়াপ্রকাশ করে মনুষ্যঋণ পরিশোধ করেছেন। কিন্তু তাঁর পিতৃঋণ পবিশোধ

করা হয়নি। কারণ সন্তান উৎপাদন না করলে পিতৃঋণ পরিশোধ করা যায় না। পিতৃঋণ পরিশোধের চিন্তায় পাণ্ডু ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। এই সময়ে পাণ্ডু কুন্তীর মুখে শুনলেন ঋষি দুর্বাসার কুন্তীকে অভিকর্ষণ মন্ত্রদানের বৃত্তান্ত। আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন পাণ্ডু।

পাণ্ডুর ইচ্ছায় কুন্তী আহ্বান করলেন দেবধর্মকে। ধর্ম ও কুন্তীর মিলনে জন্ম হয় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের, যাঁর জীবন কাহিনি মহাভারত।

কোনও কোনও মহাভারতের চর্চাকার ঘোষণা করেছেন যে, মহর্ষি দুর্বাসা হলেন কর্ণের পিতা।

এঁরা ভুলে যান যে, মহর্ষি দুর্বাসা ধ্যানযোগে জানতে পারেন যে মানবের ঔরসে কুন্তীর সন্তান হবে না। তাই তিনি তাকে অভিকর্ষণ মন্ত্র দান করেন। দুর্বাসা কিংবা বিদুর কেউ-ই মানুষ ভিন্ন কিছু ছিলেন না। অর্থাৎ দুজনেই মানুষ ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে মিলনে কুন্তীর সন্তান হওয়া কখনও সম্ভব ছিল না। সুতরাং কর্ণকে দুর্বাসার সন্তান, অথবা বিদুরকে, যুধিষ্ঠিরের জন্মদাতা ইত্যাদি গবেষণা অর্থহীন। পিতা সূর্যদেব ও ধর্মদেব আপন আপন পুত্রের কাছে পিতৃত্ব স্বীকার করেছেন। পাণ্ডু অভিশপ্ত হওয়ার জন্যই কুন্তী ও মাদ্রীকে দেব অভিকর্ষণ করতে হয়েছিল। তাই 'অভিশপ্ত পাণ্ডু' মহাভারতের এক দুর্লভ মুহূর্ত।

১৪

ভীমসেনের জন্ম

পাণ্ডুর অনুমতিক্রমে কুন্তীদেবী মহর্ষি দুর্বাসা প্রদত্ত মন্ত্রপাঠ করে রাজা পাণ্ডুর ইচ্ছা অনুসারে দেবগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুণ্যবান ধর্মরাজকে আহ্বান করলেন। ধর্ম ও কুন্তীর মিলনে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হল। পাণ্ডু সেই ধার্মিক পুত্র লাভ করে পুনরায় কুন্তীকে বললেন, "কুন্তী লোকে বলে যে ক্ষত্রিয় জাতি বলে সর্বপ্রধান। অতএব তুমি বলে সর্বপ্রধান একটি পুত্র বরণ করে নাও।" পাণ্ডু এই আদেশ করলে কুন্তী বায়ুকে আহ্বান করলেন। তখন অত্যন্ত বলবান বায়ুদেব মৃগে আরোহণ করে এসে কুন্তীকে বললেন, "কুন্তি আমি তোমাকে কী দেব, তুমি কী চাও আমাকে বলো।"

কুন্তী সলজ্জ হাসির সঙ্গে বললেন, "দেবশ্রেষ্ঠ, বিশালদেহ এবং সকল বীরের দর্প হরণ করতে পারে, এমন একটি বলবান পুত্র দান করুন।" সেই বায়ুদেব ও কুন্তীর মিলনের ফলে ভয়ংকর পরাক্রমশালী মহাবীর ভীমসেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন তাঁকে লক্ষ্য করে এই দৈববাণী হয়েছিল, "এই বালকটি সমস্ত বলবানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হবে।" ভীমসেন জন্মগ্রহণ কালে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। জন্মের পর মাতা কুন্তী যখন ভীমসেনকে কোলে তুলে নিলেন, ভীমসেন তখন ঘুমন্ত ছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে বনের মধ্যে একটি ব্যাঘ্র প্রচণ্ড গর্জন করে উঠল। ব্যাঘ্রের গর্জনে অত্যন্ত ভীতা হয়ে কুন্তী তাঁর বুকের কাছে রাখা ভীমসেনকে ছেড়ে দিলেন। কুন্তীর মুহূর্ত অন্যমনস্কতায় তাঁর ঘুমন্ত শিশু মাতৃক্রোড় থেকে একটি পাথরের উপর পড়ে গেল। বজ্রতুল্য দৃঢ় শরীর সেই বালকটি পাথরের উপর পড়ে গেলে তার অঙ্গের আঘাত নীচের পাথরখানি শতখণ্ডে চূর্ণ করেছিল। পাথরখানি শতচূর্ণ দেখে পাণ্ডু বিস্ময়াপন্ন হলেন। চৈত্রমাসে, শুক্লপক্ষে, ত্রয়োদশী তিথিতে, বৃহস্পতির উদয়কালে, মঘা নক্ষত্রে, সিংহস্থ চন্দ্রে, দিনে, সূর্য আকাশের মধ্যবর্তী হলে এবং অষ্টম মুহূর্ত সময়ে কুন্তীদেবী অত্যন্ত সাহসী ভীমকে প্রসব করেছিলেন।

যে দিন ভীম জন্মেছিলেন, দুর্যোধনও সেই দিন জন্মেছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী শ্রীদেবেন্দ্রমোহন জ্যোতিঃশাস্ত্রী, প্রবীণ জ্যোতির্বিৎ শ্রীযুক্ত রোহিণীকান্ত বিদ্যাভূষণ, পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিৎ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের সহায়তায় যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও অর্জুনের কোষ্ঠী রচনা করেছিলেন, তাঁদের প্রণীত রাশিচক্র অনুযায়ী দেখা যায় যে (১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর প্রণীত), বন্ধনীতে প্রদত্ত তারিখ থেকে ৫১০২ (পাঁচ হাজার একশ দুই) বৎসর পূর্বে চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে দিনে ষোলো দণ্ড সময়ে মঘানক্ষত্রে ভীমসেনের জন্ম হয়েছিল (যাঁরা উৎসাহী, তাঁদের হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের মহাভারতের আদিপর্বের ১১৭ পর্বের, বিশ্ববাণী প্রকাশনী সংস্করণ ১৩০৪-১৩০৫ পৃষ্ঠা দেখে নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে)। রাশিচক্র বিচার করে তাঁরা ভীমসেনের কোষ্ঠীর ফল নিম্নানুরূপ লিখেছেন—

(১) ক্ষমাহীন, অসহিষ্ণু, ক্ষিপ্রকারী, উগ্রস্বভাব, বিশালবদন, পিঙ্গলনয়ন, স্ত্রীবিদ্বেষী, আমিষ ভোজনপ্রিয়, বন ও পর্বতবিহারী, অত্যন্ত ক্রোধী, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর, অভিমানী, মাতৃভক্ত, অল্পবুদ্ধি ও দ্বিমাতৃক হয়।

(২) মহাবিক্রমশালী।

(৩) সহোদর হতে সুখী, গর্বিত, কৃপণ, দয়াহীন ও বলবান।

(৪) উৎকৃষ্ট বন্ধুযুক্ত, বিশেষ বিদ্বান নয়।

(৫) পুত্র হয়; কিন্তু স্থায়ী হয় না।

(৬) অত্যন্ত বলবান, নিঃশেষে শত্রুনাশক এবং মাতুল ও পিতৃব্য দ্বারা বিপন্ন।

(৭) "কান্তাসুতপ্রীতি বিবর্জিতশ্চ" স্ত্রী পুত্রের প্রতি আসক্তিশূন্য।

(৮) দীর্ঘায়ু পাওয়ার পর বন বা পার্বত্যদেশে মৃত্যু।

(৯) ধার্মিক, সরল স্বভাব, গুরুজনভক্ত, শতায়ু, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, শোকদুঃখহন্তা, স্বয়ং ক্লেশ সহিষ্ণু, গর্বিত এবং কলহপ্রিয়।

(১০) পিতা ও অগ্রজ থেকে শ্রেষ্ঠ, বংশমধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী, আশ্রিত প্রতিপালক এবং প্রার্থীর প্রার্থনাপূরক।

(১১) প্রিয়বিচ্ছেদ দুঃখী, রাজমান্য, কীর্তিমান ও বীর্যবান।

(১২) মাতুল দ্বারা বিপন্ন, সদ্ব্যয়ী এবং যুদ্ধে শত্রুহন্তা হয়।

এই হল ভীমসেনের কোষ্ঠী ফল।

ভীমসেন মহাভারতের সর্বাপেক্ষা বলবান পুরুষ। তিনি যুধিষ্ঠিরের পিঠোপিঠি ভাই। শতশৃঙ্গ পর্বতে যুধিষ্ঠির খেলার সঙ্গী হিসাবে প্রথম যে মানবশিশুকে পেয়েছিলেন, তিনি ভীমসেন। বস্তুত ভীম তাঁর জীবনে দাদা ও গদা ছাড়া আর কিছুই জানতেন না।

অতি বাল্যকাল থেকেই ভীমসেনের অসাধারণ বাহুবলের পরিচয় সর্বত্র পাওয়া যায়। হস্তিনাপুরে পৌঁছেই তিনি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের মাথা ঠোকাঠুকি করে, তুলে আছাড় মেরে অতীব আনন্দ উপভোগ করতেন। দুর্যোধন ও তাঁর সঙ্গীরা একাধিক বার ভীমকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছেন। তাঁকে বিষ খাইয়ে, হাত পা বেঁধে জলের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন—আবার সাপের বিষ দিয়েছেন। কিন্তু প্রত্যেকবার ফল ভিন্ন হয়েছে। ভীমসেন আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরেছেন। কৌরবেরা পঞ্চ-পাণ্ডব ও তাঁদের মাতাকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করলে, ভীমসেন তাঁর চারভ্রাতা ও মাতাকে একাকী বহন করে নিয়ে যান।

রাক্ষস বধ ভীমসেনের একটি অত্যন্ত প্রিয় ব্যসন ছিল। বিকট দর্শন, ভয়ংকর শক্তিশালী

সমস্ত রাক্ষস ভীমসেনের হাতে পড়ে নিহত হয়েছেন। বক রাক্ষস, হিড়িম্ব রাক্ষস, কির্মীর রাক্ষস, জটাসুর সকলেই ভীমের হাতে পড়ে মৃত্যু লাভ করেছেন। মাটি থেকে বড় বড় শালগাছ উপড়ে নিয়ে হাতের লাঠি করা ভীমসেনের কাছে ছেলে-খেলার ব্যাপার ছিল। এ বিষয়ে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় অর্জুনের পাশে দণ্ডায়মান ভীমসেনের মূর্তিটি আমাদের চোখে পড়ে। সেদিন রাজসভায় হাতের কাছে অন্য অস্ত্র না থাকায় ভীমসেন একটি থাম উপড়ে নিয়েছিলেন।

স্বামী ছাড়া অন্য যে পুরুষ দ্রৌপদীকে স্পর্শ করেছে, অপমান করেছে, লাঞ্ছনা করেছে—প্রত্যেকেই ভীমসেনের হাতে মৃত্যু বরণ করেছে। একমাত্র জয়দ্রথ ছাড়া। ভগিনী দুঃশলা বিধবা হবে, এই আশঙ্কায় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ধৃত জয়দ্রথকে মুক্তি দিতে বলেছিলেন। অত্যন্ত অনিচ্ছায় ভীমসেন জয়দ্রথকে মুক্তি দেন। কিন্তু তার পূর্বে অর্ধচন্দ্র বাণে জয়দ্রথের মাথা ইতস্তত কামিয়ে পাঁচচূড়া সাতচূড়া করে ছেড়ে দেন।

বিরাট রাজসভায় কীচক দ্রৌপদীর অসম্মান করলে ভীমসেন কীচক ও তাঁর একশো পাঁচভ্রাতাকে বধ করেন। দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করার অপরাধে তিনি দুঃশাসনকে বধ করেন ও তার বক্ষোরক্ত পান করেন। দ্রৌপদীকে বাম উরু দেখানোর অপরাধে তিনি দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করেন। ধৃতরাষ্ট্রের একশো পুত্র ভীমের হাতে নিহত হন।

যে কোনও দুরূহ কার্যে দ্রৌপদীর সর্বাপেক্ষা বড় সহায় ছিলেন ভীমসেন। সহস্রদল পদ্ম সংগ্রহ করতেও দ্রৌপদী ভীমসেনকেই অনুরোধ করেছিলেন। স্ত্রী-জাতি সম্পর্কে ভীমসেনের স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল না। যদিও তিনি চারটি স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন। পুত্র ঘটোৎকচের বীরত্ব সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন গর্ব হয়তো ছিল, কিন্তু ভীম প্রকাশ করেননি। হিড়িম্বার প্রেম লাভ ভীমসেনের জীবনের এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। এই রাক্ষসী নারী জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁর শপথ পালন করেছেন।

ভীমসেন ভ্রাতাদের ও মাতাকে ভালবাসতেন। তাঁর মতো কঠিন মানুষের হৃদয়ে এত কোমল অনুভূতি প্রত্যাশিত ছিল না। তবুও তা নহুষের কাছে, হনুমানের কাছে প্রকাশিত হয়েছে।

ভীমসেন অপ্রতিরোধ্য। শত্রুপক্ষে সকলেই তাঁকে ভয় করতেন। সেই ভীমসেনও কর্ণের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। অবশ্য রাজসূয় যজ্ঞের সময়ে ভীম অঙ্গদেশ জয় করেছিলেন। অঙ্গরাজ কর্ণ ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে পরাজিত হন, পালিয়ে যান ও করদান করতে বাধ্য হন। সুতরাং কর্ণের সঙ্গে তাঁর ঋণ শোধ হয়েছিল। কিন্তু তিনটি ক্ষেত্রে ভীমসেন সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েছিলেন। যদিও তা তাঁর পক্ষে লজ্জার কারণ হয়নি। হনুমান তাঁকে দিয়েছিলেন বিচিত্র জ্ঞান, দেখিয়েছিলেন আপনার দিব্য রূপ, দিয়েছিলেন অপরিসীম শক্তি।

পূর্বপুরুষ সর্পরূপী, নহুষের কাছে তিনি অসহায়ের মতো বন্দি হয়েছিলেন। তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির। যক্ষরূপী বকের আদেশ অগ্রাহ্য করতে গিয়ে তিনি মৃত্যুলাভ করেন। সেক্ষেত্রেও তাঁকে উদ্ধার করেন ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির।

যুধিষ্ঠির ভীমকে ভালবাসতেন (অন্তত ভীমসেনের দাবি তাই এবং সে দাবি যুধিষ্ঠির অস্বীকার করেননি)। যদিও দাদার সর্বদা ধর্মপ্রাণতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। কৃষ্ণও

যুধিষ্ঠিরকে ভীমসেনের প্রতি তাঁর প্রীতি স্মরণ করিয়ে বলেছেন যে, অশ্বত্থামার কাছে ব্রহ্মশির' অস্ত্র আছে। তাই প্রিয় ভ্রাতা ভীমসেনকে পাঠানো যুধিষ্ঠিরের উচিত হয়নি। বনবাসের তেরো মাসকেই তেরো বছর ধরে নিয়ে তিনি কৌরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যুধিষ্ঠিরকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছিলেন।

ভীমসেন শুধু খেতে ভালবাসতেন না, তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভোজনপটু, তাঁর ভোজনের জন্য দ্বৈতবন প্রায় মৃগশূন্য হয়ে গিয়েছিল। এই অত্যন্ত ভোজনপ্রিয়তার কারণেই ভীমসেনের মৃত্যু হয়। ভীমসেনের জন্ম মহাভারতের এক অতি দুর্লভ মুহূর্ত।

১৫
অর্জুনের জন্ম

ভীমসেনের জন্মগ্রহণের পর, পাণ্ডু পুনরায় চিন্তা করলেন— "লোকশ্রেষ্ঠ এবং বীরশ্রেষ্ঠ আমার আর একটি পুত্র কী প্রকারে হতে পারে?

দৈবে পুরুষকারে চ লোকোহয়ং সম্প্রতিষ্ঠিতঃ।
তত্র দৈবন্তু বিধিনা কালযুক্তেন লভ্যতে ॥ আদি : ১১৭ : ২৪ ॥

"এই জগৎ দৈব ও পুরুষকার— এই দুয়ের উপর নির্ভর করে রয়েছে; তার মধ্যে পুরুষকার দ্বারাই যথাসময়ে দৈব পাওয়া যায়।

"আমরা শুনেছি যে, ইন্দ্রদেব দেবরাজ এবং তাঁদের মধ্যে প্রধান; আর, তার বল ও উৎসাহের শেষ নেই এবং তেজ ও সাহস অসাধারণ। তপস্যা দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করে একটি মহাবীর পুত্র লাভ করব। কেন না, তিনি আমাকে যে পুত্র দান করবেন, সে পুত্র বীরশ্রেষ্ঠই হবে। সে পুত্র যুদ্ধে মানুষ ও অসুরদের বধ করবে; অতএব কার্য, মন ও বাক্য দ্বারা গুরুতর তপস্যা করব।"

তারপর পাণ্ডু মহর্ষিগণের সঙ্গে পরামর্শ করে কুন্তীকে এক বৎসর যাবৎ একটি মাঙ্গলিক ব্রত করবার জন্য আদেশ দিলেন। পাণ্ডু নিজে অত্যন্ত একাগ্রতার সঙ্গে ঘোরতর তপস্যা করতে থাকলেন। তিনি এক চরণে অবস্থান করে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রসন্নতা কামনায় কুন্তীর সঙ্গে কঠিন তপস্যায় রত হলেন। বহুকাল পরে, ইন্দ্র এসে তাঁকে বললেন, "আমি তোমাকে এমন একটি পুত্র দান করব যে, সে ত্রিভুবন বিখ্যাত হবে, ব্রাহ্মণ গোরু ও বন্ধুবর্গের কার্য সাধন করবে, শত্রুগণের শোক জন্মাবে এবং সমস্ত আত্মীয়ের আনন্দ উৎপাদন করবে।" দেবরাজ কুরুরাজ পাণ্ডুকে এই কথা বলে অন্তর্হিত হলেন।

ধর্মরাজ পাণ্ডু দেবরাজের ওই কথা স্মরণ করে কুন্তীকে বললেন, "কল্যাণী দেবরাজ সন্তুষ্ট হয়েছেন; সুতরাং ভাবী ফল ভালই হবে। তিনি আমাকে ইচ্ছানুরূপ পুত্র দান করতে ইচ্ছা করেছেন; অতএব সুন্দরী, তুমি এমন একটা পুত্র উৎপাদন কর যে, সে অলৌকিক কার্য করতে পারে, যশস্বী, শত্রুদমনকারী, নীতিজ্ঞ, উদারচেতা, সূর্যের তুল্য তেজীয়ান, অন্যের অজেয়, সৎক্রিয়ান্বিত, অদ্ভুতাকৃতি এবং ক্ষত্রিয়তেজের একমাত্র আশ্রয় হয়। আমরা যখন দেবরাজের অনুগ্রহ লাভ করেছি তখন তাঁকেই তুমি আহ্বান করো।"

এবমুক্তা ততঃ শক্রমাজুহাব যশস্বিনী।
অথাজগাম দেবেন্দ্রো জনয়ামাস চার্জুনম্ ॥ আদি : ১১৭ : ৩৮ ॥

পাণ্ডু এই কথা বললে, কুন্তী ইন্দ্রকে আহ্বান করলেন। তারপর ইন্দ্র আসলেন এবং কুন্তীর গর্ভ উৎপাদন করলেন।

ফাল্গুন মাসে, দিনের বেলায় পূর্বফাল্গুনী ও উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রের সন্ধিক্ষণে একটি বালক জন্মগ্রহণ করল। ফাল্গুনমাসে ও ফাল্গুনী নক্ষত্রে জন্মেছিল বলে ওই বালকটির নাম রাখা হয়েছিল—ফাল্গুন।

এই বালকটির জন্মমাত্র আকাশ মণ্ডল শব্দিত করে মহাগম্ভীর স্বরে এক দৈববাণী হল। সেই দৈববাণী কুন্তীকে সম্বোধন করে সেই আশ্রমবাসী সমস্ত প্রাণীর সমক্ষে সুস্পষ্টভাবে এই কথা বলল, "কুন্তী তোমার এই পুত্র কার্তবীর্যার্জুনের তুল্য তেজস্বী, শিবের তুল্য পরাক্রমী এবং ইন্দ্রের তুল্য অজেয় হয়ে তোমার যশ বিস্তৃত করবে। বামনরূপী নারায়ণ যেমন অদিতির আনন্দ বর্ধন করেছিলেন, নারায়ণের তুল্য এই বালকটিও তোমার আনন্দ বর্ধন করবে। এই বালক যথাক্রমে মদ্র, কুরু, সোমক, চেদি, কাশী ও করুষদেশীয় রাজগণকে বশে এনে কুরুবংশীয় রাজলক্ষ্মীকে বর্ধিত করবে। অগ্নিদেব এঁরই বাহুবলে খাণ্ডববনে সমস্ত প্রাণীর মেদভক্ষণ করে অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করবেন। এই বালক ভ্রাতৃগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে, প্রধান প্রধান রাজাকে জয় করে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করবে। কুন্তী! বলবানের মধ্যে তোমার এই পুত্র পরশুরামের তুল্য উৎসাহী এবং বিষ্ণুর তুল্য পরাক্রমী হয়ে অত্যন্ত যশস্বী হবে। এই বালক যুদ্ধে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করবে এবং তাঁর কাছ থেকে পাশুপত অস্ত্র লাভ করবে। তোমার এই পুত্র ইন্দ্রের আদেশে দেবদ্বেষী নিবাতকবচ নামক দৈত্যগণকে বধ করবে। আর তোমার এই পুত্র সকল দিব্য অস্ত্র লাভ করবে এবং তাতেই সর্বপ্রকারে পুরুষ প্রধান হয়ে শত্রুকর্তৃক অপহৃত রাজলক্ষ্মীকে পুনরায় উদ্ধার করবে।"

এই পুত্রের জন্ম হলে কুন্তী এই অদ্ভুত দৈববাণী শুনতে পেলেন। সেই দৈববাণী শুনে শতশৃঙ্গবাসী তপস্বীগণ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। আকাশে বিমানারোহী ইন্দ্রাদি দেবগণের তুমুল দুন্দুভি ধ্বনি হতে থাকল, সেই বিশাল শব্দ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি হল। আর দেবগণ, সর্পগণ, গরুড়াদি পক্ষিগণ, গন্ধর্বগণ, অপ্সরাগণ, সকল প্রজাপতি, সপ্তর্ষিগণ অর্জুনের স্তব করতে লাগলেন। ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ এবং সূর্য অস্ত গেলে যিনি উদিত হন, মাহাত্ম্যশালী সেই অত্রিও সেখানে এলেন। মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষপ্রজাপতি, অন্যান্য গন্ধর্বগণ ও অপ্সরাগণ সেখানে এলেন। স্বর্গীয় মাল্য ও বস্ত্রধারী এবং সমস্ত অলংকারে অলংকৃত অপ্সরাগণ অর্জুনকে লক্ষ্য করে গান ও নাচ করতে লাগল। মহর্ষিরা সেখানে সকল দিকে থেকে বালকের মঙ্গলের জন্য ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগলেন এবং মনোহর মূর্তি তুম্বুক অন্যান্য গন্ধর্বের সঙ্গে পূর্বেই সেখানে এলেন।

ভীমসেন, উগ্রসেন, উর্নায়ু, অনঘ, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, পূর্ণবর্চা, যুগপ, তৃণপ, কাঞ্চি, নন্দি, চিত্ররথ, শালিশিবা, পর্জন্য, কলি, নারদ, ঋত্বা, বৃহত্বা, বৃহক, করাল, ব্রহ্মচারী, অত্যন্ত

বিখ্যাত সুবর্ণ, বিশ্বাবসু, ভূম্যনু, সচন্দ্র, শরু, মধুর গান কারী হা-হা ও হু-হু—এই সকল গন্ধর্ব সেখানে গান গাইতে লাগল।

সমস্ত অলংকারে অলংকৃতা আয়তনয়না ভাগ্যবতী অপ্সরারা সেখানে নৃত্য ও গীতে প্রবৃত্ত হল। অনুচানা, অনবদ্যা, গুণমুখ্যা, গুণাবরা, অদ্রিকা, সোমা, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, মরীচি, শুচিকা, বিদ্যাপর্ণা, তিলোত্তমা, অম্বিকা, লক্ষণা, ক্ষেমা, দেবী, রম্ভা, মনোবর্মা, অসিতা, সুবাহু, সুপ্রিয়া, সুবপু, পুণ্ডরীকা, সুগন্ধা, সুরসা, প্রমাথিনী, কাম্য, সারস্বতী—এই আটাশ জন অপ্সরা সেখানে সম্মিলিতভাবে নৃত্য করতে লাগল। আর মেনকা, সহজন্যা, কর্ণিকা, পুঞ্জিকস্থলা, ঋতুস্থলা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, পূর্বচিত্তী, উম্লোচা, প্রম্লোচা এবং উর্বশী—এই আয়তনয়না অপ্সরারা গান গাইতে লাগল। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন এগারোজন।

ধাতা, অর্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান, পূষা, মঙ্গলজনক ত্বষ্টা, পর্জন্য ও বিষ্ণু— এই বারোজন আদিত্য তৃতীয় পাণ্ডবের অভিনন্দনার্থ উপস্থিত হয়ে, তাঁর মহিমা বর্ধন করতে থেকে আকাশে অবস্থান করতে লাগলেন। মৃগব্যাধ, সর্প, নির্ঋতি, অজৈক পাদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, কপালী, স্থাণু ও ভগ—এই এগারোজন রুদ্র সেখানে এসে অবস্থান করতে লাগলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অষ্ট বসু, ঊনপঞ্চাশ বায়ু, বিশ্বদেবগণ ও সাধ্যগণ সেখানে উপস্থিত হলেন।

কর্কোটক, অনন্ত, বাসুকি, কচ্ছপ, কুণ্ড, তক্ষক প্রভৃতি তপস্বী, অত্যন্ত ক্রোধী ও অত্যন্ত বলবান নাগ ও অন্যান্য বহুতর নাগ সেখানে অবস্থান করতে লাগলেন। তার্ক্ষ, অরিষ্টনেমি, গরুড়, অসিতধ্বজ, অরুণ ও আরুণি—বিনতার এই সন্তানগণও সেখানে উপস্থিত হলেন। স্বর্গবাসী লোকেদের মধ্যে অনেকে বিমানে ও পর্বতের উপর অবস্থান করছিলেন কেবল তপসিদ্ধ মহর্ষিরাই তা দেখতে পেলেন। তপসিদ্ধ মহর্ষিরা এই আশ্চর্য ঘটনা দেখে বিস্মিত হয়ে অর্জুনের জন্মগ্রহণে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করলেন।

ভীমসেনের মতো অর্জুনেরও জন্মপত্রিকা রচিত হয়েছে। (ভীমসেনের জন্ম দ্রষ্টব্য)। কোষ্ঠী ও রাশিচক্রের বিচার অনুযায়ী অর্জুনের কোষ্ঠীর ফল নিম্নানুরূপ :-

১। সাধুজন সংসর্গপ্রিয়, বিনয়ী, বলবান, দয়ালু, দেবদ্বিজভক্ত, দাতা, লোকমান্য অতিধীর, বিদেশগামী, সাহসী, রণপ্রিয়, শত্রুহন্তা হয়।

২। রাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ধনবান, দীর্ঘজীবী, সৎকার্যপরায়ণ এবং সুদৃঢ় দেহের অধিকারী।

৩। (বশিষ্ঠজাতকমতে কল্পবৃক্ষ যোগ ও তার ফল) অসাধারণ প্রতাপশালী, যুদ্ধবিশারদ এবং যোদ্ধা বলে বিখ্যাত হন। আর, এঁর স্ত্রী সর্বগুণ সম্পন্না হন।

৪। সর্বপ্রকার বিদ্যায় অধিকারী, সর্বপ্রকার যানচর্যায় সুনিপুণ ও মাতৃকুলের সুখজনক হয়। আর, স্ত্রী বান্ধবপক্ষ দ্বারা বিশেষ সাহায্য লাভ করে।

৫। অসাধারণ গুণসম্পন্ন বীরপুত্র লাভ করে। আবার সেই পুত্রের মৃত্যুতে দারুণ শোক পায়; কিন্তু বংশহীন হয় না।

৬। ব্রাহ্মণ প্রবল শত্রু হয়, আরও বহু শত্রু হয়, পরে সেই শত্রু সমূলে বিনষ্ট হয়।

৭। (সর্বার্থচিন্তামণি এই মতে) উৎকৃষ্ট বহু স্ত্রী লাভ করে।

৮। বন ও পর্বতচারী হয়, পরিশেষে পার্বত্যপ্রদেশে এর মৃত্যু ঘটে।

৯। (কুণ্ডলীকল্পতরু মতে) তীর্থচারী, পবিত্র স্বভাব, স্বধর্মপরায়ণ এবং জগদ্বিখ্যাতকীর্তি হয়ে থাকে। (জাতকাভরণ মতে) অতিথি, গুরু এবং দেবতা অর্চনাপরায়ণ ও মুনিব্রতাবলম্বী আর (বৃহস্পাতক মতে) বহু গুণশালী, নিরহংকার ও উৎকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন হয়।

১০। (জ্যোতিষ কল্পবৃক্ষ মতে) শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ও মনুষ্যপ্রধান (বৃহৎপরাশরীর মতে), সমস্ত রাজন্যকর্তৃক সম্মানিত এবং অল্প বয়সে অকস্মাৎ পিতৃবিয়োগে অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়।

১১। (বৃহজ্জাতক মতে কেমদ্রুমযোগ ও তাহার ফল) বিদেশবাসী, অর্থাভাবে অত্যন্ত কষ্টভোগী, অন্যের আনুগত্যকারী এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতার বিশেষ অনুগত হয়।

১২। কোনও ভার্যা এঁর প্রতি শত্রুতা আচরণ করে এবং তাতে এঁর পরাভব ঘটবে।)

জন্ম হল ভারতবর্ষের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অতিরথের। মানবীর গর্ভে দেবতার সন্তান আবির্ভাব আমরা আগেও দেখেছি। কিন্তু এত মাতামাতি পূর্বে কখনও দেখিনি। আকাশ বাতাস, জলধি-পর্বত ভূমি অন্তরীক্ষ—সর্বত্রই আনন্দের উচ্ছ্বাস। মুনিগণ ঋষিগণ বসু-সাধ্য গন্ধর্ব কিন্নর রুদ্র আদিত্য—সকলেই ছুটে এসেছেন নবজাতককে বরণ করতে। গরুড়-নাগ পরস্পর বৈরিতা ত্যাগ করে উপস্থিত হয়েছে দেবরাজ ইন্দ্রের মানব সন্তানের জন্ম মুহূর্তের সাক্ষী হতে।

কী তৃপ্ত, আনন্দিত দেবরাজ ইন্দ্র। তিনি সকল দেবতাকে আহ্বান করেছেন তাঁর সন্তানকে দেখতে। প্রকৃতির আদরের দুলাল অর্জুন। সকল দেবতার (সূর্যদেব বাদে) অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। গুরু দ্রোণাচার্যের তিনি পুত্র অপেক্ষা প্রিয় শিষ্য। ভীষ্মের মতে তাঁর মতো বীর পৃথিবীতে পূর্বে ছিল না, বর্তমানে নেই, ভবিষ্যতেও হবে না। আমরা জানব তিনি পূর্বে ছিলেন নর-ঋষি। তাঁর সখা স্বয়ং নারায়ণ। পিতার স্নেহধন্য অর্জুন। অথচ জীবনের সর্বপ্রথম বিরাট যুদ্ধ তাঁর পিতৃদেবের বিরুদ্ধেই। অসুস্থ অগ্নিদেবকে সহায়তা করলেন কৃষ্ণ ও অর্জুন। পিতা ইন্দ্র দেবকুলের সঙ্গে অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে পরাজিত হলেন। কিন্তু তাতে পিতা অধিক সন্তুষ্টই হলেন। গোটা মহাভারত জুড়ে অর্জুনের প্রতি পিতা ইন্দ্রের স্নেহময় পিতৃ-ভূমিকা আমাদের মুগ্ধ করে। সন্তানকে জগতের শ্রেষ্ঠ বীর করতে তিনি তাঁকে পথি-প্রদর্শন করেছেন। দেব মহেশ্বরের সাক্ষাৎ পাওয়ার উপায় বলেছেন। অর্জুন সেই উপদেশ পালন করে মহাদেবের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। পেয়েছেন আশীর্বাদ সহ তাঁর পাশুপত অস্ত্র। পাশুপত-অস্ত্র লাভের পর ইন্দ্র তাঁকে দিয়েছেন প্রয়োগসহ সকল দিব্যাস্ত্র। পুত্র দেবতাদের অপ্রিয় কালকেয় বধ ও নিবাত কবচ অসুর বধ করে ফিরলে রক্তমাংসের পিতার মতো তাঁকে আদর করেছেন। নিজের আসনের অর্ধে বসতে দিয়েছেন। পুত্রের ভোগের বয়স হয়েছে ভেবে উর্বশীকে তাঁর ঘরে যেতে বলেছেন। পুত্রের বিরুদ্ধ একমাত্র শক্তি নিজে হরণ করেছেন। একেবারে স্নেহময় পার্থিব পিতার ভূমিকা ইন্দ্রের। এই মানব-পুত্রটিকে নিয়ে দেবরাজের অসাধারণ গর্ব ছিল। তখনই দেবরাজের প্রতি পাঠকের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আরও অনেক বেড়ে যায়, যখন দেখা যায় অর্জুনের নিঃসঙ্গ মৃত্যুর সময়ে— যাঁর জন্মের সময়ে গোটা প্রাণীজগৎ আনন্দে মুখর হয়েছিল— সেই অর্জুন মৃত্যুমুখে পতিত হলেন পার্বত্যদেশে অসহায় নিঃসঙ্গ অবস্থায়। এই অবস্থায় ইন্দ্র কিন্তু এলেন না। দৈব-বিচারেই তিনি বুঝেছিলেন

অর্জুনের পতন তাঁর অন্তঃস্থিত অহমিকায়। সে শাস্তি তাঁকে পেতেই হবে। ইন্দ্র সব দেবতাকে অর্জুনকে অস্ত্রদানে সম্মত করাতে পেরেছিলেন, একমাত্র সূর্য ছাড়া। সূর্যের এই মানবিক বৈরিতাও আমরা সমর্থন করতে পারি।

অর্জুনের প্রথম দৈবী সহায়তা লাভ অগ্নিদেবের কাছ থেকে। গাণ্ডিব ধনু দেবদত্ত শঙ্খ, দুই অক্ষয় তূণীর অগ্নিদেব দিয়েছিলেন অর্জুনকে। কৃষ্ণকে দিয়েছিলেন পাঞ্চজন্য শঙ্খ এবং সুদর্শন চক্র। এগুলি সব অগ্নিদেব দিয়েছিলেন বরুণদেবের কাছ থেকে। অর্জুনের সহায়তায় অগ্নিদেব নীরোগ হলেন। সেই অগ্নিদেব এতখানি উপকারী মানুষটির মাতাকে যখন গ্রাস করলেন, তখন সেই অব্যর্থ দৈবী বিচারের প্রতি শ্রদ্ধা জাগে। যে বরুণদেব দিলেন সুদর্শন চক্র। তিনিই গ্রাস করলেন দ্বারকা নগরী। মহাপ্রস্থানের পথে অগ্নিদেব অত্যন্ত ঋজু ও স্পষ্ট গলায় অর্জুনের কাছে দাবি করলেন গাণ্ডিব ধনু ও অক্ষয় তূণীর। বললেন— পৃথিবীর প্রয়োজন তাঁর শেষ হয়েছে।

গুরু দ্রোণাচার্যকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন অর্জুন। বস্তুত যুধিষ্ঠিরের অর্ধ-সত্য উচ্চারণের কিছু দায়িত্ব অর্জুনের। অর্জুন, যিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর— তিনি দ্রোণাচার্যকে থামাবার কোনও চেষ্টাই করেননি। নিষ্ক্রিয় হয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন। যে কৃষ্ণ যুদ্ধের চতুর্থ দিনেই ভীষ্মের দিকে সুদর্শন চক্র নিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন। তিনিও দ্রোণাচার্যের ব্রহ্মাস্ত্রে সাধারণ সৈন্যরা নির্বিচারে নিহত হচ্ছেন দেখে, তাঁর দিকে ধেয়ে গেলেন না, যুধিষ্ঠিরকে অনুরোধ করলেন অশ্বত্থামা নিহত এই সংবাদ দিতে। একথা স্পষ্ট দ্রোণাচার্য, অর্জুন অথবা কৃষ্ণকে, সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ব্যক্তি মনে করতেন না। যুধিষ্ঠির পাণ্ডবপক্ষের রাজা। তিনি নির্বিচারে আপন সৈন্যদের মৃত্যু দেখতে পারেন না। তাই তিনি আপন রথকে নামিয়ে আনলেন ধরণীতে। কিন্তু এই ঘটনায় তিনি কোনও মতেই ছোট হয়ে যাননি।

অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে ঈশ্বরের মতো ভক্তি করতেন। তিনি ছিলেন যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতাশ্চ শিষ্যশ্চ। যুধিষ্ঠিরের প্রতিটি সিদ্ধান্ত তিনি সমর্থন করেছেন এবং সমর্থন করেছেন শাস্ত্র বচন অনুযায়ী। শুধুমাত্র যুদ্ধজয়ের পর যুধিষ্ঠির রাজ্যগ্রহণে অস্বীকার করলে, অর্জুন তা সহ্য করতে পারেননি। তিনি ক্ষত্রিয়, শত্রুবিজয়ের পর সিংহাসন আরোহণ তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের শোক অনুভবের সামর্থ্য তাঁর ছিল না। ওই জাতীয় যুদ্ধ যে জয়-পরাজয়কে সমার্থক করে দেয়— বিশ্বব্যাপী পড়ে থাকে এক শূন্যতা, তা বোধ করার শক্তি অর্জুনের ছিল না। যেমন অর্জুন সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলেন যুদ্ধের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখে। অর্জুন উপলব্ধিই করতে পারেননি বনবাসের শেষ দিনে যক্ষরূপী বকের নিষেধ অগ্রাহ্য করার ফলে তাঁর মৃত্যুর তাৎপর্যকে। জীবনে বাধ্যতারও যে প্রয়োজন আছে, সর্বত্র গাণ্ডিব তুলে— "আমি অর্জুন" এই ঘোষণায় যে সবসময় শুভ হয় না, অর্জুন কোনও দিনই তা বোঝেননি।

অভিমন্যুকে পিতা অর্জুন ভালবাসতেন। কিন্তু জয়দ্রথের মৃত্যুর পর অভিমন্যুর কথা অর্জুন আর স্মরণ করেননি। তিনি মেনে নিয়েছিলেন, ক্ষত্রিয়ের পুত্র রণক্ষেত্রে নিহত হয়েছে। এই তো স্বাভাবিক। কিন্তু অভিমন্যুর মৃত্যু যুধিষ্ঠিরকে অনেক বেশি আঘাত করেছিল। আর, অর্জুনের জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞাও যুধিষ্ঠির মানতে পারেননি। "অর্জুন

অল্প-কারণে জয়দ্রথের বধের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আমি সন্তুষ্ট হইনি। কারণ, তাঁর প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিত ছিল, দ্রোণ কিংবা কর্ণবধের।" দ্রোণের সঙ্গে অর্জুন কখনও সমস্ত কৌশল, দক্ষতা নিয়ে যুদ্ধ করেননি— সম্ভবত একলব্যের গুরুদক্ষিণার কথা স্মরণ রেখেই।

অর্জুন অসাধারণ যোদ্ধা ছিলেন। একক যুদ্ধে তিনি খাণ্ডবদাহনের সময় দেবরাজ সমেত দেবগণকে, গো-বধ হরণের সময় বৃহন্নলারূপে সমস্ত কৌরব পক্ষকে, কালকেয় ও নিবাত-কবচ অসুরগণকে, এমনকী তিনি পিনাকপাণি শিবের সঙ্গে (অবশ্য না জেনে) যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে দ্বিধা করেননি। কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনকে কোনও অসাধ্য সাধন করতে হয়নি। শিখণ্ডীর পিছনে থেকে ভীষ্মকে, সুষর্মা সমেত সংশপ্তককে, জয়দ্রথকে আর কর্ণকে নিধন করেছিলেন অর্জুন এবং অবশ্যই ভগদত্তকে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই কৃষ্ণ দিয়েছিলেন অকৃত্রিম সহায়তা। অন্তত যুদ্ধক্ষেত্রে চারবার অর্জুনকে রক্ষা করেছিলেন তিনি। বিপক্ষের অন্যান্য প্রধান বীরদের হত্যা করেছিলেন ভীমসেন, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন। শল্যকে নিধন করেছিলেন যুধিষ্ঠির। দূত সঞ্জয়ের কাছে যে দৃপ্ত আত্মঘোষণা করেছিলেন অর্জুন "আমি এক রথে এক দিনে সম্পূর্ণ কৌরবপক্ষকে ধ্বংস করব।" তা তিনি পারেননি এবং তাই তার পতনের কারণ হয়েছিল। আত্ম-অহমিকার দোষ কাউকেই ছাড়ে না। অর্জুনকেও ছাড়েনি।

অর্জুন চির ভ্রাম্যমাণ। ব্যাসদেব বলেছিলেন, অর্জুনের পায়ের গুলি খুব মোটা। তাই ওকে চিরকাল এত ঘুরতে হয়। ভ্রাতারা শুনে হেসেছিলেন।

অর্জুন চিরদিন রমণীরঞ্জন। মেয়েরা তাকে ভালবেসেছেন। অর্জুনও তার ভ্রাম্যমাণ জীবনের ক্ষণের অবসরে অস্থায়ী বাসরঘরে প্রবেশ করেছেন।

কেউ কেউ মনে করেন সূর্যপুত্র কর্ণ অর্জুনের থেকে বড় বীর ছিলেন। একথা কখনই সত্য নয়। পরশুরামের কাছে পাওয়া কর্ণের শেষ পাওয়া—তাও অভিশাপের সঙ্গেই, অর্জুনের তখনও যথার্থ পাওয়া শুরুই হয়নি। খাণ্ডব দাহন মুহূর্ত থেকে অর্জুনের পাওয়া শুরু। পেলেন গাণ্ডিব ধনু, দেবদত্ত শঙ্খ, দুই অক্ষয় তূণীর। ব্যাসদেব 'প্রতিস্মৃতি' মন্ত্র দিলেন যুধিষ্ঠিরকে। যুধিষ্ঠির শেখালেন অর্জুনকে। সেই মন্ত্র জপ করতে করতে অর্জুন সাক্ষাৎ পেলেন পিনাকপাণি শিবের, পেলেন পাশুপত, দেবতারা দিলেন সব দিব্য অস্ত্র। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দিন স্বয়ং পিনাকপাণি শিব এবং চিরসখা কৃষ্ণ, যিনি স্বয়ং নারায়ণ, ব্যতীত অর্জুনের তুল্য ধনুর্ধর স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে দ্বিতীয় ছিলেন না।

১৬

গান্ধারীর শতপুত্র প্রসব

নিয়তি-তাড়িত পাণ্ডু সঙ্গমরত হরিণরূপী কিমিন্দম মুনির জীবননাশ করলেন, মৃত্যুপথযাত্রী কিমিন্দম মুনি পাণ্ডুকে অভিসম্পাত দিলেন, "মহারাজ, তুমি না জেনে আমাকে হত্যা করেছ। কাজেই ব্রহ্মহত্যার পাপ তোমাকে স্পর্শ করবে না। আমি সঙ্গমরত অবস্থায় ছিলাম। চূড়ান্ত সম্ভোগ সুখ মুহূর্তে তুমি আমাকে হত্যা করেছ। পরম পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও এ কাজ করে না। সে চূড়ান্ত সম্ভোগ সুখ অনুভব করতে দেয়। মনুষ্য সমাজে জনাকীর্ণ স্থানে আপন রূপে স্ত্রীকে সম্ভোগ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই হরিণের রূপ ধারণ করে আমি আমার হরিণীরূপিণী স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম। তুমি আমাকে চূড়ান্ত সম্ভোগ সুখও অনুভব করতে দাওনি, আমার বংশধরের জন্ম সম্ভাবনাও বিনষ্ট করে দিয়েছ। আমি অভিসম্পাত দিচ্ছি যে, তুমিও তোমার স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম মুহূর্তে প্রাণত্যাগ করবে।"

কিমিন্দম মুনির অভিসম্পাতে পাণ্ডুর সংসার-আসক্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হল। তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত কুন্তী ও মাদ্রীকে জানিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন। কুন্তী ও মাদ্রী তাঁর অনুগামিনী হলেন। দীর্ঘকাল বনে বনে ঘুরে পাণ্ডু শতশৃঙ্গ পর্বতে উপস্থিত হলেন। তিনি অনুভব করলেন তাঁর দেবঋণ, ঋষিঋণ ও মনুষ্যঋণ পরিশোধ হয়েছে, কিন্তু পিতৃঋণ শোধ হয়নি। পুত্র উৎপাদন না করলে পিতৃঋণ পরিশোধ হবে না। তাই পাণ্ডু পুত্র লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তিনি ক্ষেত্রজ পুত্রলাভের জন্য কুন্তীকে অনুরোধ জানালেন। কুন্তী লজ্জার সঙ্গে পাণ্ডুকে জানালেন তাঁর কুমারী জীবনের সেই আশ্চর্য মন্ত্র লাভের কাহিনি। যে মন্ত্র কুন্তীকে দান করেছিলেন মহর্ষি দুর্বাসা তাঁর অপরিসীম সশ্রদ্ধ-সেবার আশীর্বাদরূপে। কুন্তী তাঁর কানীন পুত্র লাভের কথা পাণ্ডুকে জানাননি। শুধু জানিয়েছিলেন যে তিনি মন্ত্র উচ্চারণ করলে যে কোনও দেবতা তাঁর সন্তান উৎপাদনের জন্য আবির্ভূত হবেন। শুনে পাণ্ডু অত্যন্ত প্রীতিলাভ করলেন। তিনি কুন্তীকে বললেন যে, ধর্ম সর্বাপেক্ষা নিরপেক্ষ দেবতা। তিনি সত্য, তিনি নিত্য। তিনি সর্ব-আরাধ্য, কুন্তী তাঁকেই আহ্বান করুন। শুচিবস্ত্রে শুচিস্নিগ্ধ হৃদয়ে কুন্তী ধর্মকে আহ্বান করলেন। এক সৌভ-বিমানে দেব-ধর্ম কুন্তীর কাছে উপস্থিত হলেন।

বিদুরের সঙ্গে পরামর্শ করে ভীষ্ম গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা গান্ধারীর সঙ্গে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ দিয়েছিলেন। অন্ধ-পতিকে অতিক্রম করবেন না—এই প্রতিজ্ঞা করে পতিব্রতা গান্ধারী বস্ত্রখণ্ড ভাঁজ করে চোখের উপর চিরকাল বেঁধে রেখেছিলেন। পিতা

বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহের পর পুত্রবধূ গান্ধারীকে আশীর্বাদ করে বর দিয়েছিলেন যে গান্ধারীর শত পুত্র জন্মাবে।

যথাকালে গান্ধারী গর্ভবতী হলেন। কিন্তু দুই বৎসরেও তাঁর কোনও সন্তান ভূমিষ্ঠ হল না। একদিন গান্ধারী, শতশৃঙ্গ পর্বত আগত এক ব্রাহ্মণের মুখে শুনলেন দেবতা ধর্মের ঔরসে কুন্তী দেবী সদ্য গর্ভলাভ করেছেন এবং তাঁর একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। গান্ধারী অধীর ও ঈর্ষান্বিত হলেন। স্বামী ধৃতরাষ্ট্রকে না জানিয়ে গান্ধারী নিজের গর্ভপাত করলেন তাতে লৌহের ন্যায় কঠিন এক মাংসপিণ্ড প্রসূত হল। তিনি সেই মাংসপিণ্ড ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন এমন সময় পিতা ব্যাসদেব সেই স্থানে উপস্থিত হলেন।

ব্যাসদেব বললেন, "আমার আশীর্বাদ কখনও ব্যর্থ হবে না।" তখন ব্যাসদেবের উপদেশে গান্ধারী একটি শীতল জলের পাত্রে সেই মাংসপিণ্ড ভিজিয়ে রাখলেন। কিছুকাল পরে সেই মাংসপিণ্ড থেকে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ একশো একটি ভ্রূণ পৃথক হল। তখন ব্যাসদেব একশত একটি ঘৃতপূর্ণ কলস আনতে বললেন। তারপর ব্যাসদের এক একটি ঘৃতপূর্ণ কলসিতে এক একটি ভ্রূণ রাখলেন। এক বৎসর পরে একটি কলসে দুর্যোধন জন্মগ্রহণ করলেন। সেই একই দিন কুন্তীর দ্বিতীয় পুত্র ভীমসেনেরও জন্ম হল। যুধিষ্ঠির ভীম-দুর্যোধনের থেকে এক বছরের বড় ছিলেন।

দুর্যোধন জন্মেই গর্দভের মতো কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে গৃধ্র, শৃগাল, কাক প্রভৃতিও ডাকতে লাগল এবং অন্যান্য দুর্লক্ষণ দেখা দিল। ধৃতরাষ্ট্র ভয় পেয়ে ভীষ্ম, বিদুর প্রভৃতিকে বললেন, আমাদের বংশের জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠির তো রাজ্য পাবেই, কিন্তু তারপরে আমার পুত্র (দুর্যোধন) রাজা হবে তো? শৃগালাদি শ্বাপদ জন্তুরা আবার ডেকে উঠল। তখন ব্রাহ্মণগণ ও বিদুর বললেন, আপনার এই পুত্র বংশ নাশ করবে। সুতরাং ওকে পরিত্যাগ করাই মঙ্গল। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তা করতে সম্মত হলেন না। বিদুর বললেন, একটি কুলনাশক পুত্র বিসর্জন দিলেও আপনার শতপুত্রই থাকবে। কিন্তু দুর্যোধন জন্মমুহূর্ত মাত্রেই ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে অপরিসীম পুত্রস্নেহ দেখা দিল। তিনি কোনও মতেই দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে রাজি হলেন না। পুত্রের আবির্ভাব মাত্রই গান্ধারীর একটি কন্যা সন্তানের জন্য বাসনা জাগল। ব্যাসদেব আশীর্বাদ করলেন, তাই হবে, শতপুত্র ছাড়াও তাঁর একটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করবে। এক মাসের মধ্যেই দুর্যোধন-এর আরও নিরানব্বইটি ভ্রাতা ও একটি ভগ্নির জন্ম হল।

কূটবুদ্ধি, দুরাশয়, কুরুকুলের কলঙ্কজনক রাজা দুর্যোধন কলির অংশে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রাক্ষসগণের অংশে দুঃশাসন প্রভৃতি ভ্রাতাদের জন্ম হয়েছিল। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের আনুপূর্বিক জ্যৈষ্ঠ-কনিষ্ঠ অনুসারে নাম নিম্নানুরূপ :

১) দুর্যোধন	২) যুযুৎসু	৩) দুঃশাসন	৪) দুঃসহ
৫) দুঃশল	৬) দুর্মুখ	৭) বিবিংশতি	৮) বিকর্ণ
৯) জলসন্ধ	১০) সুলোচন	১১) বিন্দ	১২) অনুবিদ
১৩) দুর্দ্ধর্ষ	১৪) সুবাহু	১৫) দুষ্প্রধর্ষণ	১৬) দুর্ম্মর্ষণ
১৭) দুর্মুখ	১৮) দুষ্কর্ণ	১৯) কর্ণ	২০) চিত্র
২১) উপচিত্র	২২) চিত্রাক্ষ	২৩) চারুচিত্র	২৪) অঙ্গদ

২৫) দুর্মদ	২৬) দুষ্প্রহর্ষ	২৭) বিবিৎসু	২৮) বিকট
২৯) মম	৩০) উর্ণনাভ	৩১) পদ্মনাভ	৩২) নন্দ
৩৩) উপনন্দ	৩৪) সেনাপতি	৩৫) সুষেণ	৩৬) কুণ্ডোদর
৩৭) মহোদর	৩৮) চিত্রবাহু	৩৯) চিত্রবর্মা	৪০) সুবর্মা
৪১) দুর্ব্বিরোচন	৪২) অয়োবাহু	৪৩) মহাবাহু	৪৪) চিত্রচাপ
৪৫) সুকুণ্ডল	৪৬) ভীমবেগ	৪৭) ভীমবল	৪৮) বলাকী
৪৯) ভীমবিক্রম	৫০) উগায়ুধ	৫১) ভীমশর	৫২) কনকায়ু
৫৩) দৃঢ়ায়ুধ	৫৪) দৃঢ়বর্মা	৫৫) দৃঢ়ক্ষত্র	৫৬) সোমকীর্ত্তি
৫৭) অনূদর	৫৮) জরাসন্ধ	৫৯) ধৃঢ়সন্ধ	৬০) সত্যসন্ধ
৬১) সহস্রবাক্	৬২) উগ্রসবা	৬৩) উগ্রসেন	৬৪) ক্ষেমমূর্তি
৬৪) অপরাজিত	৬৬) পণ্ডিতক্ষ	৬৭) বিশালাক্ষ	৬৮) দুরাধন
৬৯) দৃঢ়হস্ত	৭০) সুহস্ত	৭১) বাতবেগ	৭২) সুবর্চা
৭৩) আদিত্যকেতু	৭৪) বহ্বাশী	৭৫) নাগদত্ত	৭৬) অনুযায়ী
৭৭) নিষঙ্গী	৭৮) কবচী	৭৯) দণ্ডী	৮০) দণ্ডধার
৮১) ধনুর্গ্রহ	৮২) উগ্র	৮৩) ভীমরথ	৮৪) বীর
৮৫) বীরবাহু	৮৬) অলোলুপ	৮৭) অভয়	৮৮) রৌদ্রকর্মা
৮৯) দৃঢ়রথ	৯০) চয়	৯১) অনাধৃষ্য	৯২) কুণ্ডভেদী
৯৩) বিবারী	৯৪) দীর্ঘলোচন	৯৫) দীর্ঘবাহু	(দ্বিতীয়)
৯৬) মহাবাহু	৯৭) ব্যূঢ়োরু	৯৮) কনকাঙ্গদ	৯৯) কুণ্ডজ
১০০) চিত্রক			

গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের একমাত্র কন্যা দুঃশলা। রাজা জয়দ্রথ দুঃশলার স্বামী ছিলেন। কৌরব ভ্রাতারা সকলেই অতিরথ ও বীর, সকলেই যুদ্ধকার্যে নিপুণ, বেদবিদ এবং দণ্ডনীতি প্রভৃতি শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন।

গান্ধারী যখন গর্ভভারে ক্লিষ্ট ছিলেন, তখন এক বৈশ্যা ধৃতরাষ্ট্রের সেবা করত। তার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের 'যুযুৎসু' নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। এই যুযুৎসু যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করেন। যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানের সময়ও তিনি জীবিত ছিলেন।

গান্ধারীর শতপুত্রই ভীমসেনের হাতে মৃত্যুলাভ করেন। দুর্যোধন দুঃশাসন ব্যতীত বিকর্ণ আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বলতা লাভ করেছিলেন। কৌরব সভায় দ্যূতক্রীড়ার সময়ে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার সময়ে কৌরব শত ভ্রাতার মধ্যে একমাত্র বিকর্ণই প্রতিবাদ করেছিলেন। স্বয়ংবর সভায় অর্জুন লক্ষ্যভেদ করলে পাণ্ডবদের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ হয়। ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশক্রমে বিদুর পাঞ্চাল রাজ্যে গিয়ে পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরে ফিরে আসতে আমন্ত্রণ জানান। পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলে কৃপাচার্যের সঙ্গে বিকর্ণও তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য প্রত্যাগমন করেছিলেন। বিকর্ণ ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তিনি কৌরবপক্ষেই যুদ্ধ করেছিলেন এবং ভীমসেনের হাতে নিহত হয়েছিলেন।

১৭

ভীম ও হিড়িম্বার বিবাহ

জতুগৃহে পাণ্ডবদের পুড়ে মরার খবর দাবানলের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। প্রজারা দুর্যোধন-ধৃতরাষ্ট্রের নিন্দা করতে লাগল। মৃত পাণ্ডবদের নানা আলোচনা ঘরে ঘরে চলতে লাগল। ধৃতরাষ্ট্র মহা ধুমধামের সঙ্গে কুন্তী ও পাণ্ডবদের উদ্দেশে তর্পণ করলেন। বিদুর সমস্ত ঘটনা জানতেন বলে অল্প শোক প্রকাশ করলেন।

এদিকে পাণ্ডবেরা তখন বিদুর প্রেরিত নৌকাচালকের নৌকায় বায়ুর মতো গতিতে বারাণাবত নগরের নদীতীরে অন্যপারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। পাণ্ডবেরা দীর্ঘ পথ হেঁটে, নৌকাতে চড়ে পরিশ্রান্ত, পিপাসার্ত এবং নিদ্রায় কাতর হয়ে ভীমসেনকে বললেন, "এর থেকে আর দুঃখের কথা কী হতে পারে যে, আমরা অন্ধকারে নিবিড় বনমধ্যে দিকনির্ণয় করতে পারছি না। চলতেও পারছি না। পাপিষ্ঠ পুরোচন পুড়ে মরেছে কি না তাও আমরা জানি না। অন্যের অজ্ঞাতসারে কীভাবে এই বিপদ থেকে রক্ষা পাব, তাও বুঝতে পারছি না।"

যুধিষ্ঠির পুনরায় ভীমসেনকে তাঁদের বহন করে নিয়ে যেতে আদেশ করলেন। মাতা কুন্তীকে পিঠে নিয়ে, নকুল সহদেবকে দুই কাঁধে নিয়ে, যুধিষ্ঠির ও অর্জুনকে দুই হাতে ধরে মহাবল ও মহাসাহস ভীমসেন মত্ত হস্তীর মতো গমন করতে লাগলেন। ভীম এত দ্রুত পথ চলছিলেন যে, তাঁর চলার গতিতে অন্য পাণ্ডবদের যেন মূর্ছার উপক্রম হল। এইভাবে ভীমসেন নদীর অন্যপারে উপস্থিত হলেন। সমস্ত দিন হাঁটতে হাঁটতে সন্ধ্যার ঠিক পূর্বে ভীমসেন একটি ভয়ংকর বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন। ভীম ছাড়া তাঁর অন্য চার ভাই আর চলতে পারছিলেন না। তাঁরা বনের মধ্যেই মাটিতে ঘুমিয়ে পড়লেন। কুন্তী দেবী আক্ষেপ করে বললেন, "আমি প্রবল পরাক্রম পঞ্চ-পাণ্ডবের জননী। আমি পঞ্চ-পাণ্ডবের মধ্যেই আছি। অথচ পিপাসায় আমার জিভ শুকিয়ে যাচ্ছে, আমি অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছি।"

মায়ের কাতরোক্তি শুনে ভীমসেনের হৃদয় মাতৃস্নেহে ও দয়ায় আকুল হয়ে পড়ল। তিনি জল আনার জন্য ভয়ংকর বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন। যাত্রার পূর্বে একটি বড় বটগাছের নীচে তিনি মা ও ভাইদের শোবার ব্যবস্থা করলেন। এবং যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে জল আনতে গেলেন। অদূরেই ভীম একটি জলাশয় দেখতে পেলেন। জলপান ও স্নান করে অনেক অনেক পদ্মপত্র দ্বারা এক-একটি জলপাত্র নির্মাণ করে ভীম অনেকগুলি জলপাত্র পূর্ণ করে আপন উত্তরীয় দিয়ে সেই পাত্রগুলি বেঁধে নিলেন। অতি দ্রুত দুই ক্রোশ পথের দূরত্ব

অতিক্রম করে তিনি মা ও ভাইদের কাছে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে, তাঁরা সকলেই গভীর নিদ্রাভিভূত। ওইভাবে সকলকে নিদ্রাভিভূত দেখে ভীমসেনের গভীর দুঃখ হল। ভাগ্যকে দোষারোপ করে ভীমসেন আপন মনে বললেন, "শত্রুজয়ী বসুদেবের ভগিনী, কুন্তীরাজের কন্যা, সর্বসুলক্ষণ-সম্পন্না, বিচিত্রবীর্য রাজার পুত্রবধূ, মহাত্মা পাণ্ডু রাজার ভার্যা, আমাদের মাতৃদেবী, পদ্মকোষের মতো গৌরবর্ণা অত্যন্ত কোমলাঙ্গী এবং মহামূল্য শয্যায় শয়ন করার যোগ্যা দেবী কুন্তী ভূতলে শয়ন করে আছেন। যিনি ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র দেবতার তিন সন্তানের মাতা, তিনি আজ মৃত্তিকায় শয়ন করে আছেন।

"সর্বদা ধর্মপরায়ণ যে যুধিষ্ঠির ত্রিভুবনের রাজত্ব করার যোগ্য, তিনি সাধারণ মানুষের মতো ভূতলে শয়ন করে আছেন।

"অতুলনীয় শৌর্যবীর্যগুণান্বিত, নীলমেঘতুল্য শ্যামবর্ণ, অর্জুন সাধারণ ব্যক্তির মতো ভূতলে শয়ন করে আছেন। এর থেকে দুঃখের আর কী হতে পারে?

"চিরকাল আদরে লালিত-পালিত এই অশেষ রূপবান ও জ্ঞানী সহদেব ও নকুল ভূতলে শায়িত আছেন, এর থেকে দুঃখের আর কী হতে পারে?"

নিদ্রিত মাতৃদেবী ও ভ্রাতাদের দেখতে দেখতে ভীমসেন এইসব ভাবছিলেন। অসহ্য ক্রোধে তাঁর চোয়াল কঠিন হয়ে উঠছিল। ইচ্ছা হচ্ছিল, একটি ভয়ংকর গদা নিয়ে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করে ধৃতরাষ্ট্র, তাঁর একশো পুত্র ও কর্ণ শকুনি প্রভতি শুভার্থীদের নির্বিচারে হত্যা করে আসেন। কিন্তু দয়ালু যুধিষ্ঠির কোনওমতেই তার অনুমোদন দেবেন না। ভীমসেন বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

অনতিদূরে এক শালগাছের ডালে বসেছিল ভীষণদর্শন রাক্ষস হিড়িম্ব আর তার বোন রাক্ষসী হিড়িম্বা। বনের সোঁদা হাওয়ায় মানুষের উগ্রগন্ধ। বারবার সেই সুঘ্রাণ শুঁকে শুঁকে ক্ষুধার্ত হিড়িম্ব আনন্দে তার রুক্ষ রক্তবর্ণ চুল-দাড়ি চুলকে, মাথা কাঁপিয়ে ছোট বোন হিড়িম্বাকে বলল, আহা-হা, বহু বহুদিন পরে মনের মতো খাদ্য পাওয়া গেছে রে। জিঘ্রতঃ প্রস্রুতা স্নেহঃজ্জির্হ্বা পর্য্যেতি মে সুখাৎ—নোলায় আমার মুখ ভরে গেছে। বহুদিন পরে আজ আবার মানুষের স্বাদু মাংসে কষে দাঁত বসাব। কণ্ঠশিরা ছিঁড়ে গরম গরম রক্ত পান করব। তারপরে পেটভরে মানুষের মাংস খেয়ে দু'জনে মিলে হাততালি দিয়ে নাচতে নাচতে সারারাত গান গাইব। বোন রে, তুই এখনই যা। ওদের সবগুলোকে মেরে এখানে নিয়ে আয়। আমরা দু'জনে মিলে মিশে খাব।

বোনের তেমনি সঙ্গীন অবস্থা। আনন্দে দাঁত শিরশির করছে। সে তখনই আনন্দে গাছের উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে, পাণ্ডবেরা যেখানে ছিলেন, সেখানে গেল। গিয়ে দেখে কী। সবাই ঘুমোচ্ছে—শুধু অনিন্দ্যসুন্দর এক পুরুষ জেগে বসে আছে। কী সুন্দর মহাবাহু সিংহস্কন্ধ পুরুষটি। দেহখানি একেবারে চকচক করছে। ভীমের রূপসাগরে হিড়িম্বার হৃদয় হারিয়ে গেল। হৃদয়ের দু'কূল ছাপিয়ে প্রেমের ভয়ংকর বন্যা বয়ে গেল। ভীমের অনুপম রূপ দেখে, রাক্ষসী কামাতুরা হয়ে পড়ল।

রাক্ষসী কাময়মাস রূপেণাপ্রতিমং ভুবি ॥ আদি : ১৪৬ : ১৮ ॥

সেই মুহূর্তে, যে চিন্তাটি রাক্ষসী হিড়িম্বার নারীমনকে প্রলুব্ধ করেছিল তা হল, এমন সর্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ মানুষটির হাড়-মাংস চিবিয়ে খেলে আমি আর কতক্ষণ সুখ পাব? তার থেকে আমি ওকে পতিরূপে বরণ করলে, সারাজীবন ধরে ভোগ করব আর আনন্দ পাব। ভ্রাতৃপ্রেমের চেয়ে স্বামীপ্রেম অনেক প্রীতিকর, ওকে আমাকে স্বামীরূপে পেতে হবে, সারাজীবন আমি ওকে ইচ্ছামতো ভোগ করব।

হিড়িম্বা রাক্ষসী ছিল। মনুষ্য মাংসভোজী ছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে তার মধ্যে জেগে উঠল শাশ্বত নারীচিত্ত। সে অনঙ্গ পীড়িত হয়ে পড়ল। রাক্ষসকুল থেকে, রাক্ষসধর্ম থেকে বেরিয়ে এল। আত্মসমর্পণের পথে, কল্যাণের পথে, বংশবিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় সে সম্পূর্ণ এক স্বাভাবিক নারীতে রূপান্তরিত হল। অকুণ্ঠিত প্রণয়ভাষণে সে বিন্দুমাত্র সংকোচবোধ করল না। সমুদ্রমন্থনের ফলে অমৃত উঠেছিল। হিড়িম্বার হৃদয় সমুদ্র মন্থন করে উঠে এল প্রেম।

অভিলাষিণী হিড়িম্বা তখন রূপবতী মানুষীর রূপ ধরে, দিব্য অলংকারে অলংকৃত হয়ে, ভীমের কাছে এসে সলজ্জে বলল, "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তোমরা কে? কোথা থেকেই বা আসছ? জান না এই বন রাক্ষসসেবিত? আমি রাক্ষসী হিড়িম্বা। তোমাদের মেরে স্বাদু মাংস খাব বলে আমার ভাই রাক্ষস হিড়িম্ব আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। কিন্তু তোমার দেবপুত্রের মতো রূপ দেখে অন্য পুরুষ আর পতি করতে ইচ্ছা করি না—

নান্যং ভর্ত্তারম্ ইচ্ছামি, সত্যম্ এতৎ ব্রবীমি তে। আদি: ১৪৬ : ২৮

তুমি ধর্মজ্ঞ, এখন যা ধর্ম মনে কর, তাই করো—

কামোপহত চিত্তাঙ্গীং ভজমানাং ভজস্ব মাম্। আদি : ১৪৬: ২৯।

কামে আমার দেহ নিপীড়িত হচ্ছে। মন কেমন কেমন করছে। আমি সর্বতোভাবে তোমাতেই আত্মসমর্পণ করেছি। এবার আমায় গ্রহণ করো—

অন্তরীক্ষচরী হি অস্মি, কামতো বিচরামি চ।
অতুলাং আপ্নুহি প্রীতিং, তত্র তত্র ময়া সহ ॥ আদি : ১৪৬ : ৩১ ॥

আমি আকাশচারিণী। পৃথিবীর যেখানে ইচ্ছা নিমেষে যেতে পারি। এসো আমার সঙ্গে। মনোহর সব স্থানে গিয়ে আমার সঙ্গে সহবাস করে তুমি বহু সুখ লাভ করবে।

ভীমসেন অবজ্ঞার সঙ্গে হেসে বললেন, "হে ভীরু-সুনয়না, সুপ্ত মাতা ও ভ্রাতাদের রেখে আমি কি কোথাও যেতে পারি। পৃথিবীতে কোনও রাক্ষস আছে, যে আমার পরাক্রম সহ্য করতে পারে? আমার বিক্রম যক্ষ-গন্ধর্বরা সহ্য করতে পারে না। তোমার ভ্রাতা তো এক অতি তুচ্ছ রাক্ষস। অতএব তন্বী মেয়ে, তোমার ইচ্ছা হয় থাক, না হলে চলে যাও, অথবা তোমার নরখাদক ভাইটিকে পাঠিয়ে দাও।"

এদিকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে তিতিবিরক্ত ক্রোধান্ধ হিড়িম্ব নিজেই সেখানে চলে এল। এসে সে স্তম্ভিত। তার রাক্ষসী বোন সুন্দরী মানুষীর রূপ ধরে এক অচেনা পুরুষ মানুষের সঙ্গে ঢলাঢলি করছে। ক্রোধে হিড়িম্ব বোনের বেলেল্লাপনা দেখে চোখ বড় বড় করে, দাঁতে দাঁত ঘষে বলল—

ধিক, ত্বাম্ অসতি! পুংস্কামে। মম বিপ্রিয়কারিনি!
পূর্বেষাং রাক্ষসেন্দ্রাণাং সর্বেষাম্ অযশস্করি ॥ আদি : ১৪৭ : ১৮ ॥

ধিক তোকে। তুই পরপুরুষ কামনা করে অসতী হয়েছিস। আমার অপ্রিয় আচরণ করেছিস। প্রাচীন রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণের মুখে চুনকালি মাখিয়েছিস। এই মানুষগুলোর সঙ্গে তোকেও খুন করব।

ভীমসেন হিড়িম্বাকে আশ্বস্ত করে বললেন—মাভৈঃ ত্বং বিপুলশ্রোণি হে বিশাল-নিতম্বে ভয় কোরো না। এই শ্যালককে আমি এখনই শেষ করব। তারপর অনেকক্ষণ হুলস্থুল যুদ্ধ হল। অবশেষে ভীমসেন হিড়িম্ব রাক্ষসকে খণ্ড খণ্ড করে বধ করলেন।

যুদ্ধের তর্জনে গর্জনে কুন্তী ও চার পাণ্ডব ভ্রাতার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সম্মুখে রূপসি হিড়িম্বাকে দেখে বিস্মিত কুন্তী প্রশ্ন করলেন, কে গো তুমি বরবর্ণিনী। দেববালার মতো রূপ! তুমি কি অপ্সরা? এখানে দাঁড়িয়ে আছই বা কেন?

হিড়িম্বা তখন কৃতাঞ্জলি হয়ে নিজের যথার্থ পরিচয় দিয়ে সমস্ত কিছু আনুপূর্বিক বিবৃত করে, অবশেষে লজ্জা-নম্র কণ্ঠে বলল—

আর্য্যে! জানাসি যদ্ দুঃখমিহ স্ত্রীণাম্ অনঙ্গজম্।
তদিদং মাম্ অনুপ্রাপ্তং ভীমসেন কৃতং শুভে ॥ আদি : ১৪৯ : ৫ ॥

আর্যে! পঞ্চশরে অনুবিদ্ধ হলে মেয়েদের কী যে জ্বালা হয়, সে তো আপনি জানেন। ভাগ্যবতী। আপনার পুত্র ভীমসেন হতে আমি সেই দুঃখ ভোগ করছি।

যশস্বিনি। কাল প্রতীক্ষা করে সেই নিদারুণ দুঃখ সহ্য করেছি—একসময়ে সুখ আসবে এই আশায়। আমার বন্ধুবর্গ, স্বজন ও স্বধর্ম—সবই ত্যাগ করে এসেছি। আপনার পুত্রকে পতিরূপে বরণ করেছি।

প্রত্যাখ্যাত ন জীবামি—সত্যমেতদ্য ব্রবীমি তে ॥ আদি : ১৪৯ : ৮ ॥ প্রত্যাখ্যাত হলে আমি আর বেঁচে থাকব না।

কুন্তী দেখলেন হিড়িম্বার বেদনাময় স্নিগ্ধ রূপটি। কুন্তী বুঝলেন, তার অসহায়তা। অনার্য এই মেয়েটি পাটরানি হতে চায়নি, ক্ষণলগ্না পত্নী হতে চেয়েছিল। সহজ মেয়েলি বুদ্ধিতে সে বুঝেছিল, প্রত্যাখ্যাতা হলে মরণ ছাড়া তার গতি থাকবে না। সে বুঝেছিল, কোনও অবস্থাতেই সে ভীমসেনকে এই বনের মধ্যে আটকে রাখতে পারবে না। রাজপুত্রের এই আসা যাওয়া তার জীবনে সামান্য কয়েকদিনের ঘটনাই হয়ে থাকবে। বাকি জীবন কাটাতে হবে স্বামী সঙ্গহীনা বিধুরা বধূর মতো, একান্ত একাকিনী, নিঃসঙ্গা। ধুলায় ধূসর হবে জীবন—বৈরীকৃত রাক্ষসকুলের মধ্যে কুল-ত্যাগিনী অরক্ষণীয়ার মতো। তা সত্ত্বেও সে বিরাট ঝুঁকি নিয়েছিল। সুতরাং হিড়িম্বা সাধারণ মেয়ে ছিল না। চিত্রাঙ্গদা যে ঝুঁকি নিয়েছিল, উলূপী যে ঝুঁকি নিয়েছিল—সেই একই ঝুঁকি তাকেও নিতে হয়েছিল। প্রিয়তম দারিতকে এই ক্ষণজীবনের পর হয়তো সে আর কখনও দেখতে পাবে না। সন্তানের পিতার সঙ্গে জীবনে দ্বিতীয়বার দেখা হয়নি দেবী সত্যবতীর, দেবী কুন্তীর, দেবী মাদ্রীর, অম্বিকা-অম্বালিকা দেবীর। কিন্তু সত্যবতী জীবনে স্বামী-সন্তান আবার ফিরে পেয়েছিলেন,

অম্বিকা-অম্বালিকা বিধবা ছিলেন, কুন্তী-মাদ্রীও সন্তান জন্মের পর অন্তত ষোলো বছর স্বামীর সঙ্গে কাটিয়েছিলেন। মাদ্রী সহমৃতা হয়েছিলেন, কুন্তীকেও পরবর্তীকালে বিধবার জীবন কাটাতে হয়েছিল। কিন্তু এ যে কুমারী মেয়ে! স্বামীকে ছেড়ে থাকার পর রাক্ষসসমাজে আবার বিবাহও করতে পারবে না, কাঙ্ক্ষিত পুরুষকেও চিরকাল ধরে রাখতে পারবে না। হিড়িম্বার চাহিদার গভীরতা বুঝতে পেরেছিলেন কুন্তী। তিনি বুঝেছিলেন রাক্ষসী হলেও মেয়েটি হেলাফেলার মতো নয়। তাই সানন্দে নির্দ্বিধায় তিনি এই সজল নয়না অনার্যা কন্যাটিকে তার প্রথম পুত্রবধূ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

হিড়িম্বার প্রার্থনার অসাধারণত্ব উপলব্ধি করেছিলেন যুধিষ্ঠিরও। নিজে তিনি তখনও অবিবাহিত। অথচ হিড়িম্বা কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিবাহ করতে চাইছে। তিনি দেখলেন, হিড়িম্বা নতজানু হয়ে মায়ের পদতলে বসে প্রার্থনা করছে:

তদর্হসি কৃপাং কর্ত্তুং ময়ি ত্বং বরবর্ণিনি!
তস্মাৎ মূঢ়েতি মত্বা ত্বং ভক্তা চানুগতেতি চ ॥ আদি : ১৪৯ : ৯ ॥

অতএব আমাকে মুগ্ধা, ভক্তা, অনুগতা মনে করে আমার উপর দয়া করুন। ভাগ্যবতী। আপনার এই পুত্রই আমার পতি। সুতরাং আপনি ওঁকে আমার সঙ্গে সংযুক্ত করে দিন। এই দেবমূর্তি পতিকে নিয়ে আমি অভীষ্ট স্থানে যাব, আবার আপনার কাছে এনে দেব। আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন। আপনারা আমাকে মনে মনে চিন্তা করা মাত্রই আমি আপনাদের সকলকেই দুর্গম বিষম স্থানে নিয়ে যাব এবং সব বিপদ থেকে রক্ষা করব। বিপদ উপস্থিত হলে, যে কোনও উপায়ে তা থেকে উদ্ধার পেয়ে প্রাণধারণ করবে এবং ধর্মের অনুসরণ করে আদরের সঙ্গে সব কাজ করবে। বিপদের সময় যিনি পরের ধর্ম রক্ষা করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ধর্মজ্ঞ। আর ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হওয়াকেই ধার্মিকের বিপদ বলা হয়। ধর্ম প্রাণরক্ষা করে, তাই ধর্মকে প্রাণদাতা বলে; অতএব যে যে উপায়ে ধর্ম করা যায়, তাতে কোনও নিন্দা হয় না।

যুধিষ্ঠির বললেন, "হিড়িম্বা, তুমি যা বললে তা সত্য, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি তোমাকে যা বলব, তোমাকে সেই অনুযায়ী সত্য পালন করতে হবে। ভীমসেন স্নান, আহ্নিক ও মাঙ্গলিক বেশ-ভূষাদি করার পর সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত তুমি তার সঙ্গে বিহার করবে। তুমি মনের মতো বেগশালিনী হয়ে দিনেরবেলায় ইচ্ছানুসারে তার সঙ্গে বিহার করবে। কিন্তু প্রত্যেকদিন রাত্রিবেলায় ভীমসেনকে আমাদের কাছে এনে দেবে।"

হিড়িম্বা 'তাই হবে' বলায় ভীমসেন বললেন, "রাক্ষসী। শোনো আমি তোমার কাছে সত্যভাবে আমাদের বিহারের সময় বলছি। সুন্দরী! যে পর্যন্ত তোমার পুত্র জন্মগ্রহণ করবে, আমি সেই সময় পর্যন্ত তোমার সঙ্গে বিহার করার জন্য যাব। তারপরে আর পারব না।" 'তাই হবে' বলে হিড়িম্বা তখনই ভীমসেনকে নিয়ে উপরের দিকে চলে গেল। মনোহর পর্বতশৃঙ্গে, সুপুষ্পিত বনে, নদীচরের নিভৃতে, স্বর্ণাভ সমুদ্র সৈকতে—যখন যেখানে ভাল লাগে হিড়িম্বা ভীমসেনকে নিয়ে প্রমোদবিহার করতে লাগল।

বিভ্রতী পরমং রূপং রময়ামাস পাণ্ডবং।
রময়ন্তী তথা ভীমং তত্র তত্র মনোজবা ॥ আদি : ১৪৯ : ৩০ ॥

এইভাবে ভ্রমণ করতে করতে, কামবিহারিণী হিড়িম্বা নর্মলীলা শৃঙ্গারে ভীমকে সর্বদা আনন্দে রেখে বহুদিন ধরে সুখে সঙ্গত হতে থাকল।

তারপর হিড়িম্বা ভীমসেন থেকে একটি বলবান পুত্র প্রসব করল। তার দুই চোখ বিকৃত, মুখমণ্ডল বিশাল, কর্ণযুগল শঙ্কুর (পেরেকের) মতো সূক্ষ্মাগ্র, শব্দ ভয়ংকর, ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ, দন্ত সুতীক্ষ্ণ, কণ্ঠস্বর বিকট, ধনুর্বিদ্যা অধিক, তেজ গুরুতর, অধ্যবসায় অত্যন্ত, বাহুযুগল সুদীর্ঘ, বেগ গুরুতর, শরীর বিশাল, মায়া ভয়ংকর, নাসিকা দীর্ঘ, বক্ষ বৃহৎ, জানু ও গুল্‌ফের পিছনের দিক বিশাল এবং গোল এবং আকৃতি অতি ভীষণ ছিল। আর সে মানুষ থেকে জন্মগ্রহণ করেও অমানুষ হয়েছিল অর্থাৎ রাক্ষস হয়েছিল এবং অন্যান্য রাক্ষস ও পিশাচগণকে অতিক্রম করে তখনই অতি ভীষণ হয়েছিল। সেই হিড়িম্বার পুত্র জন্মগ্রহণ করেই যৌবন লাভ করেছিল এবং বলবান বীর হয়ে রাক্ষসদের মধ্যে সমগ্র অস্ত্রে অত্যন্ত উৎকর্ষ লাভ করেছিল। কারণ রাক্ষসীরা গর্ভধারণ করেই সদ্য প্রসব করে এবং সেই সন্তানও সদ্যই কামরূপী ও বহুরূপী হয়ে থাকে। বিলক্ষণ কেশযুক্ত সেই হিড়িম্বার পুত্র তখনই পিতা ও মাতাকে প্রণাম করে তাঁদের চরণ ধারণ করল। তখন তাঁরা তার নামকরণ করলেন।

সেই হিড়িম্বাপুত্রের মাথাটা ঘটের মতো এবং তাতে খাড়া খাড়া চুল ছিল বলে হিড়িম্বা তার নাম দিল ঘটোৎকচ। বিশালশরীর ঘটোৎকচ কুন্তীর সঙ্গে পাণ্ডবদের যথানিয়মে অভিবাদন করে, তাঁদের সম্বোধন করে বলল, "হে নিষ্পাপগণ! আমি আপনাদের কী করব, তা নিঃশঙ্কভাবে বলুন।" মহাদেবী কুন্তী আদরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন প্রথম পৌত্রকে। "জ্যেষ্ঠ পুত্রোহসি পঞ্চানাম্।" বৎস, তুমি পঞ্চ-পাণ্ডবের জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে কুরুবংশে জন্মেছ। এই স্বীকৃতি দান মহীয়সী কুন্তী দেবীর পক্ষেই সম্ভব। কুন্তীর এই স্বীকৃতি যেন আর্য-অনার্য দুই ধারার শ্যামল-সঙ্গমের স্বীকৃতি। ঘন মেঘমালার মতো নিবিড় এই জঙ্গল হল অন্যতম প্রয়াগতীর্থ।

তারপর একদিন এল, রোদনভরা বিদায়ের পালা—নিষ্ঠুর প্রাক-শর্ত। চোখের জলে ভেসে বিদায় জানাল হিড়িম্বা। বলল, "আর্যপুত্র, আমার এই পুত্র যদি কোনওদিন পিতৃকুলের কোনও কাজে আসে তো ডেকে পাঠিয়ো।"

যুধিষ্ঠির ভীষণ ভালবাসতেন ঘটোৎকচকে। কতবার বিপদে স্মরণ করেছেন ঘটোৎকচকে। বনপর্বে পাণ্ডবেরা অর্জুনের ফিরে আসার প্রতীক্ষায়—তখন সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী পাহাড়ে পৌঁছে দিয়েছেন সবাইকে ঘটোৎকচ। আর, বহুদিন পরে, প্রায় বিয়াল্লিশ বছর পরে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এই পুত্র ঘটোৎকচই পিতা ইন্দ্র প্রদত্ত অর্জুনের জন্য সংরক্ষিত অব্যর্থ মৃত্যুবাণ নিজের বুকে নিয়ে দুর্নিরোধ্য বীর কর্ণের হাতে অবধারিত মৃত্যু থেকে পিতৃব্য অর্জুনকে রক্ষা করে পিতৃঋণ শোধ করে চলে গেছেন মৃত্যুর ওপারে।

ঘটোৎকচের মৃত্যুর পর কৃষ্ণ উল্লাসভরে নৃত্য করেছিলেন। প্রাণসখা অর্জুনের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আয়ুধ ধ্বংস হওয়ার জন্য। তিনি ঘটোৎকচ সম্পর্কে

সুবিচার করেননি। ঘটোৎকচ সম্পর্কে তিনি যা বলেছিলেন তার কোনও প্রমাণ মহাভারতে নেই। ঘটোৎকচ ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী। সে অশুভ শক্তির প্রতীক। একথা ব্যাসদেব কোথাও বলেননি। পাণ্ডবেরা ব্যথাতুর হয়েছিলেন। যুধিষ্ঠির বারবার সকৃতজ্ঞ চিত্তে পুত্র অভিমন্যু ও পুত্র ঘটোৎকচের উদার আত্মত্যাগ স্মরণ করেছেন। রথী-মহারথ-অতিরথ গণনার কালে ভীষ্ম বলেছিলেন—পাণ্ডবপক্ষে ঘটোৎকচ অতিরথ। তিনি পিতার থেকে বড় বীর। কর্ণ যুদ্ধে তার সঙ্গে পরাজিত হয়েছিলেন—আত্মরক্ষার জন্য ইন্দ্রপ্রদত্ত একাঘ্নী বাণের ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আর হিড়িম্বা? অমন একটি শ্রদ্ধেয়া নারী মহাভারতেও বেশি নেই। সে রাক্ষসী। শর্তভঙ্গ করে কোনওদিনও স্বামীর কাছে ফিরে আসেনি। অশ্বমেধ যজ্ঞকালে চিত্রাঙ্গদা, উলূপী হস্তিনাপুরে এসেছিলেন। হিড়িম্বা আসেনি। স্মৃতি সম্বল করে পুত্রকে স্বামীর উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে চেয়েছে। পুত্রকে বড় করেছে। বিবাহ দিয়েছে। পৌত্র অঞ্জনপর্বাকে বুকে করে মানুষ করেছে। পুত্র-পৌত্র দুজনেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেছে। অভাগিনী হিড়িম্বা থেকে গিয়েছে চিরকাল কুটিরের অঙ্গনে প্রতীক্ষায়। স্মৃতি তার একমাত্র সম্বল। মহাবীর স্বামী, চার পাণ্ডব ভ্রাতা, দেবী কুন্তী—এঁদের মঙ্গল কামনা করতে করতে। এতখানি ত্যাগব্রতধারিণী নারী মহাভারতে বেশি নেই। ভীমসেনের স্মৃতিতে হিড়িম্বা কতখানি উজ্জ্বল ছিল, তা পাঠকেরা অনুমান করবেন।

কিন্তু আমি দেখতে পাই এক চিরবধূ হিড়িম্বাকে। চির নববধূ। নির্জন কুটিরের দাওয়ায় বসে যার মনে পড়ে একচক্রাপুরীর সেই ঘন জঙ্গল। অশত্থ গাছের গোড়ায় নিদ্রিত ক্লান্ত চার পাণ্ডবপুত্র আর তাঁদের অপূর্ব রূপবতী তিলোত্তমা মাতা। একটি বিশাল দেহ বৃষস্কন্ধ মানুষ জানুতে মাথা রেখে পাহারা দিচ্ছেন। তিনি ঘুমোতে পারছেন না। মাতা ও ভ্রাতারা তাঁর অভিভাবকত্বেই নিশ্চিন্ত নিদ্রাগত। হিড়িম্বা অনিমেষ লোচনে তাঁকে দেখছেন, আর দেখছেন। সেই অন্তহীন দেখাই তার চিরসঙ্গী।

১৮

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর

একচক্রাপুরীতে আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের পরিবারকে রক্ষা করতে ভীমসেন বক রাক্ষসের মৃত্যু ঘটালেন। এখানেই গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের সঙ্গে অর্জুনের বন্ধুত্ব হল এবং চিত্ররথের পরামর্শ অনুযায়ী—সর্ববেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ ধৌম্যকে যথোচিত সম্মান জানিয়ে পাণ্ডবেরা তাঁদের পৌরোহিত্য গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। ধৌম্য সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। বেদজ্ঞ এবং উদারবুদ্ধি ধৌম্য পাণ্ডবদের পুরোহিত হয়ে তাঁদের ক্রমশ ধর্মজ্ঞ করে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আর, দেবতার মতো দৈহিক বল, মানসিক বল ও উৎসাহশালী মহাবীর পাণ্ডবগণ ধর্ম অনুসারেই রাজ্য লাভ করেছেন বলে তখন থেকে ধৌম্য মনে করতে লাগলেন।

পাণ্ডবগণ স্বস্ত্যয়ন করে ধৌম্য পুরোহিতের সঙ্গে দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। কুন্তী, ধৌম্য এবং পঞ্চ-পাণ্ডব পথে যেতে যেতে সম্মিলিত বহু ব্রাহ্মণকে দেখতে পেলেন। ব্রাহ্মণেরা পাণ্ডবদের প্রশ্ন করলেন, "আপনারা কোথায় যাবেন? কোথা থেকেই বা আপনারা আসছেন।" যুধিষ্ঠির জানালেন, "আমরা পাঁচভাই মায়ের সঙ্গে একচক্রাপুরী থেকে আসছি।" ব্রাহ্মণেরা বললেন, "আপনারা আজই পাঞ্চাল দেশে যাত্রা করুন; সেখানে দ্রুপদ রাজার বাড়িতে বহু ব্যয়ে বিশাল একটি স্বয়ংবর সভা হবে। আমরাও সমবেতভাবে সেখানেই যাব এবং মহোৎসব দেখব।"

> যজ্ঞসেনস্য দুহিতা দ্রুপদস্য মহাত্মনঃ।
> বেদীমধ্যাৎ সমুৎপন্না পদ্মপত্রনিভেক্ষণা ॥
> দর্শনীয়াহনবদ্যাঙ্গী সুকুমারী মনস্বিনী।
> ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভগিনী দ্রোণশত্রোঃ প্রত্যাপিনঃ ॥ আদি : ১৭৭ : ৭-৮ ॥

"মহাত্মা দ্রুপদ রাজার কন্যা পদ্মনয়না দ্রৌপদী যজ্ঞবেদি থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। তাঁর কোনও অঙ্গই নিন্দনীয় নয়, অতি সুদৃশ্য এবং সুকোমল; আর তিনি প্রশস্ত হৃদয় এবং দ্রোণশত্রু প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী।

"যে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন কবচ, তরবারি, ধনু বাণ ধারণ করে প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নি থেকে অগ্নির তুল্য উৎপন্ন হয়েছিলেন। অনিন্দ্যসুন্দরী ক্ষীণমধ্যা দ্রৌপদী সেই ধৃষ্টদ্যুম্নেরই ভগিনী, যার নীলোৎপল তুল্য দেহের গন্ধ একক্রোশ দূর থেকেও বইতে থাকে। সেই দ্রুপদকন্যা নিজেই

বর নির্বাচনের জন্য উৎসুক হয়েছেন, তাঁকে দেখবার জন্য এবং সেই মহোৎসব প্রত্যক্ষ করবার জন্য আমরা যাচ্ছি। যাঁরা প্রচুর দক্ষিণা দিয়ে যথাবিধানে যজ্ঞ সম্পন্ন করেছেন, বেদপাঠ করেছেন, যথানিয়মে ব্রত করেছেন এবং সমস্ত অস্ত্র শিক্ষা করেছেন, সেই পবিত্র মহাত্মা ও মহারথ রাজারা এবং সুদর্শন যুবক রাজপুত্রেরা নানাদেশ থেকে সেখানে আসছেন। তাঁরা জয়লাভ করার জন্য নানাবিধ ধন, দ্রব্য, গোরু ও সর্বপ্রকার খাদ্য ও পেয় দান করবেন। আমরা সেইসব গ্রহণ করে, স্বয়ংবর দেখে আপন আপন ইচ্ছানুসারে চলে যাব। স্তুতিপাঠক, পুরাণপাঠক, বংশপরিচায়ক, নট, নর্তক এবং মহাবলশালী বাহুযোদ্ধারা নানাদেশ থেকে সেখানে আসবে। আপনারাও সেইসব দেখে, আনন্দে পূর্ণ হয়ে, নানাবিধ বস্তু গ্রহণ করে আমাদের সঙ্গেই ফিরে আসবেন। তারপর, দেবতাদের মতো সুন্দর মূর্তি আপনাদের দেখে দ্রৌপদী হয়তো কোনও একজনকে বররূপে গ্রহণ করতেও পারেন। সুন্দর মূর্তি ও মহাবাহু এই ভাইটি আপনার আদেশে হয়তো বহুতর ধন জয় করেও আনতে পারেন।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "ভদ্রমণ্ডল, আমরা সকলেই আপনাদের সঙ্গে মহোৎসব সম্পন্ন সেই দ্রৌপদীর স্বয়ংবর দেখতে যাব।"

এই কথা বলে পাণ্ডবেরা দ্রুপদরক্ষিত দক্ষিণ পাঞ্চাল দেশের দিকে যাত্রা করলেন। পথে, তাঁরা পবিত্র চিত্ত ও নিষ্পাপ মহাত্মা বেদব্যাসকে দেখতে পেলেন। পাণ্ডবেরা ব্যাসদেবকে নমস্কার করলে, তিনি তাদের আদর করলেন। বেদব্যাসের অনুমতিক্রমে পাণ্ডবেরা দ্রুপদ নগরের দিকে প্রস্থান করলেন। তাঁরা পথে মনোহর বন ও সরোবর দেখে সেই স্থানে কিছুকাল অবস্থান করে ধীরে ধীরে পথ চলতে থাকলেন। বেদপাঠী, পবিত্র চিত্ত, মনোহরাকৃতি এবং প্রিয়বাদী পাণ্ডবগণ পাঞ্চাল দেশে উপস্থিত হলেন। ক্রমে তাঁরা রাজধানী এবং সেনানিবেশগুলি দেখে এক কুম্ভকারের বাড়িতে গিয়ে বাস করতে থাকলেন। সেখানে তাঁরা ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করে ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলেন। ফলে কেউ তাঁদের চিনতে পারল না।

দ্রুপদরাজের সর্বদাই ইচ্ছা ছিল পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের হাতে দ্রৌপদীকে দান করব; কিন্তু তিনি এ ইচ্ছা বাইরে প্রকাশ করেননি। অর্জুনকে খুঁজে বার করবার জন্য তিনি এমন একটি ধনুক নির্মাণ করলেন, যা অর্জুন ভিন্ন অন্য কেউ নোয়াতে পারবে না। আর তিনি আকাশে একটি কৃত্রিম যন্ত্র নির্মাণ করলেন, তার উপরে সংলগ্নভাবে একটি লক্ষ্যও রচনা করলেন। তারপরে দ্রুপদ ঘোষণা করলেন, "যিনি এই ধনুতে গুণারোপণ করে এই পাঁচটি বাণের সাহায্যে যন্ত্র পার করে লক্ষ্যভেদ করতে পারবেন, তিনিই আমার কন্যা লাভ করবেন।"

দ্রুপদরাজা এইভাবে স্বয়ংবরে কন্যাপ্রার্থীদের কর্তব্য ঘোষণা করলেন। তা শুনে অন্যান্য রাজারা, কর্ণের সঙ্গে দুর্যোধন প্রভৃতি কুরুবংশীয়েরা এবং স্বয়ংবর দর্শনার্থী ঋষিগণ সেখানে আসলেন। নানা দেশের ব্রাহ্মণেরা দেখতে এলেন। দ্রুপদ রাজা অন্নপানাদি দ্বারা আগন্তুক রাজাদের সংবর্ধনা করলেন। পুরবাসী লোকেরা স্বয়ংবর দেখবার ইচ্ছায় সমুদ্রের মতো কোলাহল করতে করতে মঞ্চের উপর ঘনিষ্ঠভাবে বসে পড়ল। মধ্যে বিশাল সভামণ্ডপ। তার চারপাশে অট্টালিকা; তার বাইরে প্রাচীর ও পরিখা এবং দ্বারে দ্বারে তোরণ ছিল; উপরে বিচিত্র চাঁদোয়া; কোনও স্থানে অনেকগুলি ভেরি ছিল; চারপাশে অগুরুর সুগন্ধ

ছড়িয়ে পড়ছিল। সকল স্থানই চন্দন গন্ধে স্নিগ্ধ ছিল এবং পুষ্পমাল্য দ্বারা সাজানো ছিল। কৈলাস পর্বতের শৃঙ্গের মতো উঁচু ও শুভ্রবর্ণ অনেক প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল; সেগুলির ভিতরে মণি দ্বারা বহুতর বেদি নির্মাণ করে সেগুলিকে আবার সোনার ঝালরযুক্ত বস্ত্রে ঢেকে রেখে অগুরু দিয়ে সুবাসিত করা হয়েছিল। প্রাসাদগুলির ভিত্তি ছিল হাঁসের মতো সাদা, তা অতিশয় দৃষ্টিনন্দন ছিল; নানারকমের ধাতু দ্বারা চিত্রিত হওয়া সেই প্রাসাদগুলি হিমালয়ের শৃঙ্গের মতো সুন্দর দেখাচ্ছিল; আর তার ভিতরে মহামূল্য আসন, শয্যা ও পরিচ্ছদ ছিল। সাততলা সেই অট্টালিকাগুলিতে রাজারা পরস্পর স্পর্ধা করে অবস্থান করছিলেন। উপস্থিত লোকেরা দেখতে পেল অসাধারণ অধ্যবসায়ী, পরাক্রমশালী, প্রজাবর্গের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন, ব্রাহ্মণ হিতৈষী, স্ব স্ব রাজ্যরক্ষক এবং আপন আপন লোকহিতকর কার্য দ্বারা সমস্ত লোকের প্রিয় রাজারা অগুরু প্রকৃতি গন্ধদ্রব্যে অলংকৃত হয়ে সেইসব স্থানে বসে আছেন।

নগরবাসী ও দেশবাসী লোকেরা দ্রৌপদীকে দেখবার জন্য সকল দিকে উৎকৃষ্ট মঞ্চের উপর বসে পড়ল। আর পাণ্ডবেরা দ্রুপদরাজার অসাধারণ সম্পদ দেখতে দেখতে ব্রাহ্মণদের মধ্যেই বসলেন। এইভাবে সমস্ত সভা দিনে দিনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ষোলো দিনের দিন দ্রৌপদী স্নান করে, সুন্দর বস্ত্র পরিধান করে, সমস্ত অলংকারে অলংকৃত হয়ে এবং মণিখচিত সুবর্ণমালা ধারণ করে সেই রঙ্গস্থানে উপস্থিত হলেন।

তখন মন্ত্রজ্ঞ ও পবিত্র সোমকবংশীয়দের পুরোহিত অগ্নি স্থাপন করে তাতে ঘৃত দ্বারা যথাবিধানে হোম করলেন। তিনি হোম করলে, ব্রাহ্মণেরা স্বস্তিবাচন করলেন, সকল দিকের বাদ্য নীরব হল। রঙ্গস্থান নীরব হয়ে গেলে, মেঘ ও দুন্দুভির মতো কণ্ঠধ্বনি সম্পন্ন ধৃষ্টদ্যুম্ন যথা অনুষ্ঠানে দ্রৌপদীকে নিয়ে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করে, মেঘের মতো গম্ভীর উচ্চ স্বরে কোমল, সঙ্গত এবং মনোহর এই কথাগুলি বললেন, "সমবেত রাজগণ আমার কথা শ্রবণ করুন—এই ধনু, এই বাণ এবং ওই লক্ষ্য। আপনারা এই তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা ওই যন্ত্রের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ওই লক্ষ্যটাকে বিদ্ধ করুন। উচ্চ বংশ, মনোহর রূপ এবং অসাধারণ বলশালী যে রাজপুত্র এই গুরুতর কার্য সম্পন্ন করতে পারবেন, আমার ভগ্নি দ্রৌপদী আজ তাঁর ভার্যা হবেন, আমি একথা মিথ্যা বলছি না।"

ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজগণকে এই কথাগুলি বলে নাম, গোত্র ও কার্যদ্বারা উপস্থিত রাজগণের পরিচয় দেবার জন্য ভগ্নি দ্রৌপদীকে বললেন, "দ্রৌপদী, দুর্যোধন, দুর্বিষহ, দুর্মুখ, দুষ্প্রধর্ষণ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, মহ, দুঃশাসন, যুযুৎসু, বায়কো, ভীমবেগ, উগ্রায়ুধ, বলাকী, কনকায়ু, বিরোচন, কুণ্ডজ, চিত্রসেন, সুবর্চা, কনকধ্বজ, নন্দক, বাহুশালী, তুহুণ্ড এবং বিকট—এই সকল ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র এবং বলবান অন্যান্য ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরাও কর্ণের সঙ্গে তোমার জন্য এসেছেন। উদারচেতা এবং ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ অন্যান্য অসংখ্য রাজাও এসেছেন। শকুনি, সৌবল, বৃষক এবং বৃহদ্বল—এই চারজন গান্ধার রাজপুত্র এসেছেন। অস্ত্রজ্ঞশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা ও ভোজরাজ—এঁরা দুজনেই অলংকৃত হয়ে তোমার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। বৃহন্ত, মণিমান এবং দণ্ডধার রাজাও এসেছেন। সহদেব, জয়ৎসেন, মগধরাজ মেঘসন্ধি এবং শঙ্খ ও উত্তর নামক দুই পুত্রের সঙ্গে বিরাটরাজাও এসেছেন। বার্দ্ধক্ষেমি, সুবর্চা, সেনবিন্দু এবং সুনামা

নামক পুত্রের সঙ্গে সুকেতুরাজাও এসেছেন। অংশুমান, চেকিতান, মহাবল, শ্রেণিমান এবং সমুদ্রসেনের পুত্র প্রতাপশালী চন্দ্রসেন উপস্থিত হয়েছেন। সুচিত্র, সুকুমার, বৃক, সত্যধৃতি, সূর্যধ্বজ, রোচমান, নীল এবং চিত্রায়ুধরাজা উপস্থিত আছেন। বিদণ্ড ও দণ্ড নামক পুত্রের সঙ্গে জলসন্ধ, পৌণ্ড্রক বাসুদেব ও বলবান ভগদত্ত এসেছেন। কলিঙ্গের রাজা, তাম্রলিপ্তের রাজা, পত্তনের রাজা এবং পুত্রের সঙ্গে মদ্ররাজ শল্য এসে সমবেত হয়েছেন। রুক্মাঙ্গদ ও রুক্মরথের সঙ্গে কুরুবংশীয় সোমদত্ত ও তাঁর পুত্রেরা এসেছেন। মহাবীর ভূরি, ভূরিশ্রবা এবং শল—এঁরা তিনজন আর কম্বোজদেশীয় সুদক্ষিণ এবং পুরুবংশীয় দৃঢ়ধন্বা আসন গ্রহণ করেছেন। বৃহদ্বল, সুষেণ, উশীনরপুত্র শিবি এবং কৌরহন্তা করাষের রাজা এসেছেন। বলরাম, কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, চারুদেষ্ণ, প্রদ্যুম্নের পুত্র গদ, অক্রূর, সাত্যকি, উদ্ধব, কৃতবর্মা, হার্দিক্য, পৃথু, বিপৃথু, বিদূরথ, কঙ্ক, শঙ্খ, গবেষণ, আশাবহ, অনিরুদ্ধ, সমীক, সারিমেজয়, বাতপতি, ঝিল্লি, পিণ্ডারক এবং উশীনর—এইসব বৃষ্ণি বংশীয়েরা এসেছেন। ভগীরথ, বৃহৎক্ষত্র, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, বৃহদ্রথ, বাহ্লিক, এবং মহারথ শ্রুতায়ু এসেছেন। উলূক, কৈতর, চিত্রাঙ্গদ, শুভাঙ্গদ, বৎসরাজ, কোশলরাজ, বিক্রমশালী শিশুপাল ও জরাসন্ধ এসেছেন। এঁরা এবং নানাদেশের অধীশ্বর অন্যান্য অনেক রাজা আর জগৎ-প্রসিদ্ধ বহুতর ক্ষত্রিয় তোমার জন্য আগমন করেছেন।

"কল্যাণি! এই বিক্রমশালী রাজারা তোমার জন্য লক্ষ্যভেদ করতে প্রবৃত্ত হবেন। এঁদের মধ্যে যিনি লক্ষ্যভেদ করতে পারবেন, তুমি আজ তাঁকেই বরণ করবে।"

কুণ্ডল প্রভৃতি সমস্ত অলংকারে অলংকৃত যুবক রাজপুত্রগণ অস্ত্রশিক্ষা ও দৈহিক বল নিজেদের আছে মনে করে পরস্পরের সঙ্গে স্পর্ধা করে লক্ষ্যভেদ করার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। কুল, শীল, রূপ, যৌবন, বল ও বিত্ত থাকায় হিমালয়বাসী মদমত্ত শ্রেষ্ঠ হস্তিগণের মতো তাঁদের দর্প প্রকাশ পেতে লাগল। তাঁরা সকলেই দ্রৌপদীর দিকে দৃষ্টিপাত করে, কামার্ত হয়ে, "দ্রৌপদী আমারই হবেন"—এই বলতে বলতে নিজের আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। পূর্বকালে হিমালয়কন্যা উমাকে লাভ করবার জন্য সমবেত দেবগণ যেমন শোভা পেয়েছিলেন, তেমনই দ্রুপদনন্দিনীকে লাভ করার জন্য রাজগণ রঙ্গস্থানে শোভা পেতে লাগলেন। তাঁদের সমস্ত মন দ্রৌপদীর উপর নিবিষ্ট হয়েছিল। কামবাণ জর্জরিত হৃদয়ে তাঁরা পরস্পর বন্ধু হয়েও দ্রৌপদীর জন্য পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করতে লাগলেন।

তখন একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সাধ্যগণ, মরুদ্‌গণ এবং যমকে অগ্রবর্তী করে কুবেরের বিমানে চড়ে রঙ্গস্থানে এলেন। দৈত্যগণ, গরুড়বংশীয়গণ, নাগগণ, দেবর্ষিগণ, গুহ্যকগণ, চারণগণ, বিশ্বাবসু, নারদমুনি, পর্বতমুনি ও অপ্সরাদের সঙ্গে প্রধান গন্ধর্বগণও সেখানে এলেন। তখন বলরাম, কৃষ্ণ, বৃষ্ণিবংশীয়গণ, অন্ধকবংশীয়গণ এবং প্রধান প্রধান যদুবংশীয়গণ কৃষ্ণের মতানুসারে দৈবগণ ও ঋষিগণের মতো কেবল দেখতেই লাগলেন।

এই সময়ে মত্ত হস্তীর মতো সবল দেহ, ভস্মাবৃত অগ্নির মতো নিগূঢ় মূর্তি এবং একটি পদ্মকে লক্ষ করে অবস্থিত পাঁচটি হস্তীর ন্যায় পঞ্চপাণ্ডবকে দেখেই কৃষ্ণ চিনতে পারলেন। তারপর তিনি বলরামের কাছে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের বিষয় বললেন। বলরাম ভালভাবে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

কিন্তু দ্রৌপদীর রূপের ছটায় মুগ্ধ অন্যান্য রাজা বা রাজপুত্ররা আরক্ত কামার্ত চোখে দ্রৌপদীকেই দেখছিলেন। তাঁরা পাণ্ডবদের চিনতে পারলেন না। শুধু অন্যেরা নয়, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব—এঁরাও দ্রৌপদীকে দেখে কামবাণে পীড়িত হতে থাকলেন।

এই সময়ে দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্বগণ, গরুড় বংশীয়গণ, নাগগণ, অসুরগণ, সিদ্ধগণ আকাশপথে এসে উপস্থিত হলেন। স্বর্গীয় সুগন্ধে সমস্ত স্থান পরিপূর্ণ হল। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকল, বিশাল দুন্দুভিধ্বনি শোনা যেতে লাগল। বেণু, বীণা ও পণবের বাদ্য হতে লাগল এবং বিমানে আকাশ ব্যাপ্ত হয়ে গেল।

তখন কর্ণ, দুর্যোধন, শাল্ব, শল্য, দ্রৌণায়নি, ক্রাথ, সুনীথ এবং বক্র—এঁরা দ্রৌপদীকে লাভ করার জন্য ক্রমশ বিক্রম প্রকাশ করতে লাগলেন; আর কলিঙ্গ, বঙ্গ, পাণ্ড্য ও পৌণ্ড্রদেশের রাজা, বিদেহের রাজা, যবনদেশের রাজা এবং কিরীট, হার, কেয়ূর ও বলয় প্রভৃতি নানাবিধ অলংকারে অলংকৃত, পদ্মনয়ন, দীর্ঘবাহু, বিক্রম ও অধ্যবসায়শালী অন্যান্য রাজারা, রাজপুত্রেরা, রাজপৌত্রেরা বল ও দর্পবশত গর্জন করতে লাগলেন, কিন্তু সেই বিশাল আকৃতির ধনুতে গুণারোপণ করা মনে করতেও পারলেন না; তবু তাঁরা কম্পিত ওষ্ঠে বিক্রম প্রকাশ করতে করতে ধনুতে গুণারোপণ চেষ্টা করতে গিয়ে সেই ধনুর আঘাতেই ছিটকে পড়তে লাগলেন। সেই রাজারা শক্তি অনুসারে বিশেষ চেষ্টা করলেন কিন্তু তাঁরা মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁদের মাথার মুকুট, গলার হার প্রভৃতি ছড়িয়ে পড়ল। তাঁরা নিশ্বাস ত্যাগ করতে করতে দ্রৌপদী লাভের আশা ত্যাগ করে, আপন আসনে গিয়ে বসে পড়লেন।

তখন ধনুর্ধর প্রধান কর্ণ প্রায় সকল রাজার সেই অবস্থা দেখে ধনুর কাছে গেলেন এবং অতি দ্রুত সেই ধনু তুলে তাতে গুণ পরিয়ে বাণ সংযোগ করলেন। পাণ্ডবেরা কর্ণকে দেখে মনে করলেন যে, পৃথিবীর মধ্যে এই কর্ণই লক্ষ্যভেদ করে, দ্রৌপদীকে অবশ্য গ্রহণ করবেন। আর, অন্যান্য ধনুর্ধরেরা মনে করলেন যে কর্ণ দ্রৌপদীর প্রতি অনুরাগবশত লক্ষ্যভেদ করার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছেন। সুতরাং তিনি আপন তেজে অগ্নি, সূর্য ও চন্দ্রকেও অতিক্রম করেছেন। কর্ণকে লক্ষ্যভেদ করতে উদ্যত দেখে দ্রৌপদী উচ্চ স্বরে বললেন—

> দৃষ্ট্বা তু তং দ্রৌপদী বাক্যমুচ্চৈর্জগাদ নাহং বরয়ামি সূতম্।
> সামর্ষহাসং প্রসমীক্ষ্য সূর্য্যম্ তত্যাজ কর্ণঃ স্ফুরিতং ধনুস্ত্যৎ ॥ আদি: ১৮০: ২৩ ॥

তাঁকে লক্ষ্যভেদে উদ্যত দেখে দ্রৌপদী উচ্চ স্বরে বললেন, "আমি সূতকে বরণ করব না।" তখন কর্ণ ক্রোধ ও হাস্যের সঙ্গে সূর্যের দিকে তাকিয়ে, সেই স্পন্দিত ধনুখানি পরিত্যাগ করলেন।

এইভাবে সকল দিকের ক্ষত্রিয়েরা ব্যর্থ হলে চেদিদেশের রাজা, যমের মতো বীর ও সাহসী, ধীর প্রকৃতির ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান, দমঘোষ পুত্র শিশুপাল সেই ধনুতে গুণ আরোপণ করতে প্রবৃত্ত হয়ে তারই আঘাতে হাঁটু পেতে ভূতলে বসে পড়লেন।

তারপর, মহাবীর ও মহাসাহসী জরাসন্ধ রাজা ধনুর কাছে গিয়ে পর্বতের মতো অচল হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর তিনি সেই ধনুতে গুণ আরোপণ করতে গেলেন, অমনি তার আঘাতে হাঁটু পেতে ভূতলে পড়ে গেলেন। মদ্ররাজ শল্যও সেই ধনুতে গুণ

আরোপ করতে গিয়ে একই অবস্থা প্রাপ্ত হলেন। মদ্ররাজ শল্যের অবস্থা দেখে সভার সমস্ত লোকই বিস্মিত হয়ে গেল। রাজারাও সেই লক্ষ্যভেদ করা যে সম্ভব সে আশা পরিত্যাগ করলেন।

তখন কুন্তীপুত্র মহাবীর অর্জুন সেই ধনুতে গুণারোপণ করে শরসংযোগ করতে ইচ্ছা করলেন। রাজারা ধনুতে গুণারোপণ থেকে নিবৃত্তি পেলে বুদ্ধিমান অর্জুন ব্রাহ্মণের মধ্য থেকে উঠে দাঁড়ালেন। ইন্দ্রধ্বজের মতো দীর্ঘাকৃতি অর্জুন যাচ্ছেন দেখে প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণেরা মৃগচর্ম আন্দোলিত করে বলতে লাগলেন, "থামো থামো।" কিছু ব্রাহ্মণ উদ্বিগ্ন হলেন, কিছু ব্রাহ্মণ আনন্দিত হলেন, বুদ্ধিমান কয়েকজন ব্রাহ্মণ বলতে লাগলেন, "লোকবিখ্যাত বলবান, বেদবিদ্যা ও ধনুর্বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ শল্য প্রভৃতি ক্ষত্রিয়েরা যে কাজ সম্পন্ন করতে পারলেন না, অস্ত্রে অশিক্ষিত এবং অত্যন্ত দুর্বল শরীর ক্ষুদ্র এক ব্রাহ্মণ ধনুতে সেই গুণ আরোপ কীভাবে করবেন? এই ব্যক্তি পূর্বে লক্ষ্যভেদ পরীক্ষা করে দেখেনি। অথচ এখন চাঞ্চল্যবশত এই কাজ যদি সম্পন্ন করতে না পারে, তবে সমস্ত রাজার মধ্যে ব্রাহ্মণেরা হাস্যাস্পদ হবেন। এই ব্যক্তি গর্ব, হর্ষ বা ব্রাহ্মণ্যচাপল্যবশত যদি ধনু নোয়াবার জন্য এগিয়ে গিয়ে থাকে, তবে ওকে ভাল করে বারণ করুন, ও যেন না যায়। আমরা জগতে উপহাস্য বা হালকা হব না, রাজাদের বিদ্বেষের পাত্রও হব না।" কয়েকজন ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণ ভিন্নমত প্রকাশ করে বললেন যে, এই ব্যক্তি যুবক, সুশ্রী, ঐরাবতের শুঁড়ের মতো দীর্ঘ এবং ধৈর্যে হিমালয়ের তুল্য। এর দুই কাঁধ, দুই উরু, দুই বাহু স্থূল, সিংহের মতো সাবলীল গতি, বলিষ্ঠ দেহ, মত্ত হস্তীর মতো বিক্রম আছে। এর উৎসাহ দেখে মনে হচ্ছে, এ লক্ষ্যভেদ করতে পারবে।

এর দেহে শক্তি আছে, মনে উৎসাহও আছে। সমর্থ হবে না এ-কথা ভাবলে এ নিজেই যেত না। ব্রাহ্মণদের কোনও অসাধ্য কাজ নেই। শুধু জল, বায়ু বা ফল আহার করে ব্রাহ্মণেরা যোগ অভ্যাস করেন। দেহে দুর্বল হলেও যোগপ্রভাবে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত বলবান। তার প্রমাণ পরশুরাম একা যুদ্ধে সমস্ত ক্ষত্রিয়কে জয় করেছিলেন। অগস্ত্য আপন ব্রহ্মতেজে অগাধ সমুদ্র পান করেছিলেন। সুতরাং সুখজনক বা দুঃখজনক, বিশাল বা ক্ষুদ্র এবং সৎ বা অসৎ যে কোনও কার্যই ব্রাহ্মণ করুন না কেন, তাকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। এই ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতেজে মহান; সুতরাং ইনি সত্বর ধনুতে গুণ আরোপণ করুন।

তারপর অর্জুন ধনুকের কাছে গিয়ে কিছুকাল পর্বতের মতো স্থির হয়ে থাকলেন। অর্জুন ধনুককে প্রদক্ষিণ করে, মাথা নিচু করে ঈশ্বর, বরদাতা ও জগতের নিয়ন্তা কৃষ্ণকে মনে মনে ধ্যান করে ধনু ধারণ করলেন। রুক্মী, সুনীথ, বক্র, রাধেয়, দুর্যোধন, শল্য এবং শাল্ব প্রভৃতি রাজারা বিশেষ চেষ্টা করেও যে ধনুতে গুণারোপণ করতে পারেননি। দর্পশালী এবং বিষ্ণুর মতো প্রভাবশালী ইন্দ্রপুত্র অর্জুন নিমেষমধ্যে বীরগণের উপস্থিতিতে সেই ধনুতে গুণ পরিয়ে বাণ পাঁচটি হাতে নিলেন। পরে, সেই লক্ষ্য বিদ্ধ করলেন। তৎক্ষণাৎ সে লক্ষ্য যন্ত্রের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত বিদ্ধ হয়ে ভূতলে পড়ল। তখন আকাশে দেবগণের এবং সমাজমধ্যে সভ্যগণের বিশাল কোলাহল শোনা গেল। দেবতারা শত্রুহন্তা অর্জুনের মাথায় স্বর্গীয় পুষ্পবর্ষণ করলেন। ব্রাহ্মণেরা উত্তরীয় বস্ত্রের

অঞ্চল আন্দোলিত করতে লাগলেন এবং রাজারা লজ্জিত হয়ে সকল দিক থেকে হাহাকার করতে লাগলেন।

আকাশের সকল দিক থেকেই পুষ্পবৃষ্টি হতে আরম্ভ করল। বাদ্যকারেরা শতাঙ্গ এবং তূর্য বাজাতে থাকল। সূত ও মাগধগণ সুন্দর স্বরে স্তুতিপাঠ করতে লাগল। দ্রুপদরাজ অর্জুনকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং সৈন্যদল নিয়ে তাঁকে সাহায্য করার কথা চিন্তা করলেন। সেই বিশাল শব্দ ক্রমশ বাড়তে লাগল। ধার্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবের সঙ্গে দ্রুত বাসস্থানের দিকে চলে গেলেন।

আর, লক্ষ্য বিদ্ধ হয়েছে দেখে এবং লক্ষ্যবিদ্ধকারী অর্জুনকে শৌর্য ও সৌন্দর্যে ইন্দ্রের তুল্য নিরীক্ষণ করে দ্রৌপদী বহুদৃষ্ট হয়েও লোকের চোখে নতুন বলেই যেন মনে হতে লাগলেন এবং মুখে না হেসেও যেন হাসতে লাগলেন। মত্ত না হয়েও দ্রৌপদী যেন হাবেভাবেই পড়ে যেতে লাগলেন। মুখে কোনও কথা না বলেও তিনি যেন চোখের দৃষ্টিতে কথা বলতে লাগলেন। এইভাবে দ্রৌপদী শুভ্রবর্ণ বরমাল্য নিয়ে মনোহর মৃদু হাস্য করতে করতে অর্জুনের দিকে এগিয়ে গেলেন। অর্জুনের সামনে উপস্থিত হয়ে, শুভদৃষ্টি করে মনোহর মৃদু হাস্য করতে করতে নিঃশঙ্কচিত্তে রাজগণ ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অর্জুনের বুকে সেই বরমাল্য সমর্পণ করেন দ্রৌপদী। দ্রৌপদীর অর্জুনকে বরণ করা দেখতে দেখতে মনে হল শচী যেমন দেবরাজকে, স্বাহা যেমন অগ্নিকে, লক্ষ্মী যেমন নারায়ণকে, উষা যেমন সূর্যকে, রতি যেমন কামদেবকে এবং পার্বতী যেমন মহাদেবকে বরণ করেছিলেন, দ্রৌপদী সেইভাবে অর্জুনকে বরণ করে নিলেন। ব্রাহ্মণেরা অচিন্ত্যকর্মা অর্জুনের প্রশংসা করতে লাগলেন, অর্জুন দ্রৌপদীকে নিয়ে রঙ্গস্থান থেকে নির্গত হলেন। দ্রৌপদী তাঁর পিছনে পিছনে চললেন।

মহারাজ দ্রুপদ অর্জুনের হাতে দ্রৌপদীকে সমর্পণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। সমবেত রাজারা পরস্পরকে বলতে লাগলেন, "আমরা রাজারা সম্মিলিত আছি, এই অবস্থায় রাজা দ্রুপদ আমাদের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে স্ত্রীরত্ন দ্রৌপদীকে একটি ব্রাহ্মণের হাতে সমর্পণ করতে উদ্যত হয়েছেন। গাছ রোপণ করে ফল জন্মাবার সময়ে গাছটাকে নষ্ট করছে। সুতরাং এই দুরাত্মা দ্রুপদকে আমরা বধ করব। এই ব্যক্তি গুণিগণের সম্মান করতে জানে না, সুতরাং বয়োবৃদ্ধ হলেও এ নির্বোধ। সমস্ত ভারতবর্ষের রাজাদের ডেকে এনে, ভাল খাইয়ে-দাইয়ে, তাঁদের অপমান করছে। উপস্থিত এতগুলি রাজার মধ্যে এই দুরাত্মা একজনকেও কন্যা দানের উপযুক্ত মনে করল না। কন্যা বরণ বিষয়ে ব্রাহ্মণের কোনও অধিকার হয় না। কারণ, সারা পৃথিবী জানে 'স্বয়ংবর ক্ষত্রিয়দের জন্যই'। আর, এই কন্যা যদি কোনও রাজাকে বরণ না-করে, একে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে আমরা চলে যাব। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ চাঞ্চল্য বা লোভবশত যে অপ্রিয় কাজ করেছে, তার জন্য একে কোনও দণ্ড দেওয়া যায় না। কারণ রাজাদের রাজ্য, জীবন, ধন, পুত্র-পৌত্রাদি এবং অন্য সকল বস্তুই ব্রাহ্মণের জন্য। তবে আমরা অপমানের ভয়ে এবং স্বধর্মরক্ষার জন্য অবশ্যই দ্রুপদকে বধ করব— যাতে অন্য স্বয়ংবরে এমন ঘটনা আর না ঘটে।"

রাজারা ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রুপদরাজার প্রতি ধাবিত হলে দ্রুপদ ব্রাহ্মণদের শরণাপন্ন হলেন। কিন্তু

তিনি ভয়ে অথবা দুর্বলতায় কিংবা প্রাণরক্ষায় ব্রাহ্মণদের আশ্রয় নেননি, বিবাদ-নিবৃত্তির জন্যই গিয়েছিলেন। মত্ত হস্তীর মতো সেই রাজারা অগ্রসর হলে, শত্রুহন্তা ভীম ও অর্জুন তাঁদের সম্মুখীন হলেন। রাজারা অর্জুনকে বধ করার জন্য অস্ত্র ধারণ করলেন। তখন অদ্বিতীয় বীর, বজ্রের মতো দৃঢ় শরীর, অত্যন্ত বলবান, অদ্ভুত ও ভয়ংকর কার্যকারী ভীম দুহাতে একটি বিরাট গাছ মাটি থেকে উপড়ে নিয়ে, সেটি ডাল-পালা এবং পত্রশূন্য করে নিলেন। এমনকী অর্জুনও ভীমের সেই ভয়ংকর কাণ্ড দেখে বিস্মিত হলেন এবং ধনু ধারণ করে প্রস্তুত হলেন।

ভীম এবং অর্জুনের অচিন্তনীয় কাজ দেখে অসাধারণ বুদ্ধিমান কৃষ্ণ অগ্রজ বলরামকে বললেন, "আর্য! সঙ্কর্ষণ! সিংহ ও বৃষের ন্যায় সাবলীল গতি এই যে ব্যক্তি তাল প্রমাণ বিশাল ধনু আকর্ষণ করছে এ ব্যক্তি অর্জুন; আমি যদি বাসুদেব হই, তবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। যিনি বলপূর্বক বৃক্ষ ভগ্ন করে, তৎক্ষণাৎ রাজাদের বধ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তিনি ভীমসেন। কেন না ভীমসেন ছাড়া পৃথিবীর কোনও ব্যক্তিই যুদ্ধে এই ধরনের কাজ করতে পারে না। আর পূর্বে যিনি এই স্থান থেকে চলে গিয়েছেন, যার দুই চোখ পদ্মের পাতার মতো দীর্ঘ, বিশাল শরীর, সিংহের মতো গতিভঙ্গি, স্বভাব বিনীত, শরীরের কান্তি গৌরবর্ণ, নাক লম্বা, উন্নত ও মনোহর, তিনি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। কার্তিকের মতো যে দুটি কুমার চলে গিয়েছেন তাঁরাই নকুল ও সহদেব। কারণ আমি শুনেছিলাম যে কুন্তী দেবী ও পাণ্ডবগণ জতুগৃহদাহ থেকে মুক্তিলাভ করেছেন। সমস্ত শুনে বলরাম অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণকে বললেন, "কৃষ্ণ, বড়ই আনন্দিত হলাম যে, আমাদের পিসি কুন্তী দেবী কৌরবপ্রধান যুধিষ্ঠিরদের সঙ্গে ভাগ্যবশত মুক্তিলাভ করেছেন।"

ব্রাহ্মণেরা মৃগচর্ম ও কমণ্ডলু আন্দোলিত করে অর্জুনকে বললেন, "তুমি ভীত হোয়ো না। আমরা শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করব।"

ব্রাহ্মণদের কথা শুনে অর্জুন হেসে তাদের বললেন, "আপনারা দর্শক হয়ে এক পার্শ্বে থাকুন, মন্ত্র দ্বারা যেমন সাপকে বশ করা যায়, তেমনই সরলমুখ শত শত বাণ দ্বারা আমি এই ক্রুদ্ধ রাজাদের প্রতিহত করব।" এই বলে অর্জুন পণলব্ধ ধনুখানাকে আয়ত্ত করে ভীমের সঙ্গে পর্বতের মতো অচল হয়ে দাঁড়ালেন। দুটি হাতি যেমন বিপক্ষের হাতিদলের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি ভীম ও অর্জুন, যুদ্ধবিশারদ কর্ণ প্রভৃতির দিকে নির্ভয়ে অগ্রসর হলেন। তখন রাজাগণ বললেন, "ওহে, যুদ্ধার্থী ব্রাহ্মণকেও কিন্তু বধ করার ঘটনা ঘটে।" এই বলে রাজারা ব্রাহ্মণদের দিকে ছুটে চললেন। তখন কর্ণ অর্জুনের দিকে, এবং মদ্ররাজ শল্য ভীমের প্রতি ধাবিত হলেন। আর দুর্যোধন প্রভৃতি অন্য রাজারা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উপেক্ষাভরে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন।

অর্জুন তীক্ষ্ণ বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করতে লাগলেন। সেই তীক্ষ্ণবাণগুলিতে গুরুতর আঘাত পেয়ে কর্ণ অত্যন্ত বিস্মিত ও মুগ্ধ হলেন। তখন কর্ণ ও অর্জুন উভয়েই ক্রুদ্ধ হয়ে পরস্পরের প্রতি কঠিন শরক্ষেপণ করতে লাগলেন। বস্তুত উভয়ের মধ্যে তারতম্য খুঁজে পাওয়া কঠিন হল। "তোমার বাণ দেখলাম, এইবার আমার বাণের ক্ষমতা দেখো।" দুজনেই এই স্পর্ধিত বাক্য প্রয়োগ করে পরস্পরকে আঘাত করতে লাগলেন।

তখন সূর্যপুত্র কর্ণ অর্জুনের বাহুবল জগতে অতুলনীয় বুঝে অত্যন্ত যত্ন সহকারে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন। কর্ণ অর্জুনের নিক্ষিপ্ত বাণসকল প্রতিহত করে সিংহনাদ করে উঠলেন। তারপর মুগ্ধ কর্ণ বললেন, "ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, তুমি কি সাক্ষাৎ ধনুর্বেদ না পরশুরাম, না ইন্দ্র, না সাক্ষাৎ বিষ্ণু, আত্মগোপনের জন্য এই ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করে বাহুবল অবলম্বন করে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করছ? কারণ, আমি ক্রুদ্ধ হলে, সাক্ষাৎ ইন্দ্র কিংবা অর্জুন ছাড়া অন্য কোনও পুরুষই আমার সঙ্গে যুদ্ধে সমর্থ হয় না।" অর্জুন উত্তরে বললেন, "কর্ণ আমি ধনুর্বেদ নই, প্রতাপশালী পরশুরাম নই। আমি সমস্ত অস্ত্রজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একজন ব্রাহ্মণ; গুরুর উপদেশে ব্রাহ্ম ও ইন্দ্র অস্ত্রে শিক্ষিত হয়েছি। আজ আমি তোমাকে জয় করার জন্য যুদ্ধ করছি, হয় যুদ্ধ কর, না হয় পরাজয় স্বীকার করে প্রস্থান কর।" এই বলে অর্জুন নিক্ষিপ্ত বাণে কর্ণের ধনু ছেদন করলেন। ক্রুদ্ধ কর্ণ অন্য ধনু নিয়ে বাণ সন্ধান করলেন। অর্জুন বাণ দ্বারা কর্ণের সেই নূতন ধনুও ছেদন করলেন। ধনু ছিন্ন ও অঙ্গ-অত্যন্ত বিদ্ধ হলে, মহাবল কর্ণ পলায়ন করলেন। মুহূর্তমধ্যে তিনি অন্য ধনু ও বাণ নিয়ে পুনরায় যুদ্ধ করতে এলেন। অর্জুন বাণ দ্বারা কর্ণের নিক্ষিপ্ত সকল বাণ প্রতিহত করলেন। কর্ণ নিজের ভয়ংকর বাণগুলি ব্যর্থ হয়েছে দেখে, ব্রাহ্মতেজকে অজেয় মনে করে তৎক্ষণাৎ বাইরে চলে গেলেন।

অন্যদিকে, মহাবীর শল্য ও ভীম দুটি মত্ত হস্তীর মতো মুষ্টি ও জানু দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করছিলেন। তাঁরা বাহু দ্বারা পরস্পরকে টেনে কাছে আনলেন, বাহু দ্বারা দূরে ফেলে দিলেন। দক্ষিণ পার্শ্বে ও বাম পার্শ্বে প্রেরণ করলেন। তখন ভীম দুই হাতে শল্যকে মাথার উপর তুলে ভূমিতে ফেলে দিলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা হেসে উঠলেন। ভীম শল্যকে ভূতলে পতিত করেও বধ করলেন না। কর্ণ অত্যন্ত ভীত হলেন, অন্য রাজারাও ভীমের চারপাশে দাঁড়িয়ে পরবর্তী ঘটনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। ভীম কেন শল্যকে বধ করছেন না, এই প্রশ্ন রাজাদের মধ্যে দেখা দিল। (ভীম বলতে পারলেন না শল্য তাঁর মাতুল, নকুল-সহদেবের মাতা মাদ্রীর ভ্রাতা)।

তখন সকলে মিলে প্রশ্ন করতে লাগল, "এই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দু'জন অসাধারণ প্রশংসার কাজ করেছেন। আমরা জানতে চাই, কোথায় এঁদের জন্ম, কোথায় বা এঁদের নিবাস? পরশুরাম, দ্রোণাচার্য, কৃষ্ণ, কৃপাচার্য এবং অর্জুন ছাড়া কোনও ব্যক্তিই বা কর্ণ এবং দুর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ হয়? মহাবীর বলরাম, পাণ্ডব ভীমসেন এবং দুর্যোধন ছাড়া কেই বা যুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠ মদ্ররাজ শল্যকে ভূপাতিত করতে পারে? অতএব এই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যুদ্ধ বিরতি ঘটুক, কারণ ব্রাহ্মণদের সর্বদা রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য।"

কৃষ্ণ নির্বাক হয়ে ঘটনা দেখছিলেন। ভীমকে কুন্তীপুত্র বলে বুঝতে পেরে কৃষ্ণ সকল রাজাকে নিবৃত্ত করে বললেন, "ইনি ধর্ম অনুসারেই দ্রৌপদীকে লাভ করেছেন।" যুদ্ধ-বিশারদ রাজারা নিবৃত্ত হলেন। যত লোক সেখানে এসেছিল, সবাই এই কথা বলতে বলতে চলে গেলেন, "ব্রাহ্মণ প্রধান স্বয়ংবর সম্পন্ন হল, দ্রৌপদীকেও ব্রাহ্মণেরাই লাভ করলেন।"

ব্রাহ্মণ পরিবেষ্টিত ভীম ও অর্জুন দ্রৌপদীকে নিয়ে সভাস্থল থেকে বহির্গত হলেন।

এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন মনে আসে যে কন্যার জন্য এত কাণ্ড কারখানা ঘটল, সে কন্যা দেখতে কেমন ছিল? অংশাবতরণ পর্বে ব্যাসদেব বর্ণনা দিয়েছেন—যজ্ঞবেদি থেকে উঠে এলেন সর্বযোষিতবরা ঋতাবরী দ্রৌপদী।

নাতিহ্রস্বা ন মহতী নীলোৎপল সুগন্ধিনী।
পদ্মায়তাক্ষী, সুশ্রোণী, স্বসিতাঞ্চিতমূর্দ্ধজা ॥
সর্বলক্ষণা সম্পন্না, বৈদূর্যমণিসন্নিভা—
পঞ্চানাং পুরুষেন্দ্রাণাং চিত্ত প্রমথনী রহঃ ॥ আদি:৬২: ১৫৯-১৬০ ॥

তিনি অতি খর্বাও ছিলেন না, অতি দীর্ঘাও ছিলেন না। নীলোৎপলের মতো সৌরভ উৎসারিত হত তার অনবদ্য অঙ্গ থেকে; তার চোখ দুটি ছিল পদ্মপত্রের মতো দীর্ঘায়ত। নিতম্বযুগল ছিল সুশোভন। নিশ্বাস বায়ুতেও তার মিহি কেশকলাপ সঞ্চালিত হত। তার দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল শুভলক্ষণ সূচিত করত। তার গায়ের রং ছিল বৈদূর্যমণির ন্যায় শ্যামল স্নিগ্ধ। তিনি নির্জনে ইন্দ্রতুল্য পাঁচটি পুরুষের চিত্তকে প্রমথিত করতেন।

অসাধারণ এই নারী। ইন্দ্রপত্নী শচীরানিই দ্রৌপদীরূপে অংশাবতরণ করেছিলেন। তাঁর আবির্ভাব মুহূর্তে দৈববাণী হয়েছিল— "সর্ব যোষিৎবরা কৃষ্ণা নিনীষুঃ ক্ষত্রিয়ান্ ক্ষয়ম্।"—এই কন্যাটির নাম হোক কৃষ্ণা, এ কন্যা সকল নারীর শ্রেষ্ঠা হবে—আর ক্ষত্রিয়দের ক্ষয়ের কারণ হবে।

চন্দ্রভাগা দ্রৌপদী। মনস্বিনী, ওজস্বিনী, সম্ভ্রান্ত দৌপদী। মহাভারতের পাতায় পাতায় ছড়ানো আছে দ্রৌপদীর ব্যক্তিত্বের অসামান্যতা।

১৯

নারদ কর্তৃক পাণ্ডবদের দাম্পত্য জীবনের নিয়ম-বন্ধন (তিলোত্তমা সম্ভব)

স্বয়ংবর সভায় অর্জুন লক্ষ্যভেদ করলে পঞ্চ-পাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ হল। এক বৎসর কাল পাঞ্চাল রাজ্যে আনন্দে অতিবাহিত করার পর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আমন্ত্রণে, কৃষ্ণের সঙ্গে আলোচনা করে পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরে ফিরলেন। পাঁচ বৎসর হস্তিনাপুরে পরম আনন্দে কাটল। তারপর ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে রাজত্ব করার আজ্ঞা দিলেন। পাণ্ডবেরা আজ্ঞা পালন করলেন। তখন ইন্দ্রপ্রস্থ ভয়ংকর বন ও জলাশয়ে পরিপূর্ণ ছিল। অসাধ্যসাধন করে, কৃষ্ণের সাহায্য নিয়ে সেই জলা-জঙ্গল পরিপূর্ণ স্থানে পাণ্ডবেরা একটি নগর নির্মাণ করলেন। সমুদ্রের ন্যায় বিশাল পরিখা এবং জলশূন্য মেঘ ও চন্দ্রের তুল্য শুভ্রবর্ণ অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা সেই নগরটি অলংকৃত হল। নগরটিতে বহুসংখ্যক অট্টালিকা শোভিত হল এবং মন্দার পর্বতের ন্যায় বিশাল দ্বার আর গরুড়ের দুই পক্ষের ন্যায় বিশাল কপাট দ্বারা অট্টালিকাগুলি রক্ষিত হল। সেখানে বহু রাজমিস্ত্রি বাস করতে লাগল, যোদ্ধারা নগর রক্ষা করতে লাগল। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা সেখানে আসতে আরম্ভ করলেন। সর্বপ্রকার ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিরা নগরে বাস করতে এলেন এবং বণিকেরা ও শিল্পীরা দলে দলে প্রবেশ করতে লাগলেন। ধার্মিক ব্যক্তিদের আগমনে ইন্দ্রপ্রস্থপুরী আনন্দে পরিপূর্ণ নগরীতে রূপান্তরিত হল। বুদ্ধিমান ও ধর্মপরায়ণ পাণ্ডবগণ কাম-ক্রোধাদি জয় করে অত্যন্ত আনন্দ সহকারে ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করতে লাগলেন।

তারপর একদিন মহাত্মা পাণ্ডবেরা উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ সেখানে উপস্থিত হলেন। তখন যুধিষ্ঠির নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং নারদকে বসতে অনুরোধ করলেন। নারদ যুধিষ্ঠিরের আসনের উপর আপন কৃষ্ণাজিন ছড়িয়ে তার উপরে বসলেন। নারদ উপবিষ্ট হলে যুধিষ্ঠির নিজেই তাঁকে অর্ঘ্য দান করলেন এবং আপন রাজ্য দিতে চাইলেন। নারদ সেই পূজা গ্রহণ করে, সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করে যুধিষ্ঠিরকে উপবেশন করতে বললেন। নারদের অনুমতি লাভ করে যুধিষ্ঠির উপবেশন করলেন এবং অন্তঃপুরে দ্রৌপদীর কাছে সংবাদ পাঠালেন যে, দেবর্ষি নারদ এসেছেন। দ্রৌপদী পবিত্র ও ভক্তিযুক্ত হয়ে নারদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁর চরণযুগলে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি হয়ে অবনতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইলেন। দ্রৌপদীকে নানাবিধ আশীর্বাদ করে নারদ দ্রৌপদীকে বললেন, "তুমি যেতে পারো।" দ্রৌপদী চলে গেলে নারদ পঞ্চ-পাণ্ডবকে বললেন,

"যুধিষ্ঠির একমাত্র দ্রৌপদীই তোমাদের ধর্মপত্নী। সুতরাং যাতে তাঁকে নিয়ে তোমাদের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত না হয়, তেমন নিয়ম করো। কারণ, পূর্বকালে ত্রিভুবন বিখ্যাত সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই ভ্রাতা ছিল। তারা দুজনেই একত্রে থাকত, এক গৃহ, এক শয্যা ও একত্র ভোজন ও অবস্থান করত। কিন্তু তারাও এক তিলোত্তমার জন্য পরস্পরকে বধ করেছিল। অতএব তোমরা পরস্পরের প্রণয়জনক সৌভ্রাত্র রক্ষা করো এবং যাতে তোমাদের মধ্যে ভেদ না জন্মায় তা করো।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "মহর্ষি, সুন্দ ও উপসুন্দ কার পুত্র ছিল? কী ভাবে তাদের মধ্যে ভেদ জন্মেছিল এবং কেনই বা তারা পরস্পরকে বধ করেছিল? এই তিলোত্তমা অপ্সরা ছিল না দেবকন্যা ছিল এবং সে কার অধীনে ছিল? হে তপোধন, আমাকে বিশদভাবে সেই বৃত্তান্ত বলুন যার প্রতি কামে উন্মত্ত হয়ে সুন্দ ও উপসুন্দ পরস্পরকে বধ করেছিল।"

নারদ তখন বিশদভাবে পাণ্ডব ভ্রাতাদের কাছে সুন্দ-উপসুন্দ বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন। পূর্বকালে মহাসুর হিরণ্যকশিপুর বংশে তেজস্বী ও বলবান 'নিকুম্ভ' নামে এক মহাদৈত্য জন্মগ্রহণ করেছিল। নিকুম্ভের সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই পুত্র জন্মেছিল।

তারা অত্যন্ত বলবান, ভয়ংকর পরাক্রমশালী, ভীষণ প্রকৃতি ও নিষ্ঠুর চিত্ত ছিল। তারা সর্বদাই একরূপ কার্য স্থির করত, এক কার্যে উভয়ে সম্মত হত, উভয়েই সমান সুখ এবং সমান দুঃখ পেত। পরস্পর মিলিত না হলে তারা ভোজন করত না এবং পরস্পর পরস্পরের প্রিয় কার্য করত ও প্রিয় কথা বলত। তাদের স্বভাব ও আচরণ এক রকম ছিল। বিধাতা যেন একটিকেই দুটি করে সৃষ্টি করেছিলেন। অভিন্ন হৃদয় ও মহাবীর সুন্দ ও উপসুন্দ ক্রমে বড় হয়ে উঠল।

তারপর তারা ত্রিভুবন জয় করার জন্য একমত ও একনিশ্চয় হয়ে, দীক্ষা গ্রহণ করে, বিন্ধ্য-পর্বতে গিয়ে, ভয়ংকর তপস্যা করতে লাগল। জটা ও বল্কল ধারণ করে, ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয়ে, দীর্ঘকাল তপস্যা করার উপযুক্ত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল। তারা বায়ুমাত্র ভক্ষণ করে, আপন আপন মাংস দ্বারা হোম করতে থেকে, কেবল পাদাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা ভূতলে অবস্থানপূর্বক উর্ধ্ববাহু ও নির্নিমেষ নয়ন হয়ে দীর্ঘকাল তপস্যা করল। তখন তাদের অঙ্গে মল জমা হয়েছিল।

তাদের তপস্যার প্রভাবে দীর্ঘকাল সন্তপ্ত হতে থেকে বিন্ধ্যপর্বত ধূম উদ্‌গার করতে লাগল; সে ঘটনা যেন অদ্ভুত বলে বোধ হল। তাদের ভয়ংকর তপস্যা দেখে দেবতারা ভীত হয়ে পড়লেন। তাঁরা তপোভঙ্গের জন্য বিঘ্ন সৃষ্টি করতে লাগলেন। দেবতারা নানাবিধ মণি, রত্ন ও যুবতী স্ত্রী দ্বারা তাদের প্রলুব্ধ করতে চাইলেন। কিন্তু তারা তপস্যায় দৃঢ়ব্রত থাকায় তপোভঙ্গ করল না।

তখন দেবতারা, তাদের উপর মায়াপ্রকাশ করলেন। শূলধারী কোনও রাক্ষস তাদের মাতা, ভগিনী ও ভার্যা ও দাসী প্রভৃতি পরিজনদের এনে একেবারে বিবস্ত্র করে আঘাত করতে লাগল; তাদের চুলের অলংকার খুলে পড়তে লাগল এবং তারা ভূতলে পড়ে চিৎকার করতে লাগল। তারা সুন্দ, উপসুন্দকে সম্বোধন করে 'রক্ষা করো, রক্ষা করো' বলে আর্তনাদ করতে লাগল। তথাপি সুন্দ ও উপসুন্দ তপস্যা ভঙ্গ করল না; ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত হল না, তখন সেই সকল স্ত্রীলোক এবং রাক্ষস অন্তর্হিত হল।

তখন সমস্ত লোকের হিতৈষী ও প্রভাবশালী ব্রহ্মা তাদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন এবং বরপ্রার্থনা করতে বললেন। সুন্দ ও উপসুন্দ, দুই ভাই, ব্রহ্মাকে দেখে কৃতাঞ্জলি হয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। তখন, দুই ভাই সম্মিলিতভাবে ব্রহ্মাকে বলল, "এই তপস্যা দ্বারা আমাদের উপর আপনি যদি সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তবে আমরা দুইজনেই যেন মায়াবিৎ, অস্ত্রবিৎ, বলবান, কামরূপী ও অমর হতে পারি।" ব্রহ্মা বললেন, "অমরত্ব ব্যতীত অন্য যা যা চেয়েছ, তা তোমরা পাবে। মৃত্যু ছাড়া অন্য সমস্ত বিষয়েই তোমরা দেবতার তুল্য প্রভাবশালী হবে। 'আমরা ত্রিভুবনের প্রভু হব' এই উদ্দেশ্য করেই যেহেতু তোমরা গুরুতর তপস্যা করেছ, সেই হেতুই তোমাদের অমরত্ব প্রদান করব না।"

তখন সুন্দ ও উপসুন্দ বলল, "পিতামহ ত্রিভুবনের মধ্যে স্থাবর ও জঙ্গম যে কিছু প্রাণী আছে, সেইসব প্রাণী থেকে আমাদের মৃত্যু হবে না। আমাদের পরস্পর ছাড়া কোনও প্রাণীই আমাদের মৃত্যু দিতে পারবে না, এই বর দিন।"

ব্রহ্মা বললেন, "যা তোমরা চেয়েছ, সেই বরই তোমাদের দিলাম। তোমাদের মৃত্যু এইভাবেই হবে।" ব্রহ্মা তাঁদের তপোভঙ্গের নির্দেশ দিয়ে ব্রহ্মালোকে চলে গেলেন। দৈত্যশ্রেষ্ঠ দুই ভাইও, বর লাভ করে সমস্ত জগতের অবধ্য হয়ে আপন ভবনে চলে গেল। তারা বরলাভ করে পূর্ণ মনোরথ হয়ে এসেছে দেখে তাদের বন্ধুবর্গ অত্যন্ত আনন্দ লাভ করল। তখন তারা জটা খুলে বাবরি করল এবং মহামূল্য অলংকার ও নির্মল বস্ত্র পরিধান করল। তারা পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাকে সমস্ত সময়ে ধরে রাখল। তাতে বন্ধুরা আরও আনন্দিত হল। "ভক্ষণ করো, ভোজন করো, পান করো, দান করো, গান করো এবং আরাম করো"— ঘরে ঘরে এই শব্দ শোনা যেতে লাগল। যেখানে সেখানে বিশাল কোলাহল, আমোদের আহ্বান এবং আনন্দ করতালি ধ্বনিতে দৈত্যনগরী পরিপূর্ণ হতে থাকল, বোঝা গেল সকলেই আনন্দিত ও আমোদিত হয়েছে। কামরূপী দৈত্যেরা এইভাবে আমোদ করতে থাকলে, তাদের সেই নানাবিধ উৎসব অনেক বৎসরও যেন একটি দিনের মতো চলে গেল।

উৎসব সমাপ্তি মাত্র সুন্দ ও উপসুন্দ মন্ত্রণা করে ত্রিভুবন জয় করার ইচ্ছায় সৈন্যগণকে সজ্জিত হবার জন্য আদেশ দিল। তারপর বন্ধুগণ ও মন্ত্রিগণের অনুমতিক্রমে তারা যাত্রাকালীন মাঙ্গলিক আচরণ করে রাত্রিতে মঘা নক্ষত্রে যাত্রা করল। তারা গদা, পট্টিশ, শূল, মুদ্গর ও বর্মধারী বিশাল দৈত্যসৈন্যের সঙ্গে প্রস্থান করল। স্তুতিপাঠকেরা জয় ইচ্ছা করে মাঙ্গলিক স্তুতি করল। সুন্দ ও উপসুন্দ পরমানন্দে আকাশে উঠে দেবলোকে চলে গেল। দেবতারা তাদের আগমন সংবাদ শুনে ব্রহ্মার বরদান স্মরণ করলেন এবং স্বর্গলোক ত্যাগ করে ব্রহ্মালোকে চলে গেলেন। মহাবিক্রমশালী সুন্দ ও উপসুন্দ স্বর্গলোক, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ এবং আকাশচর প্রাণীগণকে জয় করে চলে গেল। তারা পাতালবাসী নাগদিগকে জয় করে সমুদ্রতীরবাসী সমস্ত ম্লেচ্ছ জাতিকে জয় করল। তারপর তারা ভয়ংকর শাসন প্রচার করে সমস্ত পৃথিবী জয় করতে আরম্ভ করে সৈন্যদের ডেকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর বাক্য বলল।

"রাজর্ষিরা মহাযজ্ঞ দ্বারা এবং ব্রাহ্মণেরা হব্য-কব্য-দ্বারা দেবগণের তেজ, বল ও সম্পদ বৃদ্ধি করে থাকে। অতএব আমাদের সকলেরই সম্মিলিত হয়ে সেই অসুরদ্বেষী রাজর্ষি প্রভৃতিকে সর্বপ্রযত্নে বধ করা উচিত।"

সকলকে এই আদেশ করে সুন্দ ও উপসুন্দ মহাসমুদ্রের পূর্বতীরে গিয়ে নিষ্ঠুর বুদ্ধি অবলম্বন করে সকল দিকে বিচরণ করতে লাগল। যে কেউ যজ্ঞ করছিলেন এবং যে সকল ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করাচ্ছিলেন, তাদের বলপূর্বক হত্যা করে সেই স্থান থেকে চলে যেতে লাগল। আর, তাদের সৈন্যরা জিতেন্দ্রিয় মুনিগণের আশ্রমে প্রবেশ করে তাঁদের অগ্নিহোত্রের সমস্ত বস্তু নিয়ে নির্ভয়ে জলে ফেলে দিতে লাগল। তপস্বীরা ক্রুদ্ধ হয়ে যে সকল অভিসম্পাত করতেন, ব্রহ্মার বরে সেগুলি তাদের স্পর্শও করতে পারত না। প্রস্তরের উপর নিক্ষিপ্ত বাণের তুল্য সেই অভিসম্পাতগুলি ব্যর্থ হতে থাকলে ব্রাহ্মণেরা নিয়ত কার্য পরিত্যাগ করে পালাতে লাগলেন। পৃথিবীতে জিতেন্দ্রিয় ও শমগুণান্বিত তপস্বীরা, সর্প যেমন গরুড়ের ভয়ে পালায়, তেমনই সুন্দ ও উপসুন্দের ভয়ে পালাতে লাগলেন।

তারা মুনিদের আশ্রমগুলি মথিত ও ভগ্ন করে সেখান থেকে কলস, স্রুক, স্রব ইত্যাদি হোমের উপকরণগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করত। সমস্ত কাল যেন নিহত হয়ে শূন্য হয়ে গেল। রাজর্ষি ও মহর্ষিরা অদৃশ্য হয়ে যেতেন বলে সুন্দ ও উপসুন্দ সর্বত্র তাঁদের অনুসন্ধান করতে লাগল। তারা মদমত্ত হস্তীর রূপ ধারণ করে গুপ্তস্থান থেকে খুঁজে খুঁজে তাদের হত্যা করতে লাগল। একবার সিংহের রূপ ধারণ করে, পরমুহূর্তে ব্যাঘ্রের রূপ ধারণ করে তারা মুনিগণকে হত্যা করতে লাগল।

তখন পৃথিবীতে যজ্ঞ ও বেদপাঠ নিবৃত্তি পেল, রাজা ও ব্রাহ্মণ লুপ্ত হল এবং উপনয়ন প্রভৃতি উৎসবকার্য বন্ধ হয়ে গেল। সর্বত্র হাহাকার পড়ে গেল, অবশিষ্ট লোকেরা ভয়ার্ত হয়ে পড়ল, হাটে আর ক্রয়-বিক্রয় থাকল না, দেবকার্য উঠে গেল, পুণ্যকার্য ও বিবাহকার্য বন্ধ হয়ে গেল, কৃষি ও গোরক্ষা নিবৃত্তি পেল, নগর ও আশ্রমগুলি ধ্বংস হতে লাগল এবং অস্থি-কঙ্কালে পরিপূর্ণ পৃথিবী ভয়ংকরদর্শনা হয়ে পড়ল। পিতৃকার্য উঠে গেল এবং যাজ্ঞিকমণ্ডলে স্বাহা-বষটকারাদি থাকল না। সমস্ত জগৎ ভয়ংকর মূর্তি এবং দুষ্প্রেক্ষ্য হয়ে পড়ল। ওদিকে চন্দ্র, সূর্য, অন্যান্য গ্রহ, সপ্তর্ষিমণ্ডল, অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র সুন্দ ও উপসুন্দের সেই কার্য দেখে বিষাদমগ্ন হলেন। এইভাবে, সুন্দ ও উপসুন্দ নিষ্ঠুর ব্যবহারে সমস্ত দিক জয় করে, শত্রুশূন্য হয়ে কুরুক্ষেত্রে রাজধানী স্থাপন করল।

দেবর্ষিগণ ও সিদ্ধ মহর্ষিগণ জগতের সেই গুরুতর দুরবস্থা দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তখন, ক্রোধবিজয়ী, সংযতচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় সেই মহর্ষিরা জগতের উপর দয়াবশত ব্রহ্মালোকে গমন করলেন। তাঁরা সেখানে গিয়ে দেখলেন— ব্রহ্মা দেবতাদের সঙ্গে উপবিষ্ট হয়ে আছেন। ব্রহ্মর্ষিরা তাঁকে পরিবেষ্টন করে আছেন। সেইখানে বিষ্ণু, শিব, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য, শুক্র এবং ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচি প্রভৃতি ঋষিরাও অবস্থান করছিলেন। তখন বৈখানস, বালখিল্য, বাণপ্রস্থ, মরীচিপায়ী, বিষ্ণু উপাসক এবং মোহশূন্য ব্রহ্মচিন্তকগণ, এঁরা সকলেই ব্রহ্মার কাছে গিয়ে, সুন্দ ও উপসুন্দের সমস্ত কার্যই বললেন। তারা যেভাবে ত্রিভুবনের রাজ্য হরণ করেছিল এবং অন্য যে সমস্ত অন্যায় কার্য করেছিল, তাও বিশদভাবে তাঁরা ব্রহ্মার কাছে নিবেদন করলেন এবং সুন্দ ও উপসুন্দের অত্যাচারের প্রতিকার প্রার্থনা করলেন।

ব্রহ্মা মহর্ষি ও দেবর্ষিগণের সমস্ত কথা শুনে মুহূর্তকাল কর্তব্য নির্ধারণের উপায় চিন্তা করলেন এবং তারপর বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করলেন। বিশ্বকর্মা উপস্থিত হলে ব্রহ্মা তাঁকে

আদেশ করলেন, "বিশ্বকর্মা সকলেরই প্রার্থনীয়া হয়, এমন একটি রমণী তুমি সৃষ্টি করো।" তখন বিশ্বকর্মা ব্রহ্মাকে নমস্কার করে এবং তাঁর বাক্যের প্রশংসা করে, চিন্তাপূর্বক বিশেষ যত্নসহকারে একটি অলৌকিক রমণী সৃষ্টি করলেন। সর্বজ্ঞ বিশ্বকর্মা ত্রিভুবনের মধ্যে স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক প্রাণীগণের যা কিছু মনোহর উপাদান ছিল, সে সমস্তই সেই রমণীর জন্য নিয়ে এলেন। তার অঙ্গে কোটি কোটি রত্ন সন্নিবেশিত করলেন। এইভাবে তিনি সেই রমণীটিকে সর্বরত্নময়ী ও দেবরূপিণী করে সৃষ্টি করলেন। বিশ্বকর্মার গুরুতর চেষ্টায় নির্মিত সেই রমণীটি ত্রিভুবনের সমস্ত রমণীর মধ্যেই রূপে অতুলনীয়া হল। কেন না, তার শরীরে এমন সূক্ষ্ম স্থানও ছিল না, যাতে দ্রষ্টৃবর্গের দৃষ্টি রূপরাশির গুণে সংলগ্ন না হত।" (১৫)

> ন তস্যাঃ সূক্ষ্মমপ্যস্তি যদ্ গাত্রে রূপ সম্পদা।
> নিযুক্তা যত্র বা দৃষ্টির্ণ সজ্জতি নিরীক্ষতাম্ ॥
> সা বিগ্রহবতীব শ্রীঃ কামরূপা বপুষ্মতী।
> পিতামহমুপাতিষ্ঠৎ কিং করোমীতি চাব্রবীৎ ॥ আদি: ২০৪ : ১৫-১৬॥

—কামরূপিণী ও মনোহরাঙ্গী সেই রমণী, মূর্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় ব্রহ্মার নিকট গেল এবং বলল, "আমি কী করব।"

ব্রহ্মা তাকে দেখেই আনন্দিত হয়ে স্নেহবশত তাকে এই বর দিলেন, "তুমি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে অধিক কমনীয়তা লাভ করো এবং তোমার দেহখানি সৌন্দর্যের গুণে সর্বোৎকৃষ্ট হোক।" ব্রহ্মার সেই বরদানে এবং বিশ্বকর্মার নির্মাণের গুণে সেই রমণী তখন সকল প্রাণীর নয়ন ও মন হরণ করল।

বিশ্বকর্মা ত্রিভুবনের মধ্যে উৎকৃষ্ট বস্তুর তিল তিল এনে যেহেতু তাঁকে নির্মাণ করেছিলেন, সেই হেতু ব্রহ্মা তাঁর নাম দিলেন—"তিলোত্তমা"।

সেই তিলোত্তমা ব্রহ্মাকে নমস্কার করে কৃতাঞ্জলি হয়ে বলল, "প্রজানাথ, আমার দ্বারা আপনাদের কোন কার্য সম্পন্ন হবে? যেহেতু আমাকে সৃষ্টি করলেন।" তখন ব্রহ্মা বললেন, "তিলোত্তমা তুমি গিয়ে সুন্দ ও উপসুন্দের মধ্যে তোমার প্রার্থনীয় রূপ নিয়ে প্রলুব্ধ করো।" "তাই হবে" এই বলে ব্রহ্মাকে নমস্কার করে তিলোত্তমা মণ্ডলাকারে দেবতাদের প্রদক্ষিণ করতে আরম্ভ করলেন।

তখন ব্রহ্মা পূর্বমুখ হয়ে, শিব দক্ষিণমুখ হয়ে, অন্যান্য দেবতারা উত্তরমুখ হয়ে বসেছিলেন। আর, ঋষিরা তাঁদের চারপাশে ছিলেন। তিলোত্তমা মণ্ডলাকারে প্রদক্ষিণ করতে থাকলে শিব এবং ইন্দ্র কিছুকাল ধৈর্য অবলম্বন করে রইলেন। কিন্তু ব্রহ্মা তাকে দেখার জন্য অত্যন্ত অভিলাষী হলেন। সুতরাং সে যখন দক্ষিণ দিকে গেল, তখন তাঁর দক্ষিণমুখ প্রকাশিত হল, সেই মুখের পদ্মতুল্য নয়ন দুটি তিলোত্তমার উপর গিয়ে পড়ল। তিলোত্তমা পিছনের দিকে গেলে ব্রহ্মার পিছনের মুখ প্রকাশিত হল, আবার সে উত্তর দিকে গেলে তাঁর উত্তর দিকের মুখ প্রকাশিত হল। তারপর ইন্দ্রেরও পিছন থেকে, পার্শ্বদ্বয় থেকে এবং সম্মুখ থেকে এক সহস্র রক্তবর্ণ বিশাল নয়ন প্রকাশিত হল। এই কারণে, পূর্বকালে ব্রহ্মা চতুর্মুখ, শিব স্থাণু এবং ইন্দ্র সহস্রাক্ষ হয়েছিলেন।

আর, প্রদক্ষিণ করার সময় তিলোত্তমা যে-যে দিকে যেতে লাগল, সেই-সেই দিকে দেবগণ ও মহর্ষিগণের মুখ সর্বপ্রকারে পরিবর্তিত হতে থাকল এবং সেই মহাত্মাদের সকলের দৃষ্টি সেই তিলোত্তমার অঙ্গে গাঢ় সংলগ্ন হতে লাগল। কিন্তু ব্রহ্মার তা হল না। তখন দেবর্ষি, মহর্ষিরা মনে করতে লাগলেন যে অপূর্ব রূপ-লাবণ্যবতী তিলোত্তমা অনায়াসে সুন্দ ও উপসুন্দের মধ্যে বিরোধ ঘটিয়ে দেবেন। তিলোত্তমা চলে গেলে, ব্রহ্মা সকল দেবতা ও ঋষিগণকে বিদায় দিলেন।

সুন্দ ও উপসুন্দ সমগ্র পৃথিবী জয় করে, শত্রুশূন্য ও আনন্দিত হয়ে এবং ত্রিভুবনকে ত্রস্ত করে, কৃতকার্য হয়েছিল। তারা দেব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ ও ভূপালগণের সর্বপ্রকার রত্ন আত্মসাৎ করে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেছিল। তখন ত্রিভুবনের মধ্যে কোনও লোকই তাদের প্রতিপক্ষ ছিল না, কাজেই তারা যুদ্ধের উদ্‌যোগ পরিত্যাগ করে দেবতার মতো বিহার করতে লাগল। তারপরে, তারা কোনও সময়ে বিন্ধ্য পর্বতের সমতল ভূমিতে পুষ্প শোভিত শালবনে বিহারসুখ অনুভব করতে লাগল। অনুচরগণ সর্বপ্রকার উৎকৃষ্ট বস্ত্র সংগ্রহ করে নিয়ে আসছিল। সুন্দ ও উপসুন্দ স্ত্রীদের সঙ্গে মনোহর আসনে উপবেশন করল।

রমণীরা তাদের স্তুতিসূচক গান গাইতে লাগল, বাদ্য ও নৃত্য পরিবেশন করে তাদের সন্তুষ্ট করল এবং প্রেমবশত তাদের সঙ্গে সঙ্গম করল। তখন, তিলোত্তমা একখানি রক্তবস্ত্র পরিধান করে পুরুষের চিত্তাকর্ষক বেশ ধারণ করে, নদীতীরবর্তী স্থলপদ্ম চয়ন করতে করতে ধীরে ধীরে সেইখানে গেল, যেখানে সুন্দ ও উপসুন্দ বসে ছিল। সুন্দ ও উপসুন্দ উত্তম সুরা পান করে, মদে আরক্তলোচন হয়েছিল, তারা তিলোত্তমাকে দেখেই কামপীড়িত হয়ে পড়ল। আসন পরিত্যাগ করে উঠে— দুজনেই তিলোত্তমার কাছে গেল এবং কামমত্ত অবস্থায় দুজনেই তিলোত্তমাকে প্রার্থনা করল। সুন্দ আপন হস্তে তিলোত্তমার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করল; আর উপসুন্দ তার বাম হস্ত ধারণ করল। তারপর ব্রহ্মার বরদানের মত্ততা, কায়িক বলের মত্ততা, ধন ও রত্নের মত্ততা, সুরাপানের মত্ততা— এতগুলি মত্ততার দ্বারা অত্যন্ত মত্ত, পরস্পরের দিকে ভ্রূকুটি করতে থেকে পরস্পর পরস্পরকে বলল—

সুন্দ বলল, "আমার ভার্যা তো তোমার নিকট মাতার তুল্য।" উপসুন্দ বলল, "আমার ভার্যা তো তোমার নিকট পুত্রবধূর তুল্য।" তারপর তারা দুজনেই উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগল —"এ তোমার নয়, এ আমারই।" তিলোত্তমার রূপে তারা অত্যধিক মত্ত হয়েছিল বলে তাদের স্নেহ ভালবাসা অন্তর্হিত হয়েছিল এবং তার পরিবর্তে অত্যন্ত ক্রোধ দেখা দিল। তখন তারা দুজনেই তিলোত্তমাকে নেবার জন্য ভয়ংকর গদা ধারণ করল। "আমি আগে নেব, আমি আগে নেব।" বলতে বলতে পরস্পরকে গদার আঘাত করতে লাগল। সেই আঘাতে দুজনের শরীর রক্তাক্ত হয়ে গেল। তখন ভয়ংকরাকৃতি সেই সুন্দ ও উপসুন্দ গগনচ্যুত দুটি সূর্যের ন্যায় ভূতলে পতিত হল এবং মৃত্যুবরণ করল। তখন সেই রমণীরা পলায়ন করল এবং সেই অনুচর দৈত্যগণও বিষাদে ও ভয়ে কম্পিত হয়ে সকলেই পাতালে চলে গেল।

তারপর, নির্মলচিত্ত ব্রহ্মা তিলোত্তমাকে সম্মানিত করার জন্য দেবগণ ও মহর্ষিগণের সঙ্গে সেখানে আগমন করলেন। ভগবান ব্রহ্মা প্রীত হয়ে তিলোত্তমাকে বর দিয়ে সন্তুষ্ট

করেছিলেন। তিনি বর দিতে ইচ্ছা করে তিলোত্তমাকে বললেন, "তিলোত্তমা তুমি সূর্যলোকে বিরাজ করবে; কিন্তু সেখানেও কোনও ব্যক্তি তোমার তেজের প্রভাবে তোমাকে ভাল করে দেখতে সমর্থ হবে না।" ব্রহ্মা তিলোত্তমাকে এই বর দিয়ে এবং ইন্দ্রকেই আবার ত্রিভুবনের রাজত্বে প্রতিষ্ঠিত করে ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন।

নারদ এই কাহিনি বিবৃত করে পাণ্ডবদের বললেন, "এইভাবে সুন্দ ও উপসুন্দ সম্মিলিত থেকেও সমস্ত বিষয়ে একমত হয়েও তিলোত্তমার জন্য পরস্পর ক্রুদ্ধ হয়ে পরস্পরকে বধ করেছিল। অতএব হে ভরত শ্রেষ্ঠগণ! আমি স্নেহবশত তোমাদের সকলকেই বলছি যে, যাতে দ্রৌপদীর জন্য তোমাদের সকলের মধ্যে ভেদ না জন্মে, তাই করো এবং যদি আমার প্রিয় কার্য করিতে ইচ্ছা করো, তবে তেমন উপায় করো, তোমাদের মঙ্গল হবে।"

দেবর্ষি নারদ এই কথা বললে, পাণ্ডবেরা নারদের উপস্থিতিতেই নিয়ম করলেন, "পাপশূন্যা দ্রৌপদী আমাদের এক একজনের ঘরে এক একটি বৎসর করে বাস করবেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে যে কেউ দ্রৌপদীর সঙ্গে বাস করার সময়ে, অন্য যে কেউ এসে দেখা করবেন, তিনি ব্রহ্মচারী থেকে বারো বৎসর পর্যন্ত বনে বাস করবেন।"

ধার্মিক পাণ্ডবেরা এই রকম নিয়ম করলে মহামুনি নারদও সন্তুষ্ট হয়ে অভীষ্ট স্থানে চলে গেলেন। নারদের 'প্রেরণায়' পাণ্ডবগণ এই নিয়ম করেছিলেন বলে পাণ্ডবদের মধ্যে বিবাদ ঘটেনি।

কিন্তু নিয়মবন্ধনের প্রথমে বছরের গোড়ার দিকেই নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছিল। দস্যুদের বিতাড়িত করার জন্য অর্জুন অস্ত্রাগারে প্রবেশ করেন। সেখানে তখন দ্রৌপদী-যুধিষ্ঠির বাস করছিলেন। অর্জুন নিয়ম অনুসারী হয়ে দ্বাদশ বর্ষের জন্য বনে গমন করলেন। ঘটনাচক্রে বোঝা যায় যে, অন্য পাণ্ডবেরাও এই বারো বছর দ্রৌপদী বিষয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করেছিলেন। অর্জুন বারো বৎসর পর ফিরে এলে দাম্পত্য নিয়ম আবার চালু হয়। এই কারণেই অভিমন্যু জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব সন্তান হিসাবে স্বীকৃত হন। যুধিষ্ঠির পুত্র প্রতিবিন্ধ্য সে স্থান লাভ করতে পারেননি। ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্বের ত্রয়োদশ বৎসর থেকে আবার পাণ্ডবদের দাম্পত্যজীবন আরম্ভ হয়।

২০

স্বয়মাগতা উলূপী

দাম্পত্য-জীবনের নিয়ম লঙ্ঘন করে অর্জুন যুধিষ্ঠিরের কাছে বনবাসের আজ্ঞা চাইলেন। যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বনবাসে যেতে দিতে চাইছিলেন না। যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, জ্যেষ্ঠের ঘরে কনিষ্ঠের প্রবেশে কোনও নিয়ম-লঙ্ঘন হয় না, উলটোটি ঘটলেই ঘটে। অর্জুন উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আপনার কাছেই শিখেছি, ছলপূর্বক ধর্মাচরণ করা উচিত নয়। সুতরাং আমি সত্য অতিক্রম করব না। আপনি অনুমতি দিন, আমি বনবাস গমন করব।" অর্জুন যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে, ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য, বারো বৎসরের জন্য বনবাসের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন।

কুরুবংশীয় মহাবীর বংশের যশোবৃদ্ধিকারী অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থ ত্যাগ করলে, বেদপারদর্শী, মহাত্মা ব্রাহ্মণেরা তাঁর পিছনে পিছনে যেতে লাগলেন। বেদবিৎ, বেদাঙ্গবিৎ, ব্রহ্মজ্ঞ, ভিক্ষুক, বৈষ্ণব, স্তুতিপাঠক, পৌরাণিক, কথক, জিতেন্দ্রিয়, বনবাসী এবং অলৌকিক উপাখ্যান পাঠক প্রভৃতি সাধুলোক ও মধুরবাসী অন্যান্য বহুতর সহচর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে অর্জুন দেবগণে পরিবৃত দেবরাজের মতো গমন করতে লাগলেন।

যাত্রাপথে অর্জুন মনোহর ও বিচিত্র বন, সরোবর, নদী, সাগর, দেশ ও পবিত্র তীর্থগুলি দর্শন করলেন; পরে গঙ্গাদ্বারে গিয়ে আশ্রম নির্মাণ করলেন। সেই আশ্রমে থেকে অর্জুন অনেকগুলি অদ্ভুত কার্য করেছিলেন। মন্ত্র পড়ে আগুন জ্বালা হতে লাগল। আগুন জ্বলতে লাগল, হোম হতে থাকল। অগ্নিকুণ্ডে পুষ্পনিক্ষেপ চলতে থাকল। তখন সেই সকল অগ্নি আলোক অপর তীর পর্যন্ত যেতে লাগল। সুতরাং স্নাত, তপোনিষ্ঠ ও সৎপথস্থিত সেই জ্ঞানী মহাত্মাদের সেই গঙ্গাদ্বারটি অত্যন্ত শোভা পেতে লাগল। সেই আশ্রমটি সাধুলোকে পরিপূর্ণ হলে, একদিন অর্জুন স্নান করবার জন্য গঙ্গায় নামলেন। তিনি স্নান সমাপন ও পিতৃলোকের তর্পণ করার পর অর্জুন হোম করার জন্য উপরে উঠতে আরম্ভ করলেন। এমন সময়ে কামার্ত উলূপীনাম্নী নাগকন্যা অর্জুনকে টেনে জলের ভিতরে নিয়ে গেল। অর্জুন জলের ভিতরে গিয়ে কৌরব্য-নামক নাগের ভবনে পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন ভবন দেখতে পেলেন। শান্ত ও সমাহিত চিত্তে অর্জুন দেখলেন সেখানে অগ্নিহোত্রের অগ্নি রয়েছে। তিনি সেই অগ্নিতেই হোম করলেন। নাগভবনে এসেও নিঃশঙ্কচিত্তে হোম করায় অগ্নিদেব সন্তুষ্ট হলেন। হোম সমাপ্ত করে অর্জুন হাসতে হাসতেই যেন উলূপীকে প্রশ্ন করলেন, "সুন্দরী তুমি এই অসাধারণ সাহসের কাজ কেন করলে? এই সুন্দর দেশটির নাম কী? তুমি কে? তোমার বংশ পরিচয় কী?"

উলূপী বললেন, "ঐরাবত বংশসম্ভূত 'কৌরব্য' নামে এক নাগ আছেন, আমি তাঁর কন্যা,

আমার নাম উলূপী। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনি স্নান করার জন্য গঙ্গায় নেমেছিলেন, তখন আমি আপনাকে দেখেই কামে পীড়িত হয়েছি। আপনার জন্যই কামদেব আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছেন, অন্য কেউ আমার পিতাও নেই। সুতরাং আপনি এই নির্জনস্থানে আত্মসমর্পণ করে আমাকে আনন্দিত করুন।"

অর্জুন বললেন, "ভদ্রে! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বারো বৎসরের জন্য আমার ব্রহ্মচর্য স্থির করে দিয়েছেন। সুতরাং আমি স্বাধীন নই। অথচ আমি তোমার প্রীতিজনক কাজ করতে ইচ্ছা করি। কিন্তু পূর্বে আমি কোনওদিন মিথ্যা কথা বলিনি। নাগকন্যা! কী প্রকারে আমাদের ব্রহ্মচর্যের নিয়ম মিথ্যা না হয় এবং ধর্ম নষ্ট না হয়। অথচ তোমার প্রিয় কার্য করা হয়, তেমন একটা উপদেশ দাও দেখি।"

উলূপী বললেন, "পাণ্ডুনন্দন, আপনি যে কারণে পৃথিবী বিচরণ করছেন এবং যে কারণে আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতা আপনার উপর ব্রহ্মচর্যের আদেশ দিয়েছেন, সে সমস্তই আমি জানি। আপনার মধ্যে যে কোনও ভ্রাতা দ্রৌপদীর সঙ্গে এক ঘরে বাস করার সময় আপনাদের অপর কোনও ভ্রাতা মোহবশত যদি সেই ঘরে প্রবেশ করেন, তিনি বারো বৎসর পর্যন্ত বনে থেকে ব্রহ্মচর্য করবেন—এই আপনাদের নিয়ম। সুতরাং ব্রহ্মচারী থেকে পরস্পরের বনবাস করার এই নিয়ম আপনারা ধর্মের জন্য, দ্রৌপদীর বিষয়েই করেছেন। অতএব আমার সঙ্গে রমণ করলে আপনার ধর্ম কলুষিত হবে না। তা ছাড়াও, পীড়িতের পরিত্রাণ করাও কর্তব্য। তা ছাড়া, আমার সঙ্গে রমণ করায় যদি ধর্মের অনুমাত্র ব্যতিক্রমও হয়, তবুও আমাকে রক্ষা করায় আপনার ধর্ম নষ্ট হবে না। বরং আমার প্রাণরক্ষা করলে আপনার ধর্মই হবে। কারণ, আমি আপনার ভক্ত। সুতরাং, আপনিও আমাকে ভজন করুন, সাধুরাও এই কথাই বলেন। অন্যদিকে আপনি আমাকে রমণ না করলে আমি মৃত্যুমুখে পতিত হব। আপনি সুনিশ্চিতভাবে আমার একথা বিশ্বাস করবেন। অপরের প্রাণরক্ষার শ্রেষ্ঠ ধর্ম আপনি পালন করুন। আমি আপনার শরণাগত। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমি বারবার বলছি যে, আমি কামাতুরা হয়ে আপনাকে প্রার্থনা করছি। অতএব আপনিও আমার প্রিয় কার্য করুন, আপনি আত্মসমর্পণ করে আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন।"

উলূপী এই কথা বললে, অর্জুন ধর্ম রক্ষার জন্যই উলূপীর প্রার্থনা অনুসারে তাঁর সঙ্গে সর্বপ্রকার রমণ করলেন। অর্জুন নাগরাজের বাড়িতে থেকেই সেই রাত্রি অতিবাহিত করলেন। সূর্য উদয়ের পর অর্জুন উলূপীর সঙ্গেই নাগরাজের বাড়ি থেকে পুনরায় গঙ্গাতীরে আগমন করলেন। তখন উলূপী অর্জুনকে এই বর দিলেন যে, অর্জুন সমস্ত জলেই অজেয় হবেন এবং সমস্ত জলজন্তুই অর্জুনের বশীভূত হবে।

অর্জুনকে এই কথা বলে মুনিগণের মধ্যে রেখে উলূপী আপন ভবনে চলে গেলেন।

ব্রহ্মচর্য বিষয়ে উলূপীর ব্যাখ্যা তাঁর নিজস্ব। অর্জুন নিজেও এ বিষয়ে অনিচ্ছুক ছিলেন বলে মনে হয় না। পরবর্তীকালেও অর্জুন চিত্রাঙ্গদা, সুভদ্রা ইত্যাদি নারীকে গ্রহণ করেছিলেন।

ইরাবান অর্জুন ও উলূপীর মিলনজাত পুত্র। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্মের সেনাপতি থাকাকালীন সময়ে ইরাবাণ অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে শকুনির ছয় ভ্রাতাকে হত্যা করেন এবং রাক্ষস অলম্বুষের হাতে প্রাণ দেন। উলূপী অর্জুনের বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন না। 'সেই হিসাবে অর্জুন ইরাবাণের স্বাভাবিক পিতা ছিলেন না। ছিলেন ধর্মপিতা।'

২১
অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার বিবাহ

অর্জুন আশ্রমস্থ সকল মুনিকে উলূপী সংক্রান্ত সকল ঘটনা জানিয়ে হিমালয় পর্বতে গমন করলেন। যাত্রাপথে অর্জুন ব্রাহ্মণদের যথোচিত ধন দান করতে থাকলেন। চিত্তশুদ্ধির জন্য তীর্থ, দেবালয় ও সিদ্ধাশ্রম দেখলেন। সমুদ্র-সন্নিহিত প্রত্যেকটি দেশ, মনোহর বন দেখতে দেখতে চলতে লাগলেন। অর্জুন মহেশ পর্বতে উপস্থিত হয়ে অসংখ্য তপস্বী দেখলেন। তাঁদের আশীর্বাদ গ্রহণ করে অর্জুন সন্নিহিত মণিপুর দেশে প্রবেশ করলেন।

মণিপুরের সমস্ত তীর্থক্ষেত্র ও পবিত্র স্থানগুলি পরিদর্শনের পর অর্জুন রাজদর্শনের জন্য মণিপুরের ধার্মিক রাজা চিত্রবাহনের নিকট উপস্থিত হন। রাজা চিত্রবাহনের এক পরম সুন্দরী কন্যা ছিল। তার নাম চিত্রাঙ্গদা।

> তাং দদর্শ পুরে তস্মিন্ বিচরন্তীং যদৃচ্ছয়া।
> দৃষ্ট্বা চ তাং বরারোহাং চকমে চৈত্রবাহনীম্ ॥ আদি: ২০৮ : ১৬ ॥

সেই চিত্রাঙ্গদা তখন রাজবাড়িতে যদৃচ্ছ বিচরণ করছিলেন। সেই অবস্থায় ঈশ্বরের ইচ্ছায় অর্জুন সেই অপরূপা নারী চিত্রবাহন কন্যা চৈত্রবাহনী বা চিত্রাঙ্গদাকে দেখতে পেলেন।

চিত্রাঙ্গদাকে দেখে সেই মুহূর্তেই অর্জুন তার প্রতি অভিলাষী হলেন। অর্জুন অত্যন্ত স্থির ধর্মাচারীর ন্যায় রাজা চিত্রবাহনের নিকট উপস্থিত হয়ে আপন অভিলাষ তাঁর কাছে নিবেদন করলেন। অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে প্রার্থনা করে বললেন, "মহারাজ আমি ক্ষত্রিয় এবং সৎকুলোৎপন্ন; অতএব আমাকে আপনার কন্যাটি দান করুন।" অর্জুনের প্রার্থনা শুনে রাজা বললেন, "তুমি কার পুত্র? তোমার নাম কী?" তখন অর্জুন বললেন, "আমি পাণ্ডব, কুন্তীর পুত্র, আমার নাম ধনঞ্জয়।"

রাজা চিত্রবাহন শান্তকণ্ঠে অর্জুনকে বললেন, "এই বংশে প্রভঞ্জন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অপুত্রক বলে সন্তান কামনায় গুরুতর তপস্যা করেন। তাঁর সেই ভয়ংকর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁকে বর দেন, 'তোমাদের বংশে এক এক পুরুষের এক একটি করে সন্তান হবে।'

"এইজন্য বহুদিন যাবৎ এই বংশে একটি করে সন্তান জন্মগ্রহণ করছে। তবে আমার সকল পূর্বপুরুষদের পুত্রই জন্মেছিল। কিন্তু আমার এই একটি কন্যা জন্মেছে। এই আমার বংশরক্ষা করবে। সুতরাং আমার ধারণা আছে যে, এইটিই আমার পুত্র। কারণ, আমি

পুত্রিকা-পুত্র করবার বিধান অনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান করেছি। তাতেই এর 'পুত্র' এই সংজ্ঞা হয়েছে। সুতরাং অর্জুন তোমার দ্বারা এর গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করবে সে আমারই বংশধর হবে। যদি তুমি এই শপথগ্রহণ করে এর পাণিগ্রহণ করো এবং এই শপথগ্রহণকে শুল্ক বিবেচনা করে যদি আমার কন্যাকে গ্রহণ করো, তবে তোমার শুভ হবে।"

"তাই হবে"—এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্জুন চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ করলেন। চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণের পর অর্জুন তপস্বীদের অনুরোধে পাঁচটি তীর্থক্ষেত্রকে জলজন্তুদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন। পাঁচটি তীর্থক্ষেত্র নিরুপদ্রব হলে অর্জুন মণিপুরে এসে চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে গিয়ে অর্জুন চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বভ্রুবাহন নামে একটি পুত্র জন্ম দিলেন এবং সেই উৎপাদিত পুত্রকে নিয়ে চিত্রবাহনের কাছে গিয়ে বললেন—"মহারাজ! চিত্রাঙ্গদাকে গ্রহণ করার শুল্কস্বরূপ এই বভ্রুবাহনকে গ্রহণ করুন। বভ্রুবাহন দ্বারাই আমি আপনার ঋণ মুক্ত হব।"

অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে বললেন, "ভদ্রে, তুমি এইখানেই থাকো, তোমার মঙ্গল হোক। বভ্রুবাহনকে বড় করে তোলো। পরে আমাদের ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে তুমি আনন্দিত হবে। সেখানে কুন্তী, যুধিষ্ঠির, ভীম আর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নকুল-সহদেব ও অন্যান্য বান্ধবগণকে দেখতে পাবে এবং সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে অত্যন্ত আনন্দলাভ করবে।

"মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্মপথেই আছেন এবং তার অক্ষুণ্ণ ধৈর্য আছে। সুতরাং তিনি পৃথিবী জয় করে রাজসূয় যজ্ঞ করবেন। সেই যজ্ঞে পৃথিবীর ক্ষত্রিয় নৃপতিরা বহুতর রত্ন উপঢৌকন নিয়ে আসবেন এবং তোমার পিতাও যাবেন। তখন তুমি তোমার পিতার আনুকূল্যে একসঙ্গে যেতে পারবে। সেই যজ্ঞেই তোমাকে আমি আবার দেখব। তুমি পুত্রকে পালন করতে থাকো, শোক কোরো না।

"বভ্রুবাহন আমার বাইরের প্রাণ এবং এই পুরুষটি বংশবর্ধক। সুতরাং তুমি পুত্রটিকে পালন করতে থাকো। এই পুত্রটি পুরুবংশের আনন্দজনক, পাণ্ডবগণের প্রিয়তম এবং ন্যায় অনুসারে মহারাজ চিত্রবাহনের উত্তরাধিকারী হবে। সুতরাং অত্যন্ত দায়িত্ব সহকারে তুমি একে পালন করবে। সুন্দরী, তুমি আমার বিরহে শোক কোরো না।" এইভাবে তিন বৎসরকাল মণিপুরে অতিবাহিত করে অর্জুন গোকর্ণতীর্থের দিকে গমন করলেন।

বভ্রুবাহন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। তিনিই মর্ত্যমানবীর গর্ভের একমাত্র সন্তান, যার সঙ্গে যুদ্ধে অর্জুনকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। বিমাতা উলূপীর প্ররোচনায় বভ্রুবাহন অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেন ও অর্জুনের মৃত্যু হয়। পরে উলূপী সঞ্জীবনী মণি বভ্রুবাহনের হাতে দিলে তিনি তা মৃত পিতার বক্ষের উপর রাখেন। তাতেই অর্জুন প্রাণ ফিরে পান। অশ্বমেধ যজ্ঞে পিতার আদেশ অনুযায়ী দুই মাতাকে নিয়ে বভ্রুবাহন অংশগ্রহণ করেন এবং যজ্ঞশেষে মণিপুরে ফিরে আসেন।

রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্যের সঙ্গে ব্যাসদেবের মূল কাহিনির অনেক পার্থক্য।

নাট্যকাব্যে রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদাকে কুৎসিত, কুরূপা করেছিলেন, ব্যাসদেবের চিত্রাঙ্গদা অপূর্ব রূপসী। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা পৌরুষদৃপ্তা। ব্যাসদেবের চিত্রাঙ্গদা অনেক রমণীয়া ও কমনীয়া।

অর্জুন যুদ্ধে বভ্রুবাহনের হস্তে নিহত হলে তাঁকে পুনরায় জীবিত করে উলূপী বলেছিলেন, "তুমি শিখণ্ডীকে সামনে রেখে ভীষ্মকে বধ করেছিলে।" বভ্রুবাহনের হাতে মৃত্যু সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত ঘটাল।

২২
পঞ্চতীর্থ উদ্ধারে অর্জুন

মণিপুরে চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করার পর অর্জুন কিছুদিন দক্ষিণ সমুদ্রবর্তী অতিপবিত্র এবং তপস্বী পরিশোভিত তীর্থদর্শনের জন্য যাত্রা করলেন। তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে শুনলেন যে, সেখানে পাঁচটি বিশিষ্ট তীর্থক্ষেত্র ছিল, যেগুলিতে পূর্বে তপস্বীগণে শোভিত থাকত, কিন্তু বর্তমানে তপস্বীরা সেগুলি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছেন। এই তীর্থগুলির নাম অগস্ত্যতীর্থ, সৌভদ্রতীর্থ, পৌলমতীর্থ, আর কারন্ধমতীর্থ ও ভারদ্বাজতীর্থ। কারন্ধমতীর্থে স্নান করলে মানুষ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করত। ভারদ্বাজতীর্থ ছিল সর্বপাপনাশক তীর্থ।

অর্জুন দেখলেন সেই পাঁচটি তীর্থক্ষেত্রই জনশূন্য। সেখানে কোনও স্নানার্থী নেই, কোনও তপস্বী সেই তীর্থক্ষেত্রে তপস্যায় মগ্ন নেই, ব্রাহ্মণেরা অগ্নিহোত্র করছেন না। স্তুতিপাঠক বেদ পাঠ করছেন না। সর্বত্রই রয়েছে অভিশপ্ত নির্জনতা। অর্জুন কৃতাঞ্জলি হয়ে দূরের তপস্বীদের প্রশ্ন করলেন, "ব্রাহ্মণবাদীরা এই তীর্থগুলিকে বর্জন করেছেন কেন?" তখন তপস্বীরা বললেন, "অর্জুন এই পাঁচটি তীর্থেই পাঁচটি জলজন্তু বাস করে এবং তারা তপস্বিগণকে হরণ করে নিয়ে যায়। এইজন্যই তপস্বীরা এই তীর্থগুলিকে বর্জন করে থাকেন।" তপস্বীরা অর্জুনকে সেই পাঁচটি তীর্থ বর্জন করতে উপদেশ দিলেন।

তপস্বীদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে অর্জুন সৌভদ্র নামক মহর্ষিতীর্থে উপস্থিত হয়ে অবগাহনপূর্বক স্নান করতে লাগলেন। তখন জলচারী বিশাল একটি জন্তু এসে অর্জুনের চরণ আক্রমণ করল। আক্রমণ করামাত্র মহাবল অর্জুন বলপূর্বক সেই জন্তুটাকে নিয়ে উপরে উঠলেন। ওঠার সময়ে সেই জন্তুটা লাফাচ্ছিল।

উপরে তোলামাত্র সেই জন্তুটা পরমসুন্দরী একটি রমণী হয়ে গেল। তার সর্বাঙ্গ অলংকারপূর্ণ ছিল এবং স্বর্গীয় আকৃতি ছিল, আর সে আপন কান্তিতে আলোকিত ছিল। অর্জুন সেই গুরুতর আশ্চর্য ঘটনা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে সেই রমণীটিকে বললেন, "কল্যাণী তুমি কে? কোথা থেকেই বা এই জলের মধ্যে এসেছিলে? কোন গুরুতর পাপের ফলে তোমার এই অবস্থা?"

বর্গা বলল, "হে মহাবীর, আমি দেবোদ্যানবিহারিণী অপ্সরা। আমার নাম বর্গা। আমি চিরদিনই কুবেরের প্রিয়তমা। আমার আরও চারটি সখী আছে। তারা সকলেই শুভলক্ষণা এবং স্বেচ্ছাগামিনী। আমি একদিন আমার সখীদের সঙ্গে ইন্দ্রপুরীতে গিয়েছিলাম, সেই স্থান থেকে ফেরার সময়ে আমরা সকলে দেখলাম—নিষ্ঠাবান ও রূপবান এক ব্রাহ্মণ তপোবনের

একদিকে থেকে একাকী বেদপাঠ করছেন, তাঁর তপস্যার তেজে সেই বন ব্যাপ্ত হয়ে আছে। ব্রাহ্মণ সূর্যের ন্যায় তেজে সেই সম্পূর্ণ স্থানটিকে আলোকিত করে আছেন। তখন আমি, সৌরভেয়ী, সমীচী, বুদ্‌বুদা ও লতা—এই পাঁচজনেই তাঁর তপস্যা এবং সেই জাতীয় উত্তম ও অদ্ভুত রূপ দেখে আকাশ থেকে সেই স্থানে নেমে এলাম।

"আনন্দ উচ্ছ্বাস করতে করতে, হাসতে হাসতে, গান গাইতে গাইতে সেই ব্রাহ্মণকে লুব্ধ করার জন্য আমরা তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। কিন্তু তেজস্বী ও নির্দোষ তপস্যায় নিরত ব্রাহ্মণকে কোনও মতেই লুব্ধ করতে বা বিচলিত করতে পারলাম না। তিনি ধ্যানমগ্ন চোখ দুটি খুলে একবার আমাদের দেখে ক্রুদ্ধ অভিসম্পাত করলেন যে, তোমরা জলজন্তু হয়ে শত বৎসর পর্যন্ত জলে বিচরণ করবে।

"তখন আমরা সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে সেই ধার্মিক ও তপস্বী ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হলাম। বললাম, "ব্রাহ্মণ আমরা রূপে, বয়সে, কামে দর্পিত হয়ে এই অসঙ্গত কার্য করেছি। আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। হে তপস্বী, আমরা যথেষ্টভাবে বধ হয়েছি যে আমরা আপনাকে প্রলুব্ধ করবার জন্য এখানে এসেছি। ধার্মিকেরা মনে করেন যে, বিধাতা স্ত্রীলোকদের অবধ্য করেই সৃষ্টি করেছেন। অতএব আপনি আমাদের বধ করতে পারেন না। ধর্মানুসারে আপনি শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুন। জ্ঞানীরা বলে থাকেন যে, ব্রাহ্মণ সকল প্রাণীরই বন্ধু। জ্ঞানীগণের এই প্রবাদ সত্য হোক। আপনি আমাদের রক্ষা করুন।"

"অপ্সরারা এই কথা বললে, ধর্মাত্মা, পুণ্যকার্যকারী ও চন্দ্র সূর্যের তুল্য তেজস্বী সেই ব্রাহ্মণ প্রসন্ন হলেন। ব্রাহ্মণ বললেন, "শত ও শতসহস্র প্রভৃতি শব্দ অন্যত্র আনন্ত্যবোধক হয় বটে, কিন্তু আমার এই শাপবাক্যের এই শতশব্দ সংখ্যাবোধক, সে আনন্ত্যবোধক নয়। অতএব তোমরা জলজন্তু হয়ে জলে থেকে লোকদের টেনে নিয়ে যেতে থাকলে, যখন কোনও শ্রেষ্ঠ মানুষ তোমাদের সেই জল থেকে তুলে নিয়ে যাবেন, তখনই তোমরা আবার আপন আপন রূপ ফিরে পাবে। আমি পূর্বে কোনওদিন মিথ্যা কথা বলিনি, অতএব আমার শাপ ব্যর্থ হবে না। তোমরা জলে প্রবেশ করলেই সেইসব কটি তীর্থ 'নারীতীর্থ' নামে সর্বত্র প্রসিদ্ধ হবে এবং জ্ঞানিগণের পুণ্য ও পবিত্রতা জন্মাবে।"

"তখন অপ্সরারা সেই ব্রাহ্মণকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে, সেই স্থান থেকে একটু দূরে এসে অত্যন্ত দুঃখিত মনে চিন্তা করতে লাগল, "আমরা অল্পকালের মধ্যে সেই মানুষকে কোথায় পাব, যিনি আবার আমাদের নিজরূপ ধারণ করিয়ে দেবেন। আমরা যখন এই চিন্তা করছিলাম তখন পথিমধ্যে মহাত্মা দেবর্ষি নারদ আবির্ভূত হলেন। আমরা সেই অসাধারণ তেজস্বী দেবর্ষি নারদকে দেখে, অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম এবং লজ্জায় মাথা নিচু করে রইলাম। তখন তিনি আমাদের দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আমরা তাঁকে সবিস্তারে তা বললাম।

"নারদ যথাবৎ বৃত্তান্ত শুনে বললেন, "দক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলে মনোহর ও পাঁচটি পবিত্র তীর্থ আছে। তোমরা পাঁচজনে সেই পাঁচ তীর্থে গমন করো, বিলম্ব কোরো না। সেখানে নির্মল চিত্ত ও পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দন অর্জুন অতিদ্রুত তোমাদের এই দুঃখ থেকে মুক্ত করবেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।"

অপ্সরা বর্গা বলল, "হে নিষ্পাপ অর্জুন, আমরা দেবর্ষি নারদের কথা শুনেই সকলে এখানে এসেছি। নারদের সেই কথা সম্পূর্ণ সত্য হয়েছে। আপনি আমাকে মুক্ত করেছেন। কিন্তু আমার অপর চারটি সখীও এই জলে রয়েছেন। আপনি তাঁদেরও মুক্ত করে দিন।" তারপর পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ বলবান অর্জুন হৃষ্টচিত্তে অপ্সরাদের সেই শাপ থেকে মুক্ত করলেন। তখন সেই অপ্সরারা জল থেকে উঠে আপন আপন শরীর লাভ করে পূর্বের মতোই সকলের দৃষ্টিগোচর হতে থাকল।

অর্জুন এইভাবে সেই তীর্থগুলিকে নিরুপদ্রব করলেন এবং অভিশপ্ত অপ্সরাদের উদ্ধার করলেন। পঞ্চতীর্থ উদ্ধার অর্জুনের জীবনের একটি বড় ঘটনা। পরবর্তীকালে এই ঘটনায় অত্যন্ত প্রীত কুবের অর্জুনের বহু উপকার করেছেন।

২৩

সুভদ্রা ও অর্জুন পরিণয়

বনবাসকালে অসাধারণ বিক্রমশালী অর্জুন ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তের সমস্ত তীর্থ ও সমস্ত পবিত্র স্থানগুলি বিচরণ করেছিলেন।

পশ্চিম সমুদ্রে যে সকল তীর্থ ও দেবালয় আছে, সেগুলি পরিদর্শন করে অর্জুন প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হলেন। অর্জুন প্রভাসতীর্থে পৌঁছেছেন, লোকপরম্পরায় একথা কৃষ্ণের কানে পৌঁছল। সখা অর্জুনকে সমাদরে গ্রহণ করার জন্য কৃষ্ণ প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হলেন। প্রভাসতীর্থে দুই সখার পরস্পর সাক্ষাৎ ঘটল। পূর্বজন্মে অর্জুন ও কৃষ্ণ নর-নারায়ণ ঋষি ছিলেন। ইহলোকে দুইজন অচ্ছেদ্য-বন্ধনে আবদ্ধ সখা হিসাবে পরস্পরকে পেয়েছিলেন।

কৃষ্ণ কৌতূহলবশত একদিন অর্জুনকে প্রশ্ন করলেন, "অর্জুন কী জন্য তুমি এই তীর্থভ্রমণ করছ?" অর্জুন আনুপূর্বিক সমস্ত বিবরণ তাঁকে জানালে, কৃষ্ণ তাঁর তীর্থভ্রমণ অনুমোদন করলেন। প্রভাসতীর্থে কিছুদিন বিচরণ করে কৃষ্ণার্জুন বাস করার জন্য রৈবতক পর্বতে চলে গেলেন। কৃষ্ণের আদেশে ভৃত্যেরা ইতোপূর্বেই রৈবতক পর্বতকে সুসজ্জিত করে রেখেছিল এবং সেখানে প্রচুর খাদ্য-পানীয় সংগ্রহ করে রেখেছিল। অর্জুন সেই খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করলেন, নট-নর্তকদের নৃত্য-গীতাদি দর্শন ও শ্রবণ করলেন। অর্জুন তাঁদের প্রশংসা করলেন ও যাবার অনুমতি দান করলেন। কৃষ্ণের সঙ্গে একই দিব্য-শয্যায় শয়ন করে পূর্বে যে সমস্ত জলাশয়, তীর্থ পর্বত, নদী ও বন দেখেছিলেন, সে সমস্ত বৃত্তান্ত কৃষ্ণকে বলতে লাগলেন। বলতে বলতেই অর্জুন গভীর নিদ্রায় মগ্ন হলেন। মধুর গীত, বীণাশব্দ ও বৈতালিকগণের স্তুতি শুনে অর্জুনের ঘুম ভাঙল। সন্ধ্যাবন্দনা প্রভৃতি নিত্যকর্ম সমাপ্ত করে অর্জুন কৃষ্ণের আগ্রহে স্বর্ণময় রথে আরোহণ করে দ্বারকায় গমন করলেন।

অর্জুনের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য রাজপথ থেকে আরম্ভ করে গৃহ সন্নিকটবর্তী কৃত্রিম বনটি পর্যন্ত সমস্ত দ্বারকানগরী সুসজ্জিত করা হয়েছিল। সহস্র সহস্র দ্বারকাবাসী অর্জুনকে দেখার জন্য দ্বারকার রাজপথে উপস্থিত হল। অর্জুনকে দেখবার জন্য ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় পুরুষদের বিশাল সম্মিলন ঘটল। সকলেই অর্জুনের সম্মান করল, অর্জুনও নমস্যদের নমস্কার করলেন; তখন সেই নমস্যগণও তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। কুমারগণ বিশেষ আদরের সঙ্গে অর্জুনকে আপন আপন ভবনে নিয়ে যাবার জন্য আগ্রহ করতে লাগল; তখন অর্জুন সমবয়স্ক সেই কুমারগণকে বারবার আলিঙ্গন করে, বহু খাদ্য

ও রত্নসম্পন্ন মনোহর কৃষ্ণভবনে গিয়ে, কৃষ্ণের সঙ্গে সেখানে অনেকদিন বাস করলেন।

এইভাবে কিছুদিন কাটলে সেই রৈবতক পর্বতে কৃষ্ণ ও অন্ধকবংশীয়গণের বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হল। ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় বীরগণ রৈবতক পর্বতের সেই উৎসবে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে নানাবিধ বস্তু দান করতে লাগলেন। রৈবতক পর্বতের সকল দিকেই রত্নবিচিত্রীকৃত বহুতর অট্টালিকা এবং কল্পবৃক্ষ দ্বারা শোভিত হয়েছিল। বাদ্যকারেরা বাজনা বাজাচ্ছিল। নর্তকেরা নৃত্য করছিল এবং গায়কেরা গান করছিল। মহাবীর বৃষ্ণিকুমারেরা অলংকৃত হয়ে স্বর্ণময় যানে আরোহণ করে সকল দিকে বারবার বিচরণ করে বেড়াচ্ছিল। সহস্র সহস্র পুরবাসী ভার্যা ও অনুচরবর্গের সঙ্গে মিলিত হয়ে পায়ে হেঁটে ও নানাবিধ যানে আরোহণ করে ভ্রমণ করছিল।

তখন বলরাম মদ্যপানে মত্ত হয়ে, রেবতীকে সঙ্গে নিয়ে বিচরণ করতে লাগলেন; গন্ধর্বরাও তাঁর সঙ্গে বেড়াতে লাগল। প্রতাপশালী বৃষ্ণিরাজ উগ্রসেন বহুতর স্ত্রী সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণ করতে লাগলেন; তাঁর পিছনেও গন্ধর্বেরা বিচরণ করতে লাগল। যুদ্ধদুর্ধর্ষ প্রদ্যুম্ন ও শাম্ব মদ্যপানে মত্ত হয়ে, দিব্য মাল্য ও বস্ত্র পরিধান করে, দুটি দেবতার মতোই বিচরণ করতে লাগলেন। অক্রূর, সারণ, গদ, বভ্রু, বিদূরথ, নিশঠ, চারুদেষ্ণ, পৃথু, বিপৃথু, সত্যক, সাত্যকি, ভঙ্গকার, মহারব, হার্দিক্য ও উদ্ধব—এঁরা এবং অন্যান্য অনেক লোক স্ত্রীগণ ও গন্ধর্বগণে পরিবেষ্টিত হয়ে পৃথক পৃথক ভাবে সেই উৎসবকে শোভিত করে তুললেন। কৃষ্ণ ও অর্জুন, উৎসবে মগ্ন হয়ে চারিদিকে বিচরণ করতে থাকলেন। তাঁরা সেখানে বিচরণ করতে থেকে সুলক্ষণা ও অলংকৃতা বসুদেবকন্যা সুভদ্রাকে দেখতে পেলেন।

> দৃষ্ট্বৈব তামর্জুনস্য কন্দর্পঃ সমজায়ত।
> তং তদৈকাগ্রমনসং কৃষ্ণঃ পার্থমলক্ষয়ৎ ॥ আদি: ২১২: ১৫: ॥

সুভদ্রাকে দেখেই অর্জুনের কাম আবির্ভূত হল, তাই তিনি একাগ্রচিত্তে তাঁকেই চিন্তা করতে লাগলেন, কৃষ্ণ এই ঘটনা লক্ষ করলেন।

লক্ষ করেই যেন তিনি হাসতে হাসতে বললেন, "বনবাসীর মন কামে আলোড়িত হচ্ছে কেন? ইনি আমার ভগিনী, সারণের সহোদরা এবং আমার পিতার প্রিয়তমা কন্যা; এর নাম—সুভদ্রা। ইনি তোমার পক্ষে মঙ্গলময়ীই হবেন; সুতরাং তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমি নিজেই পিতৃদেবকে বলব।"

অর্জুন বললেন, "বসুদেবের কন্যা, বাসুদেবের ভগিনী, অথচ রূপবতী। সুতরাং কোন পুরুষ এঁকে দেখে মুগ্ধ হবেন না? অতএব কৃষ্ণ তোমার এই ভগিনীটি যদি আমার ভার্যা হন, তবে নিশ্চয়ই আমার সর্বপ্রকার মঙ্গল হবে। কিন্তু এঁকে পাবার উপায় কী, তা বলো, যদি মানুষের শক্তিসাধ্য হয়, তবে তা আমি অবলম্বন করব।"

কৃষ্ণ বললেন, "অর্জুন, ক্ষত্রিয়ের স্বয়ংবর বিবাহ আছে বটে; তবে তা তোমার পক্ষে সন্দিগ্ধ। কেন না, স্ত্রীলোকের স্বভাব অনিয়ত, হয়তো সুভদ্রা স্বয়ংবরে, অন্য পুরুষকে বরণ করেও ফেলতে পারেন। তারপর বিবাহের জন্য বীর ক্ষত্রিয়গণের বলপূর্বক কন্যাহরণও প্রশস্ত—ধর্মজ্ঞেরা এই কথা বলে থাকেন। অতএব অর্জুন তুমি বলপূর্বকই

আমার ভগিনী সুভদ্রাকে হরণ করো। কারণ, সে স্বয়ংবরে কাকে বরণ করবে, কে জানে।”

তারপর অর্জুন ও কৃষ্ণ সুভদ্রাকে হরণ করার বিষয়ে ইতিকর্তব্য স্থির করেই, সে বিষয়ে অনুমতি নেবার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের কাছে দ্রুতগামী বিশ্বস্ত কয়েকটি লোক পাঠিয়ে দিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁদের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনেই সে বিষয়ে অনুমতি দিলেন। সুভদ্রাকে হরণ করার ব্যাপারে কৃষ্ণের সম্মতি ও যুধিষ্ঠিরের অনুমতি পেয়ে অর্জুনও প্রস্তুত হলেন। সুভদ্রা রৈবতক পর্বতে গিয়েছেন জেনে, তাঁকে হরণ করার সম্পূর্ণ কর্তব্য স্থির করে অর্জুন আবার কৃষ্ণের অনুমতি চাইতে গেলেন।

সারথি কৃষ্ণেরই অনুমতিক্রমে একখানি স্বর্ণময় রথ প্রস্তুত করে এনেছিল। তাতে শৈব্য ও সুগ্রীব নামে দুটি ঘোড়া সংযোজিত ছিল এবং কিঙ্কিণীর মালা দুলছিল। আর তার ভিতরে সকল প্রকার অস্ত্র ছিল এবং রথখানি প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রকাশ পাচ্ছিল। মেঘের ন্যায় গম্ভীর শব্দ করছিল এবং শত্রুপক্ষের আনন্দ নষ্ট করছিল। অর্জুন এহেন রথে আরোহণ করে কবচ, খড়্গ, তল, অঙ্গুলিত্র ধারণপূর্বক যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হয়ে সুভদ্রাকে হরণ করবার জন্য যাত্রা করলেন।

এদিকে সুভদ্রা সমস্ত দেবতার ও রৈবতক পর্বতের পূজা সমাপ্ত করে, ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবচন করিয়ে এবং রৈবতক পর্বতকে প্রদক্ষিণ করে দ্বারকার দিকে গমন করতে লাগলেন; এমন সময়ে অর্জুন কামবাণে প্রপীড়িত হয়ে, হঠাৎ গিয়ে সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী সুভদ্রাকে বলপূর্বক রথে তুলে নিলেন। তারপর তিনি স্বর্ণখচিত রথে সেই মধুরহাসিনী সুভদ্রাকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে রওনা দিলেন।

অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছেন দেখে সেখানকার সৈন্যরা কোলাহল করতে করতে দ্বারকানগরীতে সংবাদ দেবার জন্য ছুটে চলল। তারা মিলিত হয়ে, সুধর্মাসভায় গিয়ে, সভাপালের চারদিকে দাঁড়িয়ে, তাঁর কাছে অর্জুনের সুভদ্রাহরণ বৃত্তান্ত জানাল। সভাপাল সেই বৃত্তান্ত শুনে, স্বর্ণখচিত বিশালাকৃতি যুদ্ধসজ্জাসূচক মহাভেরি বাজাতে লাগলেন। তখন সেই শব্দে উদ্বেলিত হয়ে ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়েরা ভোজন ও পান পরিত্যাগ করে, সকল দিক থেকে ছুটে এলেন।

তাঁরা সেখানে এসে মন্ত্রণা করার জন্য স্বর্ণখচিত গদি ও আস্তরণযুক্ত, মণি ও প্রবালশোভিত এবং অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ শত শত সিংহাসনে উপবেশন করলেন। তখন তাঁদের নিজের কিরণে সমাচ্ছন্ন অগ্নির মতো মনে হতে লাগল। দেবগণের মতো তাঁরা সভায় উপবিষ্ট হলে, সভাপাল অনুচরবর্গের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁদের কাছে অর্জুনের ব্যবহারের কথা বললেন। তাই শুনে বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ ক্রোধে আরক্ত নয়ন হয়ে, গর্ব প্রকাশ করতে থেকে অর্জুনের ব্যবহার সহ্য না করতে পেরে উঠে দাঁড়ালেন এবং অনেকে আদেশ করলেন, “সত্বর রথ প্রস্তুত করো এবং কুন্ত, ধনু ও মহামূল্য বৃহৎ কবচ আনয়ন করো।”

কেউ কেউ উচ্চ স্বরে সারথিগণকে ডাকতে লাগলেন, কেউ কেউ রথ প্রস্তুত করতে বললেন আবার কেউ কেউ নিজেরাই স্বর্ণভূষিত অশ্ব নিয়ে এসে রথে যোগ করতে

লাগলেন। রথ, কবচ, ধ্বজ প্রভৃতি আনীত হল, মহাকোলাহল চলতে থাকল, বীরগণ ছুটোছুটি করতে লাগলেন।

তখন বনমালাধারী, মদ্যপানমত্ত, কৈলাস পর্বতের শৃঙ্গের ন্যায় উন্নতদেহ এবং মদগর্বিত বলরাম বললেন, "হে মূঢ়গণ, কৃষ্ণ এখনও নীরব আছেন। এই অবস্থায় তাঁর অভিপ্রায় না জেনে, ক্রুদ্ধ হয়ে, বৃথা গর্জন করে তোমরা এটা কী করছ? প্রথমে মহামতি কৃষ্ণ নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন। তাঁর অভিপ্রায় শুনে, সেই অনুযায়ী তোমরা কাজ কোরো।" বলরামের কথা সমস্ত সভা অনুমোদন করল। সকলে উপবিষ্ট হলে বলরাম কৃষ্ণকে বললেন, "কৃষ্ণ তুমি বীরগণের অবস্থা দেখেও নীরবে বসে আছ কেন? তোমার সন্তোষের জন্যই আমরা সকলে অর্জুনের সম্মান করেছি। কিন্তু কুলদূষক অর্জুন দুর্বুদ্ধি, সে সম্মান পাওয়ার যোগ্য নয়। কোন সৎকুলজাত ব্যক্তি যে পাত্রে অন্নভোজন করে, সেই পাত্রখানাকেই ভেঙে ফেলতে পারে? কোন ব্যক্তি পূর্বসম্বন্ধের গৌরব রেখে, নূতন সম্বন্ধ করার ইচ্ছা করে। অথচ কোন বস্তুর প্রার্থী হয়ে এইরকম সাহসের কাজ করে? অর্জুন আমাদের অবজ্ঞা করে এবং তোমাকেও অগ্রাহ্য করে আজ নিজের মৃত্যুস্বরূপ সুভদ্রাকে বলপূর্বক হরণ করেছে। অর্জুন আমার মাথার মধ্যখানে পদস্থাপন করেছে। অতএব কৃষ্ণ, আমি কী করে সেই সর্পের ন্যায় পদার্পণ সহ্য করব? আমি একাকীই পৃথিবীকে কৌরবশূন্য করব। কারণ, অর্জুনের অত্যাচার কোনওমতেই সহ্য করার যোগ্য নয়।" ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকেরা বলরামের সেই মেঘগর্জন অনুমোদন করলেন।

তখন কৃষ্ণ বললেন, "অর্জুন এই বংশের অপমান করেননি। বরং তিনি অধিক সম্মান প্রদান করেছেন। অর্জুন আমাদের বংশকে ধনলুব্ধ মনে করেননি এবং স্বয়ংবর ব্যাপারটিকে বাঞ্ছনীয় মনে করেননি। আর ক্ষত্রিয়বীর কন্যাদান বিষয়টিও অনুমোদন করেন না। জগতে কোন পুরুষই বা সন্তান বিক্রয় করে? আমার ধারণা অর্জুন মনে মনে এই সমস্ত দোষের পর্যালোচনা করেই ক্ষত্রিয়ের নিয়ম অনুসারেই বলপূর্বক সুভদ্রাকে হরণ করেছেন। আর অর্জুন, যশস্বী ভরত ও শান্তনুর বংশে কুন্তীর গর্ভজাত সন্তান। কোন ব্যক্তি অর্জুনকে পাত্ররূপে লাভ করতে চায় না? আর সুভদ্রাও সৌন্দর্যের কারণে যশস্বিনী এবং তাঁর এই রূপই অর্জুন বলপূর্বক হরণ করেছেন। আর্য বলরাম, আমি ইন্দ্রলোক ও রুদ্রলোক প্রভৃতি সমস্ত লোকের মধ্যেও সেরূপ ব্যক্তিকে দেখি না, যিনি যুদ্ধে অর্জুনকে জয় করতে পারেন। কারণ, সেই প্রকার রথ, আমার সেই অশ্বগুলি এবং যোদ্ধা ও লঘুহস্ত অর্জুন। অতএব অপর কোনও ব্যক্তি অর্জুনের তুলনীয় হতে পারে? অতএব আপনারা আনন্দিত হয়ে দ্রুত গিয়ে অতিমধুর বাক্যে অর্জুনকে ফিরিয়ে আনুন। এই আমার সম্পূর্ণ মত। কেন না, অর্জুন বলপূর্বক আপনাদের জয় করে যদি ইন্দ্রপ্রস্থে যেতে পারেন, তবে আপনাদের সমস্ত যশ নষ্ট হবে। কিন্তু মধুরবাক্যে ফিরিয়ে আনলে আপনাদের পরাজয় হবে না। তারপর তিনি আমাদের পিসতুতো ভাই হয়ে শত্রুর মতো ব্যবহার করতে পারবেন না।"

কৃষ্ণের কথা শুনে যাদবেরা সেই কার্যই করলেন। অর্জুন দ্বারকায় ফিরে সুভদ্রাকে বিবাহ করলেন এবং এক বৎসরেরও অধিককাল দ্বারকায় থেকে, ইচ্ছানুসারে বিহার করে, যাদবদের দ্বারা সম্মানিত হয়ে, বারো বৎসরের অবশিষ্টকাল পুষ্করতীর্থে গিয়ে অতিবাহিত

করলেন। তারপর বারো বৎসর পূর্ণ হলে, অর্জুন বনবাস নিয়মে সংযত থেকেই ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে যুধিষ্ঠির ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করে দ্রৌপদীর কাছে গেলেন। গভীর প্রণয়ের সঙ্গে দ্রৌপদী বললেন—

তত্রৈব গচ্ছ কৌন্তেয়! যত্র সা সাত্বতাত্মজা।
সুবদ্ধস্যাপি ভারস্য পূর্ববন্ধঃ শ্লথায়তে ॥ আদি: ২১৪: ১৭ ॥

"পার্থ যেখানে সুভদ্রা আছেন, তুমি সেইখানে যাও। কারণ, কোনও বস্তু দ্বিতীয়বার বন্ধন করলে, পূর্বের বন্ধন শিথিল হয়ে যায়।"

দ্রৌপদী নানাপ্রকার বিলাপ করতে লাগলেন, অর্জুন বহু সান্ত্বনা দিয়ে, বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করেও দ্রৌপদীকে প্রসন্ন করতে পারলেন না। অর্জুন তখন সুভদ্রাকে গোপবধূর বেশ পরিয়ে দ্রৌপদীর কাছে পাঠালেন। সুভদ্রা সেই বেশে কুন্তী দেবীর কাছে গিয়ে প্রণাম করলেন। কুন্তী সুভদ্রার মস্তকাঘ্রাণ করে আশীর্বাদ করলেন। পূর্ণচন্দ্রমুখী সুভদ্রা তখন দ্রৌপদীর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে বললেন, "আমি আপনার দাসী।" তখন দ্রৌপদী উঠে সুভদ্রাকে আলিঙ্গন করে বললেন, "তোমার পতি শত্রুশূন্য হোন।" আনন্দিত সুভদ্রাও উত্তর দিলেন, "তাই হোক।"

২৪

অভিমন্যুর জন্ম

ব্যাসদেব কর্মফল ও পুনর্জন্মে বিশ্বাসী ছিলেন। মহাভাবতের প্রায় প্রত্যেক পুরুষ ও নারী চরিত্রের আবির্ভাবের অংশ তিনি ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ কোন কোন চরিত্র কোন দেবতার অংশে আবির্ভূত, কোন কোন চরিত্র রাক্ষস ও অসুরের অংশে আবির্ভূত, মানুষ ও অপ্সরার মিলনে কোন কোন নারী অথবা পুরুষের জন্ম, তার স্পষ্ট উল্লেখ মহাভারতে আছে।

মহাভারতে একটি অর্ধস্ফুট, অশেষ রূপবান, অপার শৌর্যবীর্য গুণের অধিকারী সকলের প্রিয়পাত্র, মহা সম্ভাবনাময় পুরুষ চরিত্রের আলোচনা আছে। যার শৌর্যবীর্য পিতা অর্জুনের মতো অথবা মাতুল শ্রীকৃষ্ণের তুল্য ছিল। পিতামাতা ও গুরুজনদের নয়ণের মণি অভিমন্যু সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই কবির উক্তি মনে পড়ে যায়, "যে ফুল না ফুটিতে, ঝরেছে ধরণীতে।" মহাভারতের এক অবিস্মরণীয় চরিত্র অভিমন্যু।

দেবশ্রেষ্ঠ চন্দ্রের এক অসাধারণ যশস্বী ও প্রতাপশালী পুত্র ছিল। সেই পুত্রের নাম ছিল বর্চা। মর্ত্যলোকে গিয়ে অসুরদের বধ করার আদেশ দেবতারাও লঙ্ঘন করতে পারেননি। বর্চার উপরেও একই দৈবাদেশ এসেছিল। চন্দ্রদেব প্রিয়তম পুত্রকে ছেড়ে থাকতে রাজি ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি দেবতাদের সঙ্গে শর্ত করলেন। "তবে আপনারা আদৌ বর্চচাকে নিয়ে যেতে পারবেন কি না, তা আপনাদের শপথের উপরেই নির্ভর করছে। আপনারা শপথ করুন এবং সেই শপথ আপনাদের পালন করতে হবে। মর্ত্যলোকে গিয়ে অসুরদের বধ করা দেবতাদের কর্তব্য। সুতরাং তা বর্চারও কর্তব্য। অতএব বর্চা অবশ্যই যাবে। কিন্তু দীর্ঘকাল থাকতে পারবে না।

"মহর্ষি নর ইন্দ্রের পুত্র অর্জুন হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন। স্বয়ং নারায়ণ গিয়ে তাঁর সখা হবেন। এই বর্চা, অর্জুনের পুত্র হয়ে বাল্যকালেই পৃথিবীতে মহাপ্রতাপশালী মহারথ হবে। তারপর পৃথিবীতে ষোলো বছর থাকবে; এর ষোলো বৎসর বয়সের সময় সেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হবে। সেই যুদ্ধে কৃষ্ণ ও অর্জুন যখন থাকবেন না (তাঁরা সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকবেন) তখন শত্রুরা চক্রব্যূহ রচনা করে পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠিরকে ধরতে আসবে। তখন আমার পুত্র সমস্ত শত্রুকে পরাঙ্মুখ করে, বালক হয়েও অভেদ্য ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করে মত্ত হস্তীর মতো বিচরণ করবে এবং বিপক্ষ বীরগণকে সংহার করতে থাকবে। দুই প্রহরের মধ্যে সমস্ত শত্রুপক্ষের এক-চতুর্থাংশকে যমালয়ে প্রেরণ করে, বারংবার শত্রুপক্ষের মহাসৈন্যদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে, দিবাবসানে আবার আমার সঙ্গে এসে মিলিত হবে।

"এই পুত্র একটিমাত্র বংশধর বীর পুত্র উৎপাদন করবে; সেই পুত্রটিই লুপ্তপ্রায় ভরতবংশ রক্ষা করবে।"

এই হল বর্চার অভিমন্যুরূপী জাতকের দৈব অভিলাষ। দেবতারা এই অভিলাষ পূরণ করতে স্বীকৃত হলেন।

ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের প্রথম বছরেই নিয়মভঙ্গের কারণে অর্জুন বারো বছরের বনবাসী হন। সেই বনবাসের শেষ তিন বছর অর্জুন দ্বারকায় ছিলেন। দ্বারকাবাসের প্রথম বছরেই অর্জুন বীর্যশুল্কে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের ভগ্নি সুভদ্রাকে আপন রথে তুলে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে রওনা হন। বিষয়টিতে কৃষ্ণের প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল। কিন্তু অন্য যাদববীরগণ এই ঘটনায় অত্যন্ত কুপিত হন। তাঁরা মনে করেন, অর্জুন আতিথ্যের অসম্মান করেছেন। তাঁরা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু কৃষ্ণের হস্তক্ষেপে বিবাদ মিটে গেল এবং সুভদ্রার সঙ্গে মহা ধুমধামে অর্জুনের বিবাহ হল। অর্জুন কৃষ্ণের সঙ্গে সুভদ্রাকে নিয়ে দ্বারকায় আসার তিন বছর পরে ইন্দ্রপ্রস্থের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। মাতা কুন্তী, যুধিষ্ঠির এবং অন্য ভ্রাতারা অভিমন্যু জন্মগ্রহণ করলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। কৃষ্ণ কিছুকাল ইন্দ্রপ্রস্থে থাকার পর অভিমন্যুকে দ্বারকায় নিয়ে যান। সেখানে তাঁর এবং সাত্যকির কাছে অভিমন্যু অস্ত্রশিক্ষা করেন। কিছুকালের মধ্যেই তিনি অশেষ প্রতাপশালী বীররূপে গণ্য হন।

দুর্যোধনের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম জানিয়েছিলেন যে অভিমন্যু প্রতাপে পিতা অর্জুন অথবা মাতুল কৃষ্ণের সমান, অথবা অধিক। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ অতিরথ। কৌরবপক্ষে ভীষ্ম অথবা দ্রোণ ভিন্ন অন্য কোনও বীর নেই, যিনি অভিমন্যুর মুখোমুখি হতে পারেন।

২৫

দ্রৌপদীর পঞ্চ সন্তানজন্ম

দ্বারকায় মহাসমারোহে অর্জুন ও সুভদ্রার বিবাহ হল। এদিকে বনবাসের বারো বৎসরও অতিক্রান্ত হল। অর্জুন সুভদ্রাকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরলেন। দ্রৌপদী প্রথমে অত্যন্ত অভিমানিনী ছিলেন। অভিমান অর্জুনের উপরে যতটা না ছিল, কৃষ্ণের উপর ছিল অনেক বেশি। কৃষ্ণ তাঁর প্রিয় সখা, তাঁর সবথেকে কাছের বন্ধু। কৃষ্ণ জানতেন দ্রৌপদী অর্জুনকে কত ভালবাসেন। সেই কৃষ্ণই আপন ভগিনীকে অর্জুনের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। কিন্তু এ দুঃখ দ্রৌপদী বলবেন কাকে? তাই অর্জুন সাক্ষাৎ করতে এলে কুপিতা দ্রৌপদী কপট প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, "যাও পার্থ, তুমি সুভদ্রার কাছে যাও। নূতন বন্ধন যুক্ত হলে, পূর্বের বন্ধন স্বভাবতই শিথিল হয়ে যায়।" অর্জুন বুঝলেন তাঁর পক্ষে দ্রৌপদীর মানভঞ্জন অসম্ভব। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে, সমস্ত অলংকার ত্যাগ করে সাধারণ গোপবধূর বেশে সুভদ্রাকে দ্রৌপদীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সুভদ্রা দ্রৌপদীর পদপ্রান্তে বসে সজল নয়নে বললেন, "আমি আপনার দাসী।" মুহূর্তমধ্যে দ্রৌপদীর হৃদয় গলল, তিনি সুভদ্রাকে তুলে নিয়ে আলিঙ্গন করে বললেন, "তোমার পতি শত্রুশূন্য হবেন।" সুভদ্রা বললেন, "তাই হোক।"

কিছুদিন পরেই কৃষ্ণের নেতৃত্বে বৃষ্ণি এবং অন্ধকেরা প্রচুর পরিমাণে যৌতুক ও উপঢৌকন নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণ পঞ্চপাণ্ডব, কুন্তী এবং দ্রৌপদীকে মহার্ঘ রত্ন, মূল্যবান বস্ত্র, অসংখ্য দাস-দাসী ও গোধন উপহার দিলেন। যুধিষ্ঠিরও নূতন বৈবাহিকদের মর্যাদা অনুসারে বহু উপহার দিলেন। উভয়পক্ষই ব্রাহ্মণদের অকাতরে দান করলেন। দীর্ঘ সময় ধরে ইন্দ্রপ্রস্থে অবিশ্রাম আনন্দোৎসব ও পান-ভোজন চলল। অনেক সময় আনন্দে অতিবাহিত করার পর বলরাম, তাঁর অনুচরদের নিয়ে কুন্তী এবং যুধিষ্ঠিরের অনুমোদন ক্রমে দ্বারকায় ফিরে গেলেন। যুধিষ্ঠির যাত্রাকালীন উপহার দিলেন। কৃষ্ণ আরও কিছুকাল ইন্দ্রপ্রস্থে থেকে গেলেন। তিনি অর্জুনের সঙ্গে যমুনাতীরে বিচরণ করে ও হরিণ, শূকর বিদ্ধ করে আনন্দে দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন।

তারপর, শচীদেবী যেমন যশস্বী জয়ন্তকে প্রসব করেছিলেন, তেমনি কৃষ্ণের প্রিয়তমা ভগিনী সুভদ্রা অভিমন্যুকে প্রসব করলেন। ক্রমে সেই অভিমন্যু দীর্ঘবাহু, বিশালবক্ষ, বৃষতুল্য নয়ন, শত্রুহন্তা, মহাবীর ও নরশ্রেষ্ঠ হয়েছিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ সেই অর্জুনপুত্রের ভয় ছিল না, ক্রোধ ছিল বলে সকলেই তাকে 'অভিমন্যু' বলে ডাকত। যজ্ঞ মন্থন করায়

শমীবৃক্ষের ভিতর থেকে অগ্নির তুল্য, সেই অতিরথ অভিমন্যু অর্জুন থেকে সুভদ্রার গর্ভে জন্মেছিল। অভিমন্যু জন্মালে যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের দশ হাজার গোরু এবং স্বর্ণালংকার দান করেছিলেন। চন্দ্র যেমন লোকের প্রিয়, তেমনই অভিমন্যু বাল্যকাল থেকেই যুধিষ্ঠির প্রভৃতির অত্যন্ত প্রিয় হয়েছিলেন।

জন্মপ্রভৃতি কৃষ্ণশ্চ চক্রে তস্য ক্রিয়াঃ শুভাঃ।
স চাপি ববৃধে বালঃ শুক্লপক্ষে যথা শশী ॥ আদি: ২১৪: ৭১ ॥

"কৃষ্ণ অভিমন্যুর জন্ম থেকেই তার জাতকর্ম প্রভৃতি সমস্ত শুভকার্য করেছিলেন এবং অভিমন্যুও শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধি পেয়েছিলেন।" শত্রুবিজয়ী অভিমন্যু বেদ এবং সমস্ত ধনুর্বেদ অর্জুনের কাছে শিক্ষা করেছিলেন; স্বর্গে ও মর্ত্যে প্রচলিত ধনুর্বেদের চার পাদ ও দশ অবস্থা সমস্তই অভিমন্যুর আয়ত্ত হয়েছিল। অর্জুন অভিমন্যুকে অস্ত্রজ্ঞানে ও অস্ত্রপ্রয়োগে নিজের তুল্য করে গড়ে তুলেছিলেন এবং অভিমন্যুকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। কেন না, অভিমন্যু শত্রুবিজয়ের সমস্ত কৌশল জানতেন, সর্বপ্রকার সুলক্ষণে লক্ষিত ছিলেন এবং বিবৃতমুখ সর্পের ন্যায় দুর্ধর্ষ, মহাধনুর্ধর ছিলেন। অভিমন্যুর বৃষের ন্যায় স্কন্ধ, সিংহের ন্যায় দর্প, মত্ত হস্তীর ন্যায় বিক্রম, মেঘ ও দুন্দুভির ন্যায় গভীর কণ্ঠস্বর এবং পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখ ছিল। পূর্বে ইন্দ্র যেমন অর্জুনকে কৃষ্ণের তুল্য দেখেছিলেন, তেমনই অর্জুন ও অভিমন্যুকে শৌর্যে, বীর্যে, সৌন্দর্য ও আকৃতিতে কৃষ্ণেরই তুল্য দেখতেন।

এদিকে শুভলক্ষণা দ্রৌপদীও তাঁর পঞ্চ পতির থেকে পঞ্চ-পর্বতের মতো পাঁচটি শ্রেষ্ঠ বীর পুত্র লাভ করেছিলেন। অদিতি যেমন দেবগণকে প্রসব করেছিলেন, সেইরকম দ্রৌপদী যুধিষ্ঠির থেকে প্রতিবিন্ধ্যকে, ভীম থেকে সুতসোমকে, অর্জুন থেকে শ্রুতকর্মাকে, নকুল থেকে শতানীককে ও সহদেব থেকে শ্রুতসেনকে প্রসব করেছিলেন।

"এই যুধিষ্ঠির-পুত্র অন্যের প্রহার বোঝার বিষয়ে বিন্ধ্য পর্বতের মতো হোক", অর্থাৎ অন্যের প্রহার যেমন বিন্ধ্য পর্বত তুচ্ছ বোধ করতেন, এ-পুত্র তেমনই শত্রুর প্রহারকে তুচ্ছ বোধ করবে"— ব্রাহ্মণেরা এই আশীর্বাদ করলে, যুধিষ্ঠির পুত্রের নাম রাখলেন— 'প্রতিবিন্ধ্য'।

শিশু গর্ভে আগত হলে বহু সোমবার ব্রত পালন করলেন দ্রৌপদী। তার ফলে ভীমের পুত্রের জন্ম হলে তার নাম রাখা হল— 'সুতসোম'। এই পুত্র চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় তেজস্বী হয়েছিলেন।

অর্জুন বহু তীর্থ পর্যটন করে মহৎ কর্ম সম্পাদন করে এসেছিলেন, পঞ্চ-তীর্থ উদ্ধার করেছিলেন। তাঁর সেই লোকবিশ্রুত কর্ম স্মরণ রেখে দ্রৌপদীর গর্ভজাত অর্জুনের পুত্রের নাম রাখা হল— 'শ্রুতকর্মা'।

কুরুবংশে শতানীক নামে এক মহাত্মা রাজর্ষি ছিলেন— নকুল সেই মহাত্মা শতানীকের নাম অনুসারে দ্রৌপদীর গর্ভজাত আপন পুত্রের নাম রাখলেন— শতানীক।

দেবী কৃত্তিকা যেমন 'স্কন্ধ'-কে জন্ম দিয়েছিলেন, তেমনই কৃত্তিকা নক্ষত্রে দ্রৌপদী সহদেবের পুত্র জন্ম দিলেন। তাই তার নাম রাখা হয়েছিল— 'শ্রুতসেন'।

দ্রৌপদীর পুত্রেরা এক এক বৎসরের কনিষ্ঠ হয়েছিল এবং তারা যথাসময়ে যশস্বী ও পরস্পরহিতৈষী হয়েছিল। ধৌম্য পুরোহিত জ্যেষ্ঠানুক্রমে এবং যথাবিধানে তাদের জাতকর্ম প্রভৃতি সংস্কার এবং চূড়া ও উপনয়ন সংস্কার করেছিলেন। তারপর তারা যথানিয়মে ব্রহ্মচর্য পালন করতে থেকে এবং বেদ অধ্যয়ন করে অর্জুনের কাছে সর্বপ্রকার দেবাস্ত্র ও মনুষ্যাস্ত্র শিক্ষা করেছিল।

অভিমন্যু ও পঞ্চ-পাণ্ডব পুত্র অর্জুনের কাছে অস্ত্রশিক্ষা গ্রহণের পর দ্বারকায় কৃষ্ণ ও সাত্যকির কাছেও অস্ত্রশিক্ষা করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এঁরা প্রত্যেকেই অংশগ্রহণ করেন। কুরু সেনাপতি পিতামহ ভীষ্মের গণনা অনুসারে অভিমন্যু অতিরথ এবং অন্য পঞ্চ-পাণ্ডব ভ্রাতা উত্তম রথী ছিলেন। দ্রোণ চক্রব্যূহ নির্মাণ করে যুদ্ধে অগ্রসর হলে যুধিষ্ঠিরের আদেশে অভিমন্যু ব্যূহে প্রবেশ করে একক যুদ্ধে সমস্ত শ্রেষ্ঠ কৌরব বীরকে পরাজিত করে সপ্তরথী বেষ্টিত যুদ্ধে দিবসান্তে প্রাণ দেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধশেষে যখন পাণ্ডব-পুত্রগণ সুপ্তিমগ্ন— তখন অশ্বত্থামা কৃতান্তের ন্যায় সকলকেই নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করেন। পাণ্ডব সন্তানদের মধ্যে একমাত্র অভিমন্যুর বিবাহ হয়েছিল। বিরাট রাজকন্যা উত্তরার গর্ভস্থিত সেই শিশু অভিমন্যুর সন্তান কৃষ্ণের করুণায় দ্বি-খণ্ডিত ও মৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেও জীবন লাভ করে ক্ষীণ কুরুবংশকে পরিত্রাণ করেন। তাঁর নাম হয়েছিল— পরীক্ষিৎ।

২৬

খাণ্ডব-দাহন

পঞ্চ-পাণ্ডব সন্তানেরা জাত-কর্ম ইত্যাদির পর অর্জুনের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজত্বে প্রজারা অত্যন্ত সুখে ছিলেন। প্রিয় বন্ধু অর্জুনের সাহচর্যে কৃষ্ণও অত্যন্ত সুখে আছেন। ইন্দ্রপ্রস্থ তাঁর দ্বিতীয় বাসস্থান হয়ে উঠেছে। ক্রমে গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হল। একদিন অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, "কৃষ্ণ বড়ই গ্রীষ্ম পড়েছে। চলো আমরা যমুনায় যাই। আমরা বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে দিনের বেলা সেখানে যাব। সন্ধ্যা হবার পর ফিরে আসব।" কৃষ্ণ বললেন, "অর্জুন আমরা সুহৃদ্‌বর্গের সঙ্গে সঙ্গে পরিবৃত হয়ে যথাসুখে জলবিহার করি।"

তারপর কৃষ্ণ ও অর্জুন, যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে যমুনায় গেলেন। তাঁরা যমুনানদী দর্শন করলেন। যমুনার তীরবর্তী উদ্যানগুলিতে অসংখ্য পুষ্প দেখলেন। খড়্গ ও চর্মধারী কৃষ্ণ অর্জুনের সঙ্গে মিলিত হয়ে যমুনার তীরবর্তী খাণ্ডববন ও সংলগ্ন সমস্ত অঞ্চল পরিভ্রমণ করলেন। খাণ্ডববন সকল ঋতুতেই মনোহর ছিল। সেখানে সর্বপ্রকার প্রাণী— ভল্লুক, শৃগাল, ব্যাঘ্র, ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র ও কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ করত।

কৃষ্ণ ও অর্জুন গিয়ে বিহারস্থানে উপস্থিত হলেন। সেই স্থানটিতে বহু বৃক্ষ ও নানাবিধ গৃহ থাকায় ইন্দ্রপুরীর ন্যায় শোভিত ছিল। সেখানে সুস্বাদু খাদ্য-পেয়, মহামূল্য মাল্য, নানাবিধ গন্ধদ্রব্য ও নানাপ্রকার মাঙ্গলিক দ্রব্য ছিল। তখন কৃষ্ণ ও অর্জুনের সহচর সমস্ত লোকই দ্রুত গিয়ে সে গৃহের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন ও আনন্দে মেতে উঠলেন। বিশাল-নিতম্বা, সুন্দর-পীন-স্তনী, মদবিহ্বলগামিনী ও মনোহরনয়না রমণীরাও সেই আনন্দে যোগ দিলেন। তখন দ্রৌপদী ও সুভদ্রা মদবিহ্বল হয় সেই রমণীদের মহামূল্য বস্ত্র ও অলংকার দান করতে লাগলেন। সেই সময়ে রমণীদের কেউ কেউ আনন্দিত হয়ে নাচতে লাগল, কেউ কেউ ডাকতে লাগল, কেউ কেউ অকারণে হাসতে লাগল, কেউ কেউ উত্তম মদ্য পান করতে থাকল। কোনও কোনও রমণী অন্য রমণীকে বক্ষোবদ্ধ করল, লীলার সঙ্গে একে অপরকে প্রহার করতে লাগল। কেউ কেউ নিভৃতে বসে পরস্পরের সঙ্গে নিভৃতে রহস্যালাপ করতে থাকল। বেণু, বীণা, মৃদঙ্গের সঙ্গে নৃত্য-গীতের মধুরধ্বনি সমস্ত উপবনটিকে পরিপূর্ণ করে তুলল।

কৃষ্ণ ও অর্জুন নিকটবর্তী স্থানে দু'খানি মহামূল্য আসনে উপবেশন করে পূর্ববর্তী বিক্রম ও অন্যান্য বহু বিষয়ে সুখে আলোচনা করতে লাগলেন। তাঁদের তখন স্বর্গের অশ্বিনীকুমারদের মতো বোধ হচ্ছিল। এমন সময় একটি ব্রাহ্মণ সেই পথে তাঁদের লক্ষ্য করে

এগিয়ে এলেন। তাঁর শরীর বিশাল শালগাছের ন্যায়, গায়ের বর্ণ উত্তপ্ত স্বর্ণের তুল্য, শ্মশ্রু পিঙ্গলবর্ণ ও উজ্জ্বল। আকারটি যেমন দীর্ঘ তেমন স্থূল। তিনি নবোদিত সূর্যের ন্যায় তেজস্বী, কৌপীন ও জটাধারী এবং পিঙ্গলবর্ণ তেজ দ্বারা যেন জ্বলছিলেন। তাঁর চোখ দুটি পদ্মপত্রের মতো সুন্দর ছিল।

তিনি নিকটে এসেছেন দেখে কৃষ্ণ ও অর্জুন সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণ খাণ্ডববন সংলগ্ন ভূমিতে কৃষ্ণার্জুনকে বললেন— আমি বহুভোজী ব্রাহ্মণ, আমি সর্বদাই অপরিমিত ভোজন করে থাকি। অতএব হে কৃষ্ণার্জুন, আপনাদের কাছে প্রার্থনা করছি যে, আপনারা একটিবার মাত্র আমার তৃপ্তি সম্পাদন করুন। ব্রাহ্মণের প্রার্থনা শুনে কৃষ্ণ ও অর্জুন দুজনেই বললেন, "আপনি কোন খাদ্যে তৃপ্তি লাভ করবেন, আমরা সেই খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা করব।" তখন ব্রাহ্মণ আপন পরিচয় দিয়ে বললেন, "আমি অগ্নিদেব। আমি অন্ন ভোজন করতে ইচ্ছা করি না। অতএব যে অন্ন আমার যোগ্য বিবেচনা করেন, তাই আপনারা আমাকে দান করুন। ইন্দ্র এই খাণ্ডববনটিকে সর্বদা রক্ষা করেন। তিনি রক্ষা করেন বলে আমি এই বন দগ্ধ করতে পারি না।

"ইন্দ্রের সখা তক্ষকনাগ সপরিবারে এই বনে বাস করেন। তার জন্যই ইন্দ্র এই বন রক্ষা করেন। ইন্দ্র তক্ষকনাগকে রক্ষা করেন বলেই বনের অন্য প্রাণীরাও রক্ষা পেয়ে যান। ফলে আমি এই বনটিকে ভক্ষণ করতে পারি না কিংবা দগ্ধ করতেও পারি না। আমি জ্বলে উঠেছি— এই দেখলেই ইন্দ্র মেঘ থেকে জল বর্ষণ করতে থাকেন। এতেই আমি অভীষ্ট বনটিকে দগ্ধ করতে পারি না। আপনারা দুজনেই অস্ত্রজ্ঞ, আপনারা সহায়তা করলে আমি খাণ্ডববন দগ্ধ করতে সমর্থ হব। এই অন্নই আমি প্রার্থনা করছি।"

কিন্তু অগ্নিদেব খাণ্ডব-দাহন করতে চেয়েছিলেন কেন? সে কারণ জানিয়েছেন ঋষি বৈশম্পায়ন।

পুরাকালে শ্বেতকি নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের তুল্য বল-বিক্রমশালী ছিলেন। তিনি যথাবিধানে যজ্ঞ করতেন এবং দানে মত্ত ছিলেন। সে বিষয়ে অন্য কোনও রাজাই তাঁর তুলনীয় ছিলেন না। তিনি প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞ করে দেবগণের তৃপ্তি সাধন করতেন। অন্য কোনও দিকে দৃষ্টি না দিয়ে তিনি কেবল যজ্ঞ, নানাবিধ সৎকার্য এবং নানাবিধ দান করতেন। পুরোহিতেরা রাজার এই যজ্ঞকার্য করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। তাঁদের চোখ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত, দীর্ঘকাল পরে তাঁরা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে রাজাকে ত্যাগ করলেন। তবুও রাজা তাঁদের আরও যজ্ঞ করতে প্রণোদিত করলেন। কিন্তু পুরোহিতেরা নেত্র-রোগগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁরা যজ্ঞ সমাপন না-করেই চলে গেলেন। রাজা তাঁদের অনুমতি নিয়ে অন্য পুরোহিত নিয়োগ করে যজ্ঞ সমাপ্ত করলেন।

কিছুকাল অতিক্রান্ত হলে রাজা শ্বেতকি আবার শতবর্ষব্যাপী এক যজ্ঞ করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু পুরোহিতেরা আর রাজি হলেন না। রাজা পুরোহিতদের প্রণিপাত করে, সান্ত্বনা দিয়ে, অপর্যাপ্ত ধনের প্রলোভন দেখিয়েও রাজি করাতে পারলেন না। তখন ক্ষিপ্ত রাজা, ক্রুদ্ধ হয়ে আশ্রমে গিয়ে পুরোহিতগণকে বললেন, "ব্রাহ্মণগণ, আমি যদি পতিত হয়ে থাকি, তবে আপনাদের পরিচর্যা করার উপযুক্তও নই। তবে আমাকে এখনি পরিত্যাগ করা

আপনাদের উচিত। আমি আপনাদের কাছে পতিত হলে সমস্ত ব্রাহ্মণের কাছেই নিন্দনীয় হব। কিন্তু আমি পতিত নই এবং আপনারা যজ্ঞের প্রতি আমার বিশ্বাস নষ্ট করতে পারেন না অথবা অকারণে আমাকে ত্যাগ করতে পারেন না। আমি আপনাদের আশ্রয়ে আছি। সুতরাং আপনারা অনুগ্রহ করুন। ব্রাহ্মণগণ! যথার্থই আমার প্রয়োজন আছে; তাই আমি সাম ও দানাদিসূচক বাক্য দ্বারা আপনাদের প্রসন্ন করে, পরে আপনারা যে কার্য করবেন, তা বলব। অথবা, যদি বিদ্বেষবশত আপনারা আমাকে পরিত্যাগ করেন, তবে আমি যাজনের জন্য অন্য ব্রাহ্মণের কাছে যেতে বাধ্য হব।"

শ্বেতকি রাজা তাঁর বক্তব্য বলে থামলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা যাজনের জন্য রাজাকে গ্রহণ করতে পারলেন না। তাঁরা অসন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে বললেন, "মহারাজ আপনার যজ্ঞকার্য অনবরত চলেছে। আর সেই ভারবহন করতে করতে আমরা শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। অতএব আপনি আমাদের পরিত্যাগ করতে পারেন। আপনি বুদ্ধিবৈকল্যবশত আমাদের কাছে এসেছেন, কিন্তু আমরা পারব না। আপনি রুদ্রের কাছে যান, তিনিই আপনার যাজন করবেন।"

শ্বেতকি ব্রাহ্মণদের সেই তিরস্কার শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কৈলাস পর্বতে গিয়ে ভয়ংকর তপস্যা আরম্ভ করলেন। তিনি ধ্যানী, ব্রহ্মচারী ও উপবাসী থেকে, মহাদেবের আরাধনা করতে থেকে দীর্ঘকাল তপস্যা করতে লাগলেন। শ্বেতকি রাজা কোনও দিন দ্বাদশ মুহূর্তের সময়, কোনও দিন বা ষোড়শ মুহূর্তের সময়ে সামান্য ফল-মূল আহার করতেন। রাজা শ্বেতকি দীর্ঘকাল এইভাবে তপস্যা করতে থাকলে মহাদেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে দেখা দিলেন। মহাদেব স্নিগ্ধ বাক্যে শ্বেতকি রাজাকে বললেন, "মহারাজ আপনার তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট। আপনি যা ইচ্ছা করেন, সেই মঙ্গলজনক বর গ্রহণ করুন।" রাজা মহাদেবের কথা শুনে তাঁকে প্রণাম করে বললেন, "সর্বলোক পূজিত, আপনি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, তবে হে দেবদেব! আপনি নিজেই আমার যাজন করুন।" রাজার এই কথা শুনে মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে, ঈষৎ হাস্য করে বললেন, "মহারাজ! আমাদের যাজন করার অধিকার নেই। কিন্তু রাজা আপনি বরপ্রার্থী হয়ে গুরুতর তপস্যা করেছেন; সুতরাং আপনি একটি নিয়ম স্বীকার করলে, আমি আপনার যাজন করব। আপনি বারো বছর পর্যন্ত ব্রহ্মচারী ও একাগ্রচিত্ত হয়ে যদি ঘৃতদ্বারা অগ্নিদেবের তৃপ্তি সাধন করেন, তবে আপনি যা প্রার্থনা করবেন, তাই আমার কাছে পাবেন।"

মহাদেব এই কথা বললে, শ্বেতকি রাজা তার কথা অনুসারে সে সমস্তই করলেন এবং বারো বৎসর পূর্ণ হলে পুনরায় মহাদেবের কাছে গেলেন। জগৎ-সৃষ্টিকর্তা মহাদেব শ্বেতকি রাজাকে দেখে পরম সন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, "মহারাজ আপনি তপস্যা করে আমাকে সন্তুষ্ট করেছেন বটে, কিন্তু বেদ অনুযায়ী যাজন ব্রাহ্মণদেরই কাজ। অতএব, আমি নিজে আপনার যাজন করব না; কিন্তু ভূ-মণ্ডলে আমারই অংশোদ্ভূত অত্যন্ত ভাগ্যবান 'দুর্বাসা' নামে এক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ আছেন। সেই তেজস্বী ব্রাহ্মণ আমার আদেশে আপনার যাজন করবেন; সুতরাং আপনি গিয়ে যজ্ঞের উপকরণ সংগ্রহ করুন।" শ্বেতকি রাজা মহাদেবের আদেশ অনুসারে রাজধানীতে এসে যজ্ঞের সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করলেন। তারপর আবার

মহাদেবের কাছে গিয়ে বললেন, "আমি সমস্ত দ্রব্য এবং উপকরণ সংগ্রহ করেছি।" শ্বেতকি রাজার কথা শুনে মহাদেব দুর্বাসা মুনিকে ডেকে বললেন, "ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, ইনি মহাত্মা শ্বেতকি রাজা; আমার আদেশ অনুসারে তুমি এর যাজন করো।" তখন দুর্বাসা বললেন, "অবশ্য করব।"

তারপর, যথাবিধানে, যথাসময়ে, ব্রতীদের উপদেশক্রমে এবং প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত অবস্থায় সেই মহাত্মা শ্বেতকি রাজার যজ্ঞ সমাপ্ত হয়ে গেল। যজ্ঞ সমাপ্ত হয়ে গেলে দুর্বাসার অনুমতিক্রমে যাজকেরা নিজ নিজ গৃহে চলে গেলেন। মহাত্মা শ্বেতকি রাজাও আপন রাজধানীতে প্রবেশ করলেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা তাঁর গৌরব করতে লাগলেন, বৈতালিকেরা স্তব করতে লাগল, পুরবাসীরা প্রশংসা করতে লাগল। দীর্ঘকাল পুরবাসীদের প্রশংসাভাজন হয়ে যথাকালে শ্বেতকি রাজা সমস্ত পুরোহিত এবং সমস্ত সদস্যের সঙ্গে স্বর্গে চলে গেলেন।

ওদিকে সেই শ্বেতকি রাজার যজ্ঞে অগ্নিদেব একটানা বারো বৎসর ঘৃত পান করেছিলেন। ক্রমাগত ঘৃত পান করে তাঁর ঘৃত বিষয়ে অত্যন্ত অরুচি দেখা দিল। কোনও ব্যক্তি প্রদত্ত ঘৃত পান করতে তিনি চাইতেন না। তিনি যজ্ঞস্থানে উপস্থিত থাকতেন না। পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেলেন, তেজোহীন হয়ে পড়লেন, ক্রমশ রোগের যন্ত্রণাও তাঁর দেহে আবির্ভূত হল। অত্যন্ত যন্ত্রণার্ত হয়ে অগ্নিদেব জগৎপূজিত ও পবিত্র ব্রহ্মভবনে গমন করলেন। সেখানে গিয়ে উপবিষ্ট ব্রহ্মাকে দেখে অগ্নিদেব বললেন, "ভগবন্! শ্বেতকি রাজা আমার অতিরিক্ত তৃপ্তি জন্মিয়ে দিয়েছেন। তাতে আমার গুরুতর অরুচিরোগ হয়েছে, আমি সে রোগ দূর করতে পারছি না। আমি তেজ ও বলশূন্য হয়ে পড়েছি। অতএব, আপনার কাছে আমার প্রার্থনা এই যে, আপনার অনুগ্রহে আমার রোগ দূর হোক, আমি পুনরায় স্থায়ী স্বাস্থ্য লাভ করি।"

অগ্নির এই কথা শুনে ব্রহ্মা হাসতে হাসতেই যেন তাঁকে এই কথা বললেন, "অগ্নি তুমি বারো বৎসর পর্যন্ত পাত্র থেকে ধারাক্রমে আহুত ঘৃত পান করেছ; তাতেই তোমার এই গ্লানি উপস্থিত হয়েছে। সে যাই হোক, অগ্নি! তুমি তেজোহীন হয়েছ বলে বিচলিত হোয়ো না, অচিরকালের মধ্যেই তুমি স্বাভাবিক দেহ ফিরে পাবে। যথাসময়ে আমি তোমার অরুচিরোগ সারিয়ে দেব। অগ্নি! তুমি দেবগণের আদেশে দেবশত্রুদের বাসস্থান অতি ভয়ংকর যে খাণ্ডববন পূর্বে দগ্ধ করেছিলে, সেখানে আবার পূর্বের সকল জন্তু বাস করতে আরম্ভ করেছে। তুমি তাদের মেদ পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে প্রকৃতিস্থ হবে। শীঘ্র সেই বন দগ্ধ করতে গমন করো, সেই বন দগ্ধ করতে পারলেই সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি লাভ করবে।"

অগ্নিদেব ব্রহ্মার সেই আদেশ শুনে মহাবেগ অবলম্বন করে ধাবিত হলেন এবং খাণ্ডববনে উপস্থিত হয়ে তৎক্ষণাৎ প্রবল বেগে জ্বলে উঠলেন। বায়ুও তাঁকে সাহায্য করতে লাগলেন। সেই খাণ্ডববনে বাসকারী সকল প্রাণী অগ্নি নির্বাপণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে লাগল। শত শত হস্তী ক্রুদ্ধ হয়ে শুঁড়ে করে জল এনে আগুনের উপর ঢালতে লাগল। বহুমস্তক নাগসমূহ ক্রুদ্ধ ও ব্যস্ত হয়ে মুখে করে জল এনে আগুনের উপর ঢালতে লাগল। এইভাবে অগ্নি সাতবার জ্বলে উঠে, সাতবারই নিভে যেতে বাধ্য হলেন।

রোগযন্ত্রণায় কাতর, অত্যন্ত নিরাশ হয়ে অগ্নিদেব পুনরায় ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হলেন।

ব্রহ্মার কাছে গিয়ে তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁকে জানালেন। তখন ব্রহ্মা কিছুক্ষণ চিন্তা করে অগ্নিকে বললেন, "অগ্নি যেভাবে তুমি খাণ্ডববন দাহ করতে পারবে, আমি তার উপায় দেখেছি। তুমি কিছুকাল অপেক্ষা করো, তারপর তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হবে। নর-নারায়ণ ঋষি তোমার সহায় হবেন। তাঁরা তোমার সঙ্গে মিলিত হলেই তুমি খাণ্ডববন দগ্ধ করতে পারবে।" অগ্নিদেবও ধ্যানে জানতে পারলেন যে নর-নারায়ণ ঋষি অর্জুন ও কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি ব্রহ্মাকে বললেন, "তাই হোক।"

আরও কিছুকাল অপেক্ষা করে অগ্নি পুনরায় ব্রহ্মার কাছে গেলেন। ব্রহ্মা বললেন, "অগ্নি আজই তুমি ইন্দ্রকে অগ্রাহ্য করে খাণ্ডববন দগ্ধ করতে পারবে। কারণ, দেবগণের প্রধান নর-নারায়ণ ঋষি অর্জুন ও কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা এখন সেই খাণ্ডববনের নিকটেই অবস্থান করছেন। তুমি গিয়ে খাণ্ডববন দাহের জন্য তাঁদের কাছে প্রার্থনা করো। তাঁরা সাহায্য করলে, দেবতারাও তোমার বিপক্ষে যাওয়া সত্ত্বেও, তুমি খাণ্ডববন দাহ করতে পারবে। কৃষ্ণার্জুনের মিলিত শক্তির কাছে দেবরাজও পরাজয় বরণ করবেন, এতে আমার কোনও সন্দেহ নেই।"

অর্জুন, ব্রহ্মার আদেশে-আগত অগ্নিদেবের প্রার্থনা শুনে বললেন, "অগ্নিদেব আমার বহুতর অলৌকিক উৎকৃষ্ট অস্ত্র আছে, যেগুলির সাহায্যে আমি বহু ইন্দ্রকে পরাজিত করতে পারি। কিন্তু আমি যত্নের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময়ে যে ধনু আমার বেগ সহ্য করতে পারে, এমন বাহুবলোপযোগী ধনু আমার নেই এবং সত্বর বাণক্ষেপ করার সময়ে বহুতর অক্ষয় বাণ আমার থাকা দরকার। আর, বহুতর অভীষ্ট বাণ বহন করতে পারে, এমন রথও আমার নেই। এ ছাড়া, শ্বেতবর্ণ, বায়ুর তুল্য বেগবান এবং অলৌকিক শক্তিশালী অশ্বও আমি চাই এবং সূর্যের তুল্য তেজস্বী ও মেঘের তুল্য গম্ভীরনাদী একখানি রথও আমার চাই। কৃষ্ণের বলের উপযোগী কোনও অস্ত্র নেই, যার দ্বারা উনি যুদ্ধে নাগ ও পিশাচদের বধ করবেন। অতএব অগ্নিদেব, আপনি এই কার্যসিদ্ধির কোনও উপায় বলতে পারেন? খাণ্ডবদাহনের সময়ে ইন্দ্র বর্ষণ শুরু করলে আমি কোন উপায়ে তাকে বারণ করব? পুরুষকার দ্বারা যা করা যায়, তা আমরা অবশ্যই করব। কিন্তু তার উপযুক্ত উপকরণ আপনি দিতে পারবেন কি?

অর্জুন এই কথা বললে, মাহাত্ম্যশালী ধূম্রধ্বজ অগ্নিদেব, অদিতির পুত্র জলনিবাসী ও জলের অধিপতি লোকপাল বরুণদেবকে স্মরণ করলেন। অগ্নিদেব স্মরণ করেছেন জেনে বরুণদেব তৎক্ষণাৎ অগ্নিদেবের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। তখন অগ্নিদেব চতুর্থ লোকপাল, দেবদেব ও সনাতনমূর্তি বরুণদেবকে সমাদরপূর্বক গ্রহণ করে বললেন, "চন্দ্রদেবকে, আপনাকে যে ধনু, দুটি তূণীর এবং বানরধ্বজ রথ দিয়েছিলেন, তা শীঘ্র আমাকে দান করুন। অর্জুন সেই গাণ্ডিবধনু দিয়ে এবং কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র দিয়ে গুরুতর কার্য সাধন করবেন। অতএব, সেগুলি আমাকে এখনই দিন।"

তখন বরুণদেব অগ্নিদেবকে বললেন, "অবশ্যই দেব।" এই বলে বরুণদেব সেই ধনুশ্রেষ্ঠ গাণ্ডিব এবং অক্ষয় তূণ দুটি সমর্পণ করলেন। সেই গাণ্ডিব অত্যন্ত ভারী ছিল ও অদ্ভুত ছিল; যশ ও কীর্তি বর্ধন করত। সমস্ত অস্ত্রের অজেয় অথচ সমস্ত অস্ত্রবিজয়ী ছিল, সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে তার দৈর্ঘ্যই সর্বাধিক ছিল। সে ধনু শত্রুসৈন্যকে জয় করত এবং একটিমাত্র হয়েও অন্য

লক্ষ ধনুর তুল্য ছিল। সে রাজ্যবৃদ্ধি করত এবং তা নানাবর্ণে বিচিত্র ও শোভিত ছিল; ধনুর পালিশ ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও ব্রণশূন্য। দেব, দানব ও গন্ধর্বেরা দীর্ঘকাল তার পূজা করেছিলেন।

বরুণদেব একখানি রথও দিলেন; তাতে চারটি দিব্য অশ্ব যোজিত ছিল এবং ধ্বজার উপরে বিশাল একটি বানর ছিল। সেই চারটি অশ্বই রৌপ্যের ন্যায় উজ্জ্বল, গন্ধর্বদেশে উৎপন্ন, স্বর্ণালংকৃত, নির্মল মেঘের ন্যায় শুভ্রবর্ণ এবং বেগে মন ও বায়ুর তুল্য ছিল। সে রথখানিতে যুদ্ধের সমস্ত উপকরণ ছিল— সে রথ দেবতা ও দানবদের অজেয় ছিল।

মহাত্মা বিশ্বকর্মা অতিকষ্টে উজ্জ্বল, গম্ভীর শব্দশালী এবং সমস্ত লোকের মনোহর করে সে রথখানি নির্মাণ করেছিলেন; রথখানি রূপে সূর্যের রূপের ন্যায় অনির্বচনীয় ছিল এবং প্রজাপতি চন্দ্র এই রথে আরোহণ করে দানবগণকে জয় করেছিলেন; ইন্দ্রধনুর তুল্য কৃষ্ণ ও অর্জুন অভিনব মেঘতুল্য সেই উজ্জ্বল রথে আরোহণ করলেন। রথখানিতে স্বর্ণনির্মিত একটি সুন্দর ধ্বজ ছিল; তার উপরে সিংহ ও ব্যাঘ্রের ন্যায় ভীষণাকৃতি একটা বানর ছিল এবং সে বানরটা যেন শত্রুগণকে দগ্ধ করতে চাইছিল; আর সেই ধ্বজে নানাবিধ বৃহৎ বৃহৎ জন্তু বাস করছিল। সেই জন্তুগণের গর্জনে শত্রুসৈন্যের চৈতন্য লোপ পেত। অর্জুন সেই পতাকাযুক্ত রথখানিকে প্রদক্ষিণ করে এবং অভীষ্ট দেবগণকে নমস্কার করে কবচ, খড়্গ, তরবারি ও অঙ্গুলিত্রাণ ধারণপূর্বক সজ্জিত হয়ে, পুণ্যবান লোক যেমন বিমানে আরোহণ করেন, সেইরকম সেই রথে আরোহণ করলেন। তারপর ব্রহ্মার নির্মিত সেই অলৌকিক গাণ্ডিবধনু ধারণ করে আনন্দিত হলেন এবং অগ্নিদেবের সম্মুখেই বলপূর্বক সেই ধনুতে গুণ আরোপণ করলেন। তিনি গুণারোপণ করবার সময়ে যে শব্দ হল, তা শুনে সকলের হৃদয় কম্পিত হল। অর্জুন সেই রথ, ধনু ও অক্ষয় তূণীর দুটি লাভ করে, আনন্দিত হয়ে, যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হলেন।

তখন অগ্নিদেব কৃষ্ণকে একটি চক্র দান করলেন; সেই চক্রটির মধ্যভাগ বজ্রের মতো ছিল। কৃষ্ণও আগ্নেয় অস্ত্রের তুল্য প্রিয় সেই চক্র লাভ করে তখনই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। অগ্নিদেব তাঁকে বললেন, "কৃষ্ণ! আপনি এই চক্র দ্বারা যুদ্ধে দেবতাদেরও পরাজিত করতে পারবেন; আপনি এই চক্রের প্রভাবে দেবতা, মানুষ, রাক্ষস, পিশাচ, দৈত্য ও নাগেদের সঙ্গে প্রবল হয়ে তাদের বধ করতে সমর্থ হবেন, তাতেও কোনও সন্দেহ নেই। আর কৃষ্ণ! আপনি যুদ্ধের সময়ে শত্রুগণের প্রতি এই চক্র বার বার প্রয়োগ করলেও শত্রুনাশ করে চক্রটি আবার আপনার হাতে আসবে।" তখন বরুণদেবও কৃষ্ণকে একখানি 'কৌমোদকী' নামে ভয়ংকর গদা দান করলেন। সে গদা বজ্রের ন্যায় গর্জন করে দৈত্যগণকে বিনাশ করত।

তারপর অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত এবং সেই সময়ে উপযুক্ত অস্ত্রসম্পন্ন, রথারোহী ও ধ্বজশালী কৃষ্ণ ও অর্জুন আনন্দিত হয়ে অগ্নিদেবকে বললেন, "ভগবন্! আমরা এখন সমস্ত দেব-দানবগণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ। অতএব তক্ষক নাগকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধার্থী একাকী ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করা তো অতি সামান্য ব্যাপার।"

অর্জুন বললেন, "দৈহিক ও মানসিক শক্তিশালী কৃষ্ণ, চক্রধারণ করে যুদ্ধে-বিচরণ করতে

থাকলে, ত্রিভুবনে এমন কোনও বস্তু নেই, যা তিনি চক্র নিক্ষেপ করে বিধ্বস্ত না করতে পারেন। এবং আমিও গাণ্ডিবধনু এবং অক্ষয় তূণীর দুটি নিয়ে যুদ্ধে ত্রিভুবনকেই জয় করতে পারি। অতএব ভগবন্ অগ্নিদেব! আপনি এখনই এই খাণ্ডববনটাকে পরিবেষ্টন করে সকল দিকেই পর্যাপ্তরূপে জ্বলে উঠুন; আমরা আপনার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হয়েছি। যদি দেবরাজ-অসতর্কতাবশত সৈন্যগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই খাণ্ডববন রক্ষা করার জন্য আসেন, তখন আমার বাণে অঙ্গ ও কুণ্ডল তাড়িত হতে থাকলে, সেই দেবসৈন্যগণের কী দুরবস্থা হয়, তা আপনি দেখতে পাবেন।

তখন অগ্নিদেব, ব্রাহ্মণের রূপ পরিত্যাগ করে তেজোময় রূপ ধারণ করে খাণ্ডববন দগ্ধ করতে আরম্ভ করলেন। তিনি সকল দিক পরিবেষ্টন করে, প্রলয়কালীন অবস্থা সৃষ্টি করে খাণ্ডববন দগ্ধ করতে লাগলেন। মেঘ গর্জন করতে করতে অগ্নিদেব সেই খাণ্ডববনের সকল প্রাণীকেই কম্পিত করে তুললেন। আগুন জ্বলে উঠলে সেই খাণ্ডববন সূর্যকিরণ পরিব্যাপ্ত সুমেরু পর্বতের মতো বোধ হতে লাগল। অর্জুন ও কৃষ্ণ খাণ্ডববনের দুই দিক আটকে রাখলে, সেখানকার প্রাণীদের গুরুতর দুরবস্থা দেখা দিল। কৃষ্ণ ও অর্জুন পলায়নপ্রবৃত্ত খাণ্ডববাসী প্রাণীগণকে যেখানে যেখানে দেখতে পেলেন সেখানেই তাদের তাড়া করলেন। তাঁদের রথ দু'খানি এত দ্রুত চলতে লাগল যে, প্রাণীরা তাদের মধ্যে কোনও ফাঁক দেখতে পেল না। এইভাবে খাণ্ডববন দগ্ধ হতে থাকলে সেখানকার বহুতর প্রাণী ভয়ংকর শব্দ করতে করতে সেই আগুনের মধ্যে পড়তে লাগল। অনেকের শরীরের একদিক দগ্ধ হয়ে গেল, অনেকগুলি অর্ধ-দগ্ধ হয়ে গেল, কয়েকটির চোখ ফেটে গেল, অনেকগুলি গলিতাঙ্গ হয়ে গেল। কয়েকটি প্রাণী সন্তানদের, কয়েকটি প্রাণী পিতৃগণকে, কয়েকটি ভ্রাতৃগণকে আলিঙ্গন করে রইল। স্নেহবশত তাদের ত্যাগ করতে পারল না, তারা সে অবস্থায় একসঙ্গে দগ্ধ হল। কতকগুলি প্রাণী দাঁত কিড়মিড় করে উঠতে গেল কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে আগুনে পুড়ে মরতে হল। নানা স্থানেই দেখা গেল, পাখিগুলির পাখা পুড়ে গেছে, চোখ ও চরণ দগ্ধ হয়েছে, তারা মাটিতে পড়ে ছটফট করতে করতে মারা যাচ্ছে। জলাশয়গুলির জল প্রথমে ফুটতে লাগল, তখন কচ্ছপ ও মাছগুলি প্রাণত্যাগ করতে লাগল। প্রাণীরা এমনভাবে জ্বলতে লাগল যে, তাদের অগ্নিরই অংশ বলে মনে হতে লাগল। অর্জুনের বাণে বিদ্ধপাখিরা খণ্ড খণ্ড হয়ে আগুনের মধ্যেই পড়তে লাগল। যেসব পাখির গায়ে অর্জুনের বাণ লাগেনি, তারাও সমুদ্র-মন্থনের সময়ে জলচর প্রাণীদের মতো আর্তনাদ করতে লাগল। সেই প্রজ্বলিত অগ্নির শিখা গিয়ে আকাশে উঠল এবং দেবগণের উদ্বেগ জন্মাতে লাগল।

তখন দেবগণ ও ঋষিগণ সেই অগ্নির তেজে অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের শরণাপন্ন হলেন। দেবতারা বললেন, "দেবরাজ! অগ্নিদেব কি সমস্ত মানুষকেই দগ্ধ করছেন? জগতের প্রলয়কাল উপস্থিত হয়নি তো?" দেবরাজ তাঁদের কথা শুনে এবং পরিব্যাপ্ত অগ্নিশিখা দেখে নিজেই খাণ্ডববন রক্ষা করার জন্য যাত্রা করলেন। তিনি গিয়ে নানাজাতীয় অসংখ্য রথ দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত করে জল বর্ষণ করতে লাগলেন। মেঘসমূহ দেবরাজের আদেশে খাণ্ডববনের উপর জপমালার মতো বড় বড় বিন্দুর শত সহস্র জলধারা বর্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু অগ্নির প্রচণ্ড তেজে সেগুলি আকাশেই শুকিয়ে গেল,

খাণ্ডববনের ভিতরে পড়ল না। অগ্নিকে নিবারণ করার জন্য স্বয়ং ইন্দ্র মহামেঘসমূহ দ্বারা প্রচুর পরিমাণে জলবর্ষণ করতে লাগলেন। তখন অগ্নির শিখায় অথচ জলধারায় এক ধূমে ও বিদ্যুতে ব্যাপ্ত হয়ে মেঘাচ্ছাদিত সেই খাণ্ডববন ভয়ংকর আকার ধারণ করল।

ইন্দ্র জলবর্ষণ করতে থাকলে, অর্জুন অস্ত্রপ্রয়োগের উত্তম কৌশল দেখাতে থেকে বাণবর্ষণ দ্বারা সে জলবর্ষণ বারণ করতে থাকলেন। চন্দ্র যেমন নীহার দ্বারা জগৎ আচ্ছাদিত করেন, অর্জুনও তেমন বহুতর বাণদ্বারা খাণ্ডববন আচ্ছাদিত করলেন। কোনও প্রাণীই সেই বাণের আচ্ছাদনের বাইরে যেতে পারল না। খাণ্ডববন দগ্ধ হতে লাগল, কিন্তু মহাবল তক্ষক নাগ সেখানে ছিল না, সে পূর্বেই কুরুক্ষেত্র গিয়েছিল। কিন্তু তার বলবান পুত্র অশ্বসেন সেখানে ছিল। সে অগ্নি থেকে মুক্ত হবার প্রাণান্ত চেষ্টা করল। কিন্তু অর্জুনের বাণের বাইরে সে যেতে পারেনি। তখন তার মাতা প্রাণরক্ষার জন্য তাকে গিলে ফেলল। প্রথমে সে অশ্বসেনের মাথা গিলে ফেলল। তারপর তার লেজ পর্যন্ত সবটা গিলে ফেলল এবং তাকে উদরের মধ্যে নিয়ে অগ্নি থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করল। অর্জুন তীক্ষ্ণ বাণে তার মাথা কেটে ফেললেন। ইন্দ্র অশ্বসেনকে মুক্ত করার ইচ্ছায় ভয়ংকর বায়ুবর্ষণ করলেন। বায়ুবর্ষণে অর্জুন মুহূর্তকাল মোহিত হয়ে গেলেন। সেই অবসরে অশ্বসেন মুক্ত হয়ে পালিয়ে গেল।

ইন্দ্রের ভয়ংকর মায়া দেখে এবং অশ্বসেন তাকে প্রতারণা করে গেছে বুঝে অর্জুন আকাশের প্রাণীগণকে দুই তিন খণ্ডে ছেদন করতে লাগলেন। তখন অর্জুন ও কৃষ্ণ অশ্বসেনকে অভিসম্পাত করলেন, "তুই নিরাশ্রয় হবি।"

তখন অর্জুন ইন্দ্রের সেই প্রতারণা স্মরণ করে, ক্রুদ্ধ হয়ে, আকাশ বাণে ব্যাপ্ত করে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করলেন। ইন্দ্রও অর্জুনকে ক্রুদ্ধ দেখে নিজের তীব্র অস্ত্রক্ষেপ করতে লাগলেন। মহাগর্জনশালী বায়ু সমস্ত সমুদ্রকে উদ্বেলিত করে, আকাশে থেকে, জলধারাবর্ষী মেঘ সৃষ্টি করতে লাগলেন। অর্জুন মেঘের গম্ভীর গর্জন, বজ্রপাত, বিদ্যুৎ-প্রকাশ দেখে উত্তম বায়ব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। ইন্দ্রের বজ্র ও মেঘসমূহের প্রভাব ও তেজ নষ্ট হল। ক্ষণকালের মধ্যে জলধারা তিরোহিত হল। বিদ্যুৎ লুকিয়ে পড়ল এবং আকাশের ধূলি ও অন্ধকার দূর হল। সুখস্পর্শ শীতল বায়ু বইতে লাগল, সূর্যমণ্ডল প্রকৃতিস্থ হল এবং নানাবিধ মূর্তিধারী অগ্নিও প্রতিবন্ধক না থাকায় আনন্দিত হলেন। প্রাণীগণের দেহ নিঃসৃত সেই বসাপ্রবাহে সিক্ত হতে থেকে অগ্নিও আপন গর্জনে জগৎ পূর্ণ করে জ্বলতে লাগলেন।

কৃষ্ণ ও অর্জুন খাণ্ডববন রক্ষা করছেন দেখে গরুড়বংশীয় পক্ষিগণ গর্বিত হয়ে আকাশে উড়তে লাগল। অন্যান্য গরুড়বংশীয় পক্ষীরা বজ্রতুল্য পক্ষ, চঞ্চু ও নখ দ্বারা বিপক্ষগণকে প্রহার করার জন্য আকাশ থেকে কৃষ্ণ ও অর্জুনের কাছে আসল। জ্বলিতমুখ সর্পসমূহ ভয়ংকর বিষ উদগিরণ করতে করতে অর্জুনের কাছে গিয়ে পড়তে লাগল। অর্জুনও তাদের ক্রোধাগ্নি সমন্বিত বাণ দ্বারা কেটে ফেলতে লাগলেন। তখন তারা মরণের জন্য অগ্নির ভিতরে প্রবেশ করতে লাগলেন। তখন বলবান অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও নাগসমূহ ক্রুদ্ধ হয়ে, কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বধ করার জন্য লোহা ও সোনার চক্র, পাথর এবং চর্মরজ্জুময় ভুশণ্ডি উত্তোলন করে যুদ্ধের জন্য গুরুতর সিংহনাদ করতে করতে উপস্থিত হল। তারা অস্ত্রবর্ষণ করতে থাকলে অর্জুন তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা মস্তকচ্ছেদন করতে লাগলেন। অত্যন্ত বলবান এবং

শত্রুহন্তা কৃষ্ণও চক্র দ্বারা দৈত্য ও দানবগণের গুরুতর দুরবস্থা করলেন। জলের বেগে ঘুরতে ঘুরতে তৃণ প্রভৃতি গিয়ে যেমন তীরে সংলগ্ন হয়, তেমনই অর্জুনের শরে ও কৃষ্ণের চক্রের বেগে তাড়িত হয়ে শত্রুরা দূরে বহুদূরে গিয়ে পড়তে লাগল।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ঐরাবতে চড়ে কৃষ্ণ ও অর্জুনের দিকে ধাবিত হলেন। তিনি বেগে বজ্র এবং হীরক-খচিত অন্য অস্ত্র ধারণ করে এবং নিক্ষেপ করতে উদ্যত হয়ে বললেন, "এরা হত হল।" দেবরাজকে বজ্র উত্তোলন করতে দেখে অন্য দেবতারা আপন আপন সমস্ত অস্ত্র ধারণ করলেন। যম কালদণ্ড, কুবের গদা, বরুণ পাশ ও বিচিত্র বজ্র ধারণ করলেন। কার্ত্তিক শক্তি ধারণ করে সুমেরু পর্বতের মতো অচল হয়ে দাঁড়ালেন এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় উজ্জ্বল ঔষধি নিলেন। ধাতা ধনু নিলেন, জয় মুষল ধরলেন, এবং মহাবল ত্বষ্টা ক্রুদ্ধ হয়ে একটি পর্বত গ্রহণ করলেন। অংশ শক্তি নিলেন, মৃত্যুদেব পরশু নিলেন এবং সূর্যও ভয়ংকর পরিঘ ধারণ করে বিচরণ করতে লাগলেন। মিত্র, পুষা, ভগ, সবিতা—এরা প্রত্যেকেই ক্রুদ্ধ হয়ে তীক্ষ্ণ চক্রধারণ করে অবস্থান করতে লাগলেন। মহাবল একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, উনপঞ্চাশ বায়ু—এরা প্রত্যেকেই ধনু ও তরবারি নিয়ে কৃষ্ণ ও অর্জুনের দিকে ধাবিত হলেন।

এইভাবে বিশ্বদেবগণ ও সাধ্যগণ নানাবিধ অস্ত্র ধারণ করে কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বধ করার জন্য ছুটে চললেন। তখন সেই মহাযুদ্ধে প্রলয়কালের মতো প্রাণীগণের মোহজনক আশ্চর্য দুর্লক্ষণ সকল দেখা দিতে লাগল। এদিকে যুদ্ধদুর্ধর্ষ কৃষ্ণ ও অর্জুন দেবগণের সঙ্গে ইন্দ্রকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আসতে দেখেও নির্ভয়চিত্তে ধনু ও তীক্ষ্ণ বাণ ধারণপূর্বক দেবতারা আসামাত্র তাঁদের তাড়া করতে লাগলেন। দেবতারা বারবার ব্যর্থ সংকল্প হয়ে, ভয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগ করে ইন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কৃষ্ণ ও অর্জুন দেবতাদের বিতাড়িত করেছেন দেখে আকাশের মুনিরা বিস্মিত হলেন। ইন্দ্রও বারবার কৃষ্ণ ও অর্জুনের ক্ষমতা দেখে বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন এবং আবার যুদ্ধ আরম্ভ করলেন এবং প্রচণ্ড পাষাণবর্ষণ করতে লাগলেন। কারণ, ইন্দ্র অর্জুনের বল জানার জন্য ইচ্ছা করেছিলেন। অর্জুন তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা ইন্দ্রের পাষাণগুলিকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেললেন। নিজের পাষাণবৃষ্টি ব্যর্থ হতে দেখে ইন্দ্র আরও বড় বড় পাথর নিক্ষেপ করতে লাগলেন। অর্জুন পিতা ইন্দ্রদেবকে অত্যন্ত আনন্দিত করে তাঁর সকল পাষাণবৃষ্টি নিষ্ফল করে দিলেন।

তখন ইন্দ্র অর্জুনকে বধ করার জন্য দু'হাত দিয়ে মন্দার পর্বতের একটি শৃঙ্গ উৎপাটিত করে নিক্ষেপ করলেন। অর্জুন বেগবান, উজ্জ্বলমুখ ও সরলগামী বাণসমূহদ্বারা সেই শৃঙ্গটাকে সহস্র খণ্ড করে ফেললেন। খণ্ডিত সেই পর্বতশৃঙ্গ খাণ্ডববনের উপরে পড়ে সেখানকার প্রাণীদের বিধ্বস্ত করতে লাগল। খাণ্ডববাসী দানব, রাক্ষস, নাগ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, শত শত হস্তী, হরিণ, মহিষ ও পক্ষী চূর্ণ হয়ে গেল। অন্যান্য প্রাণীরা ভয়ে দূরে সরে গিয়ে অস্ত্রধারী কৃষ্ণ ও অর্জুনের দিকে সভয়ে তাকাতে থাকল। একদিকে আকাশস্পর্শী অগ্নি, আর অন্যদিকে চক্রধারী কৃষ্ণ—এই দুই দিকে তাকিয়ে তারা সভয়ে আর্তনাদ করতে লাগল। কৃষ্ণ ক্রমান্বয়ে চক্র নিক্ষেপ করতে লাগলেন—তাতে দানব, রাক্ষস এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপর প্রাণীরা পীড়িত ও শত খণ্ডে ছিন্ন হয়ে তৎক্ষণাৎ আগুনের মধ্যে গিয়ে পড়তে লাগল। সেই

সকল দৈত্য কৃষ্ণের চক্রে বিদীর্ণ হওয়ায় তাদের শরীরগুলি বসা ও রুধিরে লিপ্ত হল। তাই তাদের সন্ধ্যাকালীন মেঘের মতো দেখাতে লাগল। কৃষ্ণ তখন সাক্ষাৎ যমের মতো সহস্র সহস্র পিশাচ, পক্ষী, নাগ ও পশুকে বধ করতে থেকে রথের উপর বিচরণ করতে লাগলেন। কৃষ্ণ বারবার চক্র নিক্ষেপ করলেন অথচ সে চক্র বারবারই অনেক জন্তু বধ করে আবার তাঁর হাতে ফিরে আসল। সর্বভূতাত্মা কৃষ্ণ সেইভাবে পিশাচ, নাগ ও রাক্ষসদের বিনাশ করতে থাকলে, তাঁর আকৃতি অতি ভয়ংকর হল।

কিন্তু উপস্থিত দেবগণ ও দানবগণের মধ্যে কোনও ব্যক্তিই যুদ্ধে কৃষ্ণ ও অর্জুনকে জয় করতে পারলেন না। দেবগণ কৃষ্ণ ও অর্জুনকে পরাজিতও করতে পারলেন না, খাণ্ডববনও রক্ষা করতে পারলেন না। তাঁরা তখন পালাতে লাগলেন। দেবগণকে পরাজিত দেখে দেবরাজ ইন্দ্র কৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রশংসা করতে লাগলেন। তখন সমস্ত আকাশ জুড়ে এক মহাগম্ভীর দৈববাণী শোনা গেল, "দেবরাজ, আপনার সখা নাগরাজ তক্ষক খাণ্ডববন দাহের সময়ে এখানে ছিলেন না, তিনি পূর্বেই কুরুক্ষেত্র গিয়েছেন। আপনারা যুদ্ধ করে কোনওমতেই এই কৃষ্ণার্জুনকে জয় করতে পারবেন না। তার কারণ, এই কৃষ্ণার্জুন পূর্বে স্বর্গে নর-নারায়ণ নামে বিখ্যাত দেবতা ছিলেন। সুতরাং এদের শক্তির পরিমাণ আপনারও জানা আছে। এঁরা প্রাচীন ঋষিশ্রেষ্ঠ, দুর্ধর্ষ এবং সর্বত্র অপরাজিত; সুতরাং ত্রিভুবনের কোনও লোকই এঁদের যুদ্ধে পরাজিত করতে পারবে না। ঋষিশ্রেষ্ঠ বলে এঁরা সমস্ত দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, নর, কিন্নর ও নাগদের পূজনীয়। অতএব দেবরাজ, আপনি অন্য দেবতাদের নিয়ে চলে যান। খাণ্ডববন দাহ হওয়া নিয়তি নির্দিষ্ট।"

দেবরাজ ইন্দ্র সেই দৈববাণী শুনে "এ সত্যই বটে"—এই চিন্তা করে ক্রোধ ও অসহিষ্ণুতা ত্যাগ করে সেই স্থান ত্যাগ করলেন। কৃষ্ণ ও অর্জুন দেবতাদের সেই স্থান ত্যাগ করতে দেখে বারংবার সিংহনাদ করতে লাগলেন। বায়ু যেমন মেঘকে সরিয়ে দেয় অর্জুন ও কৃষ্ণ তেমনি দেবতাদের সরিয়ে দিলে অগ্নিদেব সানন্দে এবং স্বচ্ছন্দে আহার করতে লাগলেন। অর্জুন অনবরত বাণক্ষেপ করতে থাকায় কোনও প্রাণীই খাণ্ডববনের বাইরে যেতে পারল না। আঘাত করা তো দূরের কথা তারা অর্জুনের দিকে দৃষ্টিপাতও করতে পারছিল না। নদীতীর, উঁচু-নিচু স্থান, শ্মশান ও দেবালয়—কোনও স্থানেই প্রাণীরা রক্ষা পেল না, তারা ক্রমাগত অগ্নিদগ্ধ হতে থাকল। ওদিকে যে কোনও দানব, রাক্ষসও শ্রেণিবদ্ধ হয়ে সে স্থানে উপস্থিত হলে কৃষ্ণ চক্র দ্বারা তাদের সংহার করতে লাগলেন। তারা এবং বিশাল দেহ অন্য প্রাণীরা কৃষ্ণের চক্রের বেগে মস্তক ও দেহ বিদীর্ণ হয়ে প্রজ্বলিত অগ্নির ভিতর পড়তে লাগল। অগ্নি প্রাণীগণের বসা এবং রক্ত মাংস পান করে, তৃপ্ত হয়ে আকাশে উঠে ধূমশূন্য. দীপ্তনয়ন, দীপ্তজিহ্বা, দীপ্তমুখ, দীপ্তকেশ এবং পিঙ্গলনয়ন হলেন। কৃষ্ণার্জুন সম্পাদিত সেই বসারূপ অমৃত লাভ করে অগ্নি আনন্দিত, তৃপ্ত এবং অত্যন্ত সুস্থ হলেন।

এই সময়ে ময় নামে এক অসুর যখন তক্ষকের ভবন থেকে দ্রুত পলায়ন করছিল, কৃষ্ণ তাকে দেখতে পেলেন। অগ্নি তাকে দেখতে পেয়ে দগ্ধ করতে চেয়ে কৃষ্ণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কৃষ্ণ বধ করার জন্য চক্র উত্তোলন করলেন। ভয় পেয়ে ময়দানব বলল, "অর্জুন শীঘ্র আসুন, আমাকে রক্ষা করুন।" তার সেই আর্তনাদ শুনে অর্জুন বললেন, "ভয় নেই।"

এতে ময়দানব যেন জীবন লাভ করল। তখন অর্জুন দয়াপরবশ হয়ে আবার বললেন, "তুমি ভয় কোরো না।" অর্জুন অভয় দান করলে নমুচির ভ্রাতা সেই ময়দানবকে কৃষ্ণও বধ করলেন না এবং অগ্নিও দগ্ধ করলেন না। এইভাবে কৃষ্ণ ও অর্জুন ইন্দ্রের হাত থেকে রক্ষা করতে থাকলে, অগ্নি পনেরোদিন যাবৎ সেই খাণ্ডববন দগ্ধ করলেন।

তস্মিন্ বনে দহ্যমানে ষড়গ্নির্ণ দদাহ চ।
অশ্বসেনং ময়ঞ্চৈব চতুরঃ শার্ঙ্গকাংস্তথা ॥ আদি: ২২১: ৪৬ ॥

সেই খাণ্ডববন দাহের সময় অগ্নি, তক্ষকের পুত্র অশ্বসেন, ময়দানব ও চারটি খঞ্জনপাখি এই ছয়জনকে দগ্ধ করেননি।

খাণ্ডবদাহে সহায়তা করার জন্য কৃষ্ণ পেলেন সুদর্শন চক্র আর কৌমোদকী গদা, অর্জুন গাণ্ডিব ধনু, ইন্দ্রদত্ত রথ ও দুই অক্ষয় তূণীর। মহাভারত যুদ্ধের সবথেকে আলোচিত আয়ুধ কৃষ্ণার্জুন লাভ করলেন। কৃষ্ণ আরও লাভ করলেন পাঞ্চজন্য শঙ্খ। গাণ্ডিব লাভ করার পর অর্জুনের নাম হয় গাণ্ডিবধন্বা। এই গাণ্ডিব ধনুকে সর্বাপেক্ষা প্রিয়া নারীর মতো অর্জুন সর্বদা সঙ্গে রাখতেন।

পশুপতি মহাদেবের সঙ্গে যুদ্ধকালে মহাদেব গাণ্ডিব ধনু গিলে ফেলেন এবং পরে আবার তা অর্জুনকে ফিরিয়ে দেন। এই ধনু নিয়ে অর্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ জয় করেন। যদুবংশ ধ্বংসের পর কৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পূর্বে সুদর্শন চক্র ও পাঞ্চজন্য শঙ্খ সমুদ্রের উপর মিলিয়ে যায়। হাতে গাণ্ডিবধনু ও দুই অক্ষয় তূণীর থাকা সত্ত্বেও অর্জুন কৃষ্ণের রমণীদের দ্বারকায় নিয়ে যেতে পারেননি। আভীর পল্লির গোপদস্যুদের কাছে তিনি পরাজিত হন। মহাপ্রস্থানেব সময়ে অগ্নিদেব অর্জুনের গতিপথ রুদ্ধ করে দাঁড়ান এবং গাণ্ডিব ও অক্ষয় তূণীর সহ বাণসমূহ সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করতে নির্দেশ দেন। অর্জুন তা করতে বাধ্য হন।

২৭

জরা রাক্ষসীর সন্ধিকরণ

ময়দানব ইন্দ্রপ্রস্থে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উপযুক্ত অপরূপ প্রাসাদ ও মনুষ্যলোকে দুর্লভ অপরূপ সভাগৃহ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। যুধিষ্ঠিরের শাসনে প্রজারা অত্যন্ত সুখে বাস করতেন। অনাবৃষ্টি-অতিবৃষ্টি হত না, শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটত না। ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত সুখে যাগ-যজ্ঞাদি আচার-অনুষ্ঠান করতেন।

একদিন দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের সভায় প্রবেশ করলেন। যুধিষ্ঠির যথাবিহিত নারদকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে বন্দনা করলেন। নারদ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যশাসন ইত্যাদি বিষয়ে নানা উপদেশ দেওয়ার পর জানালেন যে, তিনি মনুষ্যলোকে আসছেন জেনে পিতা পাণ্ডু যুধিষ্ঠিরকে আদেশ করেছেন, "তুমি যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করো। পুত্র, তুমি রাজসূয় যজ্ঞ করলে, আমি হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় অতি দ্রুত দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় গিয়ে বহু বৎসর পর্যন্ত আনন্দ অনুভব করতে পারব।" নারদও যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ করার আদেশ দান করে দ্বারকানগরে চলে গেলেন।

যুধিষ্ঠির রাজসূয়-যজ্ঞ সম্পর্কে পিতার ও নারদের আদেশ ভ্রাতৃগণ এবং সভাসদদের জানালেন। সকলেই একবাক্যে যুধিষ্ঠিরকে জানালেন, "মহারাজ আপনি মহাযজ্ঞ রাজসূয় করার পক্ষে সম্পূর্ণ যোগ্য।" তখন যুধিষ্ঠির নিজে অনেক বিবেচনা করে ধারণা করলেন যে, রাজসূয়-যজ্ঞ তাঁর করা উচিত। কিন্তু একক বুদ্ধিতে রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করা অনুচিত বিবেচনা করে সর্বলোকশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ, যাঁকে তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ হিসাবে গ্রহণ করতেন, তাঁকেই স্মরণ করলেন। দূত যুধিষ্ঠিরের সংবাদ নিয়ে দ্বারকায় পৌঁছলেই কৃষ্ণ আপন সারথি ইন্দ্রসেনকে ইন্দ্রপ্রস্থে যাবার জন্য তখনই আদেশ করলেন।

কৃষ্ণ শীঘ্রগামী রথে আরোহণ করে দ্রুত নানাদেশ অতিক্রম করে ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হলেন। পিসতুতো ভাই যুধিষ্ঠির ও ভীম, মামাতো ভাই কৃষ্ণের সম্মান করলেন। কৃষ্ণ পিসিমা কুন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তারপর কৃষ্ণ প্রিয়সখা অর্জুনের সঙ্গে মিলিত হয়ে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করলেন। তখন নকুল ও সহদেব এসে তাঁকে প্রণাম করলেন। কৃষ্ণ মনোহর স্থানে বিশ্রাম লাভ করেছেন, তাঁর পথের ক্লান্তি দূর হয়েছে, তিনি কল্পতরুর মতো অবস্থান করছেন, বুঝে যুধিষ্ঠির নিজে গিয়ে কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা শুরু করলেন, "কৃষ্ণ! আমি রাজসূয় যজ্ঞ করার ইচ্ছা করেছি। কিন্তু তোমার জানা আছে যে, কেবলমাত্র ইচ্ছা দ্বারা রাজসূয় যজ্ঞ করা যায় না। যাঁর কাছে সবই সম্ভবপর, যিনি সর্বত্র পূজিত হন, যিনি সমগ্র

পৃথিবীর অধীশ্বর, রাজসূয় যজ্ঞ করার অধিকার কেবলমাত্র তেমন রাজারই। আমার বন্ধুবর্গ আমাকে রাজসূয় যজ্ঞ করতে অনুরোধ করছেন, কিন্তু তোমার অভিমত পাবার পরই আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারব। কেউ প্রীতিবশত অসুবিধার কথা বলেন না, কেউ কেবল স্বার্থ সাধনের জন্য কেবলমাত্র প্রিয় বাক্যই বলতে থাকেন, আবার কেউ নিজের হিতকর, সেই অভীষ্ট সাধনের কথাই বলে থাকেন। কিন্তু তুমি এই সমস্ত কারণ অতিক্রম করে, স্বার্থলিপ্সা ও ক্রোধ পরিত্যাগ করে, আমার পক্ষে যা কল্যাণকর, যা জগতের মঙ্গলজনক, তাই যথার্থভাবে বলতে পারো।"

কৃষ্ণ বললেন, "মহারাজ আপনি সমস্ত গুণেই রাজসূয় যজ্ঞ করার অধিকারী। সমস্ত বিষয়ই আপনার জানা আছে, তবু আপনাকে আমি কিছু বলব। মহারাজ! পরশুরাম ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করে যাদের অবশিষ্ট রেখেছিলেন, তাঁদের বংশে ক্ষত্রিয় নামধারী যাদের দেখা যায়—তাঁরা নিজেদের আপন অভিরুচি অনুযায়ী সম্রাট বলে ঘোষণা করেছেন, তাও আপনার জানা আছে। পৃথিবীতে যত ক্ষত্রিয় রাজা আছেন, তাঁরা সকলেই পুরূরবা বা ইক্ষাকুর সন্তান। পুরূরবা বা ইক্ষাকুর বংশধর যেসব রাজা বর্তমান আছেন, তাঁরা বর্তমানে একশত বংশে বিভক্ত হয়েছেন।

এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী জরাসন্ধ রাজা। অন্য সকল রাজার রাজলক্ষ্মীকে অভিভূত করে জরাসন্ধ সম্রাট অভিধায় অভিহিত হয়েছেন। তিনি আপন তেজে সমস্ত রাজাকে পরাভূত করে মগধদেশ ভোগ করে অন্য রাজাদের মধ্যে ভেদ জন্মাচ্ছেন। মহারাজ! যে রাজা অন্যদের প্রভু এবং সমস্ত জগৎ যাঁর আধিপত্যে থাকে, তিনিই সম্রাট। চেদিরাজ শিশুপাল রাজা জরাসন্ধকে আশ্রয় করেই সেনাপতি হয়েছেন। করূষদেশাধিপতি রাজ' বক্র জরাসন্ধের কাছে শিষ্যের মতো উপস্থিত থাকেন। মহাবীর্য ও মহাত্মা হংস ও ডিম্বক নামে অপর দুই রাজাও জরাসন্ধকে আশ্রয় করেছেন। লোকে যে মণিটিকে অদ্ভুত মণি বলে জানে, সেই দিব্য মণিটিকে যিনি মস্তকে ধারণ করেন সেই মেঘবাহন রাজাও জরাসন্ধের অনুগত। বরুণ যেমন পশ্চিমদিক শাসন করছেন, সেইরকম যিনি মুর ও নরকদেশ শাসন করছেন, যাঁর সৈন্যের পরিসীমা নেই এবং যিনি আপনার পিতার সখা; সেই বৃদ্ধ যবনাধিপতি ভগদত্ত রাজা বাক্য ও কর্মদ্বারা জরাসন্ধের কাছে অবনত হয়ে আছেন।

তবে, যিনি স্বভাবতই স্নেহশীল, পুত্রের উপরে পিতার যেমন স্নেহ থাকে, সেইরকম আপনার উপরে যার স্নেহ আছে, যিনি ভারতের পশ্চিম দিক ও দক্ষিণ প্রান্তের রাজা, আপনার মাতুল, মহাবীর, শত্রুহন্তা ও কুন্তীবংশবর্ধন একমাত্র সেই পুরুজিৎই স্নেহবশত আপনার পক্ষে আছেন।

যিনি নিজেকে পুরুষোত্তম বলে মনে করেন, যিনি মোহবশত সর্বদাই আমার চিহ্নধারণ করেন এবং জগতে বাসুদেব নামে বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন, সেই বঙ্গ, পুণ্ড্রক ও কিরাতদেশের রাজা পৌণ্ড্রকও জরাসন্ধের অনুগামী। ভারতবর্ষের এক চতুর্থাংশের অধিপতি, ইন্দ্রের সখা ও বলবান ভীষ্মক রাজা, যিনি ভোজবংশীয় ও আপন ক্ষমতায় পাণ্ড্যদেশ ও ক্রথকৈশিকদেশ জয় করেছিলেন, যাঁর ভ্রাতা অকৃতি পরশুরাম তুল্য মহাবীর ছিলেন, সেই শত্রুহন্তা ভীষ্মক রাজাও জরাসন্ধের অনুগত। আমরা সকল সময়ে সেই ভীষ্মক রাজার প্রীতিপূর্ণ আচরণ

করি, কিন্তু তিনি আমাদের প্রতি অনুরক্ত নন এবং প্রিয় ব্যবহারও করেন না। নিজের বল, বংশমর্যাদা, অভিমান, উজ্জ্বল যশ ত্যাগ করে তিনি জরাসন্ধের অনুগামী।

উত্তরদিকের আঠারোটি ভোজবংশ জরাসন্ধের ভয়েই পশ্চিমদিকে আশ্রয় নিয়েছেন। শূরসেন, ভদ্রকায়, বৌধ, শাল্ব, পটচ্চর, সুস্থল, সুকুট্ট, কলিন্দ, কুন্তী এবং শাল্বায়নদেশীয় রাজারা এবং বদ্ধমূল মৎস্যদেশীয় রাজারা জরাসন্ধের ভয়ে উত্তরদিক পরিত্যাগ করে দক্ষিণদিক আশ্রয় করেছেন। পাঞ্চালদেশীয়গণ জরাসন্ধের ভয়ে আপন আপন রাজ্য পরিত্যাগ করে সকল দিকে পলায়ন করেছেন। কিছুকাল পরে দুর্মতি কংস যাদবগণকে উৎপীড়িত করে জয়দ্রথের পুত্র সহদেবের ভগিনী অস্তি ও প্রাপ্তি নামের দুটি সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করেন। জরাসন্ধের সাহায্য লাভ করে দুর্মতি কংস আপন জ্ঞাতিবর্গের উপর অত্যাচার শুরু করেন ও আপন শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। কংসের অত্যাচারে ভোজবংশীয় বৃদ্ধলোকেরা আমাদের শরণাপন্ন হন। "তখন আমি ও বলরাম আহুক কন্যা সুতনুকে অক্রূরের হাতে সম্প্রদান করি ও কংস ও সুনামাকে বধ করি।" কংসের মৃত্যু হলে তাঁর দুই স্ত্রী অস্তি ও প্রাপ্তি পিতার কাছে গিয়ে স্বামীর নিধনকারীদের শাস্তির প্রার্থনা করে।

জরাসন্ধ তখন সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের জন্য উদ্যত হলেন। "তখন আমরা আঠারোটি বংশ একত্র হয়ে মন্ত্রণা করি যে, আমরা শত্রুনাশক ভীষণ অস্ত্র দ্বারা অনবরত বধ করতে থেকেও তিনশো বছরেও জরাসন্ধের সমস্ত সৈন্য সংহার করতে পারব না।" তারপর বলবানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং অস্ত্র দ্বারা অবধ্য হংস ও ডিম্বক নামে দুই মহাবীর জরাসন্ধের সহায় আছে। তারা দুইজন এবং জরাসন্ধ মিলে ত্রিভুবন ধ্বংস করতে পারেন—এ ধারণা সকলেরই ছিল। তারপর হংস নামের দ্বিতীয় এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজাকে আঠারোবার যুদ্ধ করে বলরাম বধ করেন। তখন এক ব্যক্তি ডিম্বকের কাছে গিয়ে তাঁকে জানান যে, হংস নিহত হয়েছেন, হংস ডিম্বকের প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয় ছিল। "আমি এই জগতে হংস ছাড়া জীবন ধারণ করতে পারব না।" এই গভীর শোকে মগ্ন হয়ে ডিম্বক যমুনার জলে আত্মবিসর্জন করেন। ডিম্বক প্রাণবিসর্জন করেছেন এই সংবাদ পেয়ে প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুনগরবিজয়ী, ডিম্বকের বন্ধু সেই হংস এসে যমুনাতীরে উপস্থিত হন। ডিম্বক তাঁরই মৃত্যুসংবাদে আত্মবিসর্জন করেছেন এই শুনে, পরম দুঃখিত হংসও যমুনার জলে নিমগ্ন হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। হংস ও ডিম্বকের প্রাণ বিসর্জনের সংবাদ পেয়ে জরাসন্ধ সমস্ত সৈন্য নিয়ে আপন রাজধানীতে প্রস্থান করেন।

জরাসন্ধের আপন রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের সংবাদে দ্বারকাবাসী আনন্দিত হয়ে মথুরাতেই বাস করতে লাগলেন। কিন্তু কংসের দুই স্ত্রী অস্তি ও প্রাপ্তি পিতা জরাসন্ধকে বারবার উত্তেজিত করে বলতে লাগল, "আমাদের পতিহন্তাকে বধ করুন"; ক্রোধে জরাসন্ধ পুনরায় যুদ্ধ-সজ্জা করতে লাগলেন। এই সংবাদে দ্বারকাবাসী মথুরা ত্যাগ করে পশ্চিমদিকে রৈবতক পর্বত শোভিত 'কুশস্থলী' নামক নগরীতে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা দেবগণের অজেয় করে একটি দুর্গসংস্কার করলেন। সেই দুর্গ এমনভাবে সংস্কার করা হল, যাতে সেই স্থানে থেকে স্ত্রীলোকেরাও যুদ্ধ করতে পারে। কংসের মৃত্যু জরাসন্ধ কখনও ভুলতে পারেননি। সেই অপরাধে তিনি যাদবদের ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। রৈবতক পর্বতে এসে যাদবেরা নিশ্চিন্ত হলেন।

সেই রৈবতক পর্বতের একুশটি শৃঙ্গ আছে, রৈবতক পর্বত তিন যোজন দীর্ঘ ও এক যোজন বিস্তৃত। এক এক যোজনের পরে একশোটি করে দ্বার আছে, প্রত্যেক দ্বারেই বীরগণ বিক্রম প্রকাশ করতে পারেন, এমন তোরণ আছে এবং আঠারোজন করে অতি দুর্ধর্ষ যোদ্ধা প্রত্যেকটি তোরণ রক্ষা করতে পারেন। যাদববংশে আঠারো হাজার ভ্রাতা আছেন এবং আহুকের একশত পুত্র আছে, যাদের এক একটিই বহুদেবতা অপেক্ষা বলবান। কৃষ্ণ, বলরাম, চারুদেষ্ণ, চক্রদেব, সাত্যকি, চারুদেষ্ণের ভ্রাতা এবং কৃষ্ণ-নন্দন শাম্ব—এই সাতজনই যুদ্ধে বিষ্ণুর তুল্য। এঁরা অতিরথ। এ ছাড়াও কৃতবর্মা, অনাধৃষ্টি, সমীক, সমিতিঞ্জয়, কঙ্ক, শঙ্কু এবং কুন্তি—এই সাতজন মহারথ; আর অন্ধকভোজের দুই পুত্র এবং বৃদ্ধ অন্ধকভোজ রাজা; এই দশজনের শরীরই বজ্রের ন্যায় দৃঢ় এবং এরা সকলেই বীর, তেজস্বী ও মহারথ। মনোরম মথুরা প্রদেশকে স্মরণ করতে করতে এঁরা সকলেই রৈবতক পর্বত সন্নিহিত অঞ্চলে আছেন।

কৃষ্ণ এই আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "হে ভরতশ্রেষ্ঠ, আপনি সর্বদাই সম্রাটের সমস্ত গুণে গুণবান; সুতরাং ক্ষত্রিয় সমাজে আপনি সম্রাট হবার যোগ্য। কিন্তু মহারাজ! মহাবল জরাসন্ধ জীবিত থাকতে আপনি রাজসূয় যজ্ঞ করতে পারবেন না। কারণ, সিংহ যেমন জয় করে হস্তীগণকে পর্বতের গুহায় আবদ্ধ রাখে, তেমনই জরাসন্ধ সমস্ত রাজাকে জয় করে পর্বতের গুহার মতো শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখেছেন। তিনি সেই রাজাদের দিয়ে পুরুষমেধ যজ্ঞ করার ইচ্ছা করেছেন। জরাসন্ধ ভয়ংকর তপস্যা করে উমাপতি মহাত্মা মহাদেবকে তুষ্ট করে, তাঁরই বরে, সেই রাজাদের বন্দি করে রেখেছেন। আমরাও সেই জরাসন্ধের ভয়ে মথুরা পরিত্যাগ করে রৈবতকে বাস করছি। অতএব মহারাজ! আপনি রাজসূয় যজ্ঞ করতে চাইলে প্রথমেই সেই রাজাদের মুক্ত করে জরাসন্ধ বধ করতে হবে, নইলে আপনি রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করতে পারবেন না। এখন আপনি আমাকে বলুন যে, এ বিষয়ে আপনি কী করতে চান?"

যুধিষ্ঠির বললেন, "কৃষ্ণ তুমি যা বললে তা তুমি ছাড়া কেউ বলতে পারে না। তুমি ছাড়া অন্য কেউ আমার সংশয়ও দূর করতে পারে না। পৃথিবীতে বহু রাজা আছে, কিন্তু তাঁরা সম্রাট নন। পরের বল জেনে নিজের প্রশংসায় মানুষ শ্রেষ্ঠ হয় না—পরকে যুদ্ধে জয় করে মানুষ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়। পৃথিবী বিশালা, বহু খণ্ডে বিভক্ত এবং বহুরত্নে পরিপূর্ণা; সম্পূর্ণ পৃথিবী জয় করতে পারলে শ্রেষ্ঠ বলে নিজেকে বিবেচনা করতে পারতাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমি রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করতে পারলেও নির্বিঘ্নে সমাপ্ত করতে পারব না। এই অবস্থায় আমার মনে হয় শান্তিই ভাল, শান্তি থেকেই আমার মঙ্গল হবে। মনস্বীরাও জানেন যে সৎকুলে জাত রাজাদের মধ্যে গুণে কেউ অপর হতে শ্রেষ্ঠ হতে পারে।"

ভীম বললেন, "উদ্‌যোগহীন এবং সামাদি উপায় অবলম্বন না করে যে রাজা সকল রাজাকে আক্রমণ করতে যান, তিনি বল্মীক মৃত্তিকা স্তূপের ন্যায় অবসন্ন হয়ে পড়েন। দুর্বল রাজা যথানিয়মে নীতি প্রয়োগ করে প্রবল শত্রুকেও জয় করতে পারেন এবং প্রায়ই নিজের হিতসাধন করতে পারেন। কৃষ্ণে নীতি, আমাতে বল এবং অর্জুনে যুদ্ধশিক্ষাকৌশল আছে।

সুতরাং দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহ্বনীয়—এই তিন অগ্নি যেমন যজ্ঞ সম্পাদন করে, আমরা তিনজনও জরাসন্ধের জয় সম্পাদন করব।"

কৃষ্ণ বললেন, "মূর্খ লোক কাজ আরম্ভ করে, কিন্তু পরিণাম দেখে না। সেইজন্যই বুদ্ধিমান লোক স্বার্থপরায়ণ মূর্খ শত্রুকে গ্রাহ্য করেন না। মহারাজ আমরা শুনেছি—মান্ধাতা শত্রু জয় করে, ভগীরথ প্রজাপালন করে, কার্তবীর্যার্জুন তপস্যা করে, ভরতরাজা বল প্রয়োগ করে এবং মরুত্তরাজা সম্পদের বলে সম্রাট হয়েছিলেন। আর আপনার সাম্রাজ্যলাভের উপরোক্ত পাঁচটি কারণই আছে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ আপনি স্থির জানুন যে, বৃহদ্রথের পুত্র জরাসন্ধ ধর্ম, অর্থ, নীতি ও আচারের অযথা অপপ্রয়োগ করে দমনীয় হয়ে পড়েছে। পূর্বে আমি যে একশত কুলোৎপন্ন রাজার কথা আপনাকে বলেছি, তাঁরাও এখন আর জরাসন্ধের অনুসারী নন। জরাসন্ধ এখন বলপূর্বক সাম্রাজ্য করছেন। তবে, ধনী রাজারা এখনও ধন দ্বারা জরাসন্ধের উপাসনা করছেন। তবে মূর্খতাবশত জরাসন্ধ তাতে সন্তুষ্ট নন। তিনি রাজাদের কাছ থেকে করও গ্রহণ করছেন এবং বলি দেবার জন্য তাদের ধরেও রাখছেন। এইভাবে জরাসন্ধ সমস্ত রাজাকেই বশ করেছেন। কিন্তু মহারাজ দুর্বল রাজারা তাঁকে আক্রমণ করবেন কী করে? পশুদের মতো রাজগণকে মহাদেবের ঘরে নিয়ে প্রোক্ষণ ও স্নান করিয়ে রেখেছেন। সুতরাং তাঁদের জীবনের প্রতি আর কোনও মমতা নেই। অস্ত্র দ্বারা ক্ষত্রিয়কে আঘাত করা হলে, তাকে সমাদর করা হয়। কিন্তু আমরা মিলিত হয়েও জরাসন্ধকে বধ করতে পারছি না। জরাসন্ধ ছিয়াশিজন রাজাকে ধরে এনেছেন, বাকি আছে চোদ্দো জন। এর পরেই তিনি নরমেধ যজ্ঞ শুরু করবেন। যে রাজা তাঁর সেই কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারবেন, তিনি উজ্জ্বল যশ লাভ করবেন। আর যে রাজা জরাসন্ধকে জয় করতে পারবেন, তিনি নিশ্চয়ই সম্রাট হবেন।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "কৃষ্ণ আমি স্বার্থপরায়ণ লোকের ন্যায় সাম্রাজ্যলাভের জন্য কেবল সাহসের বলে কী করে তোমাদের পাঠাব। জনার্দন, ভীম আর অর্জুন আমার দুটি নয়ন, আর তুমি আমার মন। মন আর দুটি নয়ন হারালে আমার জীবনের কী বাকি থাকবে? ভয়ংকর বিক্রমশালী এবং অসংখ্য জরাসন্ধ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে স্বয়ং যমও জয়লাভ করতে পারেন না; সুতরাং তোমরা চেষ্টা করে কী করবে? কৃষ্ণ আমি আমার মত সুস্পষ্টভাবে তোমাকে জানাচ্ছি, এই কার্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করাই আমার অভিপ্রেত। আমার অনুরোধ তুমিও আমার অভিমত গ্রহণ করো। রাজসূয় যজ্ঞের দুষ্করতাই আমার মনকে ফিরিয়ে দিচ্ছে।"

অর্জুন, যিনি অগ্নিদেবের কাছ থেকে গাণ্ডিব ধনু, অক্ষয় তূণ, রথ, ধ্বজা ও ময়দানবের নির্মিত সভা লাভ করেছিলেন, তিনি নিজেকে যথেষ্ট আত্মনির্ভরশীল বলে মনে করে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "মহারাজ, মানুষের যা অভীষ্ট অথচ দুর্লভ, আমি সেই ধনু, বাণ, উৎসাহ, সহায়, সবল দেহ, যশ ও বল পেয়েছি। সাধু সমাজস্থ বিদ্বান লোকেরা সৎ বংশে জন্মগ্রহণের প্রশংসা করে থাকেন। কিন্তু সৎ বংশে জন্মগ্রহণও বলের তুলনীয় নয়। অতএব বল প্রকাশ করাই আমার অভিপ্রেত। বলবানের বংশে জন্মেও দুর্বল লোক কী করতে পারে? আবার দুর্বলের বংশে মানুষ জন্মগ্রহণ করেও বলবান হয়ে প্রধানও হতে পারে। মহারাজ শত্রুজয়ে যার প্রবৃত্তি থাকে, তিনিই সর্বপ্রকারে ক্ষত্রিয়। অন্য গুণ না থাকলেও

শত্রুজয় করতে যিনি সমর্থ, তিনিই যথার্থ ক্ষত্রিয়। দুর্বল লোকের অন্য সব গুণ থাকলেও পরাক্রম না থাকায় তিনি চিরদিন অপ্রধান থেকে যান। মহারাজ, অত্যন্ত মনোযোগ, যুদ্ধ করা এবং দৈব—এই তিনটি মিলিত হয়েই জয়ের হেতু হয়ে থাকে। আবার বলবান হয়েও কোনও লোক মনোযোগ না থাকায় জয় করার উপযোগী হতে পারে না। সুতরাং মনোযোগী দুর্বল শত্রুও অমনোযোগী প্রবল শত্রুকে ধ্বংস করতে পারে। অবসাদ এবং অমনোযোগ—দুইই বলবানের অনিষ্টের কারণ। সুতরাং জয়ার্থী রাজা অনিষ্টকারক এই দুটিকেই পরিত্যাগ করেন। আমরা যদি রাজসূয় যজ্ঞ করবার জন্য জরাসন্ধবধ এবং তিনি যে রাজাদের অবরুদ্ধ করে রেখেছেন, তাঁদের মুক্ত করতে পারি তবে তার থেকে উৎকৃষ্ট কাজ আর কী হবে? আপনি যদি রাজসূয় যজ্ঞের উদ্‌যোগ না করেন, তবে জগতে আপনার নির্গুণতা প্রকাশ পাবে। অসন্দিগ্ধ উৎসাহলাভ অপেক্ষা অপকর্ষকে কেন ভাল মনে করছেন? শান্তিকামী মুনিদের গৈরিক বস্ত্র ধারণ করার কাজ আপনি পরেও করতে পারবেন। আপনি সাম্রাজ্যলাভ করবেন; আমরা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করব।"

কৃষ্ণ বললেন, "ভরতের বংশে উৎপন্ন এবং কুন্তীর পুত্রের যে ধরনের বুদ্ধি হওয়া দরকার, তা অর্জুন দেখিয়েছেন। আমাদের মৃত্যু দিনে অথবা রাত্রে হবে, তা আমরা জানি না। কিংবা যুদ্ধ না করে কোনও প্রাণী অমর হয়েছেন, তাও আমরা শুনিনি। মানুষের মনস্তুষ্টির জন্য শাস্ত্রসম্মত কৌশল অবলম্বন করে শত্রুকে আক্রমণ করতে হবে। যাতে বিপদ হবে না, এমন সুকৌশলে শত্রুকে আক্রমণ করতে হবে। তারপর যুদ্ধ আরম্ভ হলে জয় বা পরাজয় একটা হয়েই থাকে। কারণ, যুদ্ধে উভয়পক্ষই এক ফল লাভ করতে পারে না। যে কৌশলী নয়, কিংবা সামাদি উপায় অবলম্বন করে না, যুদ্ধে তার অত্যন্ত ক্ষতি হয়। আর উভয়পক্ষ সমান হলে, জয়-পরাজয়ের সংশয় জন্মে। কারণ, দুই পক্ষেরই জয় বা পরাজয় হয় না। আমরা শত্রুর কাছে গিয়ে তার ফাঁক খুঁজব, নিজেদের ফাঁক ঢেকে রাখব; তারপর কৌশল অবলম্বন করে পরাক্রমের সঙ্গে তাকে আক্রমণ করব। নদীর বেগ যেমন বড় গাছকে নিপাত করে, তেমনি আমরা কেন তাকে নিপাত করতে পারব না? 'সজ্জিতসৈন্য প্রবল শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে না'—বুদ্ধিমানেরা এই নীতি মানেন, জরাসন্ধ সম্পর্কে আমারও সেই মত। আমরা প্রথমে সজ্জিত হয়ে ছদ্মবেশে শত্রুভবনে প্রবেশ করব, তারপরে তাকে একাকী পেয়ে আক্রমণ করে অভীষ্ট লাভ করব। কারণ, অন্তরাত্মা যেমন ভৌতিক দেহের সম্পদ ভোগ করেন, তেমন একমাত্র জরাসন্ধই সর্বদা ভূমণ্ডলের সাম্রাজ্যলক্ষ্মী ভোগ করছে। সুতরাং তাঁকে নিপাত করাই আমার লক্ষ্য। জরাসন্ধ কর্তৃক অবরুদ্ধ আত্মীয় নৃপতিগণকে রক্ষা করার জন্য আমরা যুদ্ধে সেই জরাসন্ধকে নিহত করে, তারপরে তাঁর লোকেদের হাতে নিহত হয়ে স্বর্গলাভ করব।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "কৃষ্ণ এ জরাসন্ধ কে? এর বল বা পরাক্রমই কেমন? যে অগ্নিতুল্য তোমাকেও স্পর্শ করে দগ্ধ হয়ে যায় না।"

কৃষ্ণ বললেন, "মহারাজ, জরাসন্ধ কেমন, তার বল কেমন, কেন সে আমাদের অপ্রিয় ভাজন আচরণ করে থাকলেও আমরা তা উপেক্ষা করে আছি, সে সকলই আপনি আমার কাছে শ্রবণ করুন।"

মহারাজ তিন অক্ষৌহিণী সৈন্যের নেতা এবং সমরগর্বিত 'বৃহদ্রথ' নামে মগধ দেশে এক রাজা ছিলেন। তিনি রূপবান, বলবান, সম্পত্তিশালী, অসাধারণ বিক্রমী, সর্বদাই যজ্ঞদীক্ষায় চিহ্নে এবং দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় বিদ্যমান ছিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সূর্যের কিরণে এই পৃথিবী যেমন ব্যাপ্ত আছে, তেমনি তাঁর সৎকুলোচিত গুণে এই সমগ্র পৃথিবী ব্যাপ্ত ছিল। সেই মহাবীর বৃহদ্রথ কাশীরাজের পরমা সুন্দরী যমজ দুই কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। একদিন নির্জনে বৃহদ্রথ সুন্দরী দুই ভার্যার নিকট শপথ করলেন, "আমি তোমাদের দু'জনের সঙ্গে অপক্ষপাত সমান ব্যবহার করব।" রাজা বৃহদ্রথ হস্তী যেমন হস্তিনীদ্বয় দ্বারা শোভা পায়, তেমনই প্রিয়তমা দুই ভার্যা দ্বারা শোভা পেতে লাগলেন। রাজা বিষয়কার্যে নিবিষ্ট থাকা অবস্থায় তাঁর যৌবন চলে গেল; কিন্তু বংশরক্ষক কোনও পুত্র জন্মগ্রহণ করল না। নানাবিধ মাঙ্গলিক কাজ, বহুতর হোম এবং অনেক পুত্রযজ্ঞ দ্বারাও রাজা বংশবর্ধক পুত্র লাভ করলেন না।

একদিন রাজা শুনতে পেলেন যে, গৌতমবংশীয় কাক্ষীবানের পুত্র উদারচেতা চণ্ডকৌশিকমুনি তপস্যায় পরিশ্রান্ত হয়ে এক বৃক্ষমূলে অবস্থান করছেন। রাজা দুই ভার্যার সঙ্গে গিয়ে অনেক সেবায় তাঁকে সন্তুষ্ট করলেন। তখন দৃঢ়সন্তোষী সত্যবাদী ও ঋষিশ্রেষ্ঠ চণ্ডকৌশিক রাজাকে বললেন, "মহারাজ আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, আপনি বর গ্রহণ করুন।"

তখন বৃহদ্রথ রাজা দুই ভার্যার সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রণাম করে, পুত্রমুখ না দেখার সুগভীর নৈরাশ্যে বাষ্পগদগদ কণ্ঠে মুনিকে বললেন, "ভগবান, আমি রাজ্য পরিত্যাগ করে তপোবনে চলেছি। আমি মন্দভাগ্য, আমার বরে প্রয়োজন কী? আমি নিঃসন্তান, আমার রাজ্যেই বা প্রয়োজন কী?" এই কথা শুনে বিচলিত চণ্ডকৌশিক মুনি সেই আমগাছের ছায়াতে উপবেশন করলেন এবং ধ্যানস্থ হলেন।

মুনি উপবেশন করলে, একটি আম্রফল বায়ুসঞ্চারিত বা শুকদষ্ট না হয়েই তাঁর কোলের উপর পড়ল। মুনি সেই অতুলনীয় ফলটিকে গ্রহণ করে, মনে মনে মন্ত্রপাঠ করে পুত্রলাভের জন্য তা রাজাকে দিলেন। মুনি রাজাকে জানালেন যে, এই আম্রফল ভক্ষণ করলেই রানি পুত্রবতী হবেন। অতএব রাজার তপোবনে যাবার কোনও প্রয়োজন নেই। মুনির এই কথা শুনে রাজা তাঁর চরণে প্রণাম করে আপন গৃহে প্রত্যাগমন করলেন এবং পত্নীদের ঋতুকাল উপস্থিত হয়েছে জেনে একটি আম্রফল দুই পত্নীকে প্রদান করলেন এবং রাজরানিরা মুনিবাক্য অবশ্য সত্য হবে, এই ভেবে, একটি ফলকেই দুইভাগে ভাগ করে দুজনেই ভক্ষণ করলেন। ফল ভক্ষণ করার ফলে রাজরানিদের দু'জনেরই গর্ভ হল। রাজা তাঁদের গর্ভবতী দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তারপর দশম মাস উপস্থিত হলে তাঁরা দু'জনেই যথানিয়মে দুটি শরীরখণ্ড প্রসব করলেন।

তখন সেই ভগিনীরা দু'জনেই অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলেন, তাঁদের প্রতি প্রসূত খণ্ডে এক-একটি চোখ, এক একটি হাত ও এক একখানি চরণ ছিল এবং উদরের অর্ধ, মুখের অর্ধ এবং শরীরের অধোভাগের অর্ধ ছিল। সেই অবস্থা দেখে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও দুঃখিত রানিরা কাঁপতে কাঁপতে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সেই সজীব শরীরখণ্ড দু'খানিকে পরিত্যাগ করলেন।

এদিকে রক্তমাংসভোজী 'জরা' নামে এক রাক্ষসী এসে চতুষ্পথনিক্ষিপ্ত সেই গর্ভখণ্ড দু'খানি গ্রহণ করল। তারপর সেই রাক্ষসী বিধাতার প্রভাবে প্রণোদিত হয়ে সেই খণ্ড

দু'খানিকে সুদৃশ্য করার ইচ্ছায় সংযোজিত করল। সেই খণ্ড দু'খানিকে সংযোজিত করা মাত্র তা শরীর ধারণ করে একটি বীরশিশুর রূপে পরিণত হল। রাক্ষসী বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে দেখল যে, সে নিজে এই শিশুকে বহন করতে পারছে না। এদিকে সেই শিশুটি রক্তবর্ণ ডান হাতখানি মুঠো করে, তা মুখে পুরে অতি দর্পিত জলপূর্ণ মেঘের গর্জনে রোদন করে উঠল। সেই প্রচণ্ড গর্জন শুনে অন্তঃপুরের লোকেরা এবং দুই রানি রাজার সঙ্গে পথে নেমে এল। জরারাক্ষসী সেই দুগ্ধপূর্ণস্তনী রাজমহিষী দুজন ও পুত্রার্থী বিষণ্ণ রাজাকে দেখে ভাবল, "ধার্মিক, মহাত্মা, পুত্রার্থী রাজার রাজ্যে বাস করে আমি তাঁর এই শিশু পুত্রকে বধ করতে পারি না।"

তখন সেই রাক্ষসী মানুষীর রূপ ধারণ করে, মেঘশ্রেণি যেমন সূর্যকে ধারণ করে, তেমনই অতি কষ্টে শিশুটিকে ধারণ করে রাজাকে বলল, "মহারাজ আমি এই পুত্রটি আপনাকে দিলাম, আপনি গ্রহণ করুন। একটি ব্রাহ্মণের বরে আপনার দুই পত্নীর গর্ভে শিশুটি জন্মেছিল; পরে ধাত্রীরা তাঁকে পরিত্যাগ করেছিল। কিন্তু আমি রক্ষা করেছি।" কাশীরাজকন্যারা তৎক্ষণাৎ সেই শিশুপুত্রকে ক্রোড়ে নিয়ে স্তন্যদুগ্ধ দ্বারা স্নান করাতে লাগলেন। রাজা সেই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে স্বর্ণবর্ণা মনুষ্যরূপিণী সেই রাক্ষসীকে বললেন, "হে পদ্মকোষবর্ণা কল্যাণী, আমার পুত্রদায়িনী তুমি কে? নিঃসংকোচে আমাকে বলো। আমার মনে হয়, তুমি দেবতা।" রাক্ষসী বলল, "মহারাজ! আমি জরানাম্নী কামরূপিণী রাক্ষসী! আমি আপনার ঘরে পূজিত হতে থেকে সুখে বাস করেছি; আপনার মঙ্গল হোক। গৃহদেবী নামে রাক্ষসী প্রত্যেকের গৃহে সর্বদা বাস করে; পূর্বকালে ব্রহ্মা তাদের দিব্যরূপবতী করে সৃষ্টি করে দানবদের বিনাশ করার জন্য মনুষ্যগৃহে স্থাপন করেছেন। যে লোকভক্তির সঙ্গে যুবতী ও পুত্রদের নিয়ে গৃহদেবীকে ঘরের দেওয়ালে এঁকে রাখে, তাদের উন্নতি হয়, না হলে অবনতি ঘটে। মহারাজ আমি বহু-পুত্রবেষ্টিত অবস্থায় আপনার ঘরের দেওয়ালে চিত্রিত অবস্থায় বহুদিন সম্মানিত হয়েছি। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, খাদ্য এবং পেয় দ্বারা বিশেষভাবে পূজিত হয়েছি। তাই সর্বদাই আমি আপনার উপকার করার কথা চিন্তা করে থাকি। আমি আপনার এই পুত্রশরীরের খণ্ড দুটি দৈববশত দেখেছিলাম। তারপরে তা সংযোজিত করা মাত্রই আপনার ভাগ্যবশত এই শিশু জন্মেছে। আমি নিমিত্তমাত্র। আমি সুমেরু পর্বত পর্যন্ত খেয়ে ফেলতে পারি; আপনার পূজায় সন্তুষ্ট তাই আপনার পুত্রকে খাইনি।"

জরা রাক্ষসী এই বলেই অন্তর্হিত হল। রাজা বালকটিকে নিয়ে গৃহে প্রবেশ করলেন। রাজা শিশুটির জাতকর্ম প্রভৃতি সম্পন্ন করলেন এবং জরা রাক্ষসীর উদ্দেশে মহোৎসব করবার আদেশ দিলেন। ব্রহ্মার তুল্য প্রভাবশালী পিতা বৃহদ্রথ সেই বালকটির নামকরণ করলেন—যেহেতু জরারাক্ষসী শিশুটিকে সংযোজিত করেছিল, সেই হেতু এর নাম হোক—জরাসন্ধ। মাতা-পিতার আনন্দজনক ও অত্যন্ত তেজস্বী মগধরাজের সেই পুত্রটি ক্রমে শরীরের পরিমাণ ও বলসম্পন্ন হতে থেকে আহুতিপ্রাপ্ত অগ্নির মতো, শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রের মতো বেড়ে উঠতে থাকল।

তারপর কিছুকাল কেটে গেলে অসাধারণ তপস্যাকারী ভগবান চণ্ডকৌশিক পুনরায় মগধদেশে আগমন করলেন। তাঁর আগমনে রাজা বৃহদ্রথ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে অমাত্যগণ, বন্ধুগণ, ভার্যা ও পুত্রের সঙ্গে তাঁর কাছে আসলেন। তারপর রাজা পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয়

দ্বারা মুনিকে পূজা করলেন ও রাজ্যের সঙ্গে পুত্রটিকেও তাঁকে নিবেদন করলেন।

মহর্ষি চণ্ডকৌশিক সন্তুষ্ট চিত্তে রাজার পূজা গ্রহণ করে বললেন, "মহারাজ আমি দিব্যচক্ষু দ্বারা এই সমস্ত ঘটনা দেখতে পাচ্ছি। আপনার পুত্র কেমন হবে, শুনুন। মহারাজ নদীর বেগ যেমন পর্বতকে পীড়া দিতে পারে না, তেমনই দেবগণের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রেও এর কোনও পীড়া জন্মাতে পারবে না। এই বালক সকল রাজার শিরোমণি হবে এবং সূর্য যেমন জ্যোতিষ্কগণের প্রভাকে তিরোহিত করে, এও তেমনই সকল রাজার প্রভাবকে তিরোহিত করবে। পতঙ্গ যেমন আগুনে পুড়ে বিনষ্ট হয়, তেমনই প্রচুর বলশালী রাজারাও এর কবলে পড়ে বিনষ্ট হবেন। সমুদ্র যেমন বর্ষাকালে প্রভূত জলসম্পন্ন নদীগুলিকে গ্রহণ করে, এও তেমনই সকল রাজার সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণ করবে। সমস্ত শস্যশালিনী বিশালা পৃথিবী যেমন মঙ্গল ও অমঙ্গল ধারণ করে, এই মহাবল জরাসন্ধও তেমনই চারবর্ণকে ধারণ (পালন) করবে। প্রাণীরা যেমন প্রাণবায়ুর আদেশবর্তী হয়, রাজারাও তেমনি এর আদেশবর্তী হবেন। এই জরাসন্ধ ভূমণ্ডলের মধ্যে প্রধান বলবান হবে এবং ত্রিপুরাসুর-হন্তা সংহারকর্তা মহাদেবকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাবে।"

এই বলে মুনিশ্রেষ্ঠ চণ্ডকৌশিক নিজের কর্তব্য বিষয়ের চিন্তা করে রাজা বৃহদ্রথকে যথোচিত সম্মানের সঙ্গে বিদায় দিলেন। মগধরাজ বৃহদ্রথও তখন রাজধানীতে প্রবেশ করে, জ্ঞাতি ও বন্ধুগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে জরাসন্ধকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করলেন। জরাসন্ধ রাজ্যে অভিষিক্ত হলে, রাজা বৃহদ্রথ পত্নীদ্বয়কে সঙ্গে নিয়ে তপোবনে গমন করলেন। পিতা ও মাতারা দুইজন তপোবনে অবস্থান করতে থাকলে, জরাসন্ধ নিজের বাহুবলে অন্যান্য রাজাকে বশীভূত করলেন। তারপর, দীর্ঘকাল অতীত হলে, রাজা বৃহদ্রথ তপোবনে থেকে তপস্যা করে ভার্যাদের সঙ্গে স্বর্গে গমন করলেন। জরাসন্ধও চণ্ডকৌশিক যেমন বলেছিলেন, সেই অনুসারে তাঁর বরদত্ত সমস্ত লাভ করে রাজ্য পালন করতে লাগলেন—

জরাসন্ধোহপি নৃপতির্যথোক্তং কৌশিকেন তৎ।
বর প্রদানমখিলং প্রাপ্য রাজ্যম্‌পালয়ৎ ॥ সভা: ১৮ : ১৯ ॥

দ্বাপরযুগে ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় সমাজ দুই অক্ষশক্তিতে বিভক্ত ছিলেন। একদিকে ছিলেন জরাসন্ধ, তাঁর জামাতা কংস, শিশুপাল, শাল্ব, নিষাদরাজ একলব্য ও ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্যোধন, অন্যদিকে ছিলেন যদুবংশীয়েরা—বৃষ্ণি, অন্ধক, ভোজ। এঁরা আশ্রয় করেছিলেন পাণ্ডুপুত্র ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে। দ্বিতীয় পক্ষের যোদ্ধারা ধর্মাপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ। কৃষ্ণ এঁদের নেতা ছিলেন। জরাসন্ধ অত্যন্ত বলশালী, ক্ষমতাবান ব্যক্তি ছিলেন। মহাভারত পাঠ করলে জানা যায় একমাত্র কর্ণ বাহুবলে জরাসন্ধকে পরাজিত করেন এবং জরাসন্ধ সন্ধি করতে বাধ্য হন। কৃষ্ণ জরাসন্ধের জন্মরহস্য জানতেন। তাই অযুত হস্তীর শক্তিসম্পন্ন ভীমসেন ও অর্জুনকে নিয়ে তিনি জরাসন্ধ বধ অভিযানে যাত্রা করলেন।

২৮

জরাসন্ধ-বধ

(মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করার বিষয়ে চূড়ান্ত কর্তব্য স্থির করার জন্য কৃষ্ণকে দ্বারকা থেকে আমন্ত্রণ জানালেন। কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হলে যুধিষ্ঠির তাঁর কাছে রাজসূয় যজ্ঞ করার বিষয়ে সুবিধা-অসুবিধা জানতে চাইলেন। কৃষ্ণ জানালেন, জরাসন্ধ জীবিত থাকতে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করতে পারবেন না। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণ জানালেন যে, জরাসন্ধ এবং তাঁর দুই অনুগত রাজা হংস ও ডিম্বক, ত্রিভুবনজয়ী বীর। সম্মুখযুদ্ধে তাঁদের পরাস্ত করা অসম্ভব। যুধিষ্ঠির জরাসন্ধ সম্পর্কে বৃত্তান্ত জানতে চাইলে, কৃষ্ণ জরারাক্ষসী কর্তৃক দ্বিখণ্ডিতদেহী শিশুর দেহ সংযোজনের কাহিনি জানালেন। চণ্ডকৌশিক মুনির বরদানের ফলে জরাসন্ধের জন্ম এবং তাঁর বরদানের ফলেই জরাসন্ধের প্রবল বিক্রম। ভীম ও অর্জুন জরাসন্ধকে বধ করে রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত করতে চাইলেন। কৃষ্ণ ও তাঁদের মতের অনুকূলেই মত প্রদান করলেন। কৃষ্ণ জরাসন্ধের বধের উপায় আলোচনা করলেন)। জরাসন্ধ সম্পর্কে যাদবদের শত্রুতা প্রসঙ্গে কৃষ্ণ বললেন—

হতা চৈব ময়া কংসে সহংসডিম্বকে তদা।
জাতো বৈ বৈরনির্বন্ধো ময়াসীত্তত্র ভারত ॥ সভা : ১৮ : ২০ ॥

"এদিকে আমি হংস ও ডিম্বকের সঙ্গে কংসকে বধ করলে, আমার সঙ্গে জরাসন্ধের গুরুতর শত্রুতা জন্ম নিল।"

"সেই শত্রুতাবশত বলবান জরাসন্ধ নিরানব্বইবার ঘূর্ণিত করে তাঁর গিরিব্রজনগর থেকে একটি গদা নিক্ষেপ করেন। মথুরাবাসী অদ্ভুতকর্মা সমস্ত লোকের বিনাশের জন্য নিক্ষিপ্ত সেই অমঙ্গলকারিণী গদাটা গিয়ে নিরানব্বই যোজন দূরে পতিত হয়। তখন মথুরাবাসী সেই গদাটিকে ভাল করে দেখে আমার কাছে গিয়ে বলে। মথুরার নিকটবর্তী সেই স্থানটি 'গদাবসান' নমে বিখ্যাত হয়। অস্ত্রদ্বারা অবধ্য হংস ও ডিম্বক জরাসন্ধের শ্রেষ্ঠ সহায় ছিল। মন্ত্রণাবিষয়ে তারা দুজন বুদ্ধিমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং নীতিশাস্ত্রে বিশারদ ছিল। জরাসন্ধ, হংস ও ডিম্বক—এই তিনজন একত্রে ত্রিভুবন বিধবস্ত করতে পারত। মহারাজ! 'প্রবলের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না' এই নীতি অনুসরণ করেই কুকুর, অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়েরা জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধকে এড়িয়ে চলেছেন।

"মহারাজ হংস ও ডিম্বক মরেছে, সহায় সম্পদের সঙ্গে কংসকেও বধ করেছি। সুতবাং

জরাসন্ধকেও বধ করার সময় উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু সম্মুখযুদ্ধে দেবাসুর সকলে মিলেও জরাসন্ধকে বধ করতে পারবে না। আমার ধারণা, একমাত্র দৈহিকবলেই জরাসন্ধকে বধ করতে হবে। আমাতে কৌশল আর ভীমে বল আছে, আর অর্জুন আমাদের রক্ষা করবেন; এই বলে, দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহ্বনীয়—এই তিন অগ্নি যেমন যজ্ঞ সম্পন্ন করে, সেই রকম আমরা তিনজন জরাসন্ধকে বধ করতে পারব। আমার বা অর্জুনের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করায় জরাসন্ধের অপমান; কারণ তিনি বাহুবলে দর্পিত; অতএব নিশ্চয়ই তিনি মল্লযুদ্ধের জন্য ভীমের সঙ্গেই মিলিত হবেন। তখন, যম যেমন পূর্ণতাপ্রাপ্ত লোককে সংহার করতে সমর্থ হন, তেমনই মহাবাহু ও মহাবল ভীমসেনও তাঁকে সংহার করতে সমর্থ হবেন। অতএব, আপনি যদি আমার মনের ভাব জেনে থাকেন, আর আমার প্রতি বিশ্বাস থাকে, তবে অবিলম্বে আমার কাছে ভীম ও অর্জুনকে গচ্ছিত রাখুন।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! শত্রুনাশক! তুমি একথা বোলো না, একথা বোলো না তুমি। কারণ, তুমি পাণ্ডবদের প্রভু; আর আমরা তোমার আশ্রিত। কৃষ্ণ তুমি যা বললে, সে সবই সঙ্গত। লক্ষ্মী যাদের প্রতি বিমুখ, তুমি তাদের কাছে থাকো না। আমার বিশ্বাস, আমরা তোমার আদেশের অধীনে আছি বলে জরাসন্ধও নিহত হয়েছেন, রাজারাও মুক্তিলাভ করেছেন, আমার রাজসূয় যজ্ঞও সম্পন্ন হয়েছে। হে জগন্নাথ! হে নরোত্তম! যাতে শীঘ্র এই কাজ সম্পন্ন হয়, তুমি সাবধান হয়ে তার ব্যবস্থা করো।

"কারণ, ধর্ম, অর্থ ও কামরহিত দরিদ্র রোগার্ত লোকের মতো আমি তোমাদের তিনজনকে ছাড়া জীবন ধারণ করতে পারব না। অর্জুন কৃষ্ণ ছাড়া নন, কৃষ্ণও অর্জুন ছাড়া নন এবং জগতে কৃষ্ণার্জুনের অজেয় কেউ নেই। বলিশ্রেষ্ঠ, সুন্দর মূর্তি, যশস্বী এবং বীর ভীমসেনও তোমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কোন কার্য সাধন করতে না পারেন। কারণ, বিচক্ষণ নায়ক পরিচালিত সৈন্যগণ উত্তম কার্য করতে পারে, না হলে সে সৈন্য অন্ধ বা জড়ের মতো হয়ে পড়ে। বিচক্ষণ লোকেরাই সৈন্য পরিচালনা করবেন। নিচু স্থান থেকেই ধীবরেরা জল নিয়ে থাকে অথবা যেখানে ছিদ্র থাকে, সেখান থেকেও তারা জল গ্রহণ করে। সেইজন্যই আমরা জগদ্বিখ্যাত কৌশলপ্রয়োগে অভিজ্ঞ পুরুষ কৃষ্ণকে অবলম্বন করে কার্যসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করছি। এবং কৃষ্ণের বল, বুদ্ধি, কৌশল, অধ্যবসায় ও উপায়সমন্বিত গুণের উপর নির্ভর করেই আমরা কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছি। কার্যসিদ্ধির জন্য অর্জুন কৃষ্ণের পিছনে এবং ভীম অর্জুনের পিছনে যান, এইভাবে গিয়ে বিক্রম প্রকাশ করতে পারলে, নিশ্চয়ই নীতি, জয় ও বল—এরা কার্যসিদ্ধি করতে পারবে।"

যুধিষ্ঠির এই কথা বললে, অসাধারণ তেজস্বী কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন—এই তিন ভ্রাতা তেজস্বী গৃহস্থ ব্রাহ্মণের পরিচ্ছদ ধারণ করে এবং বন্ধুদের উৎসাহজনক শুভেচ্ছা নিয়ে মগধ রাজ্যের দিকে যাত্রা করলেন। অসাধারণ তেজস্বী সেই তিনজনের শরীরই ক্রোধে উত্তপ্ত এবং জরাসন্ধ কর্তৃক অবরুদ্ধ রাজাদের উদ্ধারের জন্য চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নির ন্যায় উদ্দীপ্ত হয়েছিল। সেই সময়ে একটি মাত্র কার্যসিদ্ধিই তাঁদের লক্ষ্য ছিল এবং চিরদিনই যুদ্ধে অপরাজিত কৃষ্ণ ও অর্জুনকে ভীমের অগ্রবর্তী দেখে সেই স্থানের লোকেরা জরাসন্ধকে নিহত বলেই মনে করতে লাগল। কারণ, সেই দুই মহাত্মা জগতের সমস্ত

কার্যের প্রযোজক এবং ধর্ম, অর্থ, কামপরায়ণ সকল লোকের প্রবর্তক ঈশ্বর ছিলেন।

তাঁরা তিনজন কুরুদেশ থেকে যাত্রা করে, কুরুজাঙ্গলের মধ্য দিয়ে, মনোহর পদ্ম সরোবরে গমন করে, কালকূট দেশ অতিক্রম করে, ক্রমশ গণ্ডকী নদী, মহাশোন নদ, সদানীরা নদী এবং এক পর্বতক দেশের সব নদী পার হয়ে চলতে লাগলেন। তারপর তাঁরা মনোহর সরযূ নদী পার হয়ে, পূর্ব কোশলদেশ দেখে, চর্মন্বতী নদী অতিক্রম করে মিথিলা নগরে গমন করলেন।

ব্রাহ্মণের পোশাকধারী মহাশৌর্যশালী কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন সেখান থেকে পূর্বমুখে গিয়ে, গঙ্গানদী ও শোণনদ অতিক্রম করে মগধদেশে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁরা সর্বদা গোধনে পরিপূর্ণ, বহুতর জলাশয়-সম্পন্ন এবং মঙ্গলকর বৃক্ষসমাকীর্ণ গোরথ পর্বতে উপস্থিত হয়ে মগধ রাজধানী দেখতে পেলেন।

কৃষ্ণ বললেন, "অর্জুন এই সর্বমঙ্গলময় বিশাল মগধ রাজধানী শোভা পাচ্ছে। এখানে প্রচুর পশু আছে, সর্বদা জল থাকে এবং সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা রয়েছে; কিন্তু কোনও রোগ পীড়া নেই। বৈহার, বিপুল, বরাহ, বৃষভ এবং চৈত্যক নামে পাঁচটি মঙ্গলজনক পর্বত ওই দেখা যাচ্ছে। ওই পর্বতগুলিতে বিশাল বিশাল শৃঙ্গ ও অজস্র শীতল বৃক্ষ আছে এবং ওই পর্বতগুলি পরস্পর গায়ে গায়ে সংলগ্নভাবে গিরিব্রজ নামে ওই রাজধানীটিকে যেন রক্ষা করছে। পুষ্পপরিপূর্ণ, সৌরভসম্পন্ন ও কামীজনপ্রিয় মনোহর লৌধ্রবৃক্ষের বন যেন এই পর্বতগুলিকে লুকিয়ে রেখেছে। এইখানে নিয়তব্রতচারী দীর্ঘতমা মুনি ঔশীনরীনাম্নী শূদ্রার গর্ভে কাক্ষীবান প্রভৃতি পুত্রগণকে উৎপাদন করেছিলেন। দীর্ঘতমা মুনি সেই আশ্রমে থেকে সস্নেহ দৃষ্টিতে মগধবংশকে পর্যবেক্ষণ করতেন। মহাবল অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি রাজপুত্রগণ দীর্ঘতমার আশ্রমে এসে খেলা করতেন। অর্জুন দীর্ঘতমা আশ্রমের নিকটবর্তী অশ্বত্থ ও লোধ্রবৃক্ষের এই মনোহর ও কল্যাণকারী বড়শ্রেণিগুলি দর্শন করো। এর কাছে শত্রুতাপক অর্বুদ নাগ, শত্রুকাপী নাগ, স্বস্তিক নাগ, মণি নাগের উত্তম ভবন আছে। বিধাতা মগধ রাজ্যটিকে মেঘের অপরিহার্য করে সৃষ্টি করেছেন এবং চণ্ডকৌশিক মুনি এবং মণিমান মুনিও এই দেশের উপর অনুগ্রহ করতেন। জরাসন্ধ এমন মনোহর ও সর্বপ্রকার দুর্ধর্ষ রাজধানী পেয়ে তাঁর সকল স্বার্থসিদ্ধি হবে মনে করে থাকেন; কিন্তু আজ আমরা আক্রমণ করে তাঁর দর্প চূর্ণ করব।"

তখন মহাতেজা কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন—এঁরা সকলে মিলে সেই মগধ রাজধানীর দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁরা চারপাশে স্বাস্থ্যবান মানুষ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারবর্ণ পরিপূর্ণ, সর্বদা মহোৎসবসম্পন্ন এবং দুর্ধর্ষ গিরিব্রজনগরে উপস্থিত হলেন। তারপর তাঁরা একটি উঁচু পর্বতে উঠলেন; সেটি নগরের দ্বার নয়; কিন্তু বৃহদ্রথরাজার জ্ঞাতিরা এবং নগরবাসীরা সে পর্বতটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখত; মগধবাসীদের সেই মনোহর চৈত্যক পাহাড়ের মধ্যে তাঁরা প্রবেশ করলেন। এই পর্বতে মাংসভোজী এবং বৃষরূপধারী এক রাক্ষসকে রাজা বৃহদ্রথ বধ করেছিলেন এবং তার চর্ম ও নাড়ি দ্বারা তিনটি ভেরি নির্মাণ করেছিলেন। দিব্য পুষ্পভূষিত সেই ভেরি তিনটি শব্দ করত; জরাসন্ধকে বধ করার জন্য কৃষ্ণ, ভীম, অর্জুন মগধবাসীদের মাথায় আঘাত করেই যেন সেই চৈত্যক পর্বতে আরোহণ করলেন। সেই

চৈত্যক পর্বতের একটি পুরাতন শৃঙ্গ ছিল—তা ছিল নিশ্চল, স্থূল, দীর্ঘ এবং সুরক্ষিত। আর, নগরবাসীরা গন্ধমাল্য দ্বারা সর্বদাই সেটিকে সাজিয়ে রাখত। কিন্তু তিন বীর বিশাল বাহু দ্বারা আকর্ষণ করে তা নিপাতিত করলেন। তারপর তাঁরা অতিশয় আনন্দিত চিত্তে নগরে প্রবেশ করলেন।

এই সময়ে প্রতাপশালী জরাসন্ধ রাজা কোনও যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়ে ব্রহ্মচর্য এবং উপবাসে কৃশ ছিলেন। স্নাতক ব্রাহ্মণবেশধারী কৃষ্ণ, ভীম, অর্জুন অন্য অস্ত্র ত্যাগ করে বাহুবল দ্বারা জরাসন্ধকে বধ করার ইচ্ছায় প্রবেশ করলেন। পথে তাঁরা সুসজ্জিত, সুঅলংকৃত, খাদ্য ও মাল্যে পরিপূর্ণ দোকানগুলির অপূর্ব সৌন্দর্য দেখতে লাগলেন। মনুষ্যশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন পথে একজন মালির কাছ থেকে মালা ও অঙ্গরাগ গ্রহণ করে, আপন আপন বস্ত্র রঞ্জিত করে মালা পরিধান করলেন এবং কুণ্ডলগুলি পরিষ্কার করলেন। হিমালয়জাত সিংহেরা যেমন গোষ্ঠের দিকে দৃষ্টিপাত করে, তেমনই জরাসন্ধভবনের দিকে দৃষ্টিপাত করে সেদিকে যাত্রা করলেন। বাহুবলশালী কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুনের শালস্তম্ভতুল্য বাহুগুলি চন্দন ও অগরু দ্বারা রঞ্জিত হয়ে শোভা পেতে লাগল। হস্তীর তুল্য বলবান, শালবৃক্ষের তুল্য উন্নত এবং বিশালবক্ষা কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুনকে দেখে নগরবাসী বিস্মিত হল। তাঁরা জনাকীর্ণ তিনটি মহল অতিক্রম করে, নিরুদ্বেগে সগর্বে গিয়ে রাজার কাছে উপস্থিত হলেন।

জরাসন্ধ রাজা গাত্রোত্থান করে যথাবিধানে তাঁদের সম্মান করলেন, পাদ্য, মধুপর্ক ও গোদান করে বললেন, "আপনাদের শুভাগমন হোক।" জরাসন্ধের নিয়ম ছিল, তিনি মহাবল-পরাক্রমশালী ও যুদ্ধবিজয়ী হলেও স্নাতক ব্রাহ্মণ এসেছেন শুনলে মধ্যরাত্রেও তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। সেদিনও জরাসন্ধ আগত কৃষ্ণ, ভীমার্জুনকে তাঁদের বেশভূষার অপূর্বত্ব দেখেও সম্মান জানিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

নরশ্রেষ্ঠ ও শত্রুহন্তা কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন রাজা জরাসন্ধকে অভিবাদন করে বললেন, আপনার মঙ্গল হোক। এই কথা বলে তাঁরা পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন জরাসন্ধ কপটব্রাহ্মণবেশধারী কৃষ্ণপ্রভৃতিকে উপবেশন করতে অনুরোধ করলেন। উজ্জ্বলকান্তি তিনটি অগ্নির মতো তাঁরা উপবেশন করলে ব্রাহ্মণবেশধারী কিন্তু বিকৃতদেহী কৃষ্ণপ্রভৃতিকে যেন নিন্দা করতেই জরাসন্ধ বললেন, "মহাশয়গণ, আমি সুস্পষ্টভাবে জানি, স্নাতক ব্রাহ্মণেরা বাইরে মালা বা অনুলেপন ধারণ করেন না। আপনারা মালা পরেছেন, অথচ জ্যাঘাতকঠিন বাহুতে ক্ষত্রিয়ের তেজও বহন করছেন, আবার বেশ দ্বারা ব্রাহ্মণের আকার গ্রহণ করেছেন, অতএব সত্য করেই বলুন আপনারা কে? রাজার কাছে সত্য কথাই বলা ভাল। আপনারা চৈত্যক পর্বতের শৃঙ্গ-ভগ্ন করায় রাজার কাছে অপরাধ করেছেন অথচ নির্ভয়ে পার্শ্বদ্বার দিয়ে কেন এখানে প্রবেশ করেছেন? ব্রাহ্মণের বল বাক্যে, অথচ আপনাদের কাজ ক্ষত্রিয়ের, এ বিষয়ে আপনাদের বক্তব্য আমাকে বলুন। আমি যথাবিধানে আপনাদের পূজা করেছি, অথচ সে পূজা আপনারা গ্রহণ করেননি। আপনারা কী কারণে এখানে এসেছেন?"

তখন মহামনা ও বাক্যবিশারদ কৃষ্ণ স্নিগ্ধগম্ভীর স্বরে জরাসন্ধকে বললেন, "মহারাজ আপনি আমাদের স্নাতক ব্রাহ্মণ বলে মনে করেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই তিন

জাতিই স্নাতকব্রতাবলম্বী হতে পারেন। এই তিন জাতিরই আবার বিশেষ এবং অবিশেষ— এই দুই নিয়মই প্রচলিত আছে। বিশেষ নিয়মশালী ক্ষত্রিয় সর্বদাই সম্পদ লাভ করে থাকেন। আবার যাঁরা মাল্যধারণ করেন, তাঁরা অবশ্যই সম্পদশালী হয়ে থাকেন। সেই কারণেই আমরা মাল্য ধারণ করেছি। আবার ক্ষত্রিয়েরা বাহুবলে বলীয়ান হন, বাক্যবলে নয়। হে বৃহদ্রথনন্দন! এই কারণে, আমরা ক্ষত্রিয়সুলভ অপ্রগল্‌ভ বাক্য বলেছি। বিধাতা ক্ষত্রিয়ের বাহুতে বল দিয়েছেন। আপনি যদি দেখতে চান, তা অবশ্যই আজ দেখতে পাবেন। বুদ্ধিমান লোকেরা অদ্বার, গুপ্তদ্বার, পার্শ্বদ্বার দিয়ে শত্রুর কক্ষে প্রবেশ করেন। সম্মুখ দ্বার দিয়ে মিত্রের ঘরে প্রবেশ করেন। এই কারণেই আমরা সম্মুখ দ্বার দিয়ে আপনার গৃহে প্রবেশ করিনি। আমরা বিশেষ প্রয়োজনেই আপনার গৃহে প্রবেশ করেছি, কিন্তু আপনি শত্রু বলে আপনার পূজা গ্রহণ করিনি।"

জরাসন্ধ বললেন, "মহাশয়, আমি আপনাদের সঙ্গে কখনও শত্রুতা করেছি, একথা মনে করতে পারছি না, কিংবা আপনাদের কোনও অপকার করেছি, তাও স্মরণ করতে পারছি না। আপনাদের যদি কোনও অপকার না করে থাকি, তবে আমি নিরপরাধ। আপনারা আমাকে শত্রু বলে মনে করছেন কেন? হে ব্রাহ্মণগণ এই বিষয়গুলি সত্য করে আমাকে বলুন; কারণ, সত্য বলা সজ্জনের নিয়ম। বিনা কারণে স্বার্থ বা ধর্মের ব্যাঘাত করলে মন অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়। আমি নিরপরাধ অথচ আপনারা আমার উপর অপরাধের আরোপ করছেন। সুতরাং আপনি ক্ষত্রিয়, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। যে ক্ষত্রিয় ধর্মজ্ঞ হয়ে জগতে মিথ্যা ব্যবহার করে, সে পরলোকে নরকগামী হয় এবং ইহলোকেও তার অত্যন্ত অমঙ্গল হয়। সাধুলোকের মতে ক্ষত্রিয়ধর্মই ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং যাঁরা ধর্মজ্ঞ, তাঁরাও অন্য ধর্মের তত প্রশংসা করেন না। আমি সংযতচিত্তে স্বধর্মে আছি; সুতরাং আমি নিরপরাধ। তবুও আপনারা আমার উপরে অপরাধ করে আমাকেই দোষী করতে চাইছেন!"

কৃষ্ণ বললেন, "মহারাজ, ক্ষত্রিয় সমাজের মধ্যে কোনও এক ধুরন্ধর ব্যক্তি ক্ষত্রিয়সমাজের কর্তব্যভার বহন করছেন। আমরা তাঁরই আদেশে আপনাকে শাসন করতে এসেছি। রাজা তুমি মর্ত্যবাসী ক্ষত্রিয়গণকে এনে আবদ্ধ করে রেখেছ। নিষ্ঠুরভাবে সেই কাজ করেও তুমি নিজেকে নিরপরাধ বলছ কীভাবে? রাজা কীভাবে সৎস্বভাবসম্পন্ন রাজগণকে হত্যা করতে পারেন? কিন্তু তুমি সেই রাজগণকে নিগৃহীত করে রুদ্রকে উপহার দিতে চাইছ। জরাসন্ধ তোমার কৃত সেই পাপ আমাদেরও স্পর্শ করেছে। আমরা মনুষ্যচ্ছেদন কখনও দেখিনি; তুমি সেই মনুষ্যচ্ছেদন করে কীভাবে মহাদেবের পূজা করবার ইচ্ছা করছ? কী আশ্চর্য! তুমি ক্ষত্রিয় হয়ে ক্ষত্রিয়দের পশুসংজ্ঞা দেবে! জরাসন্ধ তুমি দুর্বুদ্ধি, তোমার মতো দুর্বুদ্ধি আর কেউ নেই। যে লোক যেমন কাজ করে, সে তেমন ফলভোগ করে। রাজা হয়েও তুমি ক্ষত্রিয়দের ক্ষয় করছ; আর আমরা তাদের রক্ষা করে থাকি; তাদের রক্ষা করার জন্যই আমরা এখানে এসেছি। আপনি মনে করেন, জগতে আপনি ভিন্ন ক্ষত্রিয় নেই, কিন্তু আপনার সে ধারণাও ভুল। নিজেকে ক্ষত্রিয় জেনে কোন ক্ষত্রিয় পুরুষ যুদ্ধের অন্তে অবিনশ্বর ও অতুলনীয় স্বর্গের ইচ্ছা না করে? আপনার জানা দরকার, ক্ষত্রিয়েরা স্বর্গ উদ্দেশ্য করেই যুদ্ধযজ্ঞে দীক্ষিত হন এবং অনন্ত স্বর্গলাভের অধিকারী হন। পরব্রহ্ম উপাসনা

স্বর্গের কারণ; সৎ কার্য স্বর্গের কারণ; তপস্যাও স্বর্গের কারণ; কিন্তু ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু নিশ্চিত স্বর্গের কারণ। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধে মৃত্যু—সর্বদা সর্বগুণসম্পন্ন ইন্দ্রপালিত বৈজয়ন্তধাম লাভের কারণ। দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং যুদ্ধ করে অসুরগণকে পরাভূত করে জগৎ শাসন করছেন। অতএব রাজা, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা আপনার পক্ষে স্বর্গলাভের কারণ হচ্ছে, এমন ভাগ্য ক'জনের হয়? বিপুল মগধসৈন্যের বলে গর্বিত হয়ে আপনি অন্য ক্ষত্রিয়দের অবজ্ঞা করেন। প্রত্যেক মানুষেরই বল আছে; তবে কারও বল আপনার সমান, কারও বা আপনার থেকে অধিক। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের বল আপনি না বুঝছেন, ততক্ষণই আপনার গর্ব আছে। আপনি সজাতীয়দের উপরেই অহংকার ও গর্ব ত্যাগ করুন; পুত্র, অমাত্য ও সৈন্যদের সঙ্গে যমালয়ে যাবেন না। দম্ভোদ্ভব, কার্তবীর্যার্জুন, মরুত্ত ও বৃহদ্রথ—এই চারজন রাজাই শ্রেষ্ঠ লোকেদের অবজ্ঞা করে সৈন্য-সামন্তগণের সঙ্গে বিনষ্ট হয়েছিলেন। আমরা নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ নই; আমি বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ, আর ওঁরা মনুষ্যশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুর পুত্র। আমরা আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতেই এসেছি। মগধরাজ! আমরা আপনাকে আহ্বান করছি; আপনি স্থির হয়ে যুদ্ধ করুন। হয়, আপনি সমস্ত রাজাকে ছেড়ে দিন, না হয় যমালয়ে গমন করুন।"

জরাসন্ধ বললেন, "কৃষ্ণ আমি জয় না করে কোনও রাজাকে ধরে আনিনি। আর, আমি জয় করিনি এমন অজেয় রাজা পৃথিবীতে কে আছেন? মুনিরা বলেন যে, ক্ষত্রিয়ের আদর্শ ধর্ম হল বিক্রমপ্রকাশ করে বশে নিয়ে এসে ইচ্ছানুসারে আচরণ করবে। কৃষ্ণ আমি দেবপূজার জন্য ক্ষত্রিয় রাজাদের নিয়ে এসে, এখন ভয়ে তাঁদের ত্যাগ করতে পারি না। আমি সৈন্যব্যূহ নিয়ে তোমাদের সৈন্যব্যূহের সঙ্গে যুদ্ধ করব। অথবা একাকী তোমাদের একজন বা দুজন বা তিনজনের সঙ্গে একসঙ্গে যুদ্ধ করব।"

জরাসন্ধ এই কথা বলে, পাছে কোনও অঘটন ঘটে, তাই তখনই পুত্র সহদেবকে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন এবং কৃষ্ণ প্রভৃতির সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। যুদ্ধের প্রারম্ভে জরাসন্ধ তাঁর দুই সেনাপতি হংস ও ডিম্বক, যাঁদের অন্য নাম ছিল কৌশিক ও চিত্রসেন এবং কৃষ্ণের হাতে নিহত হয়েছিলেন—সেই দুই প্রিয় সেনাপতিকে স্মরণ করলেন। তখন বলরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জগদীশ্বর, মধু নাম দৈত্যহন্তা কৃষ্ণ, বলবান-শ্রেষ্ঠ, সিংহের তুল্য বলশালী, ভয়ংকর পরাক্রমশালী জরাসন্ধকে যাদবদের অবধ্য বলে মনে করে, অন্যের ভাগ স্মরণ করে, ব্রহ্মার আদেশের গৌরব রক্ষা করে নিজে জরাসন্ধকে বধ করতে পারলেন না।

তখন কৃষ্ণ যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় জরাসন্ধকে বললেন, "জরাসন্ধ তুমি কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাও? কে যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হবে?" কৃষ্ণের প্রশ্নের উত্তরে জরাসন্ধ বলবান শ্রেষ্ঠ ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইলেন। তখন পুরোহিত, গোরোচনা, পুষ্পমাল্য ও অন্যান্য মাঙ্গলিক দ্রব্য নিয়ে; বলকর ঔষধ, স্বাস্থ্যজনক ঔষধ ও চৈতন্যরক্ষক ঔষধ নিয়ে, যুদ্ধার্থী জরাসন্ধের কাছে উপস্থিত হলেন। একজন যশস্বী ব্রাহ্মণ জরাসন্ধের জন্য স্বস্ত্যয়ন করলে, তিনি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম স্মরণ করে যুদ্ধসজ্জা করতে লাগলেন। মাথার কিরীট পরিত্যাগ করে দৃঢ়ভাবে কেশবন্ধন করলেন এবং তীর অতিক্রমে সমর্থ সমুদ্রের মতো উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ভয়ংকর পরাক্রমশালী ও বুদ্ধিমান জরাসন্ধ ভীমসেনকে বললেন, "ভীম আমি

তোমার সঙ্গেই যুদ্ধ করব। কারণ, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়ও ভাল।"

তারপর বাহুমাত্র শস্ত্রধারী, মহাবীর ও মনুষ্যশ্রেষ্ঠ ভীম ও জরাসন্ধ জয়াকাঙ্ক্ষী হয়ে পরমানন্দিত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হলেন। পূর্বকালে বল নামে অসুর যেমন ইন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়েছিলেন, তেমনই মহাতেজা জরাসন্ধ শত্রুদমনকারী ভীমের প্রতি ধাবিত হলেন। জরাসন্ধকে আক্রমণে উদ্যত দেখে, ভীমও কৃষ্ণের সঙ্গে পরামর্শ করে, কৃষ্ণ কর্তৃক স্বস্ত্যয়ন ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে জরাসন্ধের দিকে ধাবিত হলেন। তারপর তাঁরা পরস্পরের হাত ধরে, পা দিয়ে একে অপরকে বেষ্টন করে, পরস্পরের পিঠে ভয়ংকর আঘাত করতে লাগলেন। সেই আঘাতের শব্দে প্রকোষ্ঠটি কাঁপতে লাগল। তাঁরা বাহুদ্বারা পরস্পরের স্কন্ধে আঘাত করে বারবার সমস্ত অঙ্গ কম্পিত করলেন, আবার অঙ্গ দ্বারা সেই অঙ্গ আলিঙ্গন করে পরস্পরকে নাড়াতে লাগলেন। তারপর তাঁরা বাহুমূল বেষ্টন করে কণ্ঠ এবং গণ্ডদেশে প্রচণ্ড আঘাত করতে লাগলেন, আঘাতে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়তে লাগল এবং বজ্রপাতের মতো শব্দ হতে লাগল। পরে, তাঁরা দুজনেই পরস্পরের বাহুবেষ্টন করে দুজনের মস্তকেই প্রচণ্ড পদাঘাত করলেন; তারপর হাত দু'খানিকে চক্রের মতো ও পূর্ণকুম্ভের মতো করে পরস্পরের বক্ষে আঘাত করলেন। তাঁরা দুটি হস্তীর মতো পরস্পরকে আঘাত করলেন; মেঘের মতো গর্জন করে পরস্পরকে চপেটাঘাত করলেন। দুটি সিংহের মতো চোখ স্থির করে, পরস্পরকে আকর্ষণ করতে লাগলেন। ক্রমে তাঁরা অঙ্গ ও বাহু দ্বারা পরস্পরের অঙ্গে আঘাত করে, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উভয়ের উদরে উভয়েই ভয়ংকর আঘাত করতে লাগলেন। তারপর মল্লযুদ্ধে অত্যন্ত শিক্ষিত ভীম ও জরাসন্ধ বিহ্বলের মতো হস্ত দ্বারা পরস্পর পরস্পরের কটি, স্কন্ধ, পার্শ্ব ও অণ্ডকোষে আঘাত করলেন এবং আপন আপন কণ্ঠে আঘাত নিবারণের জন্য বাহু দ্বারা তা আবৃত করলেন। তখন তাঁরা দুটি সুচের মতো দু'খানি বাহুকে সম্মিলিত করে তা দিয়ে পূর্ণচক্র, তূর্ণপীড়, কাল, মুষ্টি ও পূর্ণযোগবন্ধ করলেন। জরাসন্ধ ও ভীমের ভয়ংকর যুদ্ধ দেখতে সমস্ত পুরবাসী সেই স্থানে উপস্থিত হলেন।

সমস্ত স্থান থেকে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধসকল এসে উপস্থিত হতে লাগল। জনসমূহে পরিপূর্ণ হয়ে সে স্থানটা একেবারে রন্ধ্রশূন্য হয়ে গেল।

তারপর তাঁদের হস্তাঘাতে, হাঁটুর উপর একে অপরকে ফেলে আঘাত করায় এবং চিত করে ফেলবার চেষ্টা করায় বজ্র ও পর্বতের সংঘর্ষের মতো দারুণ সংঘর্ষ হতে লাগল। বলিশ্রেষ্ঠ ভীম ও জরাসন্ধ পরস্পরকে জয় করার অভিলাষে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে পরস্পরের ফাঁক খুঁজতে লাগলেন। পূর্বকালে ইন্দ্র এবং বৃত্রাসুরে যেমন ভয়ংকর যুদ্ধ হয়েছিল, সেইরকম জনসমূহকে সরিয়ে দেবার পর ভীম ও জরাসন্ধের ভয়ংকর যুদ্ধ হতে থাকল। দূরে ছুড়ে ফেলা, সামনে টেনে আনা, বাঁদিকে ফেলা, ডানদিকে ফেলা—এইভাবে তাঁরা পরস্পরকে টানতে লাগলেন, জানু দিয়ে আঘাত করতে লাগলেন। বিশালবক্ষা, লম্বিতবাহু এবং বাহুযুদ্ধ নিপুণ দুই যোদ্ধা ভয়ংকর কণ্ঠস্বরে পরস্পরকে ভর্ৎসনা করতে করতে পাষাণতুল্য প্রহার করতে লাগলেন। চারখানা লোহানির্মিত পরিঘের মতো চারখানি হাত পরস্পরকে আঘাত করতে লাগল।

সৌর কার্তিক মাসের প্রথমদিনে সেই যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে অনাহারে এবং অবিশ্রান্তভাবে

দিবারাত্র চলেছিল। ত্রয়োদশী তিথিতে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল; কিন্তু চতুর্দশীর দিন রাত্রে জরাসন্ধের মধ্যে ক্লান্তি দেখা দিল। তাঁর যেন আর প্রত্যাঘাত করার ক্ষমতাও ছিল না। তখন কৃষ্ণ জরাসন্ধকে ক্লান্ত দেখে ভীমকর্মা ভীমসেনকে কর্তব্য বোঝাতেই যেন বললেন, "হে কুন্তীনন্দন, যুদ্ধে ক্লান্ত শত্রুকে পীড়ন করার জন্য ধরা উচিত নয়। কেন না, সর্বপ্রকারে পীড়ন করলে ক্লান্ত ব্যক্তি জীবন পরিত্যাগ করে। অতএব যত্নপূর্বক আপনি রাজাকে পীড়ন করবেন; আপনি বাহুযুগলদ্বারা কোমলভাবে এঁর সঙ্গে যুদ্ধ করুন।" ভীম কৃষ্ণের ইঙ্গিত বুঝে, অধিক উদ্যমে জরাসন্ধকে ধরলেন। তারপর ভীমসেন জরাসন্ধকে বধ করবার জন্য কৃষ্ণকে বললেন, "যদুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ, এই জরাসন্ধ তোমার বন্ধুদের অনেককেই হত্যা করেছে। অতএব এ অনুগ্রহ অযোগ্য।" তখন কৃষ্ণ জরাসন্ধকে বধ করবার জন্য ভীমকে ত্বরান্বিত করার জন্য বললেন, "মধ্যম পাণ্ডব, দৈববশত আপনি যে অসাধারণ বলের অধিকারী, পিতা বায়ুর কাছ থেকে যে বল পেয়েছেন, এখনই জরাসন্ধের উপর তা প্রয়োগ করুন।"

কৃষ্ণ একথা বললে, শত্রুহন্তা ভীম, বলবান জরাসন্ধকে দু'হাতে তুলে মাথার উপর ঘোরাতে লাগলেন। শতবার এইভাবে জরাসন্ধকে ঘুরিয়ে, তাঁকে মাটিতে আছড়ে ফেললেন, দুই পা উপরের দিকে চাপ দিতে দিতে তাঁর পৃষ্ঠের সন্ধিস্থান ভেঙে ফেললেন। জরারাক্ষসী যে সন্ধি সংযোজন করেছিলেন, ভীম তা ভেঙে ফেললেন। জরাসন্ধ প্রচণ্ড গর্জন করতে লাগলেন, মগধবাসী অত্যন্ত ভীত হলেন, স্ত্রীলোকেরা গর্ভপাত করে ফেলল। মগধবাসী বুঝতে পারল না, হিমালয় ভেঙে দু' টুকরো হল কি না? অথবা পৃথিবী কি ফেটে গেল?

মৃত জরাসন্ধের প্রাণহীন দেহ রাজভবন দ্বারে ফেলে রেখেই কৃষ্ণ, ভীমার্জুন অক্ষতদেহে জরাসন্ধের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন। এরপর কৃষ্ণ, জরাসন্ধের পতাকাশোভিত রথে ভীমার্জুনকে বসিয়ে কারাগার-বদ্ধ বন্ধু নৃপতিগণকে মুক্ত করে দিলেন। মুক্ত রাজারা কৃতজ্ঞতাবশত কৃষ্ণকে বহু উপহার দিলেন। কারাগার-মুক্ত রাজারা কৃষ্ণের পূজা করলেন এবং বললেন, "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমরা আপনার কাছে অবনত; সুতরাং আমরা কী করব, তা আপনি আদেশ করুন। মানুষের পক্ষে দুষ্কার্য হলেও আমরা তা সম্পন্ন করব।" কৃষ্ণ তাঁদের বললেন, "যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করতে ইচ্ছা করেছেন। সেই ধার্মিক রাজা সাম্রাজ্য করবার ইচ্ছাও করেছেন। আপনারা সর্বপ্রকারে তাঁকে সাহায্য করুন।" কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত রাজারা সকলেই বললেন, "তাই হবে।" কৃষ্ণ স্মরণ করামাত্র গরুড় এসে রথের মাথায় বসলেন। জরাসন্ধের অতিদুর্লভ রথে চড়ে কৃষ্ণ, ভীমার্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হয়ে জরাসন্ধ বধের সংবাদ যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করলেন।

জরাসন্ধ বধ মহাভারতের এক দুর্লভ মুহূর্ত। জরাসন্ধ বধের সঙ্গে সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সর্বপ্রধান বাধা দূর হল। দ্বাপরযুগে ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গ দুটি অক্ষশক্তিতে বিভক্ত হয়েছিলেন। একটি ছিল অত্যাচারী, অন্যায়কারী পক্ষ। এঁদের নেতা ছিলেন জরাসন্ধ। তাঁর দুই সেনাপতি হংস ও ডিম্বক দৈববিপাকে নিহত হন। জরাসন্ধের জামাতা কংসকে কৃষ্ণ

পূর্বেই বধ করেন। ভীমের হাতে জরাসন্ধের মৃত্যু ঘটে। এই অক্ষশক্তির আর এক নেতা শিশুপালকে রাজসূয় যজ্ঞের সভায় কৃষ্ণ বধ করেন। বাকি থাকেন মহারাজ শাল্ব, ভগদত্ত ও কৌরব বংশ। তাঁরা নিহত হন কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে। নিষাদরাজ একলব্য, যাঁর দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্রোণ গুরুদক্ষিণা ছলে গ্রহণ করেছিলেন, তিনি কালক্রমে অঙ্গুষ্ঠ বাদ দিয়েই ভয়ংকর বীর হয়ে দাঁড়ান। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ইনি দুর্যোধনের পক্ষই অবলম্বন করতেন। পাহাড় থেকে ছুড়ে কৃষ্ণ একে হত্যা করেন। সন্ধিস্থান ভগ্ন করে ভীমসেন জরাসন্ধকে বধ করেন। যুধিষ্ঠিরের প্রতিপক্ষ ভগবান কৃষ্ণের ইচ্ছায় ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে। রাজসূয় যজ্ঞের সভায় কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র দিয়ে শিশুপালের মস্তক খণ্ডন করেন। অন্য অন্যায়কারীরা ধ্বংস হন কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে।

২৯

ময়দানবের সভাগৃহ নির্মাণ

খাণ্ডবদাহের পর অর্জুনের কৃপায় জীবিত ময়দানব একদিন কৃষ্ণের সম্মুখেই বারবার অর্জুনের সম্মান করে কোমল বাক্যে অর্জুনকে বললেন, "হে কুন্তীনন্দন! অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এই কৃষ্ণ এবং দহনেচ্ছু অগ্নির হাত থেকে আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন। অতএব বলুন—আমি আপনার কী প্রত্যুপকার করব।"

অর্জুন বললেন, "দানব আপনি সমস্তই করেছেন। অতএব আপনার মঙ্গল হোক। আপনি যেতে পারেন। তবে আপনি আমার প্রতি সর্বদা সন্তুষ্ট থাকবেন, আমি সর্বদা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকব।" ময়দানব উত্তরে বললেন, "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনি যা বললেন, তা আপনার পক্ষেই সম্ভব। তবুও আমি প্রীতিপ্রদর্শনের জন্য আপনার কোনও উপকার করতে চাই। কারণ, আমি দানবদের বিশ্বকর্মা এবং মহাকবি। সুতরাং আমি আপনার জন্য কিছু করতে চাই।"

অর্জুন বললেন, "দানব আপনি যদি মনে করেন যে, আমি আপনার প্রাণ সংকট থেকে মুক্ত করেছি, তবে আপনাকে দিয়ে আমি কিছু করাতে পারি না। কিন্তু আমি আপনার ইচ্ছাকেও বিনষ্ট করতে চাই না। অতএব আপনি কৃষ্ণের জন্য কিছু করুন, তাতেই আমার প্রত্যুপকার করা হবে।" তখন ময়দানব কৃষ্ণের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলে, "আমি কী করব?" কৃষ্ণ কিছুকাল চিন্তা করে ময়দানবকে বললেন, "আপনি একটি সভা নির্মাণ করে দিন। হে দানবশ্রেষ্ঠ ময়, আপনি যদি আমাদের প্রীতিকর কার্য করতে চান, তবে আপনি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যে সভা যোগ্য বলে বিবেচনা করেন এবং যে সভা দেখে সমস্ত মনুষ্যলোকে শিল্পনিপুণ মানুষেরা তাঁর অনুকরণ করতে সমর্থ হবে না, সেই রকম একটি সভা নির্মাণ করুন। যে সভাগৃহে আপনার নির্মিত দেব, দানব ও মানুষদের সমস্ত শিল্পনৈপুণ্য আমরা দেখতে পারি, তেমনই একটি সভা নির্মাণ করুন।"

ময়দানব তখন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে কৃষ্ণের বাক্য অঙ্গীকার করে যুধিষ্ঠিরের জন্য সাততলা ভবনের তুল্য সুন্দর একটি সভা নির্মাণ করবার ইচ্ছা করল। তখন কৃষ্ণ ও অর্জুন গিয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে এই সমস্ত বিষয় জানিয়ে ময়দানবকে দেখালেন। যুধিষ্ঠির সেই ময়দানবকে যথাযোগ্য সম্মান দেখালেন এবং ময়দানবও যুধিষ্ঠিরকে উপযুক্ত সম্মান দেখিয়ে যুধিষ্ঠির প্রদত্ত সম্মান গ্রহণ করলেন।

পাণ্ডবগণের এবং মহাত্মা কৃষ্ণের অভিপ্রায় অনুসারে ময়দানব পুণ্যদিবসে কৌতুক ও মাঙ্গলিক সম্পাদন করে ঘৃতযুক্ত পায়সদ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করে এবং তাঁদের নানাবিধ

ধন দান করে, সমস্ত ঋতুর গুণযুক্ত ও স্বর্গীয় সভার মতো মনোহর সেই সভাটিকে সকল দিকেই দশ হাজার হাত করে মেপে নিল। তারপর ময়দানব বিজয়ী শ্রেষ্ঠবীর অর্জুনকে বললেন, "আমি আপনার কাছে অনুমতি চাইছি, আমি যাব, আবার আসব। কৈলাসপর্বতের অদূরবর্তী উত্তরদিকে মৈনাক পর্বতের কাছে পূর্বকালে দানবেরা যজ্ঞ করার ইচ্ছা করেছিলেন। তখন আমি বিন্দু সরোবরের তীরে কতগুলি আশ্চর্য ও মনোহর দ্রব্য সংগ্রহ করেছিলাম, যার কিছু অংশ দানবরাজ বৃষপর্বার সভায় দেওয়া হয়েছিল। তা যদি এখনও থাকে, তবে আমি তা নিয়ে আসব। তারপর, আমি আপনাদের জন্য যশস্কর, চিত্তমোহন, সর্বরত্নসজ্জিত বিচিত্র সভা নির্মাণ করে দেব। আর, সেই বিন্দু সরোবরের তীরে ভয়ংকর একটি গদা আছে। রাজা বৃষপর্বা শত্রুদের বধ করে তা সেখানে রেখেছিলেন। সে গদাটি বিন্দু বিন্দু স্বর্ণখচিতা, বিচিত্রা, ভারবতী, দৃঢ়া, ভারসহা এবং অন্য লক্ষ গদার ন্যায় শত্রুনাশিনী। আপনার যেমন গাণ্ডিব, সেই রকম সে গদা ভীমের যোগ্য। আর, সেখানে বরুণের ব্যবহৃত মনোহর শব্দকারী দেবদত্ত নামে একটি শঙ্খ আছে। এই সমস্ত এনে আপনাদের সমর্পণ করব।" অর্জুনকে এই কথা বলে ময়দানব ঈশানকোণে চলে গেল। কৈলাসপর্বতের উত্তর দিকে মৈনাক পর্বতের কাছে স্বর্ণশৃঙ্গ অথচ মহামণিময় একটি বিশাল পর্বত আছে।

সেই পর্বতে 'বিন্দুসর' নামে একটি সুন্দর সরোবর আছে এবং ভগীরথ রাজা গঙ্গার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য বহু বৎসর বাস করেছিলেন। সেই পর্বতে মহাত্মা ভূতনাথ মহাদেব শত শত এবং সহস্র সহস্র প্রধান যজ্ঞ করেছিলেন ও যজ্ঞস্থানে শোভার জন্য মণিময় যূপ এবং হিরণ্ময় ও মণিমণ্ডিত চত্বর নির্মাণ করা হয়েছিল; সেখানে ইন্দ্র যজ্ঞ করে দেবরাজত্ব লাভ করেছিলেন; সে পর্বতে মহাপ্রভাবশালী সনাতন ব্রহ্মা সমস্ত লোক সৃষ্টি করে অবস্থান করতে থাকলে, ভূতেরা তাঁর সেবা করেছিল; আর নর-নারায়ণ, ব্রহ্মা, যম এবং ইন্দ্র ও রুদ্র—এঁরা সহস্র যুগ পর্যন্ত যজ্ঞ করেছিলেন এবং নারায়ণ বিশ্বস্তচিত্তে ধর্মলাভের জন্য বহু বৎসর পর্যন্ত যজ্ঞ করেছিলেন; আর তিনি স্বর্ণমালাভূষিত বহুতর যূপ ও দীপ্তিশালী অনেক আয়তন দান করেছিলেন; সেই পর্বতে গিয়ে ময়দানব গদা, শঙ্খ এবং অসুররাজ বৃষপর্বার স্ফটিকময় সভাদ্রব্য সকল সংগ্রহ করল। অসুরগণ কিঙ্করনামের রাক্ষসগণ কর্তৃক যে প্রচুর ধনরাশি রক্ষা করছিল, ময়দানব সেখানে গিয়ে সে সমস্ত গ্রহণ করল। সেগুলি এনে ময়দানব ত্রিভুবনবিখ্যাত, স্বর্গীয় মূর্তি, কল্যাণকারী এবং মণিময় সেই নিরুপম সভা নির্মাণ করল। সেই উৎকৃষ্ট গদাটি ভীমসেনকে এবং দেবদত্ত নামক উৎকৃষ্ট শঙ্খটি অর্জুনকে সমর্পণ করল— এই শঙ্খের শব্দে সমস্ত প্রাণীই ভয়ে কম্পিত হত। ময়দানব নির্মিত সে সভাটি চারদিকে দশ হাজার হাত বিস্তৃত ছিল এবং তাতে বহু স্বর্ণময় বৃক্ষ ছিল।

অগ্নি, সূর্য এবং চন্দ্রের সভা যেমন শোভা পেয়ে থাকে, ময়দানব নির্মিত সভাটি তেমনই শোভা পেতে থেকে সুন্দর আকার ধারণ করেছিল। সেই দিব্য সভাটি আপন দীপ্তির দ্বারা সূর্যের উজ্জ্বল দীপ্তিকেও যেন প্রতিহত করে নিজের অলৌকিক তেজে শোভিত হচ্ছিল। অসুরদের বিশ্বকর্মা ময়দানব নানা প্রকারে ও সুন্দরভাবে নির্মাণ করেছিল বলে সেই সভাটি যেন নতুন মেঘের ন্যায় আকাশ ব্যাপ্ত করেছিল, দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে বিশাল ছিল; সেটি মনোহারী অথচ পাপনাশকারী ছিল, সেই সভাটি শ্রম দূর করত, তার ভিতরে উত্তম বস্তু ও নানাবিধ চিত্র

ছিল, আর রত্নের প্রাচীর ছিল। দেবসভা তার তুল্য ছিল না; এমনকী ব্রহ্মার সভাও তেমন সুন্দর ছিল না।

আকাশচারী, ভয়ংকরাকৃতি, বিশাল শরীর, অত্যন্ত বলবান, রক্তনয়ন ও পিঙ্গলনয়ন, শুক্তিতুল্য বর্ণ এবং মহাযোদ্ধা কিঙ্কর নামক আট হাজার রাক্ষস ময়দানবের আদেশে সেই সভাটিকে রক্ষা করত এবং প্রয়োজন হলে অন্যস্থানে তুলে নিয়েও যেতে পারত। ময়দানব সেই সভায় পদ্মময় অতুলনীয় একটি সরোবর নির্মাণ করেছিল; তাতে বহুতর স্বর্ণপদ্ম ছিল, তার নালগুলি মণিময় এবং পাতাগুলি ছিল বৈদুর্যময়; আর স্বর্ণময় বহুতর সুগন্ধ উৎপল ছিল; সেগুলির কাছে নানাবিধ পক্ষী ঘুরে বেড়াত এবং স্বর্ণময় প্রস্ফুটিত পদ্ম, মৎস্য ও কূর্ম দ্বারা সে সরোবরটি বিচিত্র হয়েছিল; আর তাতে আশ্চর্য স্ফটিকময় সোপান এবং নির্মল জল ছিল; অল্প অল্প বাতাস এসে তাতে ঢেউ তুলত; তাতে পদ্মপত্রের উপরে জলবিন্দু ছড়িয়ে পড়ে মুক্তার মতো শোভা পেত এবং সেই সরোবরটির চার তীরেই মহামণিশিলা দ্বারা বেদি নির্মাণ করা ছিল। মণি ও রত্নের দ্বারা জলের তলদেশ সজ্জিত ছিল, তার কিরণ এসে জলের উপর ছড়িয়ে পড়ত; তাতে অনেক রাজা এসে দেখেও সরোবর বলে বুঝতে পারতেন না; তাই তাঁরা জলে পড়ে যেতেন।

সেই সভাটির সকল দিকেই সর্বদা পুষ্প ও শীতল ছায়াযুক্ত এবং নীলবর্ণ নানাবিধ উৎকৃষ্ট বৃক্ষ ছিল। সকল দিকেই সৌরভশালী উদ্যান ও পুষ্করিণী ছিল; সেই পুষ্করিণীগুলিতে সমস্ত সময়ে হাঁস, কারণ্ডব ও চক্রবাকপক্ষী অবস্থান করত। জলপদ্ম, স্থলপদ্মের সুগন্ধযুক্ত বায়ু পাণ্ডবগণের সেবা করত। ময় সভানির্মাণ সমাপ্তির কথা যুধিষ্ঠিরকে জানাল। দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন, "রাজা আপনার এই সভাটি যেমন, এরূপ মণিময়ী সভা আমি পূর্বে মনুষ্যলোকে দেখিনি, শুনিওনি।"

এই সেই ময়দানব নির্মিত সভা। স্বর্গে যেমন বিশ্বকর্মা, দানবদের মধ্যে তেমনই সর্বশ্রেষ্ঠ বাস্তুশিল্পী ছিলেন ময়দানব। তাঁর নির্মিত এই সভায় যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সভাতেই কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র দ্বারা শিশুপালের মস্তক ছেদন করেছিলেন। এই সভাতে এসেই দুর্যোধন চূড়ান্ত অপদস্থ হয়েছিলেন। শুষ্ক ভূমি ভেবে জলে পতিত হয়েছিলেন। গৃহ প্রাকারে তাঁর মস্তকে আঘাত লেগেছিল।

এই সভা দুর্যোধনের হৃদয়ে ভয়ংকর ঈর্ষার সৃষ্টি করেছিল। সেই মুহূর্ত থেকেই দুর্যোধন সংকল্প করেছিলেন যে, এই সভা তিনি কেড়ে নেবেনই। অনিবার্য ফল হিসাবে দ্যূতক্রীড়া হল। শঠতা করে শকুনি দুর্যোধনের হয়ে পাশার চালে যুধিষ্ঠির ও পাণ্ডবদের অশেষ লাঞ্ছনা করলেন, দ্রৌপদীকে নিয়ে কুৎসিত আচরণ করলেন এবং শেষ পর্যন্ত পাণ্ডবদের বনে গমন করতে বাধ্য করলেন।

বনবাস শেষ করে তেরো বৎসর পর ভয়ংকর যুদ্ধে পাণ্ডবেরা বিজয়ী হন এবং ইন্দ্রপ্রস্থ ও তার যজ্ঞস্থান ফিরে পান। কৃষ্ণের প্রপৌত্র (অনিরুদ্ধের পুত্র) বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজত্ব দিয়ে যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থানে যাত্রা করেন।

৩০

শিশুপাল-বধ

রাজসূয় যজ্ঞের প্রস্তুতি শেষ হয়েছে। ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের বাইরের নিমন্ত্রিত রাজারা উপস্থিত হয়েছেন অথবা প্রতিনিধি প্রেরণ করেছেন। যজ্ঞ আরম্ভ প্রায়। যুধিষ্ঠির জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে অনুরোধ করলেন, সমাগত রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ নির্বাচন করে দিতে, তাঁকে অর্ঘ্যপ্রদান করা হবে। বলবান শান্তনুনন্দন ভীষ্ম সামান্যক্ষণ চিন্তা করে তৎকালীন ভূমণ্ডলে কৃষ্ণকেই প্রধান পূজনীয় বলে মনে করলেন। ভীষ্ম বললেন, "সূর্য যেমন গ্রহ নক্ষত্রাদির মধ্যে প্রকাশ পেয়ে থাকেন, তেমন এই কৃষ্ণই তেজ, বল, পরাক্রমদ্বারা উত্তপ্ত করেই যেন এই সমস্ত লোকের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছেন। সূর্য যেমন অন্ধকারময় স্থানকে আলোকিত করেন এবং বায়ু যেমন বায়ুশূন্য স্থানকে আনন্দিত করেন, তেমনই এক কৃষ্ণই আমাদের এই সভাটিকে আলোকিত ও আনন্দিত করেছেন।" তখন প্রতাপশালী সহদেব ভীষ্মের অনুমতিক্রমে কৃষ্ণকেই উত্তম অর্ঘ্য প্রদান করলেন। কৃষ্ণও শাস্ত্রদৃষ্ট কর্ম অনুসারে সেই অর্ঘ্য গ্রহণ করলেন; কিন্তু শিশুপাল কৃষ্ণের সে পূজা সহ্য করতে পারলেন না।

সঃ উপালভ্য ভীষ্মঞ্চ ধর্মরাজঞ্চ সংসদি।
অথাক্ষিপদ্বাসুদেবং চেদিরাজো মহাবলঃ ৷৷ সভা: ৩৫: ৩২ ৷৷

—সুতরাং মহাবল শিশুপাল ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করে কৃষ্ণকে তিরস্কার করতে লাগলেন।"

শিশুপাল বললেন, "যুধিষ্ঠির এই সভায় উপস্থিত মহাত্মা রাজাদের মধ্যে কৃষ্ণ রাজার যোগ্য পূজা পাবার উপযুক্ত নন। মহাত্মা পাণ্ডবদের পক্ষে কৃষ্ণের পূজা অত্যন্ত অনুচিত কাজ। পাণ্ডবগণ তোমরা বালক, তাই জানো না, ধর্ম অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদার্থ। আর ভীষ্ম অতি বৃদ্ধ। তার বুদ্ধির বিনাশ ঘটেছে। ভীষ্ম, তোমার মতো অধার্মিক লোক কেবল আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কাজ করে লোকসমাজে অত্যন্ত অবজ্ঞার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। তোমরা কী করেছ? কৃষ্ণ রাজা নয়, অথচ সমস্ত রাজাদের মধ্যে তোমরা তাঁকে পূজা করছ? কুরুকুলাঙ্গার ভীষ্ম, যদি কৃষ্ণকে বৃদ্ধ মনে করো, তবে বৃদ্ধ বসুদেব থাকতে তার পুত্র কী করে পূজা পায়? আবার যদি মনে কর কৃষ্ণ পাণ্ডবদের হিতৈষী, তা হলে বৃদ্ধ পাণ্ডবহিতৈষী দ্রুপদ রাজা থাকতে কৃষ্ণকে কী করে পূজা দেওয়া হয়? আবার, কৃষ্ণকে যদি আচার্যই মনে কর, তবে দ্রোণাচার্য থাকতে কৃষ্ণ কী করে পূজা পায়? কৃষ্ণকে যদি পুরোহিত মনে কর থাক, তা

হলে বৃদ্ধ পুরোহিত বেদব্যাস থাকতে তোমরা কী করে কৃষ্ণকে পূজা কর? পুরুষশ্রেষ্ঠ, ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম উপস্থিত থাকতে কৃষ্ণের পূজা হয় কী করে? মহাবীর এবং সর্বশাস্ত্রবিদ অশ্বত্থামা থাকতে তুমি কৃষ্ণকে কী করে পূজা করলে? তা ছাড়াও বাকশ্রেষ্ঠ ও পুরুষপ্রধান দুর্যোধন আছেন, ভরতকুলের গুরু কৃপ আছেন, এই অবস্থায় কৃষ্ণের পূজা কী করে করলে? বহু পুরুষের গুরু দ্রুমরাজাকে এবং তোমাদের পিতা পাণ্ডুর তুল্য রাজচিহ্নধারী দুর্ধর্ষ ভীষ্মকরাজাকে অতিক্রম করে তোমাদের কৃষ্ণকে পূজা করার অভিপ্রায় কী? এ ছাড়াও, রাজশ্রেষ্ঠ রুক্মী, একলব্য এবং মদ্রাধিপতি শল্য থাকতে কী করে কৃষ্ণ পূজ্য হন? যিনি সমস্ত রাজার মধ্যে বলশ্লাঘী, যিনি মহারথ, বিচক্ষণ ও সুব্রাহ্মণ পরশুরামের প্রিয়শিষ্য যিনি আপনার বলের উপর নির্ভর করে অন্য রাজাগণকে জয় করেছেন, সেই কর্ণকে পরিত্যাগ করে তুমি কী কারণে কৃষ্ণকে পূজা করলে? হে কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ ঋত্বিক নয়, আচার্য নয়, রাজাও নয়। তবুও তাকে সন্তুষ্ট করতেই তুমি তাকে পূজা করলে? আর, এই উদ্দেশ্যই যদি তোমার ছিল, এখানে তা হলে রাজাদের অপমানিত করতে ডাকলে কেন? আমরা সকলে এই যুধিষ্ঠিরের ভয়ে বা কোনও লোভে অথবা তাঁর অনুরোধে কর দিইনি। তিনি ধর্মকার্যে প্রবৃত্ত হয়ে সাম্রাজ্য করার ইচ্ছা করেছেন। এই জন্যই তাঁকে কর দিয়ে সাহায্য করেছি। কিন্তু কী আশ্চর্য! যিনি আমাদের গ্রাহ্যই না করে সকলকে অপমানিত করার জন্যই অযোগ্য কৃষ্ণকে অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করছেন, ধর্মপুত্রের ধর্মাত্মা যশ শেষ হয়েছে। ধার্মিক লোক ধর্মচ্যুত লোকের পূজা করে না। বৃষ্ণিবংশে জন্মগ্রহণকারী এই দুর্বুদ্ধি কৃষ্ণ অন্যায়ভাবে মহাত্মা জরাসন্ধকে বধ করিয়েছে। আজ যুধিষ্ঠিরের ধর্মপরায়ণতা বিচ্যুত হয়েছে। আজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে অর্ঘ্যদান করে নিজের ক্ষুদ্রতা দেখিয়েছে।

"কৃষ্ণ ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট বুদ্ধিদ্বারা পাণ্ডবেরা অন্য শ্রেষ্ঠ রাজাকে অর্ঘ্য দিতে ভীত হয়েছে, কিন্তু তোমার তো বোঝা উচিত ছিল যে, তুমি এই পূজা পাবার যোগ্য নও। ক্ষুদ্র পাণ্ডবেরা পূজা দিলেও তুমি অযোগ্য হয়ে এ পূজা নিলে কী করে? কুকুর যেমন নির্জনে ঘৃত পেয়ে তা পান করে আত্মগর্ব করে, তুমিও তেমনই নিজের অযোগ্য পূজা পেয়ে আত্মশ্লাঘা বোধ করছ। দেখো কৃষ্ণ, কুরুবংশীয়েরা এই আচরণের দ্বারা রাজশ্রেষ্ঠগণের অপমান করেননি। তোমাকে বিদ্রূপ করেছেন। তুমি রাজা নও; নপুংসক যেমন ভার্যা গ্রহণ করে, অন্ধ যেমন রূপ দেখার চেষ্টা করে, তোমারও তেমন রাজা না হয়েও এই অর্ঘ্যগ্রহণ অত্যন্ত অনুচিত হয়েছে।

"সে যাই হোক, রাজা যুধিষ্ঠির কেমন, ভীষ্ম ও কৃষ্ণ কেমন, সে সমস্তই আমরা যথার্থরূপে দেখতে পেলাম।" এই কথা বলে শিশুপাল স্বপক্ষীয় রাজাদের সঙ্গে সভা ত্যাগ করলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির তাড়াতাড়ি শিশুপালের পিছনে পিছনে গিয়ে তাঁকে মধুর বাক্যে বললেন, "রাজা আপনি যা বললেন, তা সঙ্গত নয়। কটুকথা বলায় গুরুতর পাপ হয় এবং তা নিরর্থক। রাজা কখনও ধর্ম বুঝবেন না, তা হয় না। ইনি শান্তনুর পুত্র ভীষ্ম। এঁকে আপনি ইতর লোকের মতো অবজ্ঞা করতে পারেন না। এখানে আপনার থেকে অনেক প্রবীণ জ্ঞানী রাজা আছেন তাঁরা সকলেই কৃষ্ণের পূজা সহ্য করছেন। সুতরাং আপনারও তা করা উচিত। চেদিরাজ! ভীষ্ম যথার্থই সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণকে জানেন; তিনি যেমন জানেন আপনি তেমন জানেন না।"

ভীষ্ম বললেন, "যুধিষ্ঠির শিশুপালকে অনুনয় করা তোমার উচিত নয়; আর ভাল ভাল কথা বলারও তিনি যোগ্য নন। কারণ, সমস্ত জগতের পূজ্য, সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী কৃষ্ণের পূজা তিনি সঙ্গত বলে মনে করেন না। বীরশ্রেষ্ঠ যে ক্ষত্রিয়, অপর ক্ষত্রিয়কে জয় করে বশে এনে আবার ছেড়ে দেন, তিনি তাঁর গুরু হয়ে থাকেন। এই রাজাদের সভায় আমি একটি রাজাও দেখছি না, যিনি কৃষ্ণের কাছে পরাজিত হননি। কৃষ্ণ কেবল আমাদের পূজ্য নন মহাবাহু কৃষ্ণ ত্রিভুবনের সমস্ত লোকেরই পূজনীয়। তার পরে, কৃষ্ণ যুদ্ধে বহুতর ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠকে জয় করেছেন এবং কৃষ্ণের উপরই সমস্ত জগৎ অবস্থান করছে। এইজন্যই আমি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ পরাক্রমী, বুদ্ধিমান কৃষ্ণকেই অন্য রাজারা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও পূজা করেছি। অতএব চেদিরাজ! কোনও দুর্বুদ্ধিবশত আপনি কৃষ্ণ সম্পর্কে অসম্মানকর কথা বলবেন না। আমি বহুতর জ্ঞানী, বৃদ্ধ ব্যক্তির সেবা করেছি। তাঁরা গুণবান কৃষ্ণের বহুতর উৎকৃষ্ট গুণের কথা বলতেন, আমি মুগ্ধের মতো বসে তা শুনতাম। কৃষ্ণের বাল্যকালীন কার্যক্রম আমি অসংখ্য ব্যক্তির মুখে শুনেছি। অতএব চেদিরাজ! আপনি ভুলেও মনে করবেন না, আমরা সম্পর্ক সূত্র ধরে কৃষ্ণের পূজা করেছি। অথবা শত্রু নিঃশেষ করেছেন বলেও তাঁর পূজা করিনি। জগতের সকল প্রাণীর সুখকর বলেই কৃষ্ণের পূজা করেছি। সেই কারণে সাধুরাও তাঁর পূজা করেন। কৃষ্ণের যশ, বীরত্ব এবং জয় করবার ক্ষমতা আছে জেনেই আমরা তাঁর পূজা করেছি। অর্ঘ্যদান করার সময় আমরা অতি শিশু থেকে অতি বৃদ্ধ—সকলের কথা চিন্তা করেই কৃষ্ণকে পূজা করেছি। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যিনি জ্ঞানবৃদ্ধ, তিনিই বৃদ্ধ। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে যিনি অধিক বলশালী, তিনিই বৃদ্ধ। বৈশ্যদের মধ্যে যার ধন এবং ধান্য অধিক, তিনিই বৃদ্ধ। কৃষ্ণকে পূজা করবার দুটি প্রধান কারণ আছে; এক— বেদ ও বেদাঙ্গের জ্ঞান এবং দ্বিতীয় অপরিমিত বল; অতএব ভূমণ্ডলে কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি প্রধান আছে? দান, কার্যদক্ষতা, শাস্ত্রজ্ঞান, বীরত্ব, লজ্জা, কীর্তি, উত্তম বুদ্ধি, বিনয়, লক্ষ্মী, ধৈর্য, পুষ্টি ও তুষ্টি— এ সমস্তই কৃষ্ণে বিদ্যমান। অতএব সভ্যগণ! লোকাচারসম্পন্ন কৃষ্ণ আমাদের আচার্য, পিতা, গুরু, অর্ঘ্যদানের যোগ্য এবং জগৎপূজিত; তাই আমরা তাঁকে পূজা করেছি। ঋত্বিক, গুরু, সম্বন্ধী, স্নাতক, রাজা ও সুহৃৎ— এ সমস্তই একা কৃষ্ণ; তাই আমরা তাঁর পূজা করেছি। কৃষ্ণই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের স্থান এবং কৃষ্ণের জন্যই এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ জন্মেছে। কৃষ্ণই প্রকৃতি, কৃষ্ণই সনাতন কর্তা এবং কৃষ্ণ সর্বভূত থেকে উৎকৃষ্ট; অতএব কৃষ্ণ সর্বপ্রধান পূজনীয়।

"বুদ্ধি, অহংকার, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র, পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ এবং চতুর্বিধ প্রাণী— এ সমস্তই কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, অবশিষ্ট গ্রহ, দিক ও বিদিক, এ সমস্তও কৃষ্ণে রয়েছে। বেদের বিধিভাগের মধ্যে অগ্নিহোত্রের বিধি প্রধান, সমস্ত বেদের মধ্যে গায়ত্রী প্রধান, মনুষ্যের মধ্যে রাজা প্রধান, জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র প্রধান, নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্র প্রধান, তেজের মধ্যে সূর্য প্রধান, পর্বতের মধ্যে সুমেরু প্রধান আর পক্ষীর মধ্যে গরুড় প্রধান। আর দেবলোকপ্রভৃতি সমস্ত লোকের উপরে, মধ্যে ও নীচে যত পদার্থ আছে, তার মধ্যে ভগবান কৃষ্ণই প্রধান। কৃষ্ণ যে সর্বদা সর্বত্রই বিদ্যমান আছেন, তা এই বালক শিশুপাল বোঝে না; সেই জন্যই, সে একথা বলছে। মানুষ সর্বদা উৎকৃষ্ট ধর্মকে

খোঁজে। শিশুপাল অবোধ, সে উৎকৃষ্ট ধর্মকে দেখতে পায় না। বালক, যুবক এবং বৃদ্ধ মহাত্মা রাজাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কৃষ্ণকে পূজনীয় বলে মনে না করেন? এবং কোন ব্যক্তিই বা কৃষ্ণকে পূজা না করেন? এর পরেও যদি শিশুপাল আমাদের কৃষ্ণপূজাকে অসঙ্গত মনে করে, তা হলে সে নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী, যা ইচ্ছা তাই করতে পারে।"

ভীষ্ম দীর্ঘ বক্তব্য বলে বিরত হলেন, তখন সহদেব বক্তব্য যুক্তিযুক্ত বাক্য বললেন, "হে রাজগণ, অপ্রমেয়-পরাক্রমশালী কেশীদানবহন্তা কেশব কৃষ্ণকে আমি পূজা করছি। আপনাদের মধ্যে কেউ যদি তা সহ্য করতে না পারেন, আমি তাঁর মস্তকে এই চরণ রাখলাম। আমি এই বলার পরে, কেউ উপযুক্ত উত্তর দিতে আসলে আমি অবশ্যই তাঁকে বধ করব। বুদ্ধিমান যে সকল রাজা আছেন, তাঁরা স্বীকার করুন যে, কৃষ্ণই অর্ঘ্যদানের যোগ্য। কেন না কৃষ্ণ আচার্য, পিতা ও গুরুর তুল্য। জগতের পূজনীয় এবং সাধুজনকর্তৃক পূজিত।"

এই বলে সহদেব চরণ প্রদর্শন করলেও বুদ্ধিমান, সৎপ্রকৃতি, তেজস্বী ও বলবান সেই সকল রাজার মধ্যে কেউই কিছু বললেন না। তারপর, সহদেবের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি পড়তে লাগল এবং 'সাধু সাধু' এই আকাশবাণী শোনা যেতে লাগল। তখন, ভূত ও ভবিষ্যতের বক্তা, সকলের সংশয়দূরকারী, সমস্ত লোকের স্বরূপ-অভিজ্ঞ নারদ, সর্ববিজয়ী কৃষ্ণকে উদ্দেশ করে বললেন, "যে সব মানুষ পদ্মনয়ন কৃষ্ণের পূজা না করবে, তাদের জীবন্মৃত বলে জানবে এবং তাদের সঙ্গে আলোচনাও করা উচিত নয়।" এদিকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের বিশেষাভিজ্ঞ সেই মানুষদের মধ্যে দেবতুল্য সহদেব, পূজার যোগ্য লোকদের পূজা করে সেই অর্ঘ্যদান কার্য সমাপ্ত করলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে সহদেব কৃষ্ণের পূজা করলেন।

কৃষ্ণের পূজা হয়ে গেলে, শত্রুহন্তা শিশুপাল ক্রোধে আরক্তনয়ন হয়ে বললেন, "রাজগণ, আমি আপনাদের সেনাপতি হলাম; এখন আপনারা কী অনুমতি করেন? আমি যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হয়ে, সম্মিলিত বৃষ্ণি ও পাণ্ডবগণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে চাই।" শিশুপাল এইভাবে স্বপক্ষীয় রাজগণকে উৎসাহিত করে তখনই যজ্ঞ নষ্ট করার জন্য সেই রাজাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন। সেখানে আহূত ও আগত শিশুপাল প্রভৃতি সমস্ত রাজাকেও ক্রুদ্ধ ও বিবর্ণমুখ দেখা যেতে লাগল। তাঁরা সকলেই তখন বলতে লাগলেন, "যাতে যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্যে অভিষেক বা কৃষ্ণের পূজা শেষ না হয়, তা আমাদের দেখতেই হবে।" সহদেব চরণ প্রদর্শন করে অপমান করেছিলেন এবং নিশ্চয়ই বধ করবেন বলেছিলেন, এই কারণেই সকল রাজা শোকে অধীর হয়েছিলেন। তাঁরা আত্মগর্বে গর্বিত হয়ে ভেবেছিলেন যে অনায়াসে পাণ্ডবদের বধ করা যাবে। মাংসের কাছ থেকে সরিয়ে নিলে গর্জনকারী সিংহের শরীর যেমন শোভা পায়, সেই রাজাদের শরীরও তেমনই ক্রুদ্ধ ও গম্ভীর দেখা দিতে লাগল। অসীম ও অক্ষয় সেই রাজসৈন্য যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তা তখনই কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন।

প্রলয়কালীন বায়ু-তাড়িত উদ্বেলিত ভয়ংকর সমুদ্রের ন্যায় বিশাল সৈন্যের অধিপতি সেই অসংখ্য রাজগণকে ক্রোধে বিচলিত দেখে, মহাতেজা ও ইন্দ্রের ন্যায় শত্রুহন্তা যুধিষ্ঠির, বুদ্ধিমানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বৃহস্পতির ন্যায় নীতিজ্ঞ এবং বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মকে বললেন,

"পিতামহ ওই বিশাল নৃপতিসমুদ্র ক্রোধে বিচলিত হয়েছেন, এখন আমার কী করণীয় বলুন। যাতে যজ্ঞের বিঘ্ন না হয়, প্রজাদের ও আমাদের সকলের মঙ্গল হয়, তাই বলুন।"

ধর্মজ্ঞ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির একথা বললে, কুরুপিতামহ ভীষ্ম তাঁকে বললেন, "যুধিষ্ঠির তুমি চিন্তিত হোয়ো না; কুকুর সিংহকে মারতে পারে না। এই শিশুপালের বিষয়ে আমি পূর্বেই মঙ্গলময় পথ ভেবে রেখেছি। বৎস যুধিষ্ঠির, নিদ্রিত সিংহের কাছে কুকুরগুলি যেমন ডাকে, তেমনই নীরবতা অবলম্বনকারী কৃষ্ণের কাছে এই রাজারা গর্জন করছে। কৃষ্ণ নীরবতা না ভাঙা পর্যন্ত এই আত্মগর্বী শিশুপাল নরপুঙ্গব এই রাজাদের সিংহ করে তুলছে। অল্পবুদ্ধি শিশুপাল সমস্ত রাজাকে যমালয়ে পাঠাবার জন্য আয়োজন করছে। নিশ্চয়ই কৃষ্ণ, এই শিশুপালের সকল তেজ হরণ করার জন্য ইচ্ছা করছেন। যুধিষ্ঠির তোমার মঙ্গল হবে, শিশুপাল ও তার পক্ষপাতী রাজাদের বুদ্ধিবিপ্লব ঘটেছে, বিনাশকালে লোকের বুদ্ধিনাশ হয়, শিশুপালের তাই হয়েছে। যুধিষ্ঠির! কৃষ্ণ ত্রিভুবনস্থ সমস্ত চতুর্বিধ প্রাণীরই জন্ম ও মৃত্যুর কারণ।"

ভীষ্মের কথা শুনে ক্ষিপ্ত শিশুপাল স্বপক্ষীয় রাজাদের নিয়ে ভীষ্মকে কর্কশ বাক্য বলতে লাগলেন, "কুলকলঙ্ক ভীষ্ম, তুমি বৃদ্ধ ও নানাবিধ অলীক বাক্যে উপস্থিত রাজাদের মনে বিভীষিকাময় ভয় জন্মাবার চেষ্টা করছ। তোমার লজ্জা নেই, তুমি নপুংসক, তাই এই ধরনের ধর্মহীন কথা বলা তোমার পক্ষেই সম্ভব। আশ্চর্য! তোমাকে কুরুকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। বদ্ধ নৌকা যেমন জলপ্রবাহচালিত নৌকার পিছনে যায়, একজন অন্ধ যেমন অপর অন্ধের পিছনে যায়, কুরুবংশীয়দেরও তাই হয়েছে, তাঁরা তোমাকে অগ্রগামী করেছে। তুমি কৃষ্ণের পুতনাবধ প্রভৃতি কার্যের উল্লেখ করে আমাদের মনে অত্যন্ত কষ্ট দিয়েছ। তুমি গর্বিত ও মূর্খ; তাই কৃষ্ণের স্তব করার ইচ্ছা করেছ; তোমার জিভ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে না কেন? নিতান্ত বালকের যা নিন্দা করা উচিত, তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ হয়ে সেই গয়লাটার স্তব করছ। কৃষ্ণ বাল্যকালে পুতনা বধ করে থাকলে, বিস্ময়ের কী আছে? যারা যুদ্ধবিদ্যা জানত না সেই অশ্বাসুর ও বৃষাসুর বধ করে থাকলেই বা বৈচিত্র্যের কী আছে? তার পর ভীষ্ম! কৃষ্ণ যদি চরণদ্বারা চৈতন্যহীন কাষ্ঠময় একটি শকট ভেঙে থাকে, তাতেই বা কী অদ্ভুত কাজ করেছে? যা কেবল একটি উইপোকার মাটি ছিল, সেই গোবর্ধন পর্বতটাকে কৃষ্ণ যদি সপ্তাহখানেক ধারণ করে থাকে, তাও আমার মতে আশ্চর্য নয়। একদিন কৃষ্ণ পর্বতের উপর খেলা করতে গিয়ে, প্রচুর অন্নভোজন করেছিল। এ ঘটনায় তোমার বিস্ময় জাগতে পারে, আমার নয়। তবে কৃষ্ণ যাঁর অন্ন ভোজন করত, সেই কংসকে বধ করেছে, এটি গুরুতর আশ্চর্য বটে।

"হে অধার্মিক কুরুকুলাধম ভীষ্ম, তোমাকে আমি এখন যা বলব, তা তুমি সজ্জনের মুখে নিশ্চয়ই শোননি। স্ত্রীলোক, গোরু, ব্রাহ্মণ আর যার অন্ন ভোজন করা হয় ও যার আশ্রয়ে থাকা যায়, তার উপর অস্ত্রাঘাত করবে না—ধার্মিকেরা সর্বদাই এই উপদেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এ সমস্ত উপদেশ মিথ্যা হয়ে গেছে। কৌরবাধম, আমি কিছু জানি না, এই ভেবে তুমি কৃষ্ণের স্তব করছ এবং আমার সামনেই কৃষ্ণকে অধিক জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ বলছ। ভীষ্ম, কৃষ্ণ গো-হত্যা ও স্ত্রীহত্যা করেছিল। তবু তোমারই উপদেশে পাণ্ডবেরা কৃষ্ণের

পূজা করছে। যে লোক এই ধরনের, সে কি সাধুজনের সংসর্গ পেতে পারে? 'কৃষ্ণ বুদ্ধিমানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণ জগদীশ্বর এবং কৃষ্ণময়ই সকল', তোমার কথাতেই কৃষ্ণ নিজেকে এমন মনে করে। কিন্তু সে সব নিশ্চয়ই মিথ্যা।

"স্তাবক যদি অনেক প্রশংসাও করে, কেউ তাকে শাসন করে না। কারণ, ফিঙা পাখির মতো সমস্ত প্রাণীই নিজের অনুসরণ করে থাকে। ভীষ্ম সজ্জনেরা মনে করেন, তোমার এই স্বভাবটাই জঘন্য। তোমার জন্য পাণ্ডবদের স্বভাবও দূষিত হয়ে পড়ছে। কারণ, কৃষ্ণ তাঁদের প্রধান অর্চনীয় এবং তুমি তাদের উপদেষ্টা। ভীষ্ম তুমি ধর্ম চর্চা করে যা করলে, কোন জ্ঞানী ব্যক্তি ধর্মপথাশ্রয়ী হয়ে তেমন কার্য করেন? তুমি নিজেকে প্রাজ্ঞ বলে মনে কর, অথচ অন্য পুরুষানুরক্তা এবং ধর্মজ্ঞা অম্বা নাম্নী কাশীরাজের কন্যাকে হরণ করেছিলে কেন? তোমারই ভ্রাতা সচ্চরিত্র বিচিত্রবীর্য তোমার অপহৃত সেই কন্যাকে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেননি। তুমি নিজেকে প্রাজ্ঞ বলে মনে কর, অথচ তোমার সামনেই অন্য কোনও সজ্জন তোমার ভ্রাতাদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেছিলেন। তোমার কোন ধর্ম আছে? তোমার ব্রহ্মচর্য বৃথা; তুমি মোহবশত, কিংবা আপন ক্লীবতার জন্যই ব্রহ্মচর্য ধারণ করেছ। তোমার ইহলোকে বা পরলোকে কোনও উন্নতি দেখছি না, তুমি বৃদ্ধের সেবা করোনি, তা নিজের খারাপ কাজগুলি ধর্ম বলে বিবেচনা করো।

"দান, অধ্যয়ন, সাধারণ যজ্ঞ এবং প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ— এই সমস্তগুলি এক সন্তানোৎপাদন কর্মের ষোলো ভাগের এক ভাগের তুল্য নয়। যার কোনও সন্তান থাকে না, তার সমস্ত ব্রত ও উপবাস ব্যর্থ হয়। নিঃসন্তান, বৃদ্ধ এবং মিথ্যাধর্মের অনুবর্তী সেই তুমিও এখন হংসের মতো জ্ঞাতিগণের দ্বারাই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। ভীষ্ম প্রাচীন কাল থেকে জ্ঞানী ব্যক্তিরা যে কাহিনি বলে আসছেন তাই তোমাকে বলছি শোনো।

"পূর্বকালে ধর্মের কথা বলত, অথচ নিজে অধর্মাচারী এক হংস সমুদ্রতীরে বাস করত, সে সর্বদাই অন্য পক্ষীদের উপদেশ দিত— "পক্ষীগণ তোমরা ধর্মাচরণ করো, অধর্মাচরণ কোরো না।" জলচারী অন্য সমস্ত পক্ষিগণ সেই হংসের জন্য সমুদ্র থেকে খাদ্য এনে দিত। অন্য পক্ষীরা সেই হংসের কাছে নিজেদের সমস্ত ডিম রেখে সমুদ্রে বিচরণ করতে যেত। পক্ষীরা দূরে চলে গেলে, সেই পাপিষ্ঠ ও সতর্ক হংস তাদের ডিমগুলি খেয়ে ফেলত। ক্রমশ ডিমগুলি সংখ্যায় কমে এল। একটি সতর্ক হংস সেদিন সমুদ্রে বিচরণ করতে না গিয়ে আড়ালে থেকে হংসকে ডিমগুলি ভক্ষণ করতে দেখল। হংসের সেই পাপকার্য দেখে পক্ষীটি অন্য সকল পক্ষীর কাছে সেই সংবাদ জানাল। পক্ষীরা এসে প্রত্যক্ষভাবে সেই ঘটনা দেখল এবং তখনই সেই মিথ্যাচরিত্র হংসটিকে মেরে ফেলল। অতএব ভীষ্ম, সেই মিথ্যাচরিত্র হংসের ন্যায় তোমাকেও রাজারা ক্রুদ্ধ হয়ে মেরে ফেলবেন। তারপর থেকে এই প্রবাদ জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলে থাকেন, 'হে হংস! লোভ ও হিংসা তোমার চিত্তকে কলুষিত করেছিল, তবুও তুমি অন্যকে উপদেশ দিতে—ধর্ম আচরণ করো, —তোমার এই অশুভ পরিণাম তোমার বাক্য অনুযায়ীই ঘটেছে।'

"মহাবল জরাসন্ধ রাজা আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধার ব্যক্তি ছিলেন, তিনি কৃষ্ণকে দাস মনে করে তার সঙ্গে যুদ্ধ করেননি। কিন্তু কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন সেই জরাসন্ধ বধের সময় যা

করেছিল, তা কোন ব্যক্তি ন্যায্য বলে মনে করে? কৃষ্ণ ছলনাপূর্বক ব্রাহ্মণ সেজে অদ্বার দিয়ে প্রবেশ করেও জরাসন্ধের সৌজন্য দেখেছিল। ধর্মাত্মা জরাসন্ধ ব্রাহ্মণ জেনে এই দুরাত্মা কৃষ্ণকে পাদ্যপ্রভৃতি দিয়েছিলেন। তিনি কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুনকেও তা গ্রহণ করতে বলেছিলেন, কিন্তু তারা অন্য প্রকার ব্যবহার করেছিল।

"মুর্খ! তুমি কৃষ্ণকে যা মনে করো, কৃষ্ণ যদি তেমনই জগতের কর্তা হত, তবে ও নিজেকে সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ বলে মনে করে না কেন? আমার আশ্চর্য লাগছে এই যে, তুমি পাণ্ডবদের সৎপথভ্রষ্ট করছ, তবু তারা তোমার দেখানো পথকেই ভাল মনে করে। অথবা ভীষ্ম এটা আশ্চর্য নয়, কারণ স্ত্রীলোকের তুল্য এবং বৃদ্ধ তুমি পাণ্ডবদের পরামর্শদাতা হয়েছ।"

বলিশ্রেষ্ঠ ও ভয়ংকর পরাক্রমশালী ভীমসেন শিশুপালের সেই কর্কশ বাক্য শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। ভীমসেনের নয়নযুগল স্বভাবতই দীর্ঘ ও বিস্তৃত ছিল। কিন্তু তখন প্রচণ্ড ক্রোধবশত তার প্রান্ত দুটি অত্যন্ত তাম্রবর্ণ হওয়ায় সে নয়নযুগল পদ্মতুল্য, রক্তবর্ণ হয়ে পড়ল। রাজারা সকলেই দেখলেন, ভীমসেনের ললাটে তিনটি ভ্রূকুটি রেখা ত্রিকূট পর্বতস্থিত ত্রিপথগামিনী গঙ্গার মতো দেখতে লাগছে। ক্রোধে ভীমসেন ওষ্ঠ দংশন করতে লাগলেন। প্রলয়কালীন সমস্ত জগৎ ভক্ষণকারী কালের মতো তাঁর মুখখানি মনে হতে লাগল। এ-হেন ভীমসেন বেগে গাত্রোত্থান করলেন; তখন মহাদেব যেমন কার্তিককে ধরেন, সেই রকম মহাবাহু ভীষ্ম ভীমকে ধরলেন। পিতামহ ভীষ্ম নানাবিধ বাক্যদ্বারা ভীমসেনের ক্রোধ প্রশমিত করলেন। বর্ষাকাল অতীত হলে উচ্ছলিত সমুদ্র যেমন তীর অতিক্রম করে না, তেমনই শত্রুদমনকারী ভীম ভীষ্মের বাক্য অতিক্রম করলেন না।

ভীম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেও শিশুপাল কিন্তু নিজের পুরুষকারের উপর অকম্পিত রইলেন। ভীম বারবার বেগে উঠতে লাগলেন; কিন্তু ক্রুদ্ধ সিংহ যেমন হরিণকে গ্রাহ্য করে না, তেমনই শত্রুদমনকারী শিশুপালও ভীমকে গ্রাহ্য করলেন না। বরং শিশুপাল ভীমকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হতে দেখে হাসতে হাসতে বলতে থাকলেন, "ভীষ্ম তুমি ভীমটাকে ছেড়ে দাও; রাজারা সকলেই দেখুন যে পতঙ্গ যেমন আগুনে পুড়ে মরে, ভীমও আমার হাতে তেমন এখনই মারা যাবে।"

তখন কুরুকুলশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম শিশুপালের কথা শুনে ভীমসেনকে বললেন, "এই শিশুপালের জন্মের সময় ত্রিনয়ন ও চতুর্ভুজ হয়ে জন্মেছিল এবং জন্মের পরে প্রথমে গর্দভের মতো এবং পরে মানবসন্তানের মতো চিৎকার করেছিল। তার বাবা, মা, বন্ধুগণ এতদূর ভয় পেয়েছিলেন যে, তাঁরা তাকে ত্যাগ করার কথাই ভেবেছিলেন। তখন চিন্তাকুল পরিবারের কাছে দৈববাণী হয়েছিল— 'রাজা আপনার এই পুত্রটি সুখী এবং মহাবল হয়ে জন্মেছে; অতএব আপনি ভয় পাবেন না, সুস্থচিত্তে শিশুটিকে পালন করুন। কারণ, আপনি এই শিশুর মৃত্যুর কারণ নন, কিংবা এর মৃত্যুর সময় এখনও আসেনি। কিন্তু যিনি একে বধ করবেন, তিনি জন্মেছেন।' এই দৈববাণী শুনে চেদিরাজের স্ত্রী কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রশ্ন করেন, 'যিনি আমার পুত্রের বিষয়ে এই কথা বললেন, তিনি আমাকে আরও বলুন। আমি যথার্থ জানতে চাই, কোন ব্যক্তি আমার পুত্রের মৃত্যুর কারণ হবে।' দৈববাণী পুনরায় বলল, 'যে ব্যক্তি

কোলে নিলে পর এই বালকের পাঁচমাথা দীর্ঘ অতিরিক্ত বাহযুগল খসে যাবে এবং যাকে দেখলে এর ললাটের তৃতীয় নয়ন লোপ পাবে, সেই ব্যক্তিই এর মৃত্যুর কারণ হবে।'

"তারপর লোকমুখে এই ত্রিনয়ন ও চতুর্ভুজ শিশুর সংবাদ পৌঁছলে, রাজারা সকলেই সেই শিশুকে দেখতে আসলেন। রাজা আগত অন্য রাজাদের যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে প্রত্যেকের কোলে শিশুটিকে তুলে দিতে লাগলেন। সহস্র সহস্র রাজার কোলে উঠেও শিশুটির কোনও পরিবর্তন ঘটল না। তারপর একদিন দ্বারকা নগর থেকে বলরাম ও কৃষ্ণ শিশুটিকে দেখতে এলেন। বলরাম ও কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের, রাজাকে ও পিসিমাকে (শিশুপালের মাতা) যথাবিধানে অভিবাদন করে, তাঁদের মঙ্গল ও আরোগ্য বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। রাজমহিষী তাঁদের অত্যন্ত সমাদর করে নিজে শিশুটিকে কৃষ্ণের কোলে রাখলেন। কৃষ্ণের কোলে রাখামাত্র সেই শিশুটির অতিরিক্ত বাহু দুটি পড়ে গেল এবং ললাটের তৃতীয় নয়নটি লুপ্ত হয়ে গেল। তা দেখে রাজমহিষী অত্যন্ত ভীত হয়ে কৃষ্ণের কাছে বর প্রার্থনা করলেন। তিনি বললেন, "মহাবাহু কৃষ্ণ, আমি অত্যন্ত ভীত হয়ে তোমার কাছে বর চাইছি। কারণ তুমি আর্তের আশ্রয়দাতা এবং ভীতের অভয়দাতা।"

"তিনি এই কথা বললে, যদুনন্দন কৃষ্ণ বললেন, 'পিসিমা! আপনি ভয় করবেন না, আমার থেকে আপনার কোনও ভয় নেই, কী বর দেব বলুন, অন্য আর কিছু করার থাকলেও বলুন। আমার শক্তির মধ্যে থাক আর না থাক, আমি আপনার অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ করব।'

"কৃষ্ণ এই কথা বললে, শিশুপালের মাতা তাঁর কাছে প্রার্থনা করলেন, 'হে বলশালী যদুশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার জন্যই শিশুপালের অপরাধ ক্ষমা করবে। প্রভু! আমাকে এই বর দাও।'

"কৃষ্ণ বললেন, 'হে পিতৃভগিনী! আপনার পুত্র বধযোগ্য হলেও, আমি এর একশো অপরাধ ক্ষমা করব। ভীম! পাপাত্মা ও নির্বোধ এই শিশুপাল রাজা কৃষ্ণের সেই বরে দর্পিত হয়েই তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করছে। না হলে, আজ পৃথিবীর কোন রাজা আমাকে নিন্দা করতে পারেন। শিশুপাল কৃষ্ণের তেজেই গর্জন করছে, এবং কৃষ্ণ নিশ্চয়ই এর তেজ অবিলম্বে হরণ করবেন। এই দুর্বুদ্ধি শিশুপাল আমাদের সকলকে অগ্রাহ্য করে অবিশ্রান্ত গর্জন করছে।"

শিশুপাল ভীষ্মের সেই তেজ সহ্য করতে না পেরে বললেন, "ভীষ্ম তুমি স্তুতিপাঠকের মতো যার স্তব গান করছ, সেই কৃষ্ণের সমস্ত তেজ শত্রুপক্ষে মিলিত হোক। তবে তোমার যদি স্তব পাঠ করতে ভাল লাগে তবে উপস্থিত রাজাদের স্তব করো। বাহ্লিক দেশাধিপতি এই দরদের স্তব করো, যিনি জন্মমাত্রই পৃথিবী অবনত হয়ে গিয়েছিল। বলে ইন্দ্রের তুল্য এবং শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধারী এই কর্ণের স্তব করো। যিনি বাহুযুদ্ধে অতি দুর্জয় জরাসন্ধকে পরাজিত করেছিলেন, যিনি সহজাত কবচ, কুণ্ডলের অধিকারী, সেই কর্ণের স্তব করো। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ এবং মহারথ দ্রোণ এবং অশ্বত্থামার স্তব করো। এঁদের মধ্যে একজনও ক্রুদ্ধ হলে পৃথিবীকে নাশ করতে পারেন। আমি যুদ্ধে দ্রোণ কিংবা অশ্বত্থামার মতো কোনও বীর দেখতে পাই না। অথচ তুমি তাঁদের গুণগান না করে কৃষ্ণের স্তব করছ কেন? রাজশ্রেষ্ঠ মহাবাহু দুর্যোধন, সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত পৃথিবীতে যার তুল্য কেউ নেই, তাঁকে বন্দনা না করে অথবা অস্ত্রে

সুশিক্ষিত ও দৃঢ়বিক্রমশালী জয়দ্রথকে অথবা পুরুষদের অস্ত্রশিক্ষক ও জগতে বিখ্যাত বিক্রম মহাবীর দ্রুম রাজাকে বাদ দিয়ে কৃষ্ণের প্রশংসা করছ। তা ছাড়াও, ধনুর্ধরদের মধ্যে প্রধান এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ রুক্মীকে পরিত্যাগ করে— মহাবীর ভীষ্মক, রাজা দন্তবক্র, ভগদত্ত, যূপকেতু, মগধরাজ জয়সেন, বিরাট, দ্রুপদ, শকুনি, বৃহদ্বল, অবন্তিদেশীয় বিন্দু ও অনুবিন্দ, পাণ্ড্যরাজ, শ্বেত, উত্তর, শঙ্খ, মহাত্মা ও মানী বৃষসেন, বিক্রমী একলব্য, মহারথ ও মহাবীর কলিঙ্গ রাজকে অতিক্রম করে কৃষ্ণকে প্রশংসা করছ কেন? যদি অপরের প্রশংসা করাতেই তোমার মন উৎসুক থাকে, তবে তুমি শল্য প্রভৃতি রাজার প্রশংসা করছ না কেন?

"ভীষ্ম তোমাকে আমি আর কী বলব? বোঝা যাচ্ছে বৃদ্ধ ধর্মবেত্তাদের উপদেশের সময় তুমি মন দিয়ে তাঁদের কথা শোননি। তুমি শোননি যে, নিজের নিন্দা বা নিজের প্রশংসা, পরের নিন্দা ও পরের প্রশংসা—দুইই আচারসিদ্ধ নয়। তুমি মোহবন্ধন ভক্তিবশত সর্বদাই কৃষ্ণের স্তব করে থাক, অথচ কৃষ্ণ স্তবের অযোগ্য। অতএব কোনও লোকই তোমার সে স্তবের অনুমোদন করে না। দুরাত্মা কৃষ্ণ কংসের দাস এবং কংসেরই গোবৎসক, অথচ তুমি কেবলই কৃষ্ণকে জগৎসভায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছ। তোমাকে পূর্বেই বলেছি, তোমার বুদ্ধি কুলিঙ্গপাখির মতো অপ্রকৃতিস্থ। কুলিঙ্গপাখি হিমালয়ের অপর পারে থাকে, সে সর্বদাই বলে 'মা সাহসম্' (অর্থাৎ সাহস কোরো না), অথচ সে নিজে গুরুতর সাহস করে, যার পরিণাম সে বোঝে না। কারণ, সিংহ মাংস খেতে থাকলে, তার দাঁতের ভিতর মাংস লেগে থাকে, তখন অল্পবুদ্ধি সেই কুলিঙ্গপক্ষিণী সিংহের মুখ থেকে সেই মাংস টেনে বার করে। অর্থাৎ, সেই কুলিঙ্গ পক্ষিণী সিংহের ইচ্ছাক্রমেই বেঁচে থাকে। ভীষ্ম তোমারও সেই অবস্থা। অপ্রিয় কাজ করেও তুমি যে এখনও বেঁচে আছ, তা কেবলমাত্র এই উপস্থিত রাজাদের দাক্ষিণ্যে।"

ভীষ্ম ধৈর্যসহকারে শিশুপালের সমস্ত কটু কথা শুনলেন। তারপর তাঁকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে বললেন, "শিশুপাল আমি এই রাজাদের ইচ্ছাতেই বেঁচে আছি; কিন্তু এই রাজাদের আমি তৃণের তুল্যও গণনা করি না।" ভীষ্ম এই কথা বললে, শিশুপালপক্ষীয় রাজারা ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাদের কেউ কেউ উপহাস আবার কেউ কেউ ভীষ্মের নিন্দা করতে থাকলেন। মহাধনুর্ধর কোনও রাজা ভীষ্মের সেই কথা শুনে বললেন, "এই ভীষ্ম বৃদ্ধ হয়েও পাপাত্মা এবং গর্বিত; সুতরাং এ আমাদের ক্ষমার অযোগ্য। অতএব ক্রুদ্ধ রাজারা এই ভীষ্মটাকে পশুর মতো বধ করুন অথবা মাদুর জড়িয়ে ওটাকে পুড়িয়ে মারুন।"

বুদ্ধিমান কুরুপিতামহ ভীষ্ম তাঁদের উক্তি শুনে সেই রাজাদের বললেন, "রাজগণ, আমরা একটা কথা বললাম, আবার তোমরা আর একটা বললে, এভাবে চলতে থাকলে উক্তি-প্রত্যুক্তির কোনও শেষ হবে না; অতএব তোমরা আমার কথা শোনো। আমাকে তোমরা পশুর মতো হত্যা করো, অথবা মাদুর জড়িয়ে দগ্ধই করো; আমি কিন্তু তোমাদের মাথায় এই সম্পূর্ণ পদাঘাত করলাম। আমরা কৃষ্ণের পূজা করেছি, তিনিও এখানে আছেন; এখন যার বুদ্ধি মরণের জন্য ব্যস্ত হয়েছে সে চক্র ও গদাধারী কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করুক এবং তাঁর হাতে মৃত্যুলাভ করে তাঁর শরীরেও প্রবেশ করুক।"

ভীষ্মের কথা শুনে মহাবিক্রমশালী শিশুপাল কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছা করে তাঁকে

বললেন, "কৃষ্ণ আমি তোমাকে আহ্বান করছি, তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসো; আজ আমি সমস্ত পাণ্ডবের সঙ্গে তোমাকে বধ করব। কৃষ্ণ! সর্বপ্রকারেই তোমার সঙ্গে পাণ্ডবেরা আমার বধ্য। কারণ তুমি রাজা নও, তবুও পাণ্ডবেরা সমস্ত রাজাকে অতিক্রম করে তোমাকে পূজা করেছে। তুমি রাজা নও, বস্তুত কংসের দাস এবং দুর্মতি; সুতরাং তুমি পূজার অযোগ্য। তবুও যে-পাণ্ডবেরা বাল্যকাল থেকে তোমার পূজা করে আসছে, তারা অবশ্যই আমার বধ্য।" এই কথা বলে শিশুপাল গর্জন করতে করতে সেখানে অবস্থান করতে লাগলেন।

শিশুপাল একথা বললে, তার সামনেই বলবান কৃষ্ণ সকল রাজাকে অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে বললেন, "রাজগণ, আমরা যাদবেরা এই শিশুপালের কোনও ক্ষতি করিনি, তবুও এই নৃশংস প্রকৃতির শিশুপাল আমাদের গুরুতর শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজগণ! আমরা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গিয়েছি শুনে এই শিশুপাল আমাদের পিসতুতো ভাই হয়েও আমাদের অনুপস্থিতিতে দ্বারকানগরীতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। ভোজরাজ রৈবতকপর্বতে বিশ্রাম করছিলেন, সেই সময়ে এই দুরাত্মা গিয়ে তাঁর সহচরদের হত্যা ও বন্ধন করে নিজের রাজধানীতে চলে গিয়েছিল। আমার পিতৃদেব অশ্বমেধ যজ্ঞ করার জন্য একটি অশ্বকে রক্ষী পরিবেষ্টিত করে ছেড়ে দেন। এই পাপাত্মা, সেই যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটানোর জন্য সেই মেধ্য অশ্বটিকে অপহরণ করেছিল। যশস্বী বভ্রুর ভার্যা দ্বারকা থেকে সৌবীরদেশে যাবার পথে এই দুরাত্মা সেই অকামা নারীকে হরণ করেছিল। এই দুরাত্মা ছদ্মবেশ ধারণ করে করূষরাজের জন্য মাতুলের কন্যা এবং বিশাল রাজার মহিষী নিঃসহায় ভদ্রাকে চুরি করেছিল। আমার পিসিমার জন্যই আমি এ যাবৎ শিশুপালের সমস্ত উপদ্রব সহ্য করেছি। আমার আড়ালে ও যা করেছিল, তা আপনারা শুনলেন। আমার সামনেই ও আজ যে ব্যবহার করল, তাও আপনারা দেখলেন এবং শুনলেন। বিশেষত সমবেত রাজাদের সামনে যে কুৎসিত ব্যবহার করল, তা আমি সহ্য করতে পারব না। এই মুমূর্ষু মূর্খটার রুক্মিণীকে লাভ করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু শূদ্র যেমন বেদবাক্য শুনতে পারে না— এই মূর্খটা রুক্মিণীকে লাভ করতে পারেনি।"

রাজারা কৃষ্ণের কথা শুনে শিশুপালের নিন্দা করতে লাগলেন কিন্তু শিশুপাল কৃষ্ণের কথা শুনে অট্টহাস্য করে বললেন, "কৃষ্ণ সভার মধ্যে, বিশেষত রাজাদের সামনে 'রুক্মিণী পূর্বে আমার পরিগৃহীতা ছিলেন' একথা বলতে তোমার লজ্জা হল না? তুমি ছাড়া অন্য কোন পুরুষ সভার মধ্যে নিজের স্ত্রীকে অন্যপূর্বা জেনে তা প্রচার করে থাকে। কৃষ্ণ তোমার ইচ্ছা হলে ক্ষমা করতেও পার, নাও পার। কারণ তুমি ক্রুদ্ধ হলেই বা আমার কী হবে এবং প্রসন্ন হলেই বা আমার কী হবে?"

শিশুপাল যখন এই কথা বলছিলেন, সে সময় শত্রুহন্তা ভগবান কৃষ্ণ চক্র দ্বারা তাঁর দেহ থেকে মস্তক কেটে ফেললেন; বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় শিশুপালের দেহ ভূতলে পতিত হল।

ততশ্চেদিপতের্দেহাত্তেজোঽগ্র্যং দদৃশুর্নৃপাঃ।
উৎপতন্তং মহারাজ! গগনাদিব ভাস্করম্ ॥ সভা: ৪৪: ২২ ॥

—মহারাজ! তারপর সেই স্থানের রাজারা দেখলেন— আকাশ থেকে উদিত সূর্যের মতো একটা উত্তম তেজ শিশুপালের দেহ থেকে বাইরে বেরিয়ে এল।

সেই তেজটা তখনই গিয়ে কমলনয়ন ও জগৎপূজিত কৃষ্ণকে যেন নমস্কার করল এবং তাঁর শরীরে প্রবেশ করল। সেই তেজ কৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করলে রাজারা স্তম্ভিত হয়ে সেই অদ্ভুত ঘটনা দেখলেন। কৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করলে, বিনা মেঘে বৃষ্টি হতে লাগল, উজ্জ্বল বজ্রপাত হল এবং পৃথিবী কাঁপতে থাকল। সেই অবর্ণনীয় কৃষ্ণের দিকে রাজারা তাকাতেই পারলেন না। কোনও রাজা আড়ালে গিয়ে কৃষ্ণের প্রশংসা করতে থাকলেন, অন্যেরা হাতে হাত ঘষতে ঘষতে ওষ্ঠদংশন করতে লাগলেন। তখন যুধিষ্ঠির ভীমকে মৃত শিশুপালের দেহ সৎকার করার জন্য আদেশ দিলেন। এবং শিশুপালের পুত্রকে চেদিরাজের সিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন।

শিশুপালবধ মহাভারতের এক দুর্লভ মুহূর্ত। শিশুপালের মৃত্যুর ফলে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হল। এক অক্ষশক্তি যার নেতা ছিলেন সম্রাট জরাসন্ধ, যাঁর দুই সহায়ক শক্তি ছিলেন কংস ও শিশুপাল— এঁরা তিনজনই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে নিহত হলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যপ্রাপ্তির পথের বাধাগুলিও ক্রমশ অপসারিত হতে থাকল। কারণ, শিশুপাল অবশ্যই দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করতেন।

৩১

দুর্যোধনের দুরবস্থা

রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হল। আগত রাজারা সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেছেন। ভীষ্ম, কৃপ, বিদুর, যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করে হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করেছেন। অন্য কৌরব ভ্রাতারাও প্রস্থান করেছেন। থেকে গেছেন শুধু মাতুল শকুনি আর দুর্যোধন। কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তনেরও সময় উপস্থিত হল। কুন্তীকে প্রণাম, দ্রৌপদী ও সুভদ্রাকে প্রিয় সম্বোধন করে, পাণ্ডব ভ্রাতাদের যথাযোগ্য সম্বোধন করে কৃষ্ণ দারুক আনীত আপন রথে গিয়ে উঠলেন। পাণ্ডবেরা পায়ে হেঁটে সেই রথের অনুসরণ করলেন। কিছু পথ অগ্রসর হবার পর কৃষ্ণ রথ থামিয়ে পাণ্ডবদের ফিরে যেতে বললেন। পরস্পর পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর পাণ্ডবেরা ফিরে এলেন। কৃষ্ণের রথও দ্বারকার দিকে চলতে লাগল।

দুর্যোধন শকুনির সঙ্গে বেশ কিছুদিন ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করলেন। তারপর একদিন সমস্ত ইন্দ্রপ্রস্থ ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। হস্তিনাপুরে যেগুলি দেখতে পাননি, এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত বস্তু সেখানে দেখতে পেলেন। বহুতর স্বর্গীয় আকার প্রকার সেই সভায় দেখে দুর্যোধন, মুগ্ধ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কোনও সময়ে দুর্যোধন সেই সভার মধ্যে একটি স্ফটিকময় স্থলে উপস্থিত হয়ে ভ্রমবশত সেই স্থলটিকে জল মনে করে হাঁটু থেকে কাপড় তুলে সন্তর্পণে হাঁটতে গেলেন। তারপর নিজের ভ্রম বুঝতে পেরে লজ্জায় বিষণ্ণ ও বিমুখ হয়ে যেন মরে গেলেন। তারপর আপন নির্ধারিত স্থলে উপস্থিত হয়ে আরও লজ্জিত ও বিষণ্ণ হলেন। সেই সভার মধ্যে একটি জলাশয় ছিল, তার জল স্ফটিকময় স্থলের মতো স্বচ্ছ ছিল এবং পদ্মগুলিও স্ফটিক নির্মিত পদ্মের মতোই শোভা পাচ্ছিল। দুর্যোধন সোজা হাঁটতে গিয়ে বস্ত্র সমেত সেই জলের মধ্যে পড়ে গেলেন। তখন ভৃত্যেরা দুর্যোধনকে জলে পড়ে যেতে দেখে ভীষণভাবে হাসতে লাগল এবং যুধিষ্ঠিরের আদেশে দামি জামা-কাপড় এনে দুর্যোধনকে দিল।

দুর্যোধন ভিজে কাপড়-জামা ছেড়ে শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করে এসেছেন দেখে ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব—এঁরা সকলেই হেসে ফেললেন। কিন্তু কোপন স্বভাব দুর্যোধন তাঁদের উপহাস মনে মনে সহ্য করতে পারলেন না, কিন্তু মনের ভাব গোপন করে তাঁদের দিকে তাকালেন না। কিন্তু আবার ভ্রমবশত জল পার হবেন বলে কাপড় তুললেন কিন্তু তিনি স্থলে যেতে থেকেই হোঁচট খেলেন। তাতেও সকলে তাঁকে উপহাস করল। এরপর দুর্যোধন দরজার মতো করে তৈরি করা একটি স্ফটিকময় ভিত্তিকে দ্বার মনে করে প্রবেশ করতে

গিয়ে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে ঘুরে পড়ে গেলেন। ঠিক তেমনই অন্য একটি উন্মুক্ত দ্বারে মণিকিরণ এসে পড়ায় দুটি স্ফটিকময় বিশাল কপাট বন্ধ আছে— এই ভেবে দু'হাতে তাতে বেগে ধাক্কা দিয়ে খুলতে গিয়ে সামনে উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন। আবার তিনি একখানি খোলা দরজা পেলেন; কিন্তু সেটিকেও আগের দরজার মতো মনে করে সেখান থেকে ফিরে গেলেন।

রাজা দুর্যোধন সেই সভাভবনে এই প্রকার নানাবিধ বিড়ম্বনা ভোগ করে এবং রাজসূয় যজ্ঞের সেই অদ্ভুত সমৃদ্ধি দেখে, অপ্রসন্ন মনে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে হস্তিনাপুরে যাত্রা করলেন। পাণ্ডবদের সমৃদ্ধি দেখে দুর্যোধন অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর বুকের মধ্যে তীব্র ঈর্ষার আগুন জ্বলতে লাগল, পাণ্ডবদের প্রসন্নতা, অন্য রাজাদের তাঁদের প্রতি আনুগত্য, অন্য রাজাদের হিতৈষিতা দেখে দুর্যোধনের মুখ ও দেহকান্তি বিবর্ণ হয়ে গেল। এই অবস্থায় তিনি যুধিষ্ঠিরের সভা ও তাঁর অতুলনীয় সম্পদের বিষয় চিন্তা করতে করতে অত্যন্ত অস্থিরচিত্তে পথে যাচ্ছিলেন। শকুনি বারবার তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু অন্যমনস্ক দুর্যোধন তার উত্তর দিলেন না।

শকুনি দুর্যোধনকে অন্যমনস্ক দেখে বললেন, "দুর্যোধন তুমি নিশ্বাস ত্যাগ করতে করতে পথ দিয়ে যাচ্ছ। এর কারণ কী?" দুর্যোধন বললেন, "মাতুল মহাবীর অর্জুনের অস্ত্রপ্রভাবে বিজিত হওয়ায় এই সমগ্র পৃথিবীটাই যুধিষ্ঠিরের বশে এসেছে দেখে এবং দেবগণের মধ্যে দেবরাজের যেমন হয়েছিল, তেমনই মহাতেজা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ সম্পন্ন হয়ে গেল দেখে, আমি ঈর্ষানলে দগ্ধ হচ্ছি। গ্রীষ্মকালে অল্প জলের মতো শুকিয়ে যাচ্ছি। মাতুল, আপনি দেখুন, কৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করল। কিন্তু সেখানে এমন একজনও পুরুষ ছিল না, যে শিশুপাল হত্যার প্রতিশোধ নেয়। কারণ পাণ্ডবদের প্রতাপে সে রাজারা বশীভূত ছিল; এর অন্য কারণ হয় না। পাণ্ডবেরা উপস্থিত ছিল বলেই, অন্য রাজারা কৃষ্ণের সেই গুরুতর অসঙ্গত কার্যে প্রতিবাদহীন হয়ে থাকল। আর করদাতা বৈশ্যদের মতো রাজারা নানাবিধ রত্ন নিয়ে এসে রাজা যুধিষ্ঠিরের পূজা করে গেছেন। যুধিষ্ঠিরের সেই উজ্জ্বল রাজলক্ষ্মী দেখে আমি ঈর্ষানলে দগ্ধ হচ্ছি। কিন্তু আমি তো এইভাবে দগ্ধ হবার যোগ্য নই।" শোকসন্তপ্ত দুর্যোধন আবার শকুনিকে বললেন, "মাতুল আমি আগুনে প্রবেশ করব, কিংবা বিষভক্ষণ করব অথবা জলে ডুবে মরব। এভাবে আমি বেঁচে থাকতে পারব না। জগতে কোন বলবান পুরুষ শত্রুর ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে দেখেও সহ্য করতে পারে? মানসিকভাবে আমি এখন স্ত্রী নই, নপুংসক নই, পুরুষ নই এবং পশুও নই—অথচ আমাকে পাণ্ডবদের শ্রীবৃদ্ধি এইভাবে সহ্য করতে হচ্ছে। আমি একাকী রাজলক্ষ্মীকে লাভ করতে পারব না। অথচ আমার অন্য কোনও সহায় সম্বলও নেই, সেই কারণেই মৃত্যু ছাড়া আমার অন্য গতিও নেই। যুধিষ্ঠিরের নির্মল ও অসাধারণ রাজলক্ষ্মী দেখে আমি বুঝতে পারছি দৈবই প্রবল, পুরুষকার নয়। পাণ্ডবদের বিনাশের জন্য আমি পূর্বে কত চেষ্টা করেছি, অথচ তারা সে সমস্তই অতিক্রম করে জলে পদ্মের মতো বড় হয়ে উঠছে। তাই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা ক্রমাগত অবনতি লাভ করছে আর পাণ্ডবদের ক্রমাগত উন্নতি ঘটছে। মাতুল ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র আমি দুর্যোধন, যুধিষ্ঠিরের সমৃদ্ধি, তাঁর সভা ও তাঁর ভৃত্যগণের উপহাসে দগ্ধ হচ্ছি। সুতরাং মৃত্যুই আমার

একমাত্র গতি, আপনি আমাকে মরবার অনুমতি দিন; আর পিতাকে জানাবেন যে আমি অত্যন্ত সন্তপ্ত অবস্থায় ছিলাম।"

শকুনি বললেন, "দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের উপর তোমার ক্রোধ করা উচিত নয়। কারণ পাণ্ডবেরা ভাগ্যবলে বলীয়ান। তুমি বহুবার তাঁদের বিনাশ করার চেষ্টা করেছ কিন্তু ভাগ্যের কৃপায় তারা প্রতিবারই রক্ষা পেয়েছে। দ্রৌপদীকেও তাঁরা আপন ভাগ্যের বলে লাভ করেছে এবং পুত্রগণ দ্রুপদ রাজাকে সহায় পেয়েছেন এবং পৃথিবী লাভের জন্য কৃষ্ণের সহায়তা পেয়েছে। তোমার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করেও তাঁরা পৈতৃক অংশ পেয়েছে এবং বাহুবলে তার উন্নতি ঘটিয়েছে। অর্জুন অগ্নিকে সন্তুষ্ট করে গাণ্ডিব ধনু, দুই অক্ষয় তূণ এবং ভয়ংকর অস্ত্রসকল লাভ করেছে। সেই অস্ত্রের সাহায্যেই অর্জুন অন্য রাজাদের বশ করেছে, ময়দানবকে দিয়ে উত্তম সভা নির্মাণ করিয়েছে। ময়দানবের আদেশেই কিঙ্কর নামের রাক্ষসেরা সেই সভাকে রক্ষা করে, তাতেই বা তোমার বিলাপের কারণ কী আছে? আর দুর্যোধন তুমি তো অসহায় নও। দুঃশাসন প্রভৃতি মহারথ তোমার সহায়, পুত্রের সঙ্গে মহাধনুর্ধর ও বলবান দ্রোণাচার্য, কর্ণ, কৃপাচার্য, ভ্রাতৃগণের সঙ্গে আমি এবং সোমদত্ত রাজা— এদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তুমি তো সমগ্র পৃথিবীকেই জয় করতে পারো। তবে রাজা! যে উপায়ে তুমি একাই যুধিষ্ঠিরকে জয় করতে পারো, তা আমি জানি, তুমি তা শোনো, এবং সেই অনুযায়ী কাজ করো।"

দুর্যোধন বললেন, "মাতুল আমার অসতর্কতায় বন্ধুদের বা আমার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের ক্ষতি না হয়, এবং যাতে আমি পাণ্ডবদের জয় করতে পারি, আপনি তা আমাকে বলুন।"

শকুনি বললেন, "দুর্যোধন যুধিষ্ঠির দ্যূত খেলা ভালবাসে। অথচ সে তাতে পটু নয়। কিন্তু তাকে ডাকলে, সে না এসে পারবে না। আমি দ্যূতক্রীড়ায় বিশ্বশ্রেষ্ঠ। অতএব তুমি যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করো। আমি তোমার জন্যই দ্যূতক্রীড়া করে যুধিষ্ঠিরের রাজ্য এবং রাজলক্ষ্মী সকলই নিয়ে নেব। তুমি ধৃতরাষ্ট্র রাজাকে একথা জানাও। তিনি অনুমতি দিলে আমি যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করব।"

বীজ বোনা হয়ে গেল। অতঃপর যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আমন্ত্রণ জানাতে আসবেন মহামন্ত্রী বিদুর। বিদুর অনিচ্ছুক ছিলেন কিন্তু রাজার আদেশ পালনে তিনি বাধ্য হলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ ও রাজসভা গ্রাস করা দুর্যোধনের অভিপ্রায় ছিল। অর্থাৎ ভূমি নিয়ে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটল। শকুনি শঠ পাশা খেলায় পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর অত্যন্ত সাধে গড়া ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য জয় করল। পঞ্চ পাণ্ডবকে বনে যেতে হল। এর পর অশ্বমেধ যজ্ঞের আগে ইন্দ্রপ্রস্থের আর উল্লেখ পাওয়া যায় না। যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল যে, আহ্বান করলে তিনি দ্যূতক্রীড়া অস্বীকার করবেন না। সেই কারণেই তিনি দ্যূতক্রীড়ায় যোগ দিয়েছিলেন।

৩২

সভাকক্ষে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা

(দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা মহাভারতের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ-ঘটনার সূত্রপাত দ্রোণ-দ্রুপদের বিরোধ থেকে। দ্রোণকে গুরুদক্ষিণা দিতে অর্জুন দ্রুপদকে বন্দি করে আনলেন। লাঞ্ছিত, অপমানিত দ্রুপদ গুরুতর তপস্যা শুরু করলেন। দ্রৌপদীর আবির্ভাব বীজ উপ্ত হল। দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার শেষ হয়েছে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ থেকে অশ্বত্থামার মাথার মণি দান করে নির্বাসন যাত্রায়।

কিন্তু দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার বিবরণ রচনার পূর্বে অন্য কয়েকটি প্রশ্নের মীমাংসা করা প্রয়োজন। প্রথমত এই দ্যূতক্রীড়া অনিবার্য ছিল কি না। বহু মহাভারত-আলোচক এই পাশা খেলার জন্য যুধিষ্ঠিরের প্রচণ্ড সমালোচনা করেছেন। অতি শ্রদ্ধেয় এক ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত, আলোচনা প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, এই পাশা খেলার দরকার কী ছিল যুধিষ্ঠিরের? তিনি আমন্ত্রণ অস্বীকার করতে পারতেন। তিনি কি পাশা খেলার আহ্বান স্বীকার করার আগে বিদুর, ভীমার্জুনের পরামর্শ নিয়েছিলেন। অন্য কয়েকজন মহাভারত-আলোচকের মতোই তিনি মন্তব্য করেছেন— যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দ্যূতব্যসনপ্রিয় ছিলেন, সহজ ভাষায় তিনি জুয়াড়ি ছিলেন।)

সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই, এঁরা যুধিষ্ঠির চরিত্রটির সম্যক উপলব্ধি করতে পারেননি। যুধিষ্ঠির নিজে থেকে দ্যূতক্রীড়ায় যাননি। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বিদুর মারফত তাঁকে আহ্বান করেছিলেন। যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বান কীভাবে অস্বীকার করবেন? ধৃতরাষ্ট্র তাঁর কাছে শুধুমাত্র জ্যেষ্ঠতাত নন, পিতৃহীন যুধিষ্ঠিরের পিতাই। সেই পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তা হলে তিনি আর যুধিষ্ঠির থাকতেন না। সারা ভারতে তাঁর অখ্যাতি ঘটত, বদনাম হত। পিতার আমন্ত্রণ যুধিষ্ঠির অস্বীকার করতে পারতেন না। অন্য ভ্রাতাদের কিংবা বিদুরের পরামর্শ যুধিষ্ঠিরের প্রয়োজন ছিল না। যুধিষ্ঠির চিরকালই সংকল্পে অটল ছিলেন। জন্মের পর থেকে তিনি একটিও কাজ করেননি, যা ধর্মকে লঙ্ঘন করে। দ্রোণাচার্যকে অস্ত্র ত্যাগ করানোর জন্য যুধিষ্ঠিরের 'ইতি কুঞ্জর' এই অর্ধ-সত্য স্মরণ করেও একথা বলছি। ধর্ম ছিল যুধিষ্ঠিরের স্বাভাবিক বর্ম। দ্যূতক্রীড়ার জন্য দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় ক্ষুব্ধ ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের হাত দগ্ধ করবেন বলে সহদেবকে অগ্নি আনতে বলেছিলেন। তখন অর্জুন, যিনি যুধিষ্ঠিরের "ভ্রাতাশ্চ শিষ্যশ্চ"— ভীমসেনকে বলেছিলেন— "আর্য ভীমসেন, আপনি পূর্বে কখনও এরূপ বাক্য প্রয়োগ করেননি; সুতরাং নিশ্চয়ই নৃশংস শত্রুরা আপনার

ধর্মগৌরবও নষ্ট করে দিচ্ছে। আপনি শত্রুদের অভিলাষ পূর্ণ করবেন না, উত্তম ধর্মাচরণই করুন; ধার্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অপমান করবেন না।"

আহূতো হি পরৈ রাজা ক্ষাত্রং ধর্ম্মমনুস্মরণ্।
দীব্যতে পরকামেন তন্নঃ কীর্ত্তিকরং মহৎ ॥ সভা: ৬৫: ৯ ॥

"আহূত ক্ষত্রিয় রাজা দ্যূতক্রীড়ায় প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না। যুধিষ্ঠির সে কর্তব্য পালন করেছেন। তা মহৎ কীর্তিস্বরূপ।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন করতেই দ্যূতক্রীড়ায় সম্মত হয়েছিলেন। অন্য কোনও ভ্রাতা বা বিদুরের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন তাঁর হয়নি।

অভিযোগ উঠেছে, যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দ্যূতব্যসনপ্রিয় ছিলেন। কেউ কেউ সোজাসুজি বলেছেন যুধিষ্ঠির জুয়াড়ি ছিলেন। যুধিষ্ঠির কখনও জুয়াড়ি ছিলেন না। তৎকালীন অন্য ক্ষত্রিয় রাজার মতো যুধিষ্ঠির পাশা খেলতে পছন্দ করতেন। কিন্তু হস্তিনাপুর থেকে পাশা খেলার আমন্ত্রণ পেয়ে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন—

ন চাকামঃ শকুনিং দেবিতাহং ন চেন্মাং ধৃতরাষ্ট্র আহ্বয়িষ্যৎ।
আহূতোহহং ন নিবর্ত্তে কদাচিত্তদাহিতং শাশ্বতং বৈ ব্রতং মে ॥ সভা: ৫৫: ১৬ ॥

"পাশা খেলায় আমার ইচ্ছা নেই; সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র যদি আমাকে না ডাকেন, তবে আমি শকুনির সঙ্গে খেলব না। কারণ, আমাকে ডাকলে আমি ফিরি না, এ আমার চিরকালের জন্য অবলম্বিত ব্রত।" যুধিষ্ঠির আরও বললেন, "দ্যূতক্রীড়ায় কলহ অনিবার্য, তাই আমার তা ভাল লাগে না— কো বৈ দ্যূতং রোচয়েদ বুদ্ধিমান যঃ ॥" সভা: ৫৫: ১০ ॥

ধৃতরাষ্ট্রর আদেশে পাশা খেলা হল। চতুর্দশ পণে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রেখে হারলেন। দ্বিতীয়বার পাশা খেলায় পঞ্চ-পাণ্ডব দ্রৌপদীকে নিয়ে বনবাস গেলেন। বনবাস ভীমের ভাল লাগেনি। তিনি যুধিষ্ঠিরের আচরণ ক্লীবের আচরণ বললেন। তখন যুধিষ্ঠির দৃপ্ত ভাষায় ভীমকে বললেন, "আমি সত্যকে, ধর্মকে, অমৃত বা জীবন হতে বেশি মূল্য দিই। রাজা, পুত্র, যশ, ধন— এরা ধর্মের কণামাত্রেরও সমান মূল্যবান নয়।" যুধিষ্ঠিরের জীবনবেদ এমন স্পষ্টভাবে আর কোথাও ঘোষিত হয়নি।

বনবাসে ভ্রাতাদের ও ভার্যার জীবনযাপনের কষ্ট যুধিষ্ঠির দেখেছিলেন। রাজসভায় দ্রৌপদীর চূড়ান্ত অপমান ও লাঞ্ছনা তিনি প্রাণহীন মুমূর্ষের মতো দেখেছিলেন। মহাভারত চর্চাকারেরা যুধিষ্ঠিরের চূড়ান্ত সমালোচনা এই কারণে করেন। যুধিষ্ঠিরের সমর্থকেরা এমনকী দ্রৌপদী পর্যন্ত মনে করেন— শকুনি যুধিষ্ঠিরকে প্ররোচিত করে দ্রৌপদীকে পণ হিসাবে রাখতে বাধ্য করেছিলেন। বর্তমান লেখক এই মত সমর্থন করেন না। যুধিষ্ঠিরকে প্ররোচিত করা কারও পক্ষেই, কোনও অবস্থাতেই সম্ভব ছিল না । দ্রৌপদীকে পণ না রেখে যুধিষ্ঠির কি নল রাজার মতো (প্রথমবার পুষ্করের সঙ্গে পাশা খেলায়) উঠে যেতেন? তা হলে দ্রৌপদীর কী হত? ক্রীতদাস, পঞ্চস্বামীর স্ত্রী হয়েই তাঁকে সারাজীবন কাটাতে হত। তা কি দ্রৌপদীর পক্ষে মর্যাদার হত? যুধিষ্ঠির জানতেন স্বয়ংবর সভায় ব্যর্থ দুর্যোধনও

কর্ণের দ্রৌপদীর প্রতি সংগুপ্ত কামনা। এ-সংবাদ জানতেন শকুনি, এ-সংবাদ জানতেন ধৃতরাষ্ট্র। এই কারণেই শকুনি পাণ্ডবদের অন্য পত্নীদের পণ রাখার কথা উচ্চারণ করেননি। রাজলক্ষ্মী এবং পট্টমহিষী দ্রৌপদীকেই পণ হিসাবে চেয়েছিলেন। যুধিষ্ঠির তীক্ষ্ণবুদ্ধি মানুষ ছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন, দুর্যোধন ও তাঁর অনুচরেরা ছলে বলে কৌশলে ইন্দ্রপ্রস্থ গ্রহণ করবেন। তিনি অনুভব করেছিলেন, এঁরা তাঁকে শান্তিতে রাজ্যভোগ করতে দেবেন না। পণ ধরার সময়ে দ্রৌপদীর যে বর্ণনা যুধিষ্ঠির দিয়েছিলেন, তার থেকে বোঝা যায় যুধিষ্ঠির রূপরসিক মানুষ ছিলেন এবং দ্রৌপদী সম্পর্কে তাঁর প্রীতিও প্রকাশিত হয়। হয়তো ভেবেছিলেন, দ্রৌপদীর নামেই পাশার দান তাঁর অনুকূলে পড়বে, তিনি জিতে যাবেন। কিন্তু তা ঘটল না। সৃষ্টিকর্তা দ্রৌপদীর চূড়ান্ত লাঞ্ছনা ঘটাতে ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন। বহু সমালোচক মন্তব্য করেছেন, যুধিষ্ঠিরের জুয়াখেলার নেশায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা ঘটে। এ মন্তব্য সত্য নয়। আসলে সৃষ্টিকর্তা ব্যাসদেব দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। পৃথিবীর তিন মহাকবি আমাদের দেখিয়েছেন মদমত্ত পুরুষ যখনই সহায়সম্বলহীনা নারীর উপর অত্যাচার করেছে, তখন অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের মুখে সে পতিত হয়েছে। হেলেনকে অপহরণের কারণে ট্রয়-নগরী ধ্বংস হল, সীতাহরণের জন্য ভুবনবিখ্যাত স্বর্ণলঙ্কার বিনাশ ঘটল আর পুরুষের রাজসভায় দ্রৌপদীর অসম্মান কুরুবংশের ধ্বংস করে ফেলল। যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলা এর উপলক্ষ্য মাত্র ছিল। দ্রৌপদীর জন্মলগ্নেই দৈববাণী হয়েছিল— "এই কন্যার জন্য কুরুবংশ ধ্বংস হবে।" (সেই ধ্বংসের সূচনা হল দ্যূতক্রীড়াসভায়।)

পাশা খেলার চতুর্দশ চালে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রাখলেন—

নৈবা হ্রস্বা ন মহতী নাতিকৃষ্ণা ন রোহিণী।
নীলকুঞ্চিতকেশী চ তয়া দীব্যাম্যহং ত্বয়া ॥ সভা: ৬২:২৯ ॥

"যিনি খর্বা নন, দীর্ঘাও নন, কৃষ্ণবর্ণা নন এবং অত্যন্ত রক্তবর্ণাও নন, আর যাঁর কেশকলাপ কৃষ্ণবর্ণ এবং কুঞ্চিত সেই দ্রৌপদীর দ্বারাই আমি আপনার সঙ্গে খেলা করব।"

বৃদ্ধ সমস্ত সভাসদ 'ধিক ধিক' বলতে লাগলেন। সমস্ত সভা বিচলিত হয়ে উঠল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতির ঘাম ঝরতে লাগল, বিদুর দু'হাতে মাথা ধরে প্রাণহীনের ন্যায় হয়ে পড়লেন এবং সাপের মতো মুখ নিচু করে নিশ্বাস ত্যাগ করতে লাগলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র আনন্দিত হয়ে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, "কী জয় করলে? কী জয় করলে?" তিনি হৃদয়ের আনন্দ গোপন করতে পারলেন না।

কর্ণ দুঃশাসন প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন। অন্য সভ্যগণের চোখ থেকে জল পড়তে লাগল। জয়োৎফুল্ল ও মদমত্ত শকুন গুটিগুলি খেলে "এও জিতলাম"— বলে চিৎকার করে উঠলেন।

দুর্যোধন বললেন "বিদুর এই দিকে এসো, তুমি গিয়ে পাণ্ডবদের মনোনীতা প্রিয়তমা ভার্যা দ্রৌপদীকে এখানে নিয়ে এসো। সেই পাপশীলা এই ঘর ঝাঁট দিক। সে এক্ষুনি এখানে আসুক, পরে অন্তঃপুরে গিয়ে অন্য দাসীদের সঙ্গে থাকবে।" বিদুর বললেন, "মূর্খ। তোমার

মতো লোকই অভাবনীয় বিষয়ে বলতে পারে। তুমি দৈবকর্তৃক পাশবদ্ধ হয়ে কিছু বুঝতে পারছ না। তুমি উচ্চ স্থানে ঝুলছ। অনিবার্য পতন সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণা নেই। তুমি হরিণ হয়ে বাঘদের অত্যন্ত ক্রুদ্ধ করছ। হে অতিমূর্খ। তোমার মাথার উপর পূর্ণকোপ মহাবিষ সর্পগণ অবস্থান করছে; তুমি তাদের আর কুপিত কোরো না, যমালয়ে যেয়ো না। দ্রৌপদী দাসী হতে পারেন না। কারণ যুধিষ্ঠির (দ্যুতে হেরে গিয়ে) অস্বামী অবস্থায় তাঁকে পণ রেখেছিলেন। এই আমার অভিমত। হায়, বাঁশ যেমন নিজের মৃত্যুর জন্য ফল ধারণ করে, এই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রও তেমনই নিজের মৃত্যুর জন্য দ্যূতক্রীড়ায় জয়লাভ করে ধনলাভ করছে। মহাভয়জনক শত্রুতার জন্যই দ্যূতক্রীড়া হয়ে থাকে, কিন্তু মৃত্যুকালে এই মদমত্ত নির্বোধ একথা বুঝতে পারছে না। কারওর মর্মবেদনা দেবে না, কাউকে নিষ্ঠুর বাক্য বলবে না, নিকৃষ্ট উপায়ে অন্যকে বশীভূত করবে না। অমঙ্গল ও পাপজনক বাক্য বলবে না। দুর্জনের মুখ থেকে মর্যাদাহানিকর বাক্য নির্গত হয়ে থাকে, যে বাক্যবাণে আহত হয়ে অন্য লোক রাত্রিদিন দুঃখ অনুভব করে। দুর্জনেরা পরের মর্মস্থানেই পতিত হয়, এইজন্য জ্ঞানীরা কখনও দুর্জনের সংসর্গ করেন না। একটা ছাগল ভূতলে স্থাপিত একখানা ছুরি গিলে ফেলেছিল, তারপর সেই ছুরির আগায় তার গলা কেটে গিয়েছিল। অতএব দুর্যোধন, তুমি সেই ছাগলের মতো আচরণ কোরো না। বনচর, গৃহস্থ, দরিদ্র কিংবা বিদ্বান— কারও প্রতি পাণ্ডবেরা এরূপ কোনও কথা বলেন না। কুকুরতুল্য মানুষেরাই সর্বদা এই জাতীয় কথা বলে। দুর্যোধন বুঝতে পারছে না যে দ্যূতক্রীড়া নরকের দ্বার। দ্যূতক্রীড়ায় উন্নতি দেখে দুঃশাসনের সঙ্গে বহু কুরুবংশীয় দুর্যোধনের অনুসরণ করছে। যদি লাউ জলে ডুবে যায়, পাথর জলে ভাসে, নৌকা সর্বদাই জলমগ্ন থাকে— তবু ধৃতরাষ্ট্রের এই পুত্র আমার উপদেশ শুনবে না।"

তখন 'বিদুরকে ধিক' এই কথা বলে মদমত্ত দুর্যোধন প্রতিকামীকে ডেকে বললেন, "প্রতিকামী তুমি দ্রৌপদীকে নিয়ে এসো। পাণ্ডবদের থেকে তোমার কোনও ভয় নেই। এই বিদুর সর্বদা পাণ্ডবদের ভয় পায় এবং আমাদের অবনতি কামনা করে।"

দুর্যোধনের আদেশ অনুসারে প্রতিকামী অন্তঃপুরে প্রবেশ করে দ্রৌপদীর কাছে গেল। প্রতিকামী দ্রৌপদীকে বলল, "দ্রুপদনন্দিনী, রাজা যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় মত্ত হয়ে আপনাকে দ্যূতে পণ রেখেছিলেন। দুর্যোধন আপনাকে জয় করেছেন। অতএব আপনি রাজসভায় চলুন।"

দ্রৌপদী বললেন, "প্রতিকামী তুমি কেন একথা বলছ। কোন রাজপুত্র আপন ভার্যাকে নিয়ে দ্যূতক্রীড়া করেন? রাজা দ্যূতমদে মত্ত হয়ে একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছেন; তাঁর কি পণ ধরবার যোগ্য কোনও বস্তুই ছিল না?"

প্রতিকামী বলল, "রাজনন্দিনী যখন তাঁর পণ ধরার যোগ্য কোনও বস্তুই অবশিষ্ট ছিল না, তখনও তিনি খেলছিলেন। প্রথমে ভ্রাতৃগণকে, পরে নিজেকে এবং তারপরে আপনাকে পণ রেখেছিলেন।"

দ্রৌপদী বললেন, "সুতপুত্র তুমি সভায় গিয়ে সেই দ্যূতকারকে জিজ্ঞাসা করো যে, আপনি কি নিজেকে হারিয়েছেন প্রথমে, না দ্রৌপদীকে হারিয়েছেন। তুমি একথা জেনে এসো, তারপর আমাকে সভায় নিয়ে যেয়ো।"

প্রতিকামী রাজসভায় গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদীর প্রশ্ন জানাল। তখন যুধিষ্ঠির অচৈতন্য এবং প্রাণহীনের মতো হয়েছিলেন। ভাল বা মন্দ কোনও কথাই প্রতিকামীকে বললেন না। তখন দুর্যোধন প্রতিকামীকে বললেন, "দ্রৌপদী এইখানে এসে প্রশ্ন করুক। তার ও যুধিষ্ঠিরের সমস্ত কথা এই সভা শুনবেন।"

দুর্যোধনের বশবর্তী প্রতিকামী দুঃখিত হয়ে পুনরায় অন্তঃপুরে গিয়ে দ্রৌপদীকে বলল, "রাজনন্দিনী সভ্যগণ আপনাকে আহ্বান করছেন। আমি মনে করি— কৌরবদের বিনাশের সময় উপস্থিত হয়েছে। কারণ, ক্ষুদ্র লোক প্রধান লোকের সম্মান রাখছে না। যেহেতু কৌরবেরা আপনাকে সভায় নিয়ে যাবে।"

দ্রৌপদী বললেন, "নিশ্চয়ই বিধাতা এই বিধান করেছেন যে, পণ্ডিত ও মূর্খ দুই শ্রেণির লোকই ধর্ম ও অধর্মকে স্পর্শ করে থাকে; জ্ঞানী ব্যক্তিরা ধর্মকে প্রধান রূপে অবলম্বন করেন। আমরা সেই ধর্ম রক্ষা করতে পারলে, বিধাতা আমাদের মঙ্গল করবেন।

"সেই ধর্ম যেন কৌরবদের পরিত্যাগ না করেন। তুমি গিয়ে সভ্যগণকে আমার এই ধর্মসঙ্গত বাক্য জিজ্ঞাসা করো। সেই ধর্মাত্মা, নীতিজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠ সভ্যগণ আমাকে যা বলবেন, আমি নিশ্চয়ই তা করব।"

প্রতিকামী দ্রৌপদীর কথা শুনে সভায় গিয়ে তা বলল। কিন্তু সভ্যেরা বিষয়টিতে দুর্যোধনের যথেষ্ট আগ্রহ বুঝে কোনও উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে রইলেন। তখন যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের মনোগত অভিপ্রায় বুঝে একটি বিশ্বস্ত দূতকে এই বলে দ্রৌপদীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন, "দ্রুপদনন্দিনী তুমি রজস্বলা; একখানি মাত্র বস্ত্রই তোমার পরিধানে আছে; সেই অবস্থাতেই তুমি রোদন করতে করতে সভায় এসে শ্বশুরের সম্মুখে দাঁড়াও।" দূত দ্রৌপদীকে গিয়ে যুধিষ্ঠিরের বার্তা জানাল। সত্যবদ্ধ পাণ্ডবেরা বিষণ্ণ দুঃখিত হয়ে মাথা নিচু করে কোনও দিকে না তাকিয়ে বসে রইলেন। দুর্যোধন পাণ্ডবদের সেই দুরবস্থা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে সূতকে বললেন, "প্রতিকামী দ্রৌপদীকে এখানে নিয়ে এসো। তাঁর উপস্থিতিতেই পাণ্ডবগণ বলুন যে, আমি তাঁকে জিতেছি কি না।"

প্রতিকামী দুর্যোধনের বশবর্তী ছিল কিন্তু দ্রৌপদীর ক্রোধের ভয়ও করছিল। সে আত্মসম্মান পরিত্যাগ করে সভ্যগণের কাছে আবার জিজ্ঞাসা করল, "আমি দ্রৌপদীকে কী বলব?"

দুর্যোধন বললেন, "দুঃশাসন এই দুর্বলচিত্ত প্রতিকামী ভীমকে ভয় পাচ্ছে। তুমি নিজে গিয়ে দ্রৌপদীকে ধরে নিয়ে এসো। পরাধীন শত্রুরা তোমার কী করবে?"

ভ্রাতার আদেশ শুনে দুঃশাসন পাণ্ডবদের ঘরে গিয়ে দ্রৌপদীকে বলল, "পাঞ্চালনন্দিনী এসো এসো। কৃষ্ণে তুমি দ্যূতক্রীড়ায় বিজিত হয়েছ। অতএব লজ্জা পরিত্যাগ করো এবং দুর্যোধনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করো। হে সুদীর্ঘপদ্মনয়নে! তুমি কৌরবদের ভজনা করো। তুমি ধর্ম অনুসারেই লব্ধ হয়েছ; অতএব সভায় চলে এসো।"

তখন অত্যন্ত দুঃখিতা দ্রৌপদী উঠে, মলিন হাত দিয়ে মুখ মুছে, আকুল হয়ে যেখানে গান্ধারী ছাড়া ধৃতরাষ্ট্রের অন্য ভার্যারা অবস্থান করছিলেন— দৌড়ে সেখানে গেলেন। তখন দুঃশাসনও অত্যন্ত ভর্ৎসনা করতে করতে দ্রৌপদীর কাছে উপস্থিত হয়ে, তাঁর দীর্ঘ, নীল ও

কুঞ্চিত কেশকলাপ ধারণ করলেন। যে কেশকলাপ রাজসূয় মহাযজ্ঞে মন্ত্রপূত জল দ্বারা সিক্ত হয়েছিল, দুঃশাসন পাণ্ডবদের বলকে অবজ্ঞা করে বলপূর্বক সেই কেশকলাপ ধারণ করলেন। দ্রৌপদীর স্বামীরা সেখানে বিদ্যমান ছিলেন, তবুও স্বামীহীনার মতো দুঃশাসন তাঁকে টানতে টানতে সভায় নিয়ে গেল।

দুঃশাসনের আকর্ষণে দ্রৌপদীর দেহটি অবনত হয়ে পড়েছিল। সেই অবস্থায় তিনি ধীরে ধীরে বললেন, "মন্দবুদ্ধি! আমি রজস্বলা; সুতরাং আমার পরিধানে একখানি মাত্র বস্ত্র, অতএব দুর্জন! এই অবস্থায় আমাকে তুমি সভার মধ্যে নিয়ে যেতে পার না।" তখন দুঃশাসন বলপূর্বক কেশাকর্ষণ করেই দ্রৌপদীকে বলল, "দ্রৌপদী তুমি রজস্বলাই হও, কিংবা একবস্ত্রাই হও, অথবা বিবস্ত্রাই হও, তোমাকে জয় করেই দাসী করেছি; সুতরাং এখন যথাসুখে আমাদের ভজনা করো।" দ্রৌপদীও রক্ষা পাবার জন্য মনে মনে নররূপী কৃষ্ণকে স্মরণ করলেন, "কৃষ্ণঞ্চ বিষ্ণুঞ্চ হরিং নরঞ্চ ত্রাণায় বিক্রোশতি যাজ্ঞসেনী।"

দ্রৌপদী তখন আলুলায়িতা কেশ ছিলেন, কারণ দুর্যোধন তাঁর কেশ ধরে টানছিল। পরিধানের বস্ত্র অর্ধ পতিত হয়েছিল; তাতে তিনি লজ্জিত এবং ক্রোধে দগ্ধ হচ্ছিলেন। সেই অবস্থায় তিনি ধীরে ধীরে বললেন, "শাস্ত্রজ্ঞ, সৎক্রিয়াসম্পন্ন এবং ইন্দ্রতুল্য ব্যক্তিরা সভায় আছেন। গুরুস্থানীয় এবং গুরুজনেরাও সভায় উপস্থিত আছেন। তাঁদের সামনে আমি এভাবে যেতে পারি না।

"নৃশংস! দুর্জন! দুঃশাসন! তুই আমাকে বিবস্ত্রা করিস না, কিংবা আর সভার দিকে আকর্ষণ করিস না। কারণ ইন্দ্রের সঙ্গে, দেবগণ তোর সহায় হলেও ওই রাজপুত্রেরা তোকে ক্ষমা করবেন না। মহাত্মা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্মের দিকেই চেয়ে আছেন, সে ধর্মও অত্যন্ত সূক্ষ্ম। সুগভীর জ্ঞানী ব্যক্তি ছাড়া সেই ধর্মকে বোঝা যায় না। আমি সেই ধার্মিক স্বামীর গুণ পরিত্যাগ করে অণুমাত্র দোষও বাক্যদ্বারা প্রকাশ করতে পারি না।

"দুঃশাসন আমি রজস্বলা; তবুও তুই যে আমাকে কুরুবংশীয় বীরগণের মধ্যে আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছিস, তা গুরুতর অন্যায় হচ্ছে। হায়! এই সভায় কোনও ব্যক্তি এর নিন্দা পর্যন্ত করছেন না। নিশ্চয়ই সকলেই দুঃশাসনের কার্যের অনুমোদন করছেন। ধিক ভরতবংশের ধর্ম লোপ পেয়েছে। ক্ষত্রিয় ধর্মজ্ঞদের চরিত্রও নষ্ট হয়ে গেছে। কারণ তাঁরা সকলেই কৌরবধর্মের মর্যাদা লঙ্ঘন অবাধে প্রত্যক্ষ করছেন। মনে হচ্ছে, ভীষ্ম, দ্রোণ, মহামতি বিদুর এবং ধৃতরাষ্ট্র যেন প্রাণহীন হয়ে গেছেন। এই কৌরবশ্রেষ্ঠগণ এই ভয়ংকর অধর্মের কার্য যেন লক্ষই করছেন না।"

দ্রৌপদী করুণ স্বরে ওই কথা বলতে বলতে বক্রনয়নে পতিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, সেই বক্রদৃষ্টি পাণ্ডবদের আরও ক্রুদ্ধ করে তুলল। তাঁরা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। রাজ্য, ধন এবং উৎকৃষ্ট রত্ন সকল হারিয়েও তাঁরা সেরূপ দুঃখ লাভ করেননি। দ্রৌপদী কাতরভাবে পরাজিত পতিদের প্রতি দৃষ্টিপাত করছেন দেখে দুঃশাসন অচেতনপ্রায় দ্রৌপদীকে বেগে ধাক্কা দিয়ে অট্টহাস্য করে বলল, "দাসী।" দুঃশাসনের সেই কথায় কর্ণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে অট্টহাস্য করে দুঃশাসনের প্রশংসা করলেন এবং শকুনিও দুঃশাসনের কার্য অনুমোদন করলেন। দুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনি ছাড়া সভায় উপস্থিত অন্য সভ্যেরা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন।

তখন ভীষ্ম বললেন "ভাগ্যবতী, যাঁর যে বস্তুতে অধিকার থাকে না, তিনি সে বস্তু পণ রাখতে পারেন না। আবার স্ত্রীলোকের উপর পতির স্বত্ব থাকে। এই দুই দিক পর্যালোচনা করে ন্যায়ের অতি সূক্ষ্মতার জন্য আমি তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারছি না। আবার—

> ত্যাজেত্তু সর্বাং পৃথিবীং সমৃদ্ধাং যুধিষ্ঠিরঃ সত্যমথো ন জহ্যাৎ।
> উক্তং জিতোঽস্মীতি চ পাণ্ডবেন তস্মান্ন শক্নোমি বিবেক্তুমেতৎ ॥ সভা: ৬৪: ৪৭ ॥

যুধিষ্ঠির সমৃদ্ধসম্পন্ন সমস্ত রাজ্যও পরিত্যাগ করতে পারেন; কিন্তু সত্য পরিত্যাগ করতে পারেন না; সেই যুধিষ্ঠির জানিয়েছেন যে, আমি পরাজিত হয়েছি। সুতরাং আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না।"

দ্যূতক্রীড়ায় অদ্বিতীয় শকুনি যুধিষ্ঠিরের দ্যূতক্রীড়ার ইচ্ছা জন্মিয়ে দিয়েছেন। তারপর যুধিষ্ঠির এই দ্যূতক্রীড়াকে শঠতাপূর্বক ক্রীড়া বলে মনে করছেন না। তাই ভীষ্মের পক্ষে দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হল না।

দ্রৌপদী বললেন, "দ্যূতনিপুণ, দ্যূতপ্রিয়, দুষ্টচিত্ত, অসভ্য ও শঠতাপরায়ণ লোকেরা রাজাকে সভায় আহ্বান করেছিল। তখন রাজার দ্যূতক্রীড়ার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। সুতরাং কী করে তাঁর দ্যূতক্রীড়ায় ইচ্ছা জন্মাবে? নির্মল স্বভাব রাজা প্রথমে বিপক্ষের শঠতা বুঝতে পারেননি। তারপর সকলে মিলে তাঁকে জয় করেছে। পরে তিনি শঠতা বুঝেছেন। সে যাই হোক, পুত্র ও পুত্রবধূগণের নিয়ন্তা কুরুবংশীয়গণ এখানে উপস্থিত আছেন— তাঁরা সকলে আমার কথা পর্যালোচনা করে বলুন, আমি জিত হয়েছি কি না।"

অসহায় দ্রৌপদী বার বার স্বামীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করছেন দেখে দুঃশাসন তাঁকে নিষ্ঠুর, কটু, অপ্রিয় বাক্যসকল বলতে লাগল। দ্রৌপদী রজস্বলা ছিলেন। তাঁর গায়ের চাদর পড়ে গিয়েছিল। তিনি সে অবস্থার যোগ্য ছিলেন না, তবুও তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে ক্রোধ প্রকাশ করলেন।

ভীম বললেন, "মহারাজা! যুধিষ্ঠির! দেশে দ্যূতকারদের বেশ্যা থাকে। তারাও বেশ্যা দ্বারা দ্যূতক্রীড়া করে না। কারণ বেশ্যাদের উপরেও তাদের দয়া থাকে। আমাদের সকল ধন, রত্ন, বাহন, কবচ ও বস্ত্র, সেই সকল বস্তু, রাজ্য, আত্মা, আমরা— সকলই শত্রুরা ছল করে হরণ করেছে। তাতেও আমার ক্রোধ হয়নি। কারণ, আপনি এ সকল বস্তুরই স্বামী। কিন্তু পাণ্ডবদের লাভ করার পর দ্রৌপদী এরূপ কষ্ট পাবার যোগ্য নন। দ্রৌপদীকে নিয়ে পাশা খেলা আপনার অন্যায় হয়েছে। আপনার জন্যই ক্ষুদ্রস্বভাব, নৃশংসপ্রকৃতি, অশিক্ষিত কৌরবগণ দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা করেছে। এই লাঞ্ছনার মূল কারণ আপনিই, সুতরাং আপনার দুই হাত আমি দগ্ধ করব। সহদেব! অগ্নি আনয়ন করো।"

অর্জুন বললেন, "আর্য ভীমসেন, আপনি তো পূর্বে কোনওদিন এই ধরনের বাক্য ব্যবহার করেননি। নৃশংস শত্রুরা আপনার ধর্মগৌরবও নষ্ট করে দিয়েছে। শত্রুদের অভিলাষ পূর্ণ করবেন না। উত্তম ধর্মাচরণ করুন; ধার্মিক জ্যেষ্ঠভ্রাতার অপমান করবেন না—

আহতো হি পরৈ রাজা ক্ষাত্রং ধর্মমনুস্মরণ।
দীব্যতে পরকামেন তন্নঃ কীর্ত্তিকরং মহৎ ॥ সভা: ৬৫: ৯ ॥

অন্য লোক আহ্বান করলে, রাজা যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয়ধর্ম স্মরণ করে নিষ্কামভাবে খেলা করে থাকেন; তা আমাদের মহাকীর্তিজনক।"

ভীম বললেন, "অর্জুন তোমার বাক্যে আমি যদি শাস্ত্রীয় নিয়ম স্মরণ না করতাম, তবে নিশ্চয়ই আমি বলপূর্বক প্রজ্বলিত অগ্নিতে রাজার বাহুযুগল দগ্ধ করে ফেলতাম।"

পাণ্ডবেরা নিরুপায় অবস্থায় ছিলেন, দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা দেখে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র বিকর্ণ বলল, "রাজাগণ, দ্রৌপদী যা বললেন, আপনারা তার স্পষ্ট উত্তর দিন। সেই প্রশ্নের উত্তর না দিলে সদ্যই আমরা নরকে পতিত হব। ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও মহামতি বিদুর কিছু বলছেন না। আমি বুঝতে পারছি না আচার্য দ্রোণ ও কৃপ— এই দুই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠই বা নীরব কেন? অন্য যে সকল রাজা সকল দিক থেকে এসেছেন, তাঁরা ক্রোধ ও কাম পরিত্যাগ করে আপন আপন বক্তব্য বলুন।" বিকর্ণ বার বার এই কথা বললেও সভ্যেরা ভাল বা মন্দ কিছুই বললেন না।

তখন বিকর্ণ হাতের উপর হাত নিষ্পেষণ করে, নিশ্বাস ত্যাগ করতে করতে এই কথা বলল, "হে রাজগণ, হে কৌরবগণ, আপনারা দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর দিন বা না দিন, আমি এ-বিষয়ে আমার বক্তব্য বলব।

"মৃগয়া, মদ্যপান, অক্ষক্রীড়া এবং স্ত্রীসংসর্গে অত্যন্ত আসক্তি— এই চারটিকে মুনিরা রাজাদের ব্যসন বলে থাকেন। ব্যসনাসক্ত মানুষ ধর্ম লঙ্ঘনকারী হয় এবং তার সকল কার্যই অকার্যে পরিণত হয়।

"যুধিষ্ঠির ধূর্তগণ কর্তৃক আহূত হয়ে দ্যূতক্রীড়ায় অত্যন্ত আসক্ত অবস্থায় দ্রৌপদীকে পণ ধরেছিলেন। তারপর, অনিন্দিতা দ্রৌপদীর উপরে সকল পাণ্ডবেরই সমান স্বত্ব আছে। আর যুধিষ্ঠির প্রথমে নিজে পরাজিত হয়ে, পরে দ্রৌপদীকে পণ ধরেছিলেন। এবং শকুনি দ্রৌপদীকে পণ ধরাবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে প্ররোচিত করেছিলেন। এই সমস্ত কিছু বিবেচনা করে আমি মনে করি যে, দ্রৌপদী দুর্যোধন কর্তৃক বিজিত হননি।"

বিকর্ণের কথা শুনে সভ্যগণের মধ্যে বহু লোক বিকর্ণের প্রশংসা ও শকুনির নিন্দা করতে লাগলেন। তখন রাধানন্দন কর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আপনার বিশাল বাহু মর্দন করতে করতে বলতে লাগলেন, "বিকর্ণের মধ্যে বহুতর বিকার দেখা যাচ্ছে। অরুণি কাঠ যেমন বিনাশের জন্য সৃষ্টি হয়, তেমনই বিকর্ণজাত বিকারগুলি তার বিনাশের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। দ্রৌপদী নিজের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য সভাসদদের বার বার অনুরোধ করেছেন। কিন্তু কোনও সভ্যই কথা বলছেন না। কারণ সকলেই দ্রৌপদীকে ধর্ম অনুসারে বিজিতা বলে মনে করছেন। আর বিকর্ণ, তুমি বালক, সভায় বৃদ্ধদের মধ্যে কথা বলছ। তুমি যথাযথভাবে ধর্ম মান না। তুমি নির্বোধ, তাই তুমি দ্রৌপদীকে অজিত বলে বোধ করছ। অথচ যুধিষ্ঠির সভার মধ্যেই তাঁর সর্বস্ব পণ রেখেছিলেন। দ্রৌপদী সেই সর্বস্বের অন্তর্গত। সুতরাং দ্রৌপদী ধর্ম অনুসারেই বিজিতা হয়েছেন। সুতরাং, তোমার বক্তব্য সঙ্গত নয়। যুধিষ্ঠির স্পষ্ট বাক্যে দ্রৌপদীকে পণ ধরেছিলেন, অন্যান্য পাণ্ডবেরাও তা অনুমোদন করেছিলেন। অথবা কোন বাক্যে তুমি বলতে পারো যে দ্রৌপদী অবিজিত হবেন? তুমি যদি মনে কর, একবস্ত্রা

দ্রৌপদীকে সভার মধ্যে আনা সঙ্গত হয়নি। তা হলে আমার উৎকৃষ্ট বাক্য শোনো। স্ত্রীলোকের একটি স্বামীই বেদ অনুমোদিত। দ্রৌপদী অনেক স্বামীর অধীন। সুতরাং তাঁকে 'বেশ্যা' বলে নিশ্চয় করা যায়। আর বেশ্যা একবস্ত্রাই হোক কিংবা বিবস্ত্রাই হোক, তাকে সভায় আনা কোনও অন্যায় ব্যাপার নয়। পাণ্ডবদের সমস্ত কিছুই শকুনি ধর্মানুসারে জয় করেছেন। দুঃশাসন এই পণ্ডিতাভিমানী বিকর্ণ নিতান্ত বালক; অতএব তুমি পাণ্ডবগণের ও দ্রৌপদীর বস্ত্রগুলি হরণ করো!"

পাণ্ডবেরা কর্ণের কথা শুনেই সকলে আপন আপন বস্ত্র পরিত্যাগ করে সভায় উপবেশন করলেন। তারপর দুঃশাসন বলপূর্বক দ্রৌপদীর বস্ত্র ধারণ করে সভার মধ্যেই তা টেনে খুলে নেবার জন্য আকর্ষণ করল।

> কৃষ্ণঞ্চ বিষ্ণুঞ্চ হরিং নরঞ্চ ত্রাণায় বিক্রোশতি যাজ্ঞসেনী।
> ততস্তু ধর্মোহন্তরিতো মহাত্মা সমাবৃণোদ্বিবিধৈর্বস্ত্রপূগৈঃ ॥ সভা: ৬৫: ৪১ ॥

তখন দ্রৌপদী লজ্জানিবারণের জন্য সর্বদুঃখহর্তা নরমূর্তিধারী কৃষ্ণনামক বিষ্ণুকে মনে মনে ডাকতে লাগলেন। তখন (যুধিষ্ঠিরের পিতা) মহাত্মা ধর্ম এসে বস্ত্ররূপ ধারণ করে নানাবিধ বস্ত্রসমূহ দ্বারা (পুত্রবধূ) দ্রৌপদীকে আবৃত করলেন। দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করতে থাকলে, সেইরূপ অন্য অনেক বস্ত্র আবির্ভূত হতে থাকল। ধর্ম লজ্জা রক্ষা করতে থাকায় নানা রঙের শত শত বস্ত্র প্রাদুর্ভূত হতে লাগল। রাজারা সেই আশ্চর্য ঘটনা দেখে দ্রৌপদীর প্রশংসা ও দুঃশাসনের নিন্দা করতে লাগলেন।

তখন ভীমসেন হাতে হাত ঘষতে ঘষতে উপস্থিত রাজাগণের মধ্যে বিশাল শব্দে শপথ উচ্চারণ করলেন, "হে জগদ্বাসী ক্ষত্রিয়গণ! আপনারা আমার বাক্য শ্রবণ করুন। যে বাক্য পূর্বে অন্য কোনও লোক বলেনি বা ভবিষ্যতে বলবে না। আমি যদি বলপূর্বক এই পাপাত্মা, দুর্বুদ্ধি ও ভরতকুলকলঙ্ক দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করে রক্ত পান না করি এবং রাজগণ! এই প্রতিজ্ঞা করে তা যদি সম্পন্ন না করি, তবে যেন আমি পিতৃপুরুষগণের গতি লাভ না করি।

সভায় উপস্থিত রাজারা ভীমসেনের প্রশংসা ও দুঃশাসনের নিন্দা করতে লাগলেন। ওদিকে দ্রৌপদীর বস্ত্রসমূহ সভার মধ্যে রাশীকৃত হল, তখন দুঃশাসন পরিশ্রান্ত ও লজ্জিত হয়ে উপবেশন করল। তখন সর্বধর্মজ্ঞ বিদুর বাহুযুগল উত্তোলনপূর্বক সভ্যগণকে কোলাহল করতে নিষেধ করে বললেন, "সভ্যগণ, দ্রৌপদী এই প্রশ্ন করে অনাথার ন্যায় অনবরত রোদন করছেন! অথচ আপনারা তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না। এতে ধর্মের হানি হচ্ছে। সাধুলোক দুঃখসন্তপ্ত বিচারার্থীর প্রশ্নের সত্যধর্ম অনুসারে উত্তর দিয়ে তাঁকে শান্ত করেন।"

রাজাগণ, বিকর্ণ আপন বুদ্ধি অনুসারে উত্তর দিয়েছেন। আপনারাও আপন-আপন বুদ্ধি-অনুসারে প্রশ্নের উত্তর দান করুন। যে ধর্মজ্ঞ সভ্য প্রশ্নের উত্তর না করেন, তিনি মিথ্যা ব্যবহার অর্ধফল লাভ করেন। আর ধর্মজ্ঞ যে সভ্য মিথ্যা বলেন, তিনি মিথ্যাচারের, সমগ্র ফল লাভ করেন।" রাজারা বিদুরের কথা শুনে কিছু বললেন না। এই সময়ে কর্ণ দুঃশাসনকে বললেন, "দাসী দ্রৌপদীকে ঘরে নিয়ে যাও।"

তখন লজ্জিতা ও দীনা দ্রৌপদী সভার প্রান্তে থেকে কাঁপছিলেন এবং পাণ্ডবদের লক্ষ

করে বিলাপ করছিলেন। তখন দুঃশাসন তাঁকে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করলেন। দ্রৌপদী বললেন, "স্বয়ংবর সভায় রাজারা আমাকে দেখেছিলেন, অন্যত্র দেখেননি। সেই আমি আজ সভায় এসেছি। পূর্বে বায়ু এবং সূর্য পর্যন্ত আমাকে দেখতে পেতেন না, আজ কুরুবংশীয়েরা উন্মুক্ত সভায় আমাকে দেখছেন। পূর্বে বাতাস আমাকে স্পর্শ করলে পাণ্ডবেরা সহ্য করতেন না, আজ দুরাত্মা দুঃশাসন আমাকে স্পর্শ করছেন, তবুও পাণ্ডবেরা সহ্য করছেন। এই সভায় আমি কারও পুত্রবধূস্থানীয়া, কারও বা কন্যাস্থানীয়া এবং আমি কষ্ট পাওয়ার যোগ্য নই। তথাপি দুঃশাসন আমাকে কষ্ট দিচ্ছে এবং কুরুবংশীয়েরা তা সহ্য করছেন। সুতরাং আমি মনে করি—কালের পরিবর্তন ঘটছে। সবথেকে দৈন্যের বিষয় হল— আমি শুভলক্ষণা স্ত্রী হয়েও সভার মধ্যে আসতে বাধ্য হয়েছি। রাজাদের ধর্ম কোথায় গেল? পূর্ববর্তী রাজারা কোনও ধর্মনিষ্ঠ নারীকে সভার মধ্যে আনতেন না। সনাতন পূর্বধর্ম কুরুবংশে নষ্ট হয়ে গেল। আমি পাণ্ডবগণের ভার্যা, দ্রুপদরাজের কন্যা, কৃষ্ণের সখী হয়ে কী করে রাজসভায় আসতে পারি? আমি ধর্মরাজের সবর্ণা ভার্যা, সেই আমাকে আপনারা দাসী বা অদাসী যা বলবেন, আমি তদনুসারে কাজ করব। কুরুবংশের যশোনাশক এই ক্ষুদ্র দুঃশাসন আমাকে অত্যন্ত কষ্ট দিচ্ছে। আমি এ কষ্ট দীর্ঘকাল সহ্য করতে পারব না।"

ভীষ্ম বললেন, "আমি পূর্বেই বলেছি, জগতে বিজ্ঞ মহাত্মারাও ধর্মের সূক্ষ্মগতি বুঝতে পারেন না। জগতে প্রবল লোক যাকে ধর্ম বলে, ধর্মবিচারের সময় সেটাই ধর্ম হয়। দুর্বল লোক যা বলে, তা ধর্ম হিসাবে গ্রাহ্য হয় না। সূক্ষ্ম, অত্যন্ত দুর্বোধ্য এবং এই কার্যের গুরুত্ববশত আমি বিবেচনাপূর্বক নিশ্চয় করে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না। তবে অচিরকালের মধ্যেই এ বংশের ধ্বংস হবে। কুরুবংশীয়েরা লোভপরায়ণ ও মোহপরায়ণ হয়ে পড়েছে। তুমি যাদের কুলবধূ, তাঁদের কুলোৎপন্ন ব্যক্তিরা অত্যন্ত ব্যসনাসক্ত হয়েও তোমার গুণেই ধর্মপথ থেকে ভ্রষ্ট হচ্ছেন না। পাঞ্চালী তোমার আচরণ অত্যন্ত সঙ্গত। তুমি বিপদে পড়েও ধর্মের অনুসরণ করছ। আমার ধারণা এই যে, তোমার এই প্রশ্নে যুধিষ্ঠিরের কথাই গ্রাহ্য। সুতরাং, তিনি নিজেই বলুন যে, তুমি জিতা, না অজিতা।"

দুর্যোধন বললেন, "দ্রৌপদী তোমার এই প্রশ্ন ভীমার্জুন নকুল সহদেবের উপরেই থাক। এঁরাই তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন। এঁরা বলুন যে যুধিষ্ঠির তোমার স্বামী নন এবং তিনি মিথ্যাবাদী। তা হলে তুমি দাস্যভাব থেকে মুক্তি পাবে। অথবা ধার্মিক, মহাত্মা, ইন্দ্রতুল্য যুধিষ্ঠির বলুন যে তিনি তোমার প্রভু না অপ্রভু। এর যে-কোনও একটি পথে তুমি মুক্তি পাবে।"

সমস্ত সভা যুধিষ্ঠিরের উত্তরের জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল। তখন ভীমসেন চন্দনলিপ্ত গোলাকার বিশাল বাহু উত্তোলন করে বললেন, "আমাদের গুরু ও মহামনা এই ধর্মরাজ যদি আমাদের সকলের প্রভু না হতেন, তা হলে আমরা কখনই ক্ষমা করতাম না। আমাদের পুণ্য, তপস্যা, এমনকী প্রাণ পর্যন্তের অধীশ্বর যদি আপনাকে পরাজিত মনে করেন, তবে আমরাও পরাজিত হয়েছি। নইলে দ্রৌপদীর কেশ আকর্ষণ করে জীবিত প্রাণী আমার হাত থেকে মুক্তি পেত না। বিশাল হস্তীশুণ্ডের মতো আমার এই হাত দেখুন। এই হাতের নাগালে এসে ইন্দ্রও মুক্তি পেতে পারেন না। কিন্তু আমি ধর্মপাশে বদ্ধ, যুধিষ্ঠিরের গৌরবে নিরুদ্ধ এবং

অর্জুনের নিবারণে নিবর্তিত, তাই এই কষ্ট ভোগ করছি। এখন ধর্মরাজ যদি আমাকে বিদায় দেন, তবে আমি—সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগসমূহকে বধ করে, তেমনই চপেটাঘাত দ্বারাই এই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মেরে ফেলতাম।" ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর এই আস্ফালন সমর্থন করলেন।

কর্ণ বললেন, "দ্রৌপদী, ক্রীতা, পুত্র এবং ভার্যা, এই জনেরা, আপন ধনেও স্বত্বহীন হয়ে থাকেন। আপন ভার্যার উপরে ক্রীতদাসের স্বত্ব থাকে না। অতএব রাজনন্দিনী, তুমি অন্তঃপুরে প্রবেশ করে স্বামীসেবা করো। এখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরাই তোমার প্রভু। পতিদের সঙ্গে কাম ব্যবহার করা নিন্দনীয় নয়। সর্বদা একথা স্মরণ রেখো। এখন পাণ্ডবেরা আর তোমার স্বামী নয়। যুধিষ্ঠিরের আর জন্মগ্রহণের কোনও সার্থকতা নেই। কারণ তিনি দ্রৌপদীকে পণ ধরেছিলেন।"

তখন ভীমসেন বললেন "রাজা, আমি কর্ণের উপরে ক্রুদ্ধ হইনি। কারণ, কর্ণ দাসধর্ম সত্য বলেছে। আপনি যদি দ্রৌপদীকে নিয়ে না খেলতেন, শত্রুরা এ কথা বলতে পারত না।" যুধিষ্ঠির নীরবেই রইলেন। তখন দুর্যোধন ভীমকে শুনিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "রাজা, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব—সকলেই আপনার আদেশের অধীন। আপনি দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর দিন এবং দ্রৌপদীকে অজিতা বলে মনে করলেও তা বলুন।"

দুর্যোধন এই কথা বলে বাম উরুদেশ থেকে বস্ত্র সরিয়ে, হাসতে হাসতে দ্রৌপদীর দিকে তাকালেন। কদলীস্তম্ভ ও হস্তীশুণ্ডের তুল্য গোল, বজ্রের মতো দৃঢ় এবং সর্বলক্ষণ প্রশস্ত আপন বাম উরু দ্রৌপদীকে দেখালেন। ভীমসেন তা দেখে আরক্তনয়ন যুগল বিস্ফারিত করে সভ্যগণকে শুনিয়ে দুর্যোধনকে বললেন, "দুর্যোধন! আমি যদি মহাযুদ্ধে তোমার এই উরু ভঙ্গ না করি, তবে যেন আমি পিতৃপুরুষদের সঙ্গে একলোকে বাস না করি।" ভীমসেনের সমস্ত রোমকূপ থেকে আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছিল।

তখন বিদুর বললেন, "ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ! তোমাদের বোঝা দরকার ভয়ংকর ভয় উপস্থিত হয়েছে, এবং তা ভীমসেন থেকেই উপস্থিত হয়েছে। তোমার দ্যূতের নিয়ম লঙ্ঘন করে স্ত্রীলোককে সভায় এনে বিবাদ করেছ। এতে তোমাদের সব মঙ্গল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যুধিষ্ঠির যদি আগে দ্রৌপদীকে পণ ধরতেন, তখন তিনি এঁর প্রভু থাকতেন। সুতরাং দ্রৌপদীকে জয় করাটা তোমাদের স্বপ্নে ধন জয় করার মতো হয়েছে। যুধিষ্ঠির আপন পরাজয়বশত অস্বামী হয়েই দ্রৌপদীকে পণ ধরেছিলেন।"

অর্জুন বললেন, "রাজা যুধিষ্ঠির আগে আমাদের প্রভু ছিলেন। কিন্তু নিজেকে হারিয়ে উনি কোন বস্তুর প্রভু থাকতে পারেন?"

তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের হোমগৃহে উচ্চ স্বরে শৃগাল ডাকতে লাগল এবং সেই শব্দ লক্ষ্য করে গর্দভ ও ভয়ংকর পক্ষীসকল চারদিকে ডাকতে লাগল। বিদুর, গান্ধারী, ভীষ্ম, দ্রোণ কৃপ সেই শব্দ শুনতে পেলেন এবং উচ্চ স্বরে 'স্বস্তি স্বস্তি' বলে উঠলেন। বিদুর ও গান্ধারী সেই, দুর্লক্ষণ ধৃতরাষ্ট্রকে জানালেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনকে বললেন, "মন্দবুদ্ধি! তুই তো মরেছিস! তুই কৌরব শ্রেষ্ঠগণের সভায় স্ত্রীলোকের সঙ্গে, বিশেষত পাণ্ডবগণের ধর্মপত্নীর সঙ্গে আলাপ করেছিস।"

শাস্ত্রজ্ঞ ও তত্ত্ববুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র এই বলে বিশেষ বিবেচনা করে পাঞ্চালরাজনন্দিনী

দ্রৌপদীকে বললেন, "পাঞ্চালি! তুমি যা ইচ্ছা করো, বর গ্রহণ করো। তুমি আমার বধুগণের মধ্যে প্রধানা। ধর্মপরায়ণা ও সতী।"

দ্রৌপদী বললেন, "হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যদি আপনি আমাকে বর দেন, তবে আমি এই বর গ্রহণ করছি যে, সর্বধর্মানুসারী শ্রীমান যুধিষ্ঠির দাসত্ব থেকে মুক্ত হন। আমার এবং যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রশস্ত হৃদয় প্রতিবিন্ধ্যকে কেউ যেন দাসপুত্র সম্বোধন না করে।"

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, "কল্যাণী তুমি যা বললে তাই হোক। তুমি দ্বিতীয় বর গ্রহণ করো। আমার মন বলছে যে তুমি কেবলমাত্র একটি মাত্র বর গ্রহণের যোগ্য নও।"

দ্রৌপদী বললেন, "মহারাজ রথ ও ধনু প্রভৃতির সঙ্গে ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব দাসত্ব থেকে মুক্ত হোন। আমি এই দ্বিতীয় বর গ্রহণ করছি।"

ধৃতরাষ্ট্র দ্বিতীয় বর প্রার্থনা স্বীকার করে তৃতীয় বর গ্রহণের জন্য দ্রৌপদীকে অনুরোধ করলেন। দ্রৌপদী সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। দ্রৌপদী তৃতীয় বর গ্রহণ করলেন না। তিনি জানালেন, "ক্ষত্রিয় তিনটি, ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী দুটি, বৈশ্য একটি, ব্রাহ্মণ একশত বরগ্রহণের যোগ্য। তা ছাড়াও তাঁর স্বামীরা দাসত্বমুক্ত হয়েছেন, পরবর্তী করণীয় তাঁরাই করবেন।"

দ্যূতক্রীড়া সভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা মহাভারতের একটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দুর্লভ মুহূর্ত। পুরুষের দীর্ঘকালীন সঞ্চিত ক্রোধ, নির্লজ্জতার সঙ্গে কতদূর কুৎসিত হতে পারে—কতখানি ঘৃণা মনের মধ্যে জমা থাকলে কয়েকটি কুৎসিত পুরুষ একটি অসহায় নারীর প্রতি এ জাতীয় নির্যাতন করতে পারে— দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা তার প্রমাণ। বিশ্বসাহিত্যে, বিশেষত তিন মহাকাব্যে— ইলিয়াড, ওডিসি, রামায়ণে এ জাতীয় ঘটনা আর একটিও নেই।

কৌরবদের পাণ্ডবদের প্রতি রাগ বাল্যকাল থেকেই। ভীমের শক্তির কাছে প্রায়শই কৌরবদের প্রহার সহ্য করতে হত। ভীমকে বিষ দিয়েও শেষ করা যায়নি। অস্ত্র প্রতিযোগিতায় অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব কৌরবদের ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। তারা বারণাবতে কুন্তীসহ পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় দুর্যোধন ব্যর্থ হলেন, সূতপুত্র হওয়ার কারণে কর্ণ দ্রৌপদীকে পেলেন না। অর্জুন লক্ষ্যভেদ করায় পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে লাভ করলেন। কর্ণ সমেত কৌরবদের ক্রোধ আরও বাড়ল। খাণ্ডবপ্রস্থের অনুর্বর জঙ্গল জমিতে পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থ রচনা করলেন। রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে সভাগৃহে নির্মাণ কৌশলে দুর্যোধন চূড়ান্ত অপদস্থ হলেন। এই সমস্ত সঞ্চিত রাগ কৌরবেরা দ্রৌপদীর উপরে উগরে দিলেন।

দ্যূতসভায় কৌরবদের চরিত্রের যে কদর্যরূপ ফুটেছে, ততখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পাণ্ডবদের সংযম, শিষ্টতা ও ধর্মপরায়ণতা। ভীমসেন অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিলেন সত্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধর্ম তাঁকে নিবৃত্ত করতে পেরেছেন। যুধিষ্ঠিরকে অনেকে দুর্বল, ক্লীব বলে আখ্যাত করেছেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির এর কোনওটিই ছিলেন না। যুধিষ্ঠির সমস্ত ঘটনা নীরবে

নতমুখে পর্যালোচনা করছিলেন— তিনি বুঝতে পারছিলেন যে কুরুবংশ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। কোনও কিছুর মূল্যেই তা আর জোড়া লাগবে না।

সব থেকে আশ্চর্য লাগে চন্দ্রভাগা দ্রৌপদীর চরিত্রপাঠে। দ্রৌপদী নারীকুলশ্রেষ্ঠা। যেমন অপরূপ লাবণ্যবতী তিনি, তেমনই অসাধারণ বুদ্ধিমতী। তাঁর মর্যাদা, নারীত্ব ধুলায় লুণ্ঠিত করতে চেয়েছে দুর্যোধন। কিন্তু পারেনি। স্বয়ং ধর্ম আপন পুত্রবধূকে অসম্মান থেকে বাঁচাতে ছুটে এসেছেন। কিন্তু দ্রৌপদী কুরুবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মকে, মন্ত্রীবর্গকে, দ্রোণ ও কৃপাচার্য এবং সভাস্থ রাজন্যবর্গকে পুরুষত্বহীন, মর্যাদাহীন স্তাবকের দল হিসাবে পরিচিত করাতে পেরেছেন। দুটির বেশি বর গ্রহণ করেননি দ্রৌপদী। অস্ত্র সমেত স্বামীদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন। এরপর যা কিছু করবার, তাঁর স্বামীরা করবেন। রাজসভায় দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে একটিও কটূক্তি করেননি। তিনি জানতেন স্বামী তাঁর ধর্মপরায়ণ। তিনি বুঝেছিলেন তাঁর অসম্মানের প্রতিকার স্বামীরা করবেন। তার জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন।

অধিকাংশ মহাভারত চর্চাকার দ্রৌপদীকে পণ ধরে পাশা খেলার জন্য যুধিষ্ঠিরের নিন্দা করেন। কিন্তু কী করতে পারতেন যুধিষ্ঠির? নিজেকে পণ ধরে পরাজিত হবার পর খেলা ছেড়ে দেওয়া? তা হলে দ্রৌপদীর কী হত? সারাজীবন ক্রীতদাস স্বামীদের সেবা করা? দুর্যোধন দুঃশাসন কর্ণ শকুনি তা করতে দিতেন? প্রতিদিন এর সহস্রগুণ লাঞ্ছনা তাঁরা দ্রৌপদীর করতেন। ক্রীতদাস স্বামীরা কোনও প্রতিবাদ করতে পারতেন না।

না, দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার প্রয়োজন ছিল। তাঁকে পণ ধরার প্রয়োজনও ছিল। যুধিষ্ঠির বুঝতে পারছিলেন যে, এই ঘটনার কাহিনি দ্বারকায় পৌঁছবে, ভারতবর্ষের প্রতিটি ঘরে আলোচিত হবে। ভারতবর্ষের বাইরেও এ কাহিনি যাবে, ভবিষ্যতের যে কোনও ঘটনার পিছনে এই লাঞ্ছনার ঘটনার উল্লেখ ঘটবে। সভায় উপস্থিত কোনও পুরুষই এ ঘটনার প্রত্যাঘাত থেকে রক্ষা পাবেন না।

ব্যাসদেব সচেতনভাবেই দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার আয়োজন করেছেন। নারীর অসম্মান ঘটালে চূড়ান্ত শক্তিশালী পুরুষের যে অনিবার্য ধ্বংস হয়— ব্যাসদেব তা জানতেন। বাল্মীকি সীতাহরণের ক্ষেত্রে তা দেখিয়েছেন। হোমার হেলেন হরণের মধ্যে দেখিয়েছেন।

মহাভারত চর্চাকারেরা মনে রাখেন না অক্ষ-হৃদয় শেখার পর নলও দময়ন্তীকে নিয়ে পণ ধরে ভ্রাতা পুষ্করের সঙ্গে পাশা খেলেছিলেন এবং জিতেছিলেন। কিন্তু নলের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের পার্থক্য আছে। নল দময়ন্তীর একমাত্র স্বামী ছিলেন। তাই প্রথমবার পাশা খেলার সময়েই নল নিজেকে বাজি ধরার আগে উঠে যান। যুধিষ্ঠিরকে তা হলে সহদেবকে বাজি ধরার আগে উঠে যেতে হত! ধন সম্পদ হারিয়ে, ইন্দ্রপ্রস্থ হারিয়ে পাঁচ ভাই দ্রৌপদীকে নিয়ে কোথায় যেতেন? তাঁদের অন্য স্ত্রীরা কোথায় যেতেন। তাঁদের সন্তানরা। তা হলে ন্যায়-অন্যায়ের মীমাংসা হত কী ভাবে? দময়ন্তীকে বাজি ধরতে পুষ্কর বলেছিলেন, নল উঠে গিয়েছিলেন, কারণ তখনও তিনি অজিত ছিলেন। যুধিষ্ঠির আগে নিজেকে বাজি রেখে বিজিত হয়েছেন, তারপর দ্রৌপদীকে বাজি রেখে ভ্রাতাদের ও নিজেকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত দ্রৌপদীই স্বামীদের উদ্ধার করেছেন। কর্ণ পাণ্ডবদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে

দেবার জন্য বললেও, দ্রৌপদীকে ব্যঙ্গ করে বললেও একথা সত্য দ্রৌপদীর বুদ্ধিমত্তা, তার মনস্বিতা, ক্ষেত্র উপযোগী আচরণ ধর্মকে পর্যন্ত টেনে আনতে বাধ্য করেছিল। তাই দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার প্রয়োজন ছিল, প্রতিটি লাঞ্ছনাকারীকে স্বামীরা মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন, এমনকী যারা প্রতিবাদহীন নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন, তাঁদেরও। শুধু দুঃখ হয় বিকর্ণের জন্য। তিনি দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার প্রতিবাদ করলেও দুর্যোধনকে ত্যাগ করেননি। তাই ভীমের হাতে তাকেও প্রাণ দিতে হয়েছিল। কর্ণ দ্রৌপদীকে 'বেশ্যা' বলেছিলেন। কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, তা হলে তিনিও 'বেশ্যাপুত্র'— কারণ তাঁর মাতাও পঞ্চ পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছিলেন।

৩৩
দ্বিতীয় দ্যূতক্রীড়া

ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার উপশম ঘটানোর জন্য বর প্রদান করলেন এবং রত্ন ও ধনসমূহের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনাপুর ত্যাগ করে ইন্দ্রপ্রস্থে যাবার অনুমতি প্রদান করলেন। দুর্যোধনের মন্ত্রণাকক্ষে এই সংবাদ পৌঁছল দুঃশাসনের মাধ্যমে। দুঃশাসন বললেন, "হে মহারথগণ! আপনারা অতিকষ্টে পাণ্ডবদেব যে ধন হস্তগত করেছিলেন, বৃদ্ধ তা নষ্ট করেছেন; তিনি শত্রুদের তা ফিরিয়ে দিয়েছেন।"

তখন দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন মন্ত্রণা করে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে উপস্থিত হলেন। দুর্যোধন বললেন, "মহারাজ, দেব-পুরোহিত বৃহস্পতি ইন্দ্রের কাছে যে নীতি ব্যাখ্যা করেছিলেন, তা কি আপনি শোনেননি? ছলে বলে বা কৌশলে অনিষ্ট করতে পারে, এমন শত্রুদের সমস্ত উপায়ে সংহার করবে। পাণ্ডবদের ধন সম্পত্তি যা আমরা হস্তগত করেছিলাম তার সাহায্যেই রাজাদের পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাতাম। আপনি তাও ফেরত দিলেন। তীক্ষ্ণবিষ সর্প দংশন করার জন্য উপস্থিত হলে, সেগুলি কণ্ঠ এবং মুখ চেপে ধরে বশীভূত অবস্থায় আবার কে ছেড়ে দেয়? এখন পাণ্ডবেরা তীক্ষ্ণবিষ সর্পের মতো রথে চড়ে এসে আমাদের দংশন করবে। অর্জুন যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হয়ে উৎকৃষ্ট তূণ দুটি দেখতে দেখতে বারবার গাণ্ডিব ধারণ করছে এবং ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে চারপাশে দৃষ্টিপাত করছে। ভীম তার বিশাল গদা তুলে, অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে, নিজের রথ প্রস্তুত করে পথে নেমেছে। আর যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব ঢাল ও তরবারি ধারণ করে ভঙ্গি দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করতে করতে চলছে। পাণ্ডবেরা সৈন্য সংগ্রহের জন্য চলেছে। আমরা পাণ্ডবদের বঞ্চনা করেছি। তারা আমাদের কখনও ক্ষমা করবে না। বিশেষত পাণ্ডবদের মধ্যে কোনও ব্যক্তিই দ্রৌপদীর সেই কষ্ট সহ্য করতে পারবে না।

"ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ, আপনার মঙ্গল হোক; আমরা বনবাস পণ রেখে আবার পাণ্ডবদের সঙ্গে পাশা খেলব। এইভাবেই আমরা তাদের আয়ত্ত করতে পারব। তারা বা আমরা দ্যূতে পরাজিত হলে মৃগচর্ম পরিধান করে বারো বৎসর মহারণ্যে বাস করব। আর আত্মীয়দের অজ্ঞাতে থেকে ত্রয়োদশতম বৎসর বাস করব। এই পণে অক্ষক্রীড়া আরম্ভ হোক। পাণ্ডবেরা অক্ষনিক্ষেপ করে পুনরায় দ্যূতক্রীড়া করুক। এই এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য। মাতুল শকুনি বিশেষ কৌশলের সঙ্গে অক্ষক্রীড়া জানেন। এই বারো বৎসরে আমরা রাজ্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হব আর মিত্র সংগ্রহ করে বলবান ও দুর্ধর্ষ বিপুল সৈন্যসমূহকে বিশেষ আদর দেখিয়ে অনুরক্ত করে

অবস্থান করব। তারপর যদি পাণ্ডবেরা ত্রয়োদশতম বৎসরে অজ্ঞাতবাস করতে পারে এবং আমাদের জয় করতে আসে তবে আমরা অনায়াসে তাদের জয় করব। অতএব মহারাজ। এই মত আপনি সমর্থন করুন।" ধৃতরাষ্ট্র বললেন, "পাণ্ডবেরা অনেক দূরে গিয়ে থাকলেও তাদের সত্বর ফিরিয়ে আনো। তারা আসুক এবং এই পণে আবার দ্যূতক্রীড়া করুক।"

মহাপ্রাজ্ঞা গান্ধারী মাতৃস্নেহবশত ভাবী অনিষ্ট আশঙ্কায় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, "মহারাজ দুর্যোধনের জন্মের পর মহামতি বিদুর বলেছিলেন যে, এই কুলকলঙ্ক পুত্রটাকে মেরে ফেলুন। কারণ আপনার পুত্রটি জন্মমাত্রই শৃগালের মতো বিকৃত চিৎকার করেছিল। আপনি একথা নিশ্চয়ই জানবেন যে, এই পুত্র থেকেই এ বংশের ধ্বংস হবে। আপনি নিজের দোষে দুঃখসমুদ্রে মগ্ন হবেন না। আপনার মূর্খ ও অশিষ্ট পুত্রদের মতে অনুমোদন দেবেন না। দারুণ বংশনাশের কারণ হবেন না। যে সেতু দৃঢ়বদ্ধ আছে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তা ভেঙে দেয়? নিভে যাওয়া আগুনকে কে আবার জাগিয়ে তোলে। পাণ্ডবেরা শান্ত হয়েছে। এ অবস্থায় কোন ব্যক্তি তাদের ক্রুদ্ধ করে তোলে? শাস্ত্র দুর্বুদ্ধি লোককে শাসনের দ্বারা মঙ্গলের পথে আনতে পারে না। অমঙ্গল থেকেও তাদের বাঁচাতে পারে না। বুদ্ধিযুক্ত লোক নির্বোধ বালকের দ্বারা পরিচালিত হন না। আপনি ধর্মের পথে চলুন; পুত্রদের আপনি আপনার প্রদর্শিত পথে চলতে বাধ্য করুন। তারা যেন শত্রুর অস্ত্রে বিদীর্ণ হয়ে মৃত্যু লাভ করে আপনাকে পরিত্যাগ না করে। আপনি আমার কথা শুনুন, এই কুলকলঙ্ক দুর্যোধনকে ত্যাগ করুন। জন্মমাত্রই স্নেহবশত আপনি দুর্যোধনকে ত্যাগ করেননি, এখন তার জন্যই বংশনাশ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। মহারাজ আপনার বুদ্ধি শান্তি, ধর্ম ও নীতিযুক্ত ছিল, এখন সেই বুদ্ধিই আপনার জাগ্রত হোক। ক্রূর লোকের হাতে রাজলক্ষ্মীকে সমর্পণ করলে, সে রাজলক্ষ্মীকেই ধ্বংস করে। আর কোমল লোকের উপর স্থাপন করলে, রাজলক্ষ্মী দীর্ঘস্থায়িনী হন।"

গান্ধারীর সমস্ত বক্তব্য শোনার পর ধৃতরাষ্ট্র বললেন, "এই বংশের সম্পূর্ণ ধ্বংস হোক, আমি বারণ করতে পারছি না। পুত্রেদের যা ইচ্ছে তাই হোক, পাণ্ডবেরা ফিরে আসুক, আমার পুত্রেরা পুনরায় দ্যূতক্রীড়া করুক।"

তখন যুধিষ্ঠির বহু দূরে চলে গিয়েছিলেন। প্রতিকামী সেইখানে উপস্থিত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলল, "মহারাজ যুধিষ্ঠির, আপনার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র আপনাকে বলেছেন যে, পাণ্ডুনন্দন আমার সভা সভ্যগণে পরিপূর্ণ হয়েছে। অতএব এসো, আবার গুটিকা নিক্ষেপ করে দ্যূতক্রীড়া করো।" যুধিষ্ঠির বললেন—

ধাতুর্নিয়োগাদ্‌ভূতানি প্রাপ্নুবন্তি শুভাশুভম্।
ন নিবৃত্তিস্তয়োরস্তি দেবিতব্যং পুনর্যদি ৷৷
অক্ষদ্যূতে সমাহ্বানং নিয়োগাৎ স্থবিরস্য চ।
জানন্নপি ক্ষয়করং নাতিক্রমিতুমুৎসহে ৷৷ সভা : ৭৩ : ৩-৪ ৷৷

"প্রাণীরা বিধাতার নিয়োগ অনুসারে মঙ্গল ও অমঙ্গল লাভ করে থাকে। সুতরাং সে মঙ্গল ও অমঙ্গলের নিবৃত্তি হয় না। অতএব আমি মনে করি, আবার আমায় খেলতে হবে। বৃদ্ধের আদেশেই অক্ষক্রীড়ায় আবার আহ্বান হয়েছে, এবং তা বিনাশজনক, সে কথা জেনেও আমি

সে আদেশ লঙ্ঘন করতে পারব না। শ্রীরামচন্দ্র জানতেন যে, সুবর্ণময় প্রাণী হতে পারে না, তবুও তিনি সুবর্ণময় হরিণের জন্য লোভ করেছিলেন। সুতরাং বলতে হবে, বিপদ নিকটবর্তী হলে, প্রায়ই লোকের বুদ্ধি বিপরীত হয়ে যায়।"

এই কথা বলতে বলতে যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের সঙ্গে ফিরলেন এবং শকুনির শঠতা জেনেও পুনরায় দ্যূতক্রীড়া করবার জন্য আগমন করলেন। বন্ধুগণ তাঁদের সভায় প্রবেশ করতে দেখে দুঃখিত হলেন। তখন শকুনি বললেন, "হে ভরতনন্দন, বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র যে তোমাদের ধন ফিরিয়ে দিয়েছেন, আমরা তার প্রশংসাই করেছি। এখন একটি মহামূল্য পণের বিষয় আমার কাছে শোনো। দ্যূতক্রীড়ায় তোমরা আমাদের জয় করতে পারলে আমরা মৃগচর্ম পরিধান করে মহাবনে প্রবেশ করে বারো বৎসর বাস করব। আর আত্মীয়স্বজনের অজ্ঞাতভাবে এক বৎসর অন্য যে-কোনও স্থানে বাস করব। তখন যদি আত্মীয়স্বজনেরা আমাদের সংবাদ জানতে পারে, তবে আবার অপর বারো বৎসর বনে বাস করব।

"আবার আমরা তোমাদের জয় করতে পারলে, তোমরাও মৃগচর্ম পরিধান করে দ্রৌপদীর সঙ্গে বনে গিয়ে বারো বৎসর বাস করবে। এবং আত্মীয়স্বজনের অজ্ঞাতভাবে এক বৎসর যে কোনও স্থানে বাস করবে; তখন যদি আত্মীয়স্বজনেরা তোমাদের সংবাদ জানতে পারে, তবে আবার অপর বারো বৎসর বনে বাস করবে।

"তারপর, ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হলে, আমরা বা তোমরা পুনরায় উপযুক্তভাবে আপন রাজ্য লাভ করব বা করবে। ভরতনন্দন যুধিষ্ঠির, এসো, এই নিয়মে গুটি নিক্ষেপ করে পুনরায় আমাদের সঙ্গে দ্যূতক্রীড়া করো।"

সভ্যরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে উঠে দাঁড়ালেন। নিজেদের মধ্যে তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন, "এই ভয়াবহ পণের বিষয় এঁরা বুঝতে পারছেন না। লজ্জায় এবং প্রতিজ্ঞাভঙ্গের ভয়ে যুধিষ্ঠির পুনরায় দ্যূতক্রীড়া করতে গেলেন। অত্যন্ত বিপদের আশঙ্কা আছে জেনেও যুধিষ্ঠির পুনরায় দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ করলেন।" তিনি বললেন, "স্বধর্মরক্ষক আমার মতো রাজা দ্যূতক্রীড়ায় আহূত হয়ে কী প্রকারে নিবৃত্তি পেতে পারেন। অতএব শকুনি, আমি তোমার সঙ্গে ওই পণেই খেলা করব।" যুধিষ্ঠির সেই পণই ধরলেন, শকুনি গুটি চালালেন এবং বললেন, "আমি জিতেছি।"

পাণ্ডবগণ পরাজিত হয়ে মৃগচর্ম পরিধান করে বনগমনের জন্য প্রস্তুত হলেন। পাণ্ডবদের সেই পোশাকে দেখে অতি আনন্দিত দুঃশাসন বলতে লাগলেন, "আজ থেকে মহাত্মা দুর্যোধনের রাজত্ব শুরু হল। পাণ্ডবেরা পরাজিত হয়ে মহাবিপদে পড়ল। আজ দেবতারা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হলেন। কারণ আমরা সরলপথে শত্রুজয় করেছি। আজ আমরা পাণ্ডবদের থেকে গুণজ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ এবং মহিমান্বিত হয়েছি। আমরা পাণ্ডবদের দীর্ঘকালের জন্য নরকে পতিত করেছি। তাদের সুখহীন ও রাজ্যভ্রষ্ট করে দৃষ্টির অগোচরে যেতে বাধ্য করেছি। যে ধনমত্ত পাণ্ডবেরা আমাদের উপহাস করেছিল, তারা আজ পরাজিত ও হৃতসর্বস্ব হয়েছে। 'জগতে আমাদের মতো পুরুষ নেই'—এই যাদের ধারণা ছিল, তারা আজ অঙ্কুর উৎপাদনশক্তিশূন্য নিষ্ফল তিলের মতো অবস্থায় পতিত হয়েছে। এদের পোশাককে আজ বন্যজাতির চর্মময় বস্ত্রের মতোই মনে হচ্ছে। মহারাজ দ্রুপদ দ্রৌপদীকে

পাণ্ডবদের হাতে প্রদান করে সুবিবেচনার কাজ করেননি। কারণ দ্রৌপদীর পতিরা নপুংসক। দ্রৌপদীর এই চর্মময় উত্তরীয় ধারণকারী সর্বস্বহীন, নিরাশ্রয় পতিদের সঙ্গে থাকা উচিত নয়। দ্রৌপদী এই পতিদের সঙ্গে তুমি কি আনন্দলাভ করবে? তুমি এখন যাকে ইচ্ছা, তাকে পতি বরণ করো। ক্ষমাশীল, ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠ কুরুবংশীয়েরা এখানে উপস্থিত আছেন, তুমি এদের মধ্যে যে কোনও একজনকে পতিত্বে বরণ করো। অঙ্কুরজননশক্তিশূন্য তিলের মতো, চর্মময় হরিণের মতো, তণ্ডুলহীন যক্ষের মতো পাণ্ডবেরা আজ নিষ্ফল। তুমি দুঃখসাগরময় পাণ্ডবদের সেবা করবে কেন?"

দুঃশাসনের কথা শুনে, অত্যন্ত ক্রোধে হিমালয়বাসী সিংহ যেমন শৃগালকে বলে তেমনই ভীমসেন দুঃশাসনের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, "খল! দুঃশাসন! শকুনির ক্ষমতার বলেই তুই রাজাদের মধ্যে আত্মশ্লাঘা করছিস। তুই এখন বাক্যবাণদ্বারা যেমন আমাদের মর্মস্থানে আঘাত করছিস, ঠিক তেমনই তোর মর্মস্থান ছেদন করে যুদ্ধে তোকে এই বিষয় স্মরণ করিয়ে দেব। তোর রক্ষকরূপে যারা দাঁড়াবে তাদেরও যমালয়ে পাঠাব।" ভীমসেন তখন ধর্ম কর্তৃক নিরুদ্ধ থাকায় তৎক্ষণাৎ দুঃশাসনকে শাস্তি দিতে পারেননি।

দুঃশাসন তখন সমস্ত লজ্জা ত্যাগ করে ভীমসেনকে লক্ষ্য করে 'ওরে গোরুটা! ওরে গোরুটা!' এই বলে নাচতে আরম্ভ করল। তখন ভীমসেন আবার বললেন, "নৃশংস দুঃশাসন! তুই নিষ্ঠুর বাক্য বলতে পারিস, কিন্তু শঠতাপূর্বক অপরের ধন হরণ করে তুই ছাড়া অন্য কেউ আত্মশ্লাঘা করে না। সুতরাং পৃথানন্দন ভীমসেন তোর বক্ষ বিদারণ করে যদি রক্তপান না করে, তবে সে যেন পুণ্যলোকে গমন না করে। আমি সত্য বলছি, যুদ্ধে উপস্থিত সমস্ত ধনুর্ধরকে অগ্রাহ্য করে আমি ধৃতরাষ্ট্রের সব পুত্রকেই যমালয়ে পাঠাব।"

পাণ্ডবগণ সভা থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য চলতে আরম্ভ করলেন। ভীমসেন সিংহগতিতে যাচ্ছিলেন। মূর্খ দুর্যোধন অধীর আনন্দে ভীমসেনের গতির অনুকরণ করে তাঁকে ব্যঙ্গ করতে লাগলেন। তখন ভীমসেন আপন শরীরের উপরিভাগ ফিরিয়ে দুর্যোধনকে বললেন, "মূঢ় দুর্যোধন! কেবল দুঃশাসনের রক্তপানেই আমার কর্তব্য শেষ হবে না। অনুচরসহ তোকে নিহত করে তখন আজকের কথা মনে করিয়ে দেব।"

বলবান, অভিমানী ভীমসেন এই অপমান দেখে মনের ভিতরেই ক্রোধ আটকে রেখে যুধিষ্ঠিরের পিছনে পিছনে যেতে যেতে সভাকে শুনিয়ে এই কথা বলে গেলেন, "আমি দুর্যোধনকে বধ করব, অর্জুন কর্ণকে বধ করবে এবং সহদেব অক্ষধূর্ত শকুনিকে বধ করবে। এই সভাকে আমি জানিয়ে যাচ্ছি, দেবতারা আমার বক্তব্য সত্য করবেন যে, আমাদের মধ্যে অবশ্যই যুদ্ধ হবে। সেই যুদ্ধে আমি গদাদ্বারা পাপাত্মা দুর্যোধনকে বধ করব এবং পদাঘাত করে ওর মাথাকে লুণ্ঠিত করব। এবং আমি সিংহের মতো এই বাক্যবীর এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির দুরাত্মা দুঃশাসনের রক্তপান করব।"

অর্জুন বললেন, "আর্য ভীমসেন, কেবল বাক্যদ্বারা মনস্বীগণের উদ্দেশ্য ঠিক বোঝা যায় না।। আজ থেকে চোদ্দো বছরের সময়ে যা হবে, তা সকলেই প্রত্যক্ষ দেখতে পাবেন।" ভীম বললেন, "আজ থেকে চোদ্দো বছরের সময়ে সমরভূমি দুরাত্মা দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের রক্ত পান করবে।" অর্জুন বললেন, "আর্য ভীমসেন, কর্ণ আমাদের দোষ

আবিষ্কার করে, আনন্দের সঙ্গে দুঃখ দর্শন করে, অনিষ্টের কথা বলে এবং গর্ব প্রকাশ করে। সুতরাং আমি আপনার আদেশে যুদ্ধে কর্ণকে বধ করব। সভ্যগণ, ভীমসেনের সন্তোষের জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করছি যুদ্ধে তীব্র শরাঘাতে কর্ণ ও তার অনুচরদের বধ করব। এবং অন্য যে সকল লোক বুদ্ধিমোহবশত আমার বিপক্ষে যুদ্ধ করবে, আমি বাণদ্বারা তাদের সকলকেই যমালয়ে প্রেরণ করব। আমার এই প্রতিজ্ঞা যদি রক্ষিত না হয়, তবে হিমালয় স্থানচ্যুত হবে, সূর্য প্রভাশূন্য হবেন এবং চন্দ্রের শৈত্যগুণ নষ্ট হবে।" অর্জুনের এই কথা শুনে প্রতাপশালী মাদ্রীনন্দন শ্রীমান সহদেব ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে, সর্পের মতো নিশ্বাস ত্যাগ করতে করতে বিশাল বাহুযুগল উত্তোলন করে শকুনির বধের জন্য এই প্রতিজ্ঞা করলেন, "গান্ধার রাজবংশের যশোনাশক মূর্খ শকুনি! তুই যেগুলিকে পাশার গুটি বলে মনে করছিস, ওগুলি গুটি নয়, ওগুলি তোর হাতের তীক্ষ্ণ বাণসমূহ। বন্ধুবর্গের সঙ্গে তোকে লক্ষ্য করে ভীমসেন যা বলেছেন, আমি সে কাজ করব। তুই তার প্রতিকারের সমস্ত চেষ্টা এখন থেকেই করতে আরম্ভ কর। যদি তুই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম স্মরণ করে যুদ্ধে অবস্থান করিস, তবে আমি বলপূর্বক তোর বন্ধুদের সঙ্গে তোকে যুদ্ধে বধ করব।" মানুষের মধ্যে অপূর্ব রূপবান নকুলও সহদেবের কথা শুনে বললেন, "দুর্যোধনের প্রিয় সভাস্থিত যে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ এই দ্যূতক্রীড়া প্রসঙ্গে দ্রৌপদীকে কটু কথা শুনিয়েছে, তারা কালকর্তৃক মরণের জন্য প্রণোদিত হয়েছে। সুতরাং এই মুমূর্ষু ধার্তরাষ্ট্রগণের অনেককেই আমি যমালয়ে প্রেরণ করব। ধর্মরাজের আদেশে, দ্রৌপদী কর্তৃক নির্দিষ্ট পথে চলতে থেকে আমি পৃথিবীকে ধার্তরাষ্ট্রশূন্য করব।" দীর্ঘবাহু পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা এই সকল বহুতর প্রতিজ্ঞা করে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গেলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, "ভরতবংশীয়গণ, বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম, রাজা সোমদত্ত, মহারাজ বাহ্লিক, দ্রোণ, কৃপ, অন্যান্য রাজা, অশ্বত্থামা, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রসকল, যুযুৎসু, সঞ্জয় এবং অন্য সভ্যগণের কাছে আমি বনগমনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করছি; সকলের অনুমতি নিয়ে আমি বনে যাচ্ছি; আবার এসে আপনাদের দর্শন করব।" সভ্যগণ লজ্জাবশত কোনও কথাই যুধিষ্ঠিরকে বললেন না, কেবল মনে মনে তাঁর মঙ্গলচিন্তা করতে লাগলেন।

তখন বিদুর বললেন, "মাননীয়া কুন্তী দেবী রাজার কন্যা, কোমলাঙ্গী, বৃদ্ধা এবং চিরকাল সুখভোগে অভ্যস্তা। সুতরাং তিনি তোমাদের সঙ্গে যেতে পারবেন না। তিনি এখন আমার বাড়িতেই সসম্মানে বাস করবেন। পাণ্ডবগণ তোমাদের মঙ্গল হোক।"

পাণ্ডবেরা সকলেই বললেন, "তাই হোক। হে নিষ্পাপ বিদুর, আপনি আমাদের যা বলবেন, আমরা তাই করব। আপনি আমাদের পরম গুরু। অতএব আমাদের আরও যা কর্তব্য হয়, সে-সম্বন্ধেও উপদেশ দিন।" বিদুর বললেন, "হে ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির, তোমরা আমার মত জেনে রাখো, অধর্ম দ্বারা বিজিত কোনও লোকই পরাজয়ের জন্য দুঃখ অনুভব করে না। তুমি ধর্ম জানো, অর্জুন যুদ্ধ জানে, ভীম শত্রুহন্তা, নকুল ধনসঞ্চয়ী এবং সহদেব সমস্ত কাজের পরিচালক, ধৌম্য শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ এবং ধর্মাচারিণী দ্রৌপদী ধর্ম ও অর্থ— উভয়ক্ষেত্রেই নিপুণ। তারপর, তোমরা সকলেই পরস্পরের প্রিয়, প্রিয়ভাষী ও পরস্পরের গুণে সন্তুষ্ট; অন্য কোনও ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে ভেদ জন্মাতে পারবে না। এত গুণের জন্য সকল ব্যক্তিই তোমাদের ভালবাসে। হে ধার্মিক ভরতনন্দন! তোমার এই ক্ষমাশীলতা ধর্মের

গুণে সর্বত্রই মঙ্গল হবে। ইন্দ্রতুল্য শত্রুও তোমার ক্ষমাগুণকে পরাভূত করতে পারে না। এখন ইন্দ্রের তুল্য জয়, যমের তুল্য ক্রোধসংবরণ, কুবেরের তুল্য দান এবং বরুণের তুল্য সংযম লাভ করার চেষ্টা করো। তুমি বুদ্ধি দ্বারা ইলাপুত্র পুরুরবাকে, শক্তি দ্বারা অপর রাজাদের এবং ধর্মাচরণ দ্বারা ঋষিদের পরাজিত করেছ। এখন চন্দ্র থেকে সৌন্দর্য, জল থেকে জীবনদাত্রীতা, পৃথিবী থেকে ক্ষমা, সূর্য থেকে সমগ্র তেজ, বায়ু থেকে বল এবং সমস্ত ভূত থেকে সর্বপ্রকার গুণ লাভ করো।

> তথা বিসর্গে কৌরবে বারুণে চৈব সংযমে ॥
> সোমাদাহ্লাদকত্বং ত্বমদ্ভ্যশ্চৈবোপ জীবনম্।
> ভূমে ক্ষমাঞ্চ তেজশ্চ সমগ্রং সূর্যমণ্ডলাৎ।
> বায়োর্বলাঞ্চাপ্নুহি ত্বং ভূতেভ্যশ্চাত্মসম্পদঃ ॥ সভা: ৭৫ : ১৫-১৬ ॥

তোমাদের যেন কোনও রোগ না হয়, সর্বদাই যেন মঙ্গল হয়। সেইভাবে ফিরে আসলে আবার তোমাদের দর্শন করব। যুধিষ্ঠির! সময়ে সময়ে বিপদ ও ধর্মের বা অর্থের কষ্ট উপস্থিত হলে, সমস্ত কার্যই বিবেচনা করে উপযুক্ত আচরণ কোরো। যাত্রাকালের উপযুক্ত কথা তোমাকে বললাম। তুমি কোনওদিন পাপ করোনি, কৃতকার্য হয়ে ফিরে আসলে আবার তোমাকে দেখব।" তখন যুধিষ্ঠির বিদুর, ভীষ্ম ও দ্রোণকে নমস্কার করে প্রস্থান করলেন।

দ্রৌপদী যাত্রাসময়ে কুন্তীর কাছে গিয়ে বনগমনের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সমস্ত অন্তঃপুরিকারা দ্রৌপদীকে সেই অবস্থায় দেখে আর্তনাদ করতে লাগলেন। দ্রৌপদী নমস্কার করলে কুন্তী তাঁকে আলিঙ্গন করলেন এবং অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বললেন, "বৎসে, তুমি এই গুরুতর বিপদে পড়ে শোক কোরো না। তুমি স্ত্রীলোকের সমস্ত ধর্মই জানো, তুমি সৎস্বভাবশালিনী ও সদাচারসম্পন্না। ভর্তাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করবে তা তোমাকে বলার কোনও দরকার নেই। কারণ তুমি সমস্ত গুণ দ্বারা পিতৃ-মাতৃ উভয়কুলই অলংকৃত করেছ। কৌরবেরা ভাগ্যবান, তুমি দৃষ্টি দ্বারা তাদের দগ্ধ করনি। আমি প্রতি মুহূর্তে তোমার মঙ্গলচিন্তা করব। তুমি নির্বিঘ্নে পথে গমন করো। অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে সতী স্ত্রীদের বিহ্বলতা সঙ্গত নয়। ধর্ম তোমাকে প্রতিমুহূর্তে রক্ষা করবেন। বনবাসের সময়ে আমার পুত্র সহদেবকে তুমি সর্বদা পর্যবেক্ষণ করবে, যাতে বিপদে পড়ে সে অবসন্ন হয়ে না পড়ে।"

পরিধানে একখানি মাত্র বসন ছিল, তাও রক্তাক্ত ছিল। চুলগুলি খোলা ছিল। সেই অবস্থায় দ্রৌপদী "তাই হবে" বলে বেরিয়ে এলেন। তাঁর চোখ থেকে জল ঝরে পড়ে দুটি গাল ভিজিয়ে দিচ্ছিল। কুন্তী তার পিছনে যেতে যেতে আপন পুত্রদের দেখতে পেলেন। তখন তাঁদের বস্ত্র ও অলংকার হরণ করে নেওয়া হয়েছিল, সমস্ত অঙ্গ মৃগচর্মে আবৃত ছিল, তাঁরা লজ্জায় মুখ নিচু করে যাচ্ছিলেন। বন্ধুরা শোক করছিল, শত্রুরা আনন্দিত হয়ে তাঁদের পরিবেষ্টন করেছিল। কুন্তী প্রত্যেক পুত্রকে আলিঙ্গন করলেন এবং উচ্চ স্বরে বিলাপ করতে থাকলেন, "যাদের চরিত্র ধর্মময়, যারা সদ্ব্যবহারে অলংকৃত, উদারচেতা ও ঈশ্বরে দৃঢ়ভক্ত ও সর্বদা যাগ-যজ্ঞে ব্যাপৃত, তাদেরই বিপদ দেখা দিল। এ কেমন দৈববিপর্যয়! আমি কার অভিসম্পাতে তোমাদের এ দুরবস্থা দেখছি। আমি তোমাদের প্রসব করেছিলাম বলে এটা

আমার ভাগ্যেরই দোষ। তোমরা উত্তম গুণসম্পন্ন হয়েও কষ্ট ভোগ করবে কেন? মানসিক বল, দৈহিক বল, উদ্যম, অধ্যবসায় এবং প্রভাবের গুণে তোমরা প্রবল হয়েও ধনের অভাবে কৃশ হতে থেকে কীভাবে দুর্গম অরণ্যে কাল কাটাবে? তোমাদের বনবাস হবে একথা নিশ্চয় জানলে আমি পাণ্ডুর মৃত্যুর পর শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে হস্তিনাপুরে আসতাম না। তোমাদের পিতা ধন্য, পুত্র সম্পর্কে মনঃপীড়া পাবার আগেই তিনি পৃথিবী ত্যাগ করেছিলেন। ভবিষ্যৎ বিষয়ে অভিজ্ঞা স্বর্গগতা ধর্মজ্ঞা মাদ্রীকেও আমি আজ সর্বপ্রকারে ধন্যা ও মঙ্গলবতী বলে মনে করি। আমি জীবনের প্রতি মমতা করেছিলাম, তাই দারুণ ক্লেশ ভোগ করছি; সুতরাং আমাকে ধিক। পুত্রগণ! আমি অতিকষ্টে তোমাদের লাভ করেছিলাম, তাই তোমরা আমার অত্যন্ত প্রিয় এবং সচ্চরিত্র। সুতরাং আমি তোমাদের ত্যাগ করে থাকতে পারব না; তোমাদের সঙ্গে বনে যাব। হা দ্রৌপদী! তুমি আমাকে ত্যাগ করে যাচ্ছ? জগতে প্রাণের বিনাশ থাকলেও বিধাতা আমার প্রাণের বিনাশ করেননি। তাই আয়ু আমাকে ত্যাগ করছে না।

"হা কৃষ্ণ! হা দ্বারকাবাসী। তুমি কোথায় আছ? হে রামানুজ! তুমি আমাকে এবং এই নরশ্রেষ্ঠদের দুঃখ থেকে কেন রক্ষা করছ না? এরা সকলেই সচ্চরিত্র, ধর্ম, উদারতা, যশ ও বীর্যশালী; এরা দুঃখভোগ করার যোগ্য নয়; সুতরাং এদের প্রতি দয়া করো। ন্যায়জ্ঞ ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতি থাকতে এই বিপদ কী করে উপস্থিত হল? হা মহারাজ পাণ্ডু! আপনি কোথায় আছেন? দ্যূতে পরাজিত করে আপনার সচ্চরিত্র পুত্রদের শত্রুরা নির্বাসিত করছে? আপনি কেমন করে এমন ঘটনা উপেক্ষা করছেন? সহদেব তুমি যেয়ো না। কারণ, তুমি তো আমার শরীরের থেকেও প্রিয়। হে মাদ্রীনন্দন, কুপুত্রের মতো আমাকে পরিত্যাগ কোরো না।"

কুন্তীর বিলাপরত অবস্থায় পাণ্ডবগণ তাঁকে শান্ত করে প্রণাম করে বনে প্রস্থান করলেন। অত্যন্ত দুঃখিত বিদুরও নানা যুক্তি দিয়ে কুন্তীকে আশ্বস্ত করে অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন।

পথে-ঘাটে লোকেরা দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ইত্যাদির কারণে কৌরবদের অত্যন্ত নিন্দা করতে লাগলেন। কৌরবভার্যারা স্বামীদের আচরণে লজ্জিত হয়ে সশব্দে রোদন করতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের অন্যায়াচরণ চিন্তা করে শান্তি পাচ্ছিলেন না। তিনি বিদুরকে ডেকে পাঠালেন। বিদুর উপস্থিত হলে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, "বিদুর! পঞ্চপাণ্ডব কীভাবে যাচ্ছেন, দ্রৌপদী কীভাবে যাচ্ছেন, ধৌম্য পুরোহিত কীভাবে যাচ্ছেন, আমাকে তা বিশদভাবে বলো, আমি তাদের ভাব ও ভঙ্গি বুঝতে চাই।"

বিদুর বললেন, "মহারাজ, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বস্ত্র দ্বারা মুখ ঢেকে পথে চলেছেন। ভীমসেন দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে হেঁটে চলেছেন। অর্জুন বালি ছড়াতে ছড়াতে রাজার পিছনে যাচ্ছেন; সহদেব দু'হাতে মুখ ঢেকে পথ চলেছেন। পরম সুন্দর নকুল সমস্ত শরীরে ধূলি লিপ্ত করে রাজার পিছনে পিছনে চলেছেন। দীর্ঘনয়না পরমসুন্দরী দ্রৌপদীও উন্মুক্ত কেশরাজি দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করে রাজার পিছনে গমন করছেন। আর ধৌম্য পুরোহিত হাতে কুশ ধারণ করে যমদৈবত ভয়ংকর সামবেদীয় মন্ত্র পাঠ করতে করতে পথে চলেছেন।"

ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্ন করলেন, "বিদুর পাণ্ডবেরা কেন এইভাবে পথে চলেছেন? তা বলো।" বিদুর

বললেন, "আপনার পুত্রেরা প্রতারণা করে রাজ্য ও ধন হরণ করে নিলেও বুদ্ধিমান ধর্মরাজের বুদ্ধি ধর্ম থেকে বিচলিত হয়নি। রাজা যুধিষ্ঠির সর্বদাই আপনার পুত্রদের প্রতি দয়াশীল; তাই প্রতারণা করায় ক্রোধসন্তপ্ত হয়েও তিনি নয়ন উন্মোচন করছেন না। "আমি ভয়ংকর নয়ন দ্বারা দর্শন করে লোকদের দগ্ধ করব না"—এই ভেবেই যুধিষ্ঠির মুখমণ্ডল আবৃত করে পথ চলেছেন। "বাহুবলে আমার তুল্য লোক জগতে নেই" এই ভেবেই বাহুবলদর্পিত ভীমসেন লোকদের দেখাতে দেখাতে শত্রুপক্ষের উপর বাহুবলের প্রয়োগের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিতে দিতে পথে চলেছেন। অর্জুন বালুকারাশি বর্ষণের মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যতের বাণ বর্ষণের ইঙ্গিত দিচ্ছেন। অর্জুন নিক্ষিপ্ত বালিগুলি যেমন পরস্পর অসংলগ্ন হয়ে চলছে, তেমনই অসংলগ্নভাবেই তিনি শত্রুগণের প্রতি বাণবর্ষণ করবেন। "আজ যেন কেউ আমাকে দেখে চিনতে না পারে", এই চিন্তা করে সহদেব দু'হাতে মুখ ঢেকে চলেছেন। "আমি যেন পথে স্ত্রীলোকদের চিত্ত আকর্ষণ না করি" এই অভিপ্রায়ে নকুল সমস্ত অঙ্গে ধূলি মেখে চলেছেন। একবস্ত্রা, মুক্তকেশী, রজস্বলা এবং রক্তাক্তবসনা দ্রৌপদীও রোদন করতে থেকে যেন মনে মনে বলছেন, "যারা আমার এই অবস্থা করল, তাদের রজস্বলা ভার্যারাও যেন আজ থেকে চোদ্দো বছর পরে পতি, পুত্র, বন্ধু ও প্রিয়জন নিহত হলে রক্তাক্ত কলেবরা, মুক্তকেশী হয়ে তর্পণ করে এইভাবে হস্তিনায় প্রবেশ করে।" আর পুরোহিত ধৌম্য হাতের কুশগুলি নৈর্ঋত কোণে মুখ করে সামবেদীয় মন্ত্র পাঠ করে "কৌরবেরা যুদ্ধে নিহত হলে, তাঁদের পুরোহিতেরাও এইভাবে সামগান করবেন", এই কথা বলতে বলতে পথে চলেছেন। মহারাজ, পাণ্ডবদের যাত্রাকালে প্রজারা আকুল কান্নায় ভেঙে পড়েছিল, বিনা মেঘে বিদ্যুৎ প্রকাশ পেয়েছিল এবং ভূমিকম্প হয়েছিল। তখন অমাবস্যা ছিল না, কিন্তু রাহু সূর্যকে গ্রাস করেছিল, উল্কা হস্তিনানগরীকে দক্ষিণে রেখে বিলীন হয়েছিল।" এই সময়ে নারদ উপস্থিত হয়ে বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, "দুর্যোধনের অপরাধে এবং ভীম ও অর্জুনের বলে এখন থেকে চোদ্দো বৎসর পরে কৌরবগণ বিনষ্ট হবে।"

দ্বিতীয় দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবদের বনগমন করতে হল। দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের অপরাধে এবং স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের প্রচ্ছন্ন অনুমোদনে বনবাস ঘটলেও মহাভারতে এই ঘটনার সুগভীর তাৎপর্য আছে। প্রথমত, আদি কবিও তাঁর নায়ককে চোদ্দো বছরের জন্য বনে প্রেরণ করেছিলেন। বাল্মীকি ও ব্যাস উভয়েই মনে করেছিলেন যে, ভারতবর্ষের ভাবী রাজাকে চরিত্র পূর্ণ গঠনের জন্য অরণ্য, প্রকৃতি, মুনি ঋষি, মানবেতর প্রাণী সবই জানতে হবে। দ্বিতীয়ত, নগর-জীবনের ঐশ্বর্য ও সুখলালিত রাজপুত্রদের অরণ্যে অনেক বেশি কায়িক শ্রম অভ্যাস করতে হবে। তৃতীয়ত, নগর জীবনের অপর্যাপ্ত ভোগবিলাসের মধ্যে জীবনযাপন করলে ত্যাগের শিক্ষা হবে না, অরণ্যভূমিতে সেই ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা ঘটবে।

কৌরবসভায় লাঞ্ছনার পর পাণ্ডবদের বনবাস অপরিহার্য ছিল। দ্যূতক্রীড়ার পর পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে রাজত্ব করতে পারতেন না। স্বামী পঞ্চপাণ্ডব এবং পট্টমহিষী

দ্রৌপদী কেউই কৌরবসভায় লাঞ্ছনার কথা ভুলতে পারতেন না। সে সভায় বস্তুতপক্ষে কুরুবংশ দ্বি-খণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল। একপক্ষে ন্যায়, সত্য, ধর্ম—আর অন্যপক্ষে অন্যায়, লোভ আর ঈর্ষা। এর মধ্যে একটিকে সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে। পাণ্ডবদের প্রতারণা করে বনে পাঠিয়ে এবং পণের সীমা অতিক্রমের পরেও রাজ্য না ফিরিয়ে দিয়ে দুর্যোধন সেই অন্যায়কে সর্বোচ্চ চূড়ায় নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই চূড়ান্ত অন্যায়ের জন্য আঠারো দিনের যুদ্ধে কুরুবংশ ধ্বংস হল।

বনপর্ব পাণ্ডবদের প্রস্তুতির পর্ব। তখনও পর্যন্ত শক্তিসামর্থ্যে পাণ্ডবেরা দীন। শত্রুপক্ষে আছেন ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম, আছেন গুরু দ্রোণ, যিনি পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ না জানলে অস্ত্রত্যাগ করবেন না, অথচ সেই পুত্র অমর, আছেন কুরু-পাণ্ডবের প্রথম অস্ত্রগুরু অমর কৃপাচার্য, আছেন অমর অশ্বত্থামা, আছেন সহজাত কবচ-কুণ্ডলধারী অপরাজেয় কর্ণ, আছেন মহাদেবের বরপ্রাপ্ত জয়দ্রথ, যিনি অর্জুন ভিন্ন অন্য পাণ্ডবদের একদিনের জন্য আটকাতে পারবেন এবং যাঁর মাথা কেটে পিতার কোলেই ফেলতে হবে।

পাণ্ডবদের তখনও কিছু নেই। বনবাসে ব্যাসদেবের কাছে যুধিষ্ঠির পেলেন 'প্রতিস্মৃতি' মন্ত্র। যে মন্ত্রের তপস্যার ফলে অর্জুন পেলেন পিনাকপাণি মহাদেবের সাক্ষাৎ। পেলেন পাশুপত আর সকল দিব্যাস্ত্র। মহর্ষি বৃহদশ্বের কাছে যুধিষ্ঠির শিখলেন "নিখিল বিশ্ব-অক্ষ-হৃদয়।" হনুমানের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ভীমসেন পেলেন অযুত-হস্তীর বল। পিতা ধর্ম দিলেন যুধিষ্ঠিরকে 'অজ্ঞাতবাস' বছরে প্রচ্ছন্ন থাকার বর। সূর্যদেব দিলেন অন্নের তাম্রস্থালী—সর্বোপরি কৃষ্ণ এলেন সর্বসহায়ক হয়ে। অজ্ঞাতবাস পর্বে মিত্রপক্ষে পেলেন মহারথ বিরাটরাজকে। অজ্ঞাতবাসের শেষে অর্জুনের থেকে বড় বীর পৃথিবীতে আর ছিল না। ভীম হলেন শ্রেষ্ঠ বলবান, আর যুধিষ্ঠির? দেবতা ধর্ম তাঁকে 'স্বয়ং ধর্ম' বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাই "দ্বিতীয় দ্যূতক্রীড়া" মহাভারতের এক শ্রেষ্ঠ দুর্লভ মুহূর্ত।

৩৪

মানিনী যাজ্ঞসেনী

পাণ্ডবেরা তখন বনবাস পালনের শর্ত অনুযায়ী দ্বৈতবনে বাস করছেন। একদিন ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণ পাণ্ডবগণকে দুঃখসন্তপ্ত ও বনবাসী শুনে, সেই মহাবনে আগমন করলেন। দ্রুপদরাজের পুত্রগণ, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু এবং লোকবিখ্যাত মহাবীর কেকয়রাজপুত্রগণ ক্রুদ্ধ ও বিলম্বে অসহিষ্ণু হয়ে পাণ্ডবগণের সঙ্গে দেখা করতে এলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে নিন্দা করে, "এখন আমরা কী করতে পারি" এই আলোচনা করতে লাগলেন। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠরা সকলেই কৃষ্ণকে সামনে রেখে পাণ্ডবদের বেষ্টন করে বনভূমিতে উপবেশন করলেন। তখন পাণ্ডবেরা এই অবস্থায় আছেন দেখে বিষণ্ণ হৃদয় কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করে বললেন, "সমরভূমি—দুরাত্মা দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের রক্ত পান করবে। এদের যুদ্ধে নিহত করে, এদের অনুগামীদের এবং ধৃতরাষ্ট্রকে সম্মিলিত অবস্থায় পরাজিত করে, আমরা সকলে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করব। কারণ যে ব্যক্তি শঠতাপূর্বক অপরের অনিষ্ট করে. সে ব্যক্তি বধের যোগ্য হয়; এই-ই সনাতন ধর্ম।"

পাণ্ডবদের এই দুরবস্থা দেখে কৃষ্ণ, দুর্যোধন প্রভৃতির প্রতি এতদূর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি যেন সমস্ত লোককেই দগ্ধ করবেন বলে বোধ হচ্ছিল। তখন অর্জুন ও যুধিষ্ঠির তাঁকে বহু স্তুতি করে শান্ত করলেন। দ্রৌপদী ভ্রাতৃগণবেষ্টিত শরণাগত রক্ষক কৃষ্ণকে গিয়ে বলতে লাগলেন—

> বাসুদেব! হৃষীকেশ! বাসবাবরজাচ্যুত!
> দেবদেবোঽসি লোকাণাং কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ ॥ বন : ১১ : ৫০ ॥

"বাসুদেব! হৃষীকেশ। বামন। অচ্যুত। বেদব্যাস বলেছেন যে, তুমি জগতের মধ্যে দেবতাদেরও দেবতা।"

"অসিতদেবল বলেছেন, সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র তুমিই সর্বলোকস্রষ্টা প্রজাপতি ছিলে। দুর্ধর্ষ। মধুসূদন। পরশুরাম বলেছেন যে, তুমি বিষ্ণু, তুমি যজ্ঞ, তুমি যাজক এবং তুমি যাজনীয়। পুরুষোত্তম। ঋষিরা তোমাকে ক্ষমা ও সত্য বলে থাকেন এবং কশ্যপ বলেছেন যে, তুমি সত্য থেকে যজ্ঞরূপে আবির্ভূত হয়েছ। হে ভূতভাবন! হে ভূতনাথ! নারদ বলেছেন যে, তুমি সাধ্যগণ, দেবগণ এবং রুদ্রগণেরও দেবতা।

"হে নরশ্রেষ্ঠ! বালক যেমন খেলার বস্তু দ্বারা খেলা করে, তুমিও তেমনই শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতিদের নিয়ে বারবার খেলা করে চলেছ। প্রভু! তোমার মস্তক দ্বারা আকাশ এবং

চরণযুগল দ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত হয়েছে; এই প্রাণীগণ তোমার উদর; সুতরাং তুমি সনাতন বিরাট পুরুষ। বিদ্যার্জনের কষ্ট ও তপস্যার কষ্টে সন্তুষ্ট সন্তপ্ত, তপস্যা দ্বারা শোধিতচিত্ত এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকার নিবন্ধন পরিতৃপ্ত ঋষিগণের মধ্যে তুমিই প্রধান। পুরুষশ্রেষ্ঠ! পুণ্যবান, যুদ্ধে অপলায়িত এবং সর্বগুণসম্পন্ন রাজর্ষিগণের তুমিই গতি; আর তুমি প্রভু, তুমি জীব এবং তুমি কার্য করে থাকো। ইন্দ্র প্রভৃতি দিকপাল, ত্রিভুবন, নক্ষত্র, দশদিক, আকাশ, চন্দ্র ও সূর্য—এ সমস্তই তোমাতেই আছে। মহাবাহু! প্রাণীগণের মরণশীলতা এবং দেবগণের অমরত্ব—এই দুটি ধর্মই তোমাতে আছে। প্রাণীগণের মধ্যে যারা স্বর্গীয় এবং যারা মর্ত্যভূমির মানুষ—তাদের সকলের ঈশ্বর তুমি; সুতরাং তোমাকে ভালবেসেই তোমার কাছে দুঃখের কথা বলব। কৃষ্ণ! প্রভু! পাণ্ডবগণের ভার্যা, তোমার সখী এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী আমার মতো নারীকে কী করে সভায় টেনে নিয়ে যেতে পারে? আমি লজ্জিতা, কম্পিতা, রজস্বলা এবং একবস্ত্রা এই অবস্থাতে আমাকে কৌরব সভায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেই কারণে, আমি মহাবল পাণ্ডবদের নিন্দা করি। আমি রক্তাক্ত অবস্থায় সভায় রাজাদের মধ্যে গিয়েছিলাম—তখন পাপাত্মা ধার্তরাষ্ট্রগণ আমাকে দেখে উপহাস করছিল। মধুসূদন! পাণ্ডবগণ, পাঞ্চালগণ এবং বৃষ্ণিবংশীয়গণ জীবিত থাকতে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা আমাকে দাসীভাবে ভোগ করতে চেয়েছিল। আমি ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র—ধর্ম অনুসারে দুজনেরই কুলবধূ হই। সেই আমাকেই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা বলপূর্বক দাসী করবার ইচ্ছা করেছিল। এক্ষেত্রে মহাযোদ্ধা ও মহাবল পাণ্ডবগণকেই আমি নিন্দা করি। যেহেতু, তাঁদেরই ধর্মপত্নীকে কেউ উৎপীড়িত করছিল, এঁরা তা অবাধে দেখছিলেন। অতএব জনার্দন! ভীমের বাহুবলকে ধিক, অর্জুনের গাণ্ডিবকে ধিক। যাঁরা ক্ষুদ্রকর্তৃক আমার উৎপীড়ন অবাধে সহ্য করেছিলেন। সর্বদা সজ্জন প্রচলিত এই ধর্মপথ চিরকাল চলে আসছে যে, স্বামীরা দুর্বল হলেও ভার্যাদের রক্ষা করে থাকেন। কারণ, ভার্যা রক্ষিত হলে, সন্তান রক্ষিত হয় এবং সন্তান রক্ষিত হলে, নিজেও রক্ষিত হয়। তারপরে, যেহেতু ভর্তা নিজের ভার্যার উদরে জন্মে থাকেন, সেহেতু ভার্যার নাম হয়েছে জায়া। 'আবার ভর্তা কীভাবে আমার উদরে জন্মাবেন' এই ভেবে ভার্যাও ভর্তাকে রক্ষা করবেন। কৃষ্ণ! এঁরা কখনও শরণাগতকে পরিত্যাগ করেন না; অথচ আমি তখন শরণাগত হয়েছিলাম, তাতেও এঁরা আমাকে রক্ষা করেননি। জনার্দন! পাঁচ পতির ঔরসে আমার উদরে পাঁচটি মহাবল পুত্র জন্মেছে। সুতরাং এদের পর্যবেক্ষণের জন্য আমাকে রক্ষা করাও এঁদের উচিত ছিল। যুধিষ্ঠির থেকে প্রতিবিন্ধ্য; ভীম থেকে সুতসোম, অর্জুন থেকে শ্রুতকীর্তি এবং নকুল থেকে শতানীক ও সহদেব থেকে শ্রুতকর্মা জন্মগ্রহণ করেছে। কৃষ্ণ! এরা সকলেই যথার্থ পরাক্রমশালী এবং প্রদ্যুম্ন যেমন, তেমনই মহারথ হয়েছে। এরা সকলেই ধনুর্বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ এবং যুদ্ধে শত্রুগণের অজেয় হয়েছে; তবুও তারাই বা কেন অতিদুর্বল ধার্তরাষ্ট্রগণের অত্যাচার সহ্য করেছিল। শত্রুরা অধর্ম অনুসারে রাজ্য হরণ করে সকলকে দাস করেছিল এবং আমি রজস্বলা ও একবস্ত্রা ছিলাম, সেই অবস্থাতেই আমাকে কেশাকর্ষণ করে সভার মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল। মধুসূদন! তুমি, ভীম ও অর্জুন ভিন্ন অন্য কোনও লোক যে ধনুতে গুণ পরাতে পারে না, সেই গাণ্ডিব ধনু ও ভীমের বলকে ধিক এবং অর্জুনের পুরুষকারকে। কারণ সেগুলি থাকতেও দুর্যোধন এখনও জীবিত আছে। মধুসূদন! যে দুর্যোধন পূর্বে বেদপাঠী,

ব্রহ্মচারী, বালক ও অহিংসক এই পাণ্ডবদের মায়ের সঙ্গে রাজ্য থেকে বার করে দিয়েছিল। যে পাপাত্মা পূর্বসঞ্চিত, নূতন, তীক্ষ্ণ ও লোমহর্ষণ কালকূট বিষ ভীমসেনের অন্নে মিশিয়ে দিয়েছিল। ভীমসেনের আয়ু অবশিষ্ট ছিল বলে, কোনও ক্ষতি না করে সে বিষ অন্নের সঙ্গে জীর্ণ হয়ে গেছিল। কৃষ্ণ! ভীমসেন প্রমাণ কোটিতে নিরুদ্বেগে নিদ্রিত হয়েছিলেন, এই অবস্থায় সেই পাপাত্মা দুর্যোধন তাঁকে বন্ধন করে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে নগরে চলে গিয়েছিলেন। তারপর, মহাবাহু ভীমসেন জাগ্রত হয়ে, সেই বন্ধন ছিন্ন করে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর আবার অন্য এক সময়ে ভীমসেন নিদ্রিত হলে, তাঁর সমস্ত অঙ্গে তীক্ষ্ণ বিষধর সর্প দ্বারা দংশন করিয়েছিল; কিন্তু শক্রহন্তা ভীম তাতেও মৃত্যুমুখে পতিত হননি। বরং তিনি জাগ্রত হয়ে ওই সমস্ত সর্পকেই মাটিতে পুঁতে বিনষ্ট করেছিলেন এবং দুর্যোধনের ওই কার্যকারী প্রিয় সারথিকেও বাঁহাতে বধ করেছিলেন। আবার, বালক পাণ্ডবেরা মায়ের সঙ্গে বারণাবতে শায়িত ও নিদ্রাগত অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থায় দুর্যোধন তাঁদের পুড়িয়ে মারবার চেষ্টা করেছিলেন। এই কাজ দুর্যোধন ভিন্ন আর কে করতে পারেন?" আর্যা কুন্তী দেবী ভীত হয়ে রোদন করছিলেন এবং পাণ্ডবদের বলেছিলেন, "অগ্নি কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে আমি গুরুতর বিপদাপন্ন হলাম। হায়; আমি মরলাম; কী করে আমি এখন এই আগুন নেভাব। অনাথা আমি আজ বালক পুত্রদের সঙ্গে বিনষ্ট হব।" তখন বায়ুর ন্যায় বেগ ও পরাক্রমশালী মহাবাহু ভীম এই বলে আর্যা কুন্তীকে সন্তপ্ত অবস্থায় আশ্বস্ত করেছিলেন, "পক্ষীশ্রেষ্ঠ বিনতানন্দন গরুড়ের মতো আমি আপনাদের নিয়ে চলে যাব; আপনাদের কোনও ভয় নেই।" বলবান, উৎসাহশালী ভীমসেন বামক্রোড়ে কুন্তীকে, ডানক্রোড়ে যুধিষ্ঠিরকে, দুই কাঁধে নকুল ও সহদেবকে এবং পিঠে অর্জুনকে নিয়ে বেগে লাফ দিয়ে অগ্নিকে পার হয়ে ভ্রাতৃগণ ও মাতাকে অগ্নি থেকে মুক্ত করেছিলেন। সেখান থেকে তাঁরা হিড়িম্ববন নামক মহারণ্যে প্রবেশ করলেন।

"পরিশ্রান্ত এবং অত্যন্ত দুঃখিত পাণ্ডবেরা মায়ের সঙ্গে সেই বনের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে হিড়িম্বা রাক্ষসী তাদের কাছে উপস্থিত হল। সেই হিড়িম্বারাক্ষসী মাতার সঙ্গে ভূতলে শায়িত পাণ্ডবদের দেখে, কামার্ত হয়ে ভীমসেনকে কামনা করল। তারপর হিড়িম্বা সুলক্ষণা মানুষীর রূপ ধারণ করে, আপন কোলে ভীমসেনের চরণযুগল তুলে নিয়ে, আনন্দিত মনে ভীমসেনের পা টিপতে লাগল। তখন অসাধারণ ধৈর্যশীল, বলবান ও যথার্থ পরাক্রমশালী ভীমসেন তার মনোবাসনা বুঝতে পেরে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সুন্দরী। তুমি আমার কাছে কী চাও?" ভীমসেন এই প্রশ্ন করলে, কামরূপিণী ও অনিন্দ্যসুন্দরী সেই রাক্ষসী ভীমসেনকে বলল, "তোমরা অবিলম্বে এই স্থান থেকে পলায়ন করো। কারণ, আমার বলবান ভ্রাতা এখনই তোমাদের বধ করতে আসবে। চলে যাও, বিলম্ব কোরো না।" তখন ভীমসেন অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে তাকে বললেন, "আমি তোমার ভ্রাতাকে ভয় করি না, সে এখানে এলে আমি তাকে বধ করব।" তাদের আলাপ শুনে ভীমাকৃতি ও ভীমদর্শন সেই রাক্ষসাধম বিশাল গর্জন করতে করতে সেখানে উপস্থিত হয়ে হিড়িম্বাকে বলল, "হিড়িম্বা, তুই কার সঙ্গে আলাপ করছিস, ওকে আমার কাছে নিয়ে আয়, আমি ওকে ভক্ষণ করব, বিলম্ব করিস না।" মনস্বিনী ও অনিন্দ্যসুন্দরী হিড়িম্বা দয়ার্দ্রচিত্তে ভীমকে সে কথা বলতে পারল না।

"তখন নরমাংসভোজী সেই রাক্ষস ভয়ংকর গর্জন করতে করতে বেগে ভীমসেনের সম্মুখে

এসে উপস্থিত হল। বলবান সেই রাক্ষস বাম হস্তদ্বারা ভীমের হস্ত ধারণ করল। আর তৎক্ষণাৎ দক্ষিণহস্তে বজ্রের মতো দৃঢ় মুষ্টিবন্ধন করে ভীমকে প্রহার করল। ভীম সেই আঘাত বজ্রের মতো আঘাত বোধ করলেন। রাক্ষস হস্ত দিয়ে হস্ত ধারণ করে রেখেছিল এবং অন্যহস্তে মুষ্টিপ্রহার করছিল; মহাবাহু ভীম তা সহ্য করলেন না, তিনি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন। তখন সর্বাস্ত্রনিপুণ ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের মতো ভীম ও হিড়িম্বরাক্ষসের ভয়ংকর তুমুল যুদ্ধ হল। বলবান ও উৎসাহী ভীমসেন দীর্ঘকাল রাক্ষসের সঙ্গে খেলা করে তারপর সেই দুর্বল রাক্ষসকে বধ করলেন। তারপর ভীম হিড়িম্বকে বধ করে, ভ্রাতাদের সঙ্গে হিড়িম্বাকে নিয়ে প্রস্থান করলেন, যে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচের জন্ম হয়েছিল। শত্রুবিজয়ী পাণ্ডবেরা এরপরে ব্রাহ্মণগণকে সঙ্গে নিয়ে মাতা কুন্তীর সঙ্গে একচক্রাপুরী অভিমুখে যাত্রা করলেন। প্রস্থান করবার পরে বেদব্যাস এঁদের মন্ত্রী, প্রিয়কার্যকারী ও হিতৈষী হয়েছিলেন, তারপর পাণ্ডবেরা ব্রহ্মচারী হয়ে একচক্রাপুরে গমন করলেন। সেখানেও তাঁরা হিড়িম্বরাক্ষসেরই তুল্য ভয়ংকর ও মহাবল বকনামক রাক্ষসের উপদ্রব ভোগ করেছিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন সেই ভয়ংকর বক রাক্ষসকেও বধ করে, ভ্রাতাদের সঙ্গে দ্রুপদরাজার রাজধানীতে গমন করেন।

"কৃষ্ণ, তুমি যেমন ভীষ্মক রাজার কন্যা রুক্মিণীকে জয় করেছ, তেমনই সেখানেই অর্জুন মহাযুদ্ধে অন্যের দুষ্কর গুরুতর কার্য করে স্বয়ংবরে আমাকে লাভ করেন। কৃষ্ণ! এইরূপ অনেক দুঃখ পেয়ে, কুন্তী দেবীকে ছেড়ে পুরোহিত ধৌম্যকে অগ্রবর্তী করে আমরা এখানে বাস করছি। সিংহের মতো বিক্রমী, অন্যদের থেকে অধিক বিক্রমশালী সেই পাণ্ডবেরা নিকৃষ্ট ব্যক্তিদ্বারা আমার অপমান ও অসম্মান দেখেও কেন আমাকে উপেক্ষা করছেন। নিকৃষ্ট, পাপাত্মা ও পাপকর্মা দুর্যোধন প্রভৃতির জন্য আমি এই দুঃখ দীর্ঘকাল ভোগ করতে করতে কী ভয়ংকর সন্তাপ সহ্য করছি। আমি অলৌকিক উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করেছি। আমি পাণ্ডবদের প্রিয়তমা ভার্যা এবং মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ।

"কৃষ্ণ! মধুসূদন! তবুও সেই আমি শ্রেষ্ঠা ও পতিব্রতা হয়েও, পঞ্চপাণ্ডবের সামনেই কেশ-আকর্ষণে লাঞ্ছনা লাভ করেছি।" এই কথা বলে মৃদুভাষিণী দ্রৌপদী কোমল, সুন্দর পদ্মকোষতুল্য দুই হাতে আপন মুখমণ্ডল আবৃত করে রোদন করতে লাগলেন।

স্তনাব-পতিতৌ পীনৌ সুজাতৌ সুভলক্ষণৌ।
অভ্যবর্ষত পাঞ্চালী দুঃখজৈরশ্রুবিন্দুভিঃ ॥ বন : ১১ : ১২৪ ॥

"এবং তিনি উন্নত, পীবর, সুগোল ও সুলক্ষণ স্তন দুটিকে দুঃখজাত অশ্রুবিন্দু দ্বারা সিক্ত করতে লাগলেন।" আর তিনি নয়নযুগল মার্জনা করে বারবার নিশ্বাস ত্যাগ করতে থেকে, ক্রুদ্ধ হয়ে বাষ্পপূর্ণ কণ্ঠে এই কথা বলতে লাগলেন—

নৈব মে পতয়ঃ সন্তি ন পুত্রা ন চ বান্ধবাঃ।
ন ভ্রাতরো ন চ পিতা নৈব ত্বং মধুসূদন। ॥ বন : ১১ : ১২৬ ॥

"মধুসূদন! আমার পতিরা নেই, পুত্রেরা নেই, বান্ধবরা নেই, ভ্রাতারা নেই, পিতা নেই এবং তুমিও নেই।"

"ক্ষুদ্ররা আমাকে নির্যাতিত করল, অথচ তোমরা আমাকে সুস্থার মতোই উপেক্ষা করছ। তারপর, কর্ণ তখন আমাকে যে উপহাস করেছিল, তোমরা সেই বিষয়েও কোনও প্রতিকাব করছ না। কৃষ্ণ! কেশব! সম্পর্ক, গুরুত্ব, সখিত্ব ও প্রভুত্ব—এই চার কারণেই সর্বদা আমাকে রক্ষা করা তোমার উচিত।"

তখন কৃষ্ণ দ্রৌপদীর সেই সকল কথা শুনে ক্রুদ্ধ ও অসহিষ্ণু হয়ে বীরসমাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, "দ্রৌপদী তুমি যাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছ, তারা অর্জুনের শরজালে আবৃতদেহ ও নিহত রয়ে রক্তাক্ত কলেবরে ভূতলে শয়ন করবে—সেই দৃশ্য দেখে তাদের ভার্যারাও ঠিক এমনইভাবে রোদন করবে, পাণ্ডবদের জন্য যতদূর করা সম্ভব, তা আমি করব, তুমি রোদন কোরো না। আমি তোমার কাছে সত্য প্রতিজ্ঞা করছি—তুমি রাজমহিষী হবে। যদি স্বর্গ পড়ে যায়, হিমালয় বিশীর্ণ হয়, পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়, সমুদ্র শুষ্ক হয়ে যায়—তা হলেও আমার বাক্য মিথ্যা হবে না।" দ্রৌপদী কৃষ্ণের কথা শুনে আর কোনও কথা বললেন না, অর্জুনের দিকে বক্রভাবে একবার তাকালেন মাত্র। তখন অর্জুন দ্রৌপদীকে বললেন, "দেবি! সুনয়নে! বরবর্ণিনি! তুমি রোদন কোরো না; কৃষ্ণ যা বললেন, তা সম্পূর্ণভাবে ঘটবেই, অন্যথা হবে না।" ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন, "আমি দ্রোণকে বধ করব, শিখণ্ডী ভীষ্মকে বধ করবে, ভীম দুর্যোধনকে নিহত করবেন আর অর্জুন কর্ণকে বধ করবেন। ভগিনী! আমরা বলরাম ও কৃষ্ণকে অবলম্বন করে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধেও অজেয় হব। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের সম্পর্কে আর কী বলব?"

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। একদিকে হস্তিনাপুরে পাণ্ডবদের শঠতাপূর্ণ দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত করে দুর্যোধন ও তাঁর মিত্রবর্গ আনন্দে আত্মহারা, পরিপূর্ণ ভোগ বিলাসে প্রমত্ত, অন্যদিকে দ্বৈতবনে স্বয়ং ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করলেন কুরুবংশ ধ্বংস হবে, ধার্তরাষ্ট্রগণ নিহত হবেন, তাঁদের পত্নীরা বিধবা হবে, দ্রৌপদীর কান্নার মূল্য তাঁদের দিতে হবে। কৃষ্ণের এই শপথবাণী সমর্থন করলেন, পাণ্ডবপক্ষীয় অপর দুই অতিরথ—অর্জুন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন। তৃতীয় মহারথ ভীমসেন নীরব। কারণ, তাঁর প্রতিজ্ঞা তিনি ঘোষণা করে এসেছেন কৌরব রাজসভায়—বলেছেন দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার জন্য দুঃশাসনের বক্ষোরক্ত পান করবেন। দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করবেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রকে তিনি বধ করবেন। তাঁর প্রতিজ্ঞা কুরুবৃদ্ধদের সামনে, ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গের উপস্থিতিতে, তাই নতুন করে ঘোষণার তাঁর আর প্রয়োজন নেই। অভিমানিনী দ্রৌপদীর কৃষ্ণের সম্মুখে কান্না তাই মহাভারতের এক অতি দুর্লভ মুহূর্ত।

৩৫

ধৃতরাষ্ট্রের বিদুর-ত্যাগ

দ্বিতীয়বার পাশাখেলায় পাণ্ডবগণ পরাজিত হয়ে বনে গমন করলেন। অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র আপাত নিশ্চিন্ত হয়ে সুখে সিংহাসনে উপবেশন করলেন। কিন্তু এক অশুভ চিন্তা, ভবিষ্যৎ ভাবনা তাঁর মনকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। তিনি জানতেন তেরো বৎসর জীবনের ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল নয় আর পাণ্ডবেরাও অমিতবীর্য। সুতরাং তারা ফিরে আসবেই এবং রাজ্য দাবি করবেই। বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভবিষ্যতের ভাবনা অনেক পূর্বে করেন। চিন্তাকুল ধৃতরাষ্ট্র তাই বিদুরকে ডেকে পাঠালেন।

বিদুর উপস্থিত হলে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, "বিদুর তুমি শুক্রাচার্যের মতো বুদ্ধিমান। তুমি সূক্ষ্ম ধর্মতত্ত্বও জান আর কৌরবেরাও তোমাকে অপক্ষপাতী বলেই মানে। এখন তুমি পাণ্ডব ও কৌরবদের যাতে হিত হয়, আমাকে তেমন পরামর্শ দাও। ঘটনা যা ঘটার ঘটে গেছে, পুরবাসীরা কৌরবদের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। সুতরাং কীভাবে তাদের সন্তুষ্ট করা যায় এবং পাণ্ডবেরা ফিরে এসে যাতে আমাদের সমূলে ধ্বংস করতে না পারে তুমি তার উপায় আমাকে বলো। কারণ তুমি কার্য কারণ ও ফলাফল অত্যন্ত অভ্রান্তভাবে নির্ণয় করতে সমর্থ।"

বিদুর বললেন, "মহারাজ ধর্মই অর্থ, কাম ও মোক্ষের মূল এবং নীতি শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা ধর্মকেই রাজ্যের মূল বলে মনে করেন। অতএব আপনার একমাত্র কর্তব্য হওয়া উচিত ধর্মপথে অবিচলিত থেকে শক্তি অনুসারে নিজ পুত্রগণকে ও পাণ্ডুপুত্রগণকে পালন করা। কিন্তু শকুনি প্রভৃতি পাপাত্মারা আপনার উপস্থিতিতেই এই সভামধ্যে সেই ধর্মকে লঙ্ঘন করেছে এবং আপনার পুত্র দুর্যোধন সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে এই সভাতেই এনে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত করে রাজ্যচ্যুত করেছে। কুরুরাজ যে দুষ্কার্য আপনি করেছেন তা সংশোধন করার কোনও উপায় আমি দেখছি না। আপনার পুত্র পাপমুক্ত হয়ে লোকসমাজে সদাশয় ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, এমন কোনও পথ নেই। রাজা আপনি পূর্বে পাণ্ডবদের রাজ্য প্রভৃতি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, আবার আপনি তাই করুন। রাজারা পরধনে লোভ করবেন না, আপন ধনেই সন্তুষ্ট থাকবেন— এই রাজাদের পরম ধর্ম। মহারাজ আপনার এখন প্রধান কর্ম হল পাণ্ডবদের সন্তুষ্ট করা এবং শকুনির অপমান করা। আপনি যদি এই পরামর্শ গ্রহণ করেন, তা হলে আপনার পুত্রদের রাজ্য রক্ষা পাবে। অন্যথায় তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কারণ, ভীম ও অর্জুন অবশ্যই শত্রুসৈন্য নিঃশেষ করবেন। বাম ও দক্ষিণ, উভয়বস্তু

দ্বারা শরসন্ধানকারী ও শিক্ষিতাস্ত্র অর্জুন যাঁদের যোদ্ধা, বাহুবলশালী ভীম যাঁদের যোদ্ধা তাঁদের অপ্রাপ্য পৃথিবীতে কিছুই নেই।

"আপনার পুত্র দুর্যোধন জন্মানোর পরই আমি আপনাকে বলেছিলাম, বংশের অহিতকারী এই পুত্রটিকে ত্যাগ করুন; কিন্তু আপনি আমার সেই হিতকর বাক্য শোনেননি। মহারাজ আবার আপনাকে এই মুহূর্তে আপনার যা হিতকর তা বললাম। আপনি যদি আমার কথা না শোনেন, তবে পরে আপনাকে পরিতাপ করতে হবে। আপনার পুত্র দুর্যোধন যদি সন্তুষ্টচিত্তে পাণ্ডবদের সঙ্গে ভাগ করে রাজত্ব করতে স্বীকার করে, তা হবে অত্যন্ত আনন্দজনক ঘটনা। ফলে আপনারও পরিতাপের কারণ ঘটবে না। না হলে সকলের মঙ্গলের জন্য আপনি দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করুন; অহিতকারী দুর্যোধনকে শাস্তি দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে স্থাপন করুন। যুধিষ্ঠির পরের ধন অপহরণ করার ইচ্ছা করেন না, তিনি ধর্ম অনুসারে রাজ্য শাসন করবেন। যুধিষ্ঠির রাজ্যশাসন করলে অন্য রাজারা সকলেই এসে বৈশ্যদের মতো আমাদের সেবা করবেন। আর শকুনি, দুর্যোধন ও কর্ণ পাণ্ডবদের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করুক, আর দুঃশাসন সভার মধ্যে ভীম ও দ্রৌপদীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুক। আপনিও যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিয়ে সম্মানের সঙ্গে তাঁকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করুন। আপনি জিজ্ঞাসা করায় আমার যা উচিত বলে মনে হয়, তা বললাম, এই মত অনুযায়ী কাজ করলেই আপনি কৃতকার্য হবেন।"

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, "বিদুর তুমি দ্যূতসভায় পাণ্ডবপক্ষ এবং আমার পক্ষ— এই উভয়পক্ষের উপস্থিতিতেই এই কথা বলেছিলে এবং এখন আবার বললে; কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, তুমি পাণ্ডবদের হিতকর এবং আমার অহিতকর কথাই বলছ! তুমি পাণ্ডবদের পক্ষে যা বললে, তা এখনই তুমি কীভাবে স্থিরনিশ্চয় হলে? আমার স্পষ্টত বোধ হচ্ছে যে, তুমি আমার হিতৈষী নও। কারণ, আমি কীভাবে পাণ্ডবদের জন্য পুত্রত্যাগ করব? একথা সত্য যে, পাণ্ডবেরাও আমার পুত্র; কিন্তু দুর্যোধন আমার দেহ থেকে উৎপন্ন; সুতরাং 'পরের জন্য নিজের দেহ ত্যাগ কর' কোন সাম্যভাব একথা বলতে পারে? অতএব বিদুর! তুমি আমাকে যে সব কথা বলছ, তা দুরভিসন্ধিমূলক। অথচ দেখো, আমি তোমাকে অত্যন্ত গুরুত্ব ও গৌরব দিয়ে দেখি। সে যাই হোক, তুমি এখন ইচ্ছানুসারে চলে যেতে পারো। অসতী স্ত্রীকে মধুর কথায় সান্ত্বনা দিলেও সে স্বামী পরিত্যাগ করে।"

এই বলে ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসন ত্যাগ করলেন এবং বিদুরকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অন্তঃপুরে চলে গেলেন। ক্রুদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র এভাবে অনাদর প্রকাশ করে চলে যাওয়ায় বিদুর অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে স্বগতোক্তি করলেন, "এ বংশ ধ্বংস পেয়েছে।" একথা উচ্চারণ করে বিদুর হস্তিনাপুর ত্যাগ করে পাণ্ডবগণের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

এদিকে পাণ্ডবেরা বনবাস স্থির করে, অনুচরদের সঙ্গে মিলিত হয়ে, গঙ্গাতীর থেকে কুরুক্ষেত্রের উদ্দেশে গমন করলেন। তাঁরা সরস্বতী, দৃশদ্বতী ও যমুনানদীতে স্নান করে, সমস্ত পথ পশ্চিম দিক লক্ষ্য করে, বনপথে কাম্যক বনের দিকে চলতে লাগলেন। তারপর, তাঁরা সরস্বতী নদীর তীরে পার্বত্য সমতলভূমিতে নানাবিধ তরুলতা ও সুস্বাদু ফলপূর্ণ স্থানে মুনিজনের অত্যন্ত প্রিয় কাম্যক বন দর্শন করলেন। সেই কাম্যক বন বহুতর পশুপাখি

সমাকীর্ণ ছিল। কিন্তু সেখানে হিংসা ছিল না। চারপাশে অসংখ্য সৎ-স্বভাব মুনি ঋষি ছিলেন। পাণ্ডবেরা সেখানে কুটির নির্মাণ করে বাস করতে লাগলেন। মুনিরা তাঁদের কাছে প্রত্যহ আসতেন। উপদেশ দিতেন, সান্ত্বনা দিয়ে আশ্বস্ত করতেন।

বিদুর পাণ্ডবদের খবর সব সময়ে রাখতেন। তিনি জানতেন যে, পাণ্ডবেরা কাম্যক বনে বাস করছেন। বিদুর পাণ্ডবদের সর্বদা হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। এখন দর্শনাকাঙ্ক্ষী হয়ে একা একটি রথে আরোহণ করে সেই ফলসমৃদ্ধি-সম্পন্ন কাম্যক বনে প্রবেশ করলেন। দ্রুতগামী অশ্বচালিত সেই রথে বিদুর ব্রাহ্মণগণ, ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সঙ্গে পবিত্রস্থানে উপবিষ্ট যুধিষ্ঠিরকে দেখতে পেলেন।

সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠির বিদুরকে দীনভাবে তাঁর দিকে আসতে দেখে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেন। তিনি ভীমসেনকে বললেন, "বিদুর এসে আবার আমাদের কী বলবেন? শকুনির প্রস্তাব অনুযায়ী আবার আমাদের দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করবেন না তো? আমাদের তো এখন সম্বল শুধু আমাদের অস্ত্রগুলি। ক্ষুদ্রপ্রকৃতি শকুনি পুনরায় দ্যূতক্রীড়া করে আমাদের অস্ত্রগুলি হরণ করবে না তো?"

> সমাহূতঃ কেনচিদাদ্রবেতি নাহং শক্তো ভীমসেনাপযাতুম্।
> গাণ্ডীবে চ সংশয়িতে কথং নো রাজ্যপ্রাপ্তিঃ সংশায়িতা ভবেন্নঃ ॥ বন : ৬ : ৯ ॥

"ভীম! দ্যূতক্রীড়া বা যুদ্ধ করবার জন্য কেউ আমাকে 'এসো' বলে আহ্বান করলে আমি ফিরতে পারি না; সুতরাং গাণ্ডিব ধনু যদি সংশয়াপন্ন হয়, তবে আমাদের রাজ্যলাভ করাও সংশয়াপন্ন হয়ে পড়বে না কেন?"

পাণ্ডবেরা সকলে গাত্রোত্থান করে বিদুরকে সাদরে গ্রহণ করলেন। অজমীরবংশীয় বিদুরও প্রত্যেককে যথাযোগ্য সংবর্ধনা করলেন। বিদুর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে সুস্থ হলে, নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। বিদুরও বিশদভাবে তাদের কাছে ধৃতরাষ্ট্রের ব্যবহারের বর্ণনা দিলেন।

বিদুর বললেন, "যুধিষ্ঠির আমি ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী ছিলাম। তিনি আমাকে ডেকে যথোচিত সম্মান দিয়ে বলেছিলেন, 'বিদুর! এই ঘটনায় তুমি সাম্যভাব অবলম্বন করে পাণ্ডবদের ও আমার হিতের কথা বলো।' আমি কৌরবদের যথাযোগ্য হিতের কথা, বিশেষত ধৃতরাষ্ট্রের হিতের কথা বলেছিলাম; কিন্তু সে কথায় তাঁর রুচি হয়নি। আমি যা সঙ্গত বিবেচনা করেছিলাম, তা ভিন্ন অন্য কিছুই বলিনি। আমি অত্যন্ত মঙ্গলের কথাই বলেছিলাম; কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র আমার কথা কিছুই শোনেননি। রোগার্তের যেমন হিতকর খাদ্যে রুচি হয় না, ধৃতরাষ্ট্রেরও তেমনই আমার কথায় রুচি হয়নি। যুধিষ্ঠির! শ্রোত্রিয়ের ঘরের দুষ্ট স্ত্রীকে যেমন ভালর দিকে নেওয়া যায় না, ধৃতরাষ্ট্রকেও তেমনই ভালর দিকে নেওয়া যায়নি। কারণ, কুমারীর যেমন ষাট বছরের পতির প্রতি রুচি হয় না, ধৃতরাষ্ট্রেরও তেমন আমার কথায় রুচি হয়নি। কৌরবদের বিনাশ নিশ্চিত, কারণ ধৃতরাষ্ট্র হিতোপদেশ গ্রহণ করেন না। পদ্মপাতায় যেমন জল থাকে না, তেমনই ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয়ে হিতোপদেশ থাকে না। হে ভরতনন্দন, শেষে ধৃতরাষ্ট্র ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে বলেছেন যে, তোমার যেখানে ইচ্ছা

সেখানে যাও, আমি রাজ্য বা রাজধানী রক্ষায় তোমার সহায়তা আর চাই না।"

"অতএব রাজা আমি ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে তোমাকে উপদেশ দেওয়ার জন্য এসেছি। আমি সেই দ্যূতসভায় তোমাকে যা বলেছিলাম, তা মনে রাখো অথবা আমি তা আবার বলব। শত্রুরা গুরুতর কষ্টের মধ্যে ফেললেও যে-রাজা ক্ষমা করে কাল প্রতীক্ষা করেন, সেই বুদ্ধিমান রাজা তৃণের অল্প অগ্নির দ্বারা আপনাকে বর্ধিত করে ভবিষ্যতে একাকীই পৃথিবী ভোগ করতে পারেন। যে রাজা সহায়দের সঙ্গে অবিভক্তরূপে ধন ভোগ করে থাকেন, সহায়েরাও তাঁর দুঃখকে সমানভাবে ভাগ করে নেয়। সহায় সংগ্রহের এই হল উপায়; সহায় সংগ্রহ হলে রাজ্যলাভও হয়ে থাকে। পাণ্ডুনন্দন, সত্য আশ্রয় করে, অনর্থক বাক্য পরিত্যাগ করে, মাঙ্গলিক দ্রব্য ও অন্ন-সহায়দের সঙ্গে সমানভাবে ভোগ করবে এবং সহায়দের সম্মুখে আত্মপ্রশংসা করবে না; এই চরিত্রের রাজাই উন্নতিলাভ করেন।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "আপনি যেমন বললেন, আমি আপনার বুদ্ধি অনুসারে সাবধানে তেমনই করব। দেশ ও কালের উপযুক্ত আরও যা আছে, তাও বলুন। আমি সে সমস্তও করব।"

ওদিকে বিদুর পাণ্ডবদের আশ্রমে চলে গেলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন। ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত ভীত হয়েও পড়লেন। কারণ সন্ধি ও বিগ্রহের বিষয়ে বিদুরের বুদ্ধিনৈপুণ্য এবং তাঁর পরামর্শ ভাবীকালে পাণ্ডবদের অশেষ উন্নতির সহায়ক হয়ে উঠবে, এই কথা ভেবে ধৃতরাষ্ট্র সভার দ্বারে এসে, বিদুরকে স্মরণ করে শোকাবিষ্ট চিত্তে রাজাদের সমক্ষেই মূর্ছিত হয়ে ভূতলে পতিত হলেন। তিনি পুনরায় চৈতন্য লাভ করে, ভূতল থেকে উঠে, নিকটে উপস্থিত সঞ্জয়কে বললেন, "সঞ্জয়, বিদুর আমার ভাই ও বন্ধু, সুতরাং তাঁকে স্মরণ করে আমার হৃদয় একেবারে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। অতএব, তুমি অবিলম্বে সেই বিদুরকে আমার কাছে নিয়ে এসো।" এই বলে ধৃতরাষ্ট্র দীনভাবে বিলাপ করতে লাগলেন। বিদুরকে স্মরণ করে ধৃতরাষ্ট্র আবার সঞ্জয়কে বলেন, "যাও সঞ্জয় আমার ভ্রাতা বেঁচে আছে কি না জানো। আমি পাপাত্মা, ক্রোধের বশে তাকে বার করে দিয়েছি। জ্ঞানী ও অমিতবুদ্ধি ভ্রাতা বিদুর কোনওদিন আমার কোনও অপ্রিয় কাজ করেনি। অথচ অত্যন্ত বুদ্ধিসম্পন্ন সেই বিদুর আমার কাছে অত্যন্ত অপ্রিয় ব্যবহার লাভ করেছে। অতএব প্রাজ্ঞ সঞ্জয়, তাকে না পেলে আমি প্রাণত্যাগ করব; সুতরাং তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো।"

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনে, তাঁকে সম্মান জানিয়ে "নিশ্চয় নিয়ে আসব" এই কথা বলে, কাম্যক বনের দিকে দ্রুত গমন করলেন। অচিরকালের মধ্যেই সঞ্জয় কাম্যক বনে উপস্থিত হলেন। তিনি কৃষ্ণমৃগচর্মে আবৃত যুধিষ্ঠিরকে দেখতে পেলেন। সেইখানে যুধিষ্ঠির, বিদুর ও বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ একত্রে বসে ছিলেন আর দেবতারা যেমন ইন্দ্রকে রক্ষা করেন, তেমনই ভীম তাঁদের রক্ষা করছিলেন। সঞ্জয় কাছে গিয়ে অভিবাদন করে যুধিষ্ঠিরকে সম্মান জানালেন, আবার ভীম অর্জুন নকুল সহদেব তাঁকে অভিবাদন জানালেন। সঞ্জয় সুখে উপবেশন করে বিশ্রাম গ্রহণ করলে, যুধিষ্ঠির তাঁকে কুশল প্রশ্ন করে, আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন। তখন সঞ্জয় বললেন; "বিদুর, অম্বিকানন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনাকে স্মরণ করেছেন। আপনি সত্বর গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন এবং তাঁকে সঞ্জীবিত করুন। আপনি

নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণের অনুমতি নিয়ে, রাজশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ অনুসারে হস্তিনায় চলুন।"

সঞ্জয় একথা বললে, বুদ্ধিমান ও সজ্জন বৎসল বিদুর যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে পুনরায় হস্তিনায় ফিরে এলেন। তখন মহাবল ও প্রতাপশালী ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে বললেন, "হে নিষ্পাপ ধর্মজ্ঞ বিদুর, ভাগ্যবশত তুমি আবার ফিরে এসেছ, ভাগ্যবশতই তুমি আমাকে স্মরণ করেছ। রাত্রি ও দিনে তোমার জন্য আমার নিদ্রা হয়নি, আমার এই দেহটাকেই আমার অদ্ভুত বোধ হচ্ছে।" ধৃতরাষ্ট্র এই বলে, বিদুরকে কোলে তুলে নিলেন এবং তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করলেন। ধৃতরাষ্ট্র পূর্বে বিদুরকে কটুবাক্য বলার জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেন।

বিদুর বললেন, "মহারাজ আপনি আমার পরমগুরু, সুতরাং আমি পূর্বেই ক্ষমা করেছি। আমিও আপনাকে দেখার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলাম, তাই আপনার আদেশ পাওয়া মাত্রই আমি চলে এসেছি। নরশ্রেষ্ঠ, ধার্মিক লোকেরা দুর্বলের পক্ষপাতী হয়ে থাকেন, সুতরাং এ বিষয়ে আপনি কিছু মনে করবেন না। আমার কাছে পাণ্ডু পুত্রগণ যেমন, আপনার পুত্রগণও তেমনই। পাণ্ডুপুত্রেরা এখন দৈন্যপীড়িত, তাই আমার মন এখন তাদের পক্ষেই গিয়েছে।"

রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন এবং সুগভীর আনন্দ লাভ করলেন।

আমরা মহাভারতের আর একটি দুর্লভ মুহূর্ত পেরিয়ে এলাম। দুটি চরিত্র আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হল। ধৃতরাষ্ট্র আর বিদুর। দুই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। দুজনেই ব্যাসদেবের সন্তান। বিদুর পারশব পুত্র! তাই তিনি সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন না। ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে মহামন্ত্রীরূপে নিয়োগ করেছিলেন। বিদুর পরিপূর্ণ ধর্মনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। মহাভারতে যুধিষ্ঠির ছাড়া তাঁর মতো ধর্মপরায়ণ মানুষ আর ছিলেন না। তিনি রাজধর্ম, ন্যায়ধর্ম জানতেন। অত্যন্ত স্পষ্টবাদী, ঋজু চরিত্রের এই মানুষটি দুর্যোধনের কোনও অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি। দ্যূতসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার সময়ে কুরুবৃদ্ধেরা যখন নীরব, তখন বিদুর প্রতিবাদে সোচ্চার। কুরুবংশের, কৌরবদের অকল্যাণকর অহিতকর কোনও অবস্থাই বিদুর মেনে নেননি। তিনি যা বিশ্বাস করতেন, তা সোচ্চারে উচ্চারণ করতে দ্বিধা করতেন না। ধর্মে তিনি আবৃত ছিলেন, তাই রাজার মনোরঞ্জন প্রধান কর্ম হিসাবে বিবেচনা করেননি।

ধৃতরাষ্ট্র মহাবলশালী রাজা ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন পুত্রস্নেহে অন্ধ। ধৃতরাষ্ট্র নির্বোধ ছিলেন না। বিদুরের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাও ছিল। কিন্তু বর্তমান কাহিনিতে ভ্রাতৃস্নেহ যতটা ফুটেছে, তার থেকে বেশি ফুটেছে তাঁর উদ্বেগ, বিদুরের বুদ্ধি ও দূরদর্শিতা পাণ্ডবদের সঙ্গে যুক্ত হলে কৌরবদের পক্ষে তা যে চূড়ান্ত ক্ষতিকর হবে, তা তিনি অনুমান করেছিলেন। ভ্রাতৃস্নেহ, উদ্বেগ ও কিছু পরিমাণে অভিনয় মিশ্রণে বর্তমান মুহূর্তটি অতি উজ্জ্বল।

৩৬

মৈত্রেয় মুনির অভিশাপ

বিদুর আবার ফিরে এসেছেন এবং ধৃতরাষ্ট্র তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁকে শান্ত করেছেন, এই সংবাদে দুর্মতি দুর্যোধন অত্যন্ত পরিতপ্ত হলেন। তখন তিনি কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনিকে ডেকে গোপন মন্ত্রণাসভায় বসলেন। পাণ্ডব বিদ্বেষে দুর্যোধন ভালমন্দ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে বললেন, "পাণ্ডবদের বন্ধু এবং হিতার্থী, কৌরবদের সমস্ত বিষয়ে অবগত বিদুর রাজ-আজ্ঞায় আবার হস্তিনায় ফিরে এসেছেন। বিদুর পাণ্ডবদের পক্ষপাতী, তিনি নিশ্চয়ই চেষ্টা করবেন যাতে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের অনুকূল হিত আচরণ করেন। অতএব বন্ধুগণ, বিদুরের সেই চেষ্টা ফলবতী হওয়ার আগেই আপনারা আমার হিতের জন্য পরামর্শ করুন। আমি যদি পাণ্ডবদের আবার হস্তিনায় দেখি তবে নির্ধন হব, পিতৃ অনুগ্রহে বঞ্চিত হয়ে পুনরায় শুষ্ক পাতার মতো ঝরে পড়ব। তা হলে আমি বিষভক্ষণ করব, গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করব, নিজেকে অস্ত্রাঘাত করব অথবা আগুনে প্রবেশ করব।"

শকুনি বললেন, "রাজা তুমি মূর্খের মতো আচরণ করছ। পাণ্ডবেরা শপথ করে বনবাস গিয়েছে। সুতরাং, শপথ পালন না করে তারা ফিরে আসবে না। পাণ্ডবেরা সকলেই সত্যবাদী, তারা কখনওই তোমার পিতার অনুরোধে সত্য পালনের পূর্বে ফিরবে না। যদি তারা সত্যই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে ফিরে আসে, তখন আমরা তাদের সম্বন্ধে ভাবব। তখন আমরা সকলেই রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মতের অনুবর্তী হয়ে, নিজেদের অভিপ্রায় গোপন রেখে, পাণ্ডবদের ছিদ্র অনুসন্ধান করতে থাকব। বর্তমানে আমাদের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকাই সঙ্গত।"

দুর্যোধন বললেন, "মহাপ্রাজ্ঞ মাতুল, আপনার কথা অত্যন্ত সঙ্গত। আপনি যুক্তিগ্রাহ্য কথা বলেন বলেই আপনার কথা এত ভাল লাগে।"

কর্ণ বললেন, "দুর্যোধন তোমার অভীষ্ট বিষয়ে আমরা সর্বদাই পর্যালোচনা করে থাকি, এবং এই কারণেই আমরা একমত হয়ে থাকি। আমার নিজের বিশ্বাস, বুদ্ধিমান পাণ্ডবেরা বারো বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাতবাস শেষ না করে ফিরে আসবে না। যদি মোহবশত আসে তখন আবার পাশা খেলেই তাদের জয় করবে।" কর্ণের এ কথা শুনে দুর্যোধন খুব সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। দুর্যোধনের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে কর্ণ তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংশোধন করে উৎসাহের সঙ্গে দুর্যোধন, শকুনি ও দুঃশাসনকে বললেন, "ক্ষত্রিয়গণ আমার যা মত, তা আপনারা শ্রবণ করুন। আমরা সকলেই কৃতাঞ্জলি

হয়ে কেবলমাত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রিয় অনুষ্ঠান করব অথচ নিজেদের প্রিয় কোনও কাজ করতে পারব না, এ আমি উচিত বোধ করি না। আমরা সকলে মিলে, যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, রথে আরোহণ করে, বনবাসী পাণ্ডবদের বধ করতে যাব। মৃত্যুর পর তারা চির-অজ্ঞাতবাসে চলে যাবে, তখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ ও আমরা সকলেই বিবাদহীন হব। জয় করবার ইচ্ছা যতদিন না তাদের মধ্যে জাগ্রত হচ্ছে, যতদিন পর্যন্ত তারা শোকার্ত আছে এবং যতদিন পর্যন্ত তারা সহায়হীন থাকছে— তার মধ্যেই তাদের বধ করতে হবে।" কর্ণের একথা শুনে দুর্যোধন প্রভৃতি সকলেই তাঁর অত্যন্ত প্রশংসা করলেন এবং নিজ নিজ রথে আরোহণ করে, পাণ্ডবদের বধ করার উদ্দেশ্যে রাজপ্রাসাদ থেকে বহির্গত হলেন।

তাঁরা প্রাসাদ ত্যাগ করেছেন, এই বিষয়টি দূরদর্শী ও ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা ব্যাসদেব জানতে পেরে তাঁদের এসে নিষেধ করলেন। জগতের মাননীয়, পরম ঐশ্বর্যশালী সেই ব্যাসদেব অতি দ্রুত ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, "মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র, আমার কথা শ্রবণ করো; আমি সকল কৌরবের বিশেষ হিতের কথা তোমাকে বলব। দুর্যোধন এবং তার মন্ত্রণাদাতারা শঠতাপূর্বক পাণ্ডবদের পরাজিত করেছে, সেই অবস্থায় তারা বনে গিয়েছে, তা আমার প্রীতিকর হয়নি। কারণ, তেরো বছর পূর্ণ হলে, তারা এই সর্বপ্রকার ক্লেশ স্মরণ করে ক্রুদ্ধ হয়ে এসে কৌরবদের উপর বিষ উগরে দেবে, পাপমতি ও অত্যন্ত অল্পবুদ্ধি তোমার এই পুত্র রাজ্যের জন্য সর্বদা ক্রুদ্ধ হয়ে পাণ্ডবদের কেন বিনাশ করতে চাইছে?

"এই মূর্খটাকে ভাল করে বারণ করো, তোমার ওই পুত্র শান্তিলাভ করুক। না হলে এই দুর্যোধন বনবাসী পাণ্ডবদের বধ করতে গিয়ে নিজেই প্রাণত্যাগ করবে। পাণ্ডবদের নির্যাতনের বিষয় বুদ্ধিমান বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ এবং আমরা যেমন নির্দোষ, তুমিও সেইরকম নির্দোষ। স্বজনের সঙ্গে বিবাদ করা অত্যন্ত নিন্দার কার্য, অতএব তুমি সেই পাপজনক ও নিন্দাজনক কাজ কোরো না। পাণ্ডবদের প্রতি দুর্যোধনের যেমন বিদ্বেষ জন্মেছে, তা যদি তুমি উপেক্ষা করো, তবে সেই বিদ্বেষবুদ্ধি গুরুতর অন্যায়ের সৃষ্টি করবে।

"রাজা তোমার এই দুর্মতি পুত্র সহায়শূন্য হয়ে একাকী বনগমন করুক ও বনে পাণ্ডবদের সঙ্গে বাস করুক। পাণ্ডবদের সঙ্গে বসবাসের ফলে তোমার পুত্রের যদি পাণ্ডবদের বিষয়ে স্নেহ জাগে, তা হলে তুমি কৃতকার্য হবে। তবে মানুষের জন্মজাত স্বভাব, মরলেও পরিবর্তিত হয় না। তুমি, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বিদুর দুর্যোধনের মনের এই শত্রুতাবোধ সংশোধনের কী উপায় চিন্তা করছ? এই বৈরীভাব ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে।"

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, "ভগবন্! আমারও ইচ্ছা ছিল না যে, দ্যূতক্রীড়া হয়। সুতরাং আমি মনে করি যে, দৈবই আমাকে টেনে নিয়ে তা করিয়েছে। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুরেরও দ্যূতক্রীড়ায় কোনও ইচ্ছা ছিল না, গান্ধারীও তা অনুমোদন করেননি। তবুও মোহবশতই তা ঘটিয়েছিলাম। আমি দুর্যোধনকে চিনতে পেরেও পুত্রস্নেহবশত সেই নির্বোধকে ত্যাগ করতে পারছি না।"

বেদব্যাস বললেন, "বিচিত্রবীর্যনন্দন রাজা, তুমি সত্য কথাই বলেছ। আমরাও দৃঢ়ভাবে জানি যে পুত্রই উত্তম, পুত্র অপেক্ষা উত্তম জগতে আর কোনও বস্তুই নেই। সুরভির

অশ্রুপাতও ইন্দ্রকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, প্রাণীগণও অন্য যে কোনও বস্তু অপেক্ষা পুত্রকে উত্তম বলে মনে করেন। অনেককাল পূর্বে একদিন ইন্দ্র দেখলেন যে স্বর্গস্থিতা গোমাতা সুরভি রোদন করছেন। তাঁকে দেখে ইন্দ্রের দয়া জন্মাল। ইন্দ্র তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'কল্যাণী তুমি রোদন করছ কেন? দেবতা, মানুষ ও নাগদিগের মঙ্গল তো? সামান্য কারণে তুমি তো রোদন করো না।'

"সুরভি বললেন, 'দেবরাজ! আপনার প্রজাদের কোনও অমঙ্গল হয়নি। আমি আমার পুত্রের কষ্ট দেখে ব্যথা পাচ্ছি এবং তাতেই রোদন করছি। দেবরাজ! আপনিই দেখুন, আমার ওই দুর্বল পুত্রটি একে লাঙলের ভারে কাতর, তাতে আবার কৃষকটি তাকে বারবার চাবুকের আঘাত করছে। পুত্রটির বিষণ্ণ ও উৎকণ্ঠিত অবস্থা দেখে আমার কৃপা জন্মেছে, আমার মন উদ্বিগ্ন হয়েছে। আমার অন্য পুত্রটি বলবান ও ভারবহনে সমর্থ। দুর্বল পুত্রটির জন্যই আমি কষ্ট পাচ্ছি।'

"ইন্দ্র বললেন, 'ভদ্রে! তোমার শত শত পুত্রই তো কৃষক কর্তৃক পীড়িত, তবে একটি পুত্রের পীড়িত হওয়ার কারণে দুঃখ পাচ্ছ কেন?'

"সুরভি বললেন, 'দেবরাজ! আমার সকল পুত্রের প্রতি আমার সমভাব আছে। তবে দুর্বলের উপর আমার অধিক দয়া থাকে।' ইন্দ্র সুরভির কথা শুনে বুঝতে পারলেন জীব জীবন অপেক্ষাও পুত্রকে অধিক প্রিয় মনে করে। দয়াপরবশ হয়ে ইন্দ্র সেই স্থানেই প্রবলবেগে বারিবর্ষণ শুরু করলেন। কৃষকের কার্যে বিঘ্ন ঘটল। সে তখন কার্য স্থগিত রাখতে বাধ্য হল।"

ধৃতরাষ্ট্রের কাছে ব্যাসদেব সুরভির কাহিনি বর্ণনা করে বললেন, "রাজা সুরভির বক্তব্য অনুসারে তোমার সকল পুত্রের উপর সমান ভাব থাক এবং দুর্বলের প্রতি অধিক দয়া হোক। আমার কাছে পাণ্ডু যেমন, তুমি এবং বিদুরও তেমনই। কিন্তু তুমি জীবিত এবং তোমার একশত পুত্র বর্তমান, আর পাণ্ডু মৃত এবং তাঁর পাঁচটি মাত্র পুত্র। তাঁরা চিরদিন শঠতায় অনিপুণ এবং বর্তমানে অত্যন্ত দুঃখিত অবস্থায় আছে। পাণ্ডবেরা কীভাবে বাঁচবে, কীভাবে উন্নতি লাভ করবে সেই ভাবনায় আমার মন উদ্বিগ্ন। কৌরবদের জীবন, দুর্যোধনের পাণ্ডবদের প্রতি বৈরীভাব ত্যাগের উপর নির্ভর করছে।"

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, "হে মহাপ্রাজ্ঞ ঋষি। আপনি আমার কাছে যা বললেন, তা সত্য। বিদুর, ভীষ্ম এবং দ্রোণও কৌরবদের হিতের বিষয়ে আমাকে একই কথা বলেছেন। যদি আমি আপনার অনুগ্রহের পাত্র হই এবং যদি কৌরবদের প্রতি আপনার দয়া থাকে, তবে আপনি আমার দুরাত্মা পুত্র দুর্যোধনকে এই উপদেশ দান করুন।"

বেদব্যাস বললেন, "রাজা ভগবান মৈত্রেয় মুনি পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য এখানেই আসছেন। এই মহর্ষিই কুরুকুলের শান্তির জন্য তোমার পুত্র দুর্যোধনকে উপদেশ দেবেন। তিনি যা বলবেন, নিঃসন্দেহে তুমি তাই করবে, অন্যথায় তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে তোমার পুত্রকে অভিসম্পাত করবেন।" এই বলে বেদব্যাস চলে গেলেন এবং মৈত্রেয় মুনিকে দেখা গেল। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের সঙ্গে সম্মানপূর্বক মৈত্রেয় মুনিকে গ্রহণ করলেন। মৈত্রেয় বিশ্রাম করলেন। ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে অর্ঘ্য প্রভৃতির দ্বারা তাঁর

পূজা করলেন এবং বললেন, "ভগবন্, আপনি কুরুজাঙ্গল থেকে সুখে আগমন করেছেন তো? বীর পঞ্চ-পাণ্ডব ভ্রাতারা কুশলে আছে তো? পঞ্চ-পাণ্ডব শপথ অনুসারে কর্তব্য পালন করবে তো? কৌরব-পাণ্ডবের সদ্ভাব বজায় থাকবে তো?"

মৈত্রেয় বললেন, "মহারাজ আমি তীর্থভ্রমণের উপক্রমে কুরুজাঙ্গল থেকে আপনার কাছে এসেছি; আমি যদৃচ্ছাক্রমে কাম্যকবনে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছি। সেখানে জটা ও মৃগচর্মধারী তপোবনবাসী মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য অনেক মুনিও এসেছিলেন। সেখানে শুনলাম যে আপনার পুত্রগণের ভ্রান্ত অন্যায় ব্যবহাররূপ দ্যূতক্রীড়ার ফলে কৌরববংশে মহাভয় উপস্থিত হয়েছে। কৌরববংশকে সেই মহাভয় থেকে মুক্ত করার জন্য ও সেই বংশের মঙ্গল সাধনের জন্য আপনার কাছে এসেছি। মহারাজ! আপনি ও ভীষ্ম জীবিত থাকতেই আপনার পুত্রেরা পরস্পর বিরোধ করছে, এটা কোনওক্রমেই উচিত নয়। কারণ, আমি মনে করি, আপনি কৌরব ও পাণ্ডব প্রভৃতির বিরোধে অথবা মিলনে শস্যমর্দনক্ষেত্রের মধ্যবর্তী স্তম্ভের তুল্য। সুতরাং এই উৎপন্ন ভয়ংকর অন্যায় আপনি কেন উপেক্ষা করছেন? সভার মধ্যে দস্যুদের মতো যে ঘটনা ঘটেছে, তাতে আপনি আর তপস্বীদের মধ্যে শোভা পেতে পারেন না।" তারপর, ভগবান মৈত্রেয় মুনি ফিরে কোমল বাক্যে কোপন স্বভাব দুর্যোধনকে বললেন, "মহারাজ বাগ্মীশ্রেষ্ঠ! মহাভাগ! দুর্যোধন! আমি তোমার হিতের কথা বলছি শ্রবণ করো। পাণ্ডবদের সঙ্গে বিদ্রোহ কোরো না। নিজের, পাণ্ডবদের, কৌরবদের এবং জগতের প্রিয় কার্য করো। পাণ্ডবেরা সকলেই নরশ্রেষ্ঠ। বীর এবং বিক্রমের সঙ্গে যুদ্ধকারী এবং তাঁরা সকলেই দশসহস্র হস্তীর তুল্য বলশালী ও বজ্রের ন্যায় দৃঢ়শরীর। পাণ্ডবেরা সকলেই সত্যপালনতৎপর, সকলেই পুরুষাভিমানী এবং দেবশত্রু এবং কামরূপী হিড়িম্ব ও বক প্রভৃতি রাক্ষসগণ এবং কির্মীর রাক্ষসের নিধনকর্তা। তাঁদের যাত্রাপথে ভয়ংকরমূর্তি কির্মীর রাক্ষস পথরোধ করে দাঁড়ালে, বাঘ যেমন ক্ষুদ্র হরিণকে বধ করে, বলবান ভীম সেই কির্মীর রাক্ষসকে বধ করেছে। দশ সহস্র হস্তীর তুল্য বলশালী জরাসন্ধও ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়েছে। কৃষ্ণ যাঁদের আত্মীয়, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি যাঁদের শ্যালক, তাদের সঙ্গে যুদ্ধে জরামরণশালী কোন মানুষ অবস্থান করতে পারে? অতএব রাজা ক্রোধ দমন করো, পাণ্ডবদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করো, আমার কথা অনুযায়ী কাজ করো।"

মৈত্রেয় মুনি এই কথা বললে, দুর্যোধন তাঁকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে হাতির শুঁড়ের মতো তার আপন উরুতে হাতের চাপড় মারতে লাগল এবং মৈত্রেয় মুনির কোনও কথার উত্তর না দিয়ে পায়ের আঙুলের দ্বারা মাটি তুলতে তুলতে মাথা নিচু করে বসে থাকল। দুর্যোধন কথা শুনতে চাইছেন না দেখে মৈত্রেয়ের ভয়ংকর ক্রোধ জন্মাল। ক্রোধে আরক্তনয়ন মৈত্রেয় জল স্পর্শ করে দুরাত্মা দুর্যোধনকে অভিশাপ দিলেন, "যেহেতু তুমি আমাকে অগ্রাহ্য করে, আমার কথা অনুযায়ী কাজ না করে, আমাকে উপেক্ষা করছ, সেইহেতু তুমি এর ফল ভোগ করবে। তোমার এই বিদ্রোহের কারণে ভয়ংকর যুদ্ধ ঘটবে এবং সেই যুদ্ধে বলবান ভীমসেন গদার আঘাতে তোমার উরুভঙ্গ করবে।"

রাজা ধৃতরাষ্ট্র মৈত্রেয়ের অভিসম্পাত শুনে অত্যন্ত ভীত হলেন এবং মহর্ষি মৈত্রেয়কে

প্রসন্ন করার জন্য শশব্যস্তে উঠে দাঁড়িয়ে মিনতি করতে লাগলেন, "মহর্ষি, আপনি প্রসন্ন হোন, আপনার আদেশ অনুযায়ী ঘটনা যেন না ঘটে।" এই বলে মিনতি করতে লাগলেন। মৈত্রেয় বললেন, "রাজা আজ থেকে যে-কোনও সময়ে আপনার পুত্র যদি পাণ্ডবদের সঙ্গে সৌভ্রাত্র-জনিত শান্তি লাভ করে, তা হলে আমার এ অভিশাপ ফলবে না। না হলে ফলবে।" এই বলে মৈত্রেয় চলে গেলেন।

মৈত্রেয়ের অভিশাপ মহাভারতের এক অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রথমত, দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার সময়ে তাঁকে বাম উরুতে বসানোর আমন্ত্রণ জানিয়ে দুর্যোধন দ্রৌপদীকে বাম উরু অনাবৃত করে দেখিয়েছিলেন। সেই অশ্লীল ইঙ্গিতের জন্য দ্যূতসভায় ভীমসেন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যুদ্ধে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করে তার অশ্লীল আচরণের প্রতিফল দেবেন। ভীমসেনের শপথ উচ্চারণের কিছু পরেই মৈত্রেয় দুর্যোধনকে অভিসম্পাত দিলেন যে, বলবান ভীমসেন গদাঘাতে তার উরুভঙ্গ করবেন। দুর্যোধনের গদাঘাতে উরুভঙ্গ রূপ ঘটনা অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়াল। মহর্ষি কণ্বের সঙ্গেও দুর্যোধন উরু চাপড়ে কথা বলেছিলেন এবং মহর্ষি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত, এই কাহিনিতে কর্ণের চরিত্রের এক চিত্র সম্যকভাবে উদ্‌ঘাটিত হল। কর্ণও শকুনির মতো বিশ্বাস করতেন যে, শপথ ভঙ্গ করে পাণ্ডবেরা কখনও হস্তিনায় ফিরবেন না। কর্ণ সেকথা উচ্চারণও করেছিলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে কর্ণ বুঝলেন যে তাঁর কথা দুর্যোধনের মনঃপূত হয়নি, নীচ চরিত্রের স্তাবকের মতো কর্ণ মুহূর্তমধ্যে আপন ক্ষণপূর্বের বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে পাণ্ডবদের এই অবস্থায় বধ করার পরামর্শ দিলেন। সে পরামর্শ দুর্যোধনের অত্যন্ত অভিরুচিকর হল। এই ঘটনা কর্ণকে স্বাভিমানী, বীর বলে প্রমাণ করে না। পক্ষান্তরে রাজানুগ্রহপুষ্ট ব্যক্তিত্বহীন স্তাবক বলেই প্রতিভাত করায়।

৩৭

ভীমসেনের কির্মীর রাক্ষস-বধ

ভীমসেন কর্তৃক কির্মীর রাক্ষসবধের কাহিনি প্রথম উপস্থাপনা করেছিলেন মৈত্রেয় মুনি। কিন্তু রাজসভাতে দুর্যোধনের গর্বিত, অসহিষ্ণু ও অগ্রাহ্য করার মানসিকতা দেখে তিনি নিজে সে কাহিনির বর্ণনা করেননি। ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে বিদুর সে-কাহিনি রাজসভায় উপস্থিত সকলকে জানান। বিদুর জানান তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে ভীমের এই অলৌকিক কর্মের কথা শুনেছেন।

বিদুর বললেন, "দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হবার পর তিনদিন তিন রাত্রি হেঁটে পাণ্ডবেরা কাম্যক বনে উপস্থিত হন। রাত্রি অর্ধ-সময়ের অতীত হলে, নরমাংসভোজী রাক্ষসেরা সেখানে বিচরণ করতে আসে। রাক্ষসের ভয়ে তপস্বীরা, গোপালকের দল এবং অন্য বনচর প্রাণীরা দূর থেকেই কাম্যকে বনকে পরিত্যাগ করে থাকেন। অথচ ঠিক সেই সময়েই পাণ্ডবেরা কাম্যকবনে প্রবেশ করেছিলেন। তখন উজ্জ্বল নয়ন ও মশালধারী ভয়ংকর একটি রাক্ষস তাদের পথরোধ করে উপস্থিত হল। সে রাক্ষস বাহুযুগল ও ভয়ংকর মুখখানা প্রসারিত করে পাণ্ডবদের যাত্রাপথকে অবরুদ্ধ করে দাঁড়াল। সেই রাক্ষসের আটটা দাঁত বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। চোখ দুটি ছিল তামাটে। মাথার চুলগুলি ছিল উজ্জ্বল এবং উঁচু উঁচু। সুতরাং নীচ দিয়ে বকপাখির শ্রেণি চলতে থাকলে, সূর্যের কিরণ উপর দিকে উঠতে লাগলে এবং গোলাকার বিদ্যুৎ প্রকাশ পেতে থাকলে জলবর্ষী মেঘের মতো তাকে দেখাতে লাগল এবং সে রাক্ষসী মায়া আবিষ্কার করেছিল ও হস্তীর ন্যায় গর্জন করছিল। অতএব গর্জনকারী ও জলপূর্ণ মেঘের মতো তাকে দেখা যেতে লাগল। জলজাত পাখিরা সেই রাক্ষসের গর্জনে ভীত হয়ে, নানাবিধ রব করে, জলজাত পাখিদের সঙ্গে সকল দিকে পালাতে লাগল। হরিণ, বাঘ, মহিষ, ভল্লুক প্রভৃতি পশুগণও সেই রাক্ষসের গর্জনে পলায়ন করতে লাগল। সমস্ত বনভূমি আকুল হয়ে পড়ল। দূরবর্তী লতাগুলি সেই রাক্ষসের উরুযুগলের বায়ুতে আহত হয়ে তাম্রবর্ণ-পল্লবযুক্ত শাখা দ্বারা বৃক্ষসমূহকে আলিঙ্গন করতে লাগল। অতি ভয়ংকর বায়ু বইতে থাকল; আকাশ ধূলি-জালে আবৃত হল; নক্ষত্রগুলি আর দেখা গেল না।

অজ্ঞাত অতুলনীয় শোকাবেগ যেমন পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে বিকল করে তোলে, সেইভাবে সেই রাক্ষস অজ্ঞাতসারে উপস্থিত হয়ে পাণ্ডবদের বনপ্রবেশের বাধা হয়ে দাঁড়াল। কির্মীর রাক্ষস কৃষ্ণাজিনধারী পাণ্ডবদের দূর হতে দেখে মৈনাক পর্বতের মতো সেই বনে প্রবেশের পথ

রুদ্ধ করে দিল। কমলনয়না দ্রৌপদী সেই রাক্ষসকে দেখে অত্যন্ত ভীত হয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললেন। দুঃশাসনের আকর্ষণে দ্রৌপদীর কেশকলাপ আলুলায়িত হয়েছিল এবং তখনও তা সেইভাবেই ছিল। পঞ্চপর্বতের মধ্যবর্তিনী নদীর মতো পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে থেকেও দ্রৌপদী ভয়ে আকুল হয়েছিলেন। পাণ্ডবেরা মুগ্ধ দ্রৌপদীকে ধারণ করলেন। ধৌম্য পুরোহিত মন্ত্র আবৃত্তি করতে থাকলে সেই রাক্ষসের মায়া বিনষ্ট হল। মায়া বিনষ্ট হলে, মহাবলশালী, ক্রোধ-বিস্ফারিত নয়ন, কামরূপী ও ক্রূর প্রকৃতি সেই রাক্ষসটাকে যমের মতো দেখা যেতে লাগল।

তারপর নির্ভীক চিত্ত রাজা যুধিষ্ঠির সেই রাক্ষসকে বললেন, "তুমি কে? কার লোক? বল আমরা তোমার কী করতে পারি?" তখন সেই রাক্ষস ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলল, "আমি বক রাক্ষসের ভ্রাতা, আমার নাম কির্মীর। আমি সর্বদা যুদ্ধে মানুষদের জয় করে ভক্ষণ করে এই শত্রুশূন্য কাম্যকবনে নিরুপদ্রবে বাস করছি। তোমরা কারা আমার খাদ্যরূপে আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছ? তোমাদের সকলকেও যুদ্ধে পরাজিত করে সুখে ভক্ষণ করব।" যুধিষ্ঠির সেই রাক্ষসের কথা শুনে আপনার নাম গোত্র তাকে জানালেন। যুধিষ্ঠির বললেন, "আমি পাণ্ডুপুত্র ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির। হয়তো তুমি আমার নাম শুনে থাকবে! এখন আমি ভীম, অর্জুন প্রভৃতি ভ্রাতাদের সঙ্গে এখানে এসেছি। শত্রুরা আমার রাজ্য হরণ করে নিয়েছে; তাই আমি বনবাস করার ইচ্ছা নিয়ে, তোমার অধিকারভুক্ত এই বনে প্রবেশ করেছি।" তখন কির্মীর রাক্ষস যুধিষ্ঠিরকে বলল, "ভাগ্যবশত দেবতারা আমার অভীষ্ট বহুকালের পর আমার সম্মুখে এনে দিয়েছেন। কারণ, আমি ভীমকে বধের জন্য সর্বদাই অস্ত্র উত্তোলন করে সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করছি। কিন্তু তাকে পাচ্ছি না। আজ ভাগ্যবশত সেই ভ্রাতৃহন্তা চিরবাঞ্ছিত ভীমকে পেয়েছি। রাজা এই ভীমই ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে মন্ত্রশক্তি অবলম্বন করে একচক্রানগরীর বনপ্রান্তে আমার ভ্রাতা বককে বিনাশ করেছিল। কিন্তু এর বিন্দুমাত্র শক্তি নেই। এবং এই দুরাত্মাই আমার প্রিয়সখা বনবাসী হিড়িম্বকে বধ করে তার ভগিনী হিড়িম্বাকে অপহরণ করেছিল। ঠিক অর্ধরাত্র আমাদের বিচরণকাল। এই সময়েই মূর্খ ভীম আমার এই নিবিড় বনের মধ্যে প্রবেশ করেছে। আজ আমি সেই চিরসঞ্চিত শত্রুতার ফল ওকে দেব এবং সেই মূর্খের প্রচুর রক্তদ্বারা বকের তর্পণ করব। আজ আমি সেই চির রাক্ষসকণ্টক ভীমকে বধ করে ভ্রাতা বক ও প্রিয়সখা হিড়িম্বের ঋণ পরিশোধ করব। যুধিষ্ঠির, সেই বক পূর্বে ভীমকে ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু আজ আমি তোমার সামনেই ভীমকে ভক্ষণ করব। অগস্ত্যমুনি যেমন বাতাপিকে ভক্ষণ করে জীর্ণ করেছিলেন, আজ আমি তেমন করে ভীমকে ভক্ষণ করে জীর্ণ করে ফেলব।" কির্মীর রাক্ষস এই কথা বললে ধর্মাত্মা ও সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠির, "এই ঘটনা কখনও ঘটবে না" এই বলে কির্মীর রাক্ষসকে সক্রোধে তিরস্কার করলেন।

তারপর, মহাবাহু ভীমসেন বলপূর্বক একটি দশব্যাসপরিমিত (ছড়ানো দুই হাতের পরিমাণে এক ব্যাস হয়) গাছ উপড়ে ফেলে, সেটি প্রয়োজনীয় অংশে ভেঙে নিয়ে তখনই পত্রশূন্য করে নিলেন। ঠিক এই সময়েই অর্জুন পর্বতের মতো ভারী গাণ্ডিবধনুতে নিমেষের মধ্যেই গুণ পরিয়ে নিলেন। তখন ভীমসেন তাঁকে বারণ করে, মেঘের মতো গর্জনকারী সেই

রাক্ষসের দিকে গিয়ে বললেন, "থাক থাক।" এই কথা বলে বলবান ভীমসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কোমরের কাপড় শক্ত করে বেঁধে, হাতে হাত ঘষতে ঘষতে ওষ্ঠ দংশন করে তখনই সেই বৃক্ষ নিয়ে রাক্ষসের উদ্দেশে ধাবিত হলেন। ইন্দ্র যেমন পর্বতের উপর বজ্রাঘাত করেন, সেইরকম ভীমসেন কির্মীর রাক্ষসের মাথায় যমদণ্ডতুল্য সেই বৃক্ষের আঘাত করল। কিন্তু তাতেও রাক্ষসকে অবিচলিতই দেখা গেল! রাক্ষস নিজের হাতের জ্বলন্ত কাঠখানি প্রজ্বলিত বজ্রের মতো ভীমের উপর ছুড়ে মারল। কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন, সেই নিক্ষিপ্ত প্রজ্বলিত কাষ্ঠখানি বাম পায়ের আঘাতে রাক্ষসের দিকেই পাঠিয়ে দিলেন। তখন কির্মীর রাক্ষসও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ একটি বৃহৎ বৃক্ষ উপড়ে নিয়ে দণ্ডপাণি যমের মতো ভীমের দিকে ছুটে গেল।

তদবৃক্ষযুদ্ধম্‌ভবন্মহীরুহ বিনাশনম্‌।
বালি সুগ্রীবয়োর্ভ্রাত্রোর্যথা স্ত্রী কাঙ্ক্ষিণোঃ পুরা॥ বন: ১০:৪৭ ॥

পূর্বকালে তারার জন্য বালি ও সুগ্রীব দুই ভ্রাতার মধ্যে যেমন বৃক্ষযুদ্ধ হয়েছিল, তেমনই ভীম ও কির্মীরের মধ্যে বৃক্ষযুদ্ধ হতে লাগল। তাতে অসংখ্য বৃক্ষ বিনষ্ট হল। দুটি মত্ত হাতির মাথায় পতিত পদ্মের পাতা যেমন বিন্দুমাত্র আঘাত করতে পারে না; তেমন ভীম ও কির্মীরের মাথায় পতিত বৃক্ষগুলিও সামান্য স্থানও বিদীর্ণ করতে পারল না। অনেকগুলি গাছ তাদের মাথায় পড়ে মুঞ্জতৃণের মতো টুকরো টুকরো, ছুড়ে ফেলা কৌপীনের মতো, ইতস্তত কাপড়ের ছেঁড়া টুকরোর মতো চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কির্মীর ও নরশ্রেষ্ঠ ভীমের সেই বৃক্ষযুদ্ধ সামান্য ক্ষণের জন্যেই হয়েছিল। তারপর রাক্ষস ক্রুদ্ধ হয়ে বিরাট বড় একটা পাথর তুলে নিয়ে, যুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকা ভীমের উপরে নিক্ষেপ করল, কিন্তু ভীম তাতে বিচলিত হলেন না। ভীম সেই পাথরের আঘাতে ক্ষণকাল নিষ্পন্দ হয়ে রইলেন। তারপর রাহু যেমন বাহু দ্বারা কিরণ অপসারিত করে সূর্যের দিকে ধাবিত হয়, রাক্ষস তেমনই ভীমের দিকে অগ্রসর হল। তখন দুটি বলবান বৃক্ষের মতো তাঁরা দুজনে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে এবং পরস্পরকে আকর্ষণ করে এক অদ্ভুত দৃশ্যের সৃষ্টি করলেন। নখ ও দন্তশালী গর্বিত দুটি ব্যাঘ্রের তুল্য তাঁদের দুজনের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ হতে লাগল।

সে সময় ভীম একে দুর্যোধনের কুৎসিত আচরণে ও আপন বাহুবলে অত্যন্ত দর্পিত ছিলেন। তাতে আবার দ্রৌপদীর কটাক্ষের ইঙ্গিতে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হলেন। তখন মুখ ও গণ্ডদ্বয় থেকে মদস্রাবী একটা হাতি যেমন অপর হাতিকে ধরে, সেইরকম ক্রুদ্ধ হয়ে ভীম দ্রুত গমন করে বাহুযুগল দ্বারা রাক্ষসকে ধারণ করলেন। বলবান সেই রাক্ষসও ভীমকে ধারণ করল। তখন বলিশ্রেষ্ঠ ভীম বলপূর্বক রাক্ষসকে আকর্ষণ করলেন। তখন বলবান সেই দুজনের যুদ্ধে বাহু-নিষ্পেষণের ফলে বাঁশের গিঁট ফাটার শব্দের মতো ভয়ংকর শব্দ হতে লাগল। তারপর ভীমসেন বলপূর্বক রাক্ষসকে আকর্ষণ করে শরীরের মধ্যস্থান ধরে, প্রচণ্ড বায়ু যেমন বৃক্ষকে ঘোরাতে থাকে, সেইরকম ভাবে তাকে ঘোরাতে লাগলেন। তখন কির্মীর রাক্ষসকে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে দেখা গেল। সেই অবস্থাতেও সে ভীমকে আকর্ষণ করতে থাকল। তারপর

ভীমসেন রাক্ষসকে পরিশ্রান্ত দেখে— পশুকে যেমন দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়, আপন বাহুযুগলের মধ্যে তাকে বন্ধন করে ফেললেন।

এই সময়ে রাক্ষস ভেরির মতো বিশাল শব্দ করতে করতে ক্রমশ স্পন্দিত হতে থাকল। তারপর ক্রমে অচৈতন্য হয়ে পড়ল; তখন বলবাম ভীমসেন তাকে ধরে বহুবার ঘূর্ণিত করতে থাকলেন এবং তাকে অবসন্ন বুঝতে পেরে, সবলে বাহুযুগল দ্বারা ধারণ করে পশুর মতো প্রহার করতে লাগলেন। ভীমসেন জানু দ্বারা সেই রাক্ষসের কোমর চেপে ধরে দু'হাতে গলা টিপে ধরলেন। তখন রাক্ষসের সমস্ত অঙ্গ জর্জরিত হল এবং চোখ দুটি ঘুরতে লাগল; তাতে তাকে আরও উৎকট দেখাতে লাগল। এই অবস্থায় ভীম তাকে মাটিতে ঘোরাতে লাগলেন এবং বললেন, "পাপাত্মা! তুই আর হিড়িম্ব রাক্ষস ও বক রাক্ষসের শোকাশ্রু মার্জন করতে পারবি না। কারণ, তুই নিজেই যমালয়ে চলে যাচ্ছিস।"

এই কথা বলে ক্রুদ্ধচিত্ত ও পুরুষপ্রধান ভীমসেন সেই রাক্ষসকে ছেড়ে দিলেন। কারণ, সে তখন ছটফট করছিল, তার কাপড় ও অলংকার পড়ে গেছিল, ক্রমে চৈতন্য লোপ পেয়ে গেল এবং তার প্রাণ বার হয়ে গিয়েছিল। জলপূর্ণ মেঘের মতো কৃষ্ণবর্ণ সেই রাক্ষস নিহত হলে, পাণ্ডবেরা আনন্দিত হয়ে বহু গুণে ভীমের প্রশংসা করে, দ্রৌপদীকে নিয়ে, সেই কাম্যকবন থেকে দ্বৈতবনের দিকে প্রস্থান করলেন।

পঞ্চপাণ্ডব ভ্রাতার মধ্যে ভীমসেন ছিলেন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। রাক্ষসেরা ভীমের সামনাসামনি পড়লে জীবিত অবস্থায় ফিরত না। বক, হিড়িম্ব, জটাসুর— সব রাক্ষসই ভীমের হাতে মৃত্যুবরণ করেছে। সেই অসাধারণ বলের আর এক পরিচয় কির্মীর বধ। বনপর্বে পাণ্ডবদের প্রহরী ছিলেন ভীমসেন। একের পর এক রাক্ষসের মৃত্যু ঘটেছে তাঁর হাতে। বিশেষত দ্রৌপদীকে যে স্পর্শ করেছে, কুৎসিত ইঙ্গিত করেছে— ভীম তাকেই যমালয়ে পাঠিয়েছেন। একমাত্র জয়দ্রথ ছাড়া। যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীম তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। দুর্যোধন ও দুঃশাসনকে তিনি কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে বধ করেছিলেন। এত শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও বনপর্বে ভীম দু'বার পরাজিত হয়েছিলেন। একবার অগ্রজ হনুমানের হাতে। অন্যবার সর্পরূপী পূর্বপুরুষ নহুষের হাতে।

৩৮

কিরাতরূপী মহাদেবকে স্পর্শধন্য অর্জুন

[ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা ব্যাসদেবের রক্ত-সম্পর্কিত সন্তান ছিল। কিন্তু পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র তা ছিল না। পাণ্ডু প্রজনন-শক্তিহীন ছিলেন। মহর্ষি দুর্বাসা রাজা কুন্তীভোজের প্রাসাদে সেবাগ্রহণকালে ধ্যানযোগে জেনেছিলেন যে, মানুষের ঔরসে কুন্তীর কোনও সন্তান হবে না। তাই তিনি কুন্তীকে দিয়েছিলেন দেব-অভিকর্ষণ মন্ত্র। যে-মন্ত্রপাঠে কুন্তী যে দেবতাকে আহ্বান করবেন, তিনি আবির্ভূত হবেন। বহু মহাভারত চর্চাকার এই তথ্যটি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে মন্তব্য করেছেন—কর্ণ দুর্বাসার সন্তান, কেউ বা বলেছেন, বিদুর যুধিষ্ঠিরের জনক। দুর্বাসা, বিদুর এঁরা দেবকল্প হলেও রক্তমাংসের মানুষ। সুতরাং দুর্বাসার গণনা অনুযায়ী এরা কেউই কুন্তীর সন্তানের জনক হতে পারেন না।

ব্যাসদেবও জানতেন পঞ্চপাণ্ডব দেবসন্তান এবং মনুর বিধান অনুযায়ী এরা পিতা অর্থাৎ কুন্তীর স্বামী পাণ্ডুর সন্তান হিসাবে পরিচিত। কর্ণও কুন্তীর কুমারী অবস্থার দেবসন্তান। কিন্তু সূর্যের আদেশে কুন্তী কর্ণকে ত্যাগ করেন এবং পুনরায় কুমারী অবস্থায় ফিরে যান। কিন্তু অবিবাহিত অবস্থায় সন্তান হওয়ায় তিনি কুন্তীর স্বামীর সন্তান হিসাবে পরিচিতি পাননি (যদিও ভগবান মনুর বিধানে এরূপ সন্তানের ক্ষেত্রেও পিতৃপরিচয় দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল)। আপন দুই পুত্রের সন্তানদের এই পার্থক্য জানা সত্ত্বেও ব্যাসদেব উভয়পক্ষকেই সমান দৃষ্টিতে দেখতেন। কিন্তু কুন্তীর পুত্রদের ন্যায়পরায়ণতা, ধৈর্য, বিনয়নম্র ব্যবহার, শিষ্টাচার, বল বিক্রম, বিশেষত যুধিষ্ঠিরের অসাধারণ ধর্মবোধ, দূরদর্শিতা এবং বিচারবোধ ক্রমশ তাঁর স্নেহকে পাণ্ডবদের পক্ষপাতী করে তুলছিল। কপট দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যচ্যুত, নিঃস্ব এবং বনবাসী করায় এবং পুরুষের সভায় কুলবধূ দ্রৌপদীর চূড়ান্ত লাঞ্ছনা ব্যাসদেবকে গভীরভাবে দুঃখার্ত করেছিল। দ্বৈতবনে পাণ্ডবেরা এবং দ্রৌপদী যখন নিতান্ত দুরবস্থায় তখন ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন। তাঁকে দিলেন 'প্রতিস্মৃতি' মন্ত্র। যে মন্ত্র উচ্চারণ করে তপস্যা করলে অর্জুন সকল দিব্যাস্ত্র লাভ করবেন।]

পরদিন প্রভাতে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে নিয়ে নদীতীরে এলেন। তাঁকে 'প্রতিস্মৃতি' মন্ত্র শিখিয়ে জানালেন, দিব্যাস্ত্র পেতে গেলে অর্জুনকে উত্তরদিকে গিয়ে নিবিড় জঙ্গলে এই মন্ত্র তপস্যা করতে হবে। যুধিষ্ঠিরের আশীর্বাদ গ্রহণ করে অর্জুন উত্তরদিকে যেতে যেতে এক মহারণ্যে উপস্থিত হলেন এবং কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হলেন। এই স্থানটির নাম ছিল 'ইন্দ্রকীল পর্বত'। আকস্মিক অর্জুন আকাশে দৈববাণী শুনলেন, "থামো।" অর্জুন চতুর্দিকে

দৃষ্টিপাত করে দেখলেন এক বৃক্ষমূলে এক তপস্বী বসে আছেন। তিনি ব্রাহ্মণযোগ্য কান্তি দ্বারা প্রকাশিত, পিঙ্গল বর্ণ, আকৃতি কৃশ এবং জটাধারী। জটাধারী তপস্বী অর্জুনকে অস্ত্র পরিত্যাগ করতে বললেন। বললেন, "এই স্থান শমগুণান্বিত। এই স্থানে অস্ত্রের প্রয়োজন নেই।" তপস্বী এই কথা বারবার বললেও অর্জুন অস্ত্র পরিত্যাগ করলেন না। তপস্বী তখন আপন পরিচয় দান করে জানালেন যে, তিনি অর্জুনের পিতা, দেবরাজ ইন্দ্র। তখন অর্জুন প্রণত হয়ে শত্রুবধের জন্য দিব্যাস্ত্র প্রার্থনা করলেন। দেবরাজ কোমল বাক্যে অর্জুনকে বললেন, "বৎস। তুমি যখন ভূতনাথ, ত্রিলোচন ও শূলপাণি মহাদেবের দর্শন পাবে, তখন আমি তোমাকে সমস্ত দিব্য অস্ত্র দান করব। তুমি একাগ্রমনে মহাদেবের দর্শনের জন্য যত্ন করো। তাঁর দর্শনে সিদ্ধ হয়ে তুমি তোমার প্রার্থিত সকল বস্তু লাভ করবে।" এই বলে দেবরাজ ইন্দ্র অন্তর্হিত হলেন।

তখন অর্জুন মহাদেবের দর্শনের জন্য তপস্যায় কৃতনিশ্চয় হয়ে একাকীই কণ্টকাকীর্ণ ভয়ংকর বনের ভিতর প্রবেশ করলেন। সেই বনটি নানাবিধ পুষ্প ও ফলে পরিপূর্ণ ছিল। বহুবিধ পশুসমূহে ব্যাপ্ত ছিল আর তার ভিতরে নানাপ্রকার পক্ষী ও সিদ্ধগণ এবং চারণগণ বিচরণ করত। অর্জুন সেই মনুষ্যবিহীন বনে প্রবেশ করলে, আকাশে শঙ্খধ্বনি ও পটহধ্বনি হতে লাগল। ভূতলে বিশাল পুষ্পবৃষ্টি পতিত হতে থাকল এবং বিস্তৃত মেঘসকল সমস্ত দিক আবৃত করল। অর্জুন হিমালয়ের সন্নিহিত দুর্গম বন অতিক্রম করে, তার উপরেই শোভা পেতে লাগলেন। তিনি সেখানে দেখলেন, নানাবিধ বৃক্ষ আছে, তাতে অনেক ফুল ফুটে আছে। পাখিরা সুন্দর গান গাইছে; অনেক নদী প্রবাহিত হচ্ছে। সেগুলির আবর্ত বিশাল কিন্তু জল বৈদূর্যমণির মতো নির্মল। তার নিকট হংস, কারণ্ডব, সারস, কোকিল, কোঁচবক ও ময়ূরগণ রব করছে, তীরে মনোহর বন আছে। অতিরথ অর্জুন সেই স্থানের পবিত্রতায় আনন্দিত হলেন।

তেজস্বী ও দৃঢ়চেতা অর্জুন তখন সেই মনোহর বনের মধ্যে দারুণ তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন। তিনি কুশময় কৌপীন পরে দণ্ড ও মৃগচর্মধারণ করে ভূতলে পতিত শুষ্কপত্র মাত্র ভোজন করতেন। তারপর প্রতি তৃতীয় দিবসে এক একটি ফল ভক্ষণ করে একমাস অতিক্রম করলেন। তারপর প্রতি ষষ্ঠ দিন পরে এক-একটি ফল ভোজন করে দ্বিতীয় মাস অতিক্রম করলেন। তৃতীয় মাসে প্রতি পনেরো দিনে এক-একটি ফল ভোজন করলেন; তারপর চতুর্থ মাস উপস্থিত হলে, ভরতশ্রেষ্ঠ মহাবাহু অর্জুন কেবল বায়ু ভক্ষণ করে, নিরবলম্ব অবস্থায় চরণাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগদ্বারা ভূতলে দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে তপস্যা করতে লাগলেন। সর্বদা ধ্যান করায় অমিততেজা ও মহাত্মা অর্জুনের জটাসমূহের মধ্যে কিছু বিদ্যুতের মতো পিঙ্গলবর্ণ হয়ে গেল এবং কিছু মেঘের মতো কৃষ্ণবর্ণই থাকল।

অর্জুনের সেই ভয়ংকর তপস্যা দেখে মহর্ষিরা গিয়ে মহাদেবের নিকট উপস্থিত হয়ে, তাঁকে প্রণাম করে জানালেন যে, "মহাতেজা অর্জুন হিমালয়ের উপরে অবস্থান করছেন। দেবদেব! অর্জুন আপন তেজে সমস্ত দিক ধূম্রবর্ণ করে দুষ্কর ভয়ংকর তপস্যায় মগ্ন হয়েছেন। আমরা তাঁর উদ্দেশ্য কিছুই বুঝতে পারছি না। কিন্তু তিনি আমাদের সকলকেই সন্তপ্ত করছেন। অতএব আপনি অর্জুনকে বারণ করুন।" ঋষিগণের উদ্বেগপূর্ণ আবেদন শুনে

ভূতনাথ মহাদেব বললেন, "ঋষিগণ! আপনারা অর্জুনের বিষয়ে কোনও আশঙ্কা করবেন না। আপনারা আনন্দিত হয়ে নিরুদ্বেগে নিজের নিজের স্থানে চলে যান; আমি অর্জুনের মনের উদ্দেশ্য জানি। তাঁর স্বর্গের প্রতি কোনও বাসনা নেই, সম্পদ বা আয়ুরও কোনও কামনা নেই; তিনি যা কিছু ইচ্ছা করেন, সেই সমস্তই আজ আমি সম্পাদন করব।" সত্যবাদী ঋষিরা মহাদেবের সেই কথা শুনে আনন্দিতচিত্তে আপন আপন আশ্রমে চলে গেলেন।

তপস্বীরা চলে গেলে, সর্বপাপনাশক ও মনোহরমূর্তি ভগবান মহাদেব স্বর্ণবৃক্ষের ন্যায় উজ্জ্বল ব্যাধের বেশ ধারণ করে, দীর্ঘ শরীরে সুমেরু পর্বতের মতো শোভা পেতে লাগলেন। সুন্দর পিনাক নামক ধনুক ও সর্পতুল্য বাণ নিয়ে, মূর্তিমান অগ্নির মতো মহাবেগে আপন ভবন থেকে নির্গত হলেন। তখন সমান নিয়ম ও সমান বেশধারিণী উমাদেবী, অন্যান্য বহুতর স্ত্রী-ও নানাবিধ বেশধারী ও আনন্দিতচিত্ত ভূতগণ মহাদেবের অনুগমন করলেন। তখন সেই স্থানটি অত্যন্ত শোভা পেতে লাগল। সেই মুহূর্তে সমস্ত বনটাই ক্ষণকালের মধ্যে নিঃশব্দ হয়ে গেল এবং নির্ঝরের শব্দ ও পক্ষীর রব বিরত হল। অনায়াস-কার্যকারী মহাদেব মুহূর্তমধ্যে অর্জুনের কাছে পৌঁছে 'মূক' নামক অদ্ভুতাকৃতি একটি দানবকে দেখতে পেলেন। ওদিকে অর্জুনও সেই হিংস্র মূকদানবের জিঘাংসার বিষয় মনে মনে আলোচনা করে অস্ত্রপ্রহারই উচিত পথ বিচার করলেন। দুষ্টাত্মা মূকদানব মুহূর্তমধ্যে শূকরের রূপ ধারণ করে অর্জুনকে বধ করার জন্য তার দিকে ধাবিত হল। তখন অর্জুন গাণ্ডিবধনু ও সর্পতুল্য বাণ নিয়ে, সেই শ্রেষ্ঠ ধনুতে গুণারোপণ করে এবং জ্যা-শব্দে সমস্ত দিক শব্দিত করে মূকদানবকে বললেন, "আমি এখানে আগন্তুক এবং আমার কোনও অপরাধ নেই; তবুও তুই যখন আমাকে বধ করবার ইচ্ছা করছিস, তখন আমিই আগে তোকে যমালয়ে পাঠাব।"

এই কথা বলে গাণ্ডিবধন্বা অর্জুন প্রহার করতে প্রবৃত্ত হলেন। তা দেখে কিরাতরূপী মহাদেব এই বলে তাকে বারণ করলেন, "এই নীলমেঘতুল্য শূকরটিকে আমিই আগে বধ করবার ইচ্ছা করেছি।" কিন্তু অর্জুন কিরাতের বাক্য অগ্রাহ্য করে প্রহার করলেন। মহাতেজা কিরাতও একই সময়ে সেই একমাত্র লক্ষ্য মূকদানবের প্রতি বজ্রের তুল্য বেগবান এবং অগ্নিশিখার তুল্য একটি উজ্জ্বল বাণ নিক্ষেপ করলেন। কিরাত ও অর্জুনের নিক্ষিপ্ত সেই বাণ দুটি গিয়ে একই সময়ে পর্বতের ন্যায় দৃঢ় ও বিস্তৃত সেই মূকদানবের গাত্রে আঘাত করল। তখন বৈদ্যুতিক শব্দের মতো এবং পর্বতের উপরে বজ্রপাতের শব্দের মতো দানবদেহে সেই বাণ দুটি পতিত হল। সেই দানব সর্পতুল্য উজ্জ্বল মুখ দুই বাণের আঘাতে অতি ভীষণ রাক্ষসের আকৃতি ধারণ করে মৃত্যুমুখে পতিত হল।

তখন, শত্রুহন্তা অর্জুন স্বর্ণকান্তি, ব্যাধবেশধারী এবং স্ত্রীসমূহ সমন্বিত সেই পুরুষকে দেখতে পেলেন। তখন অর্জুন আনন্দিত হয়ে হাসতে হাসতে যেন সেই পুরুষকে বললেন, "কে তুমি নির্জন বনে স্ত্রীবেষ্টিত হয়ে বিচরণ করছ? হে স্বর্ণকান্তি পুরুষ, এই ভয়ংকর বনে তোমার কি ভয় হচ্ছে না? কী জন্যই বা তুমি আমার শূকরটিকে বধ করলে? রাক্ষসের মতো বিকটাকার এই দানব এখানে এলে, আমিই ওকে আগে পেয়েছি; সুতরাং ইচ্ছা করেই হোক বা আমাকে অগ্রাহ্য করার উদ্দেশ্যে হোক, তুমি একে বিদ্ধ করে আমার হাত থেকে জীবিত অবস্থায় মুক্তিলাভ করতে পারবে না। কারণ, তুমি আজ আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছ, তা

মৃগয়ার নিয়ম নয়; অতএব পার্বত্য, আমি তোমাকে প্রাণচ্যুত করব।" অর্জুন এই কথা বললে ব্যাধ মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে কোমল কণ্ঠে অর্জুনকে বলল, "বীর তুমি এই বনের মধ্যে আমাকে দেখে ভয় পেয়ো না। আমরা এই বনে বাস করি. তাই বনের সমস্ত কিছুই আমাদের অত্যন্ত পরিচিত। কিন্তু তপস্বী তুমি এই বনের মধ্যে কেন বাস করতে এসেছ? আমরা ছাড়া এই জন্তুপূর্ণ বনে কেউ বাস করে না। তুমি অগ্নির তুল্য তেজস্বী, সুকুমার দেহ ও সুখভোগে অভ্যস্ত। সুতরাং তুমি একাকী কী করে এই শূন্যবনে বিচরণ করবে?" অর্জুন উত্তর দিলেন, "গাণ্ডিব ধনু এবং অগ্নিতুল্য নারাচ (তির)গুলি নিয়ে আমি দ্বিতীয় অগ্নির মতো এই মহাবনে বাস করব। এই দারুণ রাক্ষস আমাকে বধ করবার জন্য বরাহরূপ ধারণ করে এসেছিল। তাই আমি ওকে বধ করেছি।" ব্যাধ বলল, "আমিই আগে ওকে ধনু নিক্ষিপ্ত বাণ দিয়ে তাড়ন করেছি, বধ করেছি এবং যমালয়ে পাঠিয়েছি। এই বরাহ প্রথমে আমারই লক্ষ্য হয়েছিল সুতরাং এ আমারই বধ্য হয়েছিল এবং আমার প্রহারেই এর প্রাণচ্যুত হয়েছিল। তুমি নিজের বলে অত্যন্ত দর্পিত, তাই নিজের দোষ স্বীকার করতে পারছ না; সুতরাং মূর্খ! তুমি জীবিত অবস্থায় আমার কাছ থেকে মুক্তি লাভ করবে না। স্থির হয়ে আমার বজ্রতুল্য বাণের আঘাতের অপেক্ষা করো এবং তোমার যথাশক্তি বাণক্ষেপ করো।"

অর্জুন সেই ব্যাধের বাক্য শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং তার প্রতি শর নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ব্যাধ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে অর্জুনের বাণগুলি গ্রহণ করল এবং বারবার "স্থির হও, স্থির হও"—এই বলে অর্জুনকে, "মূর্খ! মূর্খ!" বলে সম্বোধন করতে লাগল। আরও বলল, "আরও তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করো।" তখন তাঁরা দুজনেই ক্রুদ্ধ, অত্যন্ত পরাক্রমের সঙ্গে সর্পতুল্য বাণদ্বারা বারবার পরস্পরকে আঘাত করতে লাগলেন। অর্জুন ব্যাধের উপর বাণবৃষ্টি করতে লাগলেন। ব্যাধরূপী মহাদেবও প্রসন্নচিত্তে সেগুলি গ্রহণ করতে লাগলেন। ব্যাধরূপী মহাদেব কিছুকাল সেই বাণবৃষ্টি ধারণ করে অক্ষত শরীরেই পর্বতের ন্যায় অবিচল থাকলেন। অর্জুন নিজের বাণবর্ষণ ব্যর্থ হয়েছে দেখে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হলেন এবং 'সাধু সাধু' এই বলে ব্যাধের প্রশংসা করলেন। আর মনে মনে চিন্তা করলেন, "হিমালয়বাসী এই কোমলাঙ্গ ব্যাধ অবিহ্বল থেকেই গাণ্ডিবনিক্ষিপ্ত আমার বাণগুলি গ্রহণ করছে; কী আশ্চর্য! এই ব্যক্তি কে? ইনি কি স্বয়ং মহাদেব? না কোনও যক্ষ? না দেবতা? না অসুর? কারণ হিমালয়ে দেবতা প্রভৃতি আসেন। আমার নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ মহাদেব ভিন্ন কেউই ধারণ করতে পারেন না। এই ব্যক্তি যদি মহাদেব ব্যতীত অন্য কোনও দেবতা হন; অথবা যক্ষ, রক্ষ, দানব হন, তবে আমি এঁকে তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে যমালয়ে পাঠাব।" মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করে, সূর্য যেমন কিরণ ক্ষেপণ করেন, আনন্দিত অর্জুন শত শত তীক্ষ্ণ বাণ কিরাতের উপর নিক্ষেপ করলেন। আবার পর্বত যেমন শিলাবৃষ্টি গ্রহণ করে, তেমনই জগৎ-সৃষ্টিকর্তা কিরাতরূপী ভগবান মহাদেব প্রসন্নচিত্তে অর্জুনের সেই তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ গ্রহণ করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই অর্জুনের দুই অক্ষয় তূণ শেষ হয়ে গেল। অর্জুন অগ্নিদেবকে স্মরণ করলেন। খাণ্ডবদাহের সময়ে অগ্নিদেব অর্জুনকে দুই অক্ষয়-তূণ দিয়েছিলেন। সেই তূণ সব শেষ হয়ে গিয়েছে। শুধু ধনুকদ্বারা অর্জুন এই অনির্বচনীয় পুরুষের সঙ্গে কীভাবে সংগ্রাম করবেন?

কিন্তু মোক্ষ্যামি ধনুষা যন্মে বাণাঃ ক্ষয়ং গতাঃ।

অয়ঞ্চ পুরুষঃ কোহপি বাণান্ গ্রসতি সর্বশঃ ॥ বন : ৩৫ : ৪৭ ॥

"এখন আমি ধনুদ্বারা কী নিক্ষেপ করব; যেহেতু আমার সমস্ত বাণই নিঃশেষ হয়েছে। এ পুরুষটাও অনির্বচনীয়ই বটে; যেহেতু সে আমার সমস্ত বাণগুলি গ্রাস করছে। সে যাই হোক, শূলের অগ্রভাগ দিয়ে যেমন হস্তীকে বধ করা হয়, তেমন ধনুর অগ্রভাগ দিয়ে আমি একে বধ করে যমালয়ে পাঠাব।"

মহাতেজা অর্জুন, এই চিন্তা করে, ধনুর অগ্রে গুণ সংযোগ করে, তাই ধরে বজ্রতুল্য মুষ্টিদ্বারা কিরাতকে আঘাত করলেন। কিন্তু কিরাত অর্জুনের হাত থেকে সেই ধনুও কেড়ে নিয়ে, তাও গ্রাস করে ফেলল। অর্জুন হাতে তরবারি নিলেন এবং যুদ্ধ-শেষ করার ইচ্ছায় ব্যাধের প্রতি দ্রুত ধাবিত হলেন। পর্বত ছেদনে সমর্থ সে তীক্ষ্ণধার অসি বাহুর সমস্ত শক্তির সঙ্গে ব্যাধের মস্তকে নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু ব্যাধের মস্তকে পড়ে সেই তরবারি লাফিয়ে উঠল। তখন অর্জুন বৃক্ষ ও শিলা নিক্ষেপ করতে লাগলেন। কিন্তু বিশালমূর্তি কিরাতরূপী ভগবান মহাদেব সে সমস্ত বৃক্ষ ও শিলা গ্রাস করতে লাগলেন। তখন মহাবল অর্জুন মুখ থেকে ধূম্র নির্গত করতে করতে বজ্রমুষ্টি দ্বারা ব্যাধরূপী মহাদেবের বুকে কিল মারতে লাগলেন। ব্যাধরূপী মহাদেবও বজ্রতুল্য অতি দারুণ মুষ্টিদ্বারা অর্জুনকে আঘাত করতে লাগলেন। তখন যুধ্যমান অর্জুন ও ব্যাধের মুষ্টিপ্রহার হতে থাকায় ভয়ংকর 'চটাচট' শব্দ হতে লাগল। কিন্তু বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের মতো ব্যাধ ও অর্জুনের সেই লোমহর্ষণ বাহুযুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হল না।

তখন অর্জুন ব্যাধরূপী মহাদেবকে আপন বক্ষের মধ্যে গ্রহণ করে তাঁকে বাহুবদ্ধ করে পিষ্ট করতে আরম্ভ করলেন। সেই একইভাবে ব্যাধও অর্জুনকে নিষ্পেষণ করতে লাগলেন। তাঁদের পরস্পর নিষ্পেষণে যেন দুটি কাঠের সংঘর্ষে উৎপন্ন অগ্নির সৃষ্টি হল। তারপর মহাদেব আপন অঙ্গদ্বারা অধিকতেজে অর্জুনকে নিষ্পেষণ করতে আরম্ভ করলেন। অর্জুনের যেন চৈতন্যলোপ হবার উপক্রম হল। তিনি ক্রমশ মহাদেবের অঙ্গের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে ক্রমশ অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে অবশ হয়ে পড়লেন। তাঁর শ্বাসরোধ হয়ে গেল। তিনি নিস্পন্দ হয়ে ভূতলে পড়ে গেলেন এবং তাঁকে বিগতপ্রাণ দেখাতে লাগল। ক্ষণকাল পরে অর্জুন চেতনা ফিরে পেলেন এবং অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে রক্তাক্ত দেহে উঠে দাঁড়ালেন। প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা অসম্ভব বোধ করে, তিনি শরণাগত রক্ষক দেবাদিদেব ভগবান মহাদেবকে প্রসন্ন করার জন্য স্থণ্ডিলের উপরে মহাদেবের মৃন্ময় প্রতিমা নির্মাণ করে মালা দ্বারা তাঁর পূজা করলেন। তখন পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জুন সেই মালাটি ব্যাধেরই মস্তকে অবস্থিত দেখলেন। গভীর আনন্দে অর্জুন সম্যক প্রকৃতিস্থ হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কিরাতরূপী মহাদেবের চরণযুগলে পতিত হলেন। তখন মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে, অর্জুনকে বিস্ময়াপন্ন দেখে, তাঁর তপঃক্লিষ্ট দেহ দেখে মেঘগম্ভীর বাক্যে তাঁকে বললেন, "অর্জুন, আমি তোমার এই অতুলনীয় বীরত্ব ও ধৈর্যগুণে সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার তুল্য ক্ষত্রিয় নেই। হে নিষ্পাপ মহাবাহু ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি উৎসাহ বলে প্রায় আমার সমান। তুমি আমার স্বরূপ দর্শন করো। তুমি পূর্বজন্মে 'নর' ঋষি ছিলে। সুতরাং তোমাকে আমি দিব্যদৃষ্টি প্রদান করছি। তুমি যুদ্ধে সমস্ত শত্রুকে এবং সমস্ত দেবতাকেও জয়

করতে পারবে। আমার যে অস্ত্র অন্য কেউই নিবারণ করতে পারে না, আমি প্রীতিবশত সেই অস্ত্র তোমাকে দান করব। তুমি অচিরকালের মধ্যেই আমার সেই অস্ত্র ধারণ করতে পারবে।"

> ততো দেবং মহাদেবং গিরিশং শূলপাণিনম্।
> দদর্শ ফাল্গুনস্তত্র সহ দেব্যা মহাদ্যুতিম্ ॥ বন : ৩৫ · ৭২ ॥

তারপর, অর্জুন সেই স্থানে দেবী পার্বতীর সঙ্গে অত্যন্ত তেজস্বী, কৈলাসবাসী, ও শূলপাণি মহাদেবকে দর্শন করলেন।

তখন শত্রুনগরবিজয়ী অর্জুন ভূতলে জানু রেখে মাথা পেতে প্রণাম করে, স্তব করে মহাদেবকে প্রসন্ন করতে লাগলেন। অর্জুন বললেন, "মহাদেব! আপনি জটাজূটধারী, সমস্ত প্রাণীর অধীশ্বর, তৃতীয় নয়ন দ্বারা আপনি কামদেবকে ভস্মীভূত করেছেন, আপনি দেবতাদেরও দেবতা এবং নীলকণ্ঠ। দেব, আমি জানি যে আপনি সকল সৃষ্টিকর্তার মধ্যে প্রধান, ত্রিলোচন, সর্বব্যাপক, দেবগণেরও গতি এবং এই জগৎ আপনারই উৎপাদিত। আপনি ত্রিলোক এবং ত্রিভুবনেরই অজেয়, আপনি বিষ্ণুরূপী শিব, আবার শিবরূপী বিষ্ণু এবং আপনি দক্ষযজ্ঞবিনাশকারী বীরভদ্র; সুতরাং আপনাকে প্রণাম করি। আপনি ললাটনেত্র, জগতের সংহারক ও উৎপাদক, শূলপাণি, পিনাকধনুর্ধারী, সূর্যস্বরূপ, মঙ্গলকারক এবং বিধাতা; অতএব আপনাকে প্রণাম করি। ভগবন্! মহেশ্বর! আপনি প্রমথগণের অধিপতি, জগতের মঙ্গলকারক, সৃষ্টিকর্তাদেরও সৃষ্টিকর্তা, প্রকৃতি-পুরুষেরও অতীত, সর্বোৎকৃষ্ট এবং পরম সূক্ষ্ম তূরীয় ব্রহ্ম শিবস্বরূপ, আমি আপনাকে প্রসন্ন করতে চাইছি। ভগবন্! শঙ্কর! আমি যে অপরাধ করেছি, তা আপনি ক্ষমা করুন। দেবদেব! আমি আপনারই সাক্ষাৎকারের আকাঙ্ক্ষী হয়ে, তপস্বীদের উত্তম আশ্রয় এবং আপনার প্রীতিকর এই আপনার রক্ষিত মহাপর্বতে এসেছি। আপনি সমগ্র জগতের প্রণম্য। আমার উপর প্রসন্ন হোন, আমার অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন। অজ্ঞতাবশত আমি আপনার সঙ্গে সংঘর্ষ করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন।"

তখন মহাতেজা মহাদেব হাস্যমুখে অর্জুনের সুন্দর হাতখানি ধরে তাঁকে বললেন, "আমি পূর্বেই ক্ষমা করেছি।" তখন মহাদেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে অর্জুনকে আলিঙ্গন করে আশ্বাসদান করে বললেন, "অর্জুন তুমি পূর্বজন্মে নারায়ণের সহচর হয়ে বহু অযুত বৎসর ধরে ভয়ংকর তপস্যা করেছিলে। তোমাতে বা পুরুষশ্রেষ্ঠ নারায়ণে যে পরম তেজ রয়েছে, সেই তেজ দ্বারাই তোমরা দু'জনে জগৎ রক্ষা করছ। হে প্রভাবসম্পন্ন অর্জুন, ইন্দ্রের রাজ্য অভিষেকের সময় তুমি এবং বিষ্ণু মেঘের ন্যায় গর্জনকারী গম্ভীরধ্বনি যুক্ত বিশাল একখানি ধনুক ধারণপূর্বক দানবগণকে নিবারণ করেছিলে। পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন এই সেই গাণ্ডিব ধনু। এ তোমারই হাতের যোগ্য। আমি মায়ার দ্বারা তোমার ধনু গ্রাস করেছিলাম। আর, এই সেই অক্ষয় তূণ দুটিও পুনরায় তোমার হোক। তোমার শরীরের সব বেদনা দূর হোক। পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন! তুমি যথার্থ পরাক্রমশালী; সুতরাং তোমার উপর আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। অতএব তুমি আমার নিকট তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা করো। হে সম্মানকারী অরিন্দম, মর্ত্যলোকে

তোমার তুল্য কোনও পুরুষ নেই এবং স্বর্গেও তোমার থেকে অধিক ক্ষাত্রশক্তিশালী লোক নেই।”

অর্জুন বললেন, “প্রভু বৃষধ্বজ! আপনি প্রীতিবশত যদি আমাকে অভীষ্ট বর দান করেন, তবে আমি সেই ভয়ংকর দিব্য পাশুপত অস্ত্র পেতে ইচ্ছা করি। যে অস্ত্রের নাম ‘ব্রহ্মশির’, যা কেবলমাত্র আপনার কাছেই আছে, যার পরাক্রম ভয়ংকর এবং দারুণ প্রলয়কাল উপস্থিত হলে সমগ্র জগৎকেই গ্রাস করে ফেলে। মহাদেব! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ প্রভৃতি বীরশ্রেষ্ঠদের সঙ্গে আমার মহাযুদ্ধ হবে; সেই যুদ্ধে আপনার অনুগ্রহে আমি যেন জয়ী হতে পারি। সেই অস্ত্র আমাকে দান করুন, যার সাহায্যে আমি যুদ্ধে দানব, রাক্ষস, ভূত, পিশাচ, গন্ধর্ব ও নাগদের দগ্ধ করতে সমর্থ হব। যে অস্ত্র অভিমন্ত্রিত করলে, তা থেকে সহস্র সহস্র শূল, ভয়ংকর গদা এবং সর্পাকৃতি বাণ সকল আবির্ভূত হতে থাকে। সেই অস্ত্রদ্বারা আমি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ এবং সর্বদা কটুভাষী কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারব। ভগবান! কামনাশক! আমার এই প্রথম কামনা যে, আমি যেন শত্রুসংহারে সমর্থ হই।”

মহাদেব বললেন, “প্রভাবশালী পাণ্ডব! আমার প্রিয় পাশুপত অস্ত্র আমি তোমাকে দান করব। কেন না, তুমিই তা ধারণ, প্রয়োগ ও উপসংহারে সমর্থ মহাবীর। ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ কিংবা বায়ুও এ অস্ত্র জানেন না। মানুষেরা জানবে কী করে? অর্জুন তুমি সহসা কোনও লোকের উপরে এ অস্ত্র নিক্ষেপ কোরো না। কারণ, দুর্বলের উপর ব্যবহার করলে এই অস্ত্র পৃথিবী ধ্বংস করবে। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ত্রিভুবনের মধ্যে এ অস্ত্রের কোনও অবধ্য নেই। বিশেষত এই অস্ত্র মন, নয়ন, বাক্য ও ধনু দ্বারা ব্যবহার করা চলে।” এই কথা শুনে অর্জুন পবিত্র ও একাগ্রচিত্ত হয়ে মহাদেবের সামনে গিয়ে বললেন, “শিক্ষা দিন।” তারপর মহাদেব মন্ত্র, সংকেত ও উপসংহারের সঙ্গে মূর্তিমান যমের তুল্য সেই অস্ত্র অর্জুনকে দিলেন। পাশুপত অস্ত্র শিবের যেমন অনুগত ছিল, তেমনই অর্জুনেরও অনুগত হল। অর্জুন সন্তুষ্ট হয়ে তা গ্রহণ করলেন। তখন পর্বত, বন, বৃক্ষ, সমুদ্র, বনসন্নিহিত স্থান, গ্রাম, নগর ও খনির সঙ্গে সমগ্র পৃথিবী কাঁপতে লাগল। সহস্র সহস্র শঙ্খ, দুন্দুভি ও ভেরির শব্দ ও বিশাল নির্ঘাতের শব্দ শোনা গেল। তখন সেই ভয়ংকর পাশুপত অস্ত্র মূর্তি ধারণ করে অমিততেজা অর্জুনের পাশে থেকে ভয়ংকরভাবে জ্বলতে লাগল। দেব ও দানবগণ তা দেখলেন। মহাদেবের স্পর্শে অর্জুনের শরীরের ক্ষত বা বেদনা তিরোহিত হল। মহাদেব অনুমতি দিয়ে বললেন, “অর্জুন তুমি স্বর্গে গমন করো।” অর্জুন তখন মস্তক দ্বারা মহাদেবকে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন।

অর্জুন স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন, দেবাদিদেব মহেশ্বর দেবী পার্বতীর সঙ্গে চলে যাচ্ছেন। তাঁর তখনও ঘোর কাটেনি। বিমূঢ়চেতনা জড় পদার্থের মতো অর্জুন সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বিপক্ষবীরহন্তা বিচিত্রকর্মা অক্লিষ্ট যোদ্ধা অর্জুন চেতনা ফিরে পেলেন। কিন্তু তাঁর বিস্ময় তখনও কাটেনি। “আমি মহাদেবকে প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েছি”, এই কথা ভেবে অর্জুনের বিস্ময়ের কোনও সীমা পরিসীমা রইল না। “আমি ধন্য হয়েছি এবং অনুগৃহীত হয়েছি। যেহেতু, ত্রিলোচন, পিনাকধারী ও বরদাতা মূর্তিমান মহাদেবকে আমি দেখতে পেয়েছি এবং আপন হস্তদ্বারা স্পর্শ করতে পেরেছি।

কৃতার্থঞ্চাবগচ্ছামি পবঞ্চাত্মানমাহবে।
শত্রুশ্চ বিজিতান্ সর্বান্ নিবৃত্তাঞ্চ প্রয়োজনম্ ॥ বন : ৩৬ : ৪ ॥

"আমি নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে করছি, যুদ্ধে সকল শত্রুকেই বিজিত বলে আমার বোধ হচ্ছে এবং আমার সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে বলে আমার ধারণা হচ্ছে।"

অর্জুন যখন এইভাবে চিন্তা করছিলেন তখন সমস্ত দিক আলোকিত করে জলজন্তুসমূহের সঙ্গে বৈদূর্যমণির ন্যায় সুন্দর শ্যামবর্ণ জলাধিপতি বরুণ সেখানে উপস্থিত হলেন। ক্রমে সর্প, নদ, নদী, দৈত্য, সাধ্য ও দেবগণ সেখানে উপস্থিত হলেন। উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণধারী কুবের উপস্থিত হলেন। জগৎসংহারকারী, মনোহর মূর্তি, প্রতাপশালী, দণ্ডধারী, অচিন্তনীয় স্বভাব, সমস্ত প্রাণীবিনাশক সূর্যনন্দন ধর্মরাজ যম মূর্তিমান হয়ে উপস্থিত হলেন। তারপর মুহূর্তকালের মধ্যে ভগবান ইন্দ্র দেবগণ পরিবেষ্টিত হয়ে শচীদেবের সঙ্গে এসে উপস্থিত হলেন। তখন দক্ষিণদিকের অধিপতি, পরমধর্মজ্ঞ ও বুদ্ধিমান যম মেঘগম্ভীর স্বরে অর্জুনকে তাঁর পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত জানিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন যে, অর্জুন মহাবল ও পরমধার্মিক ভীষ্মকে, দ্রোণ সমেত তার রক্ষিত ক্ষত্রিয়কুলকে, নিবাতকবচগণকে এবং "সমস্ত জগৎপ্রতাপী আমার পিতৃদেব সূর্যের অংশে মহাবল কর্ণকেও তুমি বধ করবে। ...তুমি মহাযুদ্ধে সাক্ষাৎ মহাদেবকে সন্তুষ্ট করেছ এবং কৃষ্ণরূপী বিষ্ণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে পৃথিবীকে ভারশূন্য করবে।" এই বলে ধর্মরাজ যম তাঁর দণ্ড অর্জুনকে প্রদান করলেন। আশীর্বাদ করে জলাধিপতি বরুণ দিলেন তাঁর বারুণপাশ। কুবের দিলেন স্বয়ং মহাদেব যে অস্ত্রে ত্রিপুরাসুরকে বধ করেছিলেন সেই 'অন্তর্ধান' নামক অস্ত্র। অর্জুন দেবপ্রদত্ত মন্ত্রগুলি—মন্ত্র, ইতিকর্তব্যতা, প্রয়োগ ও উপসংহার যত্নের সঙ্গে শিক্ষা করে গ্রহণ করলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, "তুমি সনাতন ঈশ্বরের অংশ। তোমাকে গুরুতর দেবকার্য করতে হবে। আমার সারথি মাতলি এখনই রথ নিয়ে উপস্থিত হবে। তোমাকে স্বর্গে যেতে হবে। সেখানেই আমি সকল দিব্য অস্ত্র তোমাকে প্রদান করব।"

কিরাত-অর্জুন সম্মিলন মহাভারতের এক আশ্চর্য দুর্লভ মুহূর্ত। পরবর্তীকালে বনবাস থেকে ফিরে অর্জুন যখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও অন্য ভ্রাতাদের এই সম্মিলন-বর্ণনা দিচ্ছিলেন তখন তাঁরা বারবার রোমাঞ্চিত হয়ে ভূমিতে মাথা রেখে প্রণাম করছিলেন। অর্জুন বীরশ্রেষ্ঠ, তিনি মহাদেবের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন—এ ঘটনা আমরা ভাবতেই পারি। কিন্তু নিঃশেষিত-অস্ত্র অর্জুন মহাদেবের সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধে লিপ্ত হলেন, বাহুযুদ্ধ করলেন এবং দেবাদিদেব মহাদেবকে আপন বক্ষে পিষ্ট করে বধ করতে চাইলেন—এ দৃশ্য কল্পনা করা আমাদের মতো সাধারণ পাঠক তো দূরের, বোধকরি দেবতাদের পক্ষেও কল্পনা করা অসম্ভব। অর্জুন ভাগ্যবান তো বটেই, তাঁর জনক দেবরাজ ইন্দ্র, জননী কুন্তী দেবীও অসাধারণ ভাগ্য করেই এ সন্তান পেয়েছিলেন। মহাদেবের আশীর্বাদের ফলে অর্জুন ত্রিভুবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অতিরথের স্বীকৃতি পেলেন।

৩৯

অর্জুনের উর্বশী প্রত্যাখ্যান

[উর্বশী! ভারতীয় শিক্ষিত সমাজে এই নামটির মতো পরিচিতি অন্য কোনও স্বর্গ-অপ্সরা নেই। রূপে, গুণে অনন্যা এই নারী ভারতীয় কবিসমাজের চিরকালের চিত্তহারিণী। কালিদাস এঁকে নিয়ে কাব্য রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ এঁর মধ্যে খুঁজে পান চিরকালের প্রিয়া নারীর রূপ; যে নারী স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছা-বিহারিণী, কোনও সম্পর্কের বাঁধনে যাঁকে বাঁধা যায় না, যিনি মাতা নন, কন্যা নন, সুন্দরী বধূ নন, যিনি চিরকালের নারী। সেই উর্বশীকে পাণ্ডুনন্দন, ইন্দ্রতনয়, তৃতীয় পার্থ অর্জুন দেখেছিলেন। উৎসুকা উর্বশী আর অর্জুনের সাক্ষাৎ মহাভারতের এক দুর্লভ মুহূর্ত।]

দীর্ঘ তপস্যার শেষে অর্জুন কিরাতরূপী মহাদেবের সাক্ষাৎ পেলেন। লাভ করলেন তাঁর আশীর্বাদসহ পাশুপত অস্ত্র। দেবাদিদেব ঘোষণা করে গেলেন, অর্জুন ত্রিভুবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধারী, ত্রিলোকে তাঁর সমান বীর আর একজনও নেই। পিনাকপাণি অন্তর্হিত হলে দেবরাজ ইন্দ্রের রথ অর্জুনের কাছে উপস্থিত হল। জানাল, দেবরাজ আদেশ করেছেন অর্জুনকে স্বর্গে যেতে, সেখানেই তিনি পাবেন সব দিব্যাস্ত্র। অর্জুন সারথি মাতলির সঙ্গে রথে উঠলেন। মাতলি বিমান চালনা শুরু করার পূর্বে অর্জুন ইষ্টমন্ত্র জপ করে পর্বতরাজ হিমালয়কে প্রণাম করলেন, "পর্বতরাজ! মহাপর্বত! মুনিগণের আশ্রয়! তীর্থসমন্বিত! আমি তোমাকে সম্ভাষণ করছি, আমি তোমার কাছে সুখে বাস করেছি।" সারথি মাতলি দ্রুতবেগে রথচালনা করতে লাগলেন। রথ সিদ্ধলোক, রাজর্ষিলোক অতিক্রম করে দেবরাজ ইন্দ্রের অমরাবতীপুরীতে উপস্থিত হলেন। তখন গন্ধর্বগণ ও অপ্সরাগণ তাঁর স্তব করতে লাগল এবং পুষ্পসৌরভবাহী পবিত্র বায়ু এসে তাঁকে স্পর্শ করল; এই অবস্থায় তিনি দেখলেন, বহুতর কামগামী দেববিমান যথাস্থানে অবস্থান করছে এবং অপর কতকগুলি বিমান নানাদিকে যাতায়াত করছে। তারপর দেবগণ, গন্ধর্বগণ, সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ এসে হৃষ্টচিত্তে অর্জুনের সংবর্ধনা করলেন।

তারপর, ইন্দ্রের আদেশে তিনি 'দেবরথ্যা' নামে প্রসিদ্ধ বিশাল নক্ষত্র-পথে গমন করলেন; তখন সকল দিক থেকেই তাঁর স্তব হতে লাগল। সেখানে সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুদ্‌গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, নিষ্পাপ ব্রহ্মর্ষিগণ, দিলীপ প্রভৃতি বহুতর রাজা, তম্বুরু, নারদ এবং হাহা ও হুহু নামে দুজন গন্ধর্ব অবস্থান করছিলেন। অর্জুন যথাবিধানে তাঁদের দেখার পর দেবরাজ ইন্দ্রকে দেখতে পেলেন। অর্জুন রথ থেকে

অবতরণ করে দেবাধিপতি পিতা ইন্দ্রকে প্রত্যক্ষ দর্শন করলেন। তখন কোনও ভৃত্য শুভ্রবর্ণ, স্বর্ণদণ্ড মনোহর একটি ছত্র দেবরাজের মাথার উপরে ধরেছিল, দু'জন অপ্সরা দিব্য সৌরভবাহী দুটি চামর দোলাচ্ছিল। আর বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্বেরা স্তুতিগানদ্বারা এবং ব্রাহ্মণেরা ঋক, যজু ও সামবেদের মন্ত্রদ্বারা স্তব করছিলেন।

অর্জুন কাছে গিয়ে মাথা ইন্দ্রের পায়ের উপর রেখে প্রণাম করলেন। ইন্দ্রও স্থূল ও গোল বাহুযুগলদ্বারা অর্জুনকে ধারণ করলেন। তারপর ইন্দ্র অর্জুনের হাত ধরে তাঁকে—দেবতা ও রাজর্ষি দ্বারা পূজিত পবিত্র নিজের আসনেরই অর্ধ-অংশে বসতে দিলেন। অর্জুন তখন বিনয়ে অবনত হয়ে কুণ্ঠায় ও লজ্জায় আচ্ছন্ন হয়েছিলেন, এই অবস্থায় বিপক্ষ-বীরহন্তা ইন্দ্র তাঁর মস্তকাঘ্রাণ করে তাঁকে আপন কোলে তুলে নিলেন। ইন্দ্র স্নেহবশত পবিত্র সৌরভবাহী হাত দিয়ে অর্জুনের সুন্দর মুখখানির চিবুক স্পর্শ করে তাঁকে আশ্বস্ত করলেন।

অর্জুনের বাহুযুগল স্বর্ণময় স্তম্ভযুগলের ন্যায় দীর্ঘ, সুলক্ষণ এবং গুণ ও বাণের ঘর্ষণে কঠিন ছিল; আবার ইন্দ্রের হাতও বজ্র ধারণের চিহ্নে চিহ্নিত ছিল; ইন্দ্র আপন হাত দিয়ে অর্জুনের হাতের উপর বুলিয়ে দিতে লাগলেন, মাঝে মাঝে অর্জুনের হাতের উপর চাপড় মারতে থাকলেন এবং অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে ঈষৎ হাস্য করতে করতে অর্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। কিন্তু দেখে দেখেও তাঁর যেন তৃপ্তি হচ্ছিল না। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে উদিত চন্দ্র ও সূর্য যেমন আকাশকে শোভিত করে, তেমনি একাসনে বসে ইন্দ্র ও অর্জুন যেন ইন্দ্রের সভাটিকেই শোভিত করতে লাগলেন।

তখন সামগানে নিপুণ তম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্বগণ যথানিয়মে সামমন্ত্র সহ মনোহর সংগীত শুরু করলেন। পদ্মের পাপড়ির মতো সুনেত্রা, ক্ষীণ কটি, বিশাল নিতম্বা ঘৃতাচী, মেনকা, রম্ভা পূর্বচিত্তি, স্বয়ম্প্রভা, উর্বশী, মিশ্রকেশী, বপুগৌরী, বরূথিনী, গোপালী, সহজন্যা, কুম্ভযোনি, প্রজাগরা, চিত্রসেনা, চিত্রলেখা, সহা ও মধুরস্বরা প্রভৃতি অপ্সরা—যারা সিদ্ধগণের চিত্তবিনোদন সমর্থা, স্তন আস্ফালিত করে, কটাক্ষ ও হাবভাবের মাধুর্য সহকারে চিত্তবুদ্ধিমনহারিণী নৃত্য আরম্ভ করল।

দেবতারা ইন্দ্রের অভিপ্রায় বুঝে গন্ধর্বদের সঙ্গে মিলিত হয়ে, উত্তম অর্ঘ্য নিয়ে অর্জুনের পূজা করলেন। পাদ্য ও আচমনীয় গ্রহণ করার পর অর্জুনকে তাঁরা ইন্দ্রের ভবনে প্রবেশ করালেন। এইভাবে সম্মানিত হয়ে অর্জুন, ইন্দ্রভবনেই থেকে ইন্দ্রের প্রিয় বজ্র ও অন্যান্য অস্ত্র ইন্দ্রের কাছ থেকে শিক্ষা করতে লাগলেন। অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হলে অর্জুন আপন ভ্রাতাদের স্মরণ করলেন, তবুও ইন্দ্রের আদেশে পাঁচ বৎসর ইন্দ্রভবনেই বাস করলেন। তারপর একদিন যথাসময়ে ইন্দ্র অর্জুনকে আদেশ করলেন, "কুন্তীনন্দন, তুমি গন্ধর্ব চিত্রসেনের কাছ থেকে গান-বাজনা শিক্ষা করো। দেবতাদের যে বাজনা নিজস্ব, যা পৃথিবীতে প্রচলিত নেই, তুমি সেই দুর্লভ বাদ্য শিক্ষা করো, তোমার মঙ্গল হবে।" এই কথা বলে ইন্দ্র গন্ধর্ব চিত্রসেনকে অর্জুনের সখা করে দিলেন। চিত্রসেনও মনের সুখে অর্জুনকে নাচ, গান, বাজনা শেখাতে লাগলেন। তবুও বলবান অর্জুন দ্যূতক্রীড়ার বিষয় স্মরণ করে, দুঃশাসন ও সুবলপুত্র শকুনিকে দ্রুত বধ করার চিন্তায় এবং মাতা কুন্তী দেবীকে স্মরণ করে সুখ পাচ্ছিলেন না।

অর্জুনের দৃষ্টি উর্বশীর উপরে সংসক্ত হয়েছে, এই ধারণা করে দেবরাজ ইন্দ্র কোনও এক সময়ে নির্জনে চিত্রসেনকে বললেন, "গন্ধর্বরাজ তুমি দ্রুত গিয়ে অপ্সরাশ্রেষ্ঠ উর্বশীর কাছে গিয়ে বলো যে, সে আজই পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুনের কাছে উপস্থিত হোক। অস্ত্রে সুশিক্ষিত, অন্যান্য বিষয়ে সুনিপুণ এবং স্ত্রী সংসর্গে বিশারদ যাতে আমার আদেশে উর্বশী কর্তৃক সন্তোষিত হন, তুমি তা করবে।" দেবরাজের আদেশ পালনের জন্য গন্ধর্ব চিত্রসেন উর্বশীর কাছে উপস্থিত হলেন। আনন্দিত চিত্রসেনকে তাঁর কাছে আসতে দেখে উর্বশী স্বাগত সম্ভাষণ করে তাঁকে বসার অনুরোধ জানিয়ে, নিজে সুখে উপবেশন করল। তখন চিত্রসেন মৃদু হাস্য করে বললেন, "সুনিতম্বে! তুমি অবগত হও যে স্বর্গাধিপ ইন্দ্রের আদেশে আমি তোমার কাছে এসেছি। উর্বশী, যিনি দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি স্বাভাবিক গুণ, কান্তি, স্বভাব, রূপ, ব্রত ও ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা দেবলোক ও মনুষ্যলোকে বিখ্যাত, যিনি শাস্ত্রজ্ঞান ও দৈহিক বলে বিখ্যাত, লোকপ্রিয়, প্রত্যুৎপন্নমতি, লাবণ্যবান, উৎসাহী, ক্ষমাবান ও পরবিদ্বেষবিহীন যিনি ব্যাকরণ প্রভৃতি অঙ্গশাস্ত্র ও উপনিষদের সঙ্গে চারবেদ ও সমস্ত উপাখ্যান অধ্যয়ন করেছেন, গুরুশুশ্রূষা জানেন এবং অষ্টবিধ গুণসম্পন্ন বুদ্ধি লাভ করেছেন; যিনি ব্রহ্মচর্য, কার্যদক্ষতা, সম্ভ্রান্ত ও যৌবনসম্পন্ন বলে ইন্দ্র যেমন স্বর্গ রক্ষা করেন, তেমনই পৃথিবী রক্ষা করার যোগ্য; যিনি আত্মশ্লাঘা করেন না, গুরুজনের সম্মান করেন, সূক্ষ্মদর্শী, প্রিয়ভাষী এবং নানাবিধ অন্নপানদ্বারা বন্ধুবর্গের সন্তোষবিধান করেন; যিনি সত্যবাদী, তেজস্বী, বক্তা, রূপবান, অহংকারশূন্য, ভক্তের প্রতি দয়ালু, কমনীয়স্বভাব, লোকপ্রিয় এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ; আর যিনি স্পৃহণীয় গুণসমূহদ্বারা ইন্দ্র ও বরুণের তুল্য; সেই মহাবীর অর্জুন তোমার পরিচিত; তিনি যেন স্বর্গলোকে আগমনের ফললাভ করেন। সেই অর্জুন আজ দেবরাজের আদেশে তোমার চরণযুগলের আশ্রয় নেবেন; কারণ তিনি তোমার শরণাপন্ন হয়েছেন। চিত্রসেনের বক্তব্য শুনে উর্বশী নিজেকে অত্যন্ত গৌরবের পাত্রী বিবেচনা করে চিত্রসেনকে বলল, "গন্ধর্বরাজ, আপনি আমার কাছে অর্জুনের যে সত্য গুণগ্রামের বর্ণনা দিলেন, তা শুনে কি কোনও রমণী অর্জুন ভিন্ন অন্য পুরুষকে কামনা করে? অতএব দেবরাজের আদেশে, আপনার বন্ধুত্ব এবং অর্জুনের গুণ শুনে আমার অর্জুনের প্রতি কামোদ্রেক হয়েছে; অতএব সখা, আপনি এখন আসুন, আমি অর্জুনের গৃহে যাত্রা করব।"

তারপর নির্মলহাসিনী উর্বশী কৃতকার্য চিত্রসেনকে বিদায় করে অর্জুনদর্শনের অভিলাষিণী হয়ে স্নান করল। অর্জুনের রূপ শুনে উর্বশীর মন মদনবাণে জর্জরিত হয়েছিল, তাই সে স্নানের পর মনোহর অলংকার ও সুন্দর গন্ধমাল্য ধারণ করল; তখন তার মন অন্য পুরুষের দিকে না যাওয়াতে মনের সংকল্প অনুযায়ী সে যেন সতী স্ত্রীর মতো সুচিন্তা ছিল; আর দিব্য আবরণে আবৃত এবং বিস্তৃত শয্যায় যেন অর্জুন এসেছেন, যেন তার সঙ্গে রমণ করছেন, সে এইরূপ মনে মনে ভাবতে থাকল। এই অবস্থায় বিপুল-নিতম্বা উর্বশী চন্দ্রোদয় হলে প্রদোষকালে আপন গৃহের বাইরে এসে অর্জুনের গৃহের দিকে যাত্রা করল। পরমশোভিতা উর্বশীর যাত্রাকালে তার কোমল, কুটিল, দীর্ঘ ও পুষ্পমাল্যধারী কেশকলাপ ঝুলছিল। তার সুন্দর চলার ছন্দে এবং মনে মনে সে যে কথা বলছিল, তাতে তার অপূর্ব মুখচন্দ্র যেন আকাশের চন্দ্রকে আহ্বান করছিল। তার চলার প্রতি পদক্ষেপে তার স্তন দুটি লাফাচ্ছিল;

সেই সুন্দরবৃন্ত স্তন দুটি দিব্য অঙ্গরাগে ও দিব্য চন্দনে রঞ্জিত ছিল এবং তার উপর হার ঝুলতে থাকায় তা অতিমনোহর বোধ হচ্ছিল। সেই স্তনযুগলের ভারে সে সমস্ত পথ অবনত হয়ে চলছিল এবং তার শরীরের মাংস তিনটি স্তর সৃষ্টি করে অত্যন্ত শোভা পাচ্ছিল। তার নাভির নিম্নভাগ শুভ্র, পর্বতের ন্যায় বিস্তীর্ণ, নিতম্বযুগলদ্বারা উন্নত ও স্থূল এবং কাঞ্চীদামে অলংকৃত হওয়ায় কামের আয়তন হয়েছিল। তার সূক্ষ্ম বস্ত্রাবৃত পরম সুন্দর জঘনদেশ স্বর্গীয় ঋষিগণেরও চিত্তসংযমের ব্যাঘাত সৃষ্টি করছিল। তার চরণযুগলের গুলফদেশ অত্যন্ত গভীর, তাম্রবর্ণের আঙ্গুলগুলি পদ্মপাপড়ির মতো এবং উপরিভাগ কূর্মপৃষ্ঠের মতো উন্নত ছিল, তাতে কিঙ্কিণী সংলগ্ন ছিল। সুতরাং সে চরণযুগল অত্যন্ত শোভা পাচ্ছিল।

অল্প মদ্যপান, মনের সন্তোষ, কামের উদ্রেক এবং নানাবিধ বিলাস দ্বারা উর্বশী অতি সুদৃশ্যাই হয়েছিল। সিদ্ধ, চারণ ও গন্ধর্বগণের সঙ্গে যাবার সময়ে বিলাসিনী উর্বশীর আকৃতিটি বহুতর আশ্চর্য পদার্থে পরিপূর্ণ স্বর্গেও অত্যন্ত আশ্চর্যের এক বস্তু হয়েছিল। মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ, চিত্তহারী, অতিসূক্ষ্ম, মনোহারী একটি উত্তরীয় বস্ত্রে তার উপরিভাগ আবৃত ছিল। আকাশে মেঘাবৃত চন্দ্রলেখা যেমন গমন করে সেইভাবে গমন করছিল। কিছুকালের মধ্যে মন ও বায়ুর মতো গতিশীলা উর্বশী অর্জুনের গৃহপ্রান্তে এসে উপস্থিত হলেন। দৌবারিকেরা গৃহকর্তা অর্জুনের নিকট সংবাদজ্ঞাপন করল যে, অপ্সরাশ্রেষ্ঠা উর্বশী গৃহদ্বারে অপেক্ষমাণা।

দৃষ্টৈব চৌর্বশীং পার্থো লজ্জাসংবৃতলোচনঃ।
তদাভিবাদনং কৃত্বা গুরুপূজাং প্রযুক্তবান্‌ ॥ বন : ৩৯ : ৩৬ ॥

উর্বশীকে দেখেই অর্জুন নয়নযুগল সংবৃত করলেন এবং অভিবাদন করে গুরুর ন্যায় সম্মান করলেন।

অর্জুন বললেন, "দেবি। আপনি প্রধান অপ্সরাদের মধ্যেও প্রধানা; সুতরাং আমি মস্তকদ্বারা আপনাকে প্রণাম করছি; আপনি কী আদেশ করেন? আমি আপনার দাস উপস্থিত আছি।" অর্জুনের সেই কথা শুনে উর্বশীর যেন চৈতন্য লোপ পেল; তখন সে চিত্রসেন-সংবাদ অর্জুনকে শোনাল। উর্বশী বললে, মনুষ্যশ্রেষ্ঠ! চিত্রসেন আমার কাছে যা বলেছেন এবং আমি যেজন্য এখানে এসেছি, তা সমস্তই আপনাকে বলব। আপনি স্বর্গলোকে এসেছেন বলে দেবরাজ একটি মনোহর আসর বসিয়েছিলেন এবং স্বর্গলোক জুড়ে মহোৎসব শুরু হয়েছিল।

সেখানে সমস্ত রুদ্র, আদিত্য, অশ্বিনীকুমার ও বসু উপস্থিত ছিলেন এবং অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বলমূর্তি প্রধান প্রধান মহর্ষি, রাজর্ষি, সিদ্ধ, চারণ, যক্ষ ও মহানাগ—এঁরা সকল পদ ও গৌরব অনুসারে উপযুক্ত স্থানে আসন গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের অলংকারগুলি জ্বলজ্বল করছিল। গন্ধর্বগণ বীণা বাজাচ্ছিলেন; অলৌকিক সংগীত গীত হচ্ছিল এবং প্রধান প্রধান সমস্ত অপ্সরা নৃত্যমুখর ছিলেন; কুরুশ্রেষ্ঠ পৃথানন্দন! এমন সময়ে আপনি নাকি কেবলমাত্র আমাকেই অনিমেষ নয়নে দেখছিলেন। আসর সমাপ্ত হলে, দেবরাজের অনুমতিক্রমে সকল দেবতা আপন আপন গৃহে চলে গেলেন এবং

আপনার পিতার অনুমোদনক্রমে প্রধান প্রধান অপ্সরাও আপন আপন গৃহে চলে গেল।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র নির্দেশ দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। চিত্রসেনও এসে আমার কাছে বললেন, "বরবর্ণিনি! দেবরাজ তোমার কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন। অতএব তুমি দেবরাজের, আমার এবং তোমার নিজের প্রিয় কার্য করো। সুনিতম্বে! অর্জুন যুদ্ধে ইন্দ্রের তুল্য বীর, বিশেষত রূপ ও উদারতা গুণসম্পন্ন; সুতরাং তুমি গিয়ে অর্জুনের কাছে রতি প্রার্থনা করো।" হে অর্জুন, আমি চিত্রসেনের এবং আপনার পিতার অনুমতিক্রমে আপনার সেবা করার জন্যই আপনার কাছে এসেছি। আমার চিত্ত আপনার গুণে আকৃষ্ট হয়েছে; আমি কামের বশীভূত হয়ে পড়েছি। আপনি আমার চিরাভিলষিত; সুতরাং আপনার সঙ্গে মিলন আমারও অভীষ্ট।

উর্বশীর কথা শুনে অর্জুন অত্যন্ত লজ্জিত হলেন এবং সেই স্বর্গলোকেই দু'হাত দিয়ে আপন দুই কর্ণ ঢাকা দিয়ে বললেন, "ভাগ্যবতী আপনি আমাকে যে কথা বললেন, তা আমার শ্রবণ করাই অত্যন্ত অসঙ্গত; কারণ, আপনি আপনার গুরুপত্নীতুল্যা। এ আমার চিরন্তন ধারণা। আমার কাছে দেবী কুন্তী যেমন, মহাভাগা শচী যেমন, আপনিও তেমনই। সুতরাং আপনি যা বলছেন, তা চিন্তা করাই উচিত নয়। একথা সত্য যে, আমি আপনাকে বিশেষভাবে দেখেছিলাম, তার সত্য কারণ আপনি শুনুন। 'ইনি পুরুবংশের সর্বজনবিদিত জননী' এই কথা স্মরণ করেই আমি উৎফুল্ল চোখে আপনাকে দেখছিলাম। অতএব কল্যাণী, আপনি আমাকে অন্যরূপে দেখতে পারেন না। আপনি আমার গুরুপত্নী অপেক্ষাও গুরুতরা এবং আমার বংশের বৃদ্ধিকারিণী।"

উর্বশী বললেন, "দেবরাজনন্দন! আমরা অপ্সরারা সকলেই অনিয়ন্ত্রিত। অতএব বীর, আপনি আমাকে গুরুপত্নী স্থানে স্থাপন করতে পারেন না। দেখুন পুরুবংশের যে সকল পুত্র, পৌত্র বা অন্যান্য বংশধর তপোবলে এখানে এসেছেন, তাঁরা সকলেই আমাদের সঙ্গে রমণ করেছেন। তাতে তাঁরা কেউই কোনও অসুবিধা বোধ করেননি। অতএব তুমিও আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি কামপীড়িতা বলে তুমি আমাকে ত্যাগ করতে পারো না। আমি কামসন্তপ্তা এবং তোমার প্রতি অনুরক্তা। অতএব তুমি আমাকে ভজনা করো।"

অর্জুন বললেন, "বরারোহা! আমি আপনার কাছে সত্য বলছি, আপনি শ্রবণ করুন। দেবগণের সঙ্গে দিক ও বিদিকগণও তা শ্রবণ করুন। আমার কাছে কুন্তী, মাদ্রী ও শচী দেবী যেমন, বংশের জননী বলে আপনিও তেমনই। কিংবা আপনি তাঁদের অপেক্ষাও গুরুতরা। আমি আপনার চরণে মস্তক রেখে নিবেদন করছি, আপনি চলে যান। আপনি মাতার মতো আমার পূজনীয়া। আমিও পুত্রের মতোই আপনার রক্ষণীয়া।"

অর্জুনের কথা শুনে, উর্বশী ক্রোধে মূর্ছিতপ্রায় হয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভ্রূকুটি করে অর্জুনকে অভিসম্পাত করল। উর্বশী বললেন, "অর্জুন তোমার পিতা অনুমতি দিয়েছেন। আমিও নিজেই তোমার ঘরে এসেছি এবং কামার্তা; তবুও তুমি যখন নপুংসকের মতো আমার আদর করলে না, তখন তুমি নর্তক রূপে সম্মানহীন ও পুরুষত্বহীন হয়ে স্ত্রীলোকদের মধ্যেই বাস করবে। সমস্ত পৃথিবীতে নপুংসক হিসাবে তুমি পরিচিত হবে।"

অর্জুনকে এই অভিসম্পাত করে, কম্পিত ওষ্ঠে দ্রুত নিশ্বাস ত্যাগ করতে করতে উর্বশী

অর্জুনের গৃহ ত্যাগ করল। রাত্রি অবসান হলে নির্মল প্রভাতকালে চিত্রসেন অর্জুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে অর্জুন পূর্বরাত্রির সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথভাবে জানালেন। চিত্রসেনও সেই সমস্ত বৃত্তান্ত এবং উর্বশীর শাপের বিষয় বিশদভাবে বারবার দেবরাজকে জানালেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র অর্জুনকে নির্জন স্থানে এনে, মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে আশ্বস্ত করে বললেন, "বৎস সাধুশ্রেষ্ঠ! তোমার মতো পুত্রের জন্য আজ কুন্তী দেবী সুপুত্রের জননী হলেন। তুমি আজ ধৈর্যদ্বারা ঋষিগণকেও জয় করেছ। মহাবাহু! উর্বশী তোমাকে যে শাপ দিয়েছে, তা তোমার পক্ষে প্রয়োজনসম্পাদক ও কার্যসাধক হবে। কারণ, ত্রয়োদশ বৎসরের সময়ে ভূতলেই তোমাদের অজ্ঞাতবাস করতে হবে; তখন তুমি এই শাপ ক্ষয় করবে। তুমি নপুংসক নর্তকের বেশে এক বৎসরকাল থেকে পুনরায় পুরুষত্ব লাভ করবে।"

ইন্দ্র এই কথা বললে, শত্রুহন্তা অর্জুন অত্যন্ত আনন্দ লাভ করলেন—

এবমুক্তস্তু শক্রেণ ফাল্গুনঃ পরবীরহা।
মুদং পরমিকাং লেভে ন চ শাপং ব্যচিন্তয়ৎ ॥ বন : ৩৯ : ৭৭ ॥

দেবরাজ ইন্দ্র এই কথা বললে অর্জুন সেই শাপের কথা আর বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে গন্ধর্ব চিত্রসেনের সঙ্গে অতি সুখে স্বর্গলোকে আনন্দ ভোগ করতে লাগলেন।

'অর্জুন-উর্বশী সাক্ষাৎ' মহাভারতের এক অত্যন্ত দুর্লভ মুহূর্ত। এই সাক্ষাতের প্রত্যক্ষ ফল হল, অজ্ঞাতবাস বৎসরে অর্জুনের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা। বৃহন্নলারূপে বিরাট রাজ-অন্তঃপুরে রাজকুমারী উত্তরার নৃত্যগীত শিক্ষক হিসাবেই অর্জুন অতিবাহিত করেন। এই আত্মগোপনকাল তাঁর শেষ হয় কৌরববাহিনী বিরাটরাজের গোধন হরণ করতে এলে। তখন অজ্ঞাতবাস কাল পূর্ণ হয়েছে। অর্জুনের আত্মপ্রকাশের অসুবিধা ছিল না। কিন্তু বৃহন্নলারূপেই রাজকুমার উত্তরকে সারথি করে নিয়ে তিনি একাকী ভীষ্ম দ্রোণাদি সমস্ত কৌরবপক্ষকে পরাজিত করেন ও গোধন উদ্ধার করেন।

'অর্জুন-উর্বশী' সাক্ষাতের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্রস্নেহ। পুত্রগর্বে গর্বিত, স্নেহব্যাকুল দেবরাজ ইন্দ্র যেন স্বর্গের সমস্ত দৈব আচরণ সরিয়ে রেখে মর্ত্যভূমির পিতার মতো আচরণ করেছেন। মানবদেহে অর্জুনকে স্পর্শ করেছেন, তাঁর মস্তকাঘ্রাণ করেছেন, সর্বদেহে হাত বুলিয়ে দিয়েছেন। পুত্রকে নিজে অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছেন, আপন অর্ধাসনে বসিয়েছেন। বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রকে যেমন বন্ধু নির্বাচন করে দিয়েছেন, তেমনই তাঁর জীবনে নারীর প্রয়োজন স্বীকার করে উর্বশীকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন। সূর্যও কর্ণকে ভালবাসতেন। স্বপ্নে দর্শন দিয়ে তিনি কর্ণের বিপদ সম্ভাবনা জানিয়েছেন, ইন্দ্রের প্রার্থনা অস্বীকার করতে বলেছেন। কর্ণ পিতার আদেশ শোনেননি। কিন্তু সশরীরে কর্ণের কাছে উপস্থিত হননি সূর্যদেব।

এই পর্বেই দেখা যায় দেবরাজ ইন্দ্রের নির্দেশে দেবতারা অর্জুনকে প্রয়োগকৌশল সমেত

আপন আপন অস্ত্র দান করছেন। অর্জুন দিব্যাস্ত্র লাভ করছেন। শুধু একজন দেবতা অর্জুনকে কোনও অস্ত্র দান করেননি। তিনি সূর্যদেব। অথচ বনবাসকালে তিনি যুধিষ্ঠিরকে 'তাম্রস্থালী' দিয়েছেন। অজ্ঞাতবাস পর্বে দ্রৌপদীর অসম্মানে ক্রুদ্ধ হয়ে রাক্ষস প্রেরণ করেছেন কীচকের বক্ষে পদাঘাত করার জন্য। অর্জুনকে অস্ত্রদান বিষয়ে সূর্যদেব যেন অনেকটাই হোমারের মহাকাব্যের দেবতা।

'অর্জুন-উর্বশী' সাক্ষাতের সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য অর্জুনের ধর্মসংগত আচরণ। অর্জুন রমণীপ্রিয়। যাচিকা উলূপীকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেননি। রূপে আকৃষ্ট চিত্রাঙ্গদা-সুভদ্রার সঙ্গে তাঁর সঙ্গম ঘটেছিল। কিন্তু স্বয়মাগতা উর্বশীর ক্ষেত্রে তাঁর সংযম লক্ষণীয়। উর্বশী তাঁর বংশের আদি জননী। ধর্মপরায়ণ অর্জুনের পক্ষে তিনি চির অগম্যা, গুরুপত্নীগমনের দোষ ঘটবে তাঁর। তা ছাড়া পিতৃদেব যতই বন্ধুত্বের ব্যবহার করুন না কেন, পিতৃভবনে থেকেই নারী সহবাস অর্জুনের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। তা ছাড়া, অর্জুন যুধিষ্ঠিরের 'ভ্রাতাশ্চ শিষ্যশ্চ'। মর্ত্যভূমির সদাচার, শিষ্টতা, তিনি স্বর্গে এসেও বিস্মৃত হতে পারেন না। তাই অপ্সরাশ্রেষ্ঠা অর্জুনের কাছে প্রত্যাখ্যাতা হলেন।

৪০

পুত্রকামনায় অগস্ত্য-লোপামুদ্রা সম্মিলন

ইন্দ্র কর্তৃক সম্মানিত অর্জুনের সঙ্গে স্বর্গে ইন্দ্রভবনেই দেবর্ষি নারদের সাক্ষাৎ ঘটেছিল। ভ্রাতাদের বিরহে অর্জুনও কাতর হয়ে পড়েছিলেন। নারদের পশ্চাদাগত লোমশ মুনিকে অর্জুন অনুরোধ করলেন, লোমশ মুনি কর্তৃক রক্ষিত হয়ে তাঁর ভ্রাতারা তীর্থ-দর্শনে পুণ্য অর্জন করুন। লোমশ মুনি সম্মত হলেন।

লোমশ মুনির সঙ্গে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী অগস্ত্যাশ্রমে গিয়ে, দুর্জয় মণিমতীপুরীতে অবস্থান করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির সসম্ভ্রমে লোমশ মুনিকে প্রশ্ন করলেন, "মহর্ষি, অগস্ত্য কী কারণে এখানে বাতাপিকে বিনাশ করেছিলেন? মানুষহন্তা সেই দৈত্যের প্রভাবই বা কেমন ছিল? মহাত্মা অগস্ত্যেরই বা কী জন্য ক্রোধ জন্মেছিল?"

লোমশ বললেন, কৌরবনন্দন, পূর্বকালে এই মণিমতীপুরে 'ইল্বল' নামে এক দৈত্য বাস করত; বাতাপি ছিল তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। একদিন ইল্বল এক তপস্বী ব্রাহ্মণের নিকট একটি ইন্দ্রতুল্য পুত্র প্রার্থনা করল। কিন্তু তপস্বী ব্রাহ্মণ দৈত্য ইল্বলের ইন্দ্রতুল্য পুত্র-প্রার্থনা স্বীকার করলেন না। এতে ইল্বল সেই ব্রাহ্মণ এবং সমগ্র ব্রাহ্মণকুলের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল। সে ব্রাহ্মণদের হত্যা করার জন্য একটি বিচিত্র মায়াবী পথ গ্রহণ করল। সে ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করত যে, তিনি কোন মাংস ভক্ষণ করতে চান, ছাগমাংস অথবা মেষমাংস? ব্রাহ্মণ তাঁর ইচ্ছা জানালে ইল্বল ভ্রাতা বাতাপিকে কখনও ছাগ বা কখনও মেষে রূপান্তরিত করত। তারপর ব্রাহ্মণের সম্মুখেই সেই ছাগ অথবা মেষকে ছেদন করে, তার মাংস রন্ধন করে ব্রাহ্মণকে খেতে দিত।

ইল্বল যে-কোনও মৃত ব্যক্তিকে মন্ত্রপাঠপূর্বক আহ্বান করলে, সেই মৃত ব্যক্তি পুনরায় জীবিত হয়ে ইল্বলের সম্মুখে এসে দাঁড়াত। সুতরাং বাতাপি ছাগল বা মেষ হলে, ইল্বল তাকে ছেদন ও রন্ধন করে ব্রাহ্মণকে ভোজন করাত। তারপর সে বাতাপিকে আহ্বান করত। ব্রাহ্মণ তখন পরিতৃপ্ত। সেই অবস্থায় বাতাপি সেই ব্রাহ্মণের পার্শ্ব ভেদ করে ইল্বলের সম্মুখে উপস্থিত হত। এইভাবে দুষ্টবুদ্ধি ইল্বল ভোজন করিয়ে ব্রাহ্মণদের বধ করতে লাগল।

এই সময়ে ভগবান অগস্ত্যমুনি একটি গর্তের ভিতর আপন পিতৃপুরুষগণকে অধোমুখে ঝুলতে দেখলেন। তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা কী জন্য এই গর্তের মধ্যে ঝুলছেন?" তখন সেই বেদবাদী পিতৃগণ উত্তরে বললেন, "বংশলোপ হওয়ার সম্ভাবনায় আমরা ঝুলছি।" তারপর তাঁরা আবার অগস্ত্যকে বললেন, "আমরা তোমার নিজের

পূর্বপুরুষ। আমরা পুত্রার্থী হয়ে অধোমুখে এই গর্তে ঝুলন্ত আছি। অতএব পুত্র অগস্ত্য, যদি তুমি আমাদের উত্তম বংশধর উৎপাদন করতে পারো, তবে আমাদেরও এই নরক থেকে মুক্তি লাভ হয়, আর তুমিও উত্তম গতি লাভ করতে পারো।" তখন তেজস্বী ও সত্যধর্মপরায়ণ অগস্ত্য তাঁদের বললেন, "পিতৃগণ অবশ্যই আমি আপনাদের অভিলাষপূর্ণ করব, আপনাদের মনের দুঃখ আমি দূর করব।"

পিতৃগণকে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিলেও বহু অন্বেষণ করেও অগস্ত্য নিজের যোগ্য স্ত্রী কোথাও খুঁজে পেলেন না। তখন অগস্ত্য নিজেই নিজের যোগ্য স্ত্রী নির্মাণের সংকল্প গ্রহণ করলেন। মনে মনে প্রাণী জগতের যে যে প্রাণীর যে অঙ্গ সুন্দর, তাই গ্রহণ করে একটি সর্বোৎকৃষ্ট স্ত্রী নির্মাণ করলেন। অগস্ত্য সেই কন্যাটিকে পাত্রস্থ করার বিষয় চিন্তা করতে লাগলেন।

সেই সময়ে বিদর্ভদেশের রাজা সন্তানের জন্য তপস্যা করছিলেন। তাই মহাতপস্বী অগস্ত্য নিজের জন্য সংকল্পিত সেই স্ত্রীটি বিদর্ভরাজকে দান করলেন। সন্ধ্যাকালে বিদ্যুতের মতো সেই সুন্দরী ও সুলক্ষণমুখী এসে বিদর্ভ রাজমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করল এবং ধীরে ধীরে তার দেহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে লাগল। কন্যাটির জন্ম হলে তার মুখ দেখে বিদর্ভরাজ অত্যন্ত আনন্দবশত সেই সংবাদ ব্রাহ্মণ প্রভৃতিদের জানালেন। ব্রাহ্মণেরা সেই কন্যার মুখ দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হলেন এবং সেই কন্যাটির নাম রাখলেন, 'লোপামুদ্রা'। সুলক্ষণা কন্যাটি উত্তম রূপ ধারণ করে জলে পদ্মিনীর মতো এবং কাষ্ঠে অগ্নিশিখার মতো অতিদ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগল। ক্রমে সেই কন্যাটি যৌবনে পদার্পণ করল। বিদর্ভরাজ তার সেবাকর্মে একশত অলংকৃত কন্যা ও একশত দাসী নিযুক্ত করলেন। অলংকৃত কন্যা ও দাসীবৃন্দের মধ্যে সেই কন্যাটি আকাশে নক্ষত্রের মধ্যবর্তী রোহিণী নক্ষত্রের মতো শোভা পেতে লাগল। লোপামুদ্রা যৌবনে পদার্পণ করল। সে সুশীলা ও সদাচারসম্পন্না হলেও রাজার ভয়ে কোনও পুরুষই তাকে প্রার্থনা করতে সাহস পেত না। অপ্সরার থেকেও অধিক সুন্দরী এবং সত্যপরায়ণা সেই কন্যাটি স্বভাবগুণে পিতা ও আত্মীয়গণকে সন্তুষ্ট করতে থাকল। বিদর্ভরাজ, গুণবতী ও রূপবতী কন্যা লোপামুদ্রার যোগ্য পাত্রের কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

এদিকে অগস্ত্য যখন দেখলেন লোপামুদ্রা গৃহস্থধর্মাচরণে যোগ্য হয়ে উঠছেন, তখন বিদর্ভরাজের কাছে গিয়ে বললেন, "রাজা পুত্র জন্মদানের জন্য বর্তমানে আমার বিবাহের ইচ্ছা হয়েছে, অতএব পৃথিবীপতি, আপনার কাছে আমি প্রার্থনা করছি, আপনি লোপামুদ্রাকে আমার হাতে প্রদান করুন।" অগস্ত্যের প্রস্তাব শুনে বিদর্ভরাজ হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তিনি অগস্ত্যের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যানও করতে পারলেন না আবার কন্যাদান করতেও ইচ্ছা করলেন না। তখন রাজা রানির কাছে গিয়ে বললেন, "এই মহর্ষি অত্যন্ত তপঃ প্রভাবসম্পন্ন; সুতরাং শাপ দিয়ে আমার রাজ্য পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারেন। এখন রানি, তুমি কী বলো? এ বিষয়ে আমার কী করা উচিত?" কিন্তু রানি রাজার কথা শুনে কোনও কথাই বললেন না। পিতামাতাকে দুঃখিত ও চিন্তার্ত দেখে লোপামুদ্রা এসে পিতাকে বললেন, "পিতা আপনি আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আমাকে অগস্ত্যের হাতে সমর্পণ করে নিজেকে ও রাজ্যকে রক্ষা করুন।" পরিণত, যৌবনবতী ও বয়স্থা

কন্যার কথা শুনে বিদর্ভরাজ যথাবিধানে অগস্ত্যের হস্তে লোপামুদ্রাকে সমর্পণ করলেন।

অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে ভার্যা লাভ করে বললেন, "তুমি এই সকল মহামূল্য বস্ত্র ও অলংকার পরিত্যাগ করো।" স্বামীর আদেশ শুনে রম্ভোরু ও আয়তনয়না লোপামুদ্রা সুদৃশ্য, মহামূল্য ও সূক্ষ্ম বস্ত্রসকল ত্যাগ করে ভর্তার সমান ব্রতচারিণী হলেন। তখন ভগবান অগস্ত্য গঙ্গাদ্বারে এসে অনুকূলা পত্নীর সঙ্গে মিলিত হয়ে ভয়ংকর তপস্যা আরম্ভ করলেন। লোপামুদ্রা সন্তুষ্ট চিত্তে অত্যন্ত আদরের সঙ্গে স্বামীর পরিচর্যা করতেন; প্রভাবশালী অগস্ত্যও ভার্যার প্রতি অত্যন্ত ভালবাসা জানাতেন। অনেকদিন কেটে গেল। একদিন অগস্ত্য তপস্যাপ্রভাবে উজ্জ্বলাঙ্গী লোপামুদ্রাকে ঋতুস্নাতা দর্শন করলেন। লোপামুদ্রার পরিচর্যা, পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়দমন, লাবণ্য ও সৌন্দর্যের গুণে প্রীত হয়ে অগস্ত্য তাঁকে মৈথুনের জন্য আহ্বান করলেন। অনুরাগিণী লোপামুদ্রা সলজ্জ কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রণয়ের সঙ্গে অগস্ত্যকে বললেন, "ঋষি নিশ্চয়ই আপনি পুত্রের জন্যই আমাকে ভার্যারূপে গ্রহণ করেছেন। অতএব যাতে আমার সঙ্গে মিলনে প্রীতি জাগে, আপনি তা করুন। পিতৃগৃহে অট্টালিকার ভিতরে আমার যেমন শয্যা ছিল, তেমন শয্যাতেই আপনি আমার সঙ্গে সঙ্গম করুন। আর মাল্যধারণপূর্বক নানাবিধ অলংকারে আপনিও সজ্জিত হোন, আমিও দিব্য অলংকারে অলংকৃত হই, তারপরই আমি অভিলাষ অনুযায়ী আপনার সঙ্গে মিলিত হতে ইচ্ছা করি। না হলে, এই গৈরিক কৌপীন ধারণ করে আমি আপনার কাছে যাব না। কারণ, ব্রহ্মর্ষির এই পরিচ্ছেদকে কোনও প্রকারেই অপবিত্র করা উচিত নয়।"

অগস্ত্য বললেন, "কল্যাণী! সুমধ্যমে! লোপামুদ্রে! তোমার পিতার যেমন ধন আছে, তেমন ধন তো তোমার নেই, আমারও নেই।" লোপামুদ্রা বললেন, "তপোধন, এই জীবলোকে যত ধন আছে, তপোবলে ক্ষণকাল মধ্যেই আপনি সমস্তই নিয়ে আসতে পারেন।" অগস্ত্য বললেন, "তুমি যা বললে, তা সত্য। কিন্তু তা হলে আমার তপস্যার ক্ষয় হবে। যাতে আমার তপস্যার ক্ষতি না হয়, এমন কোনও পথ আমাকে বলো।" লোপামুদ্রা বললেন, "তপোধন, আমার এই ঋতুকাল অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে। অথচ আমি অন্য কোনও প্রকারেই আপনার সঙ্গে মিলিত হতে চাই না। আবার, আমি আপনার ধর্মলোপও ইচ্ছা করি না। অথচ আমার অভীষ্ট আপনাকেই সম্পাদন করতে হবে।"

অগস্ত্য বললেন, "সুন্দরী তোমার বুদ্ধি যদি এই কামনাতেই স্থির হয়ে থাকে, তবে আমি ধন সংগ্রহ করতে চললাম, তুমি এইখানে থেকেই অভীষ্ট গৃহকার্য করতে থাকো।" তারপর অগস্ত্য ধন প্রার্থনার জন্য শ্রুতর্বা রাজার কাছে গেলেন, যাঁকে তিনি অন্য রাজার থেকে ধনী বলে জানতেন। অগস্ত্য তাঁর রাজ্যসীমান্তে এসেছেন জেনে শ্রুতর্বা রাজা আপন মন্ত্রীদের নিয়ে বিশেষ আদর করে অগস্ত্যকে নিয়ে এলেন। যথানিয়মে অর্ঘ্যপ্রদান করে, কৃতাঞ্জলি এবং অবনত হয়ে রাজা অগস্ত্যের আগমনের কারণ জানতে চাইলেন। অগস্ত্য জানালেন যে, অন্যকে কষ্ট না দিয়ে, তিনি ধন প্রার্থনা করতে এসেছেন। রাজা তাঁকে বললেন, তাঁর আয় ও ব্যয় সমান। তবে অগস্ত্য যদি মনে করেন যে, রাজার আয় ব্যয় অপেক্ষা অধিক, তবে তিনি ইচ্ছামতো ধন গ্রহণ করতে পারেন। সর্বত্র সমজ্ঞানী অগস্ত্য দেখলেন যে, রাজার আয় ও ব্যয় সমান, সুতরাং সেখান থেকে ধন নিলে অন্যদের কষ্ট হবে। তাই তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন।

সেখান থেকে অগস্ত্যমুনি শ্রুতর্বা রাজাকে সঙ্গে নিয়ে ব্রধ্নশ্বরাজার কাছে উপস্থিত হলেন। রাজা ব্রধ্নশ্ব রাজ্যসীমান্তে অগস্ত্য ও শ্রুতর্বাকে সমাদরে অর্ঘ্য দিলেন এবং তাঁদের অনুমতি নিয়ে, আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। অগস্ত্য তাঁকে বললেন তিনি ধনার্থী হয়ে রাজা ব্রধ্নশ্বর কাছে এসেছেন। ব্রধ্নশ্ব উত্তর দিলেন, তাঁর আয় ও ব্যয় সমান। সুতরাং অগস্ত্য বিচার করে যদি উদ্বৃত্ত দেখেন তবে তা গ্রহণ করতে পারেন। সর্বত্র সমজ্ঞানী অগস্ত্য তাঁর আয়-ব্যয় সমান দেখে, অন্যদের কষ্ট হবে বলে ব্রধ্নশ্ব রাজার অর্থ গ্রহণ করলেন না।

তখন অগস্ত্যমুনি এবং শ্রুতর্বা ও ব্রধ্নশ্ব রাজা পুরুকুৎসবংশীয় মহাধনী রাজা ত্রসদস্যুর কাছে উপস্থিত হলেন। মহামনা ত্রসদস্যু রাজাও আপন রাজ্যসীমান্তে গিয়ে যথাবিধানে তাঁদের গ্রহণ করলেন। যথানিয়মে তাঁদের পূজা করে ত্রসদস্যু আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। অগস্ত্য তাঁকেও বললেন, "রাজা আপনি অবগত হন যে, আমরা এখানে ধনপ্রার্থী হয়ে এসেছি; অতএব অন্যের কষ্ট না হয়, এমনভাবে শক্তি অনুসারে আমাদের ধন দান করুন।" ত্রসদস্যু তাঁদের জানালেন যে, তাঁর আয়-ব্যয় সমান; এ জেনেও যা উদ্বৃত্ত দেখেন, তা অনায়াসে নিতে পারেন অগস্ত্যমুনি। সর্বত্র সমজ্ঞানী অগস্ত্য দেখলেন রাজার আয়-ব্যয় সমান। সুতরাং তিনি সেখান থেকেও ধন গ্রহণ করতে চাইলেন না। তখন সেই রাজারা সকলে মিলে পর্যালোচনা করে মহর্ষি অগস্ত্যমুনিকে জানালেন, "মহর্ষি, ইল্বলদানবই জগতের মধ্যে সবথেকে ধনী; অতএব আজ আমরা সকলে তাঁর কাছে গিয়ে ধন প্রার্থনা করি।" তাঁরা সকলে ইল্বলের কাছে গেলেন।

রাজারা মহর্ষি অগস্ত্যমুনির সঙ্গে আপন রাজ্যসীমান্তে উপস্থিত হয়েছেন জেনে, ইল্বল মন্ত্রিবর্গের সঙ্গে উপস্থিত হয়ে তাঁদের সম্মান জানাল। তারপর তখনই ইল্বল ভ্রাতা বাতাপিকে মেষরূপে রূপান্তরিত করে ছেদন করল ও তার মাংস রন্ধন করে মাননীয় অতিথিবর্গের সৎকার করতে প্রবৃত্ত হল। আপন ভ্রাতাকে মেষরূপে ছেদন ও রন্ধন করায় উপস্থিত রাজারা সকলেই বিষণ্ণ এবং কিংকর্তব্য নির্ধারণে অসমর্থ হয়ে পড়লেন। তখন মহর্ষি অগস্ত্য সেই বিষণ্ণ রাজাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন যে, তিনি সেই মহাসুর বাতাপিকে ভক্ষণ করবেন। মহর্ষি অগস্ত্য গিয়ে প্রধান আসনে উপবিষ্ট হলেন। ইল্বল যেন আনন্দের সঙ্গে অগস্ত্যকে মাংস পরিবেশন করতে আরম্ভ করল। অগস্ত্য বাতাপির সমস্ত মাংস একাই ভক্ষণ করলেন। তাঁর ভোজন শেষ হলে ইল্বল পূর্বের মতোই বাতাপিকে আহ্বান করল। তখন মহামেঘগর্জনের মতো একটি বায়ু মহাশব্দে মহাত্মা অগস্ত্যের অধোদেশ দিয়ে বার হয়ে গেল। "বাতাপি নির্গত হও" এই বলে ইল্বল বারবার ডাকল। তখন মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য হাস্য করে তাকে বললেন, "বাতাপি কী করে নির্গত হবে; আমি তাকে জীর্ণ করে ফেলেছি।" বাতাপি জীর্ণ হয়ে গেছে শুনে ইল্বল অতিশয় বিষণ্ণ হল।

তখন ইল্বল তার মন্ত্রিগণের সঙ্গে কৃতাঞ্জলি হয়ে অগস্ত্যকে বলল, "আপনারা কী জন্য এসেছেন বলুন, আমি আপনাদের জন্য কী করব।" তখন অগস্ত্য উচ্চহাস্য করে বললেন, "অসুর, আমরা সকলেই জানি যে, তুমি মহাধনী এবং দান করতে সমর্থ। এই রাজারা অধিক ধনী নন, অথচ আমার গুরুতর ধন প্রয়োজন; অতএব অন্যের কষ্টসৃষ্টি না করে, এমনভাবে শক্তি অনুসারে আমাকে ধনদান করো।"

তখন ইল্বল অগস্ত্যকে অভিবাদন করে বলল, "আমি যা দিতে ইচ্ছা করেছি, তা যদি আপনি বলতে পারেন, তবেই আপনাকে ধন দান করব।" অগস্ত্য বললেন, "অসুর, তুমি এই রাজাদের এক এক জনকে দশ হাজার করে গোরু এবং দশ হাজার করে মোহর দিতে ইচ্ছা করেছ। আমাকে তুমি এদের দ্বিগুণ গোরু এবং দ্বিগুণ ধন, একটি স্বর্ণময় রথ ও মনের মতো বেগবান দুটি অশ্ব প্রদান করতে ইচ্ছা করেছ। তুমি এখনই পরীক্ষা করে দেখো, এই রথখানি স্বর্ণময়।" ইল্বল পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়ামাত্র সেই রথখানি স্বর্ণময় হয়ে গেল। তখন ইল্বল অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে ইচ্ছের থেকেও অনেক বেশি ধন দান করল এবং 'বিরাব' ও 'সুরাব' নামের দু'টি অশ্ব সেই রথে সংযুক্ত করল। তখন সেই অশ্ব দুটি অগস্ত্যের সঙ্গে সমস্ত রাজা ও সেই ধনগুলি নিয়ে নিমেষের মধ্যেই যেন অগস্ত্যের আশ্রমে বহন করে নিয়ে গেল। অগস্ত্যের অনুমতিক্রমে রাজারা চলে গেলেন।

লোপামুদ্রা বললেন, "ভগবন্! আপনি আমার অভীষ্ট সমস্তই সম্পাদন করেছেন, এখন আমার গর্ভে একটি বিশেষ শক্তিশালী সন্তান উৎপাদন করুন।" অগস্ত্য বললেন—

> তুষ্টোহমস্মি কল্যাণি! তব বৃত্তেন শোভনে!
> বিচারাণামপত্যে তু তব রক্ষ্যামি তাং শৃণু ॥
> সহস্রং তেহস্তু পুত্রাণাং শতং বা দশসম্মিতম্।
> দশ বা শততুল্যাঃ স্যুরেকো বাপি সহস্রজিৎ ॥ বন : ৮৩ : ২১-২২ ॥

"কল্যাণী! শোভনে! তোমার চরিত্রে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। এখন তোমার সন্তানের বিষয়ে একটি বিবেচনার কথা বলব, তা শ্রবণ করো। তোমার এক হাজার পুত্র হবে, না—দশটি উৎকৃষ্ট পুত্রের তুল্য একশত পুত্র হবে, কিংবা শতপুত্রের তুল্য দশটি পুত্র হবে অথবা সহস্র পুত্রবিজয়ী একটি পুত্র হবে?"

লোপামুদ্রা বললেন, "তপোধন, সহস্র পুত্রের তুল্য একটি মাত্র পুত্রই আমার হোক। কারণ, বহু মূর্খ পুত্র অপেক্ষা একটিমাত্র বিদ্বান পুত্রও শ্রেষ্ঠ।" "তাই হোক" এই বলে অগস্ত্য মুনি বিশ্বাসশীলা ও সৎস্বভাবা লোপামুদ্রার সঙ্গে যথাসময়ে যথোচিতভাবে সঙ্গম করলেন। অগস্ত্য লোপামুদ্রার গর্ভাধান করে বনে চলে গেলেন। সাত বৎসর পর্যন্ত সেই গর্ভটি বিস্তৃত হতে লাগল এবং সাত বৎসর পরে গর্ভ-নির্গত হয়ে আপন তেজে যেন জ্বলতে লাগল। পরে তার নাম হয়েছিল দৃঢ়স্যু এবং সে মহাকবি হয়েছিল। সেই পুত্র ব্যাকরণসমেত অঙ্গশাস্ত্র জানত, বেদ ও উপনিষদ পারদর্শী হয়েছিল। সে মহাতপা, তেজস্বী ও প্রধান ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিচিত ছিল। বালক বয়স থেকে সে পিতার জন্য বন থেকে কাষ্ঠ সংগ্রহ করে গৃহে নিয়ে আসত। এই কারণে তার আর এক নাম হয়েছিল ইধ্নবাহ। এইভাবে মহর্ষি অগস্ত্য উত্তম, গুণবান সন্তান উৎপাদন করে পিতৃপুরুষকে উদ্ধার করেছিলেন। পিতৃপুরুষেরা অভীষ্ট স্বর্গ লাভ করেছিলেন। তাই অগস্ত্যাশ্রম সমগ্র জগতে বিখ্যাত স্থান।

অর্জুনের বিরহে পাণ্ডবভ্রাতারা যখন কাতর তখন লোমশ মুনি যুধিষ্ঠিরাদিকে বহু তীর্থক্ষেত্রে নিয়ে গিয়েছিলেন। অগস্ত্যাশ্রম তার মধ্যে প্রধান একটি। এইভাবে বনবাসের দিন কাটছিল। সঙ্গে সঙ্গে মহর্ষি দেবর্ষি রাজর্ষিদের জীবনকাহিনিও পাণ্ডবভ্রাতাদের কাছে উন্মোচিত হচ্ছিল। প্রাচীনকালে পুত্রজন্ম দান অত্যন্ত পবিত্র বিষয় বলে বিবেচিত হত। মুনি-ঋষিরাও অতি সন্তুষ্ট চিত্তে এ কর্তব্য পালন করতেন। লোমশ মুনি পাণ্ডবদের এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন।

৪১

ক্ষত্রিয়ের কাছে পরশুরামের প্রথম পরাজয়

ব্যাসদেব প্রদত্ত 'প্রতিস্মৃতি' মন্ত্র যুধিষ্ঠির অর্জুনকে শিক্ষা দিয়ে তপস্যা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই মন্ত্র তপস্যা করে অর্জুন দেবাদিদেব মহাদেবের সাক্ষাৎ লাভ করেন ও মহাদেবের আশীর্বাদসহ পাশুপত অস্ত্র লাভ করেন। এরপর দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে সকল দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ সমেত শিক্ষা দিলেন। স্বর্গে লোমশ মুনির সঙ্গে অর্জুনের সাক্ষাৎ হয়। অর্জুন লোমশ মুনিকে অনুরোধ করেন, বিরহকাতর তাঁর ভ্রাতাদের তীর্থ পর্যটনে নিয়ে যেতে। লোমশ মুনি সম্মত হন। অগস্ত্যাশ্রম দেখার পর লোমশ মুনি যুধিষ্ঠির ও অন্য পাণ্ডব ভ্রাতাদের ভৃগুতীর্থে নিয়ে যান।

যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে লোমশ মুনি জানান যে এই ভৃগুতীর্থ ত্রিভুবনবিখ্যাত ও মহর্ষিগণ সেবিত। জমদগ্নি মুনির পুত্র পরশুরাম এই তীর্থজলে স্নান করে দশরথপুত্র শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক হরণ করে নেওয়া তেজ পুনরায় লাভ করেছিলেন। লোমশ মুনি যুধিষ্ঠিরকে জানালেন রামচন্দ্রের সঙ্গে শত্রুতাকারী পরশুরাম যেমন ভৃগুতীর্থে স্নান করার পর আপন তেজ ফিরে পেয়েছিলেন, যুধিষ্ঠিরও তেমনই ভ্রাতৃগণ ও ভার্যার সঙ্গে এই ভৃগুতীর্থে স্নান করে আপন হৃত রাজ্য ও তেজ পুনরায় লাভ করবেন। মুনির উপদেশ অনুযায়ী যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও ভার্যার সঙ্গে সেই ভৃগুতীর্থে স্নান করে দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করলেন। সেই তীর্থে স্নান করার পর যুধিষ্ঠিরের রূপ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হল এবং তিনি শত্রুগণের অজেয় হলেন। তারপর যুধিষ্ঠির লোমশ মুনিকে প্রশ্ন করলেন, "হে প্রভাবসম্পন্ন মহর্ষি! রামচন্দ্র কেন পরশুরামের তেজ অপহরণ করেছিলেন? কীভাবেই বা পরশুরাম আবার সেই তেজ ফিরে পেলেন? আপনি অনুগ্রহ করে বিশদভাবে তা বলুন।"

লোমশ উবাচ।
শৃণু রামস্য রাজেন্দ্র। ভার্গবস্য চ ধীমতঃ।
জাতো দশরথস্যাসীৎ পুত্রো রামো মহাত্মনঃ ॥ বন : ৮৪ : ৭ ॥

"রাজশ্রেষ্ঠ! দশরথনন্দন রাম ও ভৃগুবংশীয় ধীমান পরশুরামের বৃত্তান্ত শ্রবণ করো।" বিষ্ণু রাবণবধের নিমিত্ত আপন শরীরে মহাত্মা দশরথের পুত্র রাম হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। লোমশ মুনি আরও বললেন যে, তিনি রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় দেখেছিলেন।

কোনও একদিন রেণুকাগর্ভজাত ভৃগুবংশীয় ঋচীকনন্দন পরশুরাম, রামচন্দ্রের অসাধারণ

বলবীর্যের সংবাদে কৌতূহলী হয়ে যে ধনুকের দ্বারা তিনি একুশবার পৃথিবী ক্ষত্রিয়হীন করেছিলেন, সেই ধনুক নিয়ে অযোধ্যায় গমন করলেন। তিনি নিজ রাজ্যসীমান্তে উপস্থিত হয়েছেন শুনে রাজা দশরথ আপন বীরশ্রেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রকে সেই পরশুরামের অভ্যর্থনার জন্য পাঠালেন। তখন পরশুরাম রামচন্দ্রকে আগত ও উদ্যতাস্ত্র দেখে যেন হাসতে হাসতেই তাঁকে বললেন, "প্রভাবসম্পন্ন রাজশ্রেষ্ঠ! যদি তোমার ক্ষমতা থাকে, তবে আমার এই ক্ষত্রিয়নাশকারী ধনুতে যত্নপূর্বক গুণ আরোপ করো।" পরশুরামের কথা শুনে রামচন্দ্র বললেন, "ভগবন্! আপনি আমাকে নিন্দা করতে পারেন না। কারণ দ্বিজাতীয়দের মধ্যে ক্ষত্রিয়ধর্মে আমিও অধম নই। বিশেষত ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের বাহুবলে ও বীর্যবত্তায় খ্যাতি-গৌরব চিরকালের।"

রামচন্দ্রের এই কথায় পরশুরাম বললেন, "রঘুনন্দন ছলনা কিংবা বাগবিস্তারে প্রয়োজন নেই, আমার ধনুখানি বিস্তৃত করে জ্যা আরোপ করো দেখি।" পরশুরামের এই কথায় রামচন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি পরশুরামের হাত থেকে তাঁর ধনুখানি গ্রহণ করলেন। লীলা কৌতুকের সঙ্গেই যেন সেই ধনুতে গুণ পরালেন এবং মন্দহাস্য করতে করতে সেই ধনুতে টংকারধ্বনি করলেন। বজ্রের ন্যায় সেই টংকারধ্বনিতে জগতের সমস্ত প্রাণীই অত্যন্ত ভীত হল। তারপর রামচন্দ্র তখনই পরশুরামকে বললেন, "ব্রাহ্মণ, ধনুতে এই গুণ আরোপণ করলাম, আপনার আর কোন ইচ্ছা পূরণ করব বলুন।" পরশুরাম একটি অলৌকিক বাণ রামচন্দ্রকে দিয়ে বললেন, "এই বাণটিকে কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করো দেখি।" পরশুরামের কথা শুনে রামচন্দ্র ক্রোধে জ্বলে উঠে বললেন, "ভৃগুনন্দন! আপনার উক্তি শুনলাম এবং আপনাকে ক্ষমাও করলাম। আপনি যথার্থই দর্পে পরিপূর্ণ হয়ে আপনার সীমা লঙ্ঘন করেছেন। ব্রহ্মার অনুগ্রহে আপনি ক্ষত্রিয়দের অধিক তেজ লাভ করেছেন এবং সেই অনুগ্রহের জন্য আমাকেও নিন্দা করছেন। পশ্য মাং স্বেন রূপেণ চক্ষুস্তে বিতরাম্যহম্।— আমি আপনাকে দিব্য চক্ষু দিচ্ছি, আপনি আমার স্বরূপ দর্শন করুন।" তখন পরশুরাম দেখলেন, রামচন্দ্রের শরীরে—আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্‌গণ, অগ্নি, পিতৃগণ, নক্ষত্রগণ, গ্রহগণ, গন্ধর্বগণ, রাক্ষসগণ, যক্ষগণ, তীর্থসমূহ, জীবন্মুক্ত সনাতন বালখিল্য ঋষিগণ, দেবর্ষিগণ, সকল সমুদ্র, সকল পর্বত, উপনিষদ, বষট্‌কার ও যজ্ঞের সঙ্গে সকল বেদ, চৈতন্যাশালী সামগান, ধনুর্বেদ, মেঘসমূহ বৃষ্টি এবং বিদ্যুৎ রয়েছে।

তারপর সেই ভগবানরূপী রামচন্দ্র, যিনি স্বয়ং বিষ্ণু, শুষ্ক বজ্রের তুল্য বেগবান ও উল্কাসমূহের মতো তেজস্বী সেই বাণ নিক্ষেপ করলেন। রামনিক্ষিপ্ত সেই উজ্জ্বল বাণটি গুরুতর ধূলিবর্ষণ ও মেঘবারিবর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করে, ভূমিকম্প ও ক্রমাগত ঝঞ্ঝা সৃষ্টি করে, বিশাল গর্জন করে পরশুরামকে বিহ্বল করে, তেজ দ্বারা কেবল তাঁরই চৈতন্যহরণ করে নিয়ে চলে গেল। পরশুরাম দীর্ঘকাল বিহ্বল থাকার পর আবার চৈতন্য ফিরে পেলেন। প্রাণ ফিরে পেয়ে তিনি বিষ্ণুরূপী রামচন্দ্রকে প্রণাম করলেন। তিনি রামচন্দ্রের অনুমতিক্রমে পুনরায় মহেন্দ্রপর্বতে চলে গেলেন এবং সেখানে ভীত, লজ্জিত ও মহাতপস্যায় প্রবৃত্ত হয়ে বাস করতে লাগলেন।

তারপর এক বৎসরকাল অতীত হলে, পিতৃপুরুষেরা এসে পরশুরামকে তেজোহীন,

গর্বশূন্য ও দুঃখিত দেখে তাঁকে দেখলেন, "পুত্র বিষ্ণুর কাছে তোমার এই বিকার উচিত হয়নি। কারণ, তিনি ত্রিভুবনের মধ্যে সর্বদা পূজনীয় ও মাননীয়। পুত্র তুমি পবিত্র বধূসর নাম্নী নদীতে যাও। সেই তীর্থে স্নান করে তুমি পুনরায় তেজ লাভ করতে পারবে। রাম! সেই তীর্থটির নাম 'দীপ্তোদ'। সত্যযুগে তোমার প্রপিতামহ ভৃগু সেখানে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন।"

পরশুরাম পিতৃলোকের বাক্যানুসারে সেইভাবে স্নান করেছিলেন এবং পুনরায় এই তীর্থক্ষেত্রেই তেজলাভ করেছিলেন। সেই থেকে এই তীর্থটির নাম 'ভৃগুতীর্থ'।

যুধিষ্ঠির ও পাণ্ডবভ্রাতাগণ, দ্রৌপদীর সঙ্গে সেই তীর্থে স্নান করে অধিক উজ্জ্বলতা লাভ করলেন।

পরশুরাম। এই নামটির সঙ্গে মহাভারতের পাঠকের বারবার পরিচিতি ঘটে। পরশুরাম একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। ভীষ্ম পরশুরামের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু অষ্টবসুর অংশজাত এই ক্ষত্রিয়টিকে পরশুরাম যুদ্ধে পরাজিত করতে পারেননি। রাজা শাল্ব কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা অম্বাকে গ্রহণ করতে পরশুরাম শিষ্য ভীষ্মকে আদেশ করেছিলেন। চিরকৌমার্য ব্রতধারী ভীষ্ম সে আদেশ পালন করতে অসমর্থ হলে পরশুরাম ভীষ্মকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। তেইশ দিন একটানা যুদ্ধে পরশুরাম ভীষ্মকে পরাস্ত করতে পারেননি। বরং তাঁরই পরাজয় ঘটেছিল। মাতা গঙ্গা, বসুগণ ও নারদের মধ্যস্থতায় সে যুদ্ধের নিবৃত্তি ঘটেছিল। দ্রোণাচার্য পরশুরামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে পারেননি, কিন্তু দান হিসাবে তিনি পরশুরামের অস্ত্রসমূহ লাভ করেছিলেন। অসত্য পরিচয় দিয়ে কর্ণ পরশুরামের শিষ্যত্ব লাভ করেছিলেন—পরশুরামও যত্নের সঙ্গে তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে কর্ণের পরিচয় মিথ্যা প্রমাণিত হলে পরশুরামের অভিশাপে জীবনের শেষ যুদ্ধে কর্ণ সব অস্ত্র বিস্মৃত হন। পরশুরাম মহাভারতের এক অতি দীপ্তিমান চরিত্র। তাঁকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে মহাভারতের অনেকগুলি দুর্লভ মুহূর্ত। রামরূপী বিষ্ণুর কাছে পরশুরামের পরাজয় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়ের কাছে তাঁর পরাজয়ের দুর্লভ ঘটনা।

৪২

বৃত্রসংহার

সত্যযুগে দারুণ যুদ্ধদুর্ধর্ষ "কালকেয়" নামে এক বিখ্যাত দানব সম্প্রদায় ছিল। এদের নেতা ছিল বৃত্রাসুর। ব্রহ্মার বরে বৃত্রাসুর স্বর্গ মর্ত্য পাতালে অজেয় ছিল। ত্রিস্বর্গে স্থিত কোনও অস্ত্রের দ্বারা তার মৃত্যু না ঘটার আশীর্বাদ সে সুকঠিন তপস্যার দ্বারা লাভ করেছিল। কালকেয় দানবেরা বৃত্রাসুরকে সম্মুখে রেখে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের দিকে সকল দিক দিয়ে ধাবিত হতে লাগল।

দেবতারা স্থির করলেন সর্বাগ্রে বৃত্রাসুরকে বধ করা প্রয়োজন। তা হলেই দানবেরা হীনবল হয়ে পড়বে। তাই উপায় নির্ধারণের জন্য তাঁরা দেবরাজ ইন্দ্রকে সম্মুখবর্তী করে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হলেন। ব্রহ্মার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁরা কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়ালেন। তখন ব্রহ্মা বললেন, "দেবগণ! তোমরা যে কার্যসাধনের জন্য আমার কাছে এসেছ, তাও আমি অবগত আছি। যে উপায়ে তোমরা বৃত্রাসুরকে বধ করতে পারবে, সে উপায় আমি তোমাদের বলব।

"'দধীচ' নামে এক উদারচেতা মহর্ষি আছেন। তোমরা সকলে গিয়ে সম্মিলিতভাবে তাঁর কাছে বর প্রার্থনা করো। তিনি ধর্মাত্মা, সুতরাং তিনি সন্তুষ্ট চিত্তেই তোমাদের বর দেবেন। তোমরা জয়াভিলাষীরা সম্মিলিতভাবে তাঁকে বলবে, 'ত্রিভুবনের মঙ্গলের জন্য আপনার অস্থিগুলি দান করুন।' তিনি দেহত্যাগ করে নিজের অস্থিগুলি দান করবেন; তাঁর অস্থি দ্বারা অতি ভয়ংকর, দৃঢ়, বৃহৎ, শত্রুঘাতী, ষট্‌কোণ ও ভীমনাদী একটা বজ্র নির্মাণ করবে। সেই বজ্রদ্বারাই ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করবেন। দেবগণ তোমাদের কাছে সমস্তই বললাম। তোমরা সত্বর এই কার্য করো।" ব্রহ্মা এই কথা বললে, দেবতারা ব্রহ্মার অনুমতি নিয়ে নারায়ণকে অগ্রবর্তী করে সরস্বতী নদীর অপর পারে বৃক্ষলতায় পূর্ণ দধীচমুনির আশ্রমে গেলেন।

সে আশ্রমে সামগানকারী ব্রাহ্মণগণের মতো ভ্রমরগণ গান গাইছিল। পুরুষজাতীয় কোকিলগণ ও চকোর পক্ষীগণ রব করছিল, ব্যাঘ্রভয়বিহীন মহিষগণ, শূকরগণ, চমরী হরিণগণ সেই স্থানে একত্রে বিচরণ করছিল। মদস্রাবী হস্তীগণ হস্তিনীগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে, সরোবরে অবগাহন করে খেলা করতে করতে সকলদিকে শব্দ করছিল; বিচরণকারী সিংহ ও ব্যাঘ্রগণ এবং গুহা ও গর্তশায়ী নিভৃত সিংহগণ ও ব্যাঘ্রগণ গুরুতর গর্জন করছিল; সেই স্থানে নবতৃণ শোভা পাচ্ছিল এবং স্বর্গের তুল্য সৌন্দর্য প্রকাশ পাচ্ছিল; দেবতারা সেই দধীচমুনির আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

তাঁরা সেই আশ্রমে ব্রহ্মার ন্যায় দেহকান্তিতে দেদীপ্যমান এবং সূর্যের তুল্য তেজস্বী দধীচ মুনিকে দর্শন করলেন। তখন দেবতারা সকলেই দধীচমুনির চরণযুগলে নমস্কার করে কৃতাঞ্জলিপুটে—ব্রহ্মা যেমন বলে দিয়েছিলেন, তেমনই বর প্রার্থনা করলেন। দেবতাদের প্রার্থনা শুনে দধীচ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং দেবশ্রেষ্ঠগণকে বললেন, "দেবগণ! যাতে আপনাদের মঙ্গল হবে, আমি আজই তা করব, আমি আজ নিজের দেহত্যাগ করছি।"

মনুষ্যশ্রেষ্ঠ স্বাধীন দধীচমুনি এই কথা বলে যোগবলে তৎক্ষণাৎ নিজে প্রাণ পরিত্যাগ করলেন। তারপর দেবতারা ব্রহ্মার উপদেশ অনুসারে মৃত দধীচমুনির অস্থিগুলি গ্রহণ করলেন। দেবতারা তখন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে জয়লাভের জন্য বিশ্বকর্মার কাছে এসে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বললেন। বিশ্বকর্মা, দেবতাদের কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত ও মনোযোগী হয়ে, যত্নপূর্বক অতিভয়ংকরাকৃতি বজ্র নির্মাণ করলেন এবং সেই বজ্র দেবরাজ ইন্দ্রের হাতে দিয়ে বললেন, "দেব! আপনি এখন এই উত্তম বজ্রদ্বারা ভয়ংকর বৃত্রাসুরকে ভস্ম করুন। শত্রু সংহার করে স্বর্গে থেকে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সমস্ত স্বর্গরাজ্য শাসন করুন।" বিশ্বকর্মা সেই কথা বললে, দেবরাজ আনন্দিত ও অত্যন্ত সাবধান হয়ে সেই বজ্র গ্রহণ করলেন।

তারপর ইন্দ্র বজ্র ধারণ করে, বলসম্পন্ন দেবগণ কর্তৃক সকলদিকে রক্ষিত হয়ে স্বস্থান থেকে যাত্রা করে বৃত্রাসুরকে দেখতে পেলেন।

বৃত্রাসুর তখন আপন সৈন্যদের নিয়ে স্বর্গ-মর্ত্য ব্যাপ্ত করে অবস্থান করছিল, শৃঙ্গশীর্ষ পর্বতের মতো উদ্যতাস্ত্র বিশাল দেহ কালকেয় অসুরগণ সকল দিক থেকে তাকে রক্ষা করছিল। তারপর কিছুকাল দানব ও দেবতাদের মধ্যে মহাযুদ্ধ ঘটল। বীরগণ হস্তদ্বারা তরবারি সকল উত্তোলন করে বিপক্ষগণের শরীরে আঘাত করবার উপক্রম করতেই বিপক্ষীয়রা প্রত্যাঘাত করল; তৎক্ষণাৎ সে তরবারিগুলি ভগ্ন হতে থাকায় অতি তুমুল শব্দ হতে লাগল।

তখন দেখা গেল বৃন্তচ্যুত তালফলের মতো নিপতিত মস্তকে ভূতল ব্যাপ্ত হতে লাগল। কালকেয় অসুরগণ স্বর্ণময় কবচ পরিধান করে পরিঘ উত্তোলন করে দাবাগ্নির মতো পর্বতাকার দেহ নিয়ে দেবগণের দিকে ধাবিত হল। অসুরদের সেই স্পর্ধিত গর্ব ও প্রচণ্ড বেগ দেবতারা সহ্য করতে পারলেন না; তাঁরা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে লাগলেন। বৃত্রাসুরের পরাক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে, দেবগণ পরাভূত হয়ে পালাচ্ছেন, দেখে দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত মোহাবিষ্ট হলেন। তিনি কালকেয় অসুরগণের ভয়ে ভীত হয়ে দ্রুত প্রভু নারায়ণের শরণাপন্ন হলেন।

ত্বং শক্রম্ কশ্মলাবিষ্টং দৃষ্ট্বা বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
স্বতেজো ব্যদধচ্ছক্রে বলমস্য বিবর্দ্ধয়ন ॥ বন : ৮৬ : ১০ ॥

তখন সনাতন নারায়ণ দেবরাজকে মোহাবিষ্ট দেখে, তাঁর বলবৃদ্ধির জন্য আপন তেজ প্রদান করলেন। তারপর দেবতারা ও নিষ্পাপ ব্রহ্মর্ষিরা সকলেই দেবরাজকে বিষ্ণু কর্তৃক রক্ষিত দেখে আপন আপন তেজ তাঁর শরীরে সমর্পণ করলেন। তখন মহাভাগ দেবরাজ ইন্দ্র ঋষিগণ ও অন্য দেবগণের সঙ্গে বিষ্ণুর তেজ লাভ করে অত্যন্ত বলবান হলেন।

দেবরাজ বলশালী হয়েছেন এই সংবাদে বৃত্রাসুর বিশাল সিংহনাদ করে পৃথিবী, দিকসকল, আকাশ, স্বর্গ ও পর্বত কাঁপিয়ে ভয়ংকর গর্জন করতে লাগল। বৃত্রাসুরের সেই ভয়ংকর সিংহনাদ শুনে দেবরাজ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে, তাকে বধ করার জন্য অতিদ্রুত সেই বিশাল বজ্র নিক্ষেপ করলেন। স্বর্ণমাল্যধারী মহাসুর বৃত্র ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে পূর্বকালে বিষ্ণুর হাত থেকে যেমন মন্দর মহাপর্বত পতিত হয়েছিল, তেমনই ভূতলে পতিত হল।

দৈত্যশ্রেষ্ঠ বৃত্র নিহত হলে, ইন্দ্র ভয়বিহ্বল হয়ে সরোবরে আত্মগোপন করার জন্য ছুটে গেলেন। কারণ, ভয়বশত তিনি ধারণাই করতে পারেননি যে, বজ্র তাঁর হাত থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং বৃত্রাসুর যে নিহত হয়েছিল, তাও তিনি ভয়বশত বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এদিকে, দেবতারা ও মহর্ষিরা সকলে আনন্দিত হয়ে উৎফুল্লমুখে ইন্দ্রের প্রশংসা করতে লাগলেন। তাঁরা সকলেই বজ্রতাড়িত ভূতলপতিত পর্বতের ন্যায় নিহত বৃত্রাসুরকে দেখে তখন সম্মিলিত হয়ে ত্বরিত গতিতে বৃত্রবধসন্তপ্ত দৈত্যগণকে বধ করতে লাগলেন। দেবগণের সেই সম্মিলিত আক্রমণ দৈত্যরা সহ্য কবতে পারল না। তারা আত্মগোপনের জন্য সমুদ্রে প্রবেশ করল।

অর্জুন কিরাতরূপী মহাদেবকে দর্শন করার পর এবং তাঁর আশীর্বাদসহ পাশুপত অস্ত্র লাভ করার পর, দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে স্বর্গে উপস্থিত হন। সেখানে দেবরাজ ইন্দ্র অন্য অস্ত্রের সঙ্গে প্রয়োগসহ বজ্রও তাঁকে দান করেছিলেন। অর্জুনই পৃথিবীর একমাত্র রক্ষী যাঁর কাছে বজ্র অস্ত্র ছিল। বৃত্রাসুর বধের জন্য সৃষ্টি ‘বজ্র’ মহাভারতের এক দুর্লভ ঘটনা।

৪৩

সত্যভামার দ্রৌপদীর কাছে বশীকরণ বিদ্যাশিক্ষার প্রস্তাব

ব্রাহ্মণেরা ও মহাত্মা পাণ্ডবেরা মার্কণ্ডেয় মুনির কাছে প্রাচীন ভারতবর্ষের বিখ্যাত রাজা ও মুনি-ঋষিদের বৃত্তান্ত শ্রবণ করছিলেন। এমন সময়ে প্রফুল্লচিত্ত দ্রৌপদী ও কৃষ্ণমহিষী সত্যভামা একত্রে সেই সভায় প্রবেশ করলেন ও মৃদুহাস্যমুখে এক প্রান্তে উপবেশন করলেন। দীর্ঘকাল পরে দুই সখীর দেখা হয়েছিল। তাই সত্যভামা ও দ্রৌপদী প্রথমে কুরুকুল ও যদুবংশ সম্পর্কে নানা আলোচনা করলেন। তারপর সত্রাজিৎ রাজার কন্যা সত্যভামা দ্রৌপদীকে নির্জনে পেয়ে প্রশ্ন করলেন, "দ্রৌপদী, দিকপাল তুল্য মহাবীর, যুবক এবং পরম লোকপ্রিয় পাণ্ডবগণের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করো? কল্যাণী কীভাবে তাঁরা তোমার বশীভূত হয়ে আছেন? কেন এঁরা তোমার প্রতি কুপিত হন না? দ্রৌপদী পাণ্ডবেরা সর্বদাই তোমার বশীভূত হয়ে রয়েছেন এবং তাঁরা সকলেই তোমার মুখাপেক্ষী আছেন; এর কারণ তুমি আমার কাছে সত্য বলো। ব্রত, তপস্যা, স্নান, শাস্ত্রোক্ত ঔষধ, নিজের দক্ষতার প্রয়োগ, কোনও জড়িবুটি, বৃক্ষমূল ধারণের প্রভাব, জপ, হোম এবং শাস্ত্রে অনুক্ত কোনও ঔষধ—এর সবকটি অথবা কোনটি প্রয়োগ করে তুমি এই সকল দিকপাল স্বামীকে বশ করে রেখেছ? তুমি যেমন তোমার স্বামীদের বশ করে রেখেছ, আমিও কৃষ্ণকে সর্বদা আমার অনুগত ও বশীভূত করে রাখতে চাই; তুমি আমাকে উপায় বলো।" এই বলে যশস্বিনী সত্যভামা বিরত হলেন।

তখন পতিব্রতা ও চন্দ্রভাগা দ্রৌপদী তাঁকে বলেন— "সত্যভামা তুমি অসৎ স্ত্রীলোকদের ব্যবহারের বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করছ; তাদের ব্যবহারও অসৎ হয়। অসৎ ব্যবহারের বিষয় আলোচনা করা কি সঙ্গত? এই ধরনের প্রশ্ন করা অথবা আমি আমার ভর্তাদের বশীভূত করবার জন্য কোনও উপায় অবলম্বন করি কি না—এই ধরনের কোনও সন্দেহ করাই তোমার উচিত নয়। কারণ, তুমি বুদ্ধিমতী এবং কৃষ্ণের প্রিয়তমা মহিষী। ভর্তা যখন জানতে পারেন যে তাঁকে বশীভূত করার জন্য স্ত্রী কোনও মন্ত্রপ্রয়োগ বা ঔষধ প্রয়োগে ব্যাপৃত আছেন; তখনই গৃহে সর্প প্রবেশ করলে গৃহস্থের মন যেমন উদ্বিগ্ন হয়, ভর্তার মনও তেমনই উদ্বিগ্ন হয়। মন উদ্বিগ্ন হলে গৃহে অশান্তি আসে, আর অশান্ত গৃহে সুখ থাকতে পারে না। তা ছাড়া, ভর্তা কখনও মন্ত্রাদি প্রয়োগে ভার্যার বশীভূত হন না। বরং এই জাতীয় ঘটনায় ভর্তার দেহে অতিদারুণ রোগ হয়ে দেখা দেয়। কারণ জিঘাংসু লোকেরা মূল বলে বিষ দিয়ে থাকে। পুরুষ জিহ্বা অথবা চর্মদ্বারা যে

সকল ঔষধ গ্রহণ করে, তাতে প্রদত্ত বিষচূর্ণ সত্বরই সে পুরুষকে নষ্ট করে; সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ কোরো না।

"সত্যভামা আমি জানি যে, বহু স্ত্রীলোক আপন আপন পতিকে বশ করার জন্য ঔষধ প্রদান করে তাদের পতিকে জলোদর রোগী, শ্বিত্ররোগী, জরাজীর্ণ, নপুংসক, জড়, অন্ধ বা বধির করে ফেলেছে। পাপিষ্ঠ ব্যক্তিদের কথা অনুসারে এই পাপিষ্ঠা নারীরা তাদের ভর্তাদের দেহ-মনে নানা উপসর্গ সৃষ্টি করে থাকে; অতএব স্ত্রীলোক কোনও প্রকারেই ভর্তার অনভিপ্রেত অথবা অপ্রিয় কোনও কাজ করবে না।

"সত্যভামা আমি মহাত্মা পাণ্ডবদের সঙ্গে যে আচরণ করে থাকি, তা তোমাকে বলছি। আমি সর্বদাই অহংকার, কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগ করে, অন্য পাণ্ডব-পত্নীদের সঙ্গে পাণ্ডবগণের পরিচর্যা করে থাকি। আমি মানশূন্য হয়ে, নিজের উপরেই নিজের ভার রেখে, অহংকার পরিত্যাগ করে, পতিদের চিত্ত রক্ষা করে, তাদের সেবা করে থাকি। ভর্তাদের কটুবাক্য, ক্রোধসূচক দৃষ্টি, কষ্টে শয়ন, কষ্টে উপবেশন, কষ্টে গমন, মন্দ অভিপ্রায়—এইগুলি বর্জন করে আমি অগ্নি ও সূর্যের তুল্য তেজস্বী, চন্দ্রের তুল্য কোমল, ভীষণ বন ও প্রতাপশালী এবং দর্শন দ্বারাই শত্রু সংহারকারী পাণ্ডবদের সেবা করে থাকি।

দেবো মনুষ্যো গন্ধর্বো যুবা চ পি স্বলঙ্কৃতঃ
দ্রব্যবানভিরূপো বা ন মেহন্যঃ পুরুষো মতঃ ॥ বন : ১৯৬ : ২২ ॥

দেবতা, গন্ধর্ব, মানুষ, যুবক, ধনী, সম্যক অলংকৃত কিংবা সুন্দরাকৃতি হলেও অন্য পুরুষ আমার অভিমত হয় না।

"আমি সর্বদাই গৃহকার্য করি এবং ভর্তা স্নান না করলে আমি স্নান করি না। ভর্তা ভোজন না করলে আমি ভোজন করি না এবং ভর্তা শয়ন না করলে আমি শয়ন করি না। ভর্তা—ক্ষেত্র, বন বা অন্য গ্রাম থেকে গৃহে ফিরে আসলে আমি উঠে আসন ও জলদান করে তাঁর সংবর্ধনা করি। খাবার বাসন পরিষ্কার করি, খাদ্যবস্তু পরিষ্কার রাখি— বুভুক্ষুকে যথাসময়ে খাদ্য দিই, সংযত হয়ে থাকি, কাউকে তিরস্কার করি না, মন্দ স্ত্রীলোকের সংসর্গ করি না। সর্বদাই পরিজনবর্গের অনুকূল থাকি এবং কখনও অলস হই না।

"পরিহাস ব্যতীত হাসি না, গৃহের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি না এবং গোপন কোনও স্থানে বা গৃহের উদ্যানে দীর্ঘকাল থাকি না। আর অত্যন্ত হাস্য, অত্যন্ত ক্রোধ, ও ক্রোধের বিষয় পরিত্যাগ করি। সত্যভামা! আমি সর্বদাই পতিসেবায় নিরত থাকি। ভর্তার কোনও প্রকার অহিতই আমার কোনও প্রকারেই অভীষ্ট হয় না। ভর্তা যখন পারিবারিক কোনও কার্যে অন্যত্র যান, তখন আমি পুষ্পমাল্য ও অনুলেপন ত্যাগ করি। ভর্তা যা পান করেন না, ভর্তা যা ব্যবহার করেন না, আমার ভর্তা যা ভোজন করেন না, আমি সে সমস্তই বর্জন করি। আমি ভর্তার উপদেশ অনুসারে ও গৃহিণীর নিয়মে চলি এবং অলংকৃতা, অত্যন্ত পবিত্রা, ও ভর্তার প্রিয় ও হিতকার্যে রতা থাকি। আমার শাশুড়ি দেবী আমার জন্য পরিজনবর্গ সম্পর্কে যে আচরণের কথা বলে দিয়েছেন এবং ভিক্ষা, উপহার, শ্রাদ্ধ, পর্বকালে রন্ধন, মান্য লোকের সম্মান ও আদর এবং অন্য যে সকল গৃহনিয়ম আমার জানা আছে, আমি আলস্যবিহীন হয়ে

দিবারাত্রই সেই সমস্তের অনুসরণ করি, আর সর্বদা সর্বপ্রযত্নে বিনয় ও গৃহিণীগণের নিয়ম পালন করে চলি।

"কারণ, আমার মতে— পতিসেবাধর্মই স্ত্রীলোকের সনাতন ধর্ম। স্ত্রীলোকের পক্ষে পতি দেবতা এবং পতিই গতি। কোনও স্ত্রীলোকের সেই পতির অপ্রিয় আচরণ করা উচিত নয়। আমি কোনও বিষয়েই আমার পতিদের অতিক্রম করি না, তাঁদের আহারের পূর্বে আহার করি না। কখনও শাশুড়ির নিন্দা করি না এবং গৃহকার্যে সর্বদা নিয়ন্ত্রিত থাকি। আমার গৃহকার্যের প্রতি একাগ্রতা ও সর্বদা উদ্‌যোগ এবং গুরুশুশ্রূষার গুণেই ভর্তারা আমার বশীভূত হয়ে আছেন। আমি নিজেই সর্বদা কুন্তী দেবীর পান, ভোজন ও বসনাদি বহন করে তাঁর কাছে যাই এবং তাঁর পরিচর্যা করি। কুন্তী দেবী আমার কাছে পৃথিবীর তুল্যা মাননীয়া।

পূর্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের গৃহে প্রত্যহ প্রথমে আট হাজার ব্রাহ্মণ স্বর্ণপাত্রে ভোজন করতেন। অষ্টাশি হাজার নিত্যস্নায়ী গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাঁদের আবার প্রত্যেকের ত্রিশটি করে দাসী ছিল। দশ হাজার জন ব্রহ্মচারী ছিলেন। খাদ্য, পেয়, বস্ত্রের অগ্রভাগ তুলে বেদ-বাদী ব্রাহ্মণদের আমিই খাদ্য পরিবেশন-পাত্রে তুলে দিতাম। মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের একলক্ষ দাসী ছিল; তাদের হাতে শঙ্খবলয়, কেয়ূর ও কণ্ঠে স্বর্ণহার থাকত। মহামূল্য মালা, অলংকার, মণি ও স্বর্ণভূষিতা ক্ষত্রিয় জাতীয়া মহিলা ছিলেন; তাঁরা নৃত্যগীতে পারদর্শী ছিলেন। আমি এদের প্রত্যেককে চিনতাম, নাম-ধাম ও পরিচয় জানতাম। ধীমান যুধিষ্ঠিরের একলক্ষ দাসী খাদ্যবস্তুর পাত্র হাতে দিবারাত্র অতিথিদের ভোজন করাত। মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করতেন তখন তাঁর বিহারযাত্রার সময়েও এক লক্ষ অশ্ব ও লক্ষ হস্তী অনুগমন করত। এগুলির সংখ্যা গণনা আমি করতাম এবং কর্তব্যনির্দেশ করতাম। গোরক্ষক, মেষরক্ষক ও অন্তঃপুরকামী সকল ভৃত্যের সংবাদ আমি রাখতাম। রাজার সমস্ত আয় ও ব্যয়ের বিষয় একমাত্র আমিই জানতাম। ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা পোষ্যবর্গের ভাব আমার উপর রেখে সম্মিলিতভাবে ধর্মোপাসনা করতেন। সমস্ত সুখভোগ ত্যাগ করে আমি দিবারাত্র সকল ভার বহন করতাম। আমি চিরদিনই সকলের আগে জাগরিত হই ও সকলের শেষে শয়ন করি। সত্যভামা! আমি এই সব গুরুতর পতি বশীকরণ করতে জানি; কিন্তু অসৎ স্ত্রীলোকদের ব্যবহার জানি না এবং শুনতেও চাই না।"

তখন সত্যভামা দ্রৌপদীর সেই ধর্মসঙ্গত বাক্য শুনে ধর্মচারিণী দ্রৌপদীকে বিশেষ আদর করে বললেন, "পাঞ্চাল নন্দিনী দ্রৌপদী, আমি তোমার শরণাপন্ন হলাম। কারণ সখীদের পরস্পর আলাপ-আলোচনায় হাসি-ঠাট্টা-উপহাস ইত্যাদির সঙ্গে ঘটে থাকে।"

দ্রৌপদী বললেন— "সখি স্বামীর মন আকর্ষণ করার জন্য তোমার কাছে এই নির্দোষ পথের কথা বলেছি। তুমি যথানিয়মে থেকে আপন বলের দ্বারাই সপত্নীদের হাত থেকে স্বামীকে টেনে নিজের কাছে আনতে পারবে। পতির মতো দেবতা ত্রিভুবনে নেই। কারণ, তিনি অনুগ্রহ করলে জগতের সমস্ত অভীষ্ট লাভ করা যায়, আর তিনি কুপিত হলে হত্যা করতেও পারেন। পতি থেকে সন্তান, নানাবিধ ভোগ্যবস্তু, শয্যা, আসন, উত্তম বস্তু দর্শন, বস্ত্র, মাল্য, গন্ধ—স্বর্গ এবং ইহলোকের প্রচুর কীর্তি লাভ করা যায়। এ জগতে কেবল সুখদ্বারা সুখ লাভ করা যায় না। এই জন্যেই সাধ্বী স্ত্রী দুঃখ দ্বারাই সুখ লাভ করেন। তুমি

সর্বদাই স্নেহ ও অনুরাগ দিয়ে যথাযথ বেশভূষা পরিধান করে কৃষ্ণের সেবা করো। মনোহর খাদ্য, উত্তম মাল্য ও নানা গন্ধদ্রব্য দান করো এবং উদারতার সঙ্গে চলতে থাকো; কৃষ্ণ যাতে সর্বদাই মনে করেন—'এই নারীর আমি যথার্থই প্রিয়'— এই কথা মনে করে যাতে তিনি গ্রহণ করেন, সর্বদাই তাই করো। দ্বারে আগত ভর্তার কণ্ঠস্বর শুনলেই তুমি তৎক্ষণাৎ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং তাঁর হাত-পা ধোওয়ার জল দিয়ে সেবা করবে। গৃহে যদি কোনও দাসী না থাকে, এমন সময়ে কৃষ্ণ উপস্থিত হলে, নিজে উঠে তাঁর সব কাজ করবে। এতে কৃষ্ণ মনে করবেন— 'এই নারী সকল অবস্থায় আমার সেবা করছেন'।

"তোমার পতি তোমার কাছে যা বলবেন, তা যদি গোপনীয় নাও হয়, তবুও তুমি তা গোপন রাখবে। না হলে, তোমার অন্য সপত্নী যদি কৃষ্ণকে তা বলে দেয়, তাতে কৃষ্ণ তোমার প্রতি বিরক্ত হতে পারেন। স্বামীর অনুরক্ত, বিশ্বাসভাজন ও হিতকারী ব্যক্তিদের ভালভাবে আহার করাবে, আর পতির বিদ্বেষের পাত্র, অহিতকারী এবং প্রতারক ব্যক্তিদের কাছ থেকে সর্বদাই দূরে থাকবে। পুরুষদের সামনে মত্ততা, অনবধানতা পরিত্যাগ করে মনের ভাব গোপন করবে; আর নির্জনে কখনও পুত্র প্রদ্যুম্ন বা শাম্বেরও সেবা করবে না। সৎকুলজাতা, পাপবিহীনা ও সতী স্ত্রীদের সঙ্গেই সখিত্ব করবে। আর, কোপনস্বভাবা, মত্তা, অধিকভোজিনী, চৌরা, দুষ্টা ও চঞ্চলা স্ত্রীদের বর্জন করবে। এই কার্যগুলি যশ, সৌভাগ্য ও স্বার্থ সম্পাদন করে এবং শত্রুকে পরাভূত করে; অতএব তুমি মহামূল্য মাল্য, অলংকার ও অঙ্গরাগ ধারণ করে এবং পবিত্র গন্ধযুক্ত হয়ে পতির পরিচর্যা করতে থাকো।"

ওদিকে কৃষ্ণ, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ও পাণ্ডবদের সঙ্গে কিছুকাল অনুকূল ও প্রীতিকর আলোচনার পর, সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করে রথে উঠবার ইচ্ছায় সত্যভামাকে ডেকে পাঠালেন। তখন সত্যভামা দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন করে তাঁর ইচ্ছা অনুরূপ মনোহর ও সঙ্গত বাক্য বললেন, "দ্রৌপদী রাজ্য হারিয়েছ বলে তোমার যেন উৎকণ্ঠা, মনোবেদনা ও রাত্রি জাগরণ না হয়। কারণ, তুমি— দেবতুল্য পতিগণ কর্তৃক বিজিত রাজ্য পুনরায় পাবে। নীলনয়নে! যে কষ্ট তুমি সহ্য করছ, তোমার মতো চরিত্রসম্পন্না এবং প্রশস্ত লক্ষণা নারীরা চিরকাল ভোগ করেন না। আমি ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের মুখে শুনেছি যে অবশ্যই তুমি ভর্তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিষ্কণ্টক ও নিরুপদ্রব এই পৃথিবী পুনরায় ভোগ করবে। দ্রৌপদী তুমি অবশ্যই দেখতে পাবে যে, যুধিষ্ঠির সমস্ত শত্রুতার প্রতিশোধ নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের বধ করে পৃথিবী হস্তগত করেছেন। বনে আসার সময়ে দর্পমোহিতা যে সব কৌরব নারী তোমাকে উপহাস করেছিল, অতি অল্পকালের মধ্যেই, সেই সব কৌরবস্ত্রীকে তুমি হতভাগ্য নৈরাশ্যপূর্ণ দেখতে পাবে। তুমি দুঃখসাগরে নিমগ্ন হলে, যারা তোমার অপ্রিয় আচরণ করেছিল, তুমি সুনিশ্চিত ধারণা করতে পার যে, তারা সকলেই যমালয়ে গিয়েছে।

"তোমার পুত্র যুধিষ্ঠিরজাত প্রতিবিন্ধ্য, ভীমজাত সুতসোম, অর্জুনজাত শ্রুতকর্মা, নকুলজাত শতানীক ও সহদেবজাত শ্রুতসেন, এরা সকলেই ভাল আছে। অস্ত্রশিক্ষা করে বীর হয়েছে এবং দ্বারকানগরীতে অভিমন্যুর মতোই অত্যন্ত আনন্দিত ও প্রীতি সহকারে বাস করছে। আর, সুভদ্রাও তোমার মতো প্রীতি সহকারে ও সর্বপ্রযত্নে তোমার পুত্রদের

পর্যবেক্ষণ করছেন এবং তোমার প্রতি সুভদ্রার মনে কোনও বৈরী মনোভাব নেই, বরং বিশেষ প্রীতিই আছে; তোমার পুত্রদের বিষয়ে সুভদ্রার মনে কোনও সন্তাপ নেই। আপন পুত্র অভিমন্যু ও তোমার পুত্রদের মধ্যে সুভদ্রা কোনও পার্থক্য করেন না; তাই সুভদ্রা তোমার পুত্রদের দুঃখেই দুঃখ এবং সুখেই সুখ অনুভব করে থাকেন। রুক্মিণীদেবী সর্বপ্রযত্নে প্রতিবিন্ধ্য প্রভৃতির পরিচর্যা করেন; আর কৃষ্ণ ও ভানু প্রভৃতির থেকেও তাদের বেশি আদর করেন। আমার শ্বশুর মহাশয় তাদের খাওয়া পরা বিষয়ে সর্বদা পর্যবেক্ষণ করেন এবং বলরাম প্রভৃতি অন্ধকবংশীয় ও বৃষ্ণিবংশীয়েরা সকলেই তাদের আদর করেন। কারণ, প্রদ্যুম্ন ও প্রতিবিন্ধ্য প্রভৃতির উপরে তাদের সমান স্নেহ আছে।”

এইরূপ প্রিয়, সত্য, অভীষ্ট ও মনের অনুকূল অনেক কথা বলে সত্যভামা কৃষ্ণের রথের দিকে যাবার জন্য দ্রৌপদীর অনুমতি চাইলেন। তারপর কৃষ্ণমহিষী সত্যভামা দ্রৌপদীকে প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর তিনি কৃষ্ণের রথে আরোহণ করলেন। কৃষ্ণ দ্রৌপদীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে তাঁকে আশ্বস্ত করলেন, পাণ্ডবেরা তাঁরা রথের সঙ্গে মাটিতে হেঁটে যাচ্ছিলেন, কৃষ্ণ তাঁদের প্রতিনিবৃত্ত করলেন এবং আপন দ্রুতগামী অশ্ব ছুটিয়ে দ্বারকানগরে প্রস্থান করলেন।

দ্রৌপদী সত্যভামা সম্মিলন মহাভারতের এক দুর্লভতম মুহূর্ত। এই দুই নারীই বিবাহিতা, দু'জনেই রাজকন্যা এবং ভারত শ্রেষ্ঠ পুরুষের গৃহিণী। একজন ভাগ্য-বিপর্যস্তা, অন্যজন সৌভাগ্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু দুই সখীর আচরণে কোথাও কোনও অবস্থানগত পার্থক্য ফুটে ওঠেনি। বরং ভাগ্যবতী নারীটি, দুর্ভাগা নারীকে অধিকতর মর্যাদা দিয়েছেন, তাঁকে আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে আপন বাক্য ও ব্যবহারে প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে বিবাহিতা নারীর কর্তব্য শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। দুই নারী পরস্পর সখী এবং তাদের সম্বন্ধও সমান। কিন্তু এই ভাগ্যবিড়ম্বিত অবস্থায়ও দ্রৌপদী প্রয়োজনবোধে সখীকে ভর্ৎসনা করতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেননি।

মহাভারত-পাঠকের দ্রৌপদীর চরিত্র সম্পর্কে আগ্রহ চিরকালের। সাধারণ ধারণা আছে, যজ্ঞবেদী সমুদ্ভূতা, এই অসাধারণ রূপবতী রাজকন্যা তেজস্বিতা, মনস্বিতায়, মহিমায় ও মর্যাদায়, বাগ্মিতায় ও বাকপটুত্বে এক শ্রেষ্ঠ নারীরত্ন। কিন্তু দ্রৌপদী ভারত-বিখ্যাত পঞ্চস্বামীর স্ত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন পাণ্ডবদের পট্টমহিষী। সেই স্থান তিনি কেবলমাত্র বিবাহ দ্বারা লাভ করেননি। গৃহিণীধর্ম সম্পর্কে দ্রৌপদীর ধারণার বিস্তৃতি আমাদের বিস্মিত করে। সৎ স্ত্রীর লক্ষণ ও অসৎ স্ত্রী-লক্ষণ অসাধারণভাবে বিচার করেছেন দ্রৌপদী। উচ্চ অভিজাত বংশের রমণীর ব্যবহার, কর্তব্যপরায়ণতা, ভর্তাদের সম্পর্কে আচরণ তাঁকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠা নারীতে পরিণত করেছে। কেন পাণ্ডবভ্রাতারা দ্রৌপদীর প্রতি এত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তা দ্রৌপদী-সত্যভামা সম্মিলন পাঠ করলে পাঠক কোনও ব্যাখ্যা ছাড়াই বুঝতে পারবেন।

৪৪

ঘোষযাত্রায় পরাজিত দুর্যোধন

পাণ্ডবেরা তখন বনবাসী। হস্তিনাপুরে অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র তেরো বৎসর পরে পাণ্ডবেরা ফিরে এসে যে প্রতিশোধ নেবেন সেই চিন্তায় কণ্টকিত ও চূড়ান্ত উদ্বিগ্ন। এমন সময়ে একদিন শকুনি ও কর্ণ দুর্যোধনকে বলল, "ভরতনন্দন! তুমি আপন বুদ্ধিবলে বীর পাণ্ডবদের রাজ্য থেকে নির্বাসিত করে, ইন্দ্র যেমন স্বর্গ ভোগ করে, তেমনি একাকী পৃথিবী ভোগ করছ। চারদিকে সমস্ত রাজারা তোমাকে কব দিচ্ছেন। পাণ্ডবদের রাজলক্ষ্মী তোমাকে বরণ করেছেন। অন্যান্য রাজারা তোমার অধীনতা স্বীকার করে আদেশের অপেক্ষায় আছেন। পর্বত, বন, নগর, গ্রাম, বহুতর উপবন, সমুদ্রবেষ্টিতা এই পৃথিবী তোমার অধীন। দ্বিজাতিরা তোমার স্তব করেন। রাজারা গৌরব করেন, আপন পৌরুষের দ্বারা তুমি স্বর্গে ইন্দ্রের মতো দীপ্তিমান। তুমি এখন চন্দ্রের তুল্য দীপ্তিমান, রুদ্রগণকর্তৃক রক্ষিত যমের ন্যায় স্বাধীন।

"যারা তোমার অধীনতা স্বীকার করত না, তোমার আদেশের সম্মান করত না, সেই পাণ্ডবেরা আজ শ্রীহীন, সহায়হীন এবং গৃহহীন বনবাসী। শুনতে পাই পাণ্ডবেরা বনবাসী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে দ্বৈতবন নামক সরোবর-তীরে বাস করছে। মহারাজ তোমার সম্পদের অনুরূপ মহাশোভায় শোভিত হয়ে, সূর্যের মতো তেজে পাণ্ডবদের সন্তপ্ত করতে একবার দ্বৈতবন চলো। তুমি রাজপদে আছ, আর তারা রাজ্যচ্যুত; তুমি শোভাসম্পন্ন, আর তারা শোভাহীন, তুমি সমৃদ্ধিশালী আর তারা সমৃদ্ধিবিহীন। এই অবস্থায় তোমার পাণ্ডবদের দর্শন করা উচিত। মহারাজ তুমি মহাসুখ্যাতিসম্পন্ন হয়ে আনন্দিত হয়ে বাস করছ। এই অবস্থায় নহুষনন্দন যযাতির মতো তোমাকে পাণ্ডবেরা একবার দর্শন করুক। মিত্রগণ ও শত্রুগণ মানুষের যে উজ্জ্বল সম্পদ দেখতে পায়, তাতে মিত্রদের আনন্দবৃদ্ধি ও শত্রুদের বিবাদবৃদ্ধি ঘটে। পর্বতে স্থিত ব্যক্তি যেমন ভূতলস্থিত লোককে দেখে, তেমন যে সুখী লোক দুঃখী লোককে দেখে, তার তা থেকে অধিক সুখ আর কী হতে পারে?

> ন পুত্রধনলাভেন ন রাজ্যেনাপি বিন্দতি।
> প্রীতিং নৃপতিশার্দূল! যামমিত্রাঘদর্শনাৎ ॥ বন : ২০০ : ১৮ : ॥

"রাজশ্রেষ্ঠ! শত্রুর দুঃখ দর্শন করার যে আনন্দ, সেরূপ আনন্দ—পুত্র, ধন, রাজ্যলাভ করেও লাভ করা যায় না।

"পাণ্ডবদের নির্বাসনে তোমার প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে। এখন তোমার পক্ষের লোকজন

তপোবনে অর্জুনকে তরুবল্কল ও মৃগচর্মধারী দেখলে কি গভীর আনন্দবোধ করবে না? তোমার ভার্যারা উত্তম বস্ত্র, অলংকারে সজ্জিত হয়ে তরুবল্কল ও মৃগচর্মধারিণী দ্রৌপদীকে দেখুক, তোমার ভার্যাদের উত্তম বস্ত্র, অলংকার দেখে দুঃখিতা দ্রৌপদী আত্মগ্লানিতে ধনবিহীন নিজেকে ধিক্কার করতে থাকুক। দ্যূতসভায় দ্রৌপদী যত দুঃখ কষ্ট পেয়েছে, সালংকৃতা তোমার ভার্যাদের দেখলে তার থেকে অনেক বেশি দুঃখ কষ্ট পাবে।"

কর্ণের কথা শুনে দুর্যোধন আনন্দিত ও দুঃখিত দুই হলেন। তিনি বললেন, "কর্ণ তুমি যা বললে, আমার মনেও তাই আছে। কিন্তু আমি জানি পিতা আমাকে কিছুতেই সেখানে যেতে দেবেন না। কারণ, পিতা ধৃতরাষ্ট্র এখনও পাণ্ডবদের জন্য বিলাপ করেন। তাঁর ধারণা, সুকঠোর তপস্যা করে পাণ্ডবেরা আমাদের থেকে প্রবল হয়েছে। তিনি যদি আমাদের মনের ভাব বুঝতে পারেন, তবে ভবিষ্যতের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে আমাদের সেখানে যাবার অনুমতি দেবেন না। কারণ, তিনি মনে করবেন যে, বনবাসী পাণ্ডবদের বিনাশ করতেই আমরা দ্বৈতবনে যাত্রার অনুমতি চাইছি। তুমি জানো যে, দ্যূতক্রীড়ার সময় বিদুর আমাকে, তোমাকে ও মাতুল শকুনিকে কী বলেছিলেন। অতএব দ্বৈতবনে যাত্রা অথবা যাত্রা না করা বিষয়ে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। তবে তরুবল্কল ও মৃগচর্মধারী পাণ্ডবদের দেখে আমি যত সুখ পাব, সমস্ত পৃথিবী লাভ করলেও তত সুখ পাব না। বিশেষত বনের ভিতর দ্রুপদরাজনন্দিনী দ্রৌপদীকে আমি ভিখারিনির বেশে দেখব। পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির ও ভীম যদি আমাকে পরম শোভাসম্পন্ন দেখে, তা হলে আমার জীবন সফল হবে। কিন্তু সেই বনে যাত্রার কোনও পথ তো আমি দেখতে পাচ্ছি না। অতএব তুমি, মাতুল শকুনি ও দুঃশাসনের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা উপায় উদ্ভাবন করো। আমি দ্বৈতবনে যাত্রার বা যাত্রা না-করার বিষয়ে স্থির করে কাল মহারাজের কাছে যাব। তোমরা যে উপায় স্থির করবে, তা কাল ভীষ্মের উপস্থিতিতে মহারাজের কাছে বলবে। আমি, ভীষ্ম ও রাজার আলোচনা শোনার পর রাজাকে অনুরোধ করব।"

পরদিন রাত্রি প্রভাতে কর্ণ হাস্যমুখে দুর্যোধনের কাছে গিয়ে বললেন, "রাজা আমরা আলোচনা করে যা স্থির করেছি, তা তোমাকে জানাচ্ছি। দ্বৈতবনের কাছে গো-পালকেরা তোমার প্রতীক্ষা করছে এই কথা বলে, গোপ-পল্লিতে যাওয়ার ছলে আমরা সেখানে যাব। গোপ-পল্লিতে যাওয়া রাজাদের সর্বদা উচিত। এই কথা বললে, রাজা অবশ্যই তোমাকে যেতে দেবেন।" কর্ণ ও দুর্যোধনের এই আলাপের সময় গান্ধাররাজ শকুনি এসে বললেন, "আমরা আলোচনা করে এই নিরুপদ্রব পথ স্থির করেছি। 'গোপ-পল্লিতে যাব' বললে রাজা অনুমতি তো দেবেনই, যেতে প্রেরণাও দেবেন। সুতরাং গোপ-পল্লিতে যাওয়ার ছলে আমরা দ্বৈতবনে যাব।" এই কথা বলে তিনজন সানন্দে পরস্পরের করমর্দন করলেন। তারপর তাঁরা তিনজন ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁদেরই নির্ধারিত 'সমঙ্গ' নামে একজন গোপাল রাজাকে জানাল যে, রাজার গো-সমূহ দ্বৈতবনের কাছে আছে। তখন কর্ণ ও শকুনি ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, "কৌরবরাজ, গোপপল্লিগুলি অতি মনোহর স্থানে সন্নিবিষ্ট হয়েছে এবং গো-সমূহ গণনা ও বৎসগুলিকে চিহ্নিত করার সময় হয়েছে। আর রাজা! এই সময়ে আপনার পুত্রেরও মৃগয়া করা উচিত; সুতরাং দুর্যোধনকে সেখানে যাবার অনুমতি দিন।"

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, "বৎস, মৃগয়া ভাল, গোরুগুলির পর্যবেক্ষণ করাও উচিত। কিন্তু গোপগণের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। কারণ, আমি শুনেছি যে, কাছেই নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা আছেন। সেখানে তোমাদের যাবার অনুমতি আমি দিতে পারি না। কেন না, কর্ণ সেই মহারথেরা ছলনায় পরাজিত হয়েছেন, মহা দুঃখভোগ করছেন এবং মহা-তপস্যা করছেন; সুতরাং তারা তোমাদের পরাভূত করতে পারবেন। তবে, যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হবেন না; কিন্তু ভীমসেন ক্রোধ-পরায়ণ এবং দ্রৌপদী তো সাক্ষাৎ অগ্নি। তোমরা দর্প এবং মোহশালী; সুতরাং অবশ্যই অপরাধ করবে। তাতে তারা তোমাদের পুড়িয়ে মারবে। তারা এখন তপস্বী। তারা বীর এবং ক্রোধে অধীর হয়ে আছে। সুতরাং তরবারি ও অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে অস্ত্রতেজেও তোমাদের মেরে ফেলতে পারবে। পক্ষান্তরে তোমরা সংখ্যায় বেশি বলে যদি তাদের আক্রমণ করতে যাও, তবে সেটা অত্যন্ত নীচলোকের কাজ হবে এবং তাও পারবে বলে আমার মনে হয় না। কারণ, মহাবাহু অর্জুন ইন্দ্রলোকে থেকে স্বর্গীয় অস্ত্র শিক্ষা করে ফিরে এসেছে। দিব্যাস্ত্র লাভের পূর্বেই অর্জুন একাকী পৃথিবী জয় করেছিল—সুতরাং সে তোমাদের সংহার করতে পারবে। এমনকী, তোমরা যদি সেখানে গিয়ে আমার কথা শুনে বিরোধ না করার ব্যাপারে যত্নবানও থাকো, যদি তোমরা পাণ্ডবদের বিশ্বাসও করো, তবুও উদ্বেগের মধ্যে তোমাদের থাকতে হবে। তোমাদের কোনও সৈন্য যদি যুধিষ্ঠিরের কোনও অপকার করে, তবে সেই অপরাধের বোঝা তোমাদের উপরই চাপবে। অতএব ভরতনন্দন দুর্যোধন গো-গণনা ইত্যাদি কাজের জন্য বিশ্বস্ত রাজকর্মচারীই যান, তোমাদের সেখানে যাওয়ার দরকার নেই।"

শকুনি বললেন, "ভরতনন্দন, যুধিষ্ঠির ধর্মজ্ঞ; বিশেষত তিনি বারো বছর বনবাসের প্রতিজ্ঞা করে গিয়েছেন। ধর্মচারী অন্য পাণ্ডবেরা তাঁর অনুসরণ করে থাকেন। যুধিষ্ঠির আমাদের উপর ক্রোধ করবেন না। আমরাও মৃগয়া এবং গো-গণনার জন্যই যাত্রা করছি। পাণ্ডবদের দর্শন কিংবা বিরোধ করতে যাচ্ছি না।" শকুনি এই কথা বলে অনিচ্ছুক ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি সংগ্রহ করে নিলেন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি লাভ করার পর, কুরুনন্দন দুর্যোধন—কর্ণ, দুঃশাসন ও অন্যান্য ভ্রাতা, শকুনির সঙ্গে মিলিত হয়ে, অসংখ্য স্ত্রীলোক ও বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে হস্তিনাপুর থেকে 'দ্বৈতবন' দেখার জন্য বার হলেন। পুরবাসীরাও ভার্যার সঙ্গে দুর্যোধনের অনুগমন করলেন। আট হাজার রথ, ত্রিশ হাজার হাতি, নয় হাজার ঘোড়া, বহু সহস্র পদাতিক, গাড়ি, দোকান, বেশ্যা, বণিক, স্তুতিপাঠক, শত শত মৃগয়াকারী ব্যক্তি মহাবায়ুর শব্দের মতো অতি গুরুতর কোলাহল করে পথ চলতে লাগল। মহারাজ দুর্যোধন, সেইদিন হস্তিনাপুর থেকে মাত্র ছ' ক্রোশ পথ যেতে পারলেন, তারপর কিছুকালের মধ্যে সমস্ত বাহনের সঙ্গে দ্বৈতবনে প্রবেশ করলেন।

সেই বনে বাস করতে করতে দুর্যোধন প্রথমেই কর্ণ, শকুনি ও অন্য ভ্রাতার এবং নিজের জন্য বাসভবন নির্মাণ করলেন। বাসভবনের চতুর্দিক অত্যন্ত মনোহর, সম্যক পরীক্ষিত। জল ও বৃক্ষ সমন্বিত এবং অত্যন্ত নিরাপদ স্থান হল। তারপর রাজা দুর্যোধন শত সহস্র গো-দর্শন করলেন ও সেগুলি গণনা ও চিহ্নিতকরণ করলেন। শিশু গোরুর সংখ্যা লিপিবদ্ধ

করলেন, শিক্ষাযোগ্য গোরুর সংখ্যা নির্ণয় করলেন, ত্রিবর্ষ বয়স্ক গোরুগুলি স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হল। এইভাবে গো-গণনাকার্য সম্পন্ন করে, গোপগণ পরিবেষ্টিত হয়ে আনন্দিত চিত্তে, পুরবাসী ও সৈন্যদের নিয়ে দেবতার মতো সুখে সেই বনে ক্রীড়া করতে লাগলেন। নৃত্য, গীত, বাদ্যে সুনিপুণ গোপগণ ও সু-অলংকৃত গোপকন্যাগণ দুর্যোধনের সেবা করতে লাগল। নারীরা রাজার কাছ থেকে যথাযোগ্য ধন, অন্ন ও নানাবিধ পানীয় লাভ করলেন। তখন দুর্যোধন ও তাঁর অনুচরেরা সকল দিক থেকে ব্যাঘ্র, মহিষ, মৃগ, গবয়, ভল্লুক ও শূকর বধ করতে লাগলেন। বৃহৎ হস্তীকে বিদীর্ণ করতে লাগলেন, মনোহর হরিণ ধরতে থাকলেন। মহারাজ দুর্যোধন গো-দুগ্ধ পান ও নানাবিধ ভোগ্যবস্তু উপভোগ করতে থেকে মত্ত ভ্রমর সেবিত, ময়ুর-শব্দিত মনোহর, পবিত্র দ্বৈতবনে গমন করলেন।

এদিকে ধর্মপুত্র জ্ঞানী রাজা যুধিষ্ঠির সেখানে থেকে দ্বৈতবন নামক সরোবরের কাছে গৃহ নির্মাণ করে, পত্নী দ্রৌপদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে, নিষ্কামভাবে উত্তম বিধানে বন্য ফলমূল দিয়ে তখন 'সাদ্যস্ক' নামক রাজর্ষিযজ্ঞ করছিলেন।

দ্বৈতবনের কাছে এসে দুর্যোধন তাঁর ভৃত্যদের আদেশ দিলেন, তোমরা শীঘ্র বহু ক্রীড়াগৃহ নির্মাণ করো। সেই সময়ে কুবের ভবন থেকে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন ক্রীড়ার উদ্দেশ্যে দ্বৈতবনের সরোবরের কাছে সদলবলে অবস্থান করছিলেন। দুর্যোধনের লোকেরা দ্বৈতবনের কাছে এলেই গন্ধর্বরা তাদের বাধা দিল। এই সংবাদ পেয়ে দুর্যোধন তাঁর এক দুর্ধর্ষ সৈন্যদলকে বললেন, গন্ধর্বদের তাড়িয়ে দাও। তারা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে এলে দুর্যোধন বহু সহস্রযোদ্ধা পাঠালেন। গন্ধর্বগণ মৃদুবাক্যে বারণ করলেও কুরুসৈন্য সবলে দ্বৈতবনে প্রবেশ করলেন। দুর্যোধন ও অন্যান্য ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যখন গন্ধর্বদের নিষেধবাক্যে নিবৃত্ত হলেন না, তখন সেই গন্ধর্বরা সকলে গিয়ে তাদের রাজা চিত্রসেনকে সে-বিষয় জানাল। তখন গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে গন্ধর্বদের বললেন, "তোমরা এই অসভ্যগুলিকে শাসন করো।"

চিত্রসেনের আদেশ পেয়ে গন্ধর্বরা সকলে অস্ত্র ধারণ করে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের দিকে ধাবিত হল। অস্ত্র উঁচু করে গন্ধর্বদের আসতে দেখেই কুরুসৈন্যরা দুর্যোধনের সামনেই সকল দিকে পলায়ন করতে লাগল। দুর্যোধনের সমস্ত পুত্রকে যুদ্ধে ভীত অবস্থায় পালাতে দেখেও মহাবীর কর্ণ যুদ্ধ করতে ভয় পেলেন না। লঘুহস্ত সূতপুত্র কর্ণ গন্ধর্বগণের বিশাল বাহিনীকে আসতে দেখে গুরুতর বাণবর্ষণ এবং লৌহময় ক্ষুরপ্র, শর, ভল্ল ও বর্ষদন্ত বর্ষণ করে শত শত গন্ধর্বকে আহত করে সে বাহিনীকে নিরস্ত করলেন। কর্ণ ক্রমে গন্ধর্বদের মস্তকচ্ছেদন করতে থেকে ক্ষণকালের মধ্যে চিত্রসেনের সমস্ত সৈন্যকে বিচলিত করলেন। কর্ণ বধ করতে থাকলেও শত সহস্র গন্ধর্ব পুনরায় তাঁর দিকে ধাবিত হল। সমস্ত পৃথিবী যেন গন্ধর্ব সৈন্যে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

তখন রাজা দুর্যোধন, সুবলপুত্র শকুনি, দুঃশাসন, বিকর্ণ এবং ধৃতরাষ্ট্রের অন্য পুত্রেরা গরুড়তুল্য রথে আরোহণ করে গন্ধর্বসৈন্যকে সংহার করতে লাগলেন এবং কর্ণকে সামনে রেখে অনবরত বাণবর্ষণ করে চললেন।

তারপর সমস্ত গন্ধর্ব এসে কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধে মিলিত হল। তখন এক রোমাঞ্চজনক

অতি তুমুল যুদ্ধ হতে আরম্ভ করল। গন্ধর্বগণ ক্রমশ কৌরব আক্রমণে বাণপীড়িত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। গন্ধর্বগণকে পীড়িত দেখে কৌরবগণ আনন্দে কোলাহল করে উঠল। তখন গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন অসহিষ্ণু হয়ে আপন আসন থেকে গাত্রোত্থান করলেন। বিচিত্র রণকৌশল অভিজ্ঞ চিত্রসেন মায়া অবলম্বন করে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন এবং তাঁর সেই মায়ায় কৌরব সৈন্যগণ মোহিত হয়ে পড়লেন। তখন দুর্যোধনের এক-একজন যোদ্ধা দশ দশ জন গন্ধর্বের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। তারা তখন বিশাল গন্ধর্বসৈন্যকর্তৃক যুদ্ধে পীড়িত ও ভীত হয়ে পলায়ন করতে লাগল। দুর্যোধনের সমস্ত সৈন্য পরাজিত হলেও সূর্যপুত্র কর্ণ পর্বতের মতো অচল হয়ে রইলেন। দুর্যোধন, কর্ণ ও সুবলপুত্র শকুনি যুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

তখন শত শত গন্ধর্ব কর্ণকে বধ করার ইচ্ছায় তার প্রতি ধাবিত হতে থাকল। সকল দিক থেকে অসি, পট্টিশ, শূল ও গদা নিক্ষেপ করে তারা কর্ণকে আবৃত করল। কোনও কোনও গন্ধর্ব কর্ণরথের যুগকাষ্ঠ ছেদন করল, কেউ তার ধ্বজ নিপতিত করল। অন্য গন্ধর্বেরা দণ্ড, অপরেরা অশ্বগুলি এবং আর একদল সারথিকে ছেদন করল। ক্রমে অন্যদল ছত্র ও আবরণ এবং অপর গন্ধর্বগণ রথের সন্ধিস্থানগুলি ছেদন করল। এইভাবে বহুসংখ্যক গন্ধর্ব কর্ণের রথখানিকে তিল তিল করে নষ্ট করল। তখন কর্ণ অসিচর্ম ধারণ করে রথ থেকে লাফ দিয়ে বিকর্ণের রথে উঠে আত্মরক্ষার জন্য ঘোড়াগুলিকে বাইরের দিকে চালিয়ে দিলেন।

গন্ধর্বেরা মহারথ কর্ণকে পরাভূত করলে দুর্যোধনের সামনেই কৌরবসৈন্যরা পালাতে আরম্ভ করল। দুর্যোধন তখনও যুদ্ধবিরত হননি। তিনি একাই গন্ধর্ব সৈন্যদের উপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তখন গন্ধর্বেরা চারদিক থেকে দুর্যোধনের রথ বেষ্টন করল। তারা বাণদ্বারা দুর্যোধন রথের যুগ, ঈশা, বরূথ, ধ্বজ, সারথি, অশ্ব, ত্রিবেণু ও শয্যাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেললেন। তখন মহাবাহু চিত্রসেন দ্রুত গমন করে রথহীন ও ভূতলস্থিত দুর্যোধনকে জীবিত অবস্থায়ই গ্রহণ করলেন। দুর্যোধন বন্দি হলেন। চিত্রসেন দুর্যোধনের ভ্রাতা ও ভার্যাদের নিয়ে দ্রুত সেই স্থান থেকে প্রস্থান করলেন।

পরাজিত কৌরব সৈন্যগণ, দোকানি ও বেশ্যাগণ তখন গিয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন হল। সৈন্যরা বলল, "প্রিয়দর্শন, মহাবাহু ও মহাবল রাজা দুর্যোধনকে গন্ধর্বেরা হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। দুঃশাসন, দুর্বিষহ, দুর্মুখ, দুর্জয় ও সমস্ত রাজভার্যাকে বন্ধন করে গন্ধর্বেরা হরণ করে নিয়ে চলেছে।" দুর্যোধনের মন্ত্রীরাও তাঁর উদ্ধার কামনা করে, ব্যথিত ও কাতর হয়ে পাণ্ডবদের ডাকতে ডাকতে রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে উপস্থিত হলেন। বৃদ্ধ মন্ত্রীরা ব্যথিত ও কাতর হয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে দুর্যোধনের মুক্তির প্রার্থনা করতে থাকলে, মহাবীর ভীম তাদের বললেন, "আমরা যুদ্ধের জন্য হস্তী, অশ্বদের সুসজ্জিত করে গুরুতর চেষ্টায় যা করতাম, গন্ধর্বেরা আজ তাই করেছে। দুর্যোধন অন্য উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত হয়েছিল, কিন্তু ঘটনাটা অন্য প্রকার হয়ে গেছে। সুতরাং দুষ্টভাবে দ্যূতক্রীড়াকারী দুর্যোধন তার কর্ম অনুযায়ী ফল পেয়েছে। আমরা শুনেছি যে, অসমর্থ ব্যক্তিদের উপর অন্যায়কারীকে অন্য ব্যক্তি পরাভূত করে। গন্ধর্বেরা সেই প্রবাদকে সত্য প্রমাণ করে আজ অসাধ্য কাজ করেছে। ভাগ্যবশত পৃথিবীতে এখনও এমন লোক আছে, যারা আমাদের প্রিয়

কার্য করে। কেন না, আমরা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছি। এই অবস্থায় আমাদের সুখকর এই কার্য যিনি করেছেন, তিনি অতি প্রশংসার পাত্র। দুর্যোধন অতি সমৃদ্ধ অবস্থায় আছে, তাই শীত, বায়ু, রৌদ্র সহ্য করে আমরা কতটা দুরবস্থায় আছি পাপী দুর্যোধন তাই দেখতে এসেছিল। দুরাত্মা দুর্যোধনের অনুসরণকারী ও পরামর্শদাতারা তারা এখন পরাজয় দেখছে। আপনারাই সাক্ষী যে কুন্তীর পুত্রেরা নৃশংস নন এবং তাঁরা দুর্যোধনের এই অবস্থার জন্য দায়ী নন।" ভীমসেন অত্যন্ত বিকৃত স্বরে এই কথা বলছিলেন, এই অবস্থায় যুধিষ্ঠির বললেন, "এটা নিষ্ঠুর কথা বলবার সময় নয়। বৎস ভীমসেন, কৌরবপক্ষীয়েরা অত্যন্ত বিপন্ন, ভয়ার্ত ও শরণার্থী হয়ে আমাদের কাছে এসেছে। তবুও তুমি কীভাবে এরূপ বলতে পারো?

ভবন্তী ভেদা জ্ঞাতীনাং কলহাশ্চ বৃকোদর।
প্রসক্তানি চ বৈরাণি কুলধর্মো ন নশ্যতি ॥ বন : ২০৫ : ২৪ ॥

জ্ঞাতিদের মধ্যে পরস্পর ভেদ হয়, বিবাদ হয় এবং শত্রুতাও হয়; কিন্তু তবুও কুলধর্ম নষ্ট হয় না।"

"যখন বাইরের কোনও লোক জ্ঞাতিদের কুল নষ্ট করতে ইচ্ছা করে, তখন বাইরের সেই লোকের ধর্ষণ কখনও সজ্জনেরা উপেক্ষা করেন না। দুর্বুদ্ধি গন্ধর্বরাজ জানে যে, আমরা দীর্ঘকাল এখানে বাস করছি। তবুও সে আমাদের অবজ্ঞা করে এই অত্যন্ত অপ্রিয় কার্য করেছে। শক্তিশালী ভীম! গন্ধর্বেরা বলপূর্বক দুর্যোধনকে গ্রহণ করায় এবং বাইরের লোকেরা কুরুকুলবধূদের হরণ করায় আমাদের কুল নষ্ট হতে বসেছে। অতএব শরণাগতরক্ষা ও কুলরক্ষার জন্য তোমরা ওঠো, সাজো, এবং বিলম্ব কোরো না। অপরাজিত অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং তুমি—এই চারজন হৃতমর্যাদা ও হৃতকুল দুর্যোধনকে মুক্ত করো। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের রথগুলি অক্ষত আছে। এতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রও আছে, ধ্বজাও আছে, সুশিক্ষিত সারথি আছেন—এই গভীর নাদকারী রথগুলিতে আরোহণ করেই বিশেষ সতর্ক হয়ে গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধ করে কুলরক্ষা করো। 'তুমি শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়'। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হল, শরণাগতকে রক্ষা করা। শত্রুও শরণাগত হয়ে, কৃতাঞ্জলি হয়ে, রক্ষার আবেদন করলে তাকে রক্ষা করাই উচিত। পাণ্ডবগণ! বরলাভ, রাজ্যলাভ, পুত্রজন্ম ও বিপদ থেকে শত্রুকে উদ্ধার করা—এই চারটি বিষয়ের মধ্যে শেষেরটি প্রথম তিনটির থেকে অধিক গৌরবের। বৃকোদর, যদি আমি যজ্ঞে ব্রতী না থাকতাম, তবে আমি নিজেই প্রথমে যেতাম, বিন্দুমাত্র বিবেচনা করতাম না।

"কুরুনন্দন ভীম, তুমি যাতে মিষ্টি কথা বলে দুর্যোধনকে মুক্ত করতে পারো, তার সব চেষ্টাই করবে। কিন্তু যদি গন্ধর্বরাজ তোমার কথা না শোনেন, তা হলে কোমল পরাক্রম দেখিয়ে তাদের মুক্ত করবে। যদি দেখো, তাতেও গন্ধর্বরাজ দুর্যোধনকে মুক্ত করতে চাইছেন না, তবে সমস্ত উপায়ে তাদের পরাভূত করে কৌরবদের মুক্ত করবে। আমি যে যজ্ঞ আরম্ভ করেছি, তা এখনও সমাপ্ত হয়নি; আমি তাই তোমার সঙ্গে যেতে পারি না, কেবলমাত্র উপদেশ দিতে পারি।"

অর্জুন যুধিষ্ঠিরের কথা শোনামাত্র প্রতিজ্ঞা করলেন, কৌরবদের মুক্ত করে আনবেন।

অর্জুন বললেন, "গন্ধর্বেরা যদি আমাদের সানুনয় বাক্যে কৌরবগণকে মুক্তি না দেয়, তবে আজ ভূমি গন্ধর্বদের রক্তপান করবে।" অর্জুনের প্রতিজ্ঞা শুনে কৌরবপক্ষীয় লোকেদের মনে সাহস সঞ্চার হল। ভীমসেন আনন্দিত মুখে উঠে দাঁড়ালেন। মহারথ পাণ্ডবেরা সকলেই স্বর্ণখচিত অভেদ্য কবচ পরিধান করলেন ও নানাবিধ অলৌকিক অস্ত্র ধারণ করলেন। পাণ্ডবেরা সকলে বর্ম, ধ্বজ, ধনু ধারণ করে রথে আরোহণ করলে তাঁদের প্রজ্বলিত অগ্নির মতো মনে হতে থাকল। কৌরব ভ্রাতাদের সেই রথে উঠে পাণ্ডবভ্রাতারা রওনা হলে কৌরব সৈন্যগণ আনন্দে কোলাহল করে উঠল।

ওদিকে কৌরবদের পরাজিত করে গন্ধর্বগণ নির্ভয়ে নিজেদের আবাসে ফিরে যাচ্ছিল, রথারূঢ় পাণ্ডবদের দেখে তারা ফিরে দাঁড়াল। চার পাণ্ডব মহাবীরকে দেখে তারা ব্যূহ রচনা করে দাঁড়াল। পাণ্ডবেরা মহাবীর যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা অনুসারে গন্ধর্বদের মধুর বাক্যে অনুরোধ জানালেন। তখন পরন্তপ অর্জুনও কোমলবাক্যে গন্ধর্বদের বললেন, "গন্ধর্বগণ, আপনারা আমার ভ্রাতা রাজা দুর্যোধনকে ছেড়ে দিন।" অর্জুনের কথা শুনে গন্ধর্বগণ ঈষৎ হাস্য করে অর্জুনকে বলল, "ভরতনন্দন! আমরা জগতের মধ্যে কেবলমাত্র একজনের আদেশ পালন করে থাকি। সেই একজন যেমন আদেশ করেছেন, আমরা তেমন আচরণই করছি। দেবরাজ ইন্দ্র ব্যতীত আমাদের শাসনকর্তা নেই।" তখন অর্জুন গন্ধর্বদের বললেন, "গন্ধর্বগণ তোমরা যদি এই অনুরোধ বাক্য অগ্রাহ্য করো, তবে আমি বিক্রম প্রকাশ করে নিজেই তাদের মুক্ত করে নিয়ে যাব।" এই বলেই, পার্থ অর্জুন গন্ধর্বদের প্রতি তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করতে শুরু করলেন। বলমত্ত গন্ধর্বেরাও বাণ বর্ষণ করতে করতে পাণ্ডবদের দিকে ধাবিত হল। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাঁধল। গন্ধর্বগণ অলৌকিক ও দিব্য অস্ত্র প্রয়োগ করতে আরম্ভ করল। একদিকে মাত্র চারজন পাণ্ডব, অন্যদিকে অসংখ্য শত সহস্র গন্ধর্ব বীর। তা যেন এক অদ্ভুত ব্যাপার হল। গন্ধর্বেরা আগে কর্ণ ও দুর্যোধনের রথ দু'খানি বেষ্টন করে শত শত খণ্ডে ছেদন করেছিল, তেমনই পাণ্ডবদের রথ চারটিকেও ছেদন করল। শত শত গন্ধর্বকে ধাবিত দেখে পাণ্ডবেরা অসংখ্য বাণবর্ষণ করে দমিত করলেন, তারা পাণ্ডবদের নিকটবর্তী হতে পারল না।

তখন অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে গন্ধর্বদের লক্ষ্য করে স্বর্গীয় মহাস্ত্রগুলি নিক্ষেপ করতে লাগলেন। আগ্নেয় অস্ত্র দ্বারা অর্জুন গন্ধর্বদের যমালয়ে প্রেরণ করতে লাগলেন। মহাধনুর্ধর বলিশ্রেষ্ঠ ভীমও শত শত গন্ধর্বকে বধ করতে লাগলেন। বলমত্ত নকুল ও সহদেব বেগে সম্মুখবর্তী গন্ধর্বদের গ্রহণ করে তীক্ষ্ণ শরবর্ষণে নির্বিচারে তাদের বধ করতে লাগলেন। পাণ্ডবেরা গন্ধর্বদের বধ করতে থাকলে তখন তারা ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের নিয়ে আকাশে উড়ে গেল। অর্জুন বিশাল শরজাল বিস্তৃত করে গন্ধর্বদের সকল পথ রুদ্ধ করে দিলেন। তারা আর উপরেও উড়তে পারল না, নীচেও নামতে পারল না, আকাশে থেকেই অর্জুনের উপর বাণবর্ষণ করতে থাকল। আপন অস্ত্রে গন্ধর্বদের অস্ত্র নিবারণ করে, অর্জুন তাদের প্রতিবিদ্ধ করতে লাগলেন। অর্জুন স্থূণাকর্ণ, ইন্দ্রজাল, সৌর, আগ্নেয় ও সৌম্য অস্ত্র ক্রমশ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ইন্দ্রের বাণে দানবেরা যেমন দগ্ধ হয়েছিল, গন্ধর্বগণও অর্জুনের বাণে সেইরকম দগ্ধ হতে থেকে অত্যন্ত বিষণ্ণ হলেন। অর্জুন গন্ধর্বগণকে ভীত, সন্ত্রস্ত করে ফেলেছেন দেখে, গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন গদা ধারণ করে অর্জুনের দিকে ধাবিত হলেন। অর্জুন বাণদ্বারা সেই লৌহময়ী গদাকে পাঁচ টুকরো

করে ভেঙে ফেললেন। তখন চিত্রসেন মায়াবলে আপনাকে ঢেকে রেখে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন। মহাবীর চিত্রসেন যে সমস্ত দিব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, অর্জুন সেই দিব্যাস্ত্র দ্বারাই তা প্রতিহত করতে লাগলেন। মায়াবলে চিত্রসেন অন্তর্হিত হলে, অর্জুন স্বর্গীয় অস্ত্রমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত হয়ে চিত্রসেনকে তাড়ন করতে লাগলেন। এরপর অর্জুন শব্দভেদী বাণ ধনুকে সংযোজন করে অন্তর্হিত অবস্থায় চিত্রসেনকে বধ করতে উদ্যত হলেন। তখন চিত্রসেন নিজরূপে অর্জুনকে দেখা দিলেন এবং বললেন, "অর্জুন আমি তোমার সখা।" সখা চিত্রসেনকে দেখে এবং তিনি যুদ্ধে দুর্বল হয়ে পড়েছেন বুঝে অর্জুন সেই অস্ত্রের উপসংহার করলেন। তখন অন্য পাণ্ডবেরাও অস্ত্র উপসংহার করলেন। রথে থেকেই তারা পরস্পরের কুশল প্রশ্ন করলেন ও মঙ্গল কামনা করলেন।

তখন মহাতেজস্বী ও মহাধনুর্ধর অর্জুন হাসতে হাসতে চিত্রসেনকে বললেন, "বীর, তুমি কী জন্যে কৌরবগণের নিগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছ এবং কেনই বা ভার্যাদের সঙ্গে দুর্যোধনকে বন্দি করেছ?" চিত্রসেন বললেন, "ধনঞ্জয় দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গ থেকেই দুরাত্মা দুর্যোধন ও পাপাত্মা কর্ণের দুষ্ট অভিপ্রায় জানতে পেরেছিলেন। তোমরা দ্রৌপদীর সঙ্গে বনে থেকে অনাথের মতো কষ্ট পাচ্ছ, এই জেনে, এই দুষ্টেরা তোমাদের পরিহাস করার জন্য দ্বৈতবনে এসেছিল। তখন দেবরাজ আমাকে বললেন, যাও, মন্ত্রীদের সঙ্গে দুর্যোধনকে বেঁধে এখানে নিয়ে এসো। কিন্তু তুমি যুদ্ধের সময় ভ্রাতৃগণের সঙ্গে অর্জুনকে রক্ষা কোরো। কারণ, তুমি অর্জুনের প্রিয়সখা ও অর্জুন তোমার শিষ্য। আমি দেবরাজের সেই আদেশ অনুসারে এখানে এসেছিলাম এবং দুরাত্মা দুর্যোধনকে বন্দিও করেছি। এখন আমি স্বর্গে গিয়ে দেবরাজের কাছে এদের সমর্পণ করব।"

অর্জুন চিত্রসেনকে বললেন, "চিত্রসেন তুমি যদি আমার প্রীতিকর কার্য করতে চাও, তবে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশে আমাদের ভ্রাতা দুর্যোধনকে ছেড়ে দাও।" চিত্রসেন বললেন, "এই পাপাত্মা সর্বদাই গুরুতর দোষে দোষী এবং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর প্রতারণাকারী। সুতরাং এ মুক্তি পাবার যোগ্য নয়। তারপর, যুধিষ্ঠির এর এখানে আসার কারণ জানেন না, অতএব তাঁর কথা শুনে যা ইচ্ছা করো, তাই করো।"

তারপর তারা সকলে মিলে যুধিষ্ঠিরের কাছে গেলেন এবং দুর্যোধনের দ্বৈতবনে আসার যথার্থ কারণ তাঁর কাছে ব্যাখ্যা করলেন। তখন যুধিষ্ঠির গন্ধর্বরাজের সমস্ত কথা শুনে, দুর্যোধন প্রভৃতি সকলকে মুক্ত করিয়ে দিয়ে গন্ধর্বগণের ভূয়সী প্রশংসা করলেন, "গন্ধর্বগণ আপনারা সকলেই বলবান এবং দুর্যোধনকে বধ করতে সমর্থ ছিলেন; তবুও ভাগ্যবশত মন্ত্রী, জ্ঞাতি ও বন্ধুবর্গের সঙ্গে এই দুর্বৃত্ত দুর্যোধনকে বধ করেননি। বৎস চিত্রসেন, গন্ধর্বেরা দুর্যোধনকে মুক্ত করে দিয়ে আমার বংশের অপমান না করে আমার গুরুতর উপকার করেছেন। আপনাদের দর্শনে আমরা আনন্দিত হয়েছি। এবার আপনাদের অভীষ্ট বিষয়ে আদেশ করুন; তারপর সমস্ত অভীষ্ট লাভ করে গমন করুন, বিলম্ব করবেন না।"

বুদ্ধিমান যুধিষ্ঠির আদেশ করলে চিত্রসেন প্রভৃতি গন্ধর্বেরা আনন্দিত চিত্তে অপ্সরাদের নিয়ে চলে গেল। দেবরাজ ইন্দ্র দিব্য অমৃত বর্ষণ করে মৃত গন্ধর্বদের পুনরায় জীবিত করলেন। পাণ্ডবেরাও দুষ্কর কার্য সাধন করে সমস্ত জ্ঞাতি ও রাজ-ভার্যাদের মুক্ত করতে

পারায় বিশেষ আনন্দিত হলেন। কৌরব স্ত্রী ও কুমারগণ পাণ্ডবদের গৌরব করতে থাকায় তাঁরা যজ্ঞের অগ্নির মতো শোভা পেতে থাকলেন। তখন যুধিষ্ঠির অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে দুর্যোধনকে বললেন—

মাস্ম তাত! পুনঃ কার্ষীরীদৃশং সাহসং ক্বচিৎ।
ন হি সাহস কর্ত্তারঃ সুখমেধন্তি ভারত! ॥ বন : ২০৭ : ২১ ॥

"বৎস ভরতনন্দন! তুমি আর কখনও এ সাহস কোরো না। কারণ হঠকারী সাহসকারী লোকেরা অনায়াসে উন্নতি করতে পারে না। কুরুনন্দন! তুমি সকল ভ্রাতার সঙ্গে মিলিত হয়ে ইচ্ছানুসারে কুশলে গৃহে গমন করো; যে ঘটনা ঘটেছে, তা মনে রেখে দুঃখ পেয়ো না।"

যুধিষ্ঠির অনুমতি দিলে, রাজা দুর্যোধন তাঁকে নমস্কার করে নষ্টপুরুষত্বের মতো আর্ত, লজ্জিত ও দুঃখে যেন বিদীর্ণ হতে থেকে হস্তিনার দিকে প্রস্থান করলেন।

"গো-গণনা ও দুর্যোধন-নিগ্রহ" মহাভারতের একটি দুর্লভ মুহূর্ত। এই মুহূর্তটি আমাদের কাছে অনেকগুলি চরিত্র ও ঘটনাকে উদ্‌ঘাটিত করেছে। প্রথমেই দুষ্ট চতুষ্টয়ের সমাবেশ। দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন একত্রে মিলিত হলেই পাণ্ডবদের ক্ষতি ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারত না। এক্ষেত্রেও ঘটনার ব্যত্যয় ঘটেনি। গান্ধারী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হলে বলেছিলেন, "আমার পুত্র পাপী ছিল, কিন্তু তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল কর্ণ।" এ বক্তব্য পুরোপুরি সত্য। বর্তমান ক্ষেত্রেও পাণ্ডবদের দারিদ্র্য, দুরবস্থা দেখে উপহাস করতে যাবার পরামর্শ কর্ণের। দ্বিতীয়ত, ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহান্ধ আচরণ। তিনি জানতেন যে, দ্বৈতবনে উপস্থিত হলেই দুর্যোধনেরা কু-মতলব করবেনই। তা সত্ত্বেও তিনি যাত্রার অনুমতি দিয়েছিলেন। তৃতীয়ত, কৌরবদের সীমাহীন ঔদ্ধত্য, নিজশক্তি সম্পর্কে কর্ণের অতিরিক্ত গর্ব। গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধের পরিণতি কী হতে পারে তার ধারণা কৌরবপক্ষের ছিল না। ভার্যাসহ ধার্তরাষ্ট্ররা বন্দি হলেন, কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে কর্ণ পালালেন। চতুর্থত, যুধিষ্ঠিরের আশ্চর্য ঔচিত্যবোধ ও বংশমর্যাদাবোধ। জ্ঞাতিধর্ম সম্পর্কে যুধিষ্ঠিরের বক্তব্য আজকেও সমান প্রাসঙ্গিক। পঞ্চমত, কৌরব কুলললনাদের রক্ষার জন্য তাঁর ভীমসেনের অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভীমার্জুন নকুল-সহদেবকে কুলললনাদের উদ্ধারে প্রেরণ। যথার্থ ক্ষত্রিয়ের আচরণ কী হওয়া উচিত, তা যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের শিখিয়েছেন। ষষ্ঠত, যুধিষ্ঠিরের দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা। অমনোযোগী মহাভারত চর্চাকারেরা মন্তব্য করেন যে, যুধিষ্ঠির সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন। একথা যে কতখানি ভ্রান্ত, তা বর্তমান 'মুহূর্ত'টির আলোচনায় বোঝা যায়। যুধিষ্ঠির ঘটনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে সিদ্ধান্ত অমোঘ, দূরদর্শিতাপূর্ণ এবং মঙ্গলজনক। এই কারণেই ভ্রাতারা তাঁর সিদ্ধান্ত অতিক্রম করতে পারেন না। তাঁর 'ভ্রাতাশ্চ শিষ্যশ্চ' অর্জুন ও চিত্রসেন যুধিষ্ঠির সম্পর্কে বারবার একটি বিশেষণ ব্যবহার করেছেন—তিনি 'ধর্মরাজ'।

৪৫

দুর্যোধনের প্রায়োপবেশন

ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্যোধন মহাভারতের প্রতি নায়ক। তিনি পূর্ণ পাপী। কিন্তু তাঁর স্বাভিমান ছিল প্রচণ্ড। এই স্বাভিমান বোধ থেকেই তিনি যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ভাগ করে রাজ্যভোগ করতে কিছুতেই রাজি ছিলেন না। দুর্যোধন নিজে যথেষ্ট বীর ছিলেন এবং অসাধারণ বীরদের আপন পক্ষে পেয়েছিলেন। অর্থাৎ দুর্যোধন অভিমানী, অতি দুরাত্মা, আত্মশ্লাঘানিরত, পাপলিপ্ত, সর্বদা গর্বিত, সর্বদা পুরুষকার ও প্রচ্ছন্ন উদারতা দেখিয়ে পাণ্ডবদের অবমাননাকারী, পাপমতি ও সর্বদা অহংকারী ছিলেন।

গো-গণনা ছলে দ্বৈতবনে যাত্রার উদ্দেশ্য দুর্যোধনের একটাই ছিল। আপন সৌভাগ্য দেখিয়ে বনবাসী দুর্দশাগ্রস্ত পাণ্ডবদের ব্যঙ্গ করা। কিন্তু অধর্ম অধর্মকারীকেই আঘাত করে। যুদ্ধে গন্ধর্বেরা দুর্যোধনকে পরাজিত ও বন্দি করেছিল। কৌরব নারীরাও গন্ধর্বদের কাছে ধরা পড়েছিলেন। যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীমার্জুন, নকুল ও সহদেব—চার পাণ্ডবভ্রাতা গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধ করে দুর্যোধনকে মুক্ত করেন। যুধিষ্ঠির তাঁর মুক্তির পরে কুলললনাদের নিয়ে হস্তিনায় ফিরে যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন দুর্যোধন লজ্জায় মাথা নিচু করে, অবসন্ন ও অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে, আপন পরাজয়ের কথা চিন্তা করতে করতে চতুরঙ্গ সৈন্যের পিছনে থেকে আপন নগরের দিকে যাত্রা করলেন।

দুঃখ ও গ্লানি দুর্যোধনের সমস্ত আত্মগৌরব নষ্ট করে দিয়েছিল। তাই তিনি পথিমধ্যে যানবাহন পরিত্যাগ করে ঘাস ও জলপূর্ণস্থানে থেকে এক উপদ্রবহীন ও মনোহর ভূমিতে হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সকল স্থাপন করে, যাত্রার বিশ্রাম ঘোষণা করলেন। অনন্তর রাত্রিশেষে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় মলিনবদন রাজা দুর্যোধন অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল একটি পালঙ্কে উপবিষ্ট ছিলেন; এমন সময়ে কর্ণ উপস্থিত হয়ে বললেন, "গান্ধারীনন্দন! ভাগ্যবশত তুমি জীবিত আছ, ভাগ্যবশত আবার আমাদের দেখা হল এবং ভাগ্যবশত তুমি কামরূপী গন্ধর্বদের জয় করেছ। তোমার ভ্রাতারাও জয় করার ইচ্ছা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে শত্রুদের পরাজিত করেছে। কিন্তু রাজা! তোমার সাক্ষাতেই তোমার সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হয়েছিল। আমি বারংবার ডেকেও তাদের আর জড়ো করতে পারিনি—গন্ধর্বেরা আমার পিছনে পিছনে আসছিল, আমিও শত্রুর শরে অত্যন্ত ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও পীড়িত হয়েছিলাম; এইসব কারণে আমি পলায়ন করেছিলাম। কিন্তু তুমি বল, বাহন ও ভার্যাদের নিয়ে সেই অলৌকিক যুদ্ধজয় করে নির্বিঘ্নে ও অক্ষতদেহে ফিরে এসেছ, দেখে আমি অত্যন্ত আশ্চর্যবোধ করছি।

রাজা! তুমি ভ্রাতাদের সঙ্গে যে কার্যসাধন করেছ, এমন কার্যকারী লোক পৃথিবীতে আর নেই।"

কর্ণের কথা শুনে দুর্যোধন মাথা নিচু করে বললেন, "কর্ণ তুমি যথার্থ ঘটনা জানো না বলে তোমার কথায় আমি দোষ দিচ্ছি না। তুমি ধারণা করেছ যে, আমিই বলপূর্বক গন্ধর্বদের জয় করেছি। আমি ও ভ্রাতারা মিলিত হয়ে গন্ধর্বদের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করেছি এবং গন্ধর্ব সৈন্যদের দুই পাশের অংশের ক্ষয়ও করেছিলাম। তখন অত্যন্ত মায়াবী গন্ধর্বেরা আকাশে উঠে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করল, আমরা ভূতলে ছিলাম। সুতরাং সে যুদ্ধ সমান হল না। ক্রমে আমরা পরাজিত হলাম এবং বল, বাহন, ভৃত্য, অমাত্য, স্ত্রী ও পুত্রদের সঙ্গে বদ্ধ হলাম। সেই দারুণ দুঃখিত অবস্থায় গন্ধর্বেরা আমাদের উচ্চ আকাশপথ দিয়ে হরণ করে নিয়ে চলল। তখন আমাদের কিছু সৈন্য ও কয়েকজন মন্ত্রী গিয়ে কাতর হয়ে শরণাগতরক্ষক পাণ্ডবদের বললেন, 'ধৃতরাষ্ট্রপুত্র রাজা দুর্যোধনকে ভ্রাতা, মন্ত্রী ও ভার্যাদের সঙ্গে গন্ধর্বেরা আকাশপথ দিয়ে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। অতএব রাজা দুর্যোধন ও তার অন্তঃপুরের নারীদের আপনারা রক্ষা করুন। আপনাদের মঙ্গল হবে এবং কুরুকুলবধূদের ধর্ষণও হবে না।' তাদের এই কথা শুনে, তখনই ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির অন্য পাণ্ডবভ্রাতাদের প্রসন্ন করে আমাদের মুক্ত করতে আদেশ দিলেন। তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ ও মহারথ পাণ্ডবেরা সেই স্থানে এসে শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও গন্ধর্বদের কাছে মধুরবাক্যে আমাদের মুক্তি প্রার্থনা করলেন। যখন অনুনীত হয়েও গন্ধর্বেরা আমাদের মুক্তি দিল না, তখন ভীম, অর্জুন ও বলমত্ত নকুল ও সহদেব বাণক্ষেপ করতে আরম্ভ করলেন।

"তারপর আনন্দিত গন্ধর্বগণ সকলে যুদ্ধ না করে কিছুসংখ্যক দীনমূর্তি আমাদের টেনে নিয়ে আকাশপথে চলতে লাগল। কর্ণ তারপর দেখলাম সমস্ত দিক শরজালে বেষ্টিত হয়েছে এবং অর্জুন অলৌকিক অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করছেন। তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা সমস্ত আকাশপথ আবৃত করেছেন দেখে তাঁর সখা গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন দেখা দিলেন। ক্রমে চিত্রসেন অর্জুনের সঙ্গে পরস্পর আলিঙ্গন করে কুশল জিজ্ঞাসা করলেন, পাণ্ডবেরাও চিত্রসেনের স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর সেই মহাবীর পাণ্ডবেরা ও গন্ধর্বেরা যুদ্ধসজ্জা ত্যাগ করে পরস্পরের সঙ্গে মিলে গেলেন। তখন শত্রুবীরহন্তা অর্জুন হাসতে হাসতে চিত্রসেনকে বললেন, 'বীর গন্ধর্বশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার ভ্রাতৃগণকে মুক্ত করে দাও। কারণ, পাণ্ডবগণ জীবিত থাকতে তুমি বলপূর্বক এদের নিয়ে যেতে পারবে না।' অর্জুনের কথা শুনে চিত্রসেন বললেন, 'দ্রৌপদীর দুরবস্থা দেখার জন্য এই দুরাত্মারা দ্বৈতবনে এসেছিল।' চিত্রসেন যখন এই কথা বলছিলেন, তখন লজ্জায় আমার ভূগর্ভে প্রবেশের ইচ্ছা হচ্ছিল। তারপর গন্ধর্ব ও পাণ্ডবেরা মিলিত হয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে আমাদের কুমন্ত্রণার বিষয় ও আমাদের বন্ধনের বিষয় জানাল। আমি স্ত্রীলোকদের সামনে কাতর, বন্দি ও শত্রুদের বশীভূত হলাম। তারপর শত্রুরা আমাকে নিয়ে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে উপহার দিল। জীবনে এর থেকে বড় দুঃখের ঘটনা আর কী ঘটতে পারে? দুর্বুদ্ধিবশত আমি সর্বদাই যাদের অপমান করেছি এবং সর্বদাই যাদের শত্রু বিবেচনা করেছি, তারাই আমাকে আজ মুক্ত করল, তারাই আবার আমার জীবন দান করল। বীর কর্ণ, আমি যদি সেই মহাযুদ্ধে নিহত হতাম, তবে আমার

পক্ষে ভাল হত। কিন্তু এ অবস্থায় আমার জীবিত থাকা ভাল হয়নি। কারণ, গন্ধর্বদের হাতে আমার মৃত্যু হলে আমার যশ পৃথিবীতে বিখ্যাত হত এবং আমি স্বর্গলোকে অক্ষয় পুণ্যস্থান লাভ করতাম। অতএব হে নরশ্রেষ্ঠ, আমার সংকল্প আপনারা শুনুন। আমি এখানেই প্রায়োপবেশন করব, আপনারা গৃহে যান এবং আমার ভ্রাতারাও নিজ নিজ গৃহে গমন করুক। আর কর্ণ প্রভৃতি যেসব সুহৃদ ও বান্ধব আছেন, তাঁরাও দুঃশাসনকে অগ্রবর্তী করে রাজধানীতে ফিরে যান। শত্রুদের মান বৃদ্ধি করে, মিত্রদের মান নষ্ট করে, শত্রুকৃত অপমান নিয়ে আমি আর রাজ্যে ফিরব না। মিত্রদের দুঃখের এবং শত্রুদের আনন্দের এই সংবাদ হস্তিনায় গিয়ে আমি রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কেমন করে বলব? ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিদুর, সঞ্জয়, বাহ্লিক, ভূরিশ্রবা ও অন্য যে সকল বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ, শ্রেণিপ্রধান ও নিরপেক্ষ লোক আছেন, তাঁরা আমাকে কী বলবেন আর আমিই বা কী উত্তর দেব? আমি চিরকাল শত্রুদের মাথায় থেকে এবং তাদের বুকের উপর বিক্রম প্রকাশ করে, এখন নিজের দোষে সেখান থেকে পতিত হয়ে ভীষ্ম প্রভৃতিকে কী বলব? আমার মতো মদগর্বিত লোকেরা সম্পদ, বিদ্যা কিংবা প্রভুত্ব লাভ করেও চিরকাল মঙ্গলে থাকতে পারে না। দুর্বুদ্ধির দোষে মোহবশত এই অযোগ্য কষ্টকর, দুর্জনের আচরণযোগ্য কাজ করে ফেলেছি। যাতে আজ আমার জীবন-সংশয় প্রাপ্তি ঘটেছে। আমার পক্ষে আর জীবন ধারণ করা সম্ভব নয়, কারণ, শত্রুকর্তৃক উদ্ধৃত হয়ে কোন চৈতন্যশালী লোক কষ্টভোগ করতে পারে? আমি অভিমানী ছিলাম; কিন্তু এখন পুরুষকারবিহীন হয়ে পড়েছি। তাই শত্রুরাও আমাকে উপহাস করেছে এবং বিক্রমশালী পাণ্ডবেরাও আমাকে অবজ্ঞার সঙ্গেই দেখেছে।"

রাজা দুর্যোধন এই চিন্তা করে দুঃশাসনকে বললেন, "ভরতনন্দন দুঃশাসন! তুমি আমার কথা শোনো। আমি তোমাকে অভিষিক্ত করছি, তুমি তা স্বীকার করো, রাজা হও এবং কর্ণ ও শকুনির সহায়তায় এই বিশাল পৃথিবী শাসন করো। ইন্দ্র যেমন দেবগণকে পালন করেন, তুমি তেমনই বিশ্বস্তভাবে ভ্রাতৃগণকে পালন করো। দেবতারা যেমন ইন্দ্রকে আশ্রয় করে জীবন ধারণ করেন, বন্ধুগণও তোমাকে আশ্রয় করে জীবন ধারণ করবেন। তুমি সর্বদাই সাবধানে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ব্যবহার করবে এবং বন্ধুগণ ও মিত্রগণের অবলম্বন হবে। আর বিষ্ণু যেমন দেবতাদের পর্যবেক্ষণ করেন, তুমি তেমনই জ্ঞাতিগণকে পর্যবেক্ষণ করবে এবং গুরুজনদের রক্ষা করবে। যাও, বন্ধুদের আনন্দিত করে ও শত্রুদের তিরস্কৃত করতে থেকে পৃথিবী শাসন করো।" এই কথা বলে দুর্যোধন দুঃশাসনের কণ্ঠ আলিঙ্গন করে বললেন, "যাও।"

দুর্যোধনের সেই কথা শুনে দুঃশাসন কাতর, বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠ, অতি দুঃখিত ও কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রণাম করে জ্যেষ্ঠভ্রাতা দুর্যোধনের পায়ের উপর মাথা রেখে গদগদভাবে বললেন, "প্রসন্ন হোন।" দুঃশাসন চোখের জলে দুর্যোধনের পা ধুইয়ে দিতে দিতে বললেন, "এ ঘটনা কখনও ঘটবে না। যদি সমগ্র পৃথিবী বিদীর্ণ হয়, আকাশ খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়, সূর্য নিজের প্রভা পরিত্যাগ করেন এবং চন্দ্রও শীতল কিরণ বর্জন করেন, যদি বায়ু দ্রুত গমন ত্যাগ করেন, হিমালয় বিচলিত হয়, সমুদ্রের জল শুকিয়ে যায় এবং যদি অগ্নি উষ্ণতা ত্যাগ করেন, তবুও আমি আপনাকে ছাড়া রাজ্য শাসন করব না। আপনি প্রসন্ন হন।" দুঃশাসন এই কথা বারবার বলতে লাগলেন।

তখন কর্ণ, দুর্যোধন ও দুঃশাসনকে অত্যন্ত ব্যথিত দেখে, নিজেও ব্যথিত হয়ে তাঁদের বললেন, "কুরুনন্দনদ্বয়, তোমরা সাধারণ লোকের মতো কেন শোকগ্রস্ত হচ্ছ। শোক কখনও শোকের নিবৃত্তি করে না। শোক করে কি শোককারীর বিপদ কাটে? ধৈর্য অবলম্বন করো, শোক করে শত্রুদের আনন্দিত কোরো না।

কর্ত্তব্যং হি কৃতং রাজন্! পাণ্ডবৈস্তব মোক্ষণম্।
নিত্যমেব প্রিয়ং কার্যং রাজ্ঞো বিষয়বাসিভিঃ ॥ বন : ২০৮ : ৬৬ ॥

রাজা! পাণ্ডবেরা যে তোমাদের মুক্ত করে দিয়েছে, সেটা তারা কর্তব্য কার্যই করেছে। কারণ, রাজ্যবাসী লোকেদের সর্বদাই রাজার প্রিয় কার্য করা উচিত।

"বিশেষত তুমি রক্ষা করছ বলেই তারা নিরুপদ্রবে বাস করছে। এই অবস্থায় সাধারণ লোকের মতো তুমি দৈন্য প্রকাশ করতে পারো না। তুমি প্রায়োপবেশনের সংকল্প করায় তোমার ভ্রাতারা অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছেন। অতএব তুমি ওঠো, সহোদরদের আশ্বস্ত করো এবং চলো। তোমার মঙ্গল হবে। রাজা! আজ জীবনে প্রথম তোমার হৃদয়ের দুর্বলতা দেখলাম। সে যাই হোক, তুমি সদ্য শত্রুগণের বশীভূত হয়েছিলে; এই অবস্থায় পাণ্ডবেরা তোমাকে মুক্ত করেছে, তাতে আশ্চর্যের কী আছে? কারণ, সৈন্যব্যবসায়ী লোকেরা বা রাজ্যবাসী লোকেরা, পরিচিত অপরিচিত যাই হোক, সর্বদাই রাজার প্রিয়কার্য করবে। তারপর যুদ্ধে প্রধান প্রধান লোকেরা শত্রুর হাত থেকে সৈন্যদের রক্ষা করেন, সৈন্যরাও তাঁদের মুক্ত করে থাকে। সৈন্যব্যবসায়ীরা তো বটেই, রাজ্যবাসীরাও সর্বদা রাজার উপকারের চেষ্টা করবেন। এই যদি জগতের রীতি হয়, তবে তোমার রাজ্যে বাসকারী পাণ্ডবেরা তোমাকে মুক্ত করায় বিলাপের কারণ কী আছে? বরং রাজা তুমি যখন সৈন্য নিয়ে গন্ধর্বদের আক্রমণ করতে যাচ্ছিলে, তখন পাণ্ডবেরা যে তোমার পিছনে যায়নি, এটাই তারা ভাল করেনি। বিশেষত যখন পাণ্ডবেরা পূর্বেই তোমার দাস হয়ে আছে। আরও একটা কথা তোমাকে মনে রাখতে হবে, তুমি আজও পাণ্ডবদের সমস্ত রত্ন ভোগ করছ, তথাপি তারা কিন্তু ধৈর্য ধরেই আছে। তারা তোমার মতো প্রায়োপবেশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। অতএব রাজা ওঠো, বিলম্ব কোরো না। তুমি যদি আমার কথা না শোনো, তা হলে আমি তোমার চরণযুগলের সেবা করতে এখানেই থাকব। কারণ আমি তোমাকে ছাড়া জীবনযাপন করতে পারব না। তুমি প্রায়োপবেশনে বসে অন্য রাজাদের কাছে হাস্যাস্পদ হবে।"

কর্ণের সমস্ত বক্তব্য শুনেও দুর্যোধন সংকল্প ত্যাগ করলেন না। তখন সুবলনন্দন শকুনি তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলতে লাগলেন, "কুরুনন্দন, কর্ণের উপযুক্ত কথা তুমি শুনেছ। আমি দ্যূতক্রীড়া করে তোমাকে বিশাল সম্পদ এনে দিয়েছি। তুমি মোহ ও নির্বুদ্ধিতাবশত তা পরিত্যাগ করে প্রাণত্যাগ করতে চাইছ কেন? বুঝলাম, তুমি বৃদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করনি। যে লোক উপস্থিত হর্ষ বা বিষাদকে নিরুদ্ধ করতে না পারে, সে লোক সম্পদ লাভ করেও জলে কাঁচা মাটির পাত্রের মতো বিনষ্ট হয়ে যায়। অত্যন্ত ভীরু, অত্যন্ত নিস্তেজ, দীর্ঘসূত্র, সাবধান ও অত্যন্ত বিষয়াসক্ত রাজার প্রতি প্রজাদের ভক্তি থাকে না। পাণ্ডবেরা তোমার গৌরব করেছে, তোমার আনন্দ হওয়ার কথা; পাণ্ডবেরা যে ভাল কাজটা করেছে,

তুমি শোক করে সেটাকে খারাপ করে দিচ্ছ। যে বিষয়ে তোমার আনন্দ করা উচিত ও পাণ্ডবদেরও আনন্দ করা উচিত, তুমি বিপরীত ব্যবহার করে সেখানেই শোক করছ। অতএব প্রসন্ন হও, প্রাণত্যাগ কোরো না, সন্তুষ্ট হয়ে পাণ্ডবদের উপকার স্মরণ করো। তাদের রাজ্য ফিরিয়ে দাও এবং যশ ও ধর্ম লাভ করো। অথবা এই কার্যের আদেশ দিয়েই তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, ভ্রাতৃসৌহার্দ্য স্থাপন করে, পৈতৃক রাজ্য পাণ্ডবদের ফিরিয়ে দাও।"

দুর্যোধন শকুনির কথা শুনে, ভ্রাতৃসৌহার্দ্যে আকুল ও পদপ্রান্তে পড়ে থাকা দুঃশাসনকে দু'হাতে তুলে ধরে আলিঙ্গন করলেন ও তার মস্তকাঘ্রাণ করলেন। আর দুর্যোধন—কর্ণ ও শকুনির কথা শুনে পরিপূর্ণ আত্মগ্লানিতে জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ ও বন্ধুদের বললেন, "বন্ধুগণ, ধর্ম, ধন, সুখ, প্রভুত্ব, আদেশ বা ভোগদ্বারা আমার আর কোনও প্রয়োজন নেই; আপনারা আমার সংকল্প নষ্ট করবেন না, চলে যান। আমি প্রায়োপবেশন বিষয়েই মনস্থির করেছি; আপনারা সকলে হস্তিনায় গমন করুন; আমার গুরুজনবর্গকে গৌরবের সঙ্গে রক্ষা করবেন।" দুর্যোধন এই কথা বললে, সেই বন্ধুগণ শত্রুবিজয়ী দুর্যোধনকে বললেন, "ভরতনন্দন! আপনার যে অবস্থা, আমাদেরও সেই অবস্থাই হবে। কারণ আপনাকে ছাড়া আমরা কী করে হস্তিনায় প্রবেশ করব?" শকুনি, কর্ণ, দুঃশাসন, মন্ত্রিগণ, জ্ঞাতিগণ দুর্যোধনকে সংকল্পচ্যুত করতে পারলেন না।

রাজশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন স্বর্গলাভের ইচ্ছায় পবিত্র কুশময় কৌপীন ধারণ করে ও মৌনী হয়ে স্নানপ্রভৃতি বাইরের ক্রিয়া পরিত্যাগ করে, মনে মনে ইষ্টদেবতার পূজা করে, বিশেষ নিয়ম ধারণ করে, আচমন করে, ভূতলে কুশের আস্তরণ পেতে তার উপর উপবেশন করলেন।

ওদিকে দেবগণকর্তৃক পাতালবাসী রৌদ্রমূর্তি দৈত্য ও দানবগণ দুর্যোধনের প্রায়োপবেশনের কথা জানতে পেরে, সেটা তাদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে বিবেচনা করে দুর্যোধনকে নিজেদের কাছে আনবার জন্য বেদোক্ত যজ্ঞ আরম্ভ করল। মন্ত্রবিশারদ যাজ্ঞিকেরা তখন বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য নির্দেশিত এবং অথর্ববেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা—মন্ত্র ও জপযুক্ত যে সমস্ত ক্রিয়া উপনিষদে বলা আছে, সেইসব ক্রিয়া করতে আরম্ভ করলেন। আর দৃঢ়ব্রতপরায়ণ ও বেদবেদাঙ্গ পারদর্শী ব্রাহ্মণেরা বিশেষভাবে একাগ্রচিত্তে অগ্নিতে দুগ্ধ ও হবিদ্বারা হোম করতে লাগলেন। এইভাবে সেই কার্য শেষ হলে, অত্যন্ত আশ্চর্য এক কৃত্যা (অভিচারিকী দেবতা) হাঁ করে যজ্ঞভূমিতে উত্থিত হল এবং বলল, "আমি কী করব?" তখন দৈত্য ও দানবেরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বলল, "তুমি প্রায়োপবিষ্ট রাজা দুর্যোধনকে এখানে নিয়ে এসো।"

কৃত্যা তখনই গিয়ে দুর্যোধনকে পাতালপুরীতে দৈত্য, দানবদের কাছে এনে উপস্থিত করল। তখন দানবেরা অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে, উৎফুল্ল নয়নে দুর্যোধনকে বলল—

ভোঃ সুযোধন! রাজেন্দ্র! ভরতাণাং কুলোদ্বহ!।
শূরৈঃ পরিবৃতো নিত্যং তথৈব চ মহাত্মভিঃ ॥
অকার্ষীঃ সাহসমিদং কস্মাৎ প্রায়োপবেশনম্।
আত্মত্যাগী হ্যধো যাতি বাচ্যতাঞ্চাযশস্করীম্ ॥ বন : ২০৯ : ২৯-৩০ ॥

"হে ভরতকুলধুরন্ধর রাজশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন! আপনি সর্বদাই বীর ও মহাত্মাগণে পরিবৃত থাকেন। অতএব, আপনি কী জন্যে এই প্রায়োপবেশনরূপ সাহসের কার্য করছেন? আত্মহত্যাকারী লোকের অধোগতি ও লোকনিন্দা হয়ে থাকে।

"আপনার তুল্য বুদ্ধিমান লোকেরা কর্তব্যের বিপরীত, বহু পাপজনক এবং মূলনাশক কার্যে কখনও প্রবৃত্ত হন না। অতএব রাজা ধর্ম, অর্থ, সুখ, যশ, প্রতাপ ও শক্তির নাশকারী এবং শত্রুদের আনন্দজনক এই সংকল্প ত্যাগ করুন। আপনি যথার্থ ঘটনা শ্রবণ করুন ও নিজের স্বর্গীয়তা ও শরীরনির্মাণের বিষয় অবগত হোন, তারপর ধৈর্য ধারণ করুন। আমরা দীর্ঘকাল তপস্যা করে মহাদেবের কাছ থেকে আপনাকে লাভ করেছি। তিনি বজ্রতুল্য দৃঢ় উপকরণদ্বারা আপনার দেহের নাভির উপরের অংশ নির্মাণ করেছেন। সুতরাং ওই অংশ অস্ত্রশস্ত্রের দুর্ভেদ্য। আর দেবী পার্বতী আপনার নাভির নিম্নভাগকে পুষ্পের মতো কোমল ও রূপে স্ত্রীদের মনোহর করে সৃষ্টি করেছেন। আপনার দেহ শিব-পার্বতীর নির্মিত। সুতরাং আপনি সাধারণ লোক নন—আপনি স্বর্গীয় লোক।

"তারপর শত্রুরা স্বর্গীয় অস্ত্র জানলেও, ভগদত্ত প্রভৃতি মহাবীর ক্ষত্রিয়েরা তাঁদের সংহার করবেন। সুতরাং আপনি বিষণ্ণ হবেন না এবং আপনার কোনও ভয়ও নেই। বিশেষত দানবেরা আপনাকে সাহায্য করার জন্যই ভূতলে জন্মগ্রহণ করেছেন। তারপর, অন্য অসুরেরাও ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কৃপ প্রভৃতির দেহে প্রবেশ করবেন; তার ফলে দয়া প্রভৃতি বিসর্জন দিয়ে আপনার শত্রুগণের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। তখন তাঁরা যুদ্ধে পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, শিষ্য, জ্ঞাতি, বালক ও বৃদ্ধকেও প্রহার করতে ছাড়বেন না। দানবেরা এঁদের চিত্তে অবস্থান করে বিকৃত করে দেবেন, এঁরা স্নেহ দূরে বিসর্জন দিয়ে বন্ধুদেরও প্রহার করবেন।

"পুরুষকারশালী বীরগণ আত্মশ্লাঘা করতে থেকে সর্বপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপ করে লোকক্ষয় করবেন। সেই মহাত্মা পঞ্চপাণ্ডবও যুদ্ধ করবেন বটে; তবে দৈবশালী মহাবীরগণ তাঁদের বধ করবেন। দৈত্যগণ ও রাক্ষসগণ গিয়ে ক্ষত্রিয়যোনিতে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁরা যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ করে গদা, মুষল, শূল ও অন্য নানাবিধ অস্ত্র দ্বারা আপনার শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। রাজা আপনার মনে যে অর্জুন সম্পর্কে ভীতি আছে, সে বিষয়েও আমরা অর্জুন বধের উপায় করে রেখেছি। নিহত নরকাসুরের আত্মা গিয়ে কর্ণের দেহ আশ্রয় করে আছে। সেই আত্মাই পূর্ব শত্রুতা স্মরণ করে কৃষ্ণ ও অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।

"বিক্রমগর্বিত, যোদ্ধশ্রেষ্ঠ ও মহারথ কর্ণই যুদ্ধে অর্জুনকে এবং আপনার সমস্ত শত্রুকে জয় করবেন। এই ঘটনা বুঝতে পেরেই দেবরাজ ইন্দ্র অর্জুনকে রক্ষা করার জন্য ছল করে কর্ণের কবচ ও দুটি কুণ্ডল অপহরণ করবেন। আমরাও এ বিষয়ে শত শত সহস্র সহস্র দৈত্য ও রাক্ষস নিযুক্ত করে রেখেছি, যারা সংশপ্তক নামে বিখ্যাত। এই বীর সংশপ্তকেরা অর্জুনকে বধ কববেন। অতএব আপনি শোক করবেন না। কারণ আপনি এই নিষ্কণ্টক পৃথিবী ভোগ করবেন। আপনি বিষণ্ণ হবেন না, প্রায়োপবেশন আপনার পক্ষে অত্যন্ত অনুচিত কাজ। কারণ, আপনি বিনষ্ট হলে আমাদের পক্ষটাই হীন হয়ে পড়ে। আপনি হস্তিনায় যান। অন্য কোনও প্রকার বুদ্ধি করবেন না।"

দানবদৈত্যশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ দুর্যোধনকে এই কথা বলে আলিঙ্গন করে বিদায় দিল এবং

তারা আশ্বাস দিল যে, দুর্যোধন জয়লাভ করবেন এবং তারপর সেই কৃত্যাই আবার দুর্যোধনকে তাঁর প্রায়োপবেশনের স্থানে নিয়ে এল। কৃত্যা বিদায় নিলে দুর্যোধন ধারণা করলেন যে তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করবেন। সংশপ্তকেরা এবং কর্ণ অবশ্যই অর্জুনকে বধ করতে পারবেন। এইরকম স্বপ্ন দর্শন করায় পাণ্ডবদের তিনি পরাজিত করতে পারবেন বলে দুর্যোধন মনে করলেন, নরকাসুরের আত্মা কর্ণের দেহমধ্যে প্রবেশ করায় কর্ণও অর্জুনবধে কৃতসংকল্প হলেন। রাক্ষসেরা গিয়ে সংশপ্তকদের চিত্তে আবিষ্ট হওয়ায় তারাও অর্জুনবধের অভিলাষী হল। আবার দানবাক্রান্ত হওয়ায় ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপও পূর্বের ন্যায় পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহশীল থাকলেন না। দুর্যোধন এই স্বপ্নবৃত্তান্ত কাউকে বললেন না। রাত্রিশেষে কর্ণ গিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে ঈষৎ হাস্যের সঙ্গে বললেন, "মানুষ মরে গিয়ে শত্রুজয় করতে পারে না। জীবিত থাকলেই নানাবিধ মঙ্গল দেখতে পায়। তারপর এটা তোমার মরণ বা বিষাদের সময় নয়। অতএব রাজা ওঠো। তুমি চিরকাল শত্রুদের শাসন করেছ, এখন চিন্তিত হচ্ছ কেন? আমি তোমার কাছে সত্য প্রতিজ্ঞা করছি যে, তেরো বছর পূর্ণ হলে আমি পাণ্ডবদের তোমার বশে এনে দেব।" কর্ণ এই কথা বলায়, দুঃশাসন প্রভৃতি প্রণাম করায় দুর্যোধন উঠে দাঁড়ালেন এবং দুর্যোধনের আদেশে শকুনি, কর্ণ, দুঃশাসন প্রভৃতি হস্তিনায় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন। ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত, মহারাজ বাহ্লিক ও অন্য কুরুবংশীয়েরা চতুরঙ্গ সৈন্য নিয়ে দুর্যোধনের পিছনে পিছনে যেতে লাগলেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁরা সকলেই হস্তিনায় প্রবেশ করলেন।

দুর্যোধনের প্রায়োপবেশন মহাভারতের এক দুর্লভ মুহূর্ত। কৃতকর্মের জন্য বিলাপ করা দুর্যোধনের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কর্ণের মৃত্যুর পরই কেবল দুর্যোধনকে হাহাকার করতে দেখা যায়। গন্ধর্ব চিত্রসেনের নিকট পরাজিত হওয়া ও পাণ্ডবদের দ্বারা মুক্তিলাভ করায় আত্মগ্লানি দুর্যোধনকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলেছিল। পাণ্ডবদের দ্বারা মুক্তিলাভ করা দেহ তিনি ধ্বংস করে ফেলতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রায়োপবেশন সংকল্প সাজানো ছিল না, যথার্থ ছিল। আপন ভ্রাতা ও কুলললনাদের তিনি রক্ষা করতে পারেননি। পাণ্ডবেরা তাঁর কুল রক্ষা করে দিয়েছেন। উপহাস করতে এসে তিনি নিজেই উপহাসের পাত্রে পরিণত হয়েছেন। অতএব তাঁর জীবিত থাকার অধিকার নেই।

এই অংশে দুর্যোধনের চরিত্রের আরও একটি বৈশিষ্ট্য পাঠকের সামনে ফুটে ওঠে। কৃতকর্মের ফল দুর্যোধন একাই ভোগ করেছেন। তাঁর পরামর্শদাতাদের, বিশেষত শকুনি ও কর্ণকে তিনি একটিও কটু বাক্য বলেননি। কর্ণ যুদ্ধ থেকে পালিয়েছিলেন। সে কারণেও তিনি কর্ণের নিন্দা করেননি। তাঁর আত্ম-অভিমান অত্যন্ত প্রবল ছিল। ঘটনার দায়িত্ব তাঁর। কর্ণ ইত্যাদিরা তাঁর আদেশ পালন করেন মাত্র।

মহাভারতে স্বাভাবিকভাবেই পাণ্ডবদের কথা অনেক বেশি। কৌরব অন্তঃপুরে ব্যাসদেব খুব বেশি প্রবেশ করেননি। কৌরব ভ্রাতাদের পারস্পরিক সম্পর্ক খুব বেশি আলোচিত

হয়নি। দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার ক্ষেত্রে বিকর্ণ জ্যেষ্ঠভ্রাতার আচরণের নিন্দা করেছিলেন। কিন্তু তিনিও যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষে থেকেই প্রাণ দিয়েছিলেন। দুঃশাসন ছিলেন দুর্যোধনের সকল পাপকার্যের প্রধান সহায়। কিন্তু 'প্রায়োপবেশন' অংশটি পাঠ করলে বোঝা যায় দুর্যোধনের প্রতি দুঃশাসনের শ্রদ্ধা, ভক্তি, কতটা গভীর ছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে তিনি পিতার মতো মনে করতেন। তাঁর অভাবের কল্পনাও দুঃশাসন করতে পারতেন না। অবশ্য, এটা দ্বাপর যুগের একটা বৈশিষ্ট্যই বলা চলে। পাণ্ডবেরা চার ভাইও যুধিষ্ঠিরকে দেবতার মতো ভক্তি করতেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির তো ভক্তির পাত্র ছিলেনই। দুর্যোধনকে ভক্তি করা সাধারণ পাঠকের পক্ষে অসম্ভব। বিষ দান করে মেরে ফেলা, পুড়িয়ে মারা—এসব ঘটনা দুর্যোধনের কাছে ছেলেখেলা ছিল। কুলস্ত্রী দ্রৌপদীকে তিনি ভোগ করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তবুও কৌরব ভ্রাতারা দুর্যোধনকে শ্রদ্ধা করতেন। বনবাস যাত্রার প্রাক্কালে বিদায় ভাষণ দিতে গৃহে ধৃতরাষ্ট্র বলেছিলেন, "দুর্যোধন আপনাদের প্রতি কখনও প্রতিকূল আচরণ করেনি।" ব্রাহ্মণেরা তা স্বীকার করেছিলেন। আপন ভ্রাতা, প্রজাপুঞ্জ সম্পর্কে দুর্যোধনের আচরণ আদর্শ ছিল।

শকুনির দুর্যোধনকে হিতোপদেশ ব্যঙ্গ হিসাবেই গ্রহণ করতে হবে। কর্ণ চরিত্র অতিশয় নিন্দনীয়। আপন আচরণ সম্পর্কে তাঁর কোনও লজ্জা বোধ হয়নি। দুর্যোধনকে সান্ত্বনা দেবার মধ্যেও তাঁর নির্লজ্জ মনোভাব ফুটে উঠেছে। পরাজিত হয়েও তাঁর কোনও গ্লানি নেই, তখনও কর্ণ বড় বড় কথা বলে চলেছেন। অর্জুনবধের প্রতিজ্ঞা করছেন। পাণ্ডবেরা যে কুল রক্ষা করলেন, এ বিষয়ে কোনও প্রশংসা বাক্য নয়—এটা পাণ্ডবেরা করতে বাধ্য, তাই করেছে—এই হল কর্ণের যুক্তি।

দুর্যোধন প্রায়োপবেশন সংকল্প ত্যাগ করলেন শকুনি কিংবা কর্ণের কথায় নয়। স্বপ্নে দানব ও দৈত্যদের আশ্বাসেই। দুর্যোধনের প্রতিশোধস্পৃহা আরও বাড়ল। তাঁর জীবন রক্ষার প্রয়োজন, কারণ, পাণ্ডবদের ধ্বংস করতে হবে। পাণ্ডবদের ধ্বংস না করা পর্যন্ত দুর্যোধন মরতেও পারবেন না।

৪৬

দুর্যোধনের বৈষ্ণবযজ্ঞ ও কর্ণের প্রতিজ্ঞা

দ্বৈতবন থেকে পরাজিত ও হতমান দুর্যোধন হস্তিনায় প্রবেশ করলে, বিশেষত বনবাসকারী পাণ্ডবদের হাত থেকে তিনি মুক্তিলাভ করায় রাজসভায় বসেই ভীষ্ম দুর্যোধনকে বললেন, "বৎস! তুমি যখন দ্বৈতবনে যাবার ইচ্ছা করেছিলে তখনই তোমাকে বলেছিলাম, তোমার দ্বৈতবনে যাত্রা আমার অভিপ্রেত নয়। তুমি আমার কথা অগ্রাহ্য করেই সেখানে গিয়েছিলে। তারপর তোমাকে গন্ধর্বেরা বলপূর্বক ধরে নিয়ে গিয়েছিল এবং ধর্মজ্ঞ পাণ্ডবেরা তোমাকে মুক্ত করে দিয়েছে। তবুও তোমার কোনও লজ্জা দেখা যাচ্ছে না। গান্ধারীনন্দন! তখন সৈন্যগণের সামনে এবং তুমি সৈন্যগণকে ডাকছিলে— এই অবস্থাতেই সূতপুত্র কর্ণ ভীত হয়ে গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছিল। সুতরাং, তুমি নিজেই মহাত্মা পাণ্ডবদের ও দুর্মতি কর্ণের বিক্রম প্রত্যক্ষ করেছ। কর্ণ ধনুর্বেদে, বীরত্বে বা ধর্মে পাণ্ডবদের ক্ষমতার এক চতুর্থ অংশেরও অধিকারী নয়। সুতরাং আমি মনে করি, কর্ণের উপর নির্ভর করে নয়, কুরুবংশের উন্নতির জন্যই মহাত্মা পাণ্ডবদের সঙ্গে তোমার সন্ধি করা উচিত।"

ভীষ্মের কথা শুনে দুর্যোধন মৃদু ব্যঙ্গের হাসি হেসে শকুনির সঙ্গে সভাস্থলের বাইরে চলে গেলেন। দুর্যোধন চলে গেলেন দেখে কর্ণ ও দুঃশাসন প্রভৃতি ধনুর্ধরগণ মহাবল দুর্যোধনের অনুগমন করলেন। তাঁরা এইভাবে চরম উপেক্ষা দেখিয়ে প্রস্থান করলে কুরুপিতামহ ভীষ্ম লজ্জায় আকুল হয়ে আপন ভবনে প্রস্থান করলেন।

ভীষ্ম চলে গেলে দুর্যোধন আবার রাজসভায় ফিরে এলেন এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্ত্রণা আরম্ভ করলেন। "বর্তমান সময়ে কোন কার্য আমাদের পক্ষে ভাল হয়, কোন কার্য অবশিষ্ট আছে এবং আমার যাতে হিত হবে, সেই কার্য কীভাবে সম্পাদিত হবে, সেই সব বিষয়ে এখন আমরা আলোচনা করব।"

কর্ণ বললেন, "হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ। অরিন্দম দুর্যোধন। আমার কথা শোনো এবং আমার কথা অনুযায়ী কাজ করলে তোমার মঙ্গল হবে। তোমার রাজ্য এখন নিষ্কণ্টক; সুতরাং ইন্দ্রের মতো উদারচিত্তে রাজ্য পালন করতে থাকো।"

কর্ণের কথা শুনে দুর্যোধন কর্ণকে বললেন, "পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি যার সহায় এবং যার প্রতি অনুরক্ত আছ, তার পক্ষে কোনও কিছুই দুর্লভ নয়। তুমি আমার হিতসাধনে সর্বদাই উদ্যোগী আছ। সে যাই হোক, আমার অভিপ্রায় তুমি শ্রবণ করো। কর্ণ! যুধিষ্ঠিরের মহাযজ্ঞ রাজসূয় দেখে আমারও তা করবার ইচ্ছা হয়েছে; সুতরাং তা তুমি সম্পন্ন করো।" দুর্যোধনের

কথা শুনে কর্ণ বললেন—

তবাদ্য পৃথিবী বীর! নিঃসপত্না নৃপোত্তম।
তাং পালয় যথা শক্রো হতশত্রুর্মহামনাঃ ॥ বন : ২১০ : ১৬ ॥

"রাজশ্রেষ্ঠ! এখন সকল রাজাই তোমার বশীভূত আছেন। ইন্দ্র যেমন শত্রু পরাজিত হলে দেবতাদের পালন করেছিলেন, তুমি তেমনই করো।" ব্রাহ্মণদের আহ্বান করো এবং যথাবিধানে সেই যজ্ঞের সামগ্রী ও উপকরণ সংগ্রহ করো। বেদপারদর্শী যথোক্ত পুরোহিতেরা আহূত হয়ে শাস্ত্র অনুসারে তোমার কার্য করতে থাকুন। তোমার মহাযজ্ঞ প্রচুর খাদ্যোপযুক্ত ও মহাড়ম্বরপূর্ণ হয়ে উঠুক।"

দুর্যোধন পুরোহিতকে ডেকে এনে বললেন, "আর্য! আপনি আমার জন্য যথানিয়মে এবং যথাক্রমে যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয় অনুষ্ঠান করুন। সেই যজ্ঞে যাজ্ঞিকেরা প্রচুর দক্ষিণা পাবেন।"

পুরোহিত দুর্যোধনের কথা শুনে বললেন, "রাজশ্রেষ্ঠ! যুধিষ্ঠির জীবিত থাকতে আপনার বংশের আর কেউ রাজসূয় যজ্ঞ করতে পারবেন না। বিশেষত আপনার পিতা রাজা ধৃতরাষ্ট্র জীবিত আছেন এবং তিনি দীর্ঘায়ু। সে জন্যও আপনার পক্ষে এ যজ্ঞ করা বিরুদ্ধ। তবে রাজসূয় যজ্ঞ্যের তুল্য আর একটি মহাযজ্ঞ আছে। আপনি সেই যজ্ঞ করুন এবং আমার কথা শুনুন। আপনার অধীনে যে সকল করদ-রাজা আছেন, তারা কর দান করুন। স্বর্ণনির্মিত বস্তু ও মূল স্বর্ণ দান করুন। আপনার লোক সেই স্বর্ণদ্বারা একখানা লাঙ্গল নির্মাণ করুক এবং সেই লাঙ্গলদ্বারা আপনার যজ্ঞবাটির ভূমি কর্ষণ করুক। সেই স্থানে যথানিয়মে সর্বাঙ্গসম্পন্ন যজ্ঞ আরম্ভ হোক, তাতে প্রচুর অর্থ লাগবে এবং কোনওদিকে ব্যয়সংকোচ করা চলবে না। এই যজ্ঞের নাম 'বৈষ্ণবযজ্ঞ' এবং এ যজ্ঞ কেবলমাত্র সৎপুরুষেরাই করতে পারেন। বিশেষত পূর্বে এ যজ্ঞ বিষ্ণু ব্যতীত আর কেউ করেননি, এই মহাযজ্ঞ, যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয়ের সঙ্গে স্পর্ধা করে, অর্থাৎ রাজসূয়যজ্ঞ ও বৈষ্ণবযজ্ঞ সমান ফলদায়ক। আমরা এই মহাযজ্ঞ করতে চাই, এতে আপনার মঙ্গল হবে এবং যজ্ঞ যদি নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়, তবে আপনার সকল অভিলাষ পূরণ হবে।"

ব্রাহ্মণেরা এই পরামর্শ দিলে, দুর্যোধন, কর্ণ-শকুনি-দুঃশাসনের সঙ্গে সমস্ত বিষয় আলোচনা করলেন। তারাও এই যজ্ঞের বিষয় সহমত হল। দুর্যোধন যথাক্রমে কার্য করতে ভৃত্যদের আদেশ দিলেন। শিল্পীরা রাজার আদেশে লাঙ্গলও নির্মাণ করলেন, আর যথাক্রমে অন্য সকল কার্যও করলেন। তারপর শিল্পীরা সকলে গিয়ে দুর্যোধনের কাছে জানাল, সমস্ত কার্যই সুসম্পন্ন হয়েছে। তখন মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর গিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, "ভরতনন্দন রাজা! বৈষ্ণব নামক মহাযজ্ঞের সমস্ত আয়োজন হয়েছে এবং তা আরম্ভ করার সময়ও হয়েছে, আর মহামূল্য স্বর্ণলাঙ্গলও প্রস্তুত হয়েছে।" এই কথা শুনে রাজশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র সেই মহাযজ্ঞ শুরু করার আদেশ দিলেন।

তারপর সেই সর্বাঙ্গসুন্দর মহাযজ্ঞ আরম্ভ হল; দুর্যোধনও যথাবিধানে ও যথাক্রমে দীক্ষিত হলেন; ক্রমে প্রচুর অর্থ ব্যয় হতে লাগল। তখন আনন্দিত চিত্ত ধৃতরাষ্ট্র, মহাযশা বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ ও যশস্বিনী গান্ধারী দেবী রাজগণ ও ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করার

জন্য দ্রুতগামী দূত প্রেরণ করলেন। সেই দূতগণ দ্রুতগামী বাহনে চড়ে উপদেশানুযায়ী প্রস্থান করল। একজন বিশেষ দূতকে প্রস্থানকালে দুঃশাসন বললেন, "দূত! দ্রুত দ্বৈতবনে গমন করো এবং পাপিষ্ঠ পাণ্ডবগণকে ও সেখানকার ব্রাহ্মণগণকে যথানিয়মে নিমন্ত্রণ করো।" তারপর সেই দূত দ্বৈতবনে গিয়ে পাণ্ডবদের সকলকে প্রণাম করে বলল, "মহারাজ! রাজশ্রেষ্ঠ ও কৌরবপ্রধান দুর্যোধন আপন বাহুবল অর্জিত ধনরাশি লাভ করে যজ্ঞ করছেন। নানাস্থানের রাজপুত্র ও ব্রাহ্মণেরা সেখানে যাচ্ছেন। মহাত্মা কুরুরাজ দুর্যোধন আপনাদের নিমন্ত্রণ করতে আমাকে পাঠিয়েছেন। অতএব আপনারা গিয়ে দুর্যোধনের অভিলষিত সেই যজ্ঞ দর্শন করবেন।"

রাজা যুধিষ্ঠির দূতের সেই কথা শুনে বললেন, "পূর্বপুরুষদের কীর্তিবর্ধক রাজশ্রেষ্ঠ রাজা দুর্যোধন ভাগ্যবশত প্রধান যজ্ঞ করছেন। আমরাও সেখানে নিশ্চয়ই যাব কিন্তু কোনও মতেই এখন যাব না। কেন না, তেরো বছর আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।"

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে ভীম বললেন, "তেরো বছর পরে রাজা যুধিষ্ঠির যখন যুদ্ধযজ্ঞে অস্ত্র-শস্ত্র প্রজ্বলিত অগ্নিতে সেই দুর্যোধনকে নিক্ষেপ করবেন, তখনই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যাবেন। আর, ধার্তরাষ্ট্ররূপ কাষ্ঠ সকল অস্ত্রশস্ত্ররূপ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হতে থাকলে, পাণ্ডবেরা যখন ক্রোধরূপ হবি নিক্ষেপ করতে পারবেন তখন আমি যাব। দূত! এই কথাগুলি তুমি সেই দুর্যোধনকে বোলো।" অবশিষ্ট পাণ্ডবেরা কোনও অপ্রিয় কথা বললেন না; দূতও গিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত দুর্যোধনকে জানাল।

নানা স্থানের অধিপতি রাজারা ও মহাত্মা ব্রাহ্মণেরা দুর্যোধনের যজ্ঞস্থানে আগমন করলেন। তখন দান-মান দ্বারা শাস্ত্র অনুসারে যথাবিধানে এবং যথাক্রমে গৌরবান্বিত রাজারা পরম আনন্দিত ও প্রসন্ন হলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রও পরমানন্দিত ও সকল কৌরব পরিবেষ্টিত হয়ে বিদুরকে বললেন, "বিদুর! যজ্ঞভবনের সকল লোক যাতে অন্ন লাভ করে সুখী ও সন্তুষ্ট হয়, তা তুমি দেখো!" বিদুর সেই কথা শুনে তারতম্য অনুসারে সকল বর্ণেরই সম্মান করলেন। আগন্তুক ব্যক্তিমাত্রকেই চর্ব্য, পেয়, অন্ন, জল, সুগন্ধি মাল্য ও নানাবিধ বস্ত্র দান করলেন। এদিকে বীর ও রাজশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন নগরের বাইরে যথাবিধানে ও যথাক্রমে বাসভবন সমূহ নির্মাণ করে এবং নানাবিধ ধনধান দান করে মধুর বাক্য বলে আগত ব্রাহ্মণ ও রাজাদের বিদায় করলেন। এইভাবে সকল রাজাকে বিদায় দিয়ে ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হয়ে কর্ণ ও শকুনির সঙ্গে দুর্যোধন হস্তিনাপুর প্রবেশ করলেন।

দুর্যোধন হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলে স্তুতিপাঠকেরা ও অন্যসকল লোক তাঁর স্তব করতে লাগল। সেখানকার লোকেরা লাজ (খই) ও চন্দনচূর্ণ নিক্ষেপ করে বলতে লাগল, "রাজা! ভাগ্যবশত আপনার এই যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়েছে।"

বায়ুরোগগ্রস্ত কিছু লোক বলল, "আপনার এ যজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের সমান হয়নি।"

কিছু লোক বলল, "এ যজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের ষোলো ভাগের এক ভাগের সমানও হয়নি।"

তখন বন্ধুবর্গ বলল, "এ যজ্ঞ সকল যজ্ঞকে অতিক্রম করেছে। কারণ, যযাতি, নহুষ, মান্ধাতা ও ভরত এই যজ্ঞ করেই পবিত্র হয়ে স্বর্গে গিয়েছেন।" তখন দুর্যোধন রাজধানীতে

আনন্দিত চিত্তে আপন গৃহে প্রবেশ করলেন। তারপর দুর্যোধন— মাতা, পিতা, ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কৃপ প্রভৃতির এবং জ্ঞানী বিদুরের চরণযুগলে প্রণাম করলেন; তারপরে কনিষ্ঠ ভ্রাতারাও তাঁকে প্রণাম করলেন। দুর্যোধন উত্তম আসনে উপবেশন করলে কর্ণ গাত্রোত্থান করে দুর্যোধনকে বললেন, "ভরতশ্রেষ্ঠ, ভাগ্যবশত তোমার এই যজ্ঞ শেষ হল। পাণ্ডবেরা নিহত হলে এবং তুমি রাজসূয় যজ্ঞ করলে, আমি তোমাকে আবার অভিনন্দন জানাব।" কর্ণ আরও বললেন, "রাজশ্রেষ্ঠ আমার কথা শ্রবণ করো— যে পর্যন্ত অর্জুন নিহত না হবে, সে পর্যন্ত আমি অন্য লোক দ্বারা পাদ-প্রক্ষালন করাব না এবং মাংস খাব না, সর্ববিধ মদ্যপান বর্জন করব, আর যে-কোনও ব্যক্তিই কোনও প্রার্থনা করুক না, আমি 'নাই' একথা বলব না।"

কর্ণ অর্জুনবধের প্রতিজ্ঞা করলে মহাধনুর্ধর ও মহারথ কৌরবগণ মহা কোলাহল করে উঠল এবং তাদের মনে হল, পাণ্ডবেরা পরাজিত ও নিহত হয়েছে। দুর্যোধন পরম শান্তিতে আপন গৃহে প্রবেশ করলেন।

ওদিকে দূতমুখে যুধিষ্ঠিরের কানে কর্ণের প্রতিজ্ঞা পৌঁছল। কর্ণের অভেদ্য কবচ ও কুণ্ডলের কথা চিন্তা করে যুধিষ্ঠির সামান্য উদ্বিগ্ন হলেন। ইতোমধ্যে একদিন দ্বৈতবনের মৃগেরা যুধিষ্ঠিরের কাছে প্রার্থনা করলেন যে, তাঁদের প্রত্যহ মাংসাহারের ফলে মৃগের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের, ভার্যা ও অনুচরবর্গের সঙ্গে দ্বৈতবন ত্যাগ করলেন।

দুর্যোধনের বৈষ্ণবযজ্ঞ মহাভারতের এক দুর্লভ মুহূর্ত। এই মুহূর্তেই কর্ণ প্রতিজ্ঞা করলেন—

তমব্রবীত্তদা কর্ণঃ শৃণু মে রাজকুঞ্জর!
পাদৌ ন ধাবয়ে তাবদ্‌যাবন্ন নিহতোঽর্জনঃ
কীলালজং ন খাদেয়ং চরিষ্যে চাসুরব্রতম্‌।
নাস্তীতি নৈব বক্ষ্যামি যাচিতো যেন কেনচিৎ ॥ বন: ২১২: ১৫-১৬ ॥

এই প্রতিজ্ঞাই কর্ণের জীবনের কাল হয়ে দেখা দিল। "অর্জুন না মারা যাওয়া পর্যন্ত আমি অন্য লোক দিয়ে পা ধোওয়াব না, মাংস খাব না, মদ্যপান বর্জন করব"—প্রতিজ্ঞার এই পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু নাস্তীতি নৈব বক্ষ্যামি যাচিতো যেন কেনচিৎ— অর্থাৎ "প্রার্থীজনের কোনও প্রার্থনায় না বলব না"— এই ঘোষণা করে দিয়েই কর্ণ পিতৃদত্ত কবচ ও কুণ্ডল খোওয়ানোর সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেললেন। এই প্রতিজ্ঞা অর্জুনের পিতা দেবরাজ ইন্দ্রও শুনলেন। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা করা। ইন্দ্র এসে যথাসময়ে কবচ ও কুণ্ডল প্রার্থনা করবেন এবং কর্ণও আর অভেদ্য থাকবেন না।

কিন্তু এত বড় প্রতিজ্ঞা কর্ণ করলেন কেন? মনে হয়, গন্ধর্ব চিত্রসেন কর্তৃক দুর্যোধন, কৌরব ভ্রাতা ও কুরুললনাদের বন্দিত্বের কিছু দায় তাঁরও ছিল, একথা কর্ণ মনে মনে জানতেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ীই দুর্যোধন দ্বৈতবনে গিয়েছিলেন। অথচ কর্ণ দুর্যোধনকে

যুদ্ধক্ষেত্রে রেখে পালিয়েছিলেন। অর্জুন গিয়ে তাঁকে মুক্ত করে আনেন। অবশ্যই যুধিষ্ঠিরের আদেশে। অর্জুনকে পরাজিত করতে না পারলে কর্ণ দুর্যোধনের আস্থা পুরোপুরি লাভ করতে পারবেন না। তাই তাঁর এই শপথ। কিন্তু জীবনের মূল্যে যে এই শপথ তাঁকে শোধ করতে হবে, তা কর্ণ বুঝবেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঠিক পূর্বে। যখন তিনি আক্ষরিক অর্থেই রিক্ত হয়ে যাবেন। পিতৃদত্ত কবচ ও কুণ্ডল তিনি রাখতে পারবেন না। ঠিক তেমনই দেবরাজ ইন্দ্র প্রদত্ত একাঘ্নী শক্তিও তিনি যথাস্থানে প্রয়োগের জন্য রাখতে পারবেন না। নিয়তি তাঁকে নিশ্চিত পতনের দিকে নিয়ে যাবে। সেই পতনের পিছনে আছে গুরুর কাছে অসত্যভাষণ এবং ব্রাহ্মণের অভিশাপ।

৪৭

দুর্বাসার পারণ

পাণ্ডবেরা তখন কাম্যকবনে থেকে মুনিদের সঙ্গে নানাবিধ আলাপে আনন্দমগ্ন থাকতেন। আহারের অভাব তাঁদের ছিল না। যুধিষ্ঠির সূর্যের অষ্টোত্তর শত নাম তপস্যা করলে প্রীত সূর্যদেব এক অক্ষয় তাম্রস্থালী প্রদান করেছিলেন। সেই তাম্রস্থালীর খাদ্য দ্রৌপদীর আহার না হওয়া পর্যন্ত অক্ষয় থাকত। যারা অন্নের জন্য আসত, তাদের এবং ব্রাহ্মণদের সূর্যদত্ত অক্ষয় অন্ন দ্বারা ও নানাবিধ বন্য পশুর মাংস দ্বারা পরিতৃপ্ত করতেন, ফলে পাণ্ডবদের দিন মুনিঋষিদের সংস্পর্শে অত্যন্ত সুখেই কাটছিল।

এদিকে হস্তিনাপুরে দুষ্ট চতুষ্টয় সর্বদাই পাণ্ডবদের অনিষ্ট করার বিষয় বিশেষ সক্রিয়ভাবে চিন্তা করছিলেন। একদিন দুর্যোধন, শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসন মনোযোগ সহকারে এই বিষয়ে আলোচনা করছিলেন, তখন ধর্মাত্মা, তপস্বী ও অত্যন্ত যশস্বী দুর্বাসামুনি অযুত শিষ্য নিয়ে দুর্যোধন ভবনে আগমন করলেন। সুন্দরমূর্তি দুর্যোধন সেই অত্যন্ত ক্রোধী মুনিকে আগত দেখে ভ্রাতৃগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে, অভিমান ত্যাগ করে, প্রণয়ের সঙ্গে বিনীতভাবে আতিথ্যের জন্য তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন। তিনি নিজে ভৃত্যের মতো থেকে যথাবিধানে দুর্বাসার পূজা করলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্বাসাও সেখানে কয়েকদিন কাটালেন। রাজা দুর্যোধন তখন আলস্য পরিত্যাগ করে দিবারাত্র তাঁর পরিচর্যা করতে লাগলেন। "রাজা! আমার ক্ষুধার উদ্রেক করেছে, দ্রুত খেতে দাও।" এই বলে দুর্বাসা স্নান করতে যেতেন, অথচ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে বলতেন, "আজ আমার খিদে নেই; সুতরাং খাব না।"— এই কথা বলেই চলে যেতেন, আবার হঠাৎই এসে বলতেন, "এক্ষুনি আমাকে খেতে দাও।" কোনও কোনও দিন রাত্রি দুটোর সময় খেতে চাইতেন, কিন্তু খেতেন না অথচ তিরস্কার করতেন।

দুর্বাসা এই রকম আচরণ করতে থাকলেও যখন রাজা দুর্যোধন বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হলেন না তখন দুর্ধর্ষ দুর্বাসা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "ভরতনন্দন! আমি তোমাকে বরদান করব। দুর্যোধন তোমার মঙ্গল হোক, যা তোমার মনে আছে, সেই বরণ গ্রহণ করো। আমি সন্তুষ্ট হয়েছি বলে যা ধর্মসঙ্গত, তা তোমার সবই প্রাপ্য।" দুর্যোধনের মনে হল তাঁর যেন পুনর্জন্ম হয়েছে। তিনি পূর্বেই শকুনি প্রভৃতির সঙ্গে আলোচনা করে রেখেছিলেন যে, দুর্বাসা সন্তুষ্ট হলে কী বর প্রার্থনা করবেন। সুতরাং তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে এই বর প্রার্থনা করলেন, "ব্রাহ্মণ! আপনি যেমন শিষ্যগণের সঙ্গে আমার অতিথি হয়েছেন, তেমনই শিষ্যগণের সঙ্গে আপনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরেরও অতিথি হবেন। কারণ তিনি আমাদের বংশে

জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, ধার্মিক, গুণবান ও সচ্চরিত্র; এখন তিনি ভ্রাতৃগণের সঙ্গে কাম্যকবনে বাস করছেন। আর, আমার উপর অনুগ্রহ হয়ে যদি থাকে, তবে রাজপুত্রী, কোমলাঙ্গী, যশস্বিনী ও বরবর্ণিনী দ্রৌপদী যখন সমস্ত ব্রাহ্মণ ও পতিগণের ভোজনের পর নিজে ভোজন করে বিশ্রাম করবার জন্য সুখে উপবেশন করবেন, তখন আপনি সেখানে যাবেন।" "তোমার উপর সন্তোষবশত তাই করব" এই কথা দুর্যোধনকে বলে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দুর্বাসা শিষ্যগণের সঙ্গে চলে গেলেন। দুর্যোধন তখন অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে কর্ণের করমর্দন করলেন। তিনি মনে করলেন, তিনি কৃতার্থ হয়েছেন। কর্ণ তখন কৌরব ভ্রাতাদের বললেন, "ভাগ্যবশত। আমাদের অভিলাষ পূর্ণ হল। ভাগ্যবশত দুর্যোধনের শ্রীবৃদ্ধি হল এবং ভাগ্যবশত তোমাদের শত্রুগণ দুস্তর বিপদ সাগরে মগ্ন হল। কারণ, পাণ্ডবেরা দুর্বাসার কোপানলে পতিত হল এবং তারা নিজেদের পাপেই দুস্তর অন্ধকারে মগ্ন হল।" কৌরবেরা আনন্দের সঙ্গে নিজ নিজ গৃহে প্রবেশ করল।

তারপর কোনও এক সময়ে পাণ্ডবগণ ভোজন করে সুখে উপবেশন করে আছেন। দ্রৌপদীও ভোজনান্তে বিশ্রাম গ্রহণ করছেন— এই জেনে দুর্বাসা মুনি দশ হাজার শিষ্য নিয়ে সেই বনে এলেন। সদাচারপর ও মনোহর মূর্তি রাজা যুধিষ্ঠির সেই অতিথিকে আসতে দেখে ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে, তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি দুর্বাসামুনিকে উত্তম আসনে বসিয়ে, যথাবিধানে তাঁর পূজা করে, তাঁর প্রতি কৃতাঞ্জলি হয়ে, অতিথি হবার জন্য তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন এবং বললেন, "ভগবন্! আপনারা আহ্নিক করে সত্বর আগমন করুন"। "যুধিষ্ঠির এখন আমাকে ও শিষ্যদের কী ভোজন করাবেন" এই চিন্তা না করেই দুর্বাসামুনি শিষ্যদের সঙ্গে স্নান করতে গেলেন এবং গিয়ে একাগ্রচিত্তে জলে নিমগ্ন হলেন। এই সময়ে নারীশ্রেষ্ঠা ও পতিব্রতা দ্রৌপদী অন্নের জন্য গুরুতর চিন্তায় আকুল হয়ে পড়লেন। চিন্তা করেও অন্ন সংগ্রহের কোনও উপায় না দেখে, মনে মনে কংসারি কৃষ্ণের চিন্তা করতে লাগলেন—

> কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মহাবাহো! দেবকীনন্দনাব্যয়।
> বাসুদেব! জগন্নাথ! প্রণতার্ত্তিবিনাশন ৷৷
> বিশ্বাত্মন! বিশ্বজনক! বিশ্বহর্ত্তঃ! প্রভোঽব্যয়।
> প্রপন্নপাল! গোপাল! প্রজাপাল! পরাৎপর! ৷৷ বন : ২১৮ : ৭-৮ ৷৷

"কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মহাবাহু! দেবকীনন্দন! অবিনশ্বর! বাসুদেব! জগন্নাথ! প্রণত লোকের পীড়ানাশক! বিশ্বাত্মা! বিশ্বজনক! প্রভু! অচল! বিপন্নরক্ষক! গোপাল! প্রজারক্ষক! পরাৎপর! আকৃতি ও চিত্তি নামক চিত্তবৃত্তির প্রবর্তক! আমি তোমার উদ্দেশে নমস্কার করছি। আমরা নিরুপায় হয়ে পড়েছি; অতএব হে বরেণ্য! হে বরদ! হে অনন্ত! তুমি আমাদের উপায় হও। তুমি পুরাণপুরুষ! প্রাণ! মনোবৃত্তি প্রভৃতির অগোচর। সর্বাধ্যক্ষ! শ্রেষ্ঠাধ্যক্ষ! আমি তোমার শরণাপন্ন হলাম। কৃপা করে আমাকে রক্ষা করো। তুমি জগতের আদি ও অন্ত, তুমি পরম আশ্রয়। তুমি শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর জ্যোতি, তুমি জগতের আত্মা এবং তোমার মুখ সকল দিকেই রয়েছে। তুমি রক্ষা করলে কোনও বিপদের ভয় থাকে না।

কৃষ্ণ! কৌরবসভায় দুঃশাসনের লাঞ্ছনা থেকে তোমারই ইঙ্গিতে ধর্মদেব আমাকে রক্ষা করেছিলেন। এই মহাবিপদ থেকে তুমি আমাকে রক্ষা করো।"

দ্রৌপদীর এই স্তব, ভক্তবৎসল, জগৎপতি কৃষ্ণের কানে পৌঁছল। তিনি তখন শয্যায় পার্শ্ববর্তিনী রুক্মিণীকে পরিত্যাগ করে সেই স্থানে আগমন করলেন। কারণ, প্রভাবশালী ও জগদীশ্বর কৃষ্ণের গতি অচিন্তনীয়। দ্রৌপদী কৃষ্ণকে আসতে দেখে প্রণাম করে পরম আনন্দে দুর্বাসামুনির আগমনাদির কথা বললেন। কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বললেন, "কৃষ্ণা আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর। সুতরাং তুমি আমাকে সত্বর ভোজন করাও, পরে অন্য সকল করবে।" কৃষ্ণের কথা শুনে দ্রৌপদী লজ্জিত হয়ে বললেন, "সূর্যদত্ত স্থালীতে আমার ভোজন পর্যন্তই অন্ন থাকে। কিন্তু দেব! আমি ভোজন করেছি; অতএব অন্ন আর নাই।" তখন কমলনয়ন ভগবান কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বললেন, "দ্রৌপদী আমি ক্ষুধায় ও পরিশ্রমে অত্যন্ত পীড়িত; সুতরাং এটা পরিহাসের সময় নয়; অতএব সত্বর যাও, স্থালীটা এনে আমাকে দেখাও।"

যদুকুলশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ বিশেষ আগ্রহ করে স্থালী আনিয়ে তার এককোণে শাকান্ন দেখে তাই ভোজন করে দ্রৌপদীকে বললেন, "আমার এই ভোজন দ্বারাই যজ্ঞভোজী, জগদীশ্বর ও বিশ্বাত্মা নারায়ণদেব তৃপ্ত ও তুষ্ট হোন।" তারপর, জগতের ক্লেশনাশক মহাবাহু কৃষ্ণ সহদেবকে বললেন, "সহদেব! ভোজন করার জন্য এক্ষুনি মুনিগণকে আহ্বান করো।" মহাযশা সহদেব ভোজন করবার জন্য, মুনিগণকে আহ্বান করতে দ্রুত নদীর দিকে যাত্রা করলেন। ওদিকে দুর্বাসা প্রভৃতি মুনিরা তখন স্নান করবার জন্য দেবনদীতে গিয়ে জলে নেমে অঘমর্ষণসূক্ত জপ করছিলেন। হঠাৎ সেই স্নানরত অবস্থায় তাঁদের কণ্ঠ পর্যন্ত ঢেকুর উঠতে লাগল। পরম তৃপ্তিযুক্ত অন্নরসের উদ্গার দেহ-মধ্য হতে দেখে, জল থেকে উপরে উঠে গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে পরস্পরের মুখ দেখতে লাগলেন। তখন সেই ঋষিরা সকলে দুর্বাসাকে দেখে বললেন, "মহর্ষি! আমরা রাজা দ্বারা অন্ন প্রস্তুত করিয়ে স্নান করতে এসেছিলাম। এখন বোধ হচ্ছে— যেন ভোজন করায় কণ্ঠ পর্যন্ত পূর্ণ হয়ে গেছে। সুতরাং আমরা এখন ভোজনই বা কী করব, অনর্থক পাক করিয়েছি, সে বিষয়েই বা কী করব।" দুর্বাসা বললেন, "অনর্থক রন্ধন করিয়েছি বলে আমরা রাজর্ষি যুধিষ্ঠিরের কাছে গুরুতর অপরাধ করেছি; অতএব পাণ্ডবেরা যেন ক্রূর দৃষ্টিতে আমাদের দগ্ধ না করেন। রাজর্ষি ও জ্ঞানী অম্বরীষরাজার প্রভাব স্মরণ করে আমি হরির চরণাশ্রিত ব্যক্তিদের অত্যন্ত ভয় পাই। পাণ্ডবেরা সকলেই মহাত্মা, ধার্মিক, বীর, কৃতবিদ্য, ব্রতী, তপস্বী, সদাচারনিরত এবং সর্বদা কৃষ্ণপরায়ণ। অগ্নি যেমন তুলারাশি দগ্ধ করেন, তেমনই পাণ্ডবেরা আমাদের দগ্ধ করতে পারেন, অতএব শিষ্যগণ এদের দেখা না দিয়ে যে যেখানে পার পলায়ন করো।"

গুরু দুর্বাসা মুনি একথা বললে, সেই ব্রাহ্মণেরা সকলেই পাণ্ডবগণ সম্বন্ধে অত্যন্ত ভীত হয়ে তখনই দশ দিকে পালিয়ে গেলেন। ওদিকে সহদেব সেই দেবনদীতে এসে মুনিগণকে না দেখে, ঘাট এবং তীরবর্তী আশ্রমগুলিতে তাঁদের অন্বেষণ করতে থাকলেন। আশ্রমগুলির তপস্বীরা সহদেবকে বললেন, "তাঁরা চলে গিয়েছেন।" তপস্বীদের মুখে এই কথা শুনে সহদেব রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে সেই সংবাদ দিলেন। তখন সংযতচিত্ত পাণ্ডবেরা

সকলেই সেই মুনিগণের প্রত্যাগমনের আশা করে কিছুকাল অপেক্ষা করলেন। "হয়তো, দুর্বাসামুনি গভীর রাত্রে হঠাৎ এসে আমাদের প্রতারিত করবেন; অতএব এই দৈবঘটিত বিপদ থেকে আমরা কীভাবে উদ্ধার পাব।" এই চিন্তায় আকুল পাণ্ডবেরা বারবার নিশ্বাস ত্যাগ করছেন, একথা জেনে কৃষ্ণ এসে তাঁদের বললেন, "পাণ্ডবগণ, অত্যন্ত কোপনস্বভাব দুর্বাসার কাছ থেকে আপনাদের বিপদ উপস্থিত হয়েছে, এই জেনে দ্রৌপদী আমাকে স্মরণ করেছিলেন; তাই আমি দ্রুত এখানে এসেছি। এখন সেই দুর্বাসা থেকে আপনাদের কোনও ভয় নেই। কারণ, তিনি আপনাদের প্রভাবে ভীত হয়ে আগেই পালিয়ে গিয়েছেন। যাঁরা সর্বদা ধর্ম অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা কখনও বিপন্ন হন না। সে যাই হোক, আমি আপনাদের অনুমতি চাইছি, আমি যাব; আপনারা প্রতিমুহূর্তে মঙ্গলে থাকুন।" কৃষ্ণের কথা শুনে পাণ্ডবেরা সুস্থচিত্ত হলেন এবং নিরুদ্বেগে কৃষ্ণকে বললেন—"প্রভু! গোবিন্দ!

ত্বয়া নাথেন গোবিন্দ! দুস্তরামাপদং বিভো।
তীর্ণাঃ প্লবমিবাসাদ্য মজ্জমানা মহার্ণবে ॥ বন: ২১৮: ৪৪ ॥

"মহাসমুদ্রে মজ্জমান লোক যেমন ভেলা পেয়ে উত্তীর্ণ হয়, সেইরূপ আমরা তোমাকে রক্ষক পেয়ে দুষ্কর বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হলাম।"

"আশীর্বাদ করি— তোমার মঙ্গল হোক, তুমি যেতে পারো।" যুধিষ্ঠির এই আদেশ দিলে কৃষ্ণ দ্বারকানগরীর দিকে যাত্রা করলেন। পাণ্ডবেরাও দ্রৌপদীর সঙ্গে আনন্দিত চিত্তে এক বন থেকে অন্য বনে বিচরণ করতে থেকে কাম্যকবনে বাস করতে লাগলেন। দুর্যোধন বনবাসী পাণ্ডবদের ক্ষতি করতে বহুবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর একটিও চেষ্টা ফলবতী হয়নি।

'দুর্বাসার পারণ' মহাভারতের এক উজ্জ্বল দুর্লভ মুহূর্ত। প্রথমত দুর্যোধন ইত্যাদি দুষ্ট চতুষ্টয়ের চরিত্র উদ্‌ঘাটনে ঘটনাটি আমাদের সাহায্য করে। জন্মমুহূর্ত থেকে দুর্যোধনের জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল পাণ্ডবদের ক্ষতি করা, তাঁদের বিপন্ন করা, বিপদগ্রস্ত করা। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। কপট পাশা খেলে পাণ্ডবদের বনে পাঠিয়েও দুর্যোধনের ক্রোধ ঈর্ষা শেষ হয়নি— বনবাসী অবস্থাতেও তিনি পাণ্ডবদের ক্ষতি করতে চেয়েছেন। গো-গণনা ছলে পাণ্ডবদের ব্যঙ্গ করতে গিয়ে গন্ধর্ব চিত্রসেনের হাতে বন্দি হয়েছেন দুর্যোধন। তাঁর সর্বাপেক্ষা বড় পরামর্শদাতা কর্ণ পালিয়ে বেঁচেছিলেন। এবারও দুর্যোধনের প্রার্থনা পরাজিত হল, পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন তাঁর প্রার্থনাপূরণের বরদাতা— মহামুনি দুর্বাসা।

মুনি ঋষি হলে তিনি শক্তিমান ক্ষমতাবান হতে পারেন কিন্তু সর্বক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় হন না। দুর্বাসার চরিত্র আমাদের এই সত্য শিক্ষা দেয়। দুর্যোধনের প্রার্থনা শুনেই দুর্বাসা বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই প্রার্থনায় পাণ্ডবেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, বিপন্ন হবেন। তা সত্ত্বেও তিনি এই

প্রার্থনা পূরণ করতে এসেছিলেন। ক্ষমতার দম্ভে দুর্বাসা স্বাভাবিক ছিলেন না। তপস্যাকারী শ্রেষ্ঠ মুনি হয়েও তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন পাণ্ডবের মতো সদাচারী, ধর্মপরায়ণ, সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তিদের ক্ষতি করতে চাইলে ধর্ম তা সহ্য করেন না। পাণ্ডবদের প্রতারিত করতে এসে তাই দুর্বাসাকে পালাতে হল।

এই দুর্লভ মুহূর্তটির সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ঘটনাটি হল— এই প্রথম কৃষ্ণের ঐশী ক্ষমতার পরিচয় পেলেন পাঠক। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় কৃষ্ণ এসেছিলেন পাণ্ডবদের জতুগৃহে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণের জনশ্রুতি যাচাই করতে। ব্রাহ্মণবেশী পঞ্চপাণ্ডবকে দেখেই তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁর অনুমান যথার্থ। অগ্নিদাহে পাণ্ডবদের মৃত্যু ঘটেনি। স্বয়ংবর সভায় তিনি আত্মপরিচয় দেননি। দ্রৌপদীর স্বামী নির্বাচনের অনুকূলে আপন অভিমত জ্ঞাপন করে যুদ্ধ থামিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর পাণ্ডবদের অনুসরণ করে কুন্তীর কুটিরে যান, কুন্তীকে প্রণাম করে আপন পরিচয় দেন এবং অর্জুনের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে ফিরে যান। সেই ঘটনায় কৃষ্ণকে তীক্ষ্ণধী, অভ্রান্তবুদ্ধি মানুষরূপে আমরা চিনেছি।

খাণ্ডবদাহন কালে অর্জুনের সঙ্গে কৃষ্ণের বন্ধুত্ব আরও গভীর হল। অগ্নিদেবকে সহায়তা করে কৃষ্ণ লাভ করলেন সুদর্শন চক্র ও কৌমোদকী গদা। অর্জুন পেলেন গাণ্ডিব ধনু, দুই অক্ষয়-তূণীর ও দেবদত্ত রথ। এখনও পর্যন্ত কৃষ্ণকে উজ্জ্বলতম এক মহাবীর, শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী ব্যক্তিরূপেই আমরা দেখি। রাজসূয় যজ্ঞে ভীষ্মের মুখে আমরা শুনি কৃষ্ণই নারায়ণ— জগৎস্রষ্টা। তিনিই বিষ্ণু। পরে ধৃতরাষ্ট্রের মুখেও আমরা শুনেছি যে, কৃষ্ণই জগৎপতি, তিনি সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ। দেবতারা তাঁর পূজা করেন। শিশুপাল কৃষ্ণের নিন্দা করতে গিয়ে তাঁর বাল্যকালের পুতনা রাক্ষসী ইত্যাদি বধের ঘটনাগুলি ব্যঙ্গ করে বলতে আরম্ভ করলে, আমরা তাঁরই মধ্যে দিয়ে দিব্য এক মানুষের সন্ধান পাচ্ছিলাম। কিন্তু তখনও পর্যন্ত আমরা কৃষ্ণের মধ্যে এক অসাধারণ মানুষকেই দেখছিলাম। ভয়ংকর ক্রোধে কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র দিয়ে শিশুপালের মাথা কেটে ফেললে, আমরা তাঁর ভীষণ রূপ দেখেছিলাম, তাঁর ক্রোধের সম্মুখে শিশুপাল পক্ষীয় বীরদের শিশু বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু সেই ভয়ংকর কৃষ্ণও মানুষ ছিলেন।

'দুর্বাসার পারণ' অংশে এসে আমরা প্রথম জগন্নাথ, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, বিপন্ন ভক্তের স্মরণমাত্রই আবির্ভূত হয়ে, তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে দেখি। ঐশী মহিমাতেই দুর্বাসাকে তিনি পরাস্ত করলেন। কৃপাসিন্ধু হয়ে ভক্ত দ্রৌপদীর কাছে ছুটে এলেন পার্শ্বে শায়িতা রুক্মিণীকে পরিত্যাগ করে। দ্রৌপদীর মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। দুর্বাসা পাণ্ডবদের ক্ষতি করতে এসেছিলেন, তিনি ভয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন।

দুর্বাসার পলায়নের পর কৃষ্ণ আবার স্বাভাবিক মানুষ। তিনি অর্জুনের সখা, অর্জুনের থেকে ছ'মাসের বড়। কাজেই, ভীম ও যুধিষ্ঠির তাঁর থেকে বড়। তাই বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মান তাঁদের দিয়ে যাত্রার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। যদিও সঙ্গে সঙ্গে জানালেন যে, কৃষ্ণ রক্ষক হয়ে আছেন, তাই তাঁবা এত নির্ভয়। এই দুর্লভ মুহূর্তে কৃষ্ণ একই সঙ্গে তাঁর জগদীশ্বর ও মানবশ্রেষ্ঠ রূপের সম্মিলন দেখিয়েছেন। তাই এই মুহূর্তটি এত দুর্লভ।

৪৮

দ্রৌপদী হরণে জয়দ্রথ

বনবাসকালীন পাণ্ডবগণ কিছুকাল কাম্যকবনে বাস করেছিলেন। একদিন পাণ্ডবগণ পুরোহিত ধৌম্যের অনুমতিক্রমে দ্রৌপদীকে আশ্রমে রেখে ব্রাহ্মণগণের জন্য মৃগয়া করতে সকলে চতুর্দিকে চলে গেলেন।

সেই সময়ে সিন্ধুদেশের রাজা মহাযশা জয়দ্রথ বিবাহ করার জন্য শাল্বদেশে চলেছিলেন। সেই নির্জন-বন-মধ্যে আশ্রম দ্বারে তিনি পাণ্ডবগণের প্রিয়তমা ভার্যা, যশস্বিনী, শরীর শোভায় দীপ্তিমতী ও পরম সুন্দরী দ্রৌপদীকে দেখতে পেলেন। বিদ্যুৎ যেমন নীল মেঘকে উজ্জ্বল করে, সেইরকম দ্রৌপদীও বনভূমিকে উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন। তখন দ্রৌপদীর বয়স পঞ্চাশ অতিক্রম করেছিল।

সিন্ধুদেশের রাজা ও বৃদ্ধক্ষত্রনন্দন দুরাত্মা জয়দ্রথ সেই অনিন্দ্যসুন্দরী দ্রৌপদীকে দেখে অতিমাত্রায় বিস্মিত হলেন এবং মনে মনে চিন্তা করলেন, "ইনি কি অপ্সরা, না দেবকন্যা, না দৈবী মায়া।" জয়দ্রথের সঙ্গে তাঁর বন্ধু ও সহচর কোটিকাস্য ছিলেন। জয়দ্রথ কোটিকাস্যকে বললেন, "এই অনিন্দ্যসুন্দরী কার রমণী? আমার মনে হয়— ইনি মানুষী নন। এই পরমসুন্দরীকে লাভ করলে আমার আর বিবাহের কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ, আমি এঁকে নিয়েই আপন ভবনে চলে যাব। কোন কারণে এই সুন্দরী এখানে বাস করছেন, বন্ধু কোটিকাস্য, তুমি এর কাছ থেকে সবকিছু জেনে এসো। এই সুন্দর-নিতম্বা, ভুবনসুন্দরী, আয়তনয়না, মনোহরদন্তশালিনী ও ক্ষীণমধ্যা নারী আজ আমাকে ভজনা করবেন কি?"

শৃগাল যেমন লাফাতে লাফাতে ব্যাঘ্রবধূর কাছে যায়, কোটিকাস্য তেমনই রথ থেকে লাফিয়ে পড়ে দ্রৌপদীর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল— "কা ত্বং কদম্‌স্য বিনাম্য শাখামেকাশ্রমে তিষ্ঠসি শোভমানা।" বায়ুকম্পিত দেদীপ্যমানা অগ্নিশিখার মতো শোভা পেতে পেতে কদম্ববৃক্ষের একটি শাখাকে নুইয়ে ধরে কে তুমি নারী বনমধ্যে আশ্রমদ্বারে একাকিনী দাঁড়িয়ে আছ? তুমি পরম রূপবতী, অথচ বনের মধ্যে ভয় পাচ্ছ না কেন? তুমি কি কোনও দেবী, না যক্ষী, না দানবী, না কোনও প্রধান অপ্সরা, কিংবা কোনও প্রধান দৈত্যের পত্নী? অথবা তুমি নাগরাজের কন্যা, মানুষীর মূর্তি ধারণ করে এসেছ, কিংবা কোনও রাক্ষসের স্ত্রী বনে বিচরণ করছ? অথবা রাজা বরুণ, যম, চন্দ্র অথবা কুবেরের পত্নী। তুমি কি প্রভু ধাতা, বিধাতা অথবা সূর্য বা শুক্রের ভবন থেকে এসেছ। তোমার অভিভাবক কে? বন্ধু কে? স্বামী কে? কোন বংশে জন্মেছ?— আমায় তোমার বিষয় সব খুলে বলো।

"আমি সুরথরাজার পুত্র কোটিকাস্য। সম্মুখস্থ স্বর্ণময় রথে ত্রিগর্তদেশের রাজা ক্ষেমঙ্কর। সুন্দরী পুষ্করিণীর নিকট ওই যে শ্যামবর্ণ সুন্দর যুবকটি দাঁড়িয়ে আছেন ইনি শত্রুহন্তা ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা সুবলের পুত্র। বারোজন সৌবীর রাজপুত্র রক্তবর্ণ রথে আরোহণ করে ধ্বজ ধারণপূর্বক যাঁর পিছনে পিছনে গমন করছেন এবং ছয় হাজার রথী, হস্তী, অশ্ব ও পদাতি যাঁর অনুগমন করছে, সেই সৌবীররাজ জয়দ্রথ তোমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। এখন তোমার বিষয় সব বলো।"

দ্রৌপদী বললেন, "রাজপুত্র আপন বুদ্ধিতেই আমি বুঝতে পারছি, আপনার সঙ্গে আমার কথা বলা উচিত নয়। কিন্তু এখানে অন্য কোনও পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক না থাকায়, আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য হচ্ছি। আপনার বক্তব্য থেকে জানলাম, আপনি সুরথরাজার পুত্র কোটিকাস্য। শিবিনন্দন! আমি দ্রুপদরাজের সন্তান, লোকে আমাকে 'কৃষ্ণা' বলে জানে। ইন্দ্রপ্রস্থবাসী পাঁচ বীর যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব আমার পতি। আমাকে আশ্রমে রেখে তাঁরা মৃগয়া করতে গেছেন। যুধিষ্ঠির পূর্বদিকে, ভীম দক্ষিণদিকে, অর্জুন পশ্চিমদিকে ও নকুল ও সহদেব উত্তরদিকে গিয়েছেন। তাঁদের ফিরে আসার সময় হয়েছে। সুতরাং আপনি সামান্যক্ষণ অপেক্ষা করুন, তাঁরা ফিরলে আপনি যথেষ্ট সম্মানিত হয়ে যেতে পারবেন। অতিথি যাঁর অত্যন্ত প্রিয়, সেই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির আপনাদের যথেষ্ট সমাদর করবেন। অতএব আপনারা যানবাহন পরিত্যাগ করে উপবেশন করুন।" এই বলে, চন্দ্রমুখী দ্রৌপদী, তাঁদের অতিথি ভেবে আপন প্রশস্ত পর্ণশালায় প্রবেশ করলেন।

কোটিকাস্য ফিরে গিয়ে জয়দ্রথ প্রমুখদের সমস্ত সংবাদ জানালেন। জয়দ্রথ বললেন, "এই রমণীপ্রধানা যখন কথা বলছিলেন, তখন আমার মন এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। মহাবাহু কোটিকাস্য এই রমণীটিকে দেখে আমার অন্য রমণীদের বানরী বলে মনে হচ্ছে। এ যদি মানবী হয় এর সম্পূর্ণ বিবরণী আমাকে বলো।" কোটিকাস্য বলল, "ইনি দ্রুপদরাজার তনয়া যশস্বিনী 'কৃষ্ণা' এবং ইনি পঞ্চপাণ্ডবেরই পরসম্মতা মহিষী। ইনি পাণ্ডবদের সকলের প্রীতি ও আদরের পাত্রী। অতএব সৌবীরনাথ, তুমি তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েই সৌবীরদেশের দিকেই গমন করো।" কোটিকাস্য একথা বললে দুষ্টস্বভাব জয়দ্রথ বলল, "দ্রৌপদীকে দেখব।"

ছোট বাঘ যেমন সিংহের গুহায় প্রবেশ করে, তেমনই জয়দ্রথ ছ'জন সহচরকে নিয়ে আশ্রমে প্রবেশ করে দ্রৌপদীকে বললেন "বরবর্ণিনী তোমার মঙ্গল তো? তোমার ভর্তারা সুস্থ আছেন তো? তুমি যাঁদের মঙ্গল কামনা কর, তাঁরাও ভাল আছেন তো?" দ্রৌপদী উত্তর দিলেন, "কুরুবংশজাত কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির, আমি ও তাঁর ভ্রাতারা সকলেই কুশলে আছি, আর আপনি অন্য যাঁদের কথা জানতে চাইছেন, তাঁরাও কুশলে আছেন। আপনার রাজপদ, রাজ্য, কোষ ও সৈন্যগণের মঙ্গল তো? আপনি একাই সমৃদ্ধ শিবিগণকে, সিন্ধুদেশের সঙ্গে সৌবীরদেশকে, আর অন্য যত দেশ আপনার নিজের বলে জানা আছে, সেগুলিকে ধর্ম অনুসারে পালন করছেন তো? রাজপুত্র, আপনি এই পাদ্য ও আসন গ্রহণ করুন, আমি আপনাকে প্রাতঃকালের খাদ্যরূপে পঞ্চাশটি হরিণ প্রদান করব। তারপর যুধিষ্ঠির ফিরে এসে আপনাকে বহুতর সুস্বাদু ও অন্য যত প্রকার মৃগ আছে, সে সকল দান করবেন।"

জয়দ্রথ বলল, "আমার ও আমার রাজ্য প্রভৃতির মঙ্গল। তুমি আমাকে যে প্রাতঃকালীন খাদ্য দিতে চেয়েছ, তা এখন থাক; তুমি এসো, আমার রথে ওঠো, আর কেবল সুখভোগ করতেই থাকো। তুমি সহায়সম্বলহীন ক্ষুদ্রহৃদয় পাণ্ডবদের কোনও অপেক্ষা রাখার যোগ্য নও। দেখো, বুদ্ধিমতী স্ত্রী, সমৃদ্ধিবিহীন ভর্তার সেবা করেন না, সমৃদ্ধিযুক্ত ভর্তার সেবাই করে থাকেন। ভর্তার সম্পত্তি নষ্ট হলে আর তাঁর সঙ্গে একত্র বাস করেন না। পাণ্ডবেরা বহু বৎসর যাবৎ রাজ্যভ্রষ্ট এবং সম্পত্তিশূন্য হয়ে আছে। অতএব, তাঁদের প্রতি ভক্তিবশত তুমি আর কষ্ট ভোগ কোরো না। সুনিতম্বে, তুমি আমার ভার্যা হও, পাণ্ডবদের পরিত্যাগ করো এবং অনাবিল সুখভোগ করতে থাকো।"

জয়দ্রথ এমন হৃৎকম্পজনক বাক্য বললে দ্রৌপদী ভ্রূকুটি করে সেখান থেকে চলে যান। সুমধ্যমা দ্রৌপদী মনে মনে জয়দ্রথকে বাক্যের অবজ্ঞা ও নিন্দা করে তাঁকে বললেন, "এই ধরনের কথা আর উচ্চারণও করবেন না, আপনার কি কোনও লজ্জা হয় না?" দ্রৌপদীর সুন্দর মুখখানি ক্রোধে রক্তবর্ণ ও বিকৃত হল, চোখদুটি লাল হয়ে উঠল, ভ্রূযুগল ক্রোধে উন্নত ও অবনত হতে থাকল। তিনি জয়দ্রথকে পুনরায় আক্রমণ করে বললেন, "মূর্খ! যাঁরা যশস্বী, তীক্ষ্ণবিষের ন্যায় ক্রোধশালী, মহারথ, ইন্দ্রতুল্য, স্বকর্মনিরত এবং যক্ষ-রাক্ষসগণের সঙ্গে যুদ্ধেও অবিচল, সেই পাণ্ডবদের নিন্দা করেও তুমি লজ্জাহীন অবস্থায় আছ।"

দ্রৌপদী বুঝেছিলেন জয়দ্রথ সম্ভ্রমের যোগ্য পাত্র নন। তাই সম্বোধনের রীতিও পরিবর্তিত করলেন। বললেন, "প্রশংসার যোগ্য লোক বনবাসী অথবা গৃহস্থ, যাই হোক না কেন সাধুব্যক্তি তাঁদের অসম্মান করেন না। কিন্তু কুকুরের তুল্য মানুষেরাই পূর্ণবিদ্যাশালী তপস্বীকে এই ধরনের তিরস্কার করতে পারেন। পর্বতের মতো বিরাট ও শক্তিশালী হস্তী যখন হিমালয় সন্নিহিতস্থানে মদমত্ত বিচরণ করে, তখন কোন মহামূর্খ শুঁড় ধরে টানতে যায়? তোমার সেই দশাই ঘটবে, কারণ তুমি ধর্মরাজকে জয় করার ইচ্ছা করেছ— জেতুমাশংসসি ধর্মরাজম্।"

দ্রৌপদী জয়দ্রথকে আরও বললেন, "তুমি মূর্খ বলেই পদাঘাত করে নিদ্রিত মহাবল সিংহের মুখ থেকে লোম ছিঁড়তে চাইছ। কারণ তুমি পালাতে গেলেই ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে দেখতে পাবে। তুমি ক্রুদ্ধ ও ভীষণমূর্তি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইছ, তুমি বুঝতে পারছ না— তুমি পর্বতগুহাজাত, কালক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, মহাবল এবং ভীষণাকৃতি ও ভীষণ প্রকৃতি নিদ্রিত সিংহকে চরণাগ্র দিয়ে আঘাত করতে চাইছ। তুমি নির্বোধ, তাই তুমি তীক্ষ্ণবিষ ও জিহ্বাদ্বয়শালী কৃষ্ণসর্পদ্বয়কে— নকুল ও সহদেবকে, পুচ্ছদেশে আক্রমণ করতে চাইছ। আর জয়দ্রথ, বাঁশ, কলাগাছ আর নল যেমন নিজের মৃত্যুর জন্যই ফল ধারণ করে, সম্পদের জন্য নয়, কর্কটকী যেমন নিজের মৃত্যুর জন্য গর্ভধারণ করে, তুমিও তেমনই মরবার জন্যই পাণ্ডবরক্ষিত আমাকে গ্রহণ করতে চাইছ।"

জয়দ্রথ বলল, "দ্রৌপদী আমি তোমার কথার অর্থ বুঝেছি। পাণ্ডবেরা কেমন তাও বুঝেছি। কিন্তু তুমি আমাকে ভয় দেখিয়ে ভীত করতে পারবে না। আমি অকালমৃত্যুশূন্য উচ্চবংশে জন্মেছি। ছ'টি গুণই আমার মধ্যে অধিক পরিমাণে আছে। অতএব, আমি পাণ্ডবদের আমার থেকে নিকৃষ্ট বলে মনে করি। তুমি কেবল বাক্য দ্বারা আমাকে নিবারিত

করতে পারবে না। অনুনয় করলে দয়া করে তোমাকে ছেড়ে দিতেও পারি। তুমি রথে কিংবা হস্তীতে আরোহণ করো, আমি তোমাকে নিয়ে যাব।"

দ্রৌপদী উপহাস করে জয়দ্রথকে বললেন, "আমি মহাবলা নারী। সৌবীররাজের বোধহয় ধারণা হয়েছে আমি অবলা। আমি আপনশক্তিতে বিশ্বাস করি। সুতরাং আক্রমণের ভয়ে আমি সৌবীররাজের কাছে কাতরোক্তি করব না। কারণ কৃষ্ণ আর অর্জুন একরথে আরোহণ করে যাঁর পিছনে যাবেন, তাঁকে দেবরাজ ইন্দ্রও অপহরণ করতে পারবেন না। গ্রীষ্মকালীন তৃণরাশি দাহকারী অগ্নির মতো আমার জন্য অর্জুন তোমার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করবেন। অন্ধক, বৃষ্ণি, কেকয়বংশীয় বীরগণ কৃষ্ণের সঙ্গে আমাকে তোমার হাত থেকে অনুসরণ করে উদ্ধার করবেন। তুমি গাণ্ডিবের ধ্বনি ও নিক্ষিপ্ত বাণে তোমার সৈন্যদলের মৃত্যু দেখতে দেখতে আক্ষেপ করবে। অর্জুন নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ শর জর্জরিত হয়ে তুমি গদাধারী ভীমের রুদ্রমূর্তি দেখতে পাবে, নকুল-সহদেবের ক্ষমাহীন শরাঘাতে তুমি দীর্ঘকাল যন্ত্রণায় ছটফট করবে। অতএব জয়দ্রথ, তুমি আমাকে টেনে নিয়ে গেলেও আমি ভীত হব না। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি স্বামীদের সঙ্গে আবার এই আশ্রমে ফিরে আসব।"

তখন জয়দ্রথ ও তাঁর ছয় অনুচর দ্রৌপদীকে টেনে নিয়ে যাওয়ার উপক্রম করলে ক্রুদ্ধা তাদের ভর্ৎসনা করে বললেন, "আমাকে স্পর্শ করিস না।"— এই বলে দ্রৌপদী পুরোহিত ধৌম্যকে ডাকলেন। জয়দ্রথ দ্রৌপদীর শাড়ির আঁচল ধরে টান দিতেই, দ্রৌপদী তাকে ধাক্কা দিলেন। পাপাত্মা জয়দ্রথ, ছিন্নমূল তরুর মতো পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ মহাবেগে উঠে গিয়ে জয়দ্রথ, দ্রৌপদীকে ধরে টানতে লাগল। তখন রাজনন্দিনী দ্রৌপদী ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করে এবং ধৌম্য পুরোহিতের চরণে প্রণাম করে অগত্যা জয়দ্রথের রথে আরোহণ করলেন।

ধৌম্য বললেন, "জয়দ্রথ, প্রাচীন ক্ষত্রিয় রীতি স্মরণ করো। পাণ্ডবদের জয় না করে তুমি এঁকে নিয়ে যেতে পার না। এই ক্ষুদ্রজনোচিত কাজ করে তুমি যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাবীর পাণ্ডবগণের কাছে অত্যন্ত মন্দ ফল লাভ করবে, এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।" এই বলে পুরোহিত ধৌম্য জয়দ্রথের রথের পিছনে পিছনে চলতে লাগলেন।

ওদিকে পাঁচ পাণ্ডবভ্রাতা চারদিকে মৃগ, বরাহ, মহিষ বধ করে একস্থানে সম্মিলিত হলেন। কাম্যকবনের মধ্যে পক্ষীগণ ব্যস্ত হয়ে চিৎকার করছে শুনে যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের বললেন, "পূর্বদিকে গিয়ে পশু ও পক্ষীগণ ভয়ংকর বেদনার্ত কণ্ঠে চিৎকার করছে। ভ্রাতৃগণ, তোমরা নিবৃত্ত হও। আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। গরুড় সর্পকে হরণ করলে সরোবর যেমন হয়, শত্রুরা সমৃদ্ধি হরণ করলে অরাজক রাজ্যের যেমন অবস্থা হয়, সুরাপায়ীরা সমস্ত সুরা পান করলে সুরাকুম্ভের যে অবস্থা হয়, তেমনই কাম্যকবন আমার কাছে সর্বশূন্য বোধ হচ্ছে।"

পাণ্ডবগণ সত্বর রথে চড়ে আশ্রমাভিমুখী হলেন। এই সময়ে উচ্চরাবী শৃগালগণ পাণ্ডবদের বামপার্শ্বে গিয়ে ডাকতে লাগল। যুধিষ্ঠির সেই অবস্থা দেখে ভীম ও অর্জুনকে বললেন, "এই নিকৃষ্ট পশু আমাদের বামপার্শ্বে গিয়ে ডাকছে, আমার বোধ হচ্ছে, পাপাত্মা কৌরবগণ আমাদের অবজ্ঞা করে বলপূর্বক আমাদের আশ্রমে উৎপীড়ন করেছে।"

কাম্যকবনে আশ্রমের কাছে প্রবেশ করা মাত্র তাঁরা দেখতে পেলেন, দ্রৌপদীব দাসভার্যা

বালিকা ধাত্রীতনয়া উচ্চ স্বরে রোদন করছে। যুধিষ্ঠিরের সারথি ইন্দ্রসেন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে রথ থেকে লাফিয়ে দ্রুত সেই ধাত্রীর কাছে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, "তুমি ভূতলে পড়ে রোদন করছ কেন? তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে কেন? অতিনৃশংসকর্মা পাপাত্মারা— অচিন্তনীয় সৌন্দর্যশালিনী, বিশাল নয়না এবং পাণ্ডবগণের দেহতুল্যা রাজনন্দিনী দ্রৌপদীর কোনও ক্ষতি করেনি তো? দ্রৌপদী যদি পৃথিবীর ভিতরে প্রবেশ করে থাকেন, স্বর্গেও গিয়ে থাকেন অথবা সমুদ্রে মগ্ন হয়েও থাকেন, তথাপি পাণ্ডবেরা তাঁর কাছে উপস্থিত হবেন। কারণ স্বয়ং ধর্মপুত্র সন্তপ্ত হয়েছেন।

"শত্রুমর্দনকারী, কষ্টসহিষ্ণু, সর্বত্র অপরাজিত এই মহাবীরগণের প্রাণতুল্য প্রিয়তমা, সর্বোত্তম রত্নসদৃশী দ্রৌপদীকে কোন মহামূর্খ হরণ করবার ইচ্ছা করবে? সে কি জানে না, দ্রৌপদী আজ এখানেও সনাথা ও পাণ্ডবগণের বহিশ্চরহৃদয়স্বরূপা। তীক্ষ্ণ ও ভয়ংকর শর আজ কার দেহ বিদীর্ণ করে ভূমির ভিতরে প্রবেশ করবে?"

ধাত্রেয়িকা নিজের সুন্দর মুখ মুছে সারথি ইন্দ্রসেনকে বলল, "জয়দ্রথ, পঞ্চপাণ্ডবকে অবজ্ঞা করে উৎপীড়নপূর্বক দ্রৌপদীকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। অপহরণকালে তারা গাছ ভাঙতে ভাঙতে নতুন পথ তৈরি করেছে। গাছের ভাঙা ডাল এখনও মলিন হয়নি। এখনও তারা দূরে যেতে পারেনি— তোমরা অবিলম্বে তার অনুসরণ করো। ব্রাহ্মণগণ অসতর্ক থাকলে কুকুর যেমন যজ্ঞের সোমরস পান করে, তুষের আগুনে যেমন ঘৃতের আহুতি দেয়, তেমনই কোনও অযোগ্য পুরুষও দ্রৌপদীকে ভোগ করতে পারে। কুকুর যেমন যজ্ঞের পুরোডাশ স্পর্শ করে, তেমনই অকার্যকারী পুরুষ যেন না আপনাদের প্রিয়তমার সুন্দর নাসিকা ও মুখখানি স্পর্শ করে।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "ভদ্রে! তুমি সরে যাও, বাক্য সংবরণ করো, আমাদের সামনে এরূপ কুৎসিত কথা আর বোলো না।" তারপর পাণ্ডবেরা সেই পথে অনুসরণ করলেন।

কিছুদূর অগ্রসর হয়েই পাণ্ডবেরা দেখলেন বিপক্ষ সৈন্যের অশ্বক্ষুরের ধূলিসমূহ উপরে উড়ছে আর পদাতিসৈন্যদের মধ্য থেকে ধৌম্য পুরোহিত "ভীম, এইদিকে এগিয়ে এসো" বলে চিৎকার করছেন। পাণ্ডবেরা ধৌম্য পুরোহিতকে আশ্বস্ত করে রথে তুলে নিলেন। মাংসলোলুপ শ্যেনপক্ষীর মতো পাণ্ডবেরা সৈন্যদের মধ্য দিয়ে ছুটে চললেন। জয়দ্রথ এবং তাঁর রথে দ্রৌপদীকে দেখে পাণ্ডবদের ক্রোধানল জ্বলে উঠল। পাণ্ডবেরা জয়দ্রথ এবং তাঁর সৈন্যদের যুদ্ধে আহ্বান করলেন। সেই আহ্বান শুনেই সৈন্যদের দিকভ্রম শুরু হল। পাণ্ডবদের রথের ধ্বজা দেখেই দুরাত্মা জয়দ্রথের তেজ নষ্ট হতে আরম্ভ করল। তিনি রথস্থিত দ্রৌপদীকে বললেন, "দ্রৌপদী এই পাঁচখানি বিশাল রথ আসছে। আমি মনে করি, এঁরাই তোমার পতি। কিন্তু আমি এঁদের চিনি না। অতএব তুমি আমার কাছে এঁদের পরিচয় দাও।" দ্রৌপদী বললেন, "মূর্খ, তুমি মৃত্যুজনক অতি ভয়ংকর কাজ করেছ। এখন এই মহাধনুর্ধরদের পরিচয় জেনে কী হবে? আমার বীর পতিগণ উপস্থিত হয়েছেন। এই যুদ্ধে তোমাদের কেউ আর অবশিষ্ট থাকবে না। তুমি মুমূর্ষু। মুমূর্ষুর প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই ধর্ম। আর আমি অনুজদের সঙ্গে ধর্মরাজকে দেখতে পেয়েছি, সুতরাং আমার কোনও কষ্ট বা তোমা থেকে ভয় আর নেই।

"পরস্পর সংযুক্ত ও মধুররবকারী 'নন্দ' ও 'উপনন্দ' নামে দুটি মৃদঙ্গ যাঁর ধ্বজের উপর থেকে শব্দ করছে, ক্ষত্রিয়দের ধর্ম ও অর্থ সূক্ষ্মভাবে নিরূপণ করতে পারেন বলে সকলেই যাঁর সেবা করেন, যিনি স্বর্ণের ন্যায় নির্মল গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহ ও বিশালনয়ন, যাঁর নাসিকা উন্নত— সেই কৌরবশ্রেষ্ঠকেই লোকেরা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বলে জানে; ইনি আমার পতি। এই ধর্মপরায়ণ মনুষ্যবীর শরণাগত শত্রুরও প্রাণ দান করে থাকেন। সুতরাং মূর্খ! তুমি নিজের মঙ্গলের জন্য অস্ত্র পরিত্যাগ করে, কৃতাঞ্জলি হয়ে, সত্বর এঁর শরণাগত হও।

"আর শালবৃক্ষের মতো উন্নত, মহাবাহু, ওষ্ঠদংশনকারী ও ভ্রূকুটি করায় সংযুক্ত ভ্রূযুগল এই যে বীরকে রথে দেখছ, এর নাম ভীমসেন— ইনিও আমার পতি। সুশিক্ষিত, উৎসাহী, মহাবল অশ্বগণ এই বীরকে বহন করছে, এঁর সকল কর্মই অলৌকিক, পৃথিবীতে ইনি ভীম নামে প্রসিদ্ধ। অপরাধীরা এঁর কাছে অবশিষ্ট থাকেন না, ইনি কখনও শত্রুতা ভুলে যান না। অন্য লোক শত্রুতার অবসান করে শান্তি লাভ করে; কিন্তু ইনি সম্পূর্ণরূপে শত্রুতার অবসান করেও শান্তি লাভ করেন না।

"আর ইনি— ধনুর্ধর শ্রেষ্ঠ, ধৈর্যশীল, যশস্বী, জিতেন্দ্রিয়, বৃদ্ধসেবী, মনুষ্যমধ্যে বীর ও যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা ও শিষ্য অর্জুন— ভ্রাতা চ শিষ্যশ্চ যুধিষ্ঠিরস্য ধনঞ্জয় নামো পতির্মযৈষ। যিনি— ইচ্ছা, ভয় বা ক্রোধবশত ধর্ম পরিত্যাগ বা নৃশংসকার্য করেন না এবং যিনি অগ্নির তুল্য তেজস্বী, শত্রুবেগসহনক্ষম ও শত্রুদমনকারী, ইনি সেই তৃতীয় কুন্তীনন্দন অর্জুন।

"আর যিনি, সমস্ত ধর্ম ও অর্থের নিরূপণ করতে নিপুণ, ভয়ার্তগণের ভয়হর্তা ও বুদ্ধিমান, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা রূপবান পুরুষ, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম ও অনুকূল বলে পাণ্ডবেরা যাঁকে রক্ষা করে থাকেন, ইনি সেই নকুল— এই বীরও আমার পতি।

"আর যিনি খড়্গযোদ্ধা এবং যুদ্ধের সময়ে যাঁর হাতখানি দ্রুতবেগে ও বিচিত্রভাবে ভ্রমণ করে থাকে এবং যিনি— উদারচেতা ও বুদ্ধিমান দ্বিতীয় সহদেব রাজার তুল্য; মূঢ়বুদ্ধি জয়দ্রথ! যুদ্ধে দৈত্যসৈন্যের মধ্যে ইন্দ্রের মতো কার্য করতে আজ তুমি যাকে দেখবে এবং যিনি বীর, অস্ত্রে সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান, প্রশস্তচেতা, ধর্মরাজের প্রিয়কার্যকারী, চন্দ্র ও সূর্যের তুল্য তেজস্বী এবং পাণ্ডবগণের প্রিয় ও কনিষ্ঠ, বুদ্ধিতে যাঁর তুল্য মানুষ পৃথিবীতে আর নেই, যিনি পণ্ডিতদের মধ্যে বক্তা, কার্য নিরূপণে নিপুণ, বীর, সর্বদা অসহিষ্ণু, বুদ্ধিমান ও বিদ্বান— ইনি সেই সহদেব; ইনিও আমার পতি। কুন্তীদেবীর প্রাণের তুল্য প্রিয়তম, প্রশস্তচিত্ত ও সর্বদা ক্ষত্রিয়ধর্মে নিরত এই মনুষ্যবীর বরং প্রাণ পরিত্যাগ করতেও পারেন এবং অগ্নিতেও প্রবেশ করতে পারেন, কিন্তু ধর্মবহির্ভূত বাক্য বলতে পারেন না।— এই তোমাকে আমার পঞ্চ পতির বর্ণনা দিলাম। তুমি যদি এঁদের হাত থেকে অক্ষত শরীরে মুক্তি লাভ করতে পার, তবে জীবিত থেকে পুনর্জন্ম লাভ করবে।"

তখন জয়দ্রথ সেই রাজপুত্রদের যুদ্ধ করতে উত্তেজিত করতে লাগলেন। ব্যাঘ্রের মতো বলমত্ত পাণ্ডবদের দেখে জয়দ্রথের সৈন্যদের মধ্যে প্রচণ্ড ভীতি দেখা দিল। গদা হাতে ভীমসেন জয়দ্রথের দিকে অগ্রসর হলেন। কোটিকাস্য ভীম ও জয়দ্রথের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভীমকে লক্ষ্য করে বহুতর শক্তি, তোমর ও নারাচ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ভীমসেন অবিচলিত চিত্তে গদা দ্বারা সম্মুখের চোদ্দোজন পদাতিককে ও আরোহীর সঙ্গে একটি

হাতিকেও সংহার করলেন। অর্জুন জয়দ্রথের সৈন্যের সম্মুখভাগের পাঁচশত পার্বত্য মহারথবীরকে বধ করলেন। রাজা যুধিষ্ঠির নিমেষমধ্যে সৌবীর প্রধান এক শত যোদ্ধাকে নিহত করলেন। নকুল রথ থেকে লাফিয়ে নেমে খড়্গাঘাতে চক্ররক্ষী সৈন্যগণের মস্তক সকল মুহুর্মুহু নিপাতিত করলেন। আর সহদেব নারাচ দ্বারা গজারোহীদের নিপাতিত করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠিরের অর্ধচন্দ্র বাণে ত্রিগর্তরাজের হৃদয় বিদীর্ণ হল। মৃত্যুর পূর্বে নিক্ষিপ্ত ত্রিগর্তরাজের গদার আঘাতে যুধিষ্ঠিরের রথের চারটি অশ্বই নিহত হল। যুধিষ্ঠির সহদেবের রথে গিয়ে উঠলেন। ক্ষেম, কর ও মহামুখ নামক দুই বীর নকুলকে লক্ষ্য করে দুই দিক থেকে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তখন নকুল পর পর দুটি বিপাঠ অস্ত্রপ্রয়োগ করে দুই বীরকে সংহার করলেন। 'সুরথ' নামক অপর এক ত্রিগর্তরাজের হাতি নকুলের রথ ধরে টান দিল। নকুল অসি হাতে রথ থেকে নেমে শুঁড় সমেত সেই হাতির দাঁত কেটে ফেললেন। নকুল ভীমসেনের রথে গিয়ে উঠলেন। ভীম ক্ষুরপ্র দ্বারা কোটিকাস্যর সারথির মাথা কেটে ফেললেন। একটি মুষ্টিযুক্ত প্রাস দ্বারা ভীমসেন কোটিকাস্যকে বধ করলেন।

এদিকে অর্জুন সৌবীর দেশের বারোজন বীরকেই বধ করলেন। তারপর অর্জুন শিবি ও ইক্ষ্বাকুবংশের বীরদের সংহার করলেন। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ তখন অত্যন্ত ভয় পেয়ে রথ থেকে দ্রৌপদীকে নামিয়ে দিয়ে পালাতে লাগলেন। ভীমসেন নির্বিচারে সৈন্য বধ করছিলেন, অর্জুন তাঁকে বারণ করলেন। ভীম নিবৃত্ত হলেন ও যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "আপনি, নকুল-সহদেব ও দ্রৌপদীকে নিয়ে আশ্রমে যান, জয়দ্রথ পাতালে গেলেও আমার হাত থেকে মুক্তি পাবে না।" যুধিষ্ঠির বললেন, "ভীম, ভগিনী দুঃশলা ও মাতা গান্ধারীর কথা চিন্তা করে জয়দ্রথকে প্রাণে বধ কোরো না।" ক্রুদ্ধা ও লজ্জিতা দ্রৌপদী ভীমার্জুনকে বললেন, "আমার প্রিয়কার্য যদি আপনাদের কর্তব্য হয়, সেই নরাধম, পাপাত্মা, কুলদূষক নিকৃষ্ট সিন্ধুরাজকে বধই করবেন।" ভীমার্জুন জয়দ্রথের পিছনে চললেন, যুধিষ্ঠির ধৌম্য পুরোহিত ও অন্যদের নিয়ে আশ্রমে ফিরলেন। ভীমার্জুন শুনতে পেলেন জয়দ্রথ এক ক্রোশ পথ দূরে গেছে। অর্জুন সেইখান থেকেই বাণক্ষেপে জয়দ্রথের সমস্ত অশ্বকে মেরে ফেললেন। ভীত জয়দ্রথ যে পথ দিয়ে এসেছিলেন, সেই পথেই পালাতে লাগলেন। কয়েক মুহূর্ত পরে ভীমার্জুন জয়দ্রথকে ধরে ফেললেন। অর্জুন পিছন থেকে বললেন "রাজপুত্র! তুমি এই বল নিয়ে পরস্ত্রী হরণ করতে এসেছিলে?" জয়দ্রথ পালাবার চেষ্টা করায় ভীমসেন দ্রুত ছুটে গিয়ে জয়দ্রথের চুলের মুঠি ধরলেন। জয়দ্রথকে মাথার উপর তুলে একটি আছাড় মেরে মাটিতে ফেললেন, তাঁর মাথা ধরে প্রচণ্ড নাড়া দিলেন। জয়দ্রথ উঠবার চেষ্টা করতেই ভীম তাঁর মস্তকে পদাঘাত করলেন। তারপর তাঁকে নিজের জানুর উপর রেখে হাতের কনুই দ্বারা তাঁর বুকে আঘাত করলেন। তখন অর্জুন যুধিষ্ঠিরের আদেশ স্মরণ করে তাঁকে হত্যা করতে নিষেধ করলেন। ক্ষুব্ধ ভীম বললেন, "এই পাপাচারী দ্রৌপদীর অসম্মান করেছে, কাজেই এ আমার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে না। কিন্তু আমি কী করব? রাজা সর্বদাই দয়ালু আর তুমি মূর্খবুদ্ধি।" এই বলে ভীমসেন অর্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা জয়দ্রথের মাথার চুল মধ্যে মধ্যে মুণ্ডন করে তাঁর মাথায় পাঁচটি জটা করে দিলেন। তারপর জয়দ্রথের দেহ বন্ধন করে রথে তুলে নিয়ে চললেন। ভীম

জয়দ্রথকে বললেন, "তুমি যদি বাঁচতে চাও, তা হলে সর্বদা বলবে 'আমি পাণ্ডবদের দাস'।" জয়দ্রথ স্বীকার করে বললেন, "তাই হবে।"

ভীমার্জুন জয়দ্রথকে নিয়ে আশ্রমে ফিরলেন। যুধিষ্ঠির সেই বদ্ধ অবস্থায় এবং মস্তকের অবস্থায় জয়দ্রথকে দেখে মনে মনে হাসলেন। ভীমকে বললেন, "এবার একে ছেড়ে দাও।" ভীম উত্তরে বললেন, "আপনি এই কথা দ্রৌপদীর কাছে বলুন। এই পাপাত্মা পাণ্ডবের দাস।" যুধিষ্ঠির সস্নেহে ভীমকে বললেন, "আমার কথা যদি তোমার গ্রাহ্য হয়, এই নিকৃষ্টচারীকে ছেড়ে দাও।" দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকিয়ে ভীমকে বললেন, "আপনি এঁর মাথায় পাঁচ জটা করে দিয়েছেন এবং ইনি রাজার দাস হয়েছেন; এখন এঁকে আপনি মুক্ত করে দিন।" ভীমসেন মুক্ত করে দিলে জয়দ্রথ রাজা যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করে, সেখানকার মুনিদেরও নমস্কার করলেন। অর্জুন জয়দ্রথের হাত ধরলেন, দয়ালু ও ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির জয়দ্রথকে বললেন, "পুরুষাধম! তুমি দাসত্ব থেকে মুক্ত হলে; সুতরাং অদাস হয়েই চলে যাও। আর কখনও এই কাজ কোরো না। তুমি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রসহায়শালী এবং পরস্ত্রীকামুক। সুতরাং তোমাকে ধিক। কারণ, তুমি ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তি এই কাজ করে না।"

মৃতপ্রায়, লজ্জিত, দুঃখিত, অবনতমুখ জয়দ্রথ গঙ্গাতীরের দিকে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দীর্ঘকাল বিরূপাক্ষ ও উমাপতি মহাদেবের প্রসন্নতা লাভের জন্য গুরুতর তপস্যা করলেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে দেখা দিলে জয়দ্রথ প্রার্থনা করলেন, "আমি যেন যুদ্ধে রথারোহী পঞ্চপাণ্ডবকে জয় করতে পারি।" মহাদেব বললেন "না। অর্জুন পূর্বজন্মে নর ঋষি ছিলেন, নারায়ণ তাঁর সখা এবং সহায়। অর্জুন আমার কাছে 'পাশুপত' অস্ত্র লাভ করেছে। নারায়ণ তাঁর রথের সারথি হবেন। এই নারায়ণ দশ অবতার রূপে বারংবার পৃথিবীকে উদ্ধার করেছেন। অতএব জয়দ্রথ তুমি এক অর্জুন ব্যতীত যুধিষ্ঠিরের সমস্ত সৈন্যকে এবং অপর চারজন পাণ্ডবকে একদিন মাত্র জয় করতে পারবে।"

জয়দ্রথকে শিবের আশীর্বাদ মহাভারতের এক দুর্লভ মুহূর্ত। দ্রোণ চক্রব্যূহ রচনা করলে অর্জুনের আত্মস্বরূপ পুত্র সেই ব্যূহমুখ ভেদ করে ভিতরে চলে যান। মহাদেবের বরে জয়দ্রথ অন্য পাণ্ডবদের আটকে দেন। সমস্ত দিন অক্লান্ত, অলৌকিক যুদ্ধ করে— দিবাবসানে অভিমন্যু সপ্তরথী বেষ্টিত হয়ে নিরস্ত্র অবস্থায় নিহত হন। নিহত পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধে প্রতিজ্ঞা করে অর্জুন পরদিবস সন্ধ্যার পূর্বে জয়দ্রথকে বধ করেন।

মহাভারতের কিছু সমালোচক মনে করেন, ভালমানুষ, নির্বিরোধ মানুষ হিসাবে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে অনুকম্পা করতেন। এই জাতীয় মন্তব্য ভ্রান্তধারণাপ্রসূত। দ্রৌপদী অভিজাত, সম্ভ্রান্ত, মনস্বিনী নারী ছিলেন। যুধিষ্ঠির যে মানুষ হিসাবে কত বড় ছিলেন, দ্রৌপদী তা জানতেন। নিজের পরিচয় দেবার সময় তিনি বার বার বলেছিলেন, "আমি ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের ভার্যা।" যেখানেই কোনও তৃতীয় পক্ষ উপস্থিত, সেখানেই যুধিষ্ঠির প্রসঙ্গে দ্রৌপদীর অনিঃশেষ শ্রদ্ধা উচ্চারিত হয়েছে।

একথা সত্য যে বনপর্বে এবং অজ্ঞাতবাসপর্বে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের অত্যধিক দয়া ও তিতিক্ষার সমালোচনা করেছেন। কিন্তু যতটা যুধিষ্ঠির করতে দিয়েছেন, ঠিক ততটাই। বনবাসকালে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের সমালোচনা করলে যুধিষ্ঠির শান্তকণ্ঠে বলেছিলেন, "দ্রৌপদী, তুমি নাস্তিকের মতো কথা বলছ।" দ্রৌপদী তৎক্ষণাৎ ক্ষমা চেয়েছিলেন। বিরাট রাজসভায় কীচক আক্রান্ত দ্রৌপদী রাজার কাছে অভিযোগ জানাতে আসায় যুধিষ্ঠির ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। বলেছিলেন, "দ্রৌপদী, তুমি নটীর মতো রাজসভায় ক্রন্দন কোরো না।" এই তিরস্কারেরও প্রয়োজন ছিল। দ্রৌপদীর অসম্মানে ভীম ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলেন। রাজসভার সদস্যরা বিস্মিত কৌতুকে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছিল। ঘটনাকে আর বিন্দুমাত্র বাড়তে দিলে পাণ্ডবদের পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ত, অজ্ঞাতবাসের শর্তভঙ্গ হয়ে যেত।

দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের শ্রেষ্ঠত্ব মানতেন। স্বর্ণকমল থেকে অশ্বত্থামার মাথার মণি পর্যন্ত সমস্ত কিছুই তিনি শ্রেষ্ঠ মানুষ যুধিষ্ঠিরকে দিয়েছিলেন।

৪৯

মল্লশ্রেষ্ঠ ভীমসেন

বনবাসের বারো বৎসর অতিক্রান্ত হল। বারো বৎসর বনবাসের শেষদিন, যক্ষরূপী ভগবান ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে চূড়ান্ত পরীক্ষা করলেন। পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হয়ে শেষ পর্যন্ত অজ্ঞাতবাসে অপরিচিত থাকার আশীর্বাদ করে বলে গেলেন, মৎস্যরাজ বিরাটের আশ্রয়ে যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী ও ভ্রাতারা নিরাপদে থাকবেন। সেই উপদেশ অনুসারে যুধিষ্ঠির 'কঙ্ক' নামে, ভীমসেন 'বল্লব' নামে, অর্জুন 'বৃহন্নলা' রূপে, নকুল 'গ্রন্থিক' নাম ধারণ করে ও সহদেব 'তন্তিপাল' নামে আত্মগোপন করলেন। দ্রুপদনন্দিনী দ্রৌপদী 'সৈরিন্ধ্রী' নাম নিয়ে মহিষী সুদেষ্ণার অধীনে স্বাধীন নারীরূপে কেশ সংস্কার কার্যে নিযুক্ত হলেন।

অজ্ঞাতবাস কালের চতুর্থ মাসে মৎস্যদেশে নূতন ধানের নবান্ন উৎসবে পুরুষ ও নারী আনন্দ উৎসবে মেতে উঠল। সেই মহোৎসবে নানাদিক থেকে আগত, কালখঞ্জ নামক অসুরদের মতো বিশালদেহ ও মহাবল, সিংহের মতো উঁচু স্কন্ধ, ক্ষীণকটি ও স্থূলগ্রীব, সুন্দর সুন্দর বেশভূষায় অলংকৃত, প্রশস্তচেতা এবং বহুবার বিপক্ষবিজয়ী প্রসিদ্ধ মল্লযোদ্ধা বিরাট রাজার রঙ্গালয়ে এসে উপস্থিত হল। তাদের মধ্যে একজন মহামল্ল, তার নাম জীমূত, সে যুদ্ধ করবার জন্য অন্য সকল মল্লকে আহ্বান করল, কিন্তু সেই 'জীমূত' নামের মল্লের বিরাটদেহ, প্রচণ্ড লাফ-ঝাঁপ দেখে অন্য কোনও মল্লই তার কাছে ঘেঁষতে সাহস পেল না।

অন্য মল্লদের নিরুদ্যম দেখে বিরাটরাজা বিশালদেহী ভীমসেনকে সেই মল্লের সঙ্গে যুদ্ধ করাবার ইচ্ছা করলেন। বিরাটরাজা আদেশ করলে ভীমসেন যেন অত্যন্ত ভীত হয়েছেন এমন ভাব দেখিয়ে, রাজাদেশ প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয় এই বোধে দুঃখের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হলেন। তারপর পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন ব্যাঘ্রের ন্যায় ধীরে ধীরে গিয়ে বিরাটরাজাকে অভিবাদন জানালেন এবং মহারঙ্গে প্রবেশ করলেন। ভীমসেনকে প্রবেশ করতে দেখে অন্য মল্লেরা আনন্দ প্রকাশ করে তাঁকে উৎসাহ দিতে লাগলেন। ভীমসেন তখন কোমরের কাপড়টিকে কঠিনভাবে বেঁধে নিয়ে বৃত্রাসুরের মতো সেই মহামল্ল 'জীমূত'কে আহ্বান করলেন। ছ'বছর বয়স্ক হাতির মতো ভীম ও জীমূত দুই জনেরই অত্যন্ত উৎসাহ ও তীব্র পরাক্রম ছিল। তাই সেই দুই নরশার্দূল মদমত্ত মহাহস্তীদ্বয়ের মতো পরম আনন্দিত পরস্পর জয়াভিলাষী হয়ে পরস্পরের ছিদ্র অনুসন্ধান করতে করতে বাহুযুদ্ধে সম্মিলিত হলেন। তখন একের আঘাতে অপরের আশ্চর্য প্রতিকার, বিষম বাহুপ্রহার, ভূতলে ফেলে দেওয়া, দেহ ধরে ঝাঁকুনি দেওয়া, দাঁড়ানো অবস্থায় প্রচণ্ড ধাক্কা দেওয়া, বরাহের

মতো গর্জন করে অপরকে দূরে নিক্ষেপ, মুষ্টি-প্রহার, বজ্রাঘাতের মতো প্রচণ্ড চপেটাঘাত, কণ্ঠায় তীব্র মুষ্ট্যাঘাত, ভয়ংকর পদাঘাত, প্রস্তরতুল্য শব্দকারী জানুর আঘাত, মস্তক দ্বারা অপরের মস্তকে আঘাত—অথবা কেবলমাত্র বাহুর দ্বারা একে অপরকে নিষ্পেষিত করতে লাগলেন। তাঁরা একে অপরকে দূরে ঠেলে ফেললেন, পাশে ছুড়ে দিলেন, সবলে দূরে নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

তারপর ভীম ও জীমূত বিশাল গর্জন করে পরস্পরকে তিরস্কার করতে লাগলেন। "তখন শত্রুহন্তা ভীমসেন আক্রোশে গর্জন কবতে থেকে ব্যাঘ্র যেমন হস্তীকে উত্তোলন করে তেমনই জীমূতকে বাহুযুগলদ্বারা উত্তোলন করে সঞ্চালিত করতে লাগলেন"—

চকর্ষ দোর্ভ্যামুৎপাট্য ভীমো মল্লমমিত্রহা।
বিনদন্তমভিক্রোশন শার্দূল ইব বারণম ॥ বিরাট : ১২ : ২৯ ॥

জীমূত গর্জন করতে থাকল।

তখন ভীম দুহাতে জীমূতকে তুলে মাথার উপর ঘোরাতে লাগলেন, তাই দেখে অন্য মল্লগণ ও মৎস্যদেশের লোকেরা অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হল। মহাবাহু ভীমসেন নিশ্চেষ্ট ও অচেতন সেই মল্ল জীমূতকে মাথার উপর শতবার ঘূর্ণিত করে, মাটিতে আছড়ে ফেলে জানুদ্বারা তার কণ্ঠে চাপ দিতে শুরু করলেন। জীমূতের প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। জগদ্বিখ্যাত মল্ল জীমূত ভীম কর্তৃক নিহত হলে, বিরাটরাজা বন্ধুদের সঙ্গে অত্যন্ত আনন্দ করতে লাগলেন। তারপর কুবেরের ন্যায় মহাধনী সেই বিরাটরাজা সেই মহারঙ্গ স্থানেই পারিতোষিক রূপে ভীমকে প্রচুর ধন দান করলেন। ভীমসেন এইভাবেই বহুতর মল্ল ও মহাবল পুরুষদের নিহত করে মৎস্যরাজার পরম আনন্দ সৃষ্টি করতে লাগলেন। যখন অন্য কোনও পুরুষকেই ভীমের তুল্য বলশালী দেখা গেল না, তখন থেকে বিরাটরাজা সিংহ, ব্যাঘ্র ও হস্তীর সঙ্গেও ভীমকে দিয়ে যুদ্ধ করাতে লাগলেন। আবার বিরাটরাজা অন্তঃপুরের রমণীদের সন্তোষের জন্য ভীমকে দিয়ে বৃষ, মল্ল ও মহাহস্তীগণের সঙ্গে যুদ্ধ করাতে লাগলেন। এইভাবে সমগ্র মৎস্যদেশে মহাবলী রূপে ভীমসেনের প্রতিষ্ঠা ঘটল। কেবলমাত্র অন্তঃপুরে দ্রৌপদী বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁর স্বামী যে অপরের সেবা করে, অপরের আনন্দবর্ধন করে ধন উপার্জন করছেন, তাতে দ্রৌপদী বিশেষ আনন্দিত হতেন না। বরং দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতেন।

ভীমসেন কর্তৃক জীমূত মল্ল নিধন, মহাভারতের এক দুর্লভ মুহূর্ত। সমগ্র মহাভারতে বাহুবলে ভীমসেনের তুল্য শক্তিশালী দ্বিতীয় ব্যক্তি পাওয়া যায় না। অজ্ঞাতবাস পর্বেই ভীমসেন এই বিরাটরাজ্যেই কীচক ও উপকীচক বধ করবেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে বাহুবলে ভীম জরাসন্ধকে বধ করেছিলেন, দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভাতেও মল্লশ্রেষ্ঠ

শল্যরাজাকে জানুর উপর ফেলে বধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। তখন তাঁর মনে পড়েছিল, শল্য মাদ্রীর ভ্রাতা, নকুল-সহদেবের আপন মাতুল।

স্মরণীয় যে, যে পুরুষ দ্রৌপদীকে স্পর্শ করেছিলেন, ভীম তাঁকেই বধ করেছেন। কির্মীর রাক্ষস, জটাসুর থেকে আরম্ভ করে জয়দ্রথ পর্যন্ত কেউ ভীমসেনের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করেননি। যুধিষ্ঠির নিষেধ না করলে জয়দ্রথের মৃত্যু অনিবার্য ছিল। দ্রৌপদীকে লাঞ্ছনা করার অপরাধে দুঃশাসনের বক্ষোরক্ত পান করেছিলেন ভীম। বাম উরু দেখানোর অপরাধে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করেছিলেন, ধৃতরাষ্ট্রের একশো পুত্রই ভীমের হাতে নিহত হন। রাজসূয় যজ্ঞকালে ভীম অঙ্গরাজ্য জয় করেছিলেন। অঙ্গরাজ কর্ণ যুদ্ধ করতে এসে পরাজিত হয়েছিলেন ও কর দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

পরাজয় ভীমসেনের ভাগ্যেও ঘটেছিল। জ্যেষ্ঠভ্রাতা হনুমানের লাঙ্গুল তিনি সর্বশক্তিতে নড়াতে পারেননি। পিতৃপুরুষ নহুষও তাঁকে সর্পরূপে বন্ধন করেছিলেন—যুদ্ধে তিনি কর্ণের কাছেও পরাজিত হয়েছিলেন। অবাধ্যতার কারণে যক্ষরূপী ধর্মের কাছে তাঁর মৃত্যুও ঘটেছিল।

ভীমসেন ছিলেন যুধিষ্ঠিরের প্রিয় ভ্রাতা, যদিও ভীমসেনের অতিরিক্ত ভোজন যুধিষ্ঠির পছন্দ করতেন না। কিন্তু যে কোনও বিপদে, বিশেষত দৈহিক শক্তির প্রকাশে ভীম ছিলেন যুধিষ্ঠিরের সর্বাপেক্ষা বড় সহায় এবং দ্রৌপদীরও সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসের পাত্র।

৫০

কীচক-বধ

তখন অজ্ঞাতবাসের দশ মাস কাল অতীত হয়েছে। দ্রৌপদী, যিনি রানি সুদেষ্ণার শুশ্রূষা পাবার যোগ্য, তিনিই ভাগ্যের পরিহাসে সুদেষ্ণার সেবা করে দিন অতিবাহিত করছেন। একদিন বিরাটরাজার সেনাপতি কীচক, রানি সুদেষ্ণার গৃহে পরিচারিকা রূপে দ্রৌপদীকে দেখল। দেবকন্যার ন্যায় রূপবতী, দেবকন্যার ন্যায় বিচরণকারিণী দ্রৌপদীকে দেখে কীচক তৎক্ষণাৎ কামার্ত হয়ে পড়ল। কামাগ্নি সন্তপ্ত কীচক আপন ভগ্নি সুদেষ্ণার কাছে গিয়ে বলল, "এই বিরাটরাজার গৃহে এমন সুলক্ষণা রমণী আমি পূর্বে কখনও দেখিনি। সুন্দর সুরা যেমন গন্ধ দ্বারা মাতাল করে, তেমনই এই সুন্দর ভঙ্গিশালিনী রমণী রূপ দ্বারা আমাকে উন্মত্ত করে তুলেছে। দেবতার তুল্য রূপবতী, শুভলক্ষণা ও চিত্তাকর্ষিণী এই সুন্দরীটি কে? কারই বা স্ত্রী? কোথা থেকে এসেছে? এ আমার চিত্ত মথিত করে আমাকে বশীভূত করেছে। এর সঙ্গে সঙ্গম ছাড়া আমার স্বাস্থ্যলাভের অন্য কোনও ঔষধ নেই বলে আমার মনে হচ্ছে।

"সুদেষ্ণা। তোমার এই সুন্দরী পরিচারিকাটি নূতন এসেছে বলে বোধ হচ্ছে। কিন্তু এ যে তোমার পরিচারিকার কাজ করছে, এটা আমার সঙ্গতবোধ হচ্ছে না। সুতরাং আমি বা আমার যা কিছু বস্তু আছে সে সমস্তের উপর এই নারী আধিপত্য করুক। আমার বিশাল ভবন, মনোহর ও সমৃদ্ধিযুক্ত। তাতে আবার বহুতর হস্তী, অশ্ব, রথ, পাত্র, খাদ্য, পেয় ও আশ্চর্য স্বর্ণভূষণ সকল রয়েছে। এই নারী সে ভবনকে শোভিত করুক।"

তারপর কীচক সুদেষ্ণার কাছে গোপনে এই কথা বলে, বনের ভিতর শৃগাল যেমন সিংহের কন্যার কাছে যায় তেমনই রাজনন্দিনী দ্রৌপদীর কাছে গিয়ে তাকে আশ্বস্ত করে বলল, "সুন্দরী। তোমার এই সৌন্দর্য, এই প্রথম বয়স কেবল ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। কারণ কোনও পুরুষ ধারণ না করায় উত্তমা ও সুলক্ষণা মালার মতো সুন্দরী হয়েও তুমি শোভা পাচ্ছ না। ভাবিনি! আমার যে সকল পূর্ববর্তী স্ত্রী আছে, তাদের আমি ত্যাগ করব। তারা তোমার দাসী হবে। আমিও তোমার দাসের ন্যায় বশবর্তী হয়ে থাকব।" তখন দ্রৌপদী বললেন—

> "অপ্রার্থনীয়াং প্রার্থ্যাং মাং সূতপুত্রাভিমন্যসে।
> বিহীনবর্ণাং সৈরিন্ধ্রীং বীভৎসাং কেশকারিণীম্ ॥ বিরাট :১৩ :১৩ ॥

সূতপুত্র! আমি হীনবর্ণা কেশসংস্কারকারিণী নিন্দিতা সৈরিন্ধ্রী। সুতরাং আপনার অপ্রাপণীয়া। তথাপি আপনি আমাকে প্রার্থনীয়া বলে মনে করছেন। বিশেষত আমি পরের

ভার্যা। আমি আমার স্বামিগণের প্রিয়তমা। সুতরাং আমাকে এমন কথা বলা আপনার উচিত নয়। আপনি ধর্মের বিষয় চিন্তা করুন, আপনার মঙ্গল হবে। আপনি কখনও পরস্ত্রীর প্রতি ইচ্ছা করবেন না। সৎপুরুষেরা কখনও অকার্য করেন না। মুগ্ধ ও পাপাত্মা ব্যক্তিরাই অনর্থক অন্যায় অভিলাষ করে ভয়ংকর নিন্দা ও ভয়ের পাত্র হয়ে থাকেন। সূতপুত্র! আমি বীরগণ দ্বারা সর্বতোভাবে রক্ষিত; সুতরাং আপনার অলভ্যা। আপনি আমাকে লভ্যা বলে মনে করলে আপনার জীবন সংশয় হবে। আমি আপনার বা অন্য কারোরই লভ্যা নই। সুতরাং আপনি সে চেষ্টা করলে আমার গন্ধর্ব স্বামীরা ক্রোধে আপনাকে বধ করবেন। নিজেকে নিজে বিনষ্ট করবেন না। যে পথে মানুষ যেতে পারেন না, আপনি সেই পথে যাবার চেষ্টা করছেন। নির্বোধ বালক যেমন নদীর এক তীরে থেকে কোনও যান ছাড়াই অন্য তীরে যেতে ইচ্ছা করে, অল্পবুদ্ধি আপনিও তেমনই অপ্রাপ্য পেতে ইচ্ছা করছেন। কীচক! তুমি যদি ভূ-গর্ভে প্রবেশ করো, কিংবা আকাশে উড়ে যাও, তবুও আমার ভর্তাদের হাত থেকে মুক্তিলাভ করবে না। কারণ, আমার স্বামীরা দেবতার পুত্র, সর্বপ্রকার শত্রুদমনে সমর্থ। রোগী যেমন মৃত্যু প্রার্থনা করে, তুমি আমাকে তেমনভাবে প্রার্থনা করছ। শিশু যেমন মাতার ক্রোড়ে শুয়ে আকাশের চাঁদকে পেতে চায়, তুমিও আমাকে তেমন করেই পেতে চাইছ।"

ভয়ংকর কামে জর্জরিত কীচক দ্রৌপদী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে সুদেষ্ণার কাছে গিয়ে বলল, "সুদেষ্ণা! সৈরিন্ধ্রীকে আমার কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করো। যদি আমাকে জীবিত দেখতে চাও তবে গজগামিনী সৈরিন্ধ্রী যাতে আমাকে ভজনা করে তার ব্যবস্থা করো।" ভ্রাতা কীচকের বারংবার এই এক বিলাপ শুনে দেবী সুদেষ্ণার মনে দয়া জাগ্রত হল। সুদেষ্ণা বললেন, "কীচক, কোনও উপলক্ষে আমাকে খাওয়ানোর জন্য তুমি বাড়িতে নিমন্ত্রণ করো। গৃহে উত্তম সুরা ও অন্ন প্রস্তুত করাও। তারপর আমি সেই সুরা আনাবার জন্য সৈরিন্ধ্রীকে তোমার গৃহে পাঠাব। তুমি তাকে উপযুক্ত নির্জন স্থানে এমন তোষামোদ করবে, যাতে ও তোমার প্রতি অনুরক্ত হয়।"

সুদেষ্ণা এই কথা বললে, কীচক নিজগৃহে গিয়ে রাজকীয় সুরা ও অন্ন প্রস্তুত করাল। ছাগ, শূকর ও অন্য পশুমাংস, সুশোভন অন্ন ও পানীয় প্রস্তুত করাল। তখন সুদেষ্ণা সৈরিন্ধ্রীকে কীচকের গৃহে পাঠাবার ইচ্ছা করলেন। সুদেষ্ণা বললেন, "সৈরিন্ধ্রী, কীচকের গৃহ থেকে আমার জন্য মদ নিয়ে এসো। কারণ উত্তম সুরার পিপাসা আমাকে কাতর করেছে।" কিন্তু সৈরিন্ধ্রী নির্লজ্জ কীচকের গৃহে যেতে অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, "অনিন্দ্যসুন্দরী! আমি আপনার গৃহে এসে পতিগণের নিকট ব্যভিচারিণী হয়ে কাম ব্যাপারে প্রবৃত্ত হব না। প্রশস্তস্বভাব দেবী! আপনার গৃহে প্রবেশের সময়, আমি যে নিয়ম করেছিলাম তা আপনি জানেন। মূঢ় ও কামমত্ত সেই কীচক আমাকে দেখেই অপমানিত করবে। রাজনন্দিনী! আপনার অনেক দাসী আছে। সুতরাং অন্য কোনও দাসীকে সেখানে পাঠান। আমার কথা শুনুন। আপনার মঙ্গল হবে।"

সুদেষ্ণা বললেন, "আমি এখান থেকে তোমাকে পাঠাচ্ছি। সুতরাং কীচক তোমাকে অপমান করবে না। এই কথা বলে রানি সুদেষ্ণা সৈরিন্ধ্রীর হাতে আবরণ যুক্ত স্বর্ণময় পানপাত্র প্রদান করলেন।" সৈরিন্ধ্রী আশঙ্কার সঙ্গে রোদন করতে লাগলেন। তিনি

সূর্যদেবের কাছে প্রার্থনা জানালেন, "আমি পাণ্ডবগণ ব্যতীত অন্য পুরুষকে জানি না। সেই সত্যধর্ম হেতু কীচক যেন আমাকে বশীভূত করতে না পারে।" সূর্যদেব দ্রৌপদীর সেই স্তবের কারণ বুঝে দ্রৌপদীকে রক্ষা করার জন্য এক অদৃশ্য রাক্ষসকে নিযুক্ত করলেন। সেই রাক্ষসও ছায়ার মতো দ্রৌপদীর সঙ্গে থাকতে লাগল।

সৈরিন্ধ্রীরূপী দ্রৌপদী মদ আনবার জন্য কীচকের গৃহে উপস্থিত হলেন। পাড়ে নৌকা পেলে পাড়গামী ব্যক্তি যেমন উঠে দাঁড়ায় তেমনই হরিণীর মতো ত্রস্তা দ্রৌপদীকে আসতে দেখে কীচক আনন্দে উঠে দাঁড়াল। কীচক বলল, "তোমার আসতে কোনও অসুবিধা হয়নি তো। তুমি আমার সর্বস্বের অধিশ্বরী। আজ আমার সুপ্রভাত হয়েছে, কারণ তুমি আমার কাছে এসেছ। এখন তুমি আমার প্রিয়কার্য করো। সোনার মালা, শাঁখা, দুটি কুণ্ডল, নানারত্ন খচিত নির্মল দুটি কেয়ূর, সুন্দর মণি ও রত্ন এবং নানাবিধ পট্টবস্ত্র ভৃত্যেরা তোমার জন্য এনে দেবে। আমি তোমার জন্য কল্পিত এক দিব্য শয্যা রচনা করে রেখেছি, সেইখানে চলো, আমার সঙ্গে মিলে পুষ্পমদ্য পান করো।"

দ্রৌপদী বললেন, "সুদেষ্ণা দেবী সুরা নিয়ে যাবার জন্য আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন এবং বলেছেন যে তিনি অত্যন্ত পিপাসার্তা, আমাকে সত্বর সুরা নিয়ে যেতে বলেছেন।"

কীচক বলল, "অন্য দাসীরা সুদেষ্ণার জন্য সুরা নিয়ে যাবে।" এই বলে কীচক দ্রৌপদীর ডান হাত ধরে বিশালনয়না দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন করতে চাইল; তখন দ্রৌপদী তাকে তিরস্কার করে উঠলেন। কীচক দ্রুত ছুটে এসে আবার দ্রৌপদীকে ধরল। তখন সুলক্ষণা দ্রৌপদী ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে কীচককে তীব্র ধাক্কা মারলেন। পাপাত্মা কীচক ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো ভূমিতে পতিত হল। কীচককে ভূতলে নিক্ষেপ করে দ্রৌপদী কাঁপতে কাঁপতে দ্রুতবেগে রাজসভায় শরণাপন্ন হতে চললেন; সে সভায় রাজা যুধিষ্ঠির ছিলেন। দ্রৌপদী দ্রুতবেগে রাজার কাছে যাচ্ছিলেন, সেই অবস্থায় কীচক তাঁর কেশাকর্ষণ করে বিরাটরাজার সামনেই তাঁকে মাটিতে ফেলে পদাঘাত করল। তখন সূর্যদেব দ্রৌপদীর রক্ষার জন্য যে রাক্ষসটিকে নিযুক্ত করেছিলেন, সেই রাক্ষস বায়ুবেগে কীচককে গিয়ে এক ধাক্কা দিল। রাক্ষসের আঘাতে আহত কীচক নিশ্চেষ্টভাবে মাটিতে পড়ে রইল। এদিকে সেইখানে উপবিষ্ট ভীম ও যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর উপর কীচকের পদাঘাত সহ্য করতে না পেরে, দুঃখ ও রোষের সঙ্গে দ্রৌপদীর দিকে তাকালেন। মহাবল ভীমসেন সেই কীচককে বধ করবার জন্য দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করতে লাগলেন।

এই সময়ে লোকে বুঝে ফেলবে এই ভয়ে রাজা যুধিষ্ঠির আপন চরণাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভীমের চরণাঙ্গুষ্ঠ মর্দন করে ভীমকে নিষেধ করলেন। ধর্মচারিণী, সুদেহিনী দ্রৌপদী তখন যুধিষ্ঠিরের অজ্ঞাতবাসের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য কীচক বধের ইঙ্গিত না করে, সভার মধ্যে গিয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে একবার যুধিষ্ঠির ও ভীমের দিকে তাকালেন, তারপর প্রচণ্ড ক্রোধে বিরাটরাজাকে যেন দগ্ধ করতে করতে তাঁকে বললেন, যাঁদের শত্রু তাঁদের দেশ থেকে ষষ্ঠদেশ দূরে থেকেও ভয়ে নিদ্রা যায় না, আমি তাঁদের মানিনী ভার্যা। এই সূতপুত্র আমাকে পদাঘাত করল। ব্রাহ্মণ হিতৈষী ও সত্যবাদী যে বীরেরা কেবল দানই

করেন, কখনও প্রার্থনা করেন না, আমি তাঁদেরই মানিনী ভার্যা; আমাকেই সূতপুত্র পদাঘাত করল।

যেষাং দুন্দুভিনির্ঘোষো জ্যাঘোষঃ শ্রুয়তে মহান।
তেষাং মাং মানিনীং ভার্যাং সূতপুত্রঃ পদাহবধীৎ ॥ বিরাট : ১৫ : ১৯ ॥

"যে বীরগণের ধনুর্গুণাস্ফালনের শব্দ দুন্দুভি শব্দের ন্যায় বৃহৎ শোনা যায়, আমি তাঁদেরই মানিনী ভার্যা, আর আমাকেই সূতপুত্র পদাঘাত করল। যাঁরা তেজস্বী, জিতেন্দ্রিয়, বলবান ও অভিমানী, আমি তাঁদেরই মানিনী ভার্যা; আর আমাকেই সূতপুত্র পদাঘাত করল। অনায়াসে যাঁরা জগৎ ধ্বংস করতে পারেন, কিন্তু বর্তমানে ধর্মপাশে আবদ্ধ হয়ে আছেন, আমি তাঁদেরই মানিনী ভার্যা; সেই আমাকে সূতপুত্র পদাঘাত করল!

"শরণার্থীদের চিরকাল যাঁরা রক্ষা করে থাকেন; যাঁরা গুপ্তভাবে লোকসমাজে বিচরণ করছেন, সেই মহারথগণ এখন কোথায়? সতী ও প্রিয়তমা পত্নীকে সূতপুত্র পদাঘাত করল; এ দেখেও যাঁরা তাঁকে রক্ষা করছেন না, তাঁদের ক্রোধ, বীর্য ও তেজ কোথায় গেল। আমি নিরপরাধা, তবুও কীচক আমাকে পদাঘাত করল; এ দেখেও যে বিরাটরাজা কীচককে ক্ষমা করছেন, সেই বিরাটরাজা যদি ধর্মদুষ্ট হন, তবে আমি অবলা নারী কীচকের আর কী করতে পারি? রাজা, আপনি কীচকের প্রতি রাজোচিত আচরণ করছেন না, সুতরাং আপনার রাজসভা ধর্ম দ্বারা রক্ষিত নয়, দস্যু দ্বারা পীড়িত। সুতরাং আপনার রাজ্যে আমার আর বাস করা সঙ্গত হচ্ছে না। সভাসদগণও এই কীচকের অত্যাচার দেখুন। কীচক তো ধর্মাচারী নয়ই, মৎস্যরাজাও ধর্মাচারী নন, যে সভ্যগণ এই অধর্মাচারী রাজার সেবা করছেন তাঁরাও ধর্মাচারী নন।"

দ্রৌপদীর তীক্ষ্ণ তীব্র ভর্ৎসনা শুনে বিরাটরাজা বললেন, "সৈরিন্ধ্রী, আমার অগোচরে তোমাদের মধ্যে যে বিবাদ হয়েছে, তা আমি জানি না। সুতরাং তোমার এই অপমানের যথার্থ কারণ না জেনে, আমি কী বিচার করতে পারি?" দ্রৌপদী সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং কীচক বিশেষভাবে দোষী, সভাসদগণ এই ঘটনা জেনে দ্রৌপদীর প্রশংসা ও কীচকের নিন্দা করতে লাগলেন।

সভাসদগণ বললেন, "এই সর্বাঙ্গসুন্দরী দীর্ঘনয়না নারী যাঁর ভার্যা, তিনি যথার্থই ভাগ্যবান এবং সেই ব্যক্তি কখনই শোক পাবেন না। এই নারীর মতো সর্বাঙ্গসুন্দরী নারী মনুষ্যসমাজে দুর্লভা, সুতরাং আমাদের ধারণা, ইনি কোনও দেবী হবেন।"

সভাসদগণ দ্রৌপদীকে এইভাবে প্রশংসা করছেন দেখে ক্রোধে যুধিষ্ঠিরের কপালে ঘাম জমতে লাগল। তিনি তাঁর প্রিয়তমা মহিষী দ্রৌপদীকে বললেন, "সৈরিন্ধ্রী তুমি এখানে থেকো না, রানি সুদেষ্ণার কাছে যাও। দেখো, বীরপত্নীরা ভর্তাদের অনুসরণ করতে থেকে কষ্টও পান, কিন্তু ভর্তাদের সেবা করেই পতিলোক জয় করেন। তোমার ভর্তারা এখনও ক্রোধের সময় হয়েছে বলে মনে করছেন না—সেই কারণেই সূর্যতুল্য গন্ধর্বগণ প্রতিকার করার জন্য তোমার কাছে আসছেন না। তুমি প্রতিকারের সময় বোঝ না, তাই নটীর মতো রোদন করছ, রাজসভায় ক্রীড়াকারী মৎস্যদেশীয়গণের ক্রীড়ায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছ। অতএব সৈরিন্ধ্রী তুমি যাও, তোমার গন্ধর্ব স্বামীরা তোমার প্রিয় কার্য করবেন।

যে লোক তোমার প্রতি অপ্রিয় আচরণ করেছে, তাকে সুনিশ্চিতভাবে দণ্ড দিয়ে তোমার দুঃখ দূর করবেন।”

দ্রৌপদী বললেন, “যাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত; সেই মহাদয়ালুদের জন্যই আমি ভোগের সময়ও ধর্মচারিণী হয়েছি। তা না হলে সেই দুর্জনদের তাঁরা তখনই বধ করতেন।” ক্রোধে আরক্তা দ্রৌপদী এই কথা বলে কেশকলাপ মুক্ত রেখেই দ্রুত সুদেষ্ণার ভবনে চলে গেলেন।

তখন দ্রৌপদী জল দ্বারা বস্ত্রযুগল প্রক্ষালন করলেন। কারণ কীচকের পদাঘাতে ভূতলে পতিত হওয়ায় এবং রোদনের জন্য বস্ত্রযুগল অপরিচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। তারপর তিনি দুঃখ পরিশোধের উপায় চিন্তা করতে লাগলেন এবং “ভীম ছাড়া অন্য কেউই আমার মনের প্রিয় কাজ করতে পারবে না” এই চিন্তা করে মনে মনে ভীমকেই স্মরণ করতে লাগলেন। গভীর রাতে দ্রৌপদী শয্যা ত্যাগ করে আশ্রয় লাভের জন্য আপন পতি ভীমসেনের নিকট যাওয়ার জন্য গৃহ পরিত্যাগ করলেন। রন্ধনশালায় উপস্থিত হয়ে দ্রৌপদী নিদ্রিত ভীমসেনকে দেখতে পেলেন। ধেনু যেমন মহাবৃষের কাছে গমন করে, তেমনই দ্রৌপদী ভীমসেনের কাছে গিয়ে, দুর্গম বনে সিংহী যেমন নিদ্রিত সিংহকে আলিঙ্গন করে, নিদ্রিত পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনকে আলিঙ্গন করে বললেন, “ভীমসেন! ওঠো ওঠো; মৃতব্যক্তির মতো কেমন করে শায়িত আছ? কারণ, পাপিষ্ঠ লোক জীবিত ব্যক্তির ভার্যাকে স্পর্শ করে কখনও জীবিত থাকে না। পাপিষ্ঠ কীচক আমাকে পদাঘাত করে এখনও জীবিত আছে, এ অবস্থায় তুমি নিদ্রিত থাক কেমন করে?”

দ্রৌপদী এইভাবে জাগিয়ে তুললে ভীমসেন নিদ্রা ত্যাগ করে শয্যায় উঠে বসলেন এবং প্রিয়তমা মহিষী দ্রৌপদীকে বললেন, “তুমি কী প্রয়োজনে, এত ব্যস্ত হয়ে আমার কাছে এসেছ। তোমাকে কৃশ দেখাচ্ছে, তোমার গাত্রবর্ণও স্বাভাবিক নয়। সমস্ত ঘটনা আমাকে বলো, যাতে আমি সব জানতে পারি। সুখ, দুঃখ, প্রিয়, অপ্রিয় সমস্ত ঘটনা আমাকে বলো— তোমার বক্তব্য শুনে আমি আমার কর্তব্য নির্ধারণ করব। কৃষ্ণা তুমি সকল অবস্থায় আমাকে বিশ্বাস কোরো, আমি তোমাকে বারবার বিপদ থেকে উদ্ধার করব। আর তোমার বক্তব্য বলে দ্রুত এই স্থান ত্যাগ করো, অন্যে জানতে পারে তা আমি চাই না।”

দ্রৌপদী বললেন, “যুধিষ্ঠির যার স্বামী, তার কপালে দুঃখ থাকবে না কেন? কিন্তু তুমি সমস্ত জেনেও আমাকে আবার তা বলতে বলছ কেন? দ্যূতক্রীড়ার সময়ে দুর্যোধন আমাকে ‘দাসী দাসী’ বলেছিল এবং বলপূর্বক অভিজাত বিদ্বান পুরুষমণ্ডলীর মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, তা স্মরণ করলে আমি দগ্ধ হতে থাকি। আমি ভিন্ন অন্য কোন রাজকন্যা এত দুঃখ সহ্য করেছেন? তারপর দ্বৈতবনে জয়দ্রথ দ্বিতীয়বার আমার কেশাকর্ষণ করেছিল, অন্য কোনও নারী তা সহ্য করতে পারে? আজও সেই দ্যূতক্রীড়া প্রবৃত্ত মৎস্যরাজের সামনেই কীচক আমাকে পদাঘাত করেছে। ভীমসেন! যে দুঃখ সহ্য করে আমি জীবিত আছি, তা কি তোমার অজানা? আমার বেঁচে থাকার ফল কী? বিরাটরাজার শ্যালক ও সেনাপতি দুরাত্মা কীচক সৈরিন্ধ্রী থাকার সময়ে রাজভবনে সর্বদাই আমাকে বলে— ‘তুমি আমার ভার্যা হও।’ কীচক যখন একথা আমাকে বলে তখন পাকা ফলের মতো আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়।

তুমি তোমার দ্যূতক্রীড়াকারী জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিন্দা করো, তাঁর জন্যই আমি এই অনন্ত দুঃখ ভোগ করছি। যুধিষ্ঠির ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি নিজের শরীর, রাজ্য ও সর্বস্ব ত্যাগ করে বনবাসের জন্য দ্যূতক্রীড়া করেন? তিনি যদি দশ হাজার মোহর, অন্য মূল্যবান ধন, রুপা, সোনা, বস্ত্র, যান, বাহন, ছাগল, মেষ, অশ্ব ও অশ্বতর— একটার পর একটা পণ ধরে বহু বছর ধরে ক্রীড়া করতেন, তা হলেও তাঁর কোষ কখনও ক্ষয় হত না। সেই যুধিষ্ঠির অনবধানতাবশত ঐশ্বর্যভ্রষ্ট হয়ে, আপন কৃতকার্যের কথা চিন্তা করতে করতে বিকল চিত্তে বসে আছেন। কোথাও যেতে গেলে, দশ সহস্র সাধারণ হস্তী এবং বহু সহস্র স্বর্ণমাল্যধারণকারী মহাহস্তী যাঁর পিছনে পিছনে যেত, তিনি আজ পাশা খেলে লব্ধ ধনদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করছেন। শত সহস্র রাজা ইন্দ্রপ্রস্থে এসে যুধিষ্ঠিরের স্তব করতেন। শত সহস্র দাসী পাত্র হাতে করে দিবারাত্র যুধিষ্ঠিরের অতিথিদের ভোজন করাত, প্রত্যহ সহস্র সহস্র স্বর্ণমুদ্রাদাতা, দাতৃশ্রেষ্ঠ সেই যুধিষ্ঠির পাশা খেলার ফলে গুরুতর বিপদপ্রাপ্ত হয়েছেন। মধুর স্বরসম্পন্ন সুপরিষ্কৃত মাল্যধারী বহুতর বন্দি ও চারণ সন্ধ্যাকালে ও প্রভাতে এই যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করত। তপস্বী ও শাস্ত্রজ্ঞ ঋষিরা তাঁর কাছে আসতেন। যুধিষ্ঠির অকাতরে অন্ধ, বৃদ্ধ ও বালকদের ভরণ-পোষণ করতেন। সেই যুধিষ্ঠির আজ 'কঙ্ক' নাম নিয়ে বিরাটরাজার সঙ্গে আলাপ করেন। যিনি উপহার দিয়ে প্রার্থীদের প্রার্থনা পূর্ণ করতেন, তিনি অন্য লোকের কাছে সম্পদলাভ করতে রত আছেন। পৃথিবীপালক রাজা যুধিষ্ঠির পরের অধীনে বিবশ অবস্থায় বাস করছেন। যিনি সমগ্র পৃথিবীকে সন্তপ্ত করতেন, তিনি আজ পরের সভাসদ হয়ে বাস করছেন। পরের উপাসনার অযোগ্য, মহাপ্রাজ্ঞ ও ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্যের আশ্রয় নিয়েছেন দেখে কার না দুঃখ হয়? মধ্যমপাণ্ডব! তুমি কি আমার এই দুঃখ অনুভব করতে পারছ না?

"কুন্তীনন্দন! আমার অসহ্য দুঃখ অনুভব করো। আমি তোমাদের কাউকে দোষারোপ করছি না। আমি গভীর দুঃখেই আমার অন্তরের কথা বলছি। অত্যন্ত নিকৃষ্ট এবং আপনার পক্ষে অযোগ্য কারুকার্য করার সময়ে তুমি যে 'বল্লব' নামে নিজের পরিচয় দাও, তাতে আমার মন শুকিয়ে যায়। পাকগৃহে পাককার্য শেষ হয়ে গেলে তুমি যে বিরাটরাজার সভায় গিয়ে তাঁর উপাসনা করো, তাতে দুঃখে বেদনায় আমার মন অবসন্ন হয়ে পড়ে। রানি সুদেষ্ণার সামনে তুমি যখন পশুশালা থেকে আগত ব্যাঘ্র, সিংহ ও বন্য মহিষদের সঙ্গে যুদ্ধ করো, তখন বিপদাশঙ্কায় আমার মোহ উপস্থিত হয়। আমি উদ্বিগ্ন এবং মূর্ছিতপ্রায় দেখে, রানি সুদেষ্ণা যখন বলেন, 'এই নির্মল মৃদুহাসিনী সৈরিন্ধ্রী একত্র বাস করার ফলে স্নেহবশতই এই বল্লবের বিষয়ে শোক করে। সৈরিন্ধ্রী সুন্দরী, বল্লবও অত্যন্ত সুন্দর। এদের রূপ পরস্পরের যোগ্য আর স্ত্রীলোকের মন বোঝা অতি দুষ্কর। এরা দুজনেই প্রায় এক সময়ে এসেই রাজবাড়িতে বাস করছে। সৈরিন্ধ্রী সকল সময়েই বল্লবের সঙ্গে অতি সদয়ভাবে বাক্যালাপ করে।' সুদেষ্ণার এই বাক্যে আমার মনে খেদ জন্মায়, আমাকে ক্রুদ্ধ দেখে, সুদেষ্ণা আরও মনে করেন আমি তোমার প্রতি অনুরাগিণী। তাঁর কথা শুনে আমার গভীর দুঃখ হয়। যুধিষ্ঠির কৃত এই শোকসাগরে মগ্ন হয়ে আমি আর জীবন ধারণ করতে পারছি না।

"এক রথেই যিনি দেবতা, মানুষ ও দেবগণকে জয় করেছিলেন, সেই যুবক অর্জুনও এখন বিরাটরাজার কন্যার নৃত্যশিক্ষকের কার্য করছেন। যে অর্জুন খাণ্ডববনে অগ্নিদেবকে পরিতৃপ্ত করেছিলেন, তিনি এখন অন্তঃপুরে কূপে গুপ্ত অগ্নির মতো বাস করছেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুনের নাম শুনলেই শত্রুরা ভীত হন, তিনি আজ নপুংসকবেশে বিরাটরাজার অন্তঃপুরে বাস করছেন। যাঁর জ্যা-নির্ঘোষ শুনলে শত্রুরা কম্পিত হত তিনি এখন গীতবাদ্যাদির দ্বারা স্ত্রীলোকের মনোরঞ্জন করছেন। যাঁর পরিঘতুল্য বাহুযুগল ধনুর গুণঘর্ষণে কঠিন, তিনি হাতে শাঁখা বালা পরে আছেন। যাঁর মাথায় সূর্যের মতো উজ্জ্বল কিরীট শোভা পেত, সেই অর্জুন মাথার কেশকে বেণীদ্বারা বেঁধে রাখেন। বেণীকৃতবেশ ও কন্যা পরিবেষ্টিত অর্জুনকে দেখে আমার মন অবসন্ন হয়ে পড়ে। যে মহাত্মার কাছে সমস্ত স্বর্গীয় অস্ত্র আছে, সেই অর্জুন স্ত্রীধার্য কুণ্ডল কানে বেঁধেছেন। সহস্র সহস্র রাজাও যাঁর সম্মুখবর্তী হতে চান না, সেই অর্জুন নপুংসকের বেশে কন্যাগণের পরিচারক হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। পর্বত, বন ও দ্বীপের সঙ্গে স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীগণ ও সমগ্র পৃথিবী যাঁর রথের শব্দে কম্পিত হত, যাঁর জন্মের পর কুন্তীদেবীর সব দুঃখ নষ্ট হয়েছিল, তোমার কনিষ্ঠভ্রাতা সেই অর্জুন আজ আমার শোক জন্মাচ্ছেন। অলংকারে অলংকৃত, শঙ্খবলয়ে আবৃত হস্ত, কনক ও কেয়ূরে সজ্জিত অর্জুনকে দেখলে আমার মন অবসন্ন হয়ে পড়ে। অতুলনীয় ধনুর্ধর অর্জুন কন্যাগণ পরিবেষ্টিত হয়ে গান গাইছেন। ধর্মপরায়ণ, সত্যাশ্রয়ী অর্জুন আজ স্ত্রীবেশে বিকৃত হয়ে আছেন। হস্তিনাপুরের মদস্রাবী হস্তীর মতো অর্জুন ধনপতি মৎস্যরাজার উপাসনা করছেন, আমার চোখ যেন অন্ধ হয়ে যায়। অর্জুনের স্ত্রীবেশে জীবনযাপনের কষ্ট তুমি বুঝতে পারো না?

কুন্তীনন্দন। তোমাদের সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা, সুবক্তা সহদেব যখন গোপবেশে পথে বিচরণ করেন, তখন লজ্জায়, কুণ্ঠায় আমি বিবর্ণ হয়ে যাই। সকলের প্রিয়, সকলের কনিষ্ঠ পাণ্ডুনন্দন সহদেব বিরাটরাজার গোপগৃহে গো-পরীক্ষা ও গো-পালন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করছেন, এই দুঃখের আগুনে আমি দগ্ধ হতে থাকি। গো-রক্ষণাদি কার্য সম্পন্ন করে সহদেব অন্য গোপগণের অগ্রে থেকে যখন বিরাটরাজাকে অভিবাদন করতে যান, তখন আমার যেন জ্বর আসে। আমার শ্বশ্রূ আর্যা কুন্তীদেবী সর্বদাই বীর সহদেবের প্রশংসা করেন, 'যাজ্ঞসেনী, সহদেব কৌলীন্যাভিমানী, সচ্চরিত্র, সদাচারী, লজ্জাশীল মধুরভাষী, ধার্মিক, কোমল, বীর এবং যুধিষ্ঠিরের অনুগত। তুমি বনমধ্যে রাত্রিতেও সহদেবের ভার বহন কোরো, নিজের হাতে তাকে খাইয়ে দিয়ো। বনে আসার সময় আমাকে আলিঙ্গন করে কুন্তীদেবী এই কথা বলেছিলেন।' সেই সহদেব গো-রক্ষণে ব্যাপৃত এবং রাত্রিতে গো-বৎসগণের সঙ্গে শায়িত দেখেও আমাকে জীবনধারণ করতে হচ্ছে।

"ভীমসেন তুমি কালের অদ্ভুত বিপর্যয় লক্ষ করো। যিনি সর্বদাই রূপ, অস্ত্রবিদ্যা, বুদ্ধি— এই তিনগুণ সম্পন্ন, সেই নকুল বিরাটরাজার অশ্বরক্ষক হয়েছেন। বন্ধনরজ্জু নিয়ে নকুল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অশ্বদের যখন শিক্ষা দিতে দিতে বিরাটরাজাকে উপাসনা করতে থাকেন, তখন আমি গভীর দুঃখ অনুভব করি। স্বামী কুন্তীনন্দন, যুধিষ্ঠিরের জন্য আমাকে এত দুঃখ সহ্য করতে হচ্ছে। তোমরা বর্তমান থাকতেও আমি বিশুষ্ক দেহ ও বিবর্ণ হয়ে দুঃখজর্জরিত আছি। সৈরিন্ধ্রীবেশে বিরাট রাজভবনে থেকে আমি সুদেষ্ণার শৌচসম্পাদন করছি। আমি

রাজপুত্রী, আমি কালের প্রতীক্ষা করছি, ভর্তাদের সম্পদলাভের জন্য অপেক্ষা করে আছি। মানুষ সম্পন্ন অবস্থায় দান করে আবার দরিদ্র অবস্থায় প্রার্থনা করে, সবল অবস্থায় নিহত করে, আবার দুর্বল অবস্থায় নিহত হয়, যোগ্যতার দ্বারা অন্যকে নিপাতিত করে, অযোগ্যতার সময়ে অন্য কর্তৃক নিপাতিত হয়। তারপর যে ঘটনা মানুষের জয়ের কারণ হয়, সেই ঘটনাতেই তার পরাজয় ঘটে। কালের জন্য প্রতীক্ষা করা ছাড়া আমার আর কিছু করারও নেই। দৈবকে অতিক্রম করা যায় না, দৈবের দুষ্করও কিছু নেই। আমি পুনরায় সুদৈবের প্রতীক্ষা করছি। দৈব সুসম্পাদিত বিষয়কেও নষ্ট করে, তাই বিজ্ঞ লোক সুদৈবকে আনার চেষ্টা করেন। আমি পাণ্ডবগণের মহিষী এবং দ্রুপদরাজার কন্যা হয়েও এই দুরবস্থা ভোগ করছি; এতে আমি ছাড়া কোন রমণীর জীবিত থাকতে ইচ্ছা করে।

"পাণ্ডুনন্দন! আমার এই কষ্ট প্রত্যক্ষভাবে তোমাদের আশ্রয় করে আছে, ক্রমে কৌরব ও পাঞ্চালদেরও পরিভূত করবে। বহুতর ভ্রাতা, শ্বশুর ও পুত্র কর্তৃক পরিবেষ্টিতা এবং সম্পত্তিশালিনী, অন্য কোনও রমণী এমন দুঃখভোগ করে। আমি বাল্যকালে বিধাতার কোন অপ্রিয় কার্য করেছিলাম যে, এতদূর কষ্টভোগ করছি। বনবাসের বারো বছরেও আমার শরীর এত বিবর্ণ হয়নি, এখন যেমন হয়েছে। আমার ইন্দ্রপ্রস্থের জীবনযাত্রা তুমি জানো— সেই আমি এখন পরের দাসী ও অধীন হয়ে শান্তি পাচ্ছি না। আমি জানি যে আমার এই দুঃখও দৈবকৃত। কারণ, যে দুঃখে ভয়ংকর ধনুর্ধর ও মহাবাহু পৃথানন্দন অর্জুনও তেজোবিহীন অগ্নির মতো রয়েছেন। আমি এও জানি যে, তোমাদের এই মহাদুঃখ অতিরিক্তই ছিল এবং অতর্কিত ছিল। ইন্দ্রতুল্য তোমরা সর্বদাই যার মুখাপেক্ষী ছিলে, সেই আমি, শ্রেষ্ঠ হয়েও, নিকৃষ্ট নারীদের মুখাপেক্ষিণী হয়ে আছি। তোমরা পঞ্চভ্রাতা জীবিত থাকতে, আমার যে অবস্থা ভোগ করার কথা নয়, সেই অবস্থা সহ্য করতে হচ্ছে। সসাগরা ধরণী যার বশবর্তিনী ছিল, সেই আমি, রানি সুদেষ্ণার অনুবর্তিনী হয়ে আছি। ভৃত্যেরা যার আগে ও পিছে চলত, সেই আমি রানি সুদেষ্ণার সামনে ও পিছনে চলতে বাধ্য হচ্ছি। যে আমি, দেবী কুন্তী ছাড়া দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তির জন্য, এমনকী নিজের জন্যেও গায়ে মাথায় চন্দন পেষণ করিনি, সেই আমাকে, অন্যের জন্য গাত্রানুলেপন, পেষণ করতে হচ্ছে। তুমি আমার হাত দেখো, আমার হাতে কড়া পড়ে গেছে। যে আমি কখনও কুন্তীদেবী বা তোমাদের সামনে ভীত হইনি, সেই আমাকে বিরাটরাজের সম্মুখে ভীত হয়ে চলতে হয়। অন্যের ঘষা চন্দন রাজার ভাল লাগে না। এই কারণে বিরাটরাজার মন্তব্যের জন্য আমি ভীত হয়ে থাকি।"

ভীমের প্রতি অনুরক্তা দ্রৌপদী তাঁর দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে রোদন করতে থাকলেন। বারবার নিশ্বাস ত্যাগ করে গদগদকণ্ঠে দ্রৌপদী ভীমকে বললেন, "পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন। আমি কোনওদিন দেবগণের অপ্রিয় কার্যে জড়িত থাকিনি। যে কারণে অবধারিত মৃত্যু সত্ত্বেও আমি ভাগ্যহীন হয়ে বেঁচে আছি।" তখন বিপক্ষবীরহন্তা ভীমসেন দ্রৌপদীর কড়া পড়া হাত চোখের সামনে তুলে এনে অনেক চোখের জল ফেললেন। সেই অবস্থায় আবেগে বশীভূত ভীমসেন অশ্রু ত্যাগ করে দ্রৌপদীকে বললেন, "যাজ্ঞসেনী আমার বাহুবল ও অর্জুনের গাণ্ডিবকে ধিক; কারণ তোমার স্বাভাবিক রক্তবর্ণ করতলে কড়া পড়েছে। আমি বিরাটরাজার সভায় কীচককে গুরুতর শাস্তি দিতাম, কিন্তু যুধিষ্ঠির অজ্ঞাতবাস সমাপ্তির

প্রতীক্ষা করছেন, তাই আমি কিছু করতে পারিনি। তা নাহলে আমি খেলার যোগ্য সে মহাহস্তী কীচককে বধ করার জন্য একটি মাত্র পদাঘাত করতাম। যখন তোমাকে কীচক পদাঘাত করল, আমার সমস্ত মৎস্যদেশকে গুরুতর পীড়নের ইচ্ছা হয়েছিল।

"কিন্তু ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তখন আমাকে কটাক্ষ দ্বারা নিবারণ করলেন। আমি সেই কটাক্ষ বুঝতে পেরেই নিবৃত্ত হলাম। তারপর, কৌরবদের সামনেই, আমাদের যে রাজ্য ছেড়ে বনবাসে যেতে হয়েছিল এবং পাপাত্মা দুর্যোধন, কর্ণ, সুবলপুত্র শকুনি ও দুঃশাসনের মস্তক যে আমি দেহচ্যুত করতে পারিনি, তা হৃদয়ে প্রবিষ্ট শল্যের মতো প্রতি মুহূর্তে আমাকে দগ্ধ করছে। তথাপি হে সুনিতম্বে! তুমি ধর্ম নষ্ট কোরো না। তুমি বুদ্ধিমতী নারী। ক্রোধ পরিত্যাগ করো। কারণ, রাজা যুধিষ্ঠির যদি তোমার মুখ থেকে এই তিরস্কার শোনেন, তিনি নিশ্চয়ই জীবন ত্যাগ করবেন। তা হলে, অর্জুন, নকুল ও সহদেবও জীবন ত্যাগ করবে এবং এঁরা চলে গেলে আমিও জীবিত থাকতে পারব না। তুমি জানো, পুরাকালে ভৃগুপুত্র চ্যবনমুনি তপস্যা করতে করতে উইপোকার স্তূপে ডুবে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি শান্ত থেকেই বনে গমন করেছিলেন এবং তাঁর ভার্যা সুকন্যা দেবীও স্বামীর অনুসরণ করেছিলেন। তুমি শুনে থাকবে যে, পূর্বকালে নারায়ণমুনির কন্যা রূপবতী চন্দ্রসেনা সহস্র বৎসর ধরে বৃদ্ধপতি মুদ্গলমুনির সেবা করেছিলেন। তুমি জানো যে, জনক রাজার কন্যা বৈদেহী সীতাও মহারণ্যবাসী স্বামী রামচন্দ্রের অনুসরণ করেছিলেন। রামচন্দ্রের প্রিয়তমা সেই সীতা দেবী রাবণ কর্তৃক নিগৃহীতা হয়েও কষ্ট পেতে থেকে রামেরই অনুসরণ করেছিলেন। বয়স ও রূপসমন্বিতা লোপামুদ্রা পিতৃগৃহের সমস্ত মনোহর কাম্যবস্তু ত্যাগ করে পতি মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যের অনুগমন করেছিলেন। এই সমস্ত নারী যেমন রূপবতী ও গুণবতী ছিলেন, তুমিও তেমনই সমস্ত গুণসম্পন্না। অতএব পাঞ্চালী, তুমি এই অল্পদিন—অর্থাৎ মাত্র আর পনেরোটি দিন দুঃখ সহ্য করো। তারপর ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হলে, তুমি রাজ্ঞীশ্রেষ্ঠা হবে।"

দ্রৌপদী বললেন, "মধ্যমপাণ্ডব! আমি দুঃখে কাতর হয়েই অশ্রুমোচন করেছি; কিন্তু রাজাকে তিরস্কার করছি না। অতীত আলোচনার এখন আর কোনও ফল নেই। বর্তমানে যে কার্যসম্পাদনের প্রয়োজন, তা সম্পন্ন করুন। রাজমহিষী সুদেষ্ণা সর্বদা ভীত হয়ে আছেন যে, তাঁর স্বামী বিরাটরাজা আমার রূপে অভিভূত হয়ে না পড়েন। সেই সুযোগে এবং আমাকে রক্ষকহীন দেখে দুরাত্মা কীচক সর্বদাই আমাকে প্রার্থনা করছে। প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেও, ক্রোধ সংবরণ করে কামসংমূঢ় কীচককে বলেছিলাম, 'কীচক! তুমি নিজের জীবন রক্ষা করো।' আমি পাঁচজন গন্ধর্বের প্রিয়তমা ভার্যা; তুমি যে সাহস করছ, তার পরিণতিতে তোমার মৃত্যু ঘটবে। কীচক স্পর্ধাভরে বলেছিল, 'সৈরিন্ধ্রী! আমি গন্ধর্বদের ভয় করি না। কারণ শত বা সহস্র গন্ধর্ব যুদ্ধে আসলে, আমি তাদের বধ করতে পারব। তুমি আমার রমণের সময় নির্দিষ্ট করো।' আমি তখন সেই কামাতুর কীচককে বলেছিলাম, 'কীচক! তুমি বলে আমার যশস্বী স্বামীদের সমকক্ষ নও। কীচক! আমি সর্বদাই ধর্মে রয়েছি এবং কুলশীলসমন্বিতা। সেইজন্যই কেউ কাউকে বধ করুক, এ আমি চাই না, তাই তুমি জীবিত আছ।' আমি একথা বললে সেই দুরাত্মা কীচক অট্টহাস্য করে উঠল। কারণ সে সৎপথে থাকে না, ধর্মেও তার মতি নেই।

পাপিষ্ঠঃ পাপভাবশ্চ কামরাগবশানুগঃ।
অবিনীতশ্চ দুষ্টাত্মা প্রত্যাখ্যাতঃ পুনঃ পুনঃ ॥ বিরাট : ১৯ : ২৮ ॥

পাপিষ্ঠ, পাপকর্মা, কামবশীভূত, অবিনীত ও দুরাত্মা কীচককে বারবার আমি প্রত্যাখ্যান করব; সেও দেখা হলেই আমাকে প্রহার করবে; যাতে আমি জীবনত্যাগই করব; তা হলে তোমরা ধর্মার্জনে যত্নশীল থেকেও তোমাদের সমস্ত ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে। যদি তোমরা অজ্ঞাতবাসের প্রতিজ্ঞায় অবিচল থাকো, তবে তোমাদের ভার্যা থাকবে না। ভার্যাকে রক্ষা করলে, সন্তানও রক্ষিত হয়। সন্তান রক্ষিত হলে, নিজেরও রক্ষা হয়ে থাকে; কারণ, প্রাণী নিজে সন্তানরূপে ভার্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। এইজন্যই পণ্ডিতেরা ভার্যাকে 'জায়া' বলে থাকেন। আবার ভর্তা কী প্রকারে আমার উদরে জন্মাবেন, তা ভেবে ভার্যাও ভর্তাকে রক্ষা করবেন। আমি ব্রাহ্মণদের কাছে এই ধর্ম শুনেছি।

"ক্ষত্রিয়দের প্রধান ধর্ম হল সর্বদা শত্রু নির্যাতন করা। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও আপনার উপস্থিতিতেই কীচক আমাকে পদাঘাত করেছে। আপনি ভয়ংকর জটাসুরকে বধ করে আমাকে তার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। অন্য ভ্রাতাদের সঙ্গে নিয়ে আপনি জয়দ্রথকে পরাজিত ও বন্দি করে আমাকে স্পর্শ করার শাস্তি প্রদান করেছিলেন। এখন এই কীচক, যে আমাকে ক্রমাগত অপমানিত করছে, আপনি সেই কীচককেও সংহার করুন। ভীমসেন রাজার শ্যালক ও প্রিয় বলেই কীচক আমার উপর অত্যাচার করতে সাহসী হচ্ছে। মাটির কলসিকে যেমন পাথরের উপর আছড়ে ফেলে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলা হয়, কামসংযত কীচককে চূর্ণ করুন। পাণ্ডুনন্দন! যে কীচক আমার বহুতর দুঃখের কারণ, সেই কীচক জীবিত থাকতে যদি কাল প্রভাতে সূর্যোদয় ঘটে, তবে আলোড়িত বিষ পান করব, কিন্তু কিছুতেই কীচকের কাছে ধরা দেব না।' এই বলে দ্রৌপদী শেষ শপথ বাক্য উচ্চারণ করলেন, "তোমার সম্মুখেই আমার মৃত্যু ভাল।" একথা উচ্চারণ করেই দ্রৌপদী ভীমের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ও রোদন করতে লাগলেন। ভীম তাঁকে আলিঙ্গন করে, বারংবার সান্ত্বনা দিতে দিতে ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন করতে থেকে কীচককে স্মরণ করতে লাগলেন। তারপর ভীমসেন দ্রৌপদীকে বললেন—

তথা ভদ্রে! করিষ্যামি যথা ত্বং ভীরু! ভাষসে!
অদ্য তং সূদয়িষ্যামি কীচকং সহবান্ধবম্ ॥ বিবাট : ২০ : ১ ॥

"ভদ্রে! ভীরু! তুমি যেমন বললে, আমি তেমনই করব অর্থাৎ অদ্যই বান্ধবগণের সঙ্গে সেই কীচককে বধ করব।"

"দ্রুপদরাজনন্দিনী, তুমি দুঃখ ও শোক পরিত্যাগ করে আগামীকাল সূর্যাস্তের পর প্রদোষকালে সংকেতালাপের জন্য কীচকের সঙ্গে দেখা করো। মৎস্যরাজের এই রাজ্যে একটি সুন্দর নৃত্যশালা আছে। দিনের বেলায় কন্যারা সেখানে নাচ শেখে এবং রাত্রিতে চলে যায়। সেই নৃত্যশালার ভিতরে একটি লৌহনির্মিত খাট পাতা আছে, তার উপর সুন্দর শয্যা প্রস্তুত করা আছে। আমি সেখানেই থেকে কীচককে বধ করে, তার মৃত পূর্বপুরুষদের সঙ্গে

সাক্ষাৎ করাব। কীচকের সঙ্গে তোমার আলাপের সময় কেউ যেন তোমাকে না দেখে, এবং কীচক যাতে অবশ্যই নৃত্যশালায় আসে তার ব্যবস্থা কোরো।"

দুঃখিত দ্রৌপদী ও ভীমসেন এই আলোচনা করে, উভয়েই চোখের জল মুছে রাত্রি প্রভাতের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরদিন রাত্রি প্রভাত হলেই শয্যা ত্যাগ করে কীচক রাজভবনে গিয়ে দ্রৌপদীকে বলল, "সৈরিন্ধ্রী! সভার মধ্যে রাজার সামনে তোমাকে মাটিতে ফেলে পদাঘাত করেছিলাম। কিন্তু আমি প্রবল বলে, তোমাকে রক্ষা করতে কেউ এগিয়ে আসেনি। কারণ, এই বিরাট, কেবল কথায় ও নামেমাত্র মৎস্যদেশের রাজা; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সেনাপতি বলে আমিই মৎস্যদেশের রাজা। তুমি অনায়াসে আমাকে লাভ করো এবং আমিও তোমার দাসহই। আমি এখনই তোমাকে একশো স্বর্ণমুদ্রা দান করছি। এ ছাড়াও আমি তোমাকে একশো দাসী, একশো দাস, অশ্বতরীযুক্ত একটি রথ দেব। আমাদের সঙ্গম হোক।" দ্রৌপদী বললেন, "কীচক! তুমি আমার কাছে শপথ করো যে, তোমার বন্ধুরা অথবা ভ্রাতারা কেউ আমার সঙ্গে তোমার সঙ্গম জানতে পারবে না। কারণ, যশস্বী গন্ধর্ব স্বামীদের আমি ভীষণ ভয় করি। সুতরাং তুমি আগে গোপনীয়তা বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করো, তারপর আমি তোমার বশবর্তিনী হব।" কীচক বলল, "ভীরু! তুমি যেমন বললে তেমনই আমি করব। তোমার কদলী সদৃশ উরু। আমি কামমুগ্ধ! সুতরাং তোমার সঙ্গে সঙ্গমের জন্য আমি একাকীই তোমার শূন্যগৃহে যাব; সূর্যতুল্য তেজস্বী তোমার গন্ধর্ব স্বামীরা জানতেও পারবেন না।" দ্রৌপদী বললেন, "বিরাটরাজার নৃত্যশালায় কন্যারা দিনেরবেলা নৃত্য করে এবং রাত্রিতে আপন গৃহে চলে যায়। তুমি অন্ধকারে এ গৃহে যাবে; গন্ধর্বরা তা জানতে পারবেন না। তা হলেই দোষ কেটে যাবে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।"

কীচকের সঙ্গে এই আলাপের পর দ্রৌপদীর পক্ষে দিনের অবশিষ্ট অর্ধাংশ যেন এক মাসের তুল্য দীর্ঘ বলে বোধ হতে লাগল। মূঢ় কীচক গৃহে ফিরে অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় আকুল হয়ে পড়ল; মৃত্যুরূপিণী সৈরিন্ধ্রীর আহ্বান সে বুঝতে পারল না। কামমুগ্ধ কীচক সমস্ত দিন গন্ধ, মাল্য ও অলংকারে আপনাকে সুসজ্জিত করতে লাগল। কীচকেরও যেন দিনের অবশিষ্ট অংশ দীর্ঘকালের মতো বোধ হতে লাগল। নেভার আগে প্রদীপের সলতের আগুন অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তেমনই চিরকালের জন্য কান্তি পরিত্যাগের পূর্বে কীচকও অনেক বেশি কান্তিমান হয়ে উঠল। কামমুগ্ধ কীচক দ্রৌপদীর কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে দ্রৌপদীর সঙ্গে সঙ্গমের চিন্তা করতে করতে তার দিন যে শেষ হয়ে যাচ্ছে, তাও বুঝতে পারল না।

দ্রৌপদী কীচকের সঙ্গে আলাপের পর পাকগৃহে গিয়ে স্বামী ভীমসেনের কাছে উপস্থিত হলেন এবং জানালেন যে, ভীমসেনের নির্দেশমতোই নৃত্যশালায় কীচকের সঙ্গে সঙ্গমের প্রস্তাব দিয়ে এসেছেন। দ্রৌপদী ভীমসেনের কাছে প্রার্থনা করলেন যে, ভীমসেন একাকী শূন্য নৃত্যশালায় আগত কীচককে যেন সেইদিনই বধ করেন। দ্রৌপদী বললেন, "ওই কীচক দর্পবশত আমার গন্ধর্ব স্বামীদের অবজ্ঞা করে। অতএব বীরশ্রেষ্ঠ! হস্তী যেমন শস্যের মূল উৎপাটিত করে, আপনিও কীচকের দেহ থেকে প্রাণ উৎপাটিত করুন। নিজের ও নিজের বংশের নাম রাখুন। আপনার মঙ্গল হোক।" ভীম বললেন, "তুমি সুখে এসেছ তো? তুমি

আমাকে যা জানালে, সেই বিষয়ে আমি অন্য কোনও ব্যক্তির সহায়তা চাই না। হিড়িম্ব রাক্ষসকে বধ করে আমার যে আনন্দ হয়েছিল, আজ কীচকের সঙ্গে আমার সম্মেলনে সেই আনন্দই হবে। সত্য, ধর্ম ও ভ্রাতৃগণকে সম্মুখে রেখে তোমাকে বলছি যে, ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন, আজ কীচককে আমি বধ করব। গুপ্তস্থানে হোক, প্রকাশ্য স্থানে হোক, আজ কীচককে সংহার করবই। তারপর সমস্ত মৎস্যদেশীয় যোদ্ধারা এলেও তাদের বধ করব। তারপর দুর্যোধনকে বধ করে রাজ্যলাভ করব। কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ইচ্ছানুসারে বিরাটের উপাসনা করুন।"

দ্রৌপদী বললেন, "স্বামী, বীর, আমার জন্য তুমি সত্য পরিত্যাগ কোরো না; গুপ্ত অবস্থায় থেকেই পাপাত্মা কীচককে বধ করো।" ভীম বললেন, "অনিন্দিতে! ভীরু! তুমি যেমন বললে, তেমনই হবে। আজ রাত্রে আমি গুপ্ত অবস্থায় থেকেই কীচককে বধ করব। তুমি কীচকের পক্ষে অলভ্যা; তবুও কীচক তোমাকে দুরাত্মার মতো লাভ করার ইচ্ছা করেছে। অতএব, হস্তী যেমন বেলফল চূর্ণ করে, কীচকের মস্তকও তেমন করেই চূর্ণ করব।"

সেদিন রাত্রিতে, ভীম গুপ্তভাবে নৃত্যশালায় গিয়ে, সিংহ যেমন গুপ্ত থেকে হরিণের অপেক্ষা করে, ভীমও কীচকের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলেন। দ্রৌপদীর অসম্মানে ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন এবং কীচকের মৃত্যুরূপে নৃত্যশালায় শুয়েছিলেন; এই অবস্থায় কীচক গিয়ে তাঁকে স্পর্শ করলেন এবং কামমুগ্ধ ও আনন্দে অস্থিরচিত্ত হয়ে কাছে গিয়ে অল্প হাস্য করতে করতে কীচক বললেন, "সুন্দরী তোমার জন্য ধন, রত্ন, বহু দাস-দাসী ও মূল্যবান বস্ত্র ও অপরিমিত দ্রব্য আমি তোমার গৃহে প্রেরণ করেছি। আমার পুরস্ত্রীরা সকলেই আমাকে প্রশংসা করেছে যে, তোমার মতো সুবসন ও সুদৃশ্য অন্য কোনও পুরুষ মানুষ নেই।" ভীম বললেন, "কীচক! তুমি আমার ভাগ্যেই সুদৃশ্য হয়েছ এবং আমার ভাগ্যেই আত্মপ্রশংসা করছ।" এই কথা বলে মহাবাহু ও অত্যন্ত পরাক্রমশালী কুন্তীনন্দন তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কীচককে বললেন, "পাপিষ্ঠ! সিংহ যেমন পর্বতপ্রমাণ মহা হস্তীকে ভূতলে ফেলে টান মারে, তোকে আমি আজ তেমনই ভূতলে ফেলে টান মারতে মারতে বধ করব এবং সেই অবস্থায় তোর ভগ্নি তোকে দেখবে। তারপর আমি তোকে বধ করলে, সৈরিন্ধ্রী নিরুপদ্রবে বিচরণ করবে এবং সৈরিন্ধ্রীর স্বামীরা নিশ্চিন্ত সুখে বিচরণ করবেন।"

তারপর মহাবল ভীমসেন কীচকের মাল্যভূষিত কেশপাশ ধারণ করলেন। তখন বলবান কীচকও বলপূর্বক আপন কেশপাশ ছাড়িয়ে ভীমের বাহুযুগল ধারণ করলেন। বসন্তকালে হস্তিনীর জন্য বলবান হস্তীদ্বয়ের মতো ক্রুদ্ধ নরশ্রেষ্ঠ ভীম ও কীচকের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হল। পূর্বকালে বালী ও সুগ্রীবের মধ্যে যেমন সংগ্রাম হয়েছিল, ভীম ও কীচকের মধ্যে তেমনই ভীষণ যুদ্ধ হতে লাগল। বিষতুল্য ক্রোধে উন্মত্ত ভীম ও কীচক পঞ্চমস্তক সর্পের মতো বাহুদ্বয় উত্তোলন করে, তীক্ষ্ণ দন্তের ন্যায় নখদ্বারা পরস্পরকে আঘাত করতে লাগলেন। বলবান কীচক ভীমকে বেগে আঘাত করলেও ভীম স্থিরদেহে সে আঘাত সহ্য করলেন, এক পদও নড়লেন না। তখন দু'জনেই পরস্পরকে আলিঙ্গন করে পরস্পরকে আকর্ষণ করে দুটি ক্রুদ্ধ বৃষের ন্যায় প্রকাশ পেতে লাগলেন। নখ ও দন্তরূপ দুই অস্ত্রের সহায়তায় দুটি বাঘের মতো গর্বিত ভীম ও কীচকের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হতে লাগল।

তারপর একটা হস্তী যেমন শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে অন্য মদস্রাবী হস্তীকে আকর্ষণ করে, ক্রুদ্ধ কীচক বেগে গিয়ে ভীমসেনকে তেমনই ধারণ করল। বলবান ভীমসেনও কীচককে ধারণ করলেন। তখন কীচক প্রচণ্ড বলে ভীমকে ধাক্কা মারল। তখন বলবান ভীম ও কীচক দুজনেরই বাহুর সংঘর্ষে যুদ্ধস্থানে বাঁশ ফাটার মতো ভয়ংকর শব্দ হতে লাগল। তারপর ভীমসেন সবলে কীচককে একটা ধাক্কা দিয়ে, ঘূর্ণিবায়ু যেমন বৃক্ষকে ধরে, কীচককে ধরে গৃহমধ্যে প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণিত করতে লাগলেন। কীচক যুদ্ধে ক্রমশ দুর্বল হতে থেকে, সমস্ত শক্তি দিয়ে ভীমসেনকে আকর্ষণ করতে লাগল এবং ভীমসেনের হাত থেকে অল্প নির্গত অবস্থায় কীচক জানুদ্বারা ভীমকে আঘাত করে ভূতলে ফেলে দিল। মুহূর্তমধ্যে দণ্ডপাণি যমের মতো ভীম উঠে দাঁড়ালেন এবং সেই নির্জন রাত্রে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করতে লাগলেন। নৃত্যশালা মুহুর্মুহু কম্পিত হতে লাগল; ভীম ও কীচক দুজনেই গর্জন করতে থাকলেন। ভীমসেন দুই হাতে কীচকের বক্ষে আঘাত করলেন কিন্তু কীচক অবিচলিতই রইল। যদিও কীচক মুহূর্তকাল মাত্র ভূতলে থেকে ক্রমশ দুর্বল হতে লাগল। মহাবল ভীমসেন কীচককে বলহীন বলে বুঝতে পেরে, তাকে অচেতনপ্রায় অবস্থায় বক্ষে ধারণ করে প্রচণ্ড পেষণ করতে লাগলেন। যুদ্ধবিজয়ী ভীম ক্রোধাবিষ্ট হয়ে নিশ্বাস ত্যাগ করে আবার দৃঢ়ভাবে কীচকের কেশাকর্ষণ করতে লাগলেন। মাংসভোজনাভিলাষী ব্যাঘ্র মহামৃগ ধারণ করে যে গর্জন করে, ভীম সেই প্রচণ্ড গর্জন করতে লাগলেন। মানুষ যেমন গলায় দড়ি বেঁধে পশুকে টানতে টানতে নিয়ে যায়, ভীমসেন কীচককে পরিশ্রান্ত বুঝে বাহু দ্বারা তাকে বেঁধে ফেললেন। কীচক তখন ছটফট করতে করতে অচেতন হয়ে পড়ল এবং বিদীর্ণ ভেরির মতো গুরুতর শব্দ করতে লাগল। সেই অবস্থায় ভীমসেন তাকে বহুবার ঘোরাতে লাগলেন। পরে ভীমসেন দ্রৌপদীর ক্রোধ নিবৃত্তির জন্য বাহুযুগল দ্বারা ধারণ করে কীচকের গলায় পীড়ন করতে লাগলেন। কীচকের সমস্ত অঙ্গ পূর্বেই ভেঙে গিয়েছিল; তখন তার চোখের আবরণ সংকুচিত হয়ে আসছিল, সেই অবস্থায় ভীম বাহুযুগল দ্বারা পীড়ন করতে লাগলেন এবং পশুর মতো তাকে বধ করলেন। তারপর ভীমসেন গর্জন করে বললেন, "ভার্যার উপরে পদাঘাতকারী এবং সৈরিন্ধ্রীরূপিণী সেই ভার্যার শত্রুকে বধ করে আজ আমি ভ্রাতাদের কাছে ঋণী না থেকে পরম শান্তি লাভ করব।" এই বলে ক্রোধে আরক্তনয়ন ভীম কীচককে পরিত্যাগ করলেন। কীচকের বস্ত্র ও অলংকার খুলে গিয়েছিল। নয়ন ঘুরতে ঘুরতে প্রাণ বার হয়ে গেল। তারপর মানসিক ও কায়িক বলিশ্রেষ্ঠ ক্রুদ্ধ ভীমসেন দুই ঠোঁট চেপে হাতে হাত ঘষে পুনরায় কীচককে আক্রমণ করলেন। পূর্বকালে মহাদেব যেমন করেছিলেন, তেমনই কীচকের পদদ্বয়, হস্তদ্বয়, মস্তক ও গ্রীবা তার শরীরের ভিতর সমস্তটাই প্রবেশ করিয়ে দিলেন।

তারপর মহাবল ভীমসেন দ্রৌপদীকে ডেকে মথিত সর্বাঙ্গ ও মাংসপিণ্ডের ন্যায় কৃত সেই কীচককে দেখালেন। তিনি দ্রৌপদীকে বললেন, "পাঞ্চালী এসো, আমি এই কামুকটাকে কেমন করেছি, তা দেখো।" বলে ভীমসেন পাকগৃহে চলে গেলেন। নারীশ্রেষ্ঠ দ্রৌপদী কীচককে বধ করিয়ে আনন্দিত ও নির্ভয় হয়ে সভারক্ষকদের গিয়ে বললেন, "সভারক্ষকগণ পরস্ত্রীকামুক কীচক আমার পতি-গন্ধর্বগণ কর্তৃক নিহত হয়ে পড়ে আছে। তোমরা যাও,

গিয়ে দেখে এসো।" দ্রৌপদীর কথা শুনে নৃত্যশালারক্ষকেরা তৎক্ষণাৎ অনেকগুলি মশাল জ্বালিয়ে নৃত্যশালার ভিতরে গিয়ে ভূতলে পতিত, রক্তাক্ত ও প্রাণহীন অবস্থায় কীচককে দর্শন করল। "এর গলা, পা দুটি কোথায়, হাত দুটি কোথায় এবং মাথাই বা কোথায়?" এই বলে তারা গন্ধর্বনিহত কীচককে পরীক্ষা করতে লাগল।

এই সময়ে কীচকের সমস্ত বন্ধু-বান্ধব সেই স্থানে এসে কীচককে সেই অবস্থায় দেখে রোদন করতে লাগল। কীচকের সমস্ত অঙ্গ শরীরের ভিতরে প্রবিষ্ট ছিল। তাকে একটা কচ্ছপের মতো দেখাচ্ছিল। তখন ইন্দ্র দ্বারা চূর্ণিত মহাদানবের মতো ভীমসেন কর্তৃক চূর্ণিত কীচকের মাংসপিণ্ড দাহ করবার জন্য তার বন্ধুরা বাইরে নিয়ে এসে দেখল যে, অনিন্দ্যসুন্দরী দ্রৌপদী একটি স্তম্ভ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। উপকীচকেরা সেই অবস্থায় দ্রৌপদীকে দেখে বলল, "যার জন্য কীচক নিহত হয়েছেন, সেই অসতীটাকে শীঘ্র হত্যা করো। অথবা এখানে একে হত্যা করা উচিত নয়, কামী কীচকের সঙ্গে একে দগ্ধ করা হবে। কারণ, তাতে মৃত কীচকের অত্যন্ত প্রিয় কার্য করা হবে।"

তখন সেই উপকীচকেরা বিরাটরাজাকে গিয়ে বলল, "মহারাজ! এই নারীর জন্যই কীচক নিহত হয়েছেন। সুতরাং এর সঙ্গে কীচককে দাহ করা হোক। আপনি অনুমতি প্রদান করুন।" বিরাটরাজা উপকীচকদের পরাক্রম স্মরণ করে সৈরিন্ধ্রীকে দাহ করার অনুমোদন করলেন। উপকীচকেরা তখনই গিয়ে ভীতা, অত্যন্ত মোহিতা, কমলনয়না দ্রৌপদীকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করল। তারপর তারা সকলে সুনিতম্বা দ্রৌপদীকে বেঁধে, খাটে তুলে নিয়ে শ্মশানের দিকে চলল। উপকীচকেরা ধরে বেঁধে নিয়ে যেতে থাকলে অনিন্দিতা দ্রৌপদী পতিশালিনী হয়েও রক্ষক লাভের আশায় চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন, "জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়সেন ও জয়দ্বল—যে যেখানে আছ, তাঁরা আমার বাক্য শোনো—উপকীচকেরা আমাকে দগ্ধ করবার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। মহাযুদ্ধে বলবান ও তেজস্বী যে গন্ধর্বগণের বজ্রশব্দতুল্য ধনুষ্টংকার, ভীষণ সিংহনাদ ও গুরুতর রথধ্বনি শোনা যেত, সেই গন্ধর্বেরা আমার কথা শোনো—উপকীচকেরা আমাকে দগ্ধ করতে নিয়ে যাচ্ছে।" দ্রৌপদীর এই কাতর বিলাপধ্বনি শুনতে পেয়েই ভীমসেন কারও সঙ্গে কোনও আলোচনা না-করেই শয্যা ত্যাগ করে উঠলেন। ভীমসেন চিৎকার করে বললেন, "সৈরিন্ধ্রী, তোমার কথা শুনেছি। তোমার উপকীচকদের কাছ থেকে কোনও ভয় নেই।" জিঘাংসায় জ্বলতে জ্বলতে ভীমসেন পাচকের বেশ পরিত্যাগ করে দীর্ঘবস্ত্র পরে, অদ্বার দিয়ে লাফিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেলেন। কারণ, দ্বার খুলে বাইরে গেলে রক্ষীদের চোখে পড়ত। তিনি তৎক্ষণাৎ দ্রুত গিয়ে প্রাচীরের উপর উঠে, যেদিকে উপকীচকেরা গিয়েছিল, সেই শ্মশানের দিকে যাবার ইচ্ছা করলেন এবং প্রাচীর থেকে লাফিয়ে অতি দ্রুত গিয়ে সেই উপকীচকদের সামনে উপস্থিত হলেন। চিতার কাছে গিয়ে ভীমসেন দেখলেন সেখানে তালগাছের মতো একটা বড় গাছ আছে, তার গুঁড়ি বিশাল এবং উপরিভাগ শুষ্ক হয়ে গেছে। হস্তীর ন্যায় বাহুযুগল দ্বারা জড়িয়ে ধরে সেই গাছটাকে ভীমসেন উপড়ে নিজের কাঁধে ফেললেন। যমের মতো সেই বৃহৎ বৃক্ষ নিয়ে উপকীচকদের দিকে ছুটে গেলেন। সিংহের মতো ক্রুদ্ধ সেই গন্ধর্বরূপী ভীমকে দেখে উপকীচকেরা বিষাদে ও ভয়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করল। "বলবান গন্ধর্ব

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বৃক্ষ উত্তোলন করে আসছে। অতএব সত্বর সৈরিন্ধ্রীকে ছেড়ে দাও।" ভীমসেন তখন মাথার উপর বৃক্ষ ঘোরাচ্ছেন দেখে উপকীচকেরা রাজধানীর দিকে পালাতে লাগল। ইন্দ্র যেমন দানবদের বধ করেছিলেন, তেমনই ভীমসেন সেই একশো পাঁচজন উপকীচককে যমালয়ে পাঠালেন। দ্রৌপদীকে মুক্ত করে. আশ্বস্ত করে বললেন, "যারা বিনা অপরাধে তোমার হিংসা করে, আমি তাদের এইভাবেই বধ করে থাকি। তুমি রাজধানীতে ফিরে যাও, কোনও ভয় নেই, আমিও অন্য পথে বিরাটরাজার পাকস্থানে যাব।" ভীম কর্তৃক নিহত সেই একশো পাঁচজন উপকীচক ছিন্ন পতিতবৃক্ষ মহাবনের মতো সেইখানে পড়ে রইল। কীচক ও উপকীচক মিলিয়ে মোট একশো ছ'জন ভীম কর্তৃক নিহত হল।

পরদিন নর-নারীগণ নিহত কীচকদের দেখে বিরাটরাজার কাছে গিয়ে বলল, "মহারাজ! গন্ধর্বেরা সকল কীচককেই বধ করেছে। নিহত কীচকদের মস্তক বজ্র দ্বারা বিদীর্ণ পর্বতের বিশাল মস্তকের মতো ইতস্তত ছড়ানো আছে। আর সৈরিন্ধ্রীও মুক্ত হয়ে পুনরায় আপনার গৃহে ফিরে এসেছে। অতএব মহারাজ! আপনার সমগ্র রাজধানীই সংকটাপন্ন হয়ে পড়বে। কারণ, সৈরিন্ধ্রী পরমাসুন্দরী, আর গন্ধর্বেরাও পরম শক্তিশালী। আবার ভোগ্যবস্তু মৈথুনের জন্যই পুরুষদের অভীষ্ট। সুতরাং সৈরিন্ধ্রীর কারণে আপনার রাজধানীর সম্পূর্ণ বিনাশের সম্ভাবনা আছে। দ্রুত এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।" বিরাটরাজা সেই সেনাপতি কীচক ও তার ভ্রাতাদের সর্বপ্রকার রত্ন ও গন্ধদ্রব্য সংযুক্ত অবস্থায় এক প্রজ্বলিত অগ্নিতে দাহ করবার আদেশ করলেন। তারপর রাজা বিরাট ভীত হয়ে মহিষী সুদেষ্ণাকে বললেন, "মহিষী আমার ইচ্ছা অনুসারে সৈরিন্ধ্রী রাজবাটীতে ফিরে এলে তুমি তাকে এই কথা বোলো যে, সৈরিন্ধ্রী যেন এই রাজবাটী ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। কারণ, সুনিতম্বে! রাজা গন্ধর্বদের বিষয়ে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছেন। ভীত রাজা তোমাকে একথা বলার সাহস করছেন না। তবে স্ত্রীলোক একথা বলায় দোষ হয় না। অতএব, আমিই তোমাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি।"

ওদিকে ভীমসেন কীচক ও তার ভ্রাতাদের বধ করলে, দ্রৌপদী নির্ভয়ে, জলে সমস্ত অঙ্গ এবং বক্ষযুগল ধুয়ে, আগে ব্যাঘ্রের ভয়ে ভীতা কিন্তু পরে একান্ত নির্ভয় বালিকার ন্যায় দ্রুতপদে রাজধানীর দিকে যেতে লাগলেন। তাঁকে দেখে লোকেরা দশ দিকে ছুটে পালাতে লাগল এবং তাঁর গন্ধর্ব স্বামীদের কথা চিন্তা করে চোখ বন্ধ করে রাস্তায় চলতে লাগল। পাকগৃহের কাছে গিয়ে দ্রৌপদী ভীমসেনকে দেখলেন। তারপর তিনি ঈষৎ হাস্যের সঙ্গে সংকেতে ভীমসেনকে বললেন, "যিনি আমাকে মুক্ত করে দিয়েছেন, সেই গন্ধর্বরাজকে নমস্কার করি।" উত্তরে ভীম তাঁকে বললেন, "তোমার বশবর্তী পুরুষেরা এই নগরে দুঃখের সঙ্গে বাস করলেও আজ তাঁরা ঋণশোধের পর সুখে বিচরণ করবেন।"

তখন দ্রৌপদী দেখলেন, মহাবাহু অর্জুন নৃত্যশালার ভিতরে বিরাটরাজার কন্যাদের নৃত্যশিক্ষা দিচ্ছেন। সেই কন্যারা অর্জুনের সঙ্গে নৃত্যশালার বাইরে এসে বিনা অপরাধে ক্লিষ্টা দ্রৌপদীকে আসতে দেখলেন। তখন সেই কন্যারা বলল, "সৈরিন্ধ্রী ভাগ্যবশত তুমি মুক্ত হয়ে নিরাপদে ফিরে এসেছ এবং বিনা অপরাধে তোমার যারা অনিষ্ট করতে চেয়েছিল, তাদের মৃত্যু ঘটেছে।" বৃহন্নলা বললেন, "সৈরিন্ধ্রী তুমি কীভাবে মুক্ত হলে, কীভাবে সেই

পাপী কীচকেরা নিহত হল, আমাকে সমস্ত খুলে বলো।" দ্রৌপদী বললেন, "কল্যাণী বৃহন্নলে! তুমি এখন সৈরিন্ধ্রীর আর কী উপকার করবে। তুমি সর্বদাই কন্যাপুরে সুখে বাস করছ। সৈরিন্ধ্রীর অশেষ দুঃখ তুমি বুঝতেও পারবে না। তুমি তো সুখেই আছো।" বৃহন্নলা বললেন, "কল্যাণী, বৃহন্নলাও গুরুতর দুঃখ ভোগ করছে। সে পশুর মতন জীবনযাপন করছে, তুমি তা বুঝতে পারছ না। আমি সমস্ত সময় তোমার সঙ্গে বাস করছি। নির্দোষ তুমি দুঃখ পেতে থাকলে কে দুঃখ অনুভব না করে? অপরের মনের কথা মানুষ বুঝতে পারে না, তুমিও আমার মনের অবস্থা বোঝ না।"

তখন দ্রৌপদী সেই কন্যাদের সঙ্গেই রানি সুদেষ্ণার কাছে পৌঁছলেন। সুদেষ্ণা বিরাটরাজার আদেশ অনুযায়ী তাঁকে বললেন, "সৈরিন্ধ্রী তুমি যেখানে তোমার ইচ্ছা চলে যাও। কারণ, রাজা তোমার গন্ধর্ব স্বামীদের ভয় পাচ্ছেন। তুমি যুবতী এবং অতুলনীয়া রূপবতী। তোমার মঙ্গল হোক, তুমি চলে যাও।"

সৈরিন্ধ্রী বললেন, "ক্রুদ্ধা রানি, রাজা আর মাত্র তেরোটি দিন আমাকে ক্ষমা করুন। তাতেই আমার স্বামীরা কৃতকার্য হবেন। তারপর তাঁরা আমাকে নিয়ে যাবেন, আপনার প্রিয়কার্য করবেন, রাজাকেও নিশ্চয় মঙ্গলযুক্ত করবেন।"

চূড়ান্ত মহড়া হয়ে গেল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীমসেন ঠিক এইভাবেই দুর্যোধনের একশো ভ্রাতাকে বধ করবেন। 'কীচক-বধ' এই দুর্লভ মুহূর্তটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, দ্রৌপদীর অসাধারণ রূপ। এই সময়ে দ্রৌপদীর বয়স প্রায় ষাট। সেই বয়সেও তাঁকে দেখে কীচক কামাসক্ত হয়ে পড়লেন। দ্বিতীয় কৌরবসভায় দ্যূতক্রীড়ার সময়ের মতোই যুধিষ্ঠির ও অন্য ভ্রাতা ভীমের সামনেই দ্রৌপদীর অসম্মান ঘটল। অজ্ঞাতবাস ভেঙে যাওয়ার ভয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেও যুধিষ্ঠির কীভাবে সেই মুহূর্তে ভীমকে নিবারণ করলেন। ইঙ্গিত দিলেন, "তোমার গন্ধর্ব স্বামীরা অবশ্যই প্রতিবিধান করবেন।" দ্রৌপদী রাজসভায় এসে ক্রন্দনরতা এবং অন্য রাজারা তাঁর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ও তাঁর রূপের প্রশংসা করছেন—এই অবস্থা যুধিষ্ঠিরের অসহ্য লাগছিল। তাঁর স্ত্রীর রূপের প্রশংসা রাজারা সভায় বসে করছেন এবং যুধিষ্ঠিরকে তা শুনতে হচ্ছে। এদিকে, ভীমকেও আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। ভীম ক্রুদ্ধ হয়ে কীচককে আক্রমণ করলেই তাঁর পরিচয় প্রকাশিত হয়ে যাবে। কীচক দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করে পদাঘাত করেছেন। স্বামী হিসাবে তাঁর তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করা উচিত। কিন্তু তাতে দ্রৌপদীর মঙ্গলের থেকে অমঙ্গলই হবে বেশি। অজ্ঞাতবাস প্রকাশিত হয়ে পড়লে শর্তানুযায়ী আবার বারো বছর বনবাস করতে হবে। দ্রৌপদীকেও। সুতরাং যুধিষ্ঠির ক্রোধভরে দ্রৌপদীকে নির্দেশ দিলেন, "নটীর মতো কান্নাকাটি করে সভাসদদের ক্রীড়ায় বিঘ্ন ঘটিয়ো না।" সভাসদদের সামনে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনাভোগ যেন নাটকে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। দ্রৌপদীকে সুদেষ্ণার কাছে পাঠিয়ে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর ক্ষোভ সত্ত্বেও ভীমকে ঠেকিয়ে রাখলেন।

এই দুর্লভ মুহূর্তে আমরা দেখলাম, ভীমের অসাধারণ সংযম। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে তাঁর দুর্দশার জন্য দায়ী করে বিলাপ করতে লাগলেন। সাধারণভাবে ভীম এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করতেন না। এই মুহূর্তে তিনি যুধিষ্ঠিরকে সমর্থন করে দ্রৌপদীকে সম্যক ধৈর্য অবলম্বন করতে বললেন।

কিন্তু নারী পারেন। স্বামী যতই বড় ব্যক্তিত্ব হোন না কেন, যত গুণের, বীর্যবত্তার ও বুদ্ধির অধিকারী হোন না কেন—অশ্রুমুখী স্ত্রীর ইচ্ছা-অনুযায়ী কাজ করতে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হলেন। শেষ পর্যন্ত ভীম অজ্ঞাতবাসের শর্ত ভেঙে ফেলে, সেদিন রাত্রেই কীচক বধ করতে চেয়েছিলেন—দ্রৌপদীর তখন চেতনা ফিরেছিল। তিনি যুধিষ্ঠিরের উপর দেওয়া অভিযোগ প্রত্যাহার করে গুপ্ত থেকেই কীচককে বধ করতে বলেছিলেন।

ভীমের অপরিসীম শক্তির পরিচয়ও আমরা এইখানেই দেখলাম। মহাভারতে জয়দ্রথ ছাড়া দ্রৌপদীকে যিনিই স্পর্শ করেছেন, লাঞ্ছনা করেছেন, ভীমের হাতে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। যুধিষ্ঠিরের নিষেধে তিনি জয়দ্রথকে বধ করতে পারেননি। কারণ ভগিনী দুঃশলা বিধবা হবে, মাতা গান্ধারী জামাতৃ হারাবেন। কিন্তু ভীম প্রাণে না মারলেও জয়দ্রথের চূড়ান্ত অসম্মান করেছিলেন। কী অমানুষিক শক্তির অধিকারী হলে একই রাত্রে কীচক ও একশো পাঁচ ভ্রাতাকে বধ করা যায়, ভীমসেন তা দেখিয়েছেন। এই ঘটনা থেকেই অনুমান করা যায় কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে কী ঘটতে চলেছে।

মহাভারতে পঞ্চপাণ্ডব ও তাঁদের দাম্পত্য সম্পর্ক, শৃঙ্গার বা রতিপরিমলে অনুলিপ্ত অবস্থার বিবরণ খুব অল্প। কিন্তু এই দুর্লভ মুহূর্তে একটি দৃশ্য দেখানো হয়েছে। দুর্গম বনে সিংহী যেমন নিদ্রিত সিংহকে আলিঙ্গন করে, দ্রৌপদীও নিদ্রিত পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনকে আলিঙ্গন করলেন এবং বললেন, "ভীমসেন, ওঠো ওঠো; মৃত ব্যক্তির মতো কেমন করে শায়িত আছ?"

এই দুর্লভ মুহূর্তটিতেই অর্জুন প্রকাশ করেছেন দ্রৌপদী সম্পর্কে তাঁর প্রণয়। "একে অন্যের মনের ভাব বুঝতে পারে না", "আমি সর্বদাই তোমার সঙ্গে বাস করছি"—এই উক্তিগুলি দ্রৌপদীর প্রতি অর্জুনের তীব্র আসক্তি প্রকাশ করে।

সব মিলিয়ে কীচক-বধ একটি অসাধারণ দুর্লভ মুহূর্ত।

৫১

বৃহন্নলারূপী অর্জুনের আত্মপ্রকাশ

অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর অতিক্রান্ত হতে চলল। অথচ গুপ্তচরেরা পাণ্ডবদের কোনও সন্ধানই পেল না। কৌরব সভায় এই নিয়ে বিশদ আলোচনা হল। এদিকে গুপ্তচর এসে বলল, মৎস্যরাজ বিরাটের সেনাপতি কীচক ও তার একশত পাঁচ ভ্রাতা গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধে মারা গিয়েছেন। শুনে দুর্যোধনের বন্ধু ত্রিগর্ত রাজা সুশর্মা আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। কারণ মহাবীর কীচকের জন্য তিনি ইতোপূর্বে বহুবার যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন এবং মৎস্যদেশ অধিকার করতে পারেননি। সুশর্মা প্রস্তাব দিলেন—মৎস্যরাজের অসংখ্য গো-ধন আছে। সেগুলি হরণ করে নিয়ে আসা হোক। আলোচনার পর স্থির হল যে কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর দিন সুশর্মা মৎস্যরাজ্যের দক্ষিণদিক আক্রমণ করে সেদিকের গো-ধন হরণ করবেন, অষ্টমীর দিন দুর্যোধন অন্যান্য দিকের গো-ধন হরণের জন্য সকলকে নিয়ে যাত্রা করবেন।

নির্দিষ্ট দিনে সুশর্মা যাত্রা করলেন এবং বিরাটরাজা সংবাদ পাওয়া মাত্র সমস্ত সৈন্য নিয়ে প্রতিরোধে চললেন। বৃহন্নলা ব্যতীত চার পাণ্ডবভ্রাতাও রাজার সঙ্গে চললেন। তুমুল যুদ্ধের পর বিরাটরাজা সুশর্মার কাছে পরাজিত ও বন্দি হলেন। এই দিনের যুদ্ধে সর্বাপেক্ষা পরাক্রম দেখালেন কঙ্করূপী যুধিষ্ঠির। যুদ্ধ করতে করতে সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি ভীমসেনকে আদেশ করলেন, "বিরাটরাজাকে মুক্ত করো।" ভীম সামান্যক্ষণ যুদ্ধের পর বিরাটকে মুক্ত করে সুশর্মাকে বন্দি করলেন। যুধিষ্ঠিরের করুণায় সুশর্মা মুক্ত হলেন। ভীমের আদেশে সুশর্মা স্বীকার করলেন, তিনি বিরাটরাজার দাস। বিরাটরাজা পাণ্ডবদের প্রতি অতি প্রীত হলেন এবং গুপ্তচর মারফত রাজধানীতে সংবাদ পাঠালেন যে, তাঁরা যুদ্ধ জয় করে ফিরে আসছেন।

রাজা বিরাট ত্রিগর্ত সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাওয়ার পরই দুর্যোধন ও তার 'মন্ত্রিগণ' বিরাটরাজ্যের অন্য অংশের গো-ধন হরণের জন্য বিরাটরাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দুর্যোধনের সঙ্গে গেলেন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, শকুনি ও দুঃশাসন এবং বলশালী বিবিংশতি, বিকর্ণ, চিত্রসেন, দুর্মুখ ও দুঃসহ। এঁরা মৎস্যদেশে পৌঁছে বলপূর্বক গো-পালককে তাড়িয়ে দিয়ে বিরাটরাজার গো-ধন হরণ করলেন। বিশাল রথসমূহ দিয়ে চারপাশ বেষ্টন করে বিরাটরাজার ষাট হাজার গোরু গ্রহণ করলেন। গো-পালকদের আর্তনাদে বিরাটরাজ্যে গুরুতর কোলাহল সৃষ্টি হল। গো-রক্ষাকারী প্রধান প্রধান কর্মচারী আর্তনাদ করতে করতে রাজধানীতে প্রবেশ করলেন। রাজবাড়িতে তখন একমাত্র রাজপুত্র

'ভূমিঞ্জয়' (উত্তর) অবস্থিত ছিলেন। অন্যেরা বিরাটরাজার সঙ্গে ত্রিগর্তরাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে চলে গিয়েছিলেন। কর্মচারীবৃন্দ যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে তাঁকে বললেন, "রাজপুত্র! কৌরবেরা আপনাদের ষাট হাজার গোরু হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। অতএব সেই গোরুগুলি ফিরিয়ে আনবার জন্য আপনি নিজেই দ্রুত রাজপুরী থেকে বেরিয়ে চলুন। কারণ মহারাজ আপনাকে শূন্যপুরীর রক্ষক করে রেখে দিয়েছেন। মহারাজ রাজসভায় কতবার গর্ব করে বলেছেন, আমার পুত্র আমারই মতো বীর এবং বংশের ধুরন্ধর। মহারাজ সর্বদাই বলেন যে, আমার পুত্র ধনু ও শরে নিপুণ যোদ্ধা ও বীর। মহারাজের সেই কথা সত্য হোক। আপনি কৌরবসৈন্যদের বধ করেই গো-ধন উদ্ধার করে আনুন। মহাশব্দশালী আপনার ধনুকের গর্জন শোনা যাক। শব্দশালিনী ধনুরূপ বীণা বাজাতে বাজাতে আপনি শত্রু সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করুন। হে প্রভু! আপনার রথে রৌপ্যের ন্যায় শ্বেতবর্ণ অশ্বসকল সংযুক্ত হোক। ভৃত্যেরা আপনার রথে সিংহাকৃতি স্বর্ণময় ধ্বজা উত্তোলন করুক। বিপক্ষ শত্রুনাশক আপনার তীক্ষ্ণশর সূর্যকে আবৃত করুক। যুদ্ধে সমস্ত কৌরবকে জয় করে মহাযশ প্রাপ্ত হয়ে আপনি আবার রাজধানীতে প্রবেশ করুন। আপনি রাজ্যের পরম আশ্রয়। সুতরাং সমস্ত দেশবাসী আজ আপনার আশ্রয়লাভ করে কৃতার্থ হোক।"

গোপরক্ষকদের অধ্যক্ষ অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদের মধ্যে উৎসাহব্যঞ্জক এই কথাগুলি বললেন। তা শুনে রাজকুমার উত্তর আত্মগর্ব প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, "যদি অশ্বচালনায় বিচক্ষণ কোনও লোক আমার সারথি হত, তবে এখনই আমি দৃঢ়ধনু ধারণ করে গোষ্ঠে যেতাম। আমার সারথি হতে পারে এমন লোক আমার চোখে পড়ছে না, তুমি দ্রুত আমার সারথি অন্বেষণ করো। পূর্বের মাসব্যাপী কিংবা তার সামান্য কম আটাশ দিনের মহাযুদ্ধে আমার সারথির মৃত্যু ঘটেছে। অতএব আমি যদি অস্ত্রচালনজ্ঞ অন্য লোক পাই, তবে এখনই রথে মহাধ্বজ উত্তোলন করে দ্রুত রণক্ষেত্রে প্রবেশ করি। তারপর বিপক্ষের হস্তী, অশ্ব, রথ ও সৈন্যপূর্ণ সেই কৌরবপক্ষকে পরাজিত করে দানববিজয়ী ইন্দ্রের মতো আমার পশুগণকে ফিরিয়ে আনব। বীরশূন্য গোষ্ঠ পেয়ে ভীষ্ম, দুর্যোধন, কর্ণ, কৃপ ও অশ্বত্থামাসহ দ্রোণ এই ধনুর্ধরদের পরাজিত করা আমার পক্ষে সম্ভব। সমাগত কৌরবেরা আজ আমাকে দেখে মনে করবে, স্বয়ং পৃথানন্দন অর্জুন আজ আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছেন।" উত্তর এইভাবে বারবার অর্জুনের উল্লেখ করলে দ্রৌপদীর তা সহ্য হল না। যশস্বিনী দ্রৌপদী স্ত্রীলোকদের মধ্য দিয়ে রাজপুত্র উত্তরের কাছে গিয়ে লজ্জিতভাবেই যেন ধীরে ধীরে তাঁকে বললেন, "রাজপুত্র বৃহন্নলা নামে বিখ্যাত, মত্ত হস্তীতুল্য ও নিতান্ত প্রিয়দর্শন এই যে যুবক আছেন, ইনি পূর্বে অর্জুনের সারথি ছিলেন। ধনুর্বেদে ইনি সেই মহাত্মা অর্জুনের শিষ্য ছিলেন এবং তাঁর থেকে নিকৃষ্ট নন। পাণ্ডবভবনে থাকবার সময়ে আমি অনেকবার ওই বীরকে দেখেছি। খাণ্ডবদাহনের সময়ে ইনিই অর্জুনের অশ্বগণকে ধারণ করেছিলেন। এই সারথির গুণেই অর্জুন খাণ্ডবদাহনে সমস্ত প্রাণীকে জয় করেছিলেন। আপনার কনিষ্ঠা ভগিনী উত্তরা অনুরোধ করলে নিশ্চয়ই ইনি আপনার সারথি হবেন। তিনি যদি আপনার সারথি হন, তবে আপনি সমস্ত কৌরবকে জয় করে আজ গো-ধন উদ্ধার করে ফিরতে পারবেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।" সৈরিন্ধ্রীর কথা শুনে রাজপুত্র উত্তর ভগিনী

উত্তরাকে বললেন, "তুমি বৃহন্নলাকে এখানে নিয়ে এসো।" উত্তরা নৃত্যশালায় প্রবেশ করে ভ্রাতা উত্তরের সারথ্য করার জন্য বৃহন্নলাকে অনুরোধ করল। বৃহন্নলা উত্তরের কাছে এলে উত্তর বললেন, "বৃহন্নলা তোমাকে সারথি করেই অর্জুন খাণ্ডববনে অগ্নিকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। সৈরিন্ধ্রী জানিয়েছে যে তোমাকে সারথি করেই অর্জুন পৃথিবী জয় করেছিলেন। আমি গো-ধন উদ্ধার করতে চাই, অতএব, কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধে তুমি আমার সারথি হও। আমি শুনেছি অর্জুনের তুমি প্রিয় সারথি ছিলে। তোমার সারথ্যেই অর্জুন বিশ্বজয়ে সমর্থ হয়েছিলেন।" বৃহন্নলা অত্যন্ত বিনয় দেখিয়ে বললেন, "আমি নাচ, গান করে জীবিকা করে থাকি, যুদ্ধে সারথ্য করবার শক্তি কি আমার আছে?" উত্তর বললেন, "তুমি গায়ক, নর্তক, বাদক যাই হও না কেন, দ্রুত আমার রথে উঠে অশ্বগুলিকে ধারণ করো।" তখন অর্জুন যুদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ হয়েও নানাপ্রকার কৌতুকজনক কাজ করলেন। তিনি বর্ম উলটো করে শরীরে লাগাতে গেলেন। দেখে রাজকুমারীরা হেসে ফেলল। তখন রাজকুমার উত্তর তাঁকে ঠিক করে বর্ম পরিয়ে দিলেন। তিনি নিজেও সূর্যের মতো উজ্জ্বল স্বর্ণময় একটি কবচ পরলেন এবং সিংহাকৃতি ধ্বজ রথে লাগিয়ে বৃহন্নলাকে সারথি করে তুলে নিলেন। তারপর উত্তম ধনু ও বহুতর সুন্দর ধনু নিয়ে বৃহন্নলার সঙ্গে যাত্রা করলেন।

তখন রাজকুমারী উত্তরা ও তার সখীগণ বৃহন্নলাকে বললেন, "বৃহন্নলা তুমি যুদ্ধে আগত ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতিকে জয় করে আমাদের পুতুলের জন্য নানাবিধ সূক্ষ্ম, মৃদু ও মনোহর বস্ত্র নিয়ে আসবে।" অর্জুন সে কথা শুনে হাসতে হাসতে মেঘগম্ভীর স্বরে বললেন "যদি রাজকুমার উত্তর যুদ্ধে জয় করে ফিরতে পারেন, তবে মনোহর ও উৎকৃষ্ট বস্ত্রসমূহ নিশ্চয় নিয়ে আসব।" এই কথা বলে অর্জুন রথ চালিয়ে দিলেন।

বেগবান অশ্ব দক্ষতাসম্পন্ন সারথির হাতে পড়ে দ্রুত ছুটতে লাগল এবং অনতিবিলম্বে শ্মশানের কাছ দিয়ে দেখা গেল যে, কৌরবসৈন্য ব্যূহ রচনা করে আছেন। সমুদ্রের মতো কোলাহলশালী সেই বিশাল সৈন্য, তাদের পায়ের ধূলিতে অন্ধকার আকাশ এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ ও দুর্যোধন সেই সৈন্যদের রক্ষা করছেন দেখে ভীত ও রোমাঞ্চিত উত্তর বৃহন্নলাকে বললেন, "বৃহন্নলা আমি এই কৌরব সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করি না। দেখো, আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। দেবগণের পক্ষেও দুর্ধর্ষ মহাবীর অসীম পরাক্রমশালী ব্যক্তিগণ এই সৈন্যদের পক্ষে রয়েছেন। ভয়ংকর কার্মুকধারী এই বীরগণের সৈন্যের মধ্যে আমি প্রবেশও করতে পারব না। সুতরাং রথ ফেরাও।"

দুর্বল, ক্ষুদ্র ও মূঢ় উত্তর মূর্খতাবশত অর্জুনের কাছে এইভাবে ক্লীবের বিলাপ করতে লাগলেন। উত্তর আরও বললেন, "পিতা রাজধানী শূন্য রেখে সব সৈন্যসামন্ত নিয়ে যুদ্ধ করতে গেছেন। আমি সৈন্যহীন, একাকী, বালক এবং অস্ত্রে অবিশেষজ্ঞ। শত্রুরা সংখ্যায় বেশি, অস্ত্রে অভিজ্ঞ। আমি এঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করব না। বৃহন্নলা। তুমি ফিরে চলো।" বৃহন্নলা বললেন, "রাজপুত্র, ভয়ে আপনি কাতর হয়ে পড়েছেন এবং আপনার ভীতি দেখে শত্রুরা আনন্দ পাচ্ছে। অথচ শত্রুরা এখনও পর্যন্ত এমন কোনও কাজ করেনি—যাতে আপনি ভীত হয়ে পড়তে পারেন। আপনি আদেশ করেছেন যে, আপনাকে কৌরবসৈন্যদের সম্মুখে নিয়ে যেতে হবে। সুতরাং আমি নিশ্চয় আপনাকে সেখানে নিয়ে যাব। কৌরবেরা মাংসভোজী

পাখির মতো হঠাৎ উপস্থিত হয়েছে। এখন ওরা যুদ্ধ আরম্ভ করলেও আমি আপনাকে ওখানে নিয়ে যাব। আপনি স্ত্রী-পুরুষদের মধ্যে আত্মগর্ব করে রাজধানী থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এখন গোরু উদ্ধার না করে ফিরে গেলে সবাই আপনাকে উপহাস করবে। তারপর সৈরিন্ধ্রী আমার সারথ্যের প্রশংসা করেছেন। আপনিও অনুরোধ করেছেন। সুতরাং আমি যুদ্ধ করব।"

উত্তর বললেন, "বৃহন্নলা কৌরবেরা সংখ্যায় অনেক। সুতরাং তারা যথা ইচ্ছা মৎস্যদেশের ধন অপহরণ করুক। স্ত্রী-পুরুষেরা আমাকে যত খুশি উপহাস করুক, আমি যুদ্ধ করব না।" এই বলে উত্তর লাফ দিয়ে রথ থেকে মাটিতে পড়ে দ্রুত পালাতে লাগলেন। বৃহন্নলা উচ্চ স্বরে বললেন, "প্রাচীন আচার্যেরা পলায়ন করাকে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম মনে করেন না। আপনার যুদ্ধে মরা পালানোর থেকে অনেক পুণ্যের কাজ হবে।" এই বলে কুন্তীনন্দন অর্জুনও রথ থেকে লাফিয়ে পড়ে, দীর্ঘ বেণী এবং উজ্জ্বল রক্তবর্ণ বস্ত্রযুগল সঞ্চালিত করতে থেকে রাজপুত্র উত্তরের পিছনে ছুটতে লাগলেন। এই দৃশ্য দেখে কৌরবসৈন্যরা হাসতে আরম্ভ করল। কেউ কেউ বলল, "ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মতো, স্ত্রী বেশধারী এই ব্যক্তিটা কে? এর দেহের কোনও অঙ্গ পুরুষের মতো, কোনও অঙ্গ নারীর মতো। এর আকৃতিটা অর্জুনের মতো, অথচ রূপ নপুংসকের। মাথা, গলা, হাত অর্জুনের মতো, সুতরাং শক্তিতেও এ অর্জুনই হবে। বিরাটরাজার গৃহে একটি বালক পুত্র মাত্র ছিল। সেই পুত্রই পুরুষকারহীন বাল্যচাপল্যেই রাজধানীর বাইরে এসেছে। নিশ্চয়ই অর্জুন ছদ্মবেশে বিরাটরাজ্যে ছিলেন, উত্তর তাঁকে সারথি করে নগরের বাইরে এসেছে। উত্তর আমাদের দেখে ভয়ে পালাচ্ছে, আর অর্জুন তাকে ধরে আনবার জন্য যাচ্ছেন।" কৌরবেরা কর্তব্যহীন অবস্থায় এইসব আলোচনা করছিল। এদিকে অর্জুন একশো পা দৌড়ে উত্তরের মাথার চুল ধরে ফেললেন। অর্জুনের প্রচণ্ড টানে উত্তর অসুস্থ রোগীর মতো বলতে থাকল, "কল্যাণী সুমধ্যমা বৃহন্নলা! আমার কথা শোনো, রথ ফেরাও, বেঁচে থাকলেই জীবনের মঙ্গল হবে। আমি তোমাকে বিশুদ্ধ সোনার একশো মুদ্রা, সোনার সুতায় গাঁথা আটটি বৈদূর্যমণি, সোনার ধ্বজা সমেত অশ্বচতুষ্টয় যুক্ত একখানি রথ এবং দশটি মত্ত হস্তী দেব, আমাকে ছেড়ে দাও।"

দুর্বলচিত্ত উত্তরের বিলাপ শুনে পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন হাস্য করে ভয়ার্ত উত্তরকে টেনে রথের কাছে আনলেন এবং বললেন—

> যদি নোৎসহসে যোদ্ধুং কুরুভিঃ শত্রুকর্ষণ!।
> এহি মে ত্বং হয়ান্ যচ্ছ যুধ্যমানস্য শত্রুভিঃ ॥ বিরাট : ৩৫ : ৪৪ ॥

"শত্রুকর্ষণ! আপনি যদি কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ না হন, তবে আসুন, আমিই শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। আপনি আমার রথ সঞ্চালন করুন। আমার বাহুবলে রক্ষিত থেকে, মহারথ বীরগণ কর্তৃক রক্ষিত ভয়ংকর ও দুর্জয় রথিসমূহের মধ্যে গমন করুন, আমার সারথি হোন; আমি কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করব।" অর্জুন এই কথা বলে উত্তরকে রথে টেনে তুললেন। অনিচ্ছুক উত্তর রথ থেকে বারবার নামবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। উত্তরকে রথে তুলে অর্জুন সেই শমীবৃক্ষের দিকে যেতে লাগলেন।

উত্তরকে যেভাবে রথে তোলা হল, দেখে ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবশ্রেষ্ঠগণ অর্জুনের ভয়ে অস্থির হয়ে পড়লেন। ধনুর্ধরশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজগোত্র দ্রোণ চারপাশে দুর্লক্ষণ দেখে বলতে লাগলেন, "প্রচণ্ড রুক্ষ পাথরের গুঁড়া বহন করে বাতাস বইছে, আকাশ ধূসর বর্ণ অন্ধকারে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। মেঘগুলি অদ্ভুত আকার ধারণ করেছে; অস্ত্রগুলি কোষ থেকে খসে পড়ে যাচ্ছে। শৃগালেরা প্রজ্বলিত অগ্নির দিকে মুখ করে চিৎকার করছে, অশ্বগণ অশ্রু মোচন করছে। ধ্বজগুলি সঞ্চালিত না হয়েও কাঁপছে। এইসব দুর্লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। আপনারা ভয়নিবারণের জন্য যত্নবান হোন, ভয় উপস্থিত হয়েছে। বীরগণ আপনারা আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করুন, সৈন্যের ব্যূহ রচনা করুন, মহামারীর প্রতীক্ষা করুন, গোধন রক্ষা করুন। কারণ, মহাধনুর্ধর ও সকল অস্ত্রধারী-শ্রেষ্ঠ মহাবীর অর্জুনই যে এই নপুংসক বেশে এসেছেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। গঙ্গানন্দন! কপিধ্বজ, বৃক্ষবিশেষতুল্য নামা, ইন্দ্রপুত্র ও নপুংসকবেশধারী সেই অর্জুন আপনাদের জয় করে গোরু নিয়ে যাবেন—এই আমার ধারণা। বিক্রমশালী, সব্যসাচী ও পরন্তপ এই সেই অর্জুন, সকল দেবাসুরগণের সঙ্গে যুদ্ধ না করে নিবৃত্ত হবেন না। ইনি বনে কষ্ট পেয়েছেন, সুতরাং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং স্বর্গে ইন্দ্র একে শিক্ষা দিয়েছেন; অতএব, ইনি যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য বীরই হয়েছেন। হে কৌরবগণ, আমি এই সৈন্যমধ্যে এর প্রতিযোদ্ধা দেখতে পাচ্ছি না। শুনতে পাই, হিমালয় পর্বতে অর্জুন কিরাতবেশধারী জগৎপ্রভু মহাদেবকেও যুদ্ধে সন্তুষ্ট করেছেন।"

কর্ণ বললেন, "আপনি সর্বদাই অর্জুনের গুণ বর্ণনা করেন এবং আমাদের নিন্দা করে থাকেন; কিন্তু অর্জুন আমার বা দুর্যোধনের ষোলো ভাগের এক ভাগও ক্ষমতার অধিকারী নয়।" দুর্যোধন বললেন, "কর্ণ এই ব্যক্তি যদি অর্জুন হন, তা হলে আমার কার্যসিদ্ধ হয়েছে। কারণ অজ্ঞাতবাসের মধ্যে পাণ্ডবদের সংবাদ জানতে পারলে, তাদের আবার বারো বছর বনে যেতে হবে; পক্ষান্তরে এই ব্যক্তি যদি নপুংসকবেশধারী অন্য ব্যক্তি হয়, তবে আমিই তীক্ষ্ণ শরের দ্বারা ওকে ভূতলে পতিত করব।" উপস্থিত সকল কৌরব, ভীষ্ম, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা দুর্যোধনের সেই সাহসী বাক্যের প্রশংসা করলেন।

ওদিকে শমীবৃক্ষের কাছে গিয়ে অর্জুন সেই কোমলদেহ এবং যুদ্ধে অপারদর্শী উত্তরকে বললেন, "রাজপুত্র এই গাছে উঠে দ্রুত এই ধনুকগুলি নামান। কারণ আপনার ধনুকগুলি আমার বাহুবল সহ্য করতে পারবে না। এই বৃক্ষেই পাণ্ডবদের ধনুগুলি রক্ষিত আছে এবং যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন নকুল ও সহদেব—এই মহাবীরদের ধ্বজ, বাণ ও দিব্য কবচগুলি রক্ষিত আছে। অর্জুনের গাণ্ডিবধনুও এই বৃক্ষেই আছে; একটি ধনুক হলেও এটি শত সহস্র ধনুর তুল্য রাজ্যবৃদ্ধিকারী, অত্যন্ত আকর্ষণ সহ্য করতে পারে, অতিভীষণ, তালবৃক্ষের মতো বিশাল। সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শত্রুগণের পীড়াসৃষ্টিকারী, স্বর্ণবিন্দুখচিত, স্বর্গীয়, মসৃণ, দীর্ঘ, অক্ষত, গুরুতর ভার বহন করতে সমর্থ, দৃঢ় ও সুন্দর। রাজপুত্র! ওখানে গাণ্ডিবধনু ছাড়া ভীম, নকুল ও সহদেবের ধনুগুলিও এই বৃক্ষে গোপনে আছে। সেই ধনুগুলি গাণ্ডিব ধনুর মতোই সারবান্ ও দৃঢ়। তুমি সেগুলিও সব নামিয়ে আনো।"

উত্তর বললেন, "শুনতে পাই, এই গাছে একটা মৃতের দেহ বদ্ধ করা আছে। আমি উচ্চকুলশীলজাত রাজপুত্র—আমি কী করে সেই মড়ার শরীর ছোঁব? এতদিন মন্ত্র ও ব্রত

পালন ব্যর্থ হবে, সেই মৃতদেহ স্পর্শ করে আমি ব্যাধের মতো অপবিত্র হয়ে যাব। বৃহন্নলা তুমি কি আমাকে অস্পৃশ্য করতে চাও?" বৃহন্নলা বললেন, "ভয় করবেন না। এ বৃক্ষে কোনও মৃতদেহ নেই, এগুলি ধন্য; আপনি এগুলি স্পর্শ করলে স্পৃশ্য ও পবিত্রই হবেন। আপনি মৎস্যদেশের রাজপুত্র, সদ্বংশজাত এবং উদারচেতা। আপনাকে দিয়ে আমি নিন্দনীয় কাজ কেন করাব?" অর্জুনের কথা শুনে উত্তর শমীবৃক্ষে আরোহণ করলে বিশালবক্ষা পাণ্ডবগণের সেই মহামূল্য ধনুগুলি নামিয়ে, গিঁটগুলি খুলে অর্জুনের কাছে নামিয়ে নিয়ে আসলেন। তিনি ধনুগুলির সকল দিকের বন্ধন খুলে, তার মধ্যে গাণ্ডিবধনুর সঙ্গে অন্য চারখানা ধনুও দেখতে পেলেন। সূর্যের মতো তেজস্বী সেই ধনুগুলির অলৌকিক গুণরাশি, উদয়কালীন গ্রহগুলির দীপ্তির ন্যায় উজ্জ্বল দীপ্তিরাশি দেখে উত্তর রোমাঞ্চিত ও অস্থিরচিত্ত হয়ে পড়লেন। ধনুকগুলি নামিয়ে, অন্য অস্ত্রশস্ত্র স্পর্শ করে, খড়্গাগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করে, রাজকুমার উত্তর অত্যন্ত রোমাঞ্চিত হয়ে অর্জুনকে কোন অস্ত্রটি কার প্রশ্ন করতে লাগলেন। বৃহন্নলারূপী অর্জুন উত্তর দিলেন, "রাজপুত্র আপনি প্রথমে আমার কাছে যে ধনুখানির বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন, স্বর্ণবিন্দুভূষিত সেই পরমাস্ত্র অর্জুনের প্রসিদ্ধ গাণ্ডিবধনু। এই ধনু চিরকাল দেব ও মনুষ্যের পূজিত, লক্ষ লক্ষ ধনুকের তুল্য রাজ্যবর্ধক, নানাবর্ণে বিচিত্র, মসৃণ, দীর্ঘ এবং অক্ষত গাণ্ডিবধনু। প্রথমে এই ধনু বহু সহস্র বৎসর ব্রহ্মার নিকট ছিল। তারপর প্রজাপতি পাঁচশো তিন বছর, ইন্দ্র পঁচাশি বছর, চন্দ্র পাঁচশো বছর এবং জলের অধিপতি বরুণ একশো বছর ধারণ করেন, তারপরে শ্বেতবাহন অর্জুন পনেরো বছর ধারণ করেছেন। এই গাণ্ডিবধনু অলৌকিক, সর্বশ্রেষ্ঠ ধনু। আর সুন্দর পার্শ্বদ্বয় যুক্ত মধ্যস্থানে স্বর্ণসমন্বিত এই ধনুখানি ভীমসেনের। রাজসূয় যজ্ঞের পূর্বে এই ধনুর সাহায্যে ভীমসেন পূর্বদিক জয় করেছিলেন। ইন্দ্রগোপচিহ্নে (মখমলি পোকার চিহ্নে) বিচিত্র এবং সুন্দর আকৃতিযুক্ত এই ধনুখানি রাজা যুধিষ্ঠিরের। স্বর্ণময়, সুন্দর ও আপন তেজে উজ্জ্বল সূর্যচিহ্ন সকল প্রকাশ পাচ্ছে যে ধনুতে সেই ধনুখানি নকুলের। যে ধনুতে স্বর্ণভূষণে বিচিত্রীকৃত ও স্বর্ণময় পতঙ্গ (ফড়িং) সকল আছে। এই ধনু মাদ্রীপুত্র সহদেবের।

"অর্জুন যখন যুদ্ধে শত্রু সংহার করেন, তখন আপন তেজে উজ্জ্বল, ক্ষুরধার, লোমবাহী, সর্পবিষতুল্য এই বাণগুলি অক্ষয় হয়ে থাকে। এই যে স্থূল, দীর্ঘ ও অর্ধচন্দ্রাকার বাণগুলি আছে, এগুলি শত্রুনাশক ভীমসেনের। হরিদ্রাবর্ণ, স্বর্ণপুঙ্খ, তীক্ষ্ণধার বাণসমূহ আছে; এতে পরিপূর্ণ ব্যাঘ্রচিহ্ন চিহ্নিত এই তূণীরটা নকুলের। এগুলির সাহায্যে নকুল পশ্চিমদিক জয় করেছিলেন। সর্বাংশে লৌহময়, সূর্যের তুল্য উজ্জ্বল, বিচিত্রকার্যকারী এই বাণগুলির অধিকারী সহদেব। তীক্ষ্ণ, পীতবর্ণ, বৃহৎ, দীর্ঘলোমযুক্ত, স্বর্ণপুঙ্খ, তিন স্থানে বেষ্টনযুক্ত এই মহাবাণগুলি রাজা যুধিষ্ঠিরের।

"দীর্ঘ, শিলীর ন্যায় (কেঁচোর মতো) পৃষ্ঠযুক্ত এবং শিলীর তুল্য মুখ সমন্বিত এই খড়্গাখানি যুদ্ধে দুষ্করকার্যকারী অর্জুনের। ব্যাঘ্রচর্মের কোশে স্থাপিত, দুষ্কর কার্যসাধক, শত্রুগণের ভয়জনক এই বিশাল খড়্গাখানি ভীমসেনের। সুন্দর ফলক, বিচিত্র কোশ, স্বর্ণমুষ্টিযুক্ত সর্বোত্তম এই খড়্গাখানি কৌরবনন্দন বুদ্ধিমান ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের। বিচিত্রযুদ্ধে দুষ্করকার্যসাধক দৃঢ় যে খড়্গাখানি হস্তীচর্মময় কোশে স্থাপিত আছে, এটি নকুলের। আর এই

যে বিশাল খড়্গ গো-চর্মনির্মিত কোশে স্থাপিত রয়েছে, দৃঢ় ও দুষ্করকার্যসাধক এই খড়্গখানিকে সহদেবের বলে জানুন।"

উত্তর বললেন, "মহাত্মা পাণ্ডবদের এই মনোহর অস্ত্রসমূহ দেখলাম, কিন্তু কৌরবনন্দন যুধিষ্ঠির, পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন, পৃথানন্দন অর্জুন, নকুল ও সহদেব—এঁরা গেলেন কোথায়? দ্যূতক্রীড়ায় হেরে এঁরা বনে গিয়েছিলেন, তারপর কোথায় গেলেন, তা শোনাই যাচ্ছে না। দ্রৌপদীই বা কোথায় গেলেন? আমরা শুনেছি—দ্রৌপদী স্ত্রীরত্ন। তাই তিনি তখন দ্যূত-পরাজিত পাণ্ডবগণের সঙ্গে বনেই গিয়েছিলেন।"

অর্জুন বললেন, "আমি পৃথাপুত্র অর্জুন, কঙ্ক নামক সভাসদ যুধিষ্ঠির, আপনার পিতার পাচক বল্লব ভীমসেন। অশ্বশালাধ্যক্ষ—নকুল এবং গোশালা অধ্যক্ষ—সহদেব, আর সৈরিন্ধ্রী, যার জন্য কীচকেরা নিহত হয়েছে, স্বয়ং দ্রৌপদী।" উত্তর বললেন. "আমি পূর্বে অর্জুনের দশটি নাম শুনেছি, তা যদি আপনি আমার কাছে বলতে পারেন, তা হলে আপনার কথা বিশ্বাস করব।" অর্জুন বললেন, "ভাল, আমার দশটি নাম বলছি, আপনি একাগ্রচিত্তে শুনুন। অর্জুন, ফাল্গুন, জিষ্ণু, কিরীটি, শ্বেতবাহন, বীভৎসু, বিজয়, কৃষ্ণ, সব্যসাচী ও ধনঞ্জয়—এই আমার দশটি নাম।" উত্তর প্রশ্ন করলেন, "আপনার এই দশটি নাম কেন হল? সেই বীরের এই নামগুলির কারণ আমি জানি, যদি আপনি বলতে পারেন, তা হলে আমি আপনার সব কথা বিশ্বাস করব।"

অর্জুন বললেন, "আমি সকল দেশ জয় করে সেখানকার ধন নিয়ে আসি, সেই ধনের মধ্যে থাকি, সেই জন্য লোকে আমাকে 'ধনঞ্জয়' বলে। যুদ্ধ-দুর্মদ শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁদের জয় না করে ফিরি না, তাই আমার নাম 'বিজয়'। যুদ্ধে আমার রথের চারটি অশ্বের বর্ণ শ্বেত, তাই আমি 'শ্বেতবাহন', হিমালয় পর্বতে দিনের ভাগে পূর্ব ফাল্গুনী ও উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রের সন্ধিক্ষণে আমার জন্ম, লোকে তাই আমাকে 'ফাল্গুন' বলে জানে। দানবদের জয় করলে পর দেবরাজ ইন্দ্র আমার মাথায় সূর্যের মতো উজ্জ্বল একটি কিরীট পরিয়ে দিয়েছিলেন, এইজন্যে লোকে আমাকে 'কিরীটি' বলে। যুদ্ধের সময়ে আমি কোনওপ্রকার নিন্দার কাজ করি না তাই আমার নাম 'বীভৎসু'। বাম ও দক্ষিণ হস্তে একই সঙ্গে আমি গাণ্ডিব আকর্ষণ করতে পারি। তাই মনুষ্যলোকে সকলে আমাকে 'সব্যসাচী' বলে। চতুঃ সমুদ্র পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে অন্যের পক্ষে দুর্লভ আমার শুভ্র যশ যেহেতু বিস্তৃত, যেহেতু আমি যুদ্ধে শুভ্র (নির্দোষ) কাজই করে থাকি, তাই লোক আমাকে 'অর্জুন' বলে। আমি দেবরাজের পুত্র, শত্রুবিজয়ী এবং শত্রুদের পক্ষে দুর্লভ ও দুর্ধর্ষ। তাই দেবলোক ও মনুষ্যলোকে আমি 'জিষ্ণু' নামেই পরিচিত। আমার গাত্র কৃষ্ণ, এই কারণে পিতৃদেব পাণ্ডু আমার নাম রেখেছিলেন 'কৃষ্ণ'। এই হল আমার দশম নাম। এ ছাড়াও ভূমি জয় করি বলে আমি 'ভূমিঞ্জয়' ও যুদ্ধশাস্ত্রে আমিই শেষ বলে 'উত্তর' নামেও পরিচিত।"

অর্জুনের এই আত্মপরিচয় শোনার পর বিরাট রাজপুত্র উত্তর অর্জুনের কাছে গিয়ে নমস্কার করে বললেন, "রক্তনয়ন! মহাবাহু! হস্তিশ্রেষ্ঠশুণ্ডতুল্য বাহুযুগল! পার্থ! ধনঞ্জয়। আমি বহুভাগ্যে আজ আপনাকে দেখতে পেলাম। আপনি আমাদের দেশে সুখে ছিলেন তো? আমি আপনাকে না চিনে যেসব অসঙ্গত কথা বলেছি, আমার সেই অপরাধ মার্জনা

করুন। যেহেতু আপনি পূর্বে দুষ্করকার্যকারী, সেইহেতু আমার ভয়ও গিয়েছে এবং আপনার উপর আমার প্রীতিও জন্মেছে। সুতরাং আপনি বলুন আমাকে কী করতে হবে? আপনাব নির্দেশ অনুসারে আমি সকল কার্য করব।"

"বৃহন্নলা-রূপী অর্জুনের আত্মপ্রকাশ" মহাভারতের এক অত্যন্ত দুর্লভ মুহূর্ত। পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী গণনা করে জানতেন যে অজ্ঞাতবাসের এক বৎসরকাল পূর্ণ হয়েছে। শর্ত অনুযায়ী এইবার তাঁরা রাজ্যে ফিরবেন। অজ্ঞাতবাস বৎসরে দ্রৌপদীর ভাগ্যে পুনরায় লাঞ্ছনা ঘটেছে, অর্জুন স্ত্রীর লাঞ্ছনার প্রতিবাদ করতে পারেননি, কারণ তিনি তখন উর্বশীর অভিসম্পাতে নপুংসক। কৌরব সভায়ও দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় অর্জুন প্রতিবাদ করতে পারেননি, কারণ তখন তিনি ধর্মপাশবদ্ধ।

বৃহন্নলাকে সারথি করার পরামর্শ দিয়ে দ্রৌপদী যেন অর্জুনকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, অজ্ঞাতবাস পর্ব শেষ হয়েছে; এইবার অর্জুনকে আত্মপ্রকাশ করতে হবে। এক মুহূর্তে অর্জুন জড়ত্বমুক্ত হয়েছেন। যা তাঁর নিজের স্থান, যেখানে তিনি শ্রেষ্ঠতম; সেই রণক্ষেত্রে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন।

দ্বাপর যুগে সম্ভবত অপর রাজার গো-ধন হরণ মহৎকীর্তি বলে বিবেচিত হত। এই কার্যে ভীষ্মের উপস্থিতি পাঠককে বিস্মিত এবং ব্যথাতুর করে তোলে। ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা, যিনি সেনাপতি কীচকের বীরত্বে ভীত সন্ত্রস্ত ও বারংবার পরাজিত ছিলেন, তাঁর পরামর্শে রীতিমতো ষড়যন্ত্র করে বিরাটরাজার গো-হরণের সিদ্ধান্ত হল। সুশর্মা সপ্তমীর দিনে মৎস্য রাজ্যের দক্ষিণদিকে গো-হরণ করে বিরাটরাজাকে সেইদিকে নিয়ে যাবেন, পরের দিন, অষ্টমীর দিন দুর্যোধন তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলীকে নিয়ে উত্তর দিকের গো-হরণ করবেন। ষড়যন্ত্রটি দুর্যোধন ইত্যাদি 'দুষ্ট-চতুষ্টয়ের' চরিত্রের সঙ্গে মানানসই। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপের আসা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। ভীষ্ম, যিনি কুরুকুলের বিবেক, তিনি গোরু চুরি করতে এসেছেন—একথা ভাবতেই খারাপ লাগে। সম্ভবত ভীষ্ম চরিত্রেরও এই একমাত্র কলঙ্ক। সম্ভবত ভীষ্ম গণনা করে দেখেছিলেন যে, অজ্ঞাতবাস বৎসর শেষ হয়েছে। অতএব তিনি পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশের খোঁজেই গেছিলেন। কিন্তু গোরু-চুরির সঙ্গে ভীষ্মের মতো মহান চরিত্রকে মেলানো যায় না।

এই মুহূর্তটির আর একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য সুশর্মার বিরুদ্ধে সবথেকে বেশি বীরত্বের পরিচয় দিলেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, যাঁকে সাধারণত মৃদু, বদান্য লজ্জাশীল এবং শান্ত মানুষ বলে মনে করা হত। যুধিষ্ঠির যে ক্লীব, ভীরু মানুষ ছিলেন না, শল্যবধের ক্ষেত্রেও তিনি সে পরিচয় দিয়েছিলেন।

উত্তর বিশাল কৌরবসৈন্য দেখে পালাতে চেয়েছিলেন। বৃহন্নলারূপী অর্জুন তাঁকে ফিরিয়েছিলেন। এরপর অর্জুনের আদেশে শমীবৃক্ষে উঠে উত্তর পাণ্ডবদের গোপন অস্ত্রসম্ভার নামিয়ে দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলেন, তারপর অর্জুনের মুখে মৎস্যদেশে

আত্মগোপনকারী পাণ্ডবদের পরিচয় পেয়ে, পাণ্ডবদের অস্ত্রশস্ত্র দেখে উত্তর আত্মস্থ হয়ে বলেছিলেন, "আপনি যা বলবেন আমি তাই করব। যেদিকে যেতে বলবেন, সেইদিকে যাব।" সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে পড়ছিল। ঠিক এই ঘটনাই কয়েক দিনের মধ্যে আরও একবার ঘটেছিল। সেদিন গাণ্ডিবধনু অর্জুন কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে দুই সৈন্যের মাঝখানে গিয়ে সারথি কৃষ্ণকে বলেছিলেন, 'ন যোৎসে', 'আমি যুদ্ধ করব না',—সেদিন পার্থ-সারথি কৃষ্ণকে ভগবদ-গীতা শোনাতে হয়েছিল, নিজের বিশ্বরূপ অর্জুনকে দেখাতে হয়েছিল। তারপর অর্জুন বলেছিলেন, "যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি"; "আমাকে যেখানে নিযুক্ত করবে, তাই করব।"

উত্তর পাণ্ডবদের অস্ত্র দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, এক এক পাণ্ডবের অস্ত্র নির্বাচন দেখেও। উত্তরের সঙ্গে আমরাও বিস্মিত হই, যখন বিভিন্ন সময়ে তাঁর একক যুদ্ধের বর্ণনা অর্জুন উত্তরকে শোনান। আমরা অনুভব করি—সারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বীরের সঙ্গে সঙ্গে আমরা চলেছি। যিনি একা পৃথিবীর সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রামে অনায়াসে অবতীর্ণ হন।

৫২

অর্জুনের কৌরব বিজয়

"যুদ্ধ করব না" এই বলে ভীত উত্তর পালাতে লাগলেন। কিন্তু দীর্ঘ পদক্ষেপে বৃহন্নলা বেশী অর্জুন তাঁকে ধরে টেনে রথে তুললেন। শমীবৃক্ষের তলায় উপস্থিত হয়ে অর্জুনের আদেশে উত্তর বৃক্ষে উঠতে বাধ্য হলেন। সেখানে পাণ্ডবদের লুক্কায়িত অস্ত্রশস্ত্র দেখে উত্তর রোমাঞ্চিত ও ভীত ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। পরে অর্জুনের মুখে আত্মপরিচয়, পাণ্ডবপরিচয় ও অস্ত্রশস্ত্র পরিচয় পাবার পর উত্তরের মনে ঈশ্বর দর্শনের মতো আনন্দ জাগল। তিনি যুক্ত করে অর্জুনকে বললেন, "যা আদেশ করবেন, তাই করব।"

উত্তর বললেন, "বীর! আপনি রথে চড়ে কোন দিকে যেতে চান? আপনার আদেশ পেলে, সেই দিকে যাব।" অর্জুন বললেন, "পুরুষশ্রেষ্ঠ। আমি তোমার উপরে সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি নির্ভয়ে চলো। দেখো, আমি যুদ্ধবিশারদ তোমার সকল শত্রুকে যুদ্ধে পরাজিত করব। তুমি সত্বর রথে এই সব তূণীর বন্ধন করো। আমি কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে তোমার গো-ধন ফিরিয়ে আনব। রাজপুত্র! আমি রক্ষা করতে থাকলে এই রথই তোমার পক্ষে রাজধানী হবে। কারণ, 'শত্রুদের জয় করে গোধন ফিরিয়ে আনব', এই সংকল্পই আমার সহায় হবে এবং সেই সংকল্পগুলি বিপক্ষদের তাড়িয়ে দেবে। আমার প্রসারিত বাহুযুগল হবে প্রাচীরের তোরণ। ধনু, বাণ ও যষ্টি— এই ত্রিবিধ দণ্ডে এবং তৃণসমূহে রথ ও নগর পরিপূর্ণ থাকবে; বহুতর ধ্বজে ব্যাপ্ত হবে। ধনুর গুণই কামান হবে এবং রথচক্রের শব্দই দুন্দুভির শব্দরূপে চলতে থাকবে। ক্রোধই এইসব করে দেবে। আমি গাণ্ডিবধারণ করে রথের উপর থাকলে এ রথ শত্রুসৈন্যের অজেয় হবে। তুমি নির্ভয়ে থাকতে পারো।"

উত্তর বললেন, "বীর! আমি এখন আর এঁদের যুদ্ধে ভয় করি না। কারণ, আমি জানি যে, যুদ্ধে আপনি কৃষ্ণের অথবা দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে সমান। আমি কেবল আপনার এই নপুংসকতার কথা চিন্তা করে মুগ্ধ হচ্ছি। কিন্তু আমার বুদ্ধি অল্প, তাই কারণ নিশ্চয়ই করতে পারছি না। আপনার অঙ্গ ও রূপ পুরুষেরই যোগ্য এবং আপনার সমস্ত লক্ষণ পুরুষের। কোন কর্মের ফলে এই ক্লীবত্ব আপনাকে ধারণ করতে হচ্ছে? আপনার আকৃতি গন্ধর্বরাজের মতো; সুতরাং ক্লীববেশে বিচরণকারী দেবরাজ ইন্দ্র অথবা দেবাদিদেব মহাদেব বলেই আমার মনে হচ্ছে।"

অর্জুন বললেন, "রাজপুত্র, আমি তোমার কাছে সত্য বলছি যে, আমি জ্যেষ্ঠভ্রাতার আদেশে এক বৎসর যাবৎ এই ব্রহ্মচর্যব্রত আচরণ করছি। কিন্তু আমি বাস্তবিকই নপুংসক

নই। তবে পরাধীন এবং ধর্মপাশে আবদ্ধ ছিলাম। এখন আমার সে ব্রহ্মচর্যব্রত সমাপ্ত হয়েছে এবং আমি প্রতিজ্ঞা থেকেও উত্তীর্ণ হয়েছি। তুমি নিশ্চিতভাবে একথা বিশ্বাস কোরো।" উত্তর বললেন, "আপনি আমার প্রতি গুরুতর অনুগ্রহ করলেন। যে কারণে আমি চিরকাল জানতাম এ-জাতীয় পুরুষশ্রেষ্ঠরা কখনও নপুংসক হন না। আমার এই অনুমান আপনি মিথ্যা করেননি। আমি যুদ্ধে আপনার সহায়কারী হলাম, আমি এখন দেবগণের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে পারি, আমার ভয় চলে গেছে, এখন কী করব, আপনি বলুন। আমিও শ্রেষ্ঠ গুরুর কাছে সারথ্য বিদ্যা শিখেছি, কৃষ্ণের যেমন দারুক, ইন্দ্রের যেমন মাতলি, আমাকে আপনি সেইরূপ মনে করুন। আমার রথের সামনের দক্ষিণপার্শ্বের ওই অশ্বটি কৃষ্ণের অশ্ব 'সুগ্রীবের' তুল্য, আর বামপার্শ্বের এই অশ্বটি কৃষ্ণের 'মেঘপুষ্প' নামক অশ্ব বলেই আমি মনে করি। রথের পিছনের বাম দিকের ভারবহনকারী অশ্বকে আপনি কৃষ্ণের অশ্ব 'শৈব্য' বলে জানবেন, পিছনের ডান দিকের ভারবহনকারী এই অশ্বটি কৃষ্ণের 'বলাহক' নামক অশ্বের থেকেও শ্রেষ্ঠ। এই রথ আপনাকে বহন করার যোগ্য, আপনিও এই রথে আরোহণ করার যোগ্য।"

তখন অর্জুন হাত থেকে শাঁখা খুলে ফেলে সুন্দর দুটি জ্যাঘাতবারণ (চামড়ার ঠুসি) ধারণ করলেন। শ্বেতবর্ণ বস্ত্রদ্বারা মাথার কেশগুলি বন্ধন করে পবিত্র ও সংযতচিত্তে, সেই উত্তম রথে সমস্ত অস্ত্রকে স্মরণ করলেন। তখন সমস্ত অস্ত্রই কৃতাঞ্জলি হয়ে অর্জুনের কাছে এসে বলল, "ইন্দ্রনন্দন, আমরা দাসেরা উপস্থিত হয়েছি।" অর্জুন অস্ত্রগুলিকে প্রণাম করে, হাত দিয়ে স্পর্শ করে বললেন, "আপনারা, আমার স্মৃতিপথে উপস্থিত থাকুন।" অর্জুন গাণ্ডিবে গুণারোপণ করে প্রবল টংকারধ্বনি করলেন, সেই টংকারধ্বনিতে বাতাসের গতি দ্রুততর হল। বৃক্ষসকল কাঁপতে থাকল, কৌরবদের কানে সেই শব্দ বজ্রের মতো বোধ হল।

তখন উত্তর বললেন, "পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! আপনি একাকী কী করে এই বহুতর সর্বশাস্ত্রপারদর্শী মহারথদের যুদ্ধে জয় করবেন? হে কুন্তীনন্দন! আপনি নিঃসহায় আর কৌরবেরা সহায়সম্পন্ন।" অর্জুন উচ্চকণ্ঠে হেসে বললেন, "ভয় পেয়ো না। আমি যখন ঘোষযাত্রায় অতি মহাবল গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলাম, তখন কে আমার সহায় বা বন্ধু ছিল? খাণ্ডবদাহের সময় দেবদানবব্যাপ্ত সেই ভয়ংকর যুদ্ধে কে আমার সহায় ছিল? দেবরাজের জন্য মহাবল নিবাতকবচ ও পৌলোম অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় কে আমার সহায় ছিল? দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় বহুতর রাজার সঙ্গে যুদ্ধে কে আমার সহায় ছিল? অতএব গুরু দ্রোণ, ইন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ, অগ্নি, কৃপ, কৃষ্ণ এবং শিবের আশীর্বাদ নিয়ে কেন আমি এঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারব না? তুমি রথ চালাও, তোমার মনের সন্তাপ দূর হোক।"

তারপর অর্জুন সমস্ত অস্ত্র নিয়ে, উত্তরকে সারথি করে শমীবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন। অর্জুন উত্তরের রথ থেকে সিংহধ্বজ নামিয়ে, শমীবৃক্ষমূলে রেখে, বিশ্বকর্মাকৃত দৈবী মায়া ও স্বর্ণময় ও সিংহলাঙ্গুল বানরধ্বজ সেই রথে যুক্ত করলেন। অর্জুন অগ্নিদেবকে স্মরণ করলে, অগ্নিদেব কতকগুলি ভূত পাঠিয়ে দিলেন, তারা সেই ধ্বজে এসে অধিষ্ঠান করল। তখন বলবান ও শত্রুমর্দন অর্জুন সবলে শত্রুদের লোমহর্ষক বিশাল শব্দকারী মহাশঙ্খ বাজালেন। অর্জুনের সেই শঙ্খের শব্দে অশ্বগুলি জানুতে ভর দিয়ে মাটিতে বসে

পড়ল এবং উত্তরও অত্যন্ত ভীত হয়ে রথে বসে পড়লেন। রশ্মি আকর্ষণ করে অর্জুন অশ্বগুলিকে ওঠালেন, আলিঙ্গন করে উত্তরকে আশ্বস্ত করলেন। অর্জুন বললেন, "ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! পরন্তপ! তুমি ক্ষত্রিয় সন্তান। সুতরাং ভয় কোরো না। তুমি শত্রুমধ্যে অবসন্ন হচ্ছ কেন? তুমি সর্বপ্রকার শঙ্খশব্দ, ভেরিশব্দ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হস্তীর গর্জন শুনেছ। তবে সাধারণ লোকের মতো একটি শঙ্খের আওয়াজে ভীত, অবসাদগ্রস্ত ও অস্থির হয়ে পড়ছ কেন?" উত্তর বললেন, "বীর! আমি সর্বপ্রকার শঙ্খশব্দ, ভেরিশব্দ, হস্তীগর্জন শুনেছি। কিন্তু কখনও এরূপ শঙ্খশব্দ শুনিনি, ধ্বজের এ-জাতীয় রূপ দেখিনি, কিংবা ধনুকের এমন টংকারও কখনও শুনিনি। শঙ্খের শব্দে, ধনুর টংকারে, রথের নির্ঘোষে আমার মন অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছে— ধূলি সর্বদিক আবৃত করেছে, আমি কিছু দেখতেও পাচ্ছি না, গাণ্ডিবের টংকারে আমার কর্ণদ্বয় বধির হয়ে গেছে।" অর্জুন বললেন, "উত্তর! রথ থামিয়ে, দুই পায়ে দৃঢ়ভাবে ভর দিয়ে, লাগামগুলি দৃঢ়ভাবে ধারণ করো। কারণ, আমি আবার শঙ্খধ্বনি করব।"

তারপর সেই শঙ্খের রবে, রথচক্রের শব্দে এবং গাণ্ডিবের টংকারধ্বনিতে পৃথিবী কেঁপে উঠল। তখন দ্রোণ বললেন, "রথের যে গম্ভীর শব্দ শোনা যাচ্ছে, এত মেঘ জমছে, পৃথিবী যেভাবে কাঁপছে— তাতে বোঝা যাচ্ছে— ইনি অর্জুন ভিন্ন অন্য কেউ নন। আমাদের অস্ত্রগুলির কোনও তেজ প্রকাশিত হচ্ছে না, অস্ত্রে কোনও আগুনও জ্বলছে না। এগুলি কোনও শুভলক্ষণ নয়। সমস্ত পশু সূর্যের দিকে মুখ করে ভয়ংকর চিৎকার করছে। আমাদের ধ্বজের উপরে কাকেরা এসে বসছে; এও অমঙ্গলসূচক। শৃগালেরা আমাদের দক্ষিণে থেকে গুরুতর ভয়ের সৃষ্টি করছে। এই শৃগালটা চিৎকার করতে করতে আমাদের সৈন্যের মধ্যে দৌড়াচ্ছে এবং কারোর কাছ থেকে প্রহার না পেয়ে মহাভয়ের সূচনা করছে। আপনাদের রোমকূপগুলি উঁচু হয়ে উঠছে; অতএব, যুদ্ধে ক্ষত্রিয়গণের নিশ্চয় বিনাশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। গ্রহ প্রকাশ পাচ্ছে না, ভয়ংকর পশুপক্ষী সকল চিৎকার করছে, ক্ষত্রিয়দের বিনাশের সব লক্ষণ প্রকাশিত। দুর্যোধন বিশেষভাবেই দুর্লক্ষণগুলি আমাদের বিনাশসূচক, কারণ উজ্জ্বল উল্কাসকল তোমার সৈন্যেরই পীড়া জন্মাচ্ছে। বাহনগুলি বিষণ্ণ মুখে কাঁদছে, শৃগালগণ সব দিকেই তোমার সৈন্যদের আশ্রয় করেছে। অধিকাংশ যোদ্ধার মুখ মলিন এবং চিত্ত যেন বিষণ্ণ। কারও যেন যুদ্ধে কোনও ইচ্ছা নেই। সৈন্যরা যেন উপলব্ধি করছে, তাঁরা অর্জুনের বাণে পীড়িত ও সন্তপ্ত হতে চলেছে। অতএব দুর্যোধন আমরা গোরুগুলি পাঠিয়ে দিয়ে, ব্যূহ রচনা করে প্রহার করার অভিলাষী হয়ে অবস্থান করতে থাকি।"

তখন রাজা দুর্যোধন রথিশ্রেষ্ঠ ও অতিমহাবল ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপকে বললেন, "আমি আর কর্ণ আপনাদের বার বার বলছি, কিন্তু আপনারা শুনছেন না। দ্যূতক্রীড়ার শর্ত ছিল বারো বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস। অজ্ঞাতবাস প্রকাশিত হয়ে পড়লে, আবার বারো বৎসর বনবাস। অজ্ঞাতবাসের কাল এখনও শেষ হয়নি, অথচ অর্জুন প্রকাশিত হয়েছে, অতএব পাণ্ডবদের আরও বারো বছর বনবাসে যেতে হবে। লোভবশত পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাসের সমাপ্তিকাল বুঝতে পারেনি— অথবা আমাদেরই সে-বিষয়ে ভ্রম উপস্থিত হয়েছে। পিতামহই এ-বিষয়ে চূড়ান্ত সত্য নির্ণয় করতে পারেন। আমরা যুদ্ধের জন্য উত্তরকে

খুঁজছিলাম এবং মৎস্যদেশীয় সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিলাম। এই অবস্থায় যদি অর্জুন এসে পড়ে, তবে আমরা কার কাছে অপরাধী হব? আমরা ত্রিগর্তদের জন্যই মৎস্যদেশে এসেছিলাম। কারণ ত্রিগর্তেরা আমাদের কাছে মৎস্যদের নানা অপরাধের কথা বলেছিল। আমরাও ভীত ত্রিগর্তদের কাছে এরূপ অঙ্গীকার করেছিলাম। স্থির ছিল, সপ্তমীর দিন বৈকালে ত্রিগর্তেরা মৎস্যদের প্রচুর গো-ধন হরণ করবে, তারা তা করেছে। অষ্টমীর দিন প্রভাতে আমরা বিরাটরাজার গোরুগুলি হরণ করব। সুতরাং হয় ত্রিগর্তেরা গোরুগুলি হরণ করেছে, না হয় বিরাটরাজার কাছে পরাজিত হয়েছে, অথবা আমাদের প্রতারণা করে সন্ধি করেছে। অথবা বিরাটরাজা ত্রিগর্তরাজাকে পরাজিত করে, একরাত্রির মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আসছেন। তাঁদের মধ্যের কোনও মহাবীর অগ্রবর্তী হয়ে আমাদের জয় করতে আসছেন। কিংবা ইনি স্বয়ং বিরাটও হতে পারেন।

"এখন ইনি বিরাটই হোন অথবা অর্জুনই হোন, আমাদের সকলকে যুদ্ধ করতে হবে। সুতরাং ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ প্রভৃতি মহারথ অস্থিরচিত্তে রথের উপর কেন দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমরা গোধন ছিনিয়ে নিয়েছি। এই অবস্থায় স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র অথবা যমও যদি যুদ্ধ করতে আসেন, আমাদের মধ্যে কে আছেন যে যুদ্ধ না করে হস্তিনাপুরে ফিরে যাবেন? যদি পদাতিকদের কেউ নিবিড় বনে পলায়নের চেষ্টা করে, তা হলে আমিই তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা তাদের মেরে ফেলব। অশ্বারোহীরা জীবন সংশয় করে কেউ পালাতে চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু তিনি সফল হবেন কি না, আমি বলতে পারি না।

"বীরগণ, আপনারা দ্রোণাচার্যকে সৈন্যের পিছনে রেখে প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করুন। ইনি পাণ্ডবদের অভিপ্রায় জানেন, অর্জুনের প্রতি এঁর অধিক ভালবাসা লক্ষ করে আসছি। কারণ, অর্জুনকে আসতে দেখেই তিনি এর প্রশংসা আরম্ভ করেছেন। সৈন্যেরা যেন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়, তার ব্যবস্থা করুন। কারণ, দ্রোণ যেই অর্জুনের অশ্বের হ্রেষারব শুনেছেন, আমাদের সৈন্যেরা তখনই বিচলিত হতে আরম্ভ করেছে। একে গ্রীষ্মকাল, তাতে আবার মহাবন নিকটে। এই অবস্থায় বিদেশে আগত সৈন্যরা যাতে শত্রুর বশীভূত না হয়ে যায়, আপনারা তার ব্যবস্থা করুন। অশ্বের হ্রেষাধ্বনি শুনেই বিপক্ষের প্রশংসা করতে হবে? অশ্ব সর্বদাই হ্রেষারব করে, বায়ু সর্বদাই প্রবাহিত হয়, ইন্দ্র বর্ষণ করেন, মেঘও গর্জন করে। এতে অর্জুনের প্রশংসা করার কী আছে? আসলে আচার্য দ্রোণ আমাদের প্রতি বিদ্বেষ ও ক্রোধ পোষণ করেন, অর্জুনের শুভকামনা করেন। আচার্যেরা দয়ালু ও পণ্ডিত এবং সকল কাজেই বিপদের সম্ভাবনাকারী। এঁরা রাজসভায়, লোকসভায়, ভবনে বিচিত্র বিষয়ে বিচিত্র কথা বলেন। এঁরা সেখানেই শোভা পাবার উপযুক্ত। পরের দোষ অন্বেষণে, মনুষ্যচরিত্র নির্ণয়ে, অন্ন-পানাদির দোষ-গুণ বর্ণনায় এঁরা নিপুণ। এঁরা সেখানেই থাকুন।"

কর্ণ বললেন, "বীরগণ! আপনারা সকলেই বীর হওয়া সত্ত্বেও ভীত, উদ্বিগ্ন ও যুদ্ধে অনিচ্ছুক বলে মনে হচ্ছে। এই ব্যক্তি যদি মৎস্যরাজ বিরাট অথবা অর্জুনই হন, তীর যেমন সমুদ্রকে ধারণ করে, তেমনই আমি এঁকে বারণ করব। আমার বাণগুলি সাপের মতো দ্রুতগতিতে ছুটবে, কিন্তু লক্ষ্যচ্যুত হবে না। আমি লঘুহস্ত। পতঙ্গসমূহ যেমন আগুনকে আবৃত করে, সেই রকম আমার তীক্ষ্ণাগ্র বাণ অর্জুনকে বিদ্ধ করবে, আবৃত করবে। আমি এত

দ্রুত অস্ত্রক্ষেপ করব যে আপনারা কেবলমাত্র দুটি ভেরির শব্দের মতো তলদ্বয়ের (দু'হাতের চামড়ার ঠুসি) শব্দ শুনতে পাবেন। আবার, আমরা তেরো বৎসর অর্জুনকে কষ্টে রেখেছি। সুতরাং সে এই যুদ্ধে শোধ নেওয়ার জন্য তীব্র আক্রমণ করবে। আমিও শত সহস্র তীক্ষ্ণবাণ। সেও গুণবাণ ব্রাহ্মণের মতো আমাকে গ্রহণ করবে। অর্জুন পৃথিবীতে মহাধনুর্ধর বলে পরিচিত, আমিও তার অপেক্ষা নিকৃষ্ট নই। সুতরাং নক্ষত্রখচিত আকাশের মতো আপনারা বাণদ্বারা আবৃত আকাশ দেখবেন। পূর্বে আমি মহারাজ দুর্যোধনের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আজ যুদ্ধে অর্জুনকে নিহত করে সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করব। মানুষ যেমন উল্কা দ্বারা হস্তীকে পীড়ন করে, আমিও সেইরূপ ইন্দ্রের বজ্রের মতো তীক্ষ্ণবাণে ইন্দ্রের তুল্য তেজস্বী অর্জুনকে পীড়ন করব।

"সাক্ষাৎ অগ্নির তুল্য তেজস্বী, দুর্ধর্ষ, বহু ক্লেশে পাণ্ডুতাপ্রাপ্ত সেই অর্জুন অসি, শক্তি ও বাণরূপ কাঠ পেয়ে জ্বলতে থাকবে, শত্রুদের দগ্ধ করতে শুরু করবে, আমি মহামেঘরূপে তাকে নির্বাপিত করব। সেই সময় অশ্বের বেগই আমার সম্মুখগামী বাতাস হবে, রথধ্বনিই মেঘগর্জন হবে এবং বাণগুলি বৃষ্টির মতো ঝরে পড়বে। তীক্ষ্ণ বিষ সাপেরা যেমন উইমাটির মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরকম আমার ধনু নিক্ষিপ্ত বাণগুলি অর্জুনের দেহের মধ্যে প্রবেশ করবে। কর্ণিকা ফুল যেমন পর্বতকে ব্যাপ্ত করে, সেই রকম আমার তীক্ষ্ণ, স্বর্ণপুঙ্খ, হলুদবর্ণের ভয়ংকর বাণগুলি অর্জুনকে ব্যাপ্ত করবে। ঋষিশ্রেষ্ঠ পরশুরামের কাছে প্রাপ্ত অস্ত্রসমূহ এবং নিজের বল অবলম্বন করে আমি ইন্দ্রের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে পারি। অর্জুনের ধ্বজাগ্রেস্থিত বানর আমার ভল্লদ্বারা নিহত হয়ে ভয়ংকর চিৎকার করতে করতে ভূতলে পতিত হবে। অর্জুনের ধ্বজাবাহী ভূতেরা আমার অস্ত্রে আহত হয়ে সকল দিকে পালাবে। আজ আমি দুর্যোধনের হৃদয়ে চিরস্থিত উদ্বেগশল্য সমূলে উৎপাটিত করব। অর্জুন পুরুষকার প্রকাশ করবে বটে, কিন্তু আমি তার অশ্বগুলি নিহত করব, রথ বিনষ্ট করব, সে সর্পের মতো নিশ্বাস ত্যাগ করতে থাকবে। কৌরবেরা ইচ্ছানুযায়ী ধন নিয়ে গমন করুন, অথবা রথে থেকে আমার যুদ্ধ দেখুন।"

কৃপাচার্য বললেন, "কর্ণ! তোমার বুদ্ধি নিষ্ঠুর, তাই সর্বদাই যুদ্ধ চাও। তুমি যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারের কারণও জানো না, ফলের অপেক্ষাও কর না। পণ্ডিতেরা চিরকালই যুদ্ধকে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট নীতি বলে ঘোষণা করেন। তা ছাড়া, অনুকূল দেশে ও কালে যুদ্ধ করলে, জয়লাভ হয়। অস্থানে অসময়ে যুদ্ধ করলে, ফল বিপরীত হয়। এই সমস্ত চিন্তা করেই এই স্থানে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করা আমাদের উচিত নয়। একা অর্জুন উত্তর কুরুদেশ জয় করতে গিয়েছিল, একা অর্জুন খাণ্ডববনে দেবগণকে পরাজিত করে অগ্নিদেবকে সন্তুষ্ট করেছিল, একা অর্জুন স্বর্গে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য রক্ষা করেছিল। একা অর্জুন সুভদ্রাকে রথে তুলে নিয়ে বলরাম প্রভৃতিকে যুদ্ধে আহ্বান করেছিল। একা অর্জুন সসৈন্যে কিরাতরূপী মহাদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। অর্জুন একাকী স্বর্গে থেকে পাঁচ বৎসর যাবৎ ইন্দ্রের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করেছিল। সেই অর্জুন একাই রাজসূয়যজ্ঞের পূর্বে দিগ্বিজয়কালে শত্রুগণকে জয় করে কুরুবংশের যশবৃদ্ধি করেছিল এবং একা অর্জুন যুদ্ধে দেবগণেরও অবধ্য সেই নিবাতকবচ ও কালখঞ্জ নামক দানবগণকে সংহার করেছিল। কর্ণ, অর্জুন

যেমন একা রাজগণকে বশীভূত করেছিল, তুমি একাকী পূর্বে সেরূপ কোনও কার্য কি করেছ? স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারেন না; অতএব যে লোক সেই অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধের ইচ্ছা প্রকাশ করে, তার মস্তিষ্করোগের চিকিৎসার জন্য ঔষধের প্রয়োজন। কর্ণ তুমি না বুঝে ডান হাত তুলে তর্জনী দ্বারা ক্রুদ্ধ তীক্ষ্ণবিষ সাপের দাঁতে হাত দিয়ে বিষ তোলার চেষ্টা করছ। তুমি অঙ্কুশ না নিয়ে বনের মধ্যে মত্তহস্তীর উপর উঠে নগরে যেতে চাইছ। অথবা কর্ণ তুমি কুশের কৌপীন পরে ঘৃতাক্ত দেহে— ঘৃত, মেদ ও বসা নিক্ষেপ করে প্রজ্বলিত অগ্নিকে তারই মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে চাইছ। কোন লোক আপনাকে বেঁধে, গলায় বড় পাথর বেঁধে কেবল দুই হাত সম্বল করে সমুদ্র পার হতে ইচ্ছা করে। অস্ত্রে অশিক্ষিত, অতিদুর্বল যে লোক সর্বাস্ত্রশিক্ষিত বলবান অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধের ইচ্ছা করে, সে মরে। আমরা শঠতা করে অর্জুনকে তেরো বৎসরকাল নির্বাসিত রেখেছি, এখন সিংহ পাশমুক্ত হয়েছে; সুতরাং সে আমাদের শেষ না করে ছাড়বে? শুষ্ক তৃণ আবৃত অর্জুন একপ্রান্তে অবস্থান করছিলেন, আমরা না জেনে আক্রমণ করে গুরুতর ভয় পেয়ে গিয়েছি।

"সে যাই হোক, ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধন, তুমি, অশ্বত্থামা এবং আমি সম্মিলিতভাবেই অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব; একাকী তুমি এ সাহস কোরো না। যদি আমরা সম্মিলিত থাকতে পারি, তা হলে আমরা ছ'জনে মিলে যুদ্ধে আগ্রহী ইন্দ্রের মতন অর্জুনের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে পারি। ব্যূহ সাজিয়ে সৈন্যদের একত্রে সাজিয়ে আমরা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব।"

অশ্বত্থামা বললেন, "কর্ণ! এখনও আমরা গোরুগুলি জয় করিনি। অন্য সীমায় কিংবা হস্তিনাপুরেও পৌঁছতে পারিনি। তুমি এরই মধ্যে গর্ব প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছ? অনেক যুদ্ধ জয় করেও, প্রচুর পরকীয় জমি ও ধন পেয়েও সৎপুরুষেরা নিজের প্রশংসা করেন না। দেখো, অগ্নি নীরবেই দাহ করেন, সূর্য নিঃশব্দে আলো দেন, পৃথিবীও নীরবেই চরাচর সকল প্রাণী ধারণ করেন। বর্ণানুযায়ী মানুষের কর্ম, কোনও কর্মে কোনও বর্ণ দোষী হয় না, তা স্বয়ং ব্রহ্মাই বিধান দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন করে যাজন ও যজন করবেন এবং ক্ষত্রিয় অস্ত্র অবলম্বন করে যজন করবেন কিন্তু যাজন করবেন না। বৈশ্য ধন লাভ করে বেদোক্ত কাজ করবেন; আর শূদ্র বেতসলতার মতো বৃত্তি অবলম্বন করে অবনত ও অনুগত থেকে সর্বদাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা করবে। তা ছাড়াও, মহাত্মা ব্যক্তিরা শাস্ত্র অনুসারে পৃথিবী লাভ করেও বিপক্ষীয় গুরুজনদের সম্মান করেই থাকুন। নিকৃষ্ট লোকের মতো নিষ্ঠুরভাবে কপটদ্যূতদ্বারা রাজ্যলাভ করে অন্য কোন ক্ষাত্রিয় সন্তুষ্ট হতে পারেন? বনচারী ব্যাধ যেমন জাল পেতে পশু পাখি ধরে, সেই রকম প্রতারণা করে ধনলাভ করে কোন ব্যক্তি আত্মশ্লাঘা করেন? কর্ণ তোমার প্ররোচনায় দুর্যোধন যাদের ধন হরণ করেছেন, সেই অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে কোন দ্বৈরথ যুদ্ধে তুমি জয় করেছ? কর্ণ তুমি কোন যুদ্ধে যুধিষ্ঠির বা ভীমকে জয় করেছ? কোন যুদ্ধে তুমি ইন্দ্রপ্রস্থ জয় করেছিলে? কোন যুদ্ধে তুমি দ্রৌপদীকে জয় করেছিলে? তবে দুষ্কর্মকারী কর্ণ, তোমার প্ররোচনাতেই দুঃশাসন একবস্ত্রা ও রজস্বলা অবস্থায় দ্রৌপদীকে সভায় নিয়ে গিয়েছিল। ধনার্থী লোক চন্দনবৃক্ষের মূল ছেদ করে, তোমরাও তেমনই দ্রৌপদীকে সভায় নিয়ে গিয়ে পাণ্ডবদের সৌহার্দ্যের মূল ছেদন করেছ।

মহামতি বিদুর সৎ ব্যবহারের জন্য তোমাদের যা বলেছিলেন স্মরণ করো। মানুষ, অন্য প্রাণী, এমনকী কীট পিপীলিকার পর্যন্ত ক্ষমা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর সেই লাঞ্ছনার কখনও ক্ষমা করবেন না। সুতরাং অর্জুন আজ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের ধ্বংসের জন্যই আবির্ভূত হয়েছেন। তুমি পণ্ডিত সেজে পণ্ডিতের মতো কথা বলতে চাইছ। শত্রুতার শেষকারী অর্জুন আমাদের শেষ করবেন। অর্জুন নির্ভয়ে দেব, গন্ধর্ব, অসুর ও রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারেন। অর্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে যাঁর দিকে যাবেন, গরুড় যেমন বেগে বৃক্ষকে ফেলে দেন, অর্জুনও তেমনই তাকে নিপাতিত করে ফিরে যাবেন! অর্জুন বলে তোমার থেকে প্রধান, ধনুতে ইন্দ্রের তুল্য, যুদ্ধে কৃষ্ণের সমান, সেই অর্জুনকে কোন ব্যক্তি প্রশংসা না করে? অর্জুন দিব্যাস্ত্র দ্বারা দেবতার এবং মনুষ্যাস্ত্র দ্বারা মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করে থাকেন। নিজের অস্ত্রের দ্বারা বিপক্ষের অস্ত্র নিবারণ করেন। অতএব অন্য কোন পুরুষ অর্জুনের তুল্য? ধর্মজ্ঞেরা বলে থাকেন যে, শিষ্য পুত্র অপেক্ষা ন্যূন নহে। এই কারণে অর্জুন পিতৃদেব দ্রোণাচার্যের প্রিয়। সে যাই হোক, রাজা দুর্যোধন আপনি যেমন দ্যূতক্রীড়া করেছিলেন, যেমন ভাবে ইন্দ্রপ্রস্থ জিতেছিলেন, যেমন ভাবে দ্রৌপদীকে সভায় নিয়েছিলেন, তেমন আজ আপনিই অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করুন। বুদ্ধিমান, ক্ষত্রিয়ধর্ম অভিজ্ঞ, দুষ্টদ্যূতক্রীড়ায় নিপুণ ও গান্ধারদেশের রাজা আপনার মাতুল শকুনি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করুন। মনে রাখবেন, অর্জুনের গাণ্ডিবধনু পাশার গুটি নিক্ষেপ করে না, গাণ্ডিবধনু তীক্ষ্ণতম ও জাজ্বল্যমান বাণ সকলই নিক্ষেপ করে। যম, বায়ু, বাড়বানল প্রাণীদের মৃত্যুর কারণ হলেও কখনও কখনও কাউকে ছেড়ে দেন, কিন্তু ক্রুদ্ধ অর্জুন কাউকেই অবশিষ্ট রাখবেন না। যদি ইচ্ছা হয়, আচার্য দ্রোণ যুদ্ধ করুন; কিন্তু আমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব না। তবে বিরাটরাজা যুদ্ধ করতে এলে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতাম।"

ভীষ্ম বললেন, "দ্রোণ উচিত কথাই বলেছেন। কৃপের বক্তব্যও যুদ্ধ-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ও যুক্তিসঙ্গত। কারণ, জ্বলন্ত সূর্যের ন্যায় শক্তিমান পাঁচজন যোদ্ধা যাঁর শত্রু হন, তাঁদের কেউ এলে পণ্ডিতেরাও মুগ্ধ হয়ে পড়েন। কারণ ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিও আপন স্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে পারেন না। রাজা যদি আমার বাক্যে তোমার অভিরুচি হয়, তবে আমার কথা শোনো। আচার্যপুত্র, কর্ণ যা বলেছেন, তা আপনার তেজ বাড়াবার জন্য। কাজেই আপনি ক্ষমা করুন। অর্জুন উপস্থিত হয়েছে। সুতরাং এখন বিরোধের সময় নয়। অতএব আপনি, আচার্য দ্রোণ এবং কৃপ সমস্ত ক্ষমা করুন। সূর্যের আলো এবং চন্দ্রের সৌন্দর্য কখনও ক্ষীণ হয় না, তেমন আপনাদের অস্ত্রনৈপুণ্যও কোনও কালে ক্ষীণ হয় না। আপনাদের তিনজনের উপরেই ব্রাহ্মণ্য ও ব্রহ্মাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে এবং চারবেদ ও ক্ষাত্রতেজও আপনাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। পুত্রের সঙ্গে দ্রোণাচার্যের মধ্যে এই অভূতপূর্ব ক্ষমতা আছে। অতএব আচার্যপুত্র! আপনি ক্ষমা করুন। এই ঘটনা আপনাদের মধ্যে ভেদ জন্মানোর কাল নয়। অর্জুনের সঙ্গে মিলিতভাবেই আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। পণ্ডিতেরা বলেন, সৈন্যগণের পক্ষে ভেদই সর্বাপেক্ষা ক্ষতির কারণ এবং পাপসূচক।"

অশ্বত্থামা বললেন, "ভরতশ্রেষ্ঠ, গুরুদেব কারও উপর ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনের গুণকীর্তন করেছেন, একথা কারও বলা উচিত নয়। কারণ শত্রুরও গুণ বলা উচিত, গুরুরও দোষ বলা সঙ্গত এবং সর্বপ্রকারে ও সর্বপ্রযত্নে পুত্র ও শিষ্যের হিত বলবে।"

দুর্যোধন বললেন, "আচার্য নিজেই ক্ষমা করুন। আমি অসহিষ্ণুতা ও ক্রোধবশত গুরুদেবের প্রতি যে ব্যবহার করে ফেলেছি, আপনারা এ-বিষয়ে শান্তিবিধান করুন।" তখন দুর্যোধন, ভীষ্ম, কর্ণ ও কৃপ মিলিত হয়ে দ্রোণের কাছে ক্ষমা চাইলেন। দ্রোণ বললেন, "শান্তনুনন্দন ভীষ্ম প্রথমেই যা বলেছেন, তাতেই আমি প্রসন্ন হয়েছি। এখন যা কর্তব্য সকলে মিলে তাই করুন। আপনারা দেখুন, যাতে সাহসে বা মোহবশত দুর্যোধন অর্জুনের মুখোমুখি না হন। বনবাস এবং অজ্ঞাতবাস শেষ না হলে অর্জুন আত্মপ্রকাশ করতেন না এবং গোধন না পেয়ে আমাদের ক্ষমা করে চলে যাবেন না। সুতরাং দুর্যোধন যাতে নিন্দার ভাগীও না-হন, পরাজিত না-হন, তা দেখাই কর্তব্য। গঙ্গানন্দন! আপনি সর্বপ্রথমে বলুন, অজ্ঞাতবাস কাল শেষ হয়েছে কি না।"

ভীষ্ম বললেন, "বৎস দুর্যোধন, আচার্য দ্রোণ, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত, দিন, অর্ধ-মাস, মাস, নক্ষত্র ও গ্রহ— এই সকল শাস্ত্রীয় ব্যবহার ও লৌকিক ব্যবহারে প্রযুক্ত হয়ে আসছে। আর ঋতু এবং সংবৎসরও শাস্ত্রীয় ব্যবহারে ও লৌকিক ব্যবহারে প্রযুক্ত হয়ে আসছে এবং স্থূল ও সূক্ষ্মকাল বিভাগযুক্ত। বিশেষত চক্রের ন্যায় সর্বদা পরিবর্তনশীল সংবৎসর প্রভৃতি কাল উক্ত দ্বিবিধ ব্যবহারেই প্রচলিত। চন্দ্র ও সূর্যের গতির ব্যতিক্রম তিথি ও চন্দ্রমাসের পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রত্যেক সৌর বা সাধন পঞ্চম বৎসরে দুটি করে চন্দ্রমাস বৃদ্ধি পায়। সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে পাণ্ডবদের বনবাস যাত্রার দিন থেকে বারো বছর, ছয় মাস ও আঠারো দিন গিয়েছে, কিন্তু উক্তক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পাঁচ মাস এবং রবিভুক্তির কারণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বারো তিথি তার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় সর্বপ্রকার তেরো বৎসর পূর্ণ হয়ে গেছে। সুতরাং পাণ্ডবেরা যা প্রতিজ্ঞা করেছিল, সে সমস্তই যথানিয়মে পালন করেছে এবং ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হয়ে গেছে, নিশ্চিতভাবে জেনেই অর্জুন এসেছেন। পাণ্ডবেরা যথার্থই ধর্মপরায়ণ ও উদারচেতা। বিশেষত যুধিষ্ঠির যাঁদের রাজা, তাঁরা কখনও ধর্ম লঙ্ঘন করবে না। পাণ্ডবেরা লোভী নয়, তারা দুষ্কর কাজ করেছে। তারা নিকৃষ্ট উপায়ে রাজ্য লাভ করার চেষ্টা করবে না। তারা দ্যূতসভায়ই বিক্রম প্রকাশ করতে চেয়েছিল, কিন্তু ধর্মপাশে আবদ্ধ ছিল বলে, ক্ষত্রিয়ধর্মচ্যুত হয়নি। সুতরাং তাদের আচরণ মিথ্যা যারা ভাববে, তারাই পরাভূত হবে। পাণ্ডবেরা বরং মৃত্যুবরণ করবে কিন্তু কখনই মিথ্যার আশ্রয় নেবে না। আর সময় উপস্থিত হলে, তাদের ন্যায্য ধন স্বয়ং ইন্দ্র কর্তৃক রক্ষিত হলেও তারা পরিত্যাগ করবে না। তারা এতটাই বলবান। অতএব, সাধুলোক বিহিত কর্তব্য করাই উচিত। সময় চলে গেলে আমাদের কর্তব্যও অতীত হয়ে যাবে। আমি যুদ্ধে সাফল্য দেখতে পাচ্ছি না, আর অর্জুন উপস্থিত হল বলে। যুদ্ধ আরম্ভ হলে জীবন ও মরণ, জয় ও পরাজয় যে-কোনও একটি পক্ষকে অবলম্বন করবেই। অতএব, হয় ক্ষত্রিয়োচিত কার্য কিংবা ধর্মসঙ্গত কার্য— এর একটা পালন করো। আর অর্জুন উপস্থিত হল প্রায়।"

দুর্যোধন বললেন, "পিতামহ আমি পাণ্ডবদের রাজ্য দেব না। অতএব যুদ্ধ বিষয়ে যা করণীয়, আপনারা দ্রুত তাই করুন।" ভীষ্ম বললেন, "কুরুনন্দন, যুদ্ধ বিষয়ে আমার মত বলছি, যদি তোমাদের মতের সঙ্গে মেলে, তা হলে সেই কার্যই করো। আমি তোমাদের মঙ্গলের কথাই বলব। তুমি এক চতুর্থাংশ সৈন্য নিয়ে দ্রুত হস্তিনার দিকে যাত্রা করো। অপর

এক-চতুর্থাংশ সৈন্য গোরুগুলি নিয়ে দুর্যোধনের পিছনে পিছনে যাত্রা করুক। আমি, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা ও কৃপ— অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব। যুদ্ধের জন্য অর্জুনই আসুক, কিংবা মৎস্যরাজ বিরাট অথবা স্বয়ং ইন্দ্রই আসুন তখন আমরাই যুদ্ধ করব।" ভীষ্মের সেই কথা সকলেই অনুমোদন করলেন। দুর্যোধনও তদনুযায়ী কার্য করলেন। ভীষ্ম বললেন, "দ্রোণাচার্য সৈন্যের মধ্যস্থানে, অশ্বত্থামা বামপার্শ্বে, কৃপাচার্য দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষা করুন। যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত সূতপুত্র কর্ণ সৈন্যের সম্মুখভাগে থাকুন; আর আমি সকলকে রক্ষা করার জন্য সকল সৈন্যের পিছনে থাকব।"

এইভাবে সৈন্য সন্নিবিষ্ট করে, কৌরবেরা যখন অপেক্ষারত, তখনই সকল দিক নিনাদিত করে অর্জুনের রথ উপস্থিত হল। কৌরবসৈন্যরা মুগ্ধ হয়ে অর্জুনের রথের ধ্বজাগ্র দেখতে লাগল। গাণ্ডিবের টংকারে তাদের কর্ণ বধির হবার উপক্রম হল। দ্রোণ সেই সমস্ত দেখে অর্জুনকে নিরীক্ষণ করে বলতে লাগলেন, "ওই অর্জুনের ধ্বজাগ্র দূর থেকে দেখা যাচ্ছে এবং এই শঙ্খের সঙ্গে ভয়ংকর বানর বার বার রব করছে। এই দুটি বাণ একসঙ্গে এসে আমার দুই পায়ের সামনে পড়ল, এই দুটি বাণ আমার কানের পাশ দিয়ে চলে গেল। অর্জুন বনবাস সমাপ্ত করে মানুষের অসাধ্য কাজ করে প্রথমে দুই বাণে আমাকে প্রণাম করল, দুই বাণে আমার কর্ণে মঙ্গল প্রশ্ন করল।"

অর্জুন উত্তরকে বললেন, "সারথি বিপক্ষ সৈন্যদের উপর বাণনিক্ষেপ করা যায়, এমন জায়গায় রথ রাখো। আগে আমি দেখি সেই কুরুকুলাধম দুর্যোধন কোথায় আছে। অন্য সকলকে অগ্রাহ্য করে, আমি তার মাথাটাই আগে ধরব, তাতেই সকলে পরাজিত হবেন। দ্রোণ আছেন, অশ্বত্থামা, ভীষ্ম, কৃপ, কর্ণও আছেন। ও! মহাধনুর্ধরেরা সকলেই এসেছেন। কিন্তু দুর্যোধন কোথায়? নিশ্চয় জীবনরক্ষার জন্য গোরুগুলি নিয়ে দক্ষিণের পথ ধরে যাচ্ছেন। উত্তর, এই রথিসৈন্য পরিত্যাগ করে আগে দুর্যোধনের দিকে যাব। লভ্যবস্তুবিহীন যুদ্ধ হতে পারে না। দুর্যোধনকে জয় করে গোরুগুলি নিয়ে আবার এখানে ফিরব।"

অর্জুন এই কথা বললে, উত্তর যত্নপূর্বক রশ্মি সংযত করে ভীষ্ম প্রভৃতির দিক থেকে সরিয়ে দুর্যোধন যেদিকে গিয়েছিলেন, সেইদিকে রথ ছুটিয়ে দিলেন। অর্জুন শত্রুভয়কারী শঙ্খধ্বনি করলেন, ধ্বজস্থিত প্রাণীগণকে গর্জন করতে আদেশ দিয়ে, গাণ্ডিবে ভয়ংকর টংকার ধ্বনি করলেন। শঙ্খের শব্দে, রথচক্রের শব্দে, ধ্বজবাসী অলৌকিক ভূতগণের গর্জনে ও গাণ্ডিবের টংকারে পৃথিবী কেঁপে উঠল। তখন গোরুগুলি উপরের দিকে লেজ তুলে, হাম্বারব করতে করতে দক্ষিণ দিক ধরে সকল দিকে ফিরতে লাগল। গোরুগুলি উদ্ধার করে অর্জুন বিরাটরাজার প্রিয় কাজ করবার জন্য দুর্যোধনের দিকে এগিয়ে গেলেন। সেই দেখে কৌরবপক্ষীয় মহাবীরেরা তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হলেন। অর্জুন উত্তরকে বললেন, "কুরুপক্ষীয় যোদ্ধারা ছুটে আসছেন। দুরাত্মা কর্ণ সর্বদাই আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছা করে। দুর্যোধনকে আশ্রয় করেই কর্ণের দর্প। তুমি আমাকে প্রথমে সেই কর্ণের কাছেই নিয়ে চলো।"

উত্তর, বায়ুর ন্যায় বেগবান অশ্বগণ দ্বারা কৌরব রথিসৈন্য বিধ্বস্ত করে অর্জুনকে যুদ্ধ মধ্যে নিয়ে গেলেন। চিত্রসেন, সংগ্রামজিৎ, শত্রুসহ ও জয়— এই চারজন মহারথ কর্ণকে

রক্ষা করবার জন্য অর্জুনের সম্মুখীন হলেন। তখন অগ্নি যেমন বন দগ্ধ করে, অর্জুন সেই কুরুশ্রেষ্ঠগণের বস্তুসমূহকে দগ্ধ করতে লাগলেন। যুদ্ধ ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছে দেখে, দুর্যোধনের ভ্রাতা বিকর্ণ রথে করে এসে অর্জুনের মুখোমুখি হলেন। অর্জুন বিকর্ণের ধনু ছেদন করলেন, তার ধ্বজটাকেও ছেদন করলেন। বিকর্ণ ছিন্নধ্বজ হয়ে দ্রুত পলায়ন করলেন। তখন অতিরথ শত্রুন্তপ রাজা 'কূর্মনা' নামে ভয়ংকর বাণদ্বারা অর্জুনকে আঘাত করলেন। অর্জুন তৎক্ষণাৎ পাঁচটি বাণদ্বারা শত্রুন্তপকে বিদ্ধ করে, দশটি বাণে তার সারথিকে বধ করলেন। অর্জুনের বর্মভেদকারী তীক্ষ্ণ বাণে শত্রুন্তপ রথ থেকে মাটিতে নিপাতিত হলেন।

তখন স্বর্ণময় ও কৃষ্ণলৌহময়-বর্মধারী সুন্দর বেশযুক্ত, ধনদাতা ও ইন্দ্রের তুল্য বলবান যুবক বীরগণ ইন্দ্রপুত্র অর্জুন কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হয়ে বিশালদেহ হস্তীর মতো ভূতলে শয়ন করতে লাগলেন। বাতাস যেমন শুষ্কপত্রকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, অর্জুনও তেমনই শত্রুগণকে তাঁর পথের সামনে থেকে উড়িয়ে দিতে লাগলেন। অর্জুন কর্ণের ভ্রাতা সংগ্রামজিতের শিরশ্ছেদ করলেন। ভ্রাতাকে নিহত দেখে মহাহস্তীর মতো কর্ণ সিংহরূপী অর্জুনের দিকে ছুটে এলেন। তারপর কর্ণ বারোটি বাণদ্বারা অর্জুনকে আঘাত করলেন, অর্জুনের রথের সকল অশ্বকে বিদ্ধ করলেন এবং সারথি উত্তরের হাতেও আঘাত করলেন। কর্ণ কর্তৃক আহত হয়ে অর্জুন ভল্লবাণ দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করলেন। তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা কর্ণের বাহু, উরু, মস্তক, ললাট, গ্রীবা ও অন্যান্য প্রধান অঙ্গ বিদীর্ণ করলেন। বলবান কর্ণ অর্জুন নিক্ষিপ্ত বাণদ্বারা তাড়িত ও তাঁর বাণে পীড়িত হয়ে, হস্তীকর্তৃক বিজিত অপর হস্তীর মতো যুদ্ধের সম্মুখভাগ পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। কর্ণ পালিয়ে গেলে দুর্যোধন প্রভৃতি বীরগণ প্রচুর সৈন্য নিয়ে অর্জুনকে আবৃত করে ফেললেন। তারপর অর্জুন হাসতে হাসতে অলৌকিক অস্ত্র নিয়ে সেই শত্রুদের দিকে ধাবিত হলেন ও বাণে দশদিকই আবৃত করে ফেললেন। অর্জুনের বাণে বিপক্ষের রথ, অশ্ব, হস্তী ও বর্মের অঙ্গুলিদ্বয় পরিমিত স্থানও আবদ্ধ ছিল না। তখন উত্তর অর্জুনকে প্রশ্ন করলেন, রথ এবার কার দিকে নিয়ে যাবেন? অর্জুন উত্তর দিলেন, "নীলপতাকাযুক্ত ব্যাঘ্রচর্মাবৃত রথে রক্তনয়ন তাঁর প্রথম গুরু কৃপাচার্য আছেন। সকল যোদ্ধার মাননীয় সেই কৃপাচার্যকে প্রদক্ষিণ করে তাঁর সম্মুখে দাঁড়াও। যাঁর রথে স্বর্ণময় সুন্দর কমণ্ডলু আছে, যিনি সকল অস্ত্রধারীর শ্রেষ্ঠ তিনি আমার গুরুদেব দ্রোণাচার্য। তিনি যদি আমাকে প্রথম প্রহার করেন, তবেই আমি আঘাত করব। তা হলে ইনি ক্রুদ্ধ হবেন না। দ্রোণাচার্যের অনধিক দূরে যার ধ্বজাগ্রে ধনু আছে, তিনি দ্রোণাচার্যের পুত্র, তিনি আমার সখা ও মাননীয়। তুমি তাঁর রথের কাছে বারবার গিয়ে ফিরে আসবে। তৃতীয় শ্রেণির সৈন্যের সম্মুখে ধ্বজাগ্রে স্বর্ণখচিত পতাকায় আবৃত হস্তিমুখ রথে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র রাজা দুর্যোধন আছেন। এই শত্রুহন্তা রাজা যুদ্ধদুর্ধর্ষ ও শীঘ্রাস্ত্রক্ষেপণে পটু। আমি একে শীঘ্রাস্ত্রক্ষেপণ দেখাব। সূর্যনন্দন কর্ণের পরিচয় তুমি পূর্বেই পেয়েছ। নীলবর্ণ পতাকা, পঞ্চতারাযুক্ত ধ্বজ রথে যে বলবান পুরুষ বিশাল ধনু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, যাঁর মাথায় শ্বেত ছত্র— বিশাল রথিসৈন্যের সম্মুখে— মেঘের সম্মুখে সূর্যের মতো দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি আমাদের সকলের পিতামহ, রাজলক্ষ্মীবিহীন চিরকুমার শান্তনুনন্দন ভীষ্ম। যাও উত্তর, এখন কৃপাচার্যের রথের দিকে এগিয়ে চলো।"

তখন দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে তেত্রিশজন দেবতা এবং গন্ধর্বগণ, রাক্ষসগণ, নাগগণ, পিতৃগণ ও মহর্ষিগণ সেই যুদ্ধ দেখতে এলেন। বসুমনা, বলক্ষ, সুপ্রতর্দন, অষ্টক, শিবি, যযাতি, নহুষ, গয়, মনু, ক্ষুপ, রঘু, ভানু, কৃপাশ্ব, সগর ও শল— রাজারাও উপস্থিত হলেন।

তখন অশ্বতত্ত্বজ্ঞ উত্তর দক্ষিণাবর্ত ও বামাবর্তে মণ্ডল করে সৈন্যদের বিস্ময় উৎপাদন করে, কৃপাচার্যকে প্রদক্ষিণ করে, রথ তাঁর সম্মুখে এনে স্থাপিত করলেন। তখন অর্জুন নিজের নাম ঘোষণা করে বলপূর্বক 'দেবদত্ত' নামক শঙ্খধ্বনি করলেন। সেই শঙ্খধ্বনির শব্দ আকাশ-বাতাস পরিব্যাপ্ত করে পৃথিবীতে ফিরে এল। কৃপাচার্য সেই শঙ্খধ্বনিতে ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের মহাশঙ্খ বাজালেন ও অতি বিশাল ধনু নিয়ে তখনই তাঁর জ্যা-শব্দ করলেন। তারপর কৃপাচার্য তীক্ষ্ণ, মর্মভেদী দশটি বাণ দ্বারা বিপক্ষবীরহন্তা অর্জুনকে বিদ্ধ করলেন। অর্জুনও জগদ্বিখ্যাত পরমায়ুধ গাণ্ডিবধনু আকর্ষণ করে মর্মভেদী বহুতর বাণনিক্ষেপ করলেন। কিন্তু কৃপাচার্য পথিমধ্যে সেই বাণগুলিকে খণ্ড খণ্ড করতে লাগলেন। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অর্জুনের সত্বর অস্ত্রনৈপুণ্যে দিক ও বিদিক বাণে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। অর্জুন অসংখ্য বাণে আকাশটাকে একটিমাত্র ছায়াযুক্ত করে কৃপাচার্যকে আবৃত করে ফেললেন। তখন কৃপাচার্য অগ্নিশিখাতুল্য বহু বাণে অর্জুনকে পীড়ন করে গর্বে সিংহনাদ করে উঠলেন। অর্জুন চারটি স্বর্ণপুঙ্খ বাণে কৃপাচার্যের চারটি অশ্বকে বিদ্ধ করলেন। প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত অশ্বগুলি তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠল। তাতেই কৃপাচার্য স্থানভ্রষ্ট হলেন। কৃপাচার্যকে স্থানভ্রষ্ট দেখে অর্জুন আর অস্ত্রাঘাত করলেন না। কিন্তু কৃপাচার্য পুনরায় স্থানলাভ করে দশটি কঙ্কপক্ষযুক্ত বাণে অর্জুনকে বিদ্ধ করলেন। অর্জুন একটি ভল্লদ্বারা কৃপাচার্যের ধনুক ছেদন করলেন। আর একটি ভল্লদ্বারা কৃপের অঙ্গুলিতে ছেদন করলেন। মর্মভেদী কতকগুলি তীক্ষ্ণ বাণে অর্জুন কৃপের দেহের কবচ কেটে ফেললেন; কিন্তু দেহে আঘাত করলেন না। কৃপাচার্যের দেহ খোলস ছাড়া সাপের মতো শোভা পেতে লাগল। অর্জুন ধনু ছেদন করলে কৃপাচার্য অন্য ধনু গ্রহণ করলেন। কিন্তু অর্জুন সেই ধনুটিকেও ছেদন করলেন। এইভাবে অর্জুন কৃপের অনেকগুলি ধনুক ছেদন করলেন। তখন কৃপাচার্য ভয়ংকর এক শক্তি নিয়ে অর্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। অর্জুন আকাশ পথেই সেটিকে দশখণ্ডে ছিন্ন করলেন। কৃপাচার্য অন্য ধনুগ্রহণ করলেন। কিন্তু অর্জুন একটি বাণে কৃপের রথের যুগকাষ্ঠ, চারটি বাণে চারটি অশ্বদেহ বিদ্ধ করলেন এবং ষষ্ঠ বাণে কৃপাচার্যের সারথির মুণ্ডচ্ছেদ করলেন। আরও তিন বাণে অর্জুন কৃপাচার্যের রথের ত্রিবেণু, দুই বাণে দুই চক্র ও দ্বাদশ বাণে রথের ধ্বজ কেটে ফেললেন। এরপর অর্জুন হাসতে হাসতে বজ্রতুল্য ত্রয়োদশ বাণে কৃপাচার্যের বক্ষ বিদ্ধ করলেন। তখন ছিন্নকার্মুক, রথবিহীন, হতাশ্ব, হতসারথি কৃপাচার্য অর্জুনকে লক্ষ্য করে একটি ভয়ংকর গদা ছুড়ে মারলেন। কিন্তু অর্জুনের বাণে সেই গদা বিপরীতমুখে অর্থাৎ কৃপাচার্যের দিকেই ছুটে গেল। কৃপপক্ষীয় সৈন্যরা কৃপকে রক্ষা করার জন্য সকলে একসঙ্গে অর্জুনের প্রতি বাণক্ষেপ করলেন। অন্য যোদ্ধারা বর্মবিহীন রথবিহীন কৃপাচার্যকে অন্য রথে তুলে মহাবেগে অর্জুনের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন।

গুরুদেব দ্রোণাচার্যকে স্বর্ণরথে তাঁর দিকে আসতে দেখে অর্জুন উত্তরকে বললেন, "সারথি দীর্ঘবাহু, মহাতেজা, শক্তি ও সৌন্দর্যযুক্ত দ্রোণাচার্যের দিকে আমাকে নিয়ে চলো।

বুদ্ধিতে শুক্রাচার্যের তুল্য, নীতিতে দ্রোণাচার্য বৃহস্পতির সমান। সমস্ত ধনুর্বেদ তাঁর আয়ত্ত, চারটি বেদ, ব্রহ্মচর্য, উপসংহারের সঙ্গে সকল দিব্য অস্ত্র ও সমগ্র ধনুর্বেদ সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত আছে। তার পরে ক্ষমা, ইন্দ্রিয়দমন, সত্য, দয়া ও সরলতা—এই সকল গুণ এই ব্রাহ্মণে সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত আছে। আমি সেই মহাত্মার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করি।"

উত্তর অর্জুনের কথা অনুসারে রথ দ্রোণাচার্যের রথের দিকে চালিয়ে দিলেন। মত্তহস্তী যেমন অন্য মত্তহস্তীর দিকে ছুটে চলে, দ্রোণও অর্জুনের দিকে তেমনই এগিয়ে আসতে লাগলেন। অর্জুন শতভেরির নিনাদকারী শঙ্খ বাজালেন, দ্রোণের রক্তবর্ণ অশ্বগুলি ও অর্জুনের শ্বেতবর্ণ অশ্বগুলি পরস্পরের মুখোমুখি হল। অর্জুন ও দ্রোণকে পরস্পর সম্মিলিত দেখে সৈন্যরা কাঁপতে লাগল। আপন রথ দ্রোণের রথের কাছে নিয়ে গিয়ে অর্জুন নমস্কার করে বললেন, "আমরা বনবাস সমাপ্ত করেছি; এখন প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছায় এসেছি; অতএব আপনি আমার উপর ক্রোধ করতে পারেন না। গুরুদেব আমার ইচ্ছা, আপনি আমাকে আগে প্রহার করুন, পরে আমি আপনাকে প্রহার করব।"

তখন দ্রোণাচার্য অর্জুনের প্রতি কুড়িটির অধিক বাণ নিক্ষেপ করলেন। অর্জুনও মুহূর্তমধ্যে অত্যন্ত লঘুহস্তের পরিচয় দিয়ে বাণগুলি মধ্যপথেই ছেদন করলেন। তখন দ্রোণাচার্য অস্ত্রক্ষেপশক্তি দেখিয়ে বহুসংখ্যক বাণ দিয়ে অর্জুনের রথ আবৃত করে ফেললেন। দ্রোণ অর্জুনকে ক্রুদ্ধ করবার জন্যই যেন তীক্ষ্ণবাণে অর্জুনের শুভ্র অশ্বগুলিকেও আবৃত করলেন। অর্জুনও সেই বাণগুলিকে প্রতিহত করলেন। দুজনেরই বিক্রম প্রসিদ্ধ ছিল। দুজনেই বায়ুবেগ সম্পন্ন ছিলেন, দুজনেই দিব্য অস্ত্র জানতেন, দুজনেই তেজস্বী ছিলেন— উপস্থিত যোদ্ধৃগণ দ্রোণ-অর্জুনের যুদ্ধকে "সাধু সাধু" বলে প্রশংসা করতে লাগল। "অর্জুন ভিন্ন অন্য কোনও লোক দ্রোণাচার্যকে প্রহার করতে পারে? ক্ষত্রিয় ধর্ম কী ভয়ংকর! গুরু-শিষ্যের যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে?"

লোকেরা এই কথা বলতে লাগল। তারপর অতিক্রুদ্ধ দ্রোণ স্বর্ণখচিত, দুর্ধর্ষ ও অতিবিশাল ধনু বিস্তৃত করে অর্জুনকে বিদ্ধ করলেন। মেঘ যেমন বৃষ্টিদ্বারা পর্বতকে বিদ্ধ করে, তেমনই দ্রোণ তীক্ষ্ণ শরে অর্জুনকে বিদ্ধ করলেন। তখন অর্জুন গাণ্ডিব ধনু নিয়ে দ্রোণের শরবৃষ্টি বন্ধ করার জন্য স্বর্ণখচিত ও বহুতর বাণ একসঙ্গে নিক্ষেপ করলেন। পৃথানন্দন অর্জুন রথে থেকেই আকাশটা একটিমাত্র ছায়াযুক্ত করে ফেললেন। তখন দ্রোণ যেন তুষারে আবৃত হয়ে পড়লেন, তাঁকে আর বাইরে দেখা গেল না। আপন রথ অর্জুনের শরজালে আবৃত দেখে সেই শরজাল বিনষ্ট করতে আরম্ভ করলেন। দ্রোণ তারপর স্বর্ণখচিত বাণক্ষেপ করে আকাশ ও সূর্যালোক আবৃত করলেন। তখন দ্রোণের ধনু থেকে একটি শরের পিছনে সংলগ্ন অন্য শর যেন সমস্ত আকাশে একটি মাত্র দীর্ঘ শরের মতো মনে হতে লাগল। পূর্বকালে বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের যেমন যুদ্ধ হয়েছিল দ্রোণ ও অর্জুনের যুদ্ধ তেমনই ভয়ংকর হয়ে উঠতে লাগল। দ্রোণ ও অর্জুন যেন অস্ত্র বর্ষণ করে পরস্পরের সঙ্গে খেলা করতে লাগলেন। দ্রোণ ঐন্দ্র, বায়ব্য ও আগ্নেয় অস্ত্র প্রয়োগ করলেন, অর্জুনও অনুরূপ অস্ত্র দ্বারা বার বার সেগুলি বিনষ্ট করতে লাগলেন। পর্বতের উপর বজ্র পতনের শব্দের মতো অর্জুনের অস্ত্র কৌরবসেনাদের উপর পতিত হল। তখন সমস্ত রণক্ষেত্র রক্তাক্ত হস্তী, রথ, আরোহীদের

পুষ্পশোভিত কিংশুক বৃক্ষের মতো দেখাতে লাগল। চারপাশে হাহাকার ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। কেয়ূরযুক্ত ছিন্ন বাহু, চক্রবিহীন বিশাল রথ, স্বর্ণকবচ ও ধ্বজ, অর্জুনের বাণে পীড়িত ও নিহত হতে লাগল। দ্রোণও সমানভাবে অর্জুনকে ক্রমাগত আক্রমণ করতে থাকলেন। আকাশবর্তীরা দ্রোণের প্রশংসা করে বলতে লাগল, "শত্রুবিজয়ী, মহাবীর, দৃঢ়মুষ্টি, দুর্ধর্ষ, দেব-দানব বিজয়ী অর্জুনের সঙ্গে দ্রোণ যে যুদ্ধ করছেন, তা যথার্থই দুষ্কর কার্য।"

যুদ্ধে অর্জুনের ভ্রমহীনতা, শিক্ষানৈপুণ্য, লঘুহস্ততা, দূরে ক্ষেপণ সামর্থ্য দেখে দ্রোণ বিস্মিত হলেন। অর্জুন বাহুযুগল দ্বারা গাণ্ডিবধনু উত্তোলন করে ক্রমাগত শরক্ষেপ করতে লাগলেন। তাঁর বাণবৃষ্টি দেখে সকলেই "সাধু সাধু" বলতে লাগল। অর্জুনের বাণবৃষ্টির মধ্যে বায়ুপ্রবেশের ফাঁকও থাকল না। যুদ্ধ যত তীব্র হতে থাকল, অর্জুনের বাণক্ষেপণও তত দ্রুততর হতে থাকল। শত শত ও সহস্র সহস্র বাণ দ্রোণের রথের উপর পড়ে রথখানা আবৃত করে ফেলল, দ্রোণ শরক্ষেপ করার মতো স্থানও বার করতে পারলেন না। তখন অশ্বত্থামা বিশাল রথ সমূহদ্বারা অর্জুনকে থামাবার চেষ্টা করতে লাগলেন, মনে মনে অর্জুনের প্রশংসা করে, কিন্তু গুরুতর ক্রুদ্ধ হয়ে অশ্বত্থামা অর্জুনের দিকে ছুটে গেলেন। এদিকে অর্জুনও ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত দ্রোণাচার্যকে চলে যাবার ফাঁক করে দিয়ে অশ্বত্থামার দিকে ধাবিত হলেন। অর্জুনের তীক্ষ্ণবাণে দ্রোণের বর্ম ও ধ্বজ ছিন্ন হয়েছিল এবং দেহের অনেক স্থান ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল; তাই তিনি ফাঁক পেয়েই বেগবান অশ্বসমূহের গুণে দ্রুত সেস্থান থেকে সরে গেলেন। তখন গরুড় যেমন করে সর্পকে গ্রহণ করে, অর্জুন সেইরকম অশ্বত্থামাকে গ্রহণ করলেন। অশ্বত্থামা ও অর্জুন, দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় পরস্পরের প্রতি অবিরাম বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। পরস্পর সংঘর্ষে সেই বাণগুলি গুরুতর শব্দের সৃষ্টি করল। অর্জুনের প্রচণ্ড প্রহারে অশ্বত্থামার অশ্বগুলি গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হল। তারা সম্পূর্ণ মোহিত হয়ে পড়ল, আর দিক-নির্ণয় করতে পারল না। তখন অশ্বত্থামা অর্জুনের মুহূর্তের অনবধানতায় তাঁর ধনুকের গুণ ছেদন করলেন। অশ্বত্থামার সেই অলৌকিক কাজ দেখে দেবতারাও তাঁর প্রশংসা করলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ 'সাধু সাধু' বলে অশ্বত্থামার প্রশংসা করলেন। অনুপ্রাণিত অশ্বত্থামা একটি তীক্ষ্ণ বাণে অর্জুনের হৃদয়ে আঘাত করলেন। তখন অর্জুন সশব্দে হাস্য করে মুহূর্তমধ্যে গাণ্ডিবে নতুন গুণ পরালেন। তারপর অর্জুন অর্ধ-চক্রাকারে ঘুরে মত্তহস্তীযূথপতি যেমন অন্য মত্তহস্তীর সঙ্গে মিলিত হয়, অশ্বত্থামার সঙ্গে মিলিত হলেন। গুরুতর ও লোমহর্ষক যুদ্ধে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করতে লাগলেন। কিন্তু দ্রুতনিক্ষেপ করার জন্য অশ্বত্থামার বাণ নিঃশেষ হয়ে গেল। অর্জুনের তূণীর তখনও অক্ষয় বাণে পরিপূর্ণ ছিল। অশ্বত্থামা পরাজয় স্বীকার করে সেই স্থান ত্যাগ করলেন।

তখন কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বিশাল ধনু পূর্ণ আকর্ষণ করে বাণক্ষেপ করবার উদ্যোগ করলেন। কর্ণ যেখানে থেকে ধনু আকর্ষণ করছিলেন, অর্জুন সেই দিকে দৃষ্টিপাত করে কর্ণকে ধনু আকর্ষণ করতে দেখলেন এবং প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন। অর্জুন দু'চোখে কর্ণকে আপাদমস্তক দেখতে লাগলেন। সেই অবসরে দুর্যোধনের লোকেরা অশ্বত্থামার কাছে সহস্র সহস্র বাণ এনে দিলেন। অর্জুন কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধের ইচ্ছায় অশ্বত্থামাকে পরিত্যাগ করে তৎক্ষণাৎ কর্ণের দিকেই ধাবিত হলেন। দ্বৈরথ যুদ্ধ করবার ইচ্ছায় অর্জুনের রথ কর্ণের রথের সম্মুখে উপস্থিত

হলে অর্জুন বললেন, "কর্ণ! তুমি দ্যূতসভায় বলেছিলে, 'যুদ্ধে আমার সমান কেউ নেই', তোমার সেই গর্ব প্রকাশের পরীক্ষার কাল উপস্থিত হয়েছে। আজ যুদ্ধে তুমি আমার থেকে কত দুর্বল তা জানতে পারবে এবং ভবিষ্যতে আর গর্ব প্রকাশ করবে না। তুমি ধর্ম লঙ্ঘন করে তখন কেবল নিষ্ঠুর কথাই বলেছিলে, আমাকে না পেয়ে দ্রৌপদীর অসম্মান আনন্দের সঙ্গে দেখছিলে, আজ তার ফল ভোগ করো। আমি ধর্মপাশে আবদ্ধ ছিলাম, এখন আমার ক্রোধ দেখো। বারো বৎসর যাবৎ আমরা বনে যে দুঃখ পেয়েছি, সেই ক্রোধের ফল ভোগ করো। কর্ণ এসো, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো। আর, কৌরবেরা দর্শক হোন।"

কর্ণ বললেন, "অর্জুন! মুখে যা বলছ, কার্যে তা পরিণত করো। সমস্ত পৃথিবী জানে যে, কার্য অপেক্ষা তোমার বাগাড়ম্বরই বেশি। পূর্বে তুমি যা সহ্য করেছিলে, তা ভিন্ন তোমার কিছু করার ছিল না বলেই সহ্য করেছিলে। আমি তোমার পরাক্রম দেখে একেই সত্য বলে জেনেছি। তুমি পূর্বে যে ধর্মপাশে আবদ্ধ ছিলে, আজও সেই ধর্মপাশেই আবদ্ধ আছ (অর্থাৎ তোমার অজ্ঞাতবাস এখনও শেষ হয়নি)। ঔদ্ধত্যবশত তুমি আপনাকে অবধ্য বলে মনে করছ। স্বয়ং ইন্দ্রও যদি তোমার জন্য যুদ্ধ করেন, তাতেও আমার কোনও উদ্বেগ হবে না। আজ তুমি আমার পরাক্রম দেখতে পাবে।"

অর্জুন বললেন, "রাধানন্দন! তুমি এই মাত্র আমার সঙ্গে যুদ্ধ থেকে পালিয়ে গেলে এবং সেই কারণেই বেঁচে আছ; তোমার সম্মুখে তোমার ভ্রাতা সংগ্রামজিৎ আমার হাতে নিহত হয়েছে। কর্ণ তুমি ছাড়া কোন পুরুষ ভ্রাতাকে বধ করিয়ে, নিজে পালিয়ে গিয়ে সজ্জনের সামনে গর্ব প্রকাশ করতে পারে?" এই কথা বলতে বলতেই অর্জুন বর্মবিদারক বাণসমূহ নিক্ষেপ করতে করতে কর্ণের দিকে ধাবিত হলেন। কর্ণও সন্তুষ্ট চিত্তে বিশাল শরবর্ষণ করে অর্জুনকে গ্রহণ করলেন। সকল দিকেই ভয়ংকর শরজাল উত্থিত হল এবং উভয়েই উভয়ের অশ্ব ও বাহুযুগলের চর্মাবরণ পৃথক পৃথক বিদ্ধ করলেন। তখন অর্জুন কর্ণের বৃহৎ তূণীর ধারণ সহ্য করতে না পেরে তীক্ষ্ণ একটি বাণে তা ছেদন করলেন। কর্ণ ক্ষুদ্র তূণীর থেকে একটি বাণ নিয়ে তার দ্বারা অর্জুনের হস্ত বিদ্ধ করলেন, অর্জুনের মুষ্টি শিথিল হয়ে গেল। তারপর মহাবাহু অর্জুন কর্ণের ধনু ছেদন করলেন। কর্ণও অর্জুনের প্রতি একটি শক্তি নিক্ষেপ করলেন। অর্জুনের বাণে সে শক্তিটা বিনষ্ট হল। তখন অসংখ্য অনুচর কর্ণের সহায়তায় উপস্থিত হল— অর্জুন গাণ্ডিবনিক্ষিপ্ত বাণ দ্বারা সে অনুচরগুলিকে যমালয়ে পাঠালেন। অর্জুনের তীক্ষ্ণবাণে কর্ণের অশ্বগুলি ভূতলে পতিত হল। তখন বলবান অর্জুন—তেজস্বী, উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ একটি বাণদ্বারা কর্ণের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করলেন। সেই বাণটা কর্ণের বর্মভেদ করে গায়ে প্রবেশ করল। মোহাবিষ্ট হয়ে কর্ণ কিছুই বুঝতে পারলেন না। অত্যন্ত বেদনা হওয়ায় কর্ণ যুদ্ধস্থান পবিত্যাগ করে উত্তরমুখ হয়ে পলায়ন করলেন। তখন অর্জুন আর উত্তর তাঁকে চিৎকার করে ডাকতে থাকলেন। কর্ণ পরাজিত হলেন।

কর্ণ পরাজিত হলে অর্জুন উত্তরকে আদেশ দিলেন, "উত্তর যে সৈন্যের মধ্যে স্বর্ণময় ধ্বজ রয়েছে, সেই সৈন্যের কাছে আমাকে নিয়ে চলো। এবং যে সৈন্যের মধ্যে স্বর্ণময় ধ্বজ রয়েছে, আমাদের পিতামহ, দেবদর্শন ও শান্তনুনন্দন ভীষ্ম আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছা করে রথে অবস্থান করছেন, সেইখানে আমাকে নিয়ে চলো।" বাণবিদ্ধ উত্তর, বিপক্ষের অগণিত

সৈন্য দেখে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে বললেন, "বীর। আমি আর আপনার উত্তম অশ্বগুলি সংযত করতে পারছি না। আমার প্রাণ বিষণ্ন, মন বিহ্বল হয়ে পড়েছে। দুই পক্ষের অলৌকিক অস্ত্রের প্রয়োগে ও প্রভাবে আমার দশ দিক ঘুরছে, বসা, রক্ত ও মেদের গন্ধে আমি মূর্ছিতপ্রায় হয়েছি, মহাযুদ্ধে এত বীরের সম্মিলন আমি পূর্বে দেখিনি। যোদ্ধৃগণের আহ্বানে, শঙ্খের বিশাল শব্দে, বীরগণের সিংহনাদে, হস্তীগণের বৃংহিতরবে এবং বজ্রতুল্য গাণ্ডিব ধনুর টংকারে আমার চিত্ত অস্থির, শ্রবণশক্তি ও স্মরণশক্তি লুপ্ত। আপনার গাণ্ডিবধনুকে ঘূর্ণিত জ্বলন্ত কাষ্ঠের ন্যায় মণ্ডলাকারে আকর্ষণ, ক্রুদ্ধ মহাদেবের ন্যায় আপনার ভীষণ দেহ, বাণক্ষেপ দেখে আমি অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছি। অশ্বের কশা ও লাগাম ধরার শক্তি আমার আর নেই।"

অর্জুন বললেন, "নরশ্রেষ্ঠ! তুমি ভীত হোয়ো না। চিত্ত স্থির করো। এই যুদ্ধে তুমি অসাধারণ কাজ করেছ। তুমি জগদ্বিখ্যাত শত্রুদমন রাজবংশে জন্মেছ, ভীত হওয়া তোমার সাজে না। শত্রুহন্তা রাজপুত্র! বিশেষ ধৈর্য ধরে আমার রথের অশ্বগুলি সঞ্চালন করো। রাজপুত্র এই ভীষ্মের সৈন্যের সম্মুখে চলো। আজ যুদ্ধে ভীষ্মের ধনুর্গুণ ছেদন করে আশ্চর্য দিব্য অস্ত্রের প্রদর্শন করব। কৌরবেরা আজ আমার গাণ্ডিব ধনুকে মেঘ আগত বিদ্যুতের মতো দেখবে। সেই বিদ্যুৎ বাম না দক্ষিণ কোন দিক থেকে আসছে, তা বুঝতে পারবে না। আজ পরলোক প্রবাহিণী একটি নদী প্রবর্তিত করব, রক্ত হবে তার জল, রথ হবে তার আবর্ত (ঘোলা) এবং হস্তী হবে তার কুম্ভীর। কৌরব সৈন্যরূপ মহাবন আজ আমি দগ্ধ করব। হাত, পা, মাথা, পিঠ রূপ শাখাগুলি কেটে বন রচনা করব। চক্রের মতো কৌরব সৈন্যকে ঘোরাব। তুমি আজ আমার বিচিত্র বাণশিক্ষা দেখবে। তুমি রথের উপর সাবধানে থাকবে। পূর্বে আমি ইন্দ্রের আদেশে সহস্র সহস্র পৌলোম ও কালকঞ্জ অসুরদের বধ করেছিলাম, সমুদ্রপারে গিয়ে ষাট হাজার ভয়ংকর রথীকে পরাজিত করে হিরণ্যপুর ধ্বংস করেছিলাম। ইন্দ্র আমাকে দৃঢ়মুষ্টি, ব্রহ্মা আমাকে হস্তনৈপুণ্য, প্রজাপতি আমাকে বিচিত্র তুমুল যুদ্ধ শিখিয়েছেন। আজ কৌরবদের আমি তীব্র নদীর স্রোতে ভাঙা পারের দুর্দশা দেখাব। আমি রুদ্রের কাছে রৌদ্র, বরুণের কাছে বারুণ, অগ্নির কাছে আগ্নেয়, বায়ুর কাছে বায়ব্য, ইন্দ্রের কাছ থেকে বজ্র লাভ করেছি। সুতরাং ভীষ্মপ্রমুখ সিংহ, আজ কৌরব সৈন্যরূপ বন রক্ষা করতে পারবেন না।"

অর্জুনের দ্বারা আশ্বস্ত উত্তর ভীষ্মসৈন্যদের দিকে রথ চালালেন। ভীষ্মও ধীরভাবে অর্জুনকে থামাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। অর্জুনের ক্ষিপ্রগতি বাণে ভীষ্মের ধ্বজ মূল সুদ্ধ ভূতলে পতিত হল। তখন দুঃশাসন, বিকর্ণ, দুঃসহ ও বিবিংশতি— এই চার বীর অর্জুনের পথ আটকালেন। দুঃশাসন একটি ভল্লে উত্তরকে বিদ্ধ করলেন, অন্য ভল্লে অর্জুনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করলেন। অর্জুন দুঃশাসনের স্বর্ণখচিত ধনু ছেদন করলেন। পাঁচটি বাণে দুঃশাসনের বক্ষ বিদ্ধ করলেন, অত্যন্ত পীড়িত দুঃশাসন তখন যুদ্ধ ত্যাগ করে পালালেন। বিকর্ণ তীক্ষ্ণবাণ সমূহ দ্বারা অর্জুনকে বিদ্ধ করলেন। অর্জুন একটি বাণ বিকর্ণের ললাটে বিদ্ধ করলেন। বিকর্ণ রথ থেকে পড়ে গেলেন। ভ্রাতা বিকর্ণকে রক্ষা করার জন্য দুঃসহ ও বিবিংশতি তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা অর্জুনকে আবৃত করলেন। অর্জুন অবিচল থেকে একসঙ্গে দুই বাণে সেই দুজনকে বিদ্ধ করে তাদের অশ্বগুলি বিনাশ করলেন। অনুচরেরা দ্রুত এসে

তিন ধৃতরাষ্ট্র পুত্রকে অপসারিত করল। তখন কৌরবপক্ষের সকল মহারথ একত্রে অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। অর্জুন বাণদ্বারা একটি জাল নির্মাণ করে সেই মহারথগণকে আবৃত করলেন। মধ্যাহ্ন সময়ের তেজস্বী সূর্যের ন্যায় অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিভাত হতে থাকলেন। অর্জুনের তীক্ষ্ণ বাণে ভীত রথীরা রথ থেকে, অশ্বারোহীরা অশ্বপৃষ্ঠ হতে এবং পদাতিকরা ভূতলে পতিত হতে লাগল। বীরগণের সোনা, রুপা, তামা ও লোহার কবচগুলি গুরুতর শব্দ সৃষ্টি করতে লাগল। অর্জুনের বাণে চৈতন্যহীন বীরগণের শরীরে সমস্ত সমরাঙ্গন পূর্ণ হয়ে উঠল। ছিন্ন অঙ্গ, ধনুযুক্ত বাহু এবং হস্তাভরণ যুক্ত অন্যান্য বাহু দ্বারা আবৃত হয়ে রণভূমি শোভা পেতে লাগল। রুদ্রের মতো পরাক্রমশালী ও মহাবীর পাণ্ডুনন্দন অর্জুন তেরো বৎসর যাবৎ অবরুদ্ধ ছিলেন বলে সেই সময়ে দুর্যোধন প্রভৃতির প্রতি ক্রোধানল বর্ষণ করতে লাগলেন। দুর্যোধনের সমক্ষে কৌরবসৈন্যরা পরাজয় স্বীকার করে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হল। ক্রমে অর্জুন একটি ভয়ংকর তরঙ্গযুক্ত নদী প্রবর্তিত করলেন। অস্থি ছিল তার শৈবাল, ধনু ও বাণ ছিল ক্ষুদ্র নৌকা, কেশ ছিল ক্ষুদ্র শৈবাল ও শ্যামতৃণ, হস্তী ছিল কচ্ছপ, রথ ছিল তার ডোঙা— সে নদী ছিল বর্ম ও উষ্ণীষে ব্যাপ্ত, বসা মেদ ও রক্ত বহন করছিল, অত্যন্ত ভয়ংকরী ও রুক্ষদর্শনা। তার পাশে হিংস্র জন্তুরা রব করছিল, আর তাতে তীক্ষ্ণ অস্ত্র ছিল ভীষণ জলজন্তু, মুক্তাহার ছিল প্রবল তরঙ্গ, বিচিত্র অলংকার ছিল বুদবুদ, বাণসমূহ ছিল ভীষণ আবর্ত, মহাহস্তী ছিল কুম্ভীর, মহারথ ছিল বিশাল দ্বীপ, শঙ্খ ও দুন্দুভির শব্দ ছিল কোলাহল, আর সেই দুস্তর নদীর কাছে মাংসভোজী পশু-পক্ষীগণ বিচরণ করছিল।

দুর্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন, বিবিংশতি, অশ্বত্থামা, দ্রোণ ও কৃপ— এই সাতজন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনকে বধ করবার ইচ্ছায় দৃঢ় ধনুসকল বিস্ফারিত করে অর্জুনকে আবৃত করে শরবর্ষণ করতে লাগলেন। সকল দিক থেকে দিব্য অস্ত্রের আঘাতে অর্জুনের শরীরে দুই আঙুল স্থানও শূন্য থাকল না। তখন মহারথ অর্জুন ঈষৎ হাস্য করে গাণ্ডিবধনুতে ঐন্দ্র অস্ত্র যোগ করলেন। সূর্য যেমন কিরণ দ্বারা সকল পদার্থ আবৃত করেন, ঐন্দ্রাস্ত্র গাণ্ডিব থেকেই দশ দিক আলোকিত করল। সেই অস্ত্র দেখেই দশ দিকের সৈন্যরা আপন জীবন সম্পর্কে নিরাশ বোধ করতে লাগল। সপ্তরথী ইন্দ্র প্রদত্ত সেই অস্ত্রকে আকাশ আলোকিত করে আসতে দেখে আপন আপন অস্ত্র ত্যাগ করলেন।

অর্জুনের এই রণতাণ্ডব দেখে অতি দুর্ধর্ষ, প্রতাপশালী, শান্তনুনন্দন পিতামহ ভীষ্ম অর্জুনের দিকে এগিয়ে এলেন। একটি ভৃত্য ভীষ্মের মস্তকের উপর শ্বেতবর্ণ ছত্র ধারণ করেছিল। পর্বত যেমন মেঘকে গ্রহণ করে, অর্জুনও সেইরূপ ভীষ্মকে গ্রহণ করলেন। ভীষ্ম বেগশালী ও শ্বাসত্যাগী সর্পের তুল্য আটটা বাণ বুদ্ধিমান অর্জুনের ধ্বজের উপর নিক্ষেপ করলেন। সেই উজ্জ্বল বাণগুলি গিয়ে অর্জুনের ধ্বজাগ্রে স্থির বানর ও অন্যান্য প্রাণীকে আঘাত করল। তখন অর্জুন তীক্ষ্ণধার ও বিশাল একটি ভল্ল দ্বারা ভীষ্মের ছত্র ছেদন করলেন। ছত্র ভূতলে পতিত হল, দ্রুতকার্যকারী অর্জুন বাণ দ্বারা ভীষ্মের ধ্বজ, রথের অশ্ব ও পৃষ্ঠরক্ষক দুইজনকে গুরুতর আঘাত করলেন। তখন ভীষ্ম অর্জুনের ক্ষমতা জেনেও বিশাল ও অলৌকিক অস্ত্র দ্বারা অর্জুনকে আবৃত করলেন। উৎসাহিত অর্জুন সেইরকম অলৌকিক অস্ত্রদ্বারা ভীষ্মকে প্রত্যাঘাত করতে লাগলেন। বলি ও

ইন্দ্রের মধ্যে যুদ্ধের মতো এই দুজনের যুদ্ধ কৌরবগণ বিস্মিত দর্শকের মতো দেখতে লাগলেন।

অর্জুন একবার বামহাতে আবার দক্ষিণ হাতে গাণ্ডিব ধারণ করে বাণক্ষেপ করতে লাগলেন। গাণ্ডিব ধনুক একটি অগ্নিচক্রের মতো ঘুরতে লাগল। মেঘ যেমন জলধারা দিয়ে পর্বতকে ঢেকে ফেলে, তেমনই অর্জুন বাণ দ্বারা ভীষ্মকে আবৃত করলেন। তখন ভীষ্ম সেই বাণবর্ষণ বিনষ্ট করলেন ও অর্জুনকেও বারণ করলেন। অর্জুনের কাছ থেকে আগত বাণসমূহ ভীষ্মের রথের কাছে এসে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়তে লাগল। তখন সমবেত কৌরবেরা সকলে বললেন, "সাধু সাধু। ভীষ্ম যে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন, এটা যথার্থই দুরূহ কাজ। কারণ, অর্জুন বলবান, যুবক, দক্ষ এবং লঘুহস্ত। ভীষ্ম, দেবকীনন্দন কৃষ্ণ, কিংবা মহাবল ও আচার্যশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ছাড়া অন্য কেউই যুদ্ধে অর্জুনের বেগ ধারণ করতে সমর্থ নয়।" তখন ভীষ্ম ও অর্জুন প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, আগ্নেয়, কৌবের, বারুণ, যাম্য ও বায়ব্য অস্ত্র প্রয়োগে সকল প্রাণীকে মুগ্ধ করে তুললেন। সেই স্থানের সমস্ত ব্যক্তি উভয়ের প্রশংসা করতে লাগলেন। "পার্থ! সাধু, মহাবাহু ভীষ্ম! সাধু। যুদ্ধে ভীষ্ম ও অর্জুনের এই যে গুরুতর মহাস্ত্রপ্রয়োগ দেখা যাচ্ছে, এ মনুষ্যমধ্যে সম্ভব নয়।" সেই ভয়ংকর যুদ্ধে কখনও অর্জুন ভীষ্মকে, কখনও বা ভীষ্ম যেন অর্জুনকে অতিক্রম করতে লাগলেন। তখন অর্জুন ভীষ্মের রথরক্ষকদের বধ করলেন। তারা অর্জুনের রথের চারপাশে ভূমিতে শয়ন করতে লাগল।

তারপর অর্জুন রণস্থলকে শত্রুশূন্য করার জন্য গাণ্ডিবে বাণ পরস্পর পুঙ্খে পুঙ্খে সংযুক্ত করে নিক্ষেপ করতে লাগলেন। সেই বাণ আকাশে হংসশ্রেণির মতো আসতে লাগল। গঙ্গানন্দন ভীষ্মও যেন সেই বাণশ্রেণির আগমনে বিমূঢ় বোধ করতে লাগলেন। আকাশে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন দেবরাজ ইন্দ্রকে বললেন, "দেবরাজ! দেখুন দেখুন— অর্জুন নিক্ষিপ্ত এই বাণগুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে যাচ্ছে। মানুষ এই কাজ বিশ্বাস করবে না। কেবলমাত্র দিব্যাস্ত্রধারী অর্জুনের পক্ষেই এই আশ্চর্য কার্য করা সম্ভব। অর্জুনের বাণগ্রহণ, সন্ধান ও নিক্ষেপের মধ্যে কোনও ফাঁক দেখা যায় না। মধ্যাহ্নসূর্যের মতো দীপ্যমান অর্জুনের দিকে কেউ তাকাতে পারছে না, তেমনই ভীষ্মের দিকেও তাকাতে পারছে না। এদের দুজনের কার্যই বিখ্যাত, দুজনের পরাক্রমও তীব্র, দুজনেই কার্যে সমান, দুজনেই যুদ্ধে দুর্ধর্ষ।" গন্ধর্ব চিত্রসেন এই কথা বললে দেবরাজ ইন্দ্র ভীষ্ম ও অর্জুনের মাথার উপর পুষ্পবৃষ্টি করলেন।

অর্জুন প্রতিসন্ধানের জন্য বাণ বার করছিলেন, সেই অবকাশে ভীষ্ম একটি ভয়ংকর বাণে অর্জুনের বামপার্শ্বে বিদ্ধ করলেন। অর্জুন হাসতে হাসতে ভীষ্মের ধনুখানা ছেদন করলেন। তারপর আবার দশটা বাণে পরাক্রমশালী ভীষ্মের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করলেন। সেই বাণের আঘাতে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে ভীষ্ম রথের ধ্বজের দণ্ড ধরে দীর্ঘকাল অবস্থান করতে লাগলেন। সারথি ভীষ্মের পূর্বের উপদেশ স্মরণ করে অচেতনপ্রায় ভীষ্মকে নিয়ে রথ রণক্ষেত্র থেকে চলে গেল।

ভীষ্ম রণক্ষেত্র ত্যাগ করে পলায়ন করলে দুর্যোধন সিংহনাদ করে অর্জুনের নিকট উপস্থিত হয়ে একটি ভল্ল অর্জুনের ললাটে বিদ্ধ করল। ভল্ল অর্জুনের ললাটে বিদ্ধ হলে অনর্গল রক্ত ঝরতে লাগল। ললাট নির্গত সেই রক্তের ধারা একটি স্বর্ণপুষ্পশোভিত বিচিত্র

মালার মতো অর্জুনের গায়ে অত্যন্ত শোভা পেতে থাকল। অসাধারণ অধ্যবসায়ী ও বলবান অর্জুন দুর্যোধনের সেই বাণের আঘাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তূণ থেকে বিষ ও অগ্নির তুল্য বাণসমূহ গ্রহণ করে তা দ্বারা দুর্যোধনকে বিদ্ধ করলেন। দুর্যোধনও অর্জুনকে সমানভাবে আঘাত করতে লাগলেন। বিকর্ণ দুর্যোধনকে সাহায্য করার জন্য একটি মহাহস্তী ও চারটি রথ নিয়ে অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। অর্জুন তীক্ষ্ণ একটি বাণ দ্বারা হস্তীটির "শুণ্ড, দেহ ও পুচ্ছ এক আঘাতে বিদীর্ণ করলেন। হস্তী পতিত হলে বিকর্ণ দ্রুত বিবিংশতির রথে আরোহণ করলেন। অর্জুনের একটি বাণে দুর্যোধনের বক্ষ বিদীর্ণ হল, বিকর্ণ পরাজিত, তাঁর মহাহস্তী নিহত দেখে দুর্যোধন যুদ্ধ ত্যাগ করে পালাতে লাগলেন।" অর্জুন পিছন থেকে ডেকে তাঁকে বলতে লাগলেন, "দুর্যোধন প্রচুর কীর্তি, বিপুল যশ ত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাচ্ছ কেন? তুমি যুদ্ধে এসেছ, অথচ তোমার বিজয়বাদ্য বাজল না। আমি যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাবহ তৃতীয় পাণ্ডব। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে আছি, অথচ তুমি পালিয়ে যাচ্ছ। ফিরে এসো, রাজার কর্তব্য স্মরণ করো। তোমার দুর্যোধন নাম নিরর্থক হয়ে গেল। পলায়নের কারণে তুমি আর দুর্যোধন রইলে না। তোমার সামনে পিছনে রক্ষক নেই। অতএব পাণ্ডবের হাত থেকে প্রিয়তম প্রাণ রক্ষা করো।"

তখন অভিমানী দুর্যোধন, কর্ণকে নিয়ে আবার ফিরলেন। শান্তনুনন্দন ভীষ্মও ফিরে এলেন। দ্রোণ, কৃপ, বিবিংশতি ও দুঃশাসনও দুর্যোধনকে রক্ষা করার জন্য ফিরে আসতে লাগলেন। তখন শত্রুবিজয়ী অর্জুন ইন্দ্রদত্ত অনিবার্য 'সম্মোহন' বাণ প্রয়োগ করলেন। 'সম্মোহন' বাণ নিক্ষেপ করে অর্জুন ভয়ংকর শঙ্খবাদন করলেন। সেই শঙ্খের শব্দে সম্মোহিত হয়ে কৌরবপক্ষীয়রা ধনু ত্যাগ করে চৈতন্যবিহীন হয়ে অবশভাবে পড়ে রইলেন। তখন অর্জুন উত্তরকে বললেন, "উত্তর যতক্ষণ কৌরবেরা চৈতন্যবিহীন হয়ে থাকেন, তুমি তার মধ্যে গিয়ে দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্যের শুক্ল বস্ত্রযুগল, কর্ণের পীত বস্ত্রখানি, দুর্যোধন ও অশ্বত্থামার নীলবর্ণ বস্ত্রদ্বয় খুলে নিয়ে এস। কিন্তু ভীষ্মের চৈতন্য লোপ হয়নি বলেই আমার মনে হয়। কারণ তিনি এ অস্ত্রের প্রতিঘাত জানেন। সুতরাং ভীষ্মকে বাদ দিয়ে অন্যদের বস্ত্রগুলি নিয়ে এসো।" উত্তর ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে লাফিয়ে দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতির কাপড়গুলি সত্বর নিয়ে এসে আবার রথে উঠলেন। উত্তর রথের অশ্বদের যাবার উপদেশ দিলেন। অশ্বগুলি অর্জুনকে নিয়ে যুদ্ধ মধ্য থেকে বিপক্ষসৈন্য অতিক্রম করে বাইরে চলে এল। অর্জুন সেভাবে যেতে থাকলে ভীষ্ম বাণদ্বারা তাঁকে আঘাত করলেন। অর্জুনও দশটি বাণদ্বারা ভীষ্মের পার্শ্বদেশে আঘাত করলেন। এই সময়ে দুর্যোধন চেতনা ফিরে পেলেন এবং ভীষ্মকে বললেন, "পিতামহ! অর্জুন কোন উপায়ে আপনার কাছ থেকে মুক্তিলাভ করে চলে যাচ্ছে। ওকে প্রহার করুন, যাতে ও না যেতে পারে।" ভীষ্ম হেসে বললেন, "তোমার এ বুদ্ধি এতক্ষণ কোথায় ছিল। দুর্যোধন তুমি অর্জুনের সম্মোহন অস্ত্রের প্রভাবে একেবারে নিস্পন্দ হয়ে ছিলে। অর্জুন তখনও নৃশংস কাজ করেননি। অর্জুন ত্রিভুবনের রাজত্বের জন্যও বীরধর্ম ত্যাগ করবেন না। সেইজন্যই তোমরা বেঁচে আছ। অতএব কুরুপ্রবর! তুমি দ্রুত হস্তিনায় প্রস্থান করো। অর্জুন গোরুগুলি নিয়ে ফিরে যান। মোহবশত আর নিজের সর্বনাশ কোরো না।" রাজা দুর্যোধন ও অন্য কৌরবপক্ষীয় বীরেরা ভীষ্মের কথা

যথার্থ বিবেচনা করেই সকলে মিলে দুর্যোধনকে রক্ষা করে হস্তিনার পথে ফিরতে লাগলেন।

অর্জুন মাথা নিচু করে ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্যকে নমস্কার জানালেন। অন্যদের অভিবাদন করলেন। কিছুপথ তাদের অনুসরণ করে পিছনে পিছনে গেলেন। তারপর গাণ্ডিবের টংকারে পৃথিবী পূর্ণ করে একটি তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা দুর্যোধনের উত্তম রত্নখচিত মুকুটখানি ছেদন করলেন। দেবদত্ত শঙ্খ বাজিয়ে, শত্রুগণের মন বিদীর্ণ করে অর্জুন বললেন, "উত্তর! ঘোড়াগুলিকে ফেরাও। তোমার পশুগুলিকে জয় করা হয়েছে; শত্রুরাও চলে গেছে; সুতরাং তুমি এখন আনন্দিত মনে রাজধানীতে চলো।"

'কৌরব বিজয়' মহাভারতের এক দুর্লভ মুহূর্ত। স্বর্গের বাসনাজাত অভিশাপ সমাপ্ত হল মর্ত্য-মানবের জীবনে। অর্জুন অভিশাপমুক্ত হলেন। এই অভিশাপ অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর অর্জুনের কাজে লেগেছিল। বৃহন্নলা রূপে বিরাট রাজার অন্তঃপুরে কন্যাদের নৃত্যশিক্ষক হয়ে কাটান অর্জুন। কিন্তু অর্জুনের মতো শ্রেষ্ঠ বীর, শুধু নৃত্য-গীতে তৃপ্ত হতে পারেন না। গণনা করে পাঁচ ভ্রাতা এবং সৈরিন্ধ্রীরূপিণী দ্রৌপদী জেনেছিলেন, অজ্ঞাতবাসের বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। এইবার অর্জুনের স্বরূপে আত্মপ্রকাশের কাল এসেছে। তাই দ্রৌপদী রাজকুমার উত্তরের সারথি রূপে যেতে অর্জুনকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

অর্জুন আবির্ভূত হলেন। শমীবৃক্ষ থেকে অস্ত্র নামানোর পর এবং অর্জুনের পরিচয় পাবার পর রাজকুমার উত্তর রথের সারথ্যভার গ্রহণ করলেন। আমরা অর্জুনকে পরিপূর্ণ রূপে দেখলাম। একদিকে কৌরবপক্ষের শ্রেষ্ঠ বীরেরা, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, দুর্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ ও অন্য ধার্তরাষ্ট্রগণ, অন্যদিকে অর্জুন একা। 'কৌরব-বিজয়' প্রমাণ করল অর্জুন মর্ত্যভূমির শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর। উত্তর বিপক্ষের শ্রেষ্ঠ বীরদের একত্রে দেখে ভয় পেয়ে অর্জুনকে প্রশ্ন করেছিলেন, একা অর্জুন কীভাবে এই শ্রেষ্ঠ রথীদের সম্মুখীন হবেন? ঈষৎ গর্বের সঙ্গে অর্জুন তাঁর একক বিক্রমের সংবাদ দিয়েছেন উত্তরকে। এককভাবে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, দুর্যোধন, দুঃশাসন ইত্যাদিকে পরাজিত করলেন অর্জুন। অবশ ভীষ্মকে নিয়ে সারথি চলে গেলেন। কৃপাচার্যের রথ বিনষ্ট হল, তিনি অন্যের রথে প্রস্থান করলেন, অশ্বত্থামার অস্ত্র শেষ হয়ে গেল। দ্রোণ অর্জুনের শরব্যূহ ভেদ করতে পারলেন না, কর্ণ দু'বার পালালেন, দুর্যোধন ছিন্নমুকুট প্রস্থান করলেন। কর্ণের চোখের সামনে তার ভাই সংগ্রামজিৎকে বধ করলেন অর্জুন। এরপর সমবেত রথীকে একত্রে পেয়ে অর্জুন যেন ছেলেখেলা করলেন। সম্মোহন বাণে সকলকে অচেতন করে উত্তরার পুতুল খেলার জন্য ভীষ্মকে বাদ দিয়ে অন্যদের পোশাক খুলে নিলেন উত্তরকে দিয়ে।

প্রথমেই অর্জুন গুরু দ্রোণাচার্যকে তাঁর বাণ দিয়ে প্রণাম করে, কুশল প্রশ্ন করে চরম শিষ্টতার পরিচয় দিলেন। তারপর দুর্যোধনকে পরাস্ত করে গো-ধন উদ্ধার করলেন। তারপর পাঠক দেখলেন তেরো বৎসর বঞ্চনার অবরুদ্ধ ক্রোধের প্রকাশ। কৃপাচার্য কর্ণকে ভর্ৎসনা

করে যা বলেছিলেন— তা যে কতদূর সত্য, তা কর্ণের বারবার পালানোর মধ্যে ধরা পড়েছে। গুরু দ্রোণাচার্য স্তম্ভিত হয়েছেন অর্জুনের লঘুহস্ততা, তীক্ষ্ণ অস্ত্রক্ষেপণ ক্ষমতা, সহিষ্ণুতা ও ঔদার্য দেখে— শিষ্য যে তাঁকেও অতিক্রম করে গেছেন, তা দ্রোণাচার্য উপলব্ধি করেছিলেন।

সম্মোহিত অচেতন কৌরবযোদ্ধাদের চরম ক্ষতি অর্জুন করতে পারতেন, যা অশ্বত্থামা করেছিলেন নিদ্রিত পাণ্ডবপুত্রদের, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডীকে বধ করে। কিন্তু অর্জুন আর অশ্বত্থামা এক নন। যুদ্ধে বীভৎস কাজ অর্জুন করেন না। তাই তিনি 'বীভৎসু'। পরাজিত প্রতিপক্ষকে তিনি কটূক্তি করেননি। তাঁদের অনুগমন করে শিষ্টতার চরম রূপ দেখিয়েছেন। নিজেকে 'যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাবহ' পরিচয় দিয়ে দুর্যোধনকে পলায়নের জন্য ঈষৎ ব্যঙ্গ মাত্র করেছেন। অর্জুন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। যাঁরা কর্ণকে অর্জুনের থেকে বড় বীর মনে করেন— এই 'কৌরব-বিজয়' অংশ পাঠ করলে তাঁরা বুঝবেন, কর্ণ বীর হিসেবে অর্জুনের ধারে-কাছে কোনওদিন পৌঁছতে পারেননি। অর্জুনই একমাত্র বলতে পারেন— পিনাকপাণি মহাদেব ভিন্ন আমার তুল্য ধনুর্ধর পৃথিবীতে নেই। ভীমের মতো অর্জুনেরও নাটকের চূড়ান্ত মহড়া নেবার কাজ শেষ হল। এরপর অষ্টাদশ দিনের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবপক্ষ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবে, তার পূর্বাভাসও পাওয়া গেল।

৫৩

যুধিষ্ঠিরের রক্তপাত ও আত্মপ্রকাশ

উত্তর গো-হরণ কার্যে বৃহন্নলারূপী অর্জুনের কাছে কৌরবপক্ষ পরাজিত হল। পরাজিত ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখ সেনানায়কগণ হস্তিনাপুর যাত্রা করলে, অর্জুন মৎস্যদেশে প্রত্যাগমনের আদেশ দিলেন সারথি উত্তরকে। অর্জুন উত্তরকে বললেন, "পাণ্ডবগণ সকলেই তোমার পিতার আশ্রয়ে অজ্ঞাতবাস করছেন। একথা তুমি আমার নিকট জেনেছ। কিন্তু তুমি নগরে প্রবেশ করে, এ সত্য তোমার পিতাকে জানাবে না। কারণ, তোমার পিতা তা হলে ভয়েই প্রাণত্যাগ করবেন। তুমি পিতাকে বলবে যে, তুমি নিজে যুদ্ধ করেছ অর্থাৎ কৌরবসৈন্যকে পরাজিত করে তুমিই গো-ধন উদ্ধার করেছ।"

উত্তর বললেন, "সব্যসাচী! আপনি যে কাজ করেছেন, তা অন্যের পক্ষে দুষ্কর। আমার পক্ষে এই কাজ করা তো অসম্ভব ব্যাপার। তবুও আপনি যে পর্যন্ত নির্দেশ না দেবেন, আমি আপনাদের বিষয় পিতার কাছে গোপন রাখব।"

অর্জুন উত্তরকে নিয়ে আবার শমীবৃক্ষের কাছে এলেন। অস্ত্র-শস্ত্র, গাণ্ডিব, তূণীর আগের মতোই শমীবৃক্ষে রেখে, অর্জুনের আদেশে রথ নগরের দিকে চালালেন উত্তর। অর্জুন বলামাত্র ধ্বজ ও অন্য প্রাণিগণ রথ ত্যাগ করে আকাশে চলে গেল। অর্জুনও আগের মতো বেশধারণ করে, শাঁখা পরে, বেণীবন্ধন করে আনন্দিত চিত্তে নগরে প্রবেশ করার জন্য যাত্রা করলেন। নগরের পথে যেতে যেতে অর্জুন দেখলেন ভৃত্যদের সঙ্গে গো-পালকেরা গো-ধন নিয়ে ফিরে আসছে। তিনি স্থির করলেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে পরিশ্রান্ত অশ্বগুলিকে স্নান, জলপান ও বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে বৈকালে রাজধানীতে উপস্থিত হবেন। অর্জুন উত্তরকে বললেন, "তুমি কতকগুলি গোপালকে প্রেরণ করো, তারা নগরে গিয়ে রাজার কাছে এই প্রিয় সংবাদ দিক ও তোমার জয় ঘোষণা করুক।" উত্তরও তদনুযায়ী দূত প্রেরণ করলেন।

ওদিকে রাজা বিরাট যুদ্ধে ত্রিগর্তদের সৈন্য পরাজিত করে সকল ধন জয় করে, গোরুগুলি উদ্ধার করে পাণ্ডবদের সঙ্গে নগরে প্রবেশ করলেন। সিংহাসনে আরূঢ় হয়েই রাজা রাজপুত্র উত্তরের মঙ্গল প্রশ্ন করে উত্তর কোথায় গিয়েছে জানতে চাইলেন। তখন অন্তঃপুরিকারা রাজা বিরাটকে জানাল যে, কৌরবেরা তাঁর গোধন হরণ করেছে। সেই সংবাদে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে রাজকুমার উত্তর, বৃহন্নলাকে সারথি করে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ-অশ্বত্থামা, কর্ণ ও দুর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে একাকী যাত্রা করেছেন। শুনে বিরাটরাজ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেন।

তিনি মন্ত্রীদের বললেন, "ত্রিগর্তরাজের পরাজয় সংবাদে কৌরবেরা অত্যন্ত কুপিত হবে। তাঁরা ত্রিগর্তরাজের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে চাইবেন। রাজপুত্র উত্তর একা। সুতরাং ত্রিগর্তদের সঙ্গে যুদ্ধে যে সৈন্যরা আহত হয়নি, তারা অবিলম্বে উত্তরের সহায়তার জন্য যাত্রা করুক।"

বিরাট তাঁর চতুরঙ্গ সৈন্যকে বললেন, "তোমরা অবিলম্বে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে দেখো কুমার উত্তর জীবিত আছেন কি না; একটা নপুংসক যার সারথি, সে জীবিত থাকতে পারে না বলেই আমার মনে হয়।"

তখন রাজা যুধিষ্ঠির হেসে সেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বিরাটরাজাকে বললেন, "মহারাজ বৃহন্নলা যদি সারথি থাকেন, তবে শত্রুরা আজ আপনার গোরু নিতে পারবে না। আর আপনার পুত্র সেই বৃহন্নলা সারথির গুণে সম্মিলিত সমস্ত রাজা, কৌরব, এমনকী দেবতা, অসুর, যক্ষ ও নাগদেরও যুদ্ধে জয় করতে সমর্থ হবেন।"

ঠিক এই আলোচনার সময়ে, উত্তর প্রেরিত গোপাল শ্রেষ্ঠগণ এসে রাজা বিরাটের কাছে উত্তরের জয় ঘোষণা করল। তারা জানাল যে, শত্রুগণ পরাজিত হয়েছে, উত্তর জীবিত আছেন এবং আপনার গোরুগুলি শত্রুরা হরণ করতে পারেননি।

যুধিষ্ঠির বললেন, "রাজশ্রেষ্ঠ! ভাগ্যবশতই আপনার গোরুগুলি বিজিত, কৌরবেরা পরাজিত এবং আপনার পুত্র জীবিত আছেন। কৌরবদের পরাজয় আমি অদ্ভুত বলে মনে করি না। কারণ, বৃহন্নলা যাঁর সারথি হন, তাঁর বিজয় সুনিশ্চিত হয়ে থাকে।"

বিরাটরাজা অমিততেজা উত্তরের বিজয় বৃত্তান্ত শুনে, আনন্দে রোমাঞ্চিত দেহ হয়ে, দূতগণকে পুরস্কার দিলেন। তারপর রাজ্যকে পতাকা শোভিত এবং পুষ্প ও উপহার দ্বারা দেবতার পূজা করতে আদেশ দিলেন। সমস্ত রাজ্যে এই জয় ঘোষণা করতে এবং রাজকুমারী উত্তরাকে অন্য কুমারীদের নিয়ে বৃহন্নলার প্রত্যুদগমন করতে আদেশ দিলেন। নারীরা সেই আদেশ শুনে মাঙ্গলিক দ্রব্য হাতে রাজধানীর প্রবেশ পথের দিকে অগ্রসর হলেন। কন্যাদের এই আদেশ দিয়ে বিরাটরাজা বললেন, "সৈরিন্ধ্রী পাশক আনয়ন করো, কঙ্ক দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হোক।"

যুধিষ্ঠির বললেন :—

> ন দেবিতব্যং হৃষ্টেন কিতবেনেতি নঃ শ্রুতম্।
> স ত্বমদ্য মুদা যুক্তো নাহং দেবিতুমুৎসহে।
> প্রিয়ন্তু তে চিকীর্ষামি বর্ত্ততাং যদি মন্যসে ॥ বিরাট : ৬৩ : ৩১ ॥

"মহারাজ! আমরা শুনেছি যে, অত্যন্ত আনন্দিত অবস্থায় দ্যূতক্রীড়া উচিত নয়। আপনি আজ অত্যন্ত আনন্দিত, অতএব আজ আপনার সঙ্গে দ্যূতক্রীড়া উচিত কাজ হবে না। কিন্তু আমি আপনার প্রিয় কাজ করতে চাই। আপনার যদি দ্যূতক্রীড়াই ইচ্ছা হয়, তবে তাই হোক।"

বিরাট বললেন, "কঙ্ক যদি তুমি দ্যূতক্রীড়া না করো, তবে আমি তোমাকে যা যা দিয়েছি, সেই গোরু, ধন, স্ত্রী সব কেড়ে নেব।"

কঙ্ক বললেন, "মানদাতা রাজশ্রেষ্ঠ। দ্যূতক্রীড়া বহু দোষের আকর। এতে আপনার কী ফল হবে? দ্যূতক্রীড়ার বহু দোষ। বুদ্ধিমান লোক তা ত্যাগ করেন। রাজা সম্ভবত আপনি পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দেখে থাকবেন কিংবা তাঁর কথা শুনে থাকবেন। তিনি দ্যূতক্রীড়া করে বিশাল ও সমৃদ্ধিশালী রাজ্য হারিয়েছিলেন। দেবতার মতো ভ্রাতাদেরও দ্যূতক্রীড়ায় হেরেছিলেন। তাই আমি দ্যূতক্রীড়াতে অভিলাষী নই। কিন্তু আপনি রাজা, যদি দ্যূতক্রীড়াতেই আপনার একান্ত ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে আমি তা করতে বাধ্য হব।"

দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হল। বিরাটরাজা যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "কঙ্ক দেখো আমার পুত্র যুদ্ধে সেইসব কৌরবকে জয় করেছে।"

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বিরাটরাজাকে বললেন, "বৃহন্নলা যাঁর সারথি, তিনি কেন জয় করতে পারবেন না?"

এই কথা বলামাত্রই ক্রুদ্ধ বিরাটরাজা যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "ব্রাহ্মণাধম! তুমি আমার পুত্রের সঙ্গে একটা নপুংসকের তুলনা করে প্রশংসা করছ। কী বলতে হয়, কী বলতে হয় না, তা তুমি জানো না। অথবা নিশ্চয়ই তুমি আমাকে অবজ্ঞা করছ। একটা নপুংসক কী করে ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি বীরদের জয় করবে? ব্রাহ্মণ! তুমি আমার সখা বলে তোমার এই অপরাধ আমি ক্ষমা করলাম। কিন্তু যদি জীবিত থাকতে চাও, তবে একথা আর বোলো না।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "রাজশ্রেষ্ঠ! যে যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা ও দুর্যোধন এবং সেরূপ অন্যান্য মহারথেরা এসেছিলেন, সেই যুদ্ধে বৃহন্নলা ছাড়া অন্য কোন বীর সেই সম্মিলিত রথীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারেন? এমনকী দেবগণ পরিবেষ্টিত দেবরাজও পারেন না। বাহুবলে যার তুল্য বীর হয়নি, হবে না এবং গুরুতর যুদ্ধ দেখে যাঁর আনন্দ হয়, যিনি সম্মিলিত সমস্ত দেবতা, অসুর ও মহানাগদের জয় করেছেন, সেই ব্যক্তি সহায় থাকতে উত্তর কেন কৌরবদের জয় করতে পারবেন না?"

বিরাট বললেন, "কঙ্ক! আমি তোমাকে বহুবার নিষেধ করেছি, তবুও তুমি বাক্য সংযত করছ না। দেখা যাচ্ছে, নিয়ন্ত্রণ না করলে লোকে ধর্মাচরণ করে না।" এই বলে ক্রুদ্ধ বিরাটরাজা পাশা দ্বারা যুধিষ্ঠিরের নাসিকায় গুরুতর আঘাত করলেন। অত্যন্ত আহত হওয়ায় নাক থেকে রক্ত পড়তে লাগল এবং মাটিতে পড়বার আগেই যুধিষ্ঠির দু'হাতে তা গ্রহণ করলেন। তখন যুধিষ্ঠির পার্শ্বস্থিতা দ্রৌপদীর দিকে তাকালেন। স্বামীর মনের অনুবর্তিনী দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় বুঝে একটি জলপূর্ণ সুবর্ণপাত্র নিয়ে, যুধিষ্ঠিরের নাক থেকে পড়া রক্ত সেই পাত্রে গ্রহণ করলেন।

এই সময়ে মাঙ্গলিক বাদ্য সহকারে রাজকুমার উত্তর নগরে প্রবেশ করলেন। পুরবাসী ও দেশবাসী পুরুষ ও নারীরা অভিনন্দন জানাতে লাগল। উত্তর রাজভবন দ্বারে এসে সেই সংবাদ দেবার জন্য দ্বারীকে পিতার কাছে পাঠালেন। দ্বারপাল ভিতরে এসে রাজাকে জানাল, "মহারাজ আপনার পুত্র উত্তর বৃহন্নলার সঙ্গে দ্বারে এসে অবস্থান করছেন।"

অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে মৎস্যরাজ আদেশ দিলেন, "দুজনকেই সত্বর প্রবেশ করাও। আমি তাদের দেখতে চাই।"

যুধিষ্ঠির গিয়ে ধীরে ধীরে দ্বারপালের কানে কানে বললেন, "কেবলমাত্র উত্তরকেই নিয়ে

এসো। বৃহন্নলাকে এখন এনো না। কারণ এই মহাবাহু প্রতিজ্ঞা করেছেন যে যুদ্ধ ছাড়া যে ব্যক্তি আমার রক্তপাত ঘটাবে, সে জীবিত থাকবে না। অর্জুন আমার নাক থেকে রক্ত পড়ছে দেখলে এখনই মন্ত্রী, সৈন্য ও বাহন সমেত বিরাটরাজাকে বিনাশ করবেন।"

বিরাটরাজার জ্যেষ্ঠপুত্র উত্তর এসে পিতাকে প্রণাম করে দেখলেন— যুধিষ্ঠির একপ্রান্তে মাটিতে বসে আছেন, তাঁর নাক থেকে রক্ত ঝরছে, সৈরিন্ধ্রী তাঁর পরিচর্যা করছেন, তাঁর মন ব্যস্ত এবং তাকে অপরাধী বলে উত্তরের মনে হল না। উত্তর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পিতাকে প্রশ্ন করলেন, "মহারাজ কে এঁকে প্রহার করল? কে এই পাপকার্য করল?"

বিরাটরাজা বললেন, "আমি এই কুটিলকে প্রহার করেছি। এত অল্প প্রহার এর পক্ষে যথেষ্ট নয়। কারণ, আমি তোমার মতো বীরের প্রশংসা করতে থাকলে, এই কুটিল একটা নপুংসকের প্রশংসা করেছে।"

উত্তর বললেন, "মহারাজ! আপনি অনুচিত কার্য করেছেন। সত্বর এঁকে প্রসন্ন করুন। ভয়ংকর ব্রহ্মশাপ যেন বংশের সঙ্গেই আপনাকে দগ্ধ না করে।"

বিরাটরাজা পুত্রের কথা শুনে যুধিষ্ঠিরের কাছে ক্ষমা চাইলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, "রাজা আমি বহু পূর্বেই ক্ষমা করেছি। এখন আর আমার কোনও ক্রোধ নেই। মহারাজ আমার এই রক্ত যদি নাসিকা থেকে ভূমিতে পড়ত, তা হলে নিশ্চয় আপনি রাজ্যের সঙ্গে বিনষ্ট হতেন। আর রাজা আমি আপনার কাজের দোষ ধরছি না, কিন্তু যে লোক নির্দোষ লোককে প্রহার করে, সে লোক গুরুতর ভয় প্রাপ্ত হয়।" যুধিষ্ঠিরের রক্তপাত বন্ধ হলে, বৃহন্নলা প্রবেশ করলেন। তিনি প্রথমে বিরাটরাজাকে অভিবাদন করে, পরে গিয়ে যুধিষ্ঠিরের সেবা করতে লাগলেন।

তখন বিরাটরাজা যুধিষ্ঠিরের ক্ষমা পেয়ে অর্জুনকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে উত্তরের প্রশংসা করতে লাগলেন, "বৎস! সুদেষ্ণার আনন্দবর্ধক। তোমার গর্বেই আমি পুত্রবান হয়েছি! কেন না তোমার মতো পুত্র আমার আর নেই, হবেও না। বৎস যে কর্ণ অব্যর্থলক্ষ্য, সেই কর্ণের সঙ্গে তুমি কীভাবে যুদ্ধ করলে? সমগ্র মর্ত্যলোকে যাঁর বীরত্ব অতুলনীয়, সমুদ্রের মতো যিনি অক্ষুব্ধ, প্রলয়াগ্নির মতো দুঃসহ যে ভীষ্ম, তাঁর সঙ্গে তুমি কীভাবে যুদ্ধ করলে? যে ব্রাহ্মণ, বৃষ্ণি, পাণ্ডব, এমনকী সকল ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রশিক্ষক, সেই দ্রোণাচার্যের সঙ্গে তুমি কীভাবে যুদ্ধ করলে? সকল অস্ত্রধারীর শ্রেষ্ঠ আচার্যপুত্র অশ্বত্থামার সঙ্গে তুমি কীভাবে যুদ্ধ করলে? বিপক্ষ যোদ্ধারা যাঁকে দেখলেই অবসন্ন হয়ে পড়েন, সেই কৃপাচার্যের সঙ্গে তুমি কীভাবে যুদ্ধ করলে? যে দুর্যোধন বাণদ্বারা পর্বত বিদীর্ণ করতে পারেন, তাঁর সঙ্গে তুমি কীভাবে যুদ্ধ করলে? কৌরবদের হস্তগত ধন উদ্ধার করে, তুমি যে শত্রুদের পরাভূত করতে পেরেছ, তা আমার কাছে গ্রীষ্মকালে সুখদায়ক বায়ুস্পর্শ বলেই বোধ হচ্ছে। কর্ণ প্রভৃতি নরশ্রেষ্ঠকে পরাজিত করে তুমি বাঘের মুখ থেকে মাংস ছিনিয়ে নেবার মতো দুঃসাধ্য কাজ করেছ।"

উত্তর বললেন, "আমি গোরুগুলি জয় করিনি, কিংবা শত্রুদেরও জয় করিনি। এক দেবপুত্রই সে কাজ করেছেন। আমি ভীত হয়ে পলায়ন করছিলাম, এই অবস্থায় সেই দেবপুত্রই আমাকে বারণ করেছিলেন এবং বজ্রের মতো দৃঢ়শরীর সেই যুবাই আমার রথের উপর অবস্থান করছিলেন। তিনিই গোরুগুলি জয় করেছেন, তিনিই কৌরবদের পরাজিত

করেছেন। এ সব তাঁর কাজ, আমার নয়। সেই বলবান দেবপুত্রই বাণদ্বারা কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কর্ণ ও ভীষ্মকে পরাজিত করেছেন। দুর্যোধন পরাজিত হয়ে যখন যূথপতি হস্তীর মতো পলায়ন করছিলেন, তখন সেই দেবপুত্র তাঁকে বলেছিলেন, 'কৌরবনন্দন! হস্তিনাপুরে গিয়েও তুমি রক্ষা পাবে না। যুদ্ধ করে জীবন রক্ষার চেষ্টা করো। পালিয়ে তুমি মুক্তি পাবে না। আমাকে জয় করতে পারলেই পৃথিবী ভোগ করতে পারবে। অতএব যুদ্ধ করো, না হলে নিহত হয়ে স্বর্গে যাও।'

"তাঁর তীব্র ভর্ৎসনায় রাজা দুর্যোধন ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় শ্বাস ফেলতে লাগলেন। সেই দেবপুত্র বাণদ্বারা সাগরতুল্য সেই কৌরবসৈন্যকে পীড়ন করতে লাগলেন। দেখে আমার রোমাঞ্চ ও উরুস্তম্ভ হল। সিংহের ন্যায় দৃঢ়শরীর ও বলবান সেই যুবা দেবপুত্র সেই রথীসৈন্যকে পরাভূত করে, কৌরবদের উপহাস করে তাঁদের বস্ত্র সকল অপহরণ করলেন। মত্ত ব্যাঘ্র যেমন হরিণদের জয় করে, তেমনই তিনি একাকী ভীষ্ম প্রভৃতি ছয়জন রথীকে জয় করেছেন।"

বিরাটরাজা বললেন, "যিনি কৌরবদের হস্তগত আমার সকল ধন উদ্ধার করে দিলেন, সেই মহাবাহু ও মহারথ দেবপুত্র কোথায় গেলেন? আমি তাঁকে দেখতে ও পূজা করতে চাই।"

উত্তর বললেন, "পিতা তিনি অন্তর্ধান করেছেন। আমার মনে হয় তিনি কাল বা পরশু আবির্ভূত হবেন।"

এই ঘটনার পর তৃতীয় দিনে যথাকালে ব্রতচারী, মহারথ ও অগ্নির তুল্য তেজস্বী পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই স্নান ও শুক্লবর্ণ বস্ত্র পরিধান করে, রাজকীয় অলংকারে ভূষিত হয়ে, যুধিষ্ঠিরকে অগ্রবর্তী করে, বিরাটরাজার সভায় গিয়ে বিভিন্ন বেদির উপর পাঁচটি অগ্নির মতো পাঁচটি রাজাসনে উপবেশন করলেন। তাঁরা সেই সব আসনে বসলে বিরাটরাজা রাজকার্য করার জন্য সেই সভায় আগমন করলেন। প্রজ্বলিত অগ্নির মতো যুধিষ্ঠিরকে রাজা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখে ক্রুদ্ধ বিরাটরাজা বললেন, "কঙ্ক আমি রাজা; আমি তোমাকে সভাসদ করেছি। এই অবস্থায় তুমি রাজার মতো অলংকৃত হয়ে সিংহাসনে বসেছ কেন?"

অর্জুন বিরাটের সেই প্রশ্ন শুনে ঈষৎ হেসে পরিহাস করার ইচ্ছায় বললেন, "রাজা বেদহিতকারী, শাস্ত্রজ্ঞ, দাতা, যজ্ঞপরায়ণ, দৃঢ়ব্রতশালী এই ব্যক্তি ইন্দ্রের আসনেও বসতে পারেন। ইনি মূর্তিমান ধর্ম, বলবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিতে জগতের মধ্যে প্রধান এবং পরম তপস্বী। চরাচর সমেত ত্রিভুবনমধ্যে ইনিই নানাবিধ অস্ত্র জানেন; অন্য কোনও পুরুষই এঁর তুল্য অস্ত্র জানে না এবং কখনও জানবে না। দেবগণ, অসুরগণ, মনুষ্যগণ, রাক্ষসগণ, গন্ধর্বগণ, যক্ষগণ, কিন্নরগণ এবং মহানাগগণও এঁর তুল্য নানাবিধ অস্ত্র জানেন না। ইনি পণ্ডিত, মহাতেজা, পুরবাসী ও দেশবাসীদের প্রিয়, অতিরথ, ধর্মপরায়ণ এবং পাণ্ডবদের রাজা। ইনি ত্রিভুবনতুল্য বিখ্যাত মহর্ষিতুল্য রাজর্ষি, বলবান, ধৈর্যশীল, কোমলস্বভাব, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়। ইনি ধনে ও গুণে ইন্দ্র ও কুবেরের তুল্য। মনু যেমন অনুগ্রহপূর্বক লোকরক্ষা করেন, এই মহাতেজাও তেমনই অনুগ্রহপূর্বক লোকরক্ষা করেন। ইনি কৌরবশ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির। এঁর কীর্তি দিবা সূর্যের মতো জগৎ ব্যাপী। এঁর যশের

কিরণও দশদিক ব্যাপ্ত। যখন ইনি কুরুদেশে অবস্থান করতেন, বলবান দশ সহস্র হস্তী এঁর পিছনে পিছনে যেত। স্বর্ণমালা শোভিত ত্রিশ হাজার উৎকৃষ্ট অশ্ব এঁর পিছনে যেত। আটশো স্তুতিপাঠক প্রত্যহ এঁর স্তব করত। দেবগণ যেমন কুবেরের উপাসনা করেন, তেমনই কৌরবেরা ও রাজারা এঁর উপাসনা করতেন। অধীন বা অনধীন সমস্ত রাজাই এঁকে কর দিতে বাধ্য থাকতেন। অষ্টাশি হাজার গৃহস্থ এঁর কাছে ব্রতচারী জীবন ধারণ করত। বৃদ্ধ, অনাথ, অঙ্গহীন, পঙ্গু মানুষদের ইনি সন্তানের মতোই পালন করতেন। ইনি সর্বদাই ধর্মনিরত, ইন্দ্রিয়দমন নিরত, ক্রোধে সংযত, ব্রাহ্মণ হিতকারী ও সত্যবাদী। দুর্যোধন এঁরই সম্পদ ও প্রতাপ দেখে আত্মীয়গণ, কর্ণ ও শকুনির সঙ্গে সন্তপ্ত হতেন। এঁর গুণের সংখ্যা করতে পারা যায় না। ইনি সর্বদাই ধর্মপরায়ণ ও দয়ালু। অতএব মহারাজ! এইরূপ গুণসম্পন্ন ও পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা কেন রাজার যোগ্য আসনে বসবেন না।"

বিরাটরাজা বললেন, "ইনি যদি কুরুবংশীয় কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির হন, তবে এঁর ভ্রাতা অর্জুন কোথায়? বলবান ভীমসেন কোথায়? নকুল ও সহদেব কোথায়? যশস্বিনী দ্রৌপদীই বা কোথায়? পাণ্ডবেরা দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হবার পর, আজ পর্যন্ত আমরা তাঁদের আর কোনও খবর পাইনি।"

অর্জুন বললেন, "নরনাথ! আপনার পাচক 'বল্লব'ই মহাবাহু এবং ভয়ংকর বেগ ও পরাক্রমশালী ভীমসেন। ইনি গন্ধমাদন পর্বতে 'ক্রোধবশ' নামক রাক্ষসদের পরাজিত করে দ্রৌপদীর জন্য 'সৌগন্ধিক' নামে স্বর্গীয় পুষ্প নিয়ে এসেছিলেন। ইনিই দুরাত্মা কীচক ও তার ভ্রাতাদের নিধনকারী। আপনার অন্তঃপুরে ইনিই ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও বরাহদের বধ করেছেন। মহারাজ! যিনি আপনার অশ্ববন্ধক ছিলেন, তিনিই এই পরন্তপ নকুল। যিনি আপনার গো-পরীক্ষক ছিলেন, তিনি এই সহদেব। এঁরা মাদ্রীর পুত্র, মহাবল, শৃঙ্গার, উপযোগী বেশভূষা যুক্ত, রূপবান, যশস্বী ও নানাবিধ বিপক্ষ রথীদের নিবারণে সমর্থ। রাজা এই পদ্মপলাশনয়না, সুমধ্যমা, সুন্দরহাসিনী সৈরিন্ধ্রীই দ্রৌপদী; যাঁর জন্য কীচকেরা নিহত হয়েছে। আর মহারাজ ভীমের কনিষ্ঠ ও নকুল-সহদেবের জ্যেষ্ঠ পৃথাপুত্র অর্জুনই আমি। সম্ভবত আমার বিষয়ে আপনি শুনেছেন। মহারাজ সন্তান যেমন মায়ের উদরে থাকে, আমরা তেমনই সুখে অজ্ঞাতবাস কালটি আপনার গৃহে কাটিয়েছি।"

অর্জুন যখন বীর পঞ্চ-পাণ্ডবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলেন, তখন উত্তর পাণ্ডবদের দেখিয়ে পিতাকে বলতে লাগলেন, "এই যাঁর দেহটি স্বর্ণের ন্যায় নির্মল ও গৌরবর্ণ, নাসিকাটি সুদীর্ঘ, নয়ন যুগল স্থূল, দীর্ঘ ও তাম্রবর্ণ, মহাসিংহের ন্যায় বিশালাকৃতি এই পুরুষটিই সেই কুরুরাজ যুধিষ্ঠির। আর যাঁর দেহটি তপ্ত কাঞ্চনের মতো নির্মল ও গৌরবর্ণ, মত্তহস্তীর ন্যায় গমন, দুই কাঁধ স্থূল ও দীর্ঘ, বাহুযুগল অত্যন্ত আয়ত, ইনিই সেই ভীমসেন। এঁর পাশে এই যে শ্যামবর্ণ, হস্তীযূথপতিতুল্য, যাঁর কাঁধ সিংহের মতো উন্নত, হস্তীর খেলার ন্যায় যাঁর গতি, পদ্মপত্রের মতো আয়তনয়ন, এই বীর সেই মহাধনুর্ধর অর্জুন। আর কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের দুই পাশে যে দুটি পুরুষ রয়েছেন, সমগ্র মর্ত্যলোকেও রূপে, বলে ও স্বভাবে যাঁদের তুল্য কেউ নেই, এঁরাই বিষ্ণু ও ইন্দ্রের তুল্য সেই নকুল ও সহদেব। আর, যাঁর মাথায় স্বর্ণালংকার আছে, যিনি মানুষী মূর্তিধারিণী প্রিয়ঙ্গু কুসুমকান্তির ন্যায় শোভমানা, নীল উৎপলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা,

নগরদেবীর মতো বিরাজমানা এবং মূর্তিমতী নীল পদ্মকান্তির মতো এঁদের পাশে অবস্থিতা আছেন—ইনি দেবী দ্রৌপদী।

"এই মৃগহন্তা সিংহের মতো শত্রুহন্তা অর্জুন সেই প্রধান কৌরবদের পরাজিত করে আপনার গো-ধন উদ্ধার করেন। এঁরই শঙ্খনাদে আমার কর্ণযুগল বধির হবার উপক্রম হয়েছিল। এঁরই একটি বাণে মহাহস্তীর শুণ্ড ভেদ করে, দেহ ভেদ করে, পুঙ্খ ভেদ করে বার হয়ে যায়। সেই হস্তী নিহত হয়ে দন্তযুগলদ্বারা ভূতল স্পর্শ করে পতিত হয়।"

যুধিষ্ঠিরের কাছে অপরাধী মৎস্যরাজ বিরাট উত্তরকে বললেন, "উত্তর আমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সন্তুষ্টি বিধান করতে চাই। তোমার মত হলে আমি কন্যা উত্তরাকে অর্জুনের হাতে সমর্পণ করতে চাই।"

উত্তর বললেন, "পিতা পাণ্ডবেরা পূজনীয়, সজ্জন, আদরণীয়। এঁদের যথোচিত সন্তোষ বিধান করা কর্তব্য। আপনি, পূজনীয় ও মহাত্মা পাণ্ডবদের পূজা করুন।"

বিরাটরাজা বললেন, "আমিও যুদ্ধে শত্রুদের বশীভূত হয়েছিলাম। এই ভীমসেন আমাকে মুক্ত করে এনেছেন এবং গোরুগুলিও জয় করেছেন। এঁদের বাহুবলেই আমাদের জয়ের কারণ হয়েছে। অতএব আমরা সমস্ত মন্ত্রীগণের সঙ্গে মিলিত হয়েই পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতৃবর্গের প্রসন্নতাবিধান করব। যুধিষ্ঠির ধর্মাত্মা। তিনি আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন।"

পরমানন্দিত বিরাটরাজা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে মিলিত হয়ে চিরকালীন সৌহার্দ্যের বিষয় প্রতিজ্ঞা করলেন। বিরাট তাঁরই সৈন্য, কোষ ও রাজধানী যুধিষ্ঠিরকে দান করার প্রার্থনা করলেন। প্রীতি প্রফুল্লচিত্ত বিরাট বারবার যুধিষ্ঠির, ভীম, ও অর্জুন, নকুল ও সহদেবের মস্তক আঘ্রাণ করলেন, আলিঙ্গন করলেন, তাঁদের বারবার দেখেও তাঁর যেন তৃপ্তি হচ্ছিল না। তিনি আবার প্রস্তাব করলেন যে, সব্যসাচী অর্জুন উত্তরার পাণিগ্রহণ করুন। যুধিষ্ঠির অর্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, অর্জুন মৎস্যরাজাকে বললেন, "আমি আপনার কন্যাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করব। আমি অন্তঃপুরে থেকে সর্বদাই আপনার কন্যাকে দেখেছি, সে পিতার মতো আমাকে বিশ্বাস করেছে। বিশেষত এক বৎসর আমি এই যুবতীর সঙ্গে বাস করেছি। লোকেরা এই নিয়ে আলোচনা করবে। কন্যা অথবা পুত্রবধূর সঙ্গে একত্রে থাকলে দোষ হয় না। এতে আমার ও উত্তরার নির্দোষিতা প্রমাণ হবে। আমার পুত্র মহাবাহু অভিমন্যু, চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভাগিনেয়, তার আকৃতি দেববালকের মতো সুন্দর। বাল্য অবস্থাতেই সে সকল শাস্ত্রে বিশারদ হয়েছে। সে আপনার উপযুক্ত জামাতা হবে এবং আপনার কন্যার উপযুক্ত ভর্তা হবে।"

অর্জুনের এই প্রস্তাব উপস্থিত সকলেই অনুমোদন করলেন। তারপর বিরাটরাজা ও যুধিষ্ঠির সকল আত্মীয় ও কৃষ্ণের কাছে নিমন্ত্রণপত্র পাঠালেন।

ততস্ত্রয়োদশে বর্ষে নিবৃত্তে পঞ্চ পাণ্ডবাঃ।
উপপ্লব্যং বিরাটস্য সমপদ্যন্ত সর্বশঃ ॥ বিরাট : ৬৭ : ১৪ ॥

"তারপর ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হলে পর পঞ্চ-পাণ্ডবেরা সকলেই বিরাটরাজারই উপপ্লব্য নগরে গমন করলেন।"

পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস শেষ হল। ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী পাণ্ডবগণ কপট দ্যূতে পরাজিত হলেও শর্ত পালন করলেন। এইবার প্রত্যাশিত বিপক্ষ নেতৃবর্গ বীরধর্ম পালন করবেন। বিশেষত যে পক্ষে শ্রেষ্ঠ ধর্মরক্ষক ভীষ্ম আছেন, দুই শ্রেষ্ঠ গুরু দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য আছেন, আছেন আত্ম-অভিমানী রাজা দুর্যোধন ও বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ। এঁদের প্রত্যেকের ভূমিকা আমরা পরবর্তী পর্যায়ে দেখতে পাব।

অজ্ঞাতবাস সমাপ্ত হল। বনবাসের শেষ দিনে যক্ষরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন যে, অজ্ঞাতবাস বৎসরে তাঁদের কেউ চিনতে পারবে না। ধর্মের আশীর্বাদ সত্য হল। আত্মপ্রকাশ অংশটি মহাভারতের এক দুর্লভ মুহূর্ত। প্রথমত, এই প্রথম পাঠক যুধিষ্ঠিরের রক্তপাত দেখলেন। ধর্ম আশীর্বাদ করেছিলেন, পৃথিবীর ত্রিতাপ দুঃখ—জরা-ব্যাধি-মৃত্যু যুধিষ্ঠিরকে স্পর্শ করবে না। করেওনি। কিন্তু পাশক ক্রীড়াও যুধিষ্ঠিরের পক্ষে কল্পনা করতে আমাদের ভাল লাগে না। এমনকী, সমাজের উচ্চবর্গে, দেব-সমাজে, পার্বতী-মহেশ্বর পাশা ক্রীড়া করলেও যুধিষ্ঠিরকে আমরা এই ব্যসন থেকে মুক্তি দিতে চাই। যুধিষ্ঠির মুক্তি পেলেনও, কিন্তু নাক থেকে কয়েক ফোঁটা রক্ত ঝরিয়ে। যুধিষ্ঠির আরও ছত্রিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু আর একদিনও পাশা খেলেননি। দ্বিতীয়ত, অর্জুনের মুখে পাঠক শুনলেন যুধিষ্ঠিরের সেই গুণ। সমগ্র জীবন যুধিষ্ঠির যা প্রকাশ করতে চাননি। পাঠক জানলেন, যুধিষ্ঠির সর্ব অস্ত্রবিদ। মানবজাতির কোনও পুরুষের অস্ত্রজ্ঞান যুধিষ্ঠিরের থেকে বেশি নয়। দেব, অসুর, মনুষ্য, রাক্ষস, গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর ও মহানাগগণও অস্ত্রবিদ্যায় যুধিষ্ঠিরের সমকক্ষ নন। মহাভারতের শল্য পর্বে এক দিনই সর্বাস্ত্রবিদ যুধিষ্ঠিরকে পাঠক দেখেছিলেন, অতিরথ শল্যকে বধ করার সময়ে। যুধিষ্ঠির নিজেই এ বিদ্যার প্রকাশ চাননি কখনও। অর্জুন না বললে তা হয়তো পাঠক জানতেও পারতেন না কখনও। তৃতীয়ত, অভিমন্যু-উত্তরার বিবাহ উপলক্ষে পাণ্ডবদের মিত্র সংখ্যা বাড়ল। মৎস্যদেশের সঙ্গে সম্পূর্ণ সখ্য সম্পর্ক ঘটল। চতুর্থত, আমরা দেখলাম যুধিষ্ঠিরের 'ভ্রাতাশ্চ-শিষ্যশ্চ' অর্জুনের ধর্মপরায়ণ লোকাচার পালক, বেদবিৎ সুন্দর মূর্তিটি। উত্তরার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবকে তিনি কেন অসমীচীন বোঝালেন, আবার মৎস্যদেশের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করলেন পুত্র অভিমন্যুর সঙ্গে উত্তরার বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে।

৫৪

সঞ্জয়ের দৌত্য

[উপপ্লব্য নগরে অভিমন্যু-উত্তরার বিবাহ উপলক্ষে আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলে সমবেত। সমবেত হলেন কৃষ্ণ-বলরাম প্রদ্যুম্ন শাম্ব সাত্যকি। দ্রুপদ রাজার উপস্থিতিতে বিবাহ সম্পন্ন হল। আলোচনান্তে স্থির হল দ্রুপদ রাজার পুরোহিত দূত হিসাবে হস্তিনাপুরে যাবেন ও যুধিষ্ঠিরের পক্ষে রাজ্য দাবি করবেন। এদিকে দ্রুপদ-পুরোহিতকে দৌত্যে পাঠিয়ে অর্জুন দ্বারকায় কৃষ্ণকে বরণ করতে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন দুর্যোধন নিদ্রিত কৃষ্ণের মাথার কাছে বসে আছেন, অর্জুন তখন পায়ের কাছে বসলেন। কৃষ্ণ জেগে উঠে উভয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে কনিষ্ঠ বলে অর্জুনের প্রার্থনা প্রথমে শুনতে চাইলেন। অর্জুন কৃষ্ণকে বরণ করতে চাইলেন। কৃষ্ণ জানালেন একদিকে নিরস্ত্র তিনি, অন্যদিকে তাঁর দশ কোটি নারায়ণী সৈন্য থাকবেন। অর্জুন কৃষ্ণকেই চাইলেন, দুর্যোধন আনন্দিত হয়ে দশ কোটি নারায়ণী সৈন্য গ্রহণ করে চলে গেলেন। অর্জুন কৃষ্ণকে সারথিরূপে চাইলেন, কৃষ্ণ সম্মত হলেন। ওদিকে দ্রুপদ-রাজপুরোহিত কৌরব সভায় গিয়ে যুধিষ্ঠিরের রাজ্য দাবি জানালেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন, যুধিষ্ঠিরের উপর বহু অন্যায় হয়েছে, এখন রাজ্য তাঁর প্রাপ্য। ধৃতরাষ্ট্র পুরোহিতকে প্রস্থান করতে বললেন। বললেন, তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে পাণ্ডবদের জানাবেন।]

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ পালন করে সঞ্জয় দূত হিসাবে পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করতে উপপ্লব্য নগরে উপস্থিত হলেন। সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে নীরোগ, সহায়শালী দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। তিনি বললেন, "মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আপনার, আপনার ভ্রাতাদের, দ্রৌপদী ও তাঁর পুত্রদের কুশল কামনা করেছেন। তিনি আপনার আত্মীয়বর্গের কুশল কামনা করেছেন।" যুধিষ্ঠির গবল্গনন্দনের কুশল প্রার্থনা করে বললেন, "আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে তোমার কষ্ট হয়নি তো? তোমাকে দেখে আমরা অত্যন্ত আনন্দলাভ করলাম। অনুজগণের সঙ্গে আমি কুশলেই আছি। দীর্ঘকাল পরে ভরতবংশীয়দের মঙ্গল সংবাদ পেয়ে, আর তোমাকে দেখে যেন ধৃতরাষ্ট্রকেই দেখছি বলে মনে হচ্ছে।" যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, দ্রোণ, মহারাজ বাহ্লিক, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, শল, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, যুযুৎসু, বৃদ্ধ স্ত্রীলোকগণ, জননীগণ, পাচিকাগণ, দাসীগণ, পুত্রবধূগণ, পুত্র, ভাগিনেয়, ভগিনীগণ ও দৌহিত্রগণ—প্রত্যেকের কুশল কামনা করলেন। ধৃতরাষ্ট্র যশকারক রাজকার্য চালাচ্ছেন কি না জানলেন, প্রার্থীদের মনোরথ পূর্ণ হচ্ছে কি না, তাও জিজ্ঞাসা করলেন। জানতে চাইলেন ভ্রাতাসহ যুধিষ্ঠিরের প্রতি তাঁর পূর্বস্নেহ আছে কি না।

এরপর যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন, "মেঘের তুল্য গম্ভীর শব্দকারী অর্জুনের বাণগুলি কৌরবেরা স্মরণ করেন তো? অর্জুনের তুল্য কিংবা তাঁর অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী কোনও যোদ্ধা পৃথিবীতে নেই, কারণ অর্জুন একবারে একষট্টিটি বাণ নিক্ষেপ করতে পারেন। গদাধারী বলবান ভীমসেনকে কৌরবেরা স্মরণ করেন তো? যে সহদেব দক্ষিণ ও বামহস্তে অস্ত্রক্ষেপ করে কলিঙ্গ-সৈন্যদের পরাজিত করেছিলেন, সেই সহদেবকে কৌরবেরা স্মরণ করেন তো? নকুল সমস্ত পশ্চিম দিক জয় করে আমার বশে এনেছিলেন, কৌরবগণ সেই নকুলকে স্মরণ করেন তো? দুর্যোধন প্রভৃতি ঘোষযাত্রায় গিয়ে মূর্খতাবশত গন্ধর্বগণ দ্বারা বশীভূত হয়েছিলেন। পরে ভীম ও অর্জুন তাদের উদ্ধার করেন। আমি যজ্ঞে ব্রতী থাকায় রক্ষাহোম দ্বারা অর্জুনের পৃষ্ঠ রক্ষা করছিলাম। পরে অর্জুন অক্ষতদেহে শত্রু বিজয় করে ফিরে আসেন। কৌরবেরা সেই বৃত্তান্ত স্মরণ রাখেন তো?"

সঞ্জয় বললেন, "পাণ্ডুনন্দন কৌরবশ্রেষ্ঠ! আপনি যে যে পরিজনের কুশল প্রশ্ন করলেন, তাঁরা কুশলেই আছেন। আপনি অবগত আছেন যে, দুর্যোধনের কাছে সাধুস্বভাব বৃদ্ধেরাও আছেন, আবার পাপাত্মারাও আছেন। সুতরাং আপনি ব্রাহ্মণদের জন্য যে বৃত্তি প্রদান করতেন, তা এখনও তেমনই করা হয়। আপনারা দুর্যোধনের কোনও অপকার করেননি, তবুও তিনি আপনাদের বিষয়ে অপকারীর মতো অধর্মের কাজ করেছেন, তা তাঁর পক্ষে ভাল হয়নি। ধৃতরাষ্ট্র কখনও অনুতাপ করেন, কখনও অমঙ্গল আশঙ্কা করেন কিন্তু সন্ধির প্রস্তাব দেন না। যুদ্ধের প্রসঙ্গ উঠলেই কৌরবেরা আপনাকে, অর্জুনকে এবং ভীমকে স্মরণ করেন। মানুষের ভবিতব্য কেউ বলতে পারে না—কারণ, আপনি নির্দোষ হয়েও ব্রতস্বরূপ এত কষ্ট ভোগ করেছেন। অজাতশত্রু রাজা, কষ্টে পড়লেও আপনার বুদ্ধি দ্বারাই বৈষম্যের মধ্যে সাম্য স্থাপনে সামর্থ্য। পাণ্ডুপুত্রেরা ইন্দ্রতুল্য। ভোগের জন্য তাঁরা ধর্ম ত্যাগ করবেন না। যাতে ধৃতরাষ্ট্রের ও পাণ্ডু-পুত্রের মধ্যে সাম্য স্থাপন হয়, তা বুদ্ধির বলে আপনি একাই করতে পারেন। মহারাজ আমি ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর পুত্রদের বক্তব্য আপনার কাছে নিবেদন করব।" যুধিষ্ঠির জানালেন যে পাণ্ডব, সঞ্জয়, কৃষ্ণ, সাত্যকি ও বিরাট উপস্থিত আছেন। সুতরাং সঞ্জয় নির্ভয়ে আপন বক্তব্য বলতে পারেন।

সঞ্জয় বললেন, "যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ, সাত্যকি, চেকিতান, বিরাট, বৃদ্ধ পাঞ্চাল রাজা এবং পৃষতনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন—আমি সকলকে সম্বোধন করছি। কুরুকুলের মঙ্গলের জন্য আমি যা বলব, আপনারা তা শ্রবণ করুন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র শান্তি চান, শান্তি কামনা করেই তিনি আমার রথের যোজনা করে অতি দ্রুত এখানে পাঠিয়েছেন। পাণ্ডবগণ আপনারা সর্বপ্রকার ধর্ম, বীরযোগ্য আকৃতি, কোমলতা ও সরলতা যুক্ত এবং সদ্বংশে জাত। আপনারা নিষ্ঠুর নন, দাতা ও লজ্জাশীল এবং কর্মফলও জানেন। অতএব জ্ঞাতিবধরূপ নিষ্ঠুর কার্য আপনাদের করা উচিত নয়, আর নিষ্ঠুর কার্য করা আপনাদের স্বভাব নয়। জ্ঞাতিবধের কলঙ্ক আপনাদের শুভ্র বস্ত্রে কালি লাগাবে। যে যুদ্ধে সর্বনাশ, পাপ ও স্বাভাবিক নরকের সম্ভাবনা, সেই যুদ্ধে জয়-পরাজয় দুই সমান। কোনও বুদ্ধিমান লোক সেই যুদ্ধের আয়োজন করেন না।

"জ্ঞাতির উপযুক্ত কাজ যাঁরা করেন, তাঁরাই ধন্য, তাঁরাই পুত্র, সুহৃদ ও বান্ধব। সম্ভবত

এই যুদ্ধ হলে দুর্যোধন প্রভৃতি নিন্দিত কৌরব ও তাঁদের সহায়তাকারীরা মৃত্যুবরণ করবে। তাতে তো তাঁদের মঙ্গলই হবে। বিরোধী সকল কৌরবকে বধ করে, আপনাদের সে জ্ঞাতিবধবশত জীবন মৃত্যুরই তুল্য। আবার কোন লোকের পক্ষে কৃষ্ণ, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকির সঙ্গে আপনাদের জয় করতে পারবে? আবার ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, শল্য প্রভৃতি বীরগণ রক্ষিত কৌরবদেরই বা সহজে কে জয় করতে পারবে? নিজে অক্ষত থেকে দুর্যোধনের বিশাল বাহিনী ধ্বংস করার সম্ভাবনাও অল্প। সুতরাং আমি আপনাদের জয়ে বা পরাজয়ে কোনও মঙ্গল দেখতে পাচ্ছি না। নীচ বংশজাত নীচ লোকেদের মতো পাণ্ডবেরা কী করে ধর্ম ও অর্থশূন্য জ্ঞাতিবধরূপ কাজ করতে পারেন? আমি কৃষ্ণ ও বৃদ্ধ দ্রুপদরাজার কাছে প্রণত হয়ে নিবেদন করছি কুরুবংশ ও সৃঞ্জয়বংশের মঙ্গলের পথ আপনারা দেখুন। আমি কৃতাঞ্জলি হয়ে আপনাদের শরণাপন্ন হলাম। কৃষ্ণ ও অর্জুন যে আমার কথা শুনবেন না, এ হতে পারে না। কারণ প্রার্থনা করলে এঁরা প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারেন, অন্য বস্তু দিতে পারবেন না কেন? আমি সন্ধি স্থাপনের জন্য বলছি। ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রেরও তাই মত।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "সঞ্জয় তুমি আমার মুখে যুদ্ধের অভিপ্রায়সূচক কোনও কথা শুনেছ, যে তুমি যুদ্ধ থেকে ভয় পাচ্ছ। সন্ধি সর্বদাই যুদ্ধের থেকে ভাল। একথা জেনেও কোন মূর্খ যুদ্ধ করতে যায়? আমি জানি, মনের ইচ্ছা অনুযায়ী ফল পেলে, সে আর উপযোগী কর্ম করে না। এমনকী যুদ্ধ ছাড়া অল্প পেলেও, তাকেই সে যথেষ্ট মনে করে। অন্য উপায় থাকলে মানুষ যুদ্ধ করবে না। দৈব অভিশপ্ত কোন লোকই বা স্বেচ্ছায় যুদ্ধবরণ করে? সুতরাং সুখাভিলাষী পাণ্ডবেরা ধর্মসঙ্গত ও লোকহিতকর কার্য করে থাকেন। পাণ্ডবেরা ধর্মপথেই সুখ চান। কষ্টসাধ্য ও দুঃখজনক যুদ্ধের কামনা করেন না। ভোগের আনন্দ যে চায়, সে দুঃখ বিনাশ করে সুখই চায়। বিষয়ের অভিলাষ মানুষের দুঃখের কারণ হয়, বিষয়ের অভিলাষ মানুষের শরীর দগ্ধ করে। অগ্নি যেমন বাতাসের দ্বারা বর্ধিত হয়, ভোগেও তেমনই বিষয়ের অভিলাষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। জ্বলন্ত আগুন ঘৃত পেয়ে তৃপ্তি লাভ করে না। মানুষও তেমনই কাম ও অর্থলাভ করে তৃপ্তি পায় না। বিশাল ভোগরাশি পেয়েও পুত্রদের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের তৃপ্তিলাভ হয়নি।

"যে লোক শ্রেষ্ঠ নয়, সে অধিক ভোগ করতে পারে না। অপ্রধান লোক গীত শ্রবণ করে না, মাল্য, গন্ধ ও অনুলেপন সেবন করতে পারে না এবং তাঁরা উত্তম বস্ত্রও পরতে পারে না। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র কৌরবদের সম্পত্তি থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন। কী আশ্চর্য! সেই বঞ্চনার জন্যই দুর্যোধনের ইচ্ছা জন্মেছে, সেই ইচ্ছা প্রতিনিয়ত তাকে দগ্ধ করছে। রাজা ধৃতরাষ্ট্র সংকটে পড়েছেন। তিনি পরের শক্তি যাচাই করতে চাইছেন, নিজের শক্তি বুঝতে পারছেন না। বুদ্ধিমান লোক নিজের চরিত্র যেমন দেখেন, পরের চরিত্রও তেমনই দেখেন। মানুষ যেমন তৃণরাশিতে আগুন দিয়ে, নিজেই পালাবার পথ পায় না, দুর্যোধনেরও সেই একই অবস্থা ঘটেছে। রাজা ধৃতরাষ্ট্র অতুল ঐশ্বর্য লাভ করেও দুর্বুদ্ধি, কুটিলপ্রকৃতি, মূর্খ, বিকৃতচিত্ত এবং কুমন্ত্রীগণে পরিবেষ্টিত পুত্র দুর্যোধনকে আশ্রয় করে এখন কেন বিলাপ করছেন? দুর্যোধন ও তার স্বভাব জানা ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের বাক্য অগ্রাহ্য করে অধর্মকে আশ্রয়

করে চলছেন। বিদুর বুদ্ধিমান, কৌরবগণের হিতৈষী, বহু শাস্ত্রজ্ঞ, বাগ্মী ও সচ্চরিত্র। তবুও রাজা ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রণাকালে সেই বিদুরকেই বাদ দিয়েছিলেন।

"সঞ্জয়, দুর্যোধন মানীগণের মান নষ্ট করে, অথচ নিজে মান কামনা করে। ধর্ম ও অর্থ অতিক্রম করে। দুর্যোধন, দুঃসাহসী, কটুভাষী, ক্রোধীগণের অনুগামী, লোভী, দুর্জনসেবী, অবিনীত, অমঙ্গলস্বভাব, চিরক্রোধী, মিত্রদ্রোহী ও পাপবুদ্ধি। সেই কারণে বিদুরের বক্তব্য দুর্যোধনের ভাল লাগে না। আর কৌরবেরা বিদুরের মতের অনুসরণ না করে, আপনাদের ধ্বংসকেই ডেকে এনেছে। বর্তমানে অর্থলোভী দুর্যোধনের সকল পরামর্শদাতা—দুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণ। ধৃতরাষ্ট্র, বিদুরকে সরিয়ে দিয়ে ছল করে আমাদের রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলেন। সুতরাং এখন কীভাবে পাণ্ডব ও কৌরবদের মঙ্গল হবে, তা আমি বুঝতে পারছি না। আমরা বনে চলে গেলে ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধন সমস্ত ধনই নিজেদের বলে মনে করেছিলেন। তাঁরা সমগ্র পৃথিবীতে একটি বিশাল রাজ্যলাভের আশা করেছিলেন। এখন তাঁদের কাছ থেকে শান্তি পাবার কোনও পথই নেই।

"যুদ্ধে সশস্ত্র অর্জুনকে জয় করতে পারবে বলে কর্ণ মনে করে, কিন্তু তা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ, পূর্বেও অনেকগুলি গুরুতর যুদ্ধ হয়ে গেছে। সেগুলি কর্ণ দুর্যোধন প্রভৃতিকে আশ্রয় দিতে পারেনি। কর্ণ, দুর্যোধন, দ্রোণ, ভীষ্ম প্রমুখ কৌরব রক্ষীরা সকলেই জানেন যে অর্জুন তুল্য মহাধনুর্ধর পৃথিবীতে দ্বিতীয় নেই। সেই অর্জুন উপস্থিত থাকতেও যে রাজ্য দুর্যোধনের হাতে গিয়েছিল, তার কারণ সকলেরই জানা। কিন্তু এখন অর্জুন ধর্মপাশমুক্ত। মূর্খ দুর্যোধন এখনও মনে করে বিশাল গাণ্ডিবধারী ও ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করে পাণ্ডবদের যে রাজ্য হরণ করেছে সেই পাণ্ডবপ্রাপ্য সে নিজের অধিকারে রাখতে পারবে। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা যতক্ষণ গাণ্ডিবের বিশাল টংকারধ্বনি না শুনছে ততক্ষণই জীবিত থাকছে। আর দুর্যোধনও যতক্ষণ গদাহস্তে ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে না দেখছে, ততক্ষণই অভীষ্ট বিষয়কে সিদ্ধ বলে মনে করছে। বীর ও সহিষ্ণু ভীমসেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব জীবিত থাকতে, ইন্দ্রও আমাদের ঐশ্বর্য হরণ করতে পারবেন না। বৎস সঞ্জয়, বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র যদি দুর্যোধনের সঙ্গে পাণ্ডবদের প্রাপ্য রাজ্য ফিরিয়ে দেন, তা হলে তারা পাণ্ডব কোপানলে বিনষ্ট হয়ে যাবেন না।

অদ্যাপি ত্বমাস্থ তথৈব বর্ত্ততাং শান্তিং গমিষ্যামি যথা তত্তত্র।
ইন্দ্রপ্রস্থে ভবতু মমৈব রাজ্যং সুযোধনো যচ্ছতু ভাবতাগ্র্যঃ ॥ উদ্‌যোগ : ২৬ : ২৯ ॥

এখনও সেখানে পূর্বের শান্তি সম্ভাব বজায় থাকবে, তুমি যেমন বলছ, তেমনই সন্ধি হবে। ভরতশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন আমার ইন্দ্রপ্রস্থ ফিরিয়ে দিন, তা আমার রাজ্য হোক।"

সঞ্জয় বললেন, "পাণ্ডুনন্দন পার্থ আপনার সকল কাজেই সর্বদা ধর্ম অক্ষুণ্ণ থাকে; এ আমি লোকমুখে শুনেছি, প্রত্যক্ষও দেখছি। কিন্তু আপনি একটু ভেবে দেখুন, মানুষের জীবন অনিত্য এবং প্রত্যহ গুরুতর বিঘ্নে পরিপূর্ণ। কাজেই, আপনি ধর্ম নষ্ট করবেন না।

ন চেদ্ভাগং কুরবোহন্যত্র যুদ্ধাৎ প্রযচ্ছেরংস্তুভ্যম-জাতশত্রো।
ভৈক্ষচর্যামন্ধকবৃষ্ণিরাজ্যে শ্রেয়ো মন্যে ন তু যুদ্ধেন রাজ্যম্ ॥ উদ্‌যোগ : ২৭ : ২ ॥

অজাতশত্রু! কৌরবেরা যদি যুদ্ধ ছাড়া আপনাকে রাজ্যের ভাগ না দেন, তা হলে অন্ধক ও বৃষ্ণিদের রাজ্যে ভিক্ষা করাও আপনার পক্ষে ভাল মনে করি; কিন্তু যুদ্ধ করে আপনার রাজ্য লাভ করা ভাল মনে করি না।

"মানুষের জীবন অল্পস্থায়ী, বিঘ্নে পরিপূর্ণ, সর্বদা দুঃখময় ও চঞ্চল। যুদ্ধ আপনার যশের সহায়ক নয়। পাণ্ডুনন্দন আপনি পাপজনক যুদ্ধ করবেন না। রাজা, ধর্মাচরণের বিঘ্নসৃষ্টিকারী বস্তুকেই মানুষেরা আঁকড়ে ধরে; বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাই কামনাকেই বিনষ্ট করেন। তাঁরা নির্মল প্রশংসার অধিকারী হন। জগতে অর্থতৃষ্ণাই রজ্জু, তা মানুষকে ধর্মভ্রষ্ট করে। কিন্তু যে লোক অর্থ নয়, ধর্মকেই বরণ করে, সে-ই বুদ্ধিমান। ধর্ম, অর্থ, কামের মধ্যে যে ব্যক্তি ধর্মকে গ্রহণ করে, সেই সূর্যের মতো দীপ্তিমান হয়। ধর্মহীন পাপবুদ্ধি লোক পৃথিবী পেলেও অবসন্ন হয়ে পড়ে। যে লোক স্বর্গলাভে বিশ্বাসী হয়ে বেদ অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য, যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণগণকে দান করে, সে বহুকালের জন্যই সুখভোগে আত্মসমর্পণকারী। যে লোক এগুলি করে না, সে দুঃখশয্যা ভোগ করে। পরলোকে অবিশ্বাসী ব্যক্তিরা ধন উপার্জন করে, কিন্তু ধর্মত্যাগ করে অধর্মই করতে থাকে। সেই বিকৃতচিত্ত মূর্খ লোক দেহত্যাগ করে পরলোকে গিয়ে কেবল দুঃখই ভোগ করে।

"রাজা পরলোকে পাপ-পুণ্য দুই কর্তার আগে গমন করে। কর্তা পরে যান। লোকে বলে সমস্ত জীবন আপনি উত্তম দক্ষিণাযুক্ত বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ প্রভৃতি করেছেন। সজ্জনেরা যে সকল কার্য উত্তম ফলদায়ক বলে চিহ্নিত করেন, সব পুণ্যকর্মই আপনি করেছেন। মানুষ পরলোকে জরা, মৃত্যু, ভয় ত্যাগ করে; কিন্তু ক্ষুধা পিপাসা মনের অপ্রিয় চিন্তা ত্যাগ করতে পারে না। আর পরলোকে ভোগ ব্যতীত অন্য কোনও কাজ থাকে না। পাণ্ডুনন্দন আপনি কামনাবশত নরকে যাবেন না, আপনি মুক্তির চেষ্টা করুন। আপনি সৎকার্যের সীমায় পৌঁছেছেন। এখন ইন্দ্রিয়দমন, সত্য, সরলতা, দয়া, অশ্বমেধ, রাজসূয় ও অন্যান্য যাগ পরিত্যাগ করে পাপের শেষ সীমায় যাবেন না। আপনি যদি চিরকাল পাপকার্য করতেন, তবে কেন ধর্ম-পালনের জন্য বারো বছর যাবৎ দুঃখজনক বনবাস করলেন? মহাবীর কৃষ্ণ, সাত্যকি এবং দ্রুপদ প্রভৃতি রাজারা চিরকাল তো আপনার সহায় ও বশীভূত আছেন। এঁদের সৈন্যও আপনার অধীনে ছিল। অতএব সেই দ্যূতক্রীড়ার সময়ে এঁদের পরিত্যাগ না করে, তখনই তো যুদ্ধ করতে পারতেন। বীরগণ, পুত্রগণের সঙ্গে মৎস্যদেশীয় স্বর্ণরথ বিরাটরাজা, এবং আপনি পূর্বে যাঁদের জয় করেছিলেন, সেই রাজারা তো তখনও আপনার পক্ষ অবলম্বন করতেন। কৃষ্ণ ও অর্জুনের সাহায্যে বিপক্ষবীরদের সংহার করে তখনও আপনি দুর্যোধনের দর্পচূর্ণ করতে পারতেন। পরকে শক্তিশালী হতে দিয়ে, নিজে কষ্ট পেয়ে, বারো বছর বনে বাস করে, এখন এই অসময়ে যুদ্ধ করতে চাইছেন কেন?

"পৃথানন্দন, নির্বোধ পাপী লোকেরাও যুদ্ধ করে সম্পদ লাভ করে, আবার বুদ্ধিমান কিংবা ধার্মিক লোকেরাও দৈববশত যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সম্পত্তি-বিচ্যুত হন। আপনি কোনওদিন পাপকার্য করেননি, ক্রোধবশতও পাপ আপনাকে স্পর্শ করতে পারেনি। মহারাজ! আপনি বিষতুল্য ক্রোধকে পান করুন এবং শান্ত হোন। আপনার পক্ষে ক্ষমা করাই ভাল; কিন্তু ভোগ ভাল নয়। যে ভোগে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম নিহত হবেন, অশ্বত্থামাসহ দ্রোণ

নিহত হবেন। কৃপ, শল্য, সোমদত্ত, বিকর্ণ, বিবিংশতি, কর্ণ, দুর্যোধন—এঁদের বধ করে, আপনি যা লাভ করবেন, সে সুখ আপনার পক্ষে কেমন হবে? রাজা আপনি সমগ্র পৃথিবী জয় করেও জরা, মৃত্যু, প্রিয়, অপ্রিয়, সুখ ও দুঃখ ত্যাগ করতে পারবেন না, এই কথা ভেবে আপনি কখনও যুদ্ধ করবেন না। তারপর, আপনি যদি এই অমাত্যবর্গের ইচ্ছাতেই এই যুদ্ধ করবার ইচ্ছা করে থাকেন, তবে তাঁদের নিজের সর্বস্ব দিয়ে আপনি তপোবনে চলে যান; কিন্তু আজ স্বর্গের পথ থেকে বিচ্যুত হবেন না।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "সঞ্জয় তুমি যথার্থই বলেছ। কর্মের মধ্যে ধর্মই প্রধান। তুমি আগে বোঝার চেষ্টা করো, আমি ধর্ম করছি না অধর্ম করছি। তারপর আমার নিন্দা কোরো। ধর্ম অত্যন্ত সূক্ষ্ম বস্তু। তার বিচার করাও কঠিন। কোথাও অধর্মকেই ধর্ম মনে হয়। কোথাও বা ধর্মকে অধর্ম মনে করা হয়। কোথাও বা ধর্ম ধর্মদর্পেই থাকেন। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিচার বিবেচনা করে তা পরীক্ষা করে থাকেন। দেখো, নিজের ব্যবসায় নষ্ট হলে, মানুষ অন্যের ব্যাবসা দ্বারা জীবন নির্বাহ করে থাকেন। এটাই ধর্ম। কিন্তু নিজের ব্যবসায় জীবিকা নির্বাহ হলে যে পরের ব্যবসায় ধরে, সেটা অধর্ম। আবার নিজের ব্যবসায় জীবিকা নির্বাহ না হলে, যে পরের ব্যাবসা না ধরে, সেটা অধর্মের কাজ। এইরূপ ব্যক্তিরা সর্বদাই নিন্দনীয়। আবার পরের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে। অতএব নিজের ব্যবসায় জীবিকা নির্বাহ না হলে পরের ব্যবসায়ও করা যায়। সঞ্জয় আমরা স্ববৃত্তিতে থেকেই পরের বৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হচ্ছি, এ কথা তোমাকে বুঝতে হবে। তাঁরাই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে পারেন, যাঁরা মুক্তির জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সে পথও কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের পথ। যাঁরা ব্রাহ্মণভিন্ন অজ্ঞানী, তাঁদের জীবিকা নির্বাহের জন্য সংসারে বাস করে, সকলের সঙ্গে থেকে একই বৃত্তি অবলম্বন করবেন।

"আমার পূর্বপুরুষগণ, যাঁরা যজ্ঞফলকামী ছিলেন, তাঁরা সকলেই একই পথে থেকে ধর্ম করে গিয়েছেন। আমি আস্তিক লোক। সুতরাং আমি তদ্ভিন্ন অন্য পথ অবলম্বন করতে পারি না। সঞ্জয় এই পৃথিবী, পৃথিবীর উপরে দেবলোক, দেবলোকের উপরে প্রাজাপত্য লোক, তারও উপরে ব্রহ্মলোক—আমি অধর্ম অনুসারে এর কোনওটাই পেতে ইচ্ছা করি না। ধর্মনিয়ন্তা, সর্বকার্যনিপুণ, নীতিজ্ঞ, ব্রাহ্মণসেবক ও বুদ্ধিমান কৃষ্ণ এখানে উপস্থিত আছেন। ইনিই বলুন না যে, আমি অধর্ম অনুসারে কিছু চাই কি না। আমি যদি অনুনয়-বিনয় ত্যাগ করতাম, তবে নিন্দনীয় হতাম। আর আমি যদি যুদ্ধ আরম্ভ করে স্বধর্ম ত্যাগ করি, তবেই নিন্দনীয় হব। কৃষ্ণ উভয়পক্ষের হিতৈষী, সেই মহাযশা কৃষ্ণই বলুন, আমার বক্তব্যে কোনও ভুল আছে কি না। কৃষ্ণ বুদ্ধিমান, শত্রুদমন, বন্ধুবর্গের পরিচালক, সকল অভীষ্ট দায়ক। তাঁর আশ্রিত রাজা কিংবা বন্ধু কোনও দুঃখ ভোগ করেন না। কৃষ্ণ সূক্ষ্মতত্ত্বজ্ঞ, তিনি সাধুস্বভাব ও আমাদের প্রিয়, আমি কৃষ্ণের বাক্য লঙ্ঘন করি না। তুমি কৃষ্ণের বক্তব্য শোনো।"

কৃষ্ণ বললেন, "আমি পাণ্ডবদের অবিনাশ, সম্পদ ও প্রিয়কার্য ইচ্ছা করি ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদেরও উন্নতি কামনা করি। আমি উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তি চাই। রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্যবিষয়ে অতি দুষ্কর নিস্পৃহতা দেখিয়েছেন। পুত্রগণ সহ ধৃতরাষ্ট্র সেই রাজ্যবিষয়ে অত্যন্ত অভিলাষ দেখিয়েছেন। তুমি আমার অথবা যুধিষ্ঠিরের কোনও ধর্মচ্যুতি দেখেছ,

সঞ্জয়? তুমিই স্থির করো এই দুই পক্ষের মধ্যে কেন কলহ বৃদ্ধি হবে না? তুমি যুধিষ্ঠিরের স্বধর্মচিন্তায় ব্যস্ত, তাঁর ধর্মচ্যুতির সম্ভাবনায় কাতর। কিন্তু যুধিষ্ঠির তো পরের রাজ্য চাননি, আপন রাজ্য শর্ত শেষ করে পেতে চেয়েছেন।

"যুধিষ্ঠির শাস্ত্র অনুযায়ী গার্হস্থ্যধর্মে আছেন। সুতরাং তুমি তাঁর ধর্মলোপের কথা কেন বলছ? ব্রাহ্মণেরা ওঁর মত অনুসারী। উনিও ব্রাহ্মণদের মতানুযায়ী চলেন। কর্মদ্বারা পরলোকে সিদ্ধি হয়। কর্ম ছাড়া পরলোকে সিদ্ধির চিন্তা দুর্বলের নিষ্ফল উক্তিমাত্র। দেবতারাও নিরন্তর কর্ম করে চলেছেন, চন্দ্রও কর্মানুযায়ী মাস, অর্ধমাস ও নক্ষত্র সম্বন্ধ পান, সূর্যও কর্মধারা অনুযায়ী দিন ও রাত্রি সম্পাদন করেন। পৃথিবী দেবীও অনলস কর্ম দ্বারা গিরি নদী প্রভৃতির গুরুভার বহন করেন। অলস ব্যক্তির ফললাভ চিন্তা বাতুলতা মাত্র। সমগ্র দেবসমাজ, নক্ষত্রমণ্ডলী, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য কর্মের বলেই আপন আপন লোকে বিচরণ করেন। সঞ্জয় তুমি ধর্ম জানো এবং জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ। তুমি কেন কৌরবদের হিতের জন্য যুধিষ্ঠিরের দোষের কথা বলছ। যুধিষ্ঠির বেদবিৎ, যজ্ঞবিৎ এবং শাস্ত্র এবং অস্ত্রবিদ। কৌরবদের বধ না করে কীভাবে পাণ্ডবেরা আপন রাজ্য লাভ করতে পারেন, বলতে পারো? তেমন কোনও পথ থাকলে ভীমসেনকে সৎ ব্যবহারে আবদ্ধ রেখেই এঁরা ধর্মরক্ষারূপ কার্য করতে পারতেন। পাণ্ডবেরা ক্ষত্রিয়। শক্তি অনুসারে যুদ্ধ করতে গিয়ে ভাগ্যদোষে যদি এঁদের মৃত্যু ঘটে, সে মৃত্যুও প্রশংসনীয় হবে। তুমি যুদ্ধ না করাকেই প্রধান ধর্ম মনে করছ, কিন্তু ক্ষত্রিয়দের প্রধান ধর্ম কী? তুমি ধর্মপরায়ণ। চার বর্ণের প্রধান কর্ম তোমার জানা আছে। তা চিন্তা করে দেখো, তারপর পাণ্ডবদের কাজের নিন্দা বা প্রশংসা কোরো। ব্রাহ্মণের কাজ অধ্যয়ন, যজন, দান এবং তীর্থগমন। আর অধ্যাপন, যজমানদের যাজন এবং বিহিত প্রতিগ্রহ করবেন। ক্ষত্রিয়দের কাজ প্রজাপালন, দান, যজ্ঞ, বেদ অধ্যয়ন করা, বিবাহ করা ও পুণ্য গার্হস্থ্য জীবনযাপন করবেন। বৈশ্য ধার্মিক থেকে, অধ্যয়ন করে, কৃষি, গোপালন ও বাণিজ্য দ্বারা ধন উপার্জন করে, সাবধানে তা রক্ষা করে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের প্রিয়াচরণ করে পুণ্য গার্হস্থ্য জীবনযাপন করবে। আর শূদ্র অধ্যয়ন করবে না, যজ্ঞ করবে না, সেবাদ্বারা ধন অর্জন করার জন্য সর্বদা উদ্‌যোগী ও আলস্যবিহীন হবে। সঞ্জয় এইবার তুমি কৌরবদের কার্যগুলি পর্যালোচনা করো।

"ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর পুত্রগণ, প্রাচীন রাজধর্ম উপেক্ষা করে বিনা কারণে পাণ্ডবদের ধর্মসংগত পৈতৃক রাজ্য হরণ করার চেষ্টা করছেন। যে লোক গোপনে অন্যের ধন হরণ করে, অথবা যে লোক প্রকাশ্যে বলপূর্বক অপরের ধন হরণ করে—উভয়েই চোর, উভয়েই নিন্দনীয়। দুর্যোধনের সঙ্গে চোরের কী পার্থক্য আছে? দুর্যোধন ক্রোধের বশে পাণ্ডবদের ধন কেড়ে নিতে চাইছে; সুতরাং আমাদের সেই ভাগ অন্য কেউ কেন নেবে, আমরাই বা তা ছাড়ব কেন? নিজের প্রাপ্য আদায়ের জন্য যুদ্ধে যদি আমাদের মৃত্যুও ঘটে, তবে তাও গর্বের। পরের রাজ্য থেকে পৈতৃক রাজ্য শ্রেষ্ঠ। সঞ্জয় এই প্রাচীন ধর্মগুলি কৌরব সভামধ্যে বোলো। গর্বে মত্ত দুর্যোধন কতকগুলি মূর্খ রাজাকে একত্রে রেখেছে। কৌরব সভায় কতখানি দূষণীয় কার্য তারা করেছিল; তা তুমি মনে রেখো। পাণ্ডবদের প্রিয়তমা ভার্যা, যশস্বিনী, সৎস্বভাবা, সদ্ব্যবহারা দ্রৌপদীকে টেনে হিঁচড়ে রজস্বলা অবস্থায় সভামধ্যে নিয়ে

যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু কৌরবেরা তা উপেক্ষা করেছিলেন। তখন যদি সমবেতভাবে বালক ও বৃদ্ধবর্গের সঙ্গে কৌরবেরা ধৃতরাষ্ট্রের ইঙ্গিতে দ্রৌপদীকে সভায় আসতে বারণ করতেন, তবে আমারও প্রিয় কার্য করা হত এবং ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর পুত্রদেরও মঙ্গল হত।

"সমস্ত জগতের রীতিকে লঙ্ঘন করে দুঃশাসন সভার মধ্যে শ্বশুরদের সামনে দ্রৌপদীকে টেনে নিয়ে গেল। দীন, হতভাগিনী দ্রৌপদী সেখানে গিয়ে বিদুর ছাড়া অন্য কাউকেই রক্ষক পেলেন না। অন্য রাজারা দুর্বলতাবশত কোনও প্রতিবাদ করলেন না। একমাত্র বিদুর সেই নির্বোধ দুর্যোধনের এই অন্যায় কার্যের প্রতিবাদ করেছিলেন। সঞ্জয় তুমি দ্যুতসভায় প্রতিবাদী ছিলে না, কিন্তু দ্রৌপদীর উপর লাঞ্ছনা চোখের সামনে দেখেছিলে। এর পরেও তুমি যুধিষ্ঠিরকে ধর্মোপদেশ দেওয়ার ইচ্ছা করছ? সামান্য নৌকা যেমন দুরন্ত সমুদ্রপ্রবাহ অতিক্রম করে তীরে পৌঁছয়, সেদিন দ্রৌপদী দুষ্কর কার্য সম্পাদন করে দারুণ কষ্ট থেকে পাণ্ডবদের ও নিজেকে উদ্ধার করেছিলেন। দ্রৌপদী তখন সভার মধ্যে শ্বশুরদের মধ্যে ছিলেন—সেই শ্বশুরদের সামনেই পুত্রবধূ দ্রৌপদীকে সূতপুত্র কর্ণ বলেছিল, 'যাজ্ঞসেনী তোমার আর কোনও উপায় নেই; সুতরাং তুমি দুর্যোধনের ভবনে গমন করো। কারণ পরাজিত পাণ্ডবেরা এখন আর তোমার পতি নন। অতএব ভাবিনি, তুমি এখন অন্য পতি বরণ করো।' মর্মঘাতী, অতিদারুণ, তীক্ষ্ণতেজা যে বাক্যময় বাণ কর্ণ উচ্চারণ করেছিলেন, অর্জুনের হাড় ছেদন করে তা অন্তরে প্রবেশ করেছিল। সে বাণ এখনও অর্জুনের হৃদয়ে গ্রথিত আছে। তারপর পাণ্ডবেরা বনে যাবার সময়ে যখন কৃষ্ণসারের চর্ম পরিধান করেছিলেন, তখন দুঃশাসন পাণ্ডবদের কটুবাক্য বলেছিল, 'ক্লীব তিলের মতো এই পাণ্ডবেরা সকলে বিনষ্ট হয়ে গেল এবং দীর্ঘকালের জন্য নরকালয়ে গমন করল।' আর গান্ধার শকুনিও দ্যুতক্রীড়ার সময়ে শঠতা করে যুধিষ্ঠিরকে বলেছিল, 'নকুলও পরাজিত হল, সুতরাং এখন আর তোমার কী আছে? এখন তুমি দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণাকে পণ ধরেই খেলা করো।'

"সঞ্জয় সেই দ্যুতক্রীড়ার সময়ে যা কিছু হয়েছিল, যে যে বাক্য বলা হয়েছিল, সবই গর্হিত ছিল। অতএব এই বিপদসংকুল সন্ধিকার্যে আমি নিজেই সেখানে যেতে ইচ্ছা করি। যদি পাণ্ডবদের স্বার্থ হানি না করে কৌরবদের শান্ত করতে পারি, তা হলে গুরুতর একটা পুণ্যের কাজ করব। কৌরবরাও মৃত্যুপাশ থেকে মুক্ত হবে। আমি একবার শেষ চেষ্টা করব, কৌরবেরা শুনলে ভাল, না শুনলে রথারোহী অর্জুন ও যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত ভীমসেনকে দেখতে পাবে। দুর্যোধন যত কুৎসিত আচরণ দ্যুতসভায় করেছিল ভীম গদা ধারণ করে তার প্রত্যেকটির উত্তর দেবেন।

"দুর্যোধন একটা ক্রোধময় মহাবৃক্ষ; কর্ণ তার স্কন্ধ, শকুনি তার শাখা, দুঃশাসন তার প্রকাশিত পুষ্প ও ফল। আর বিবেচনাহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্র তার মূল। আর যুধিষ্ঠির একটা ধর্মময় প্রশস্ত বৃক্ষ; অর্জুন তার স্কন্ধদেশ; ভীমসেন তার শাখা; নকুল ও সহদেব তার প্রকাশিত ফুল ও ফল। আর স্বগুণ ব্রহ্ম কৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণগণ তার মূল। আবার সঞ্জয়! পুত্রগণসমন্বিত ধৃতরাষ্ট্র একটা বন এবং সেই বনে পাণ্ডবেরাই সিংহ। সুতরাং সিংহরক্ষিত বন বিনষ্ট হয় না এবং বনরক্ষিত সিংহও বিনষ্ট হয় না। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা লতার মতো;

পাণ্ডবেরা শাল গাছের মতো। মহাবৃক্ষের আশ্রয় ছাড়া লতারা বাঁচবে কী করে? শত্রুদমনকারী পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির সেবা করার জন্যও প্রস্তুত আছেন, আবার যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত আছেন। এখন ধৃতরাষ্ট্রকেই ঠিক করতে হবে, তিনি কী চাইবেন। পাণ্ডবেরা শান্তিতে বিশ্বাসী, প্রয়োজনে অস্ত্রধারণেও পটু। এই অবস্থায় তুমি গিয়ে যথাযথ ধৃতরাষ্ট্রকে বলবে।"

সঞ্জয় বললেন, "নরশ্রেষ্ঠ, আমি আপনার কাছে যাত্রার অনুমতি প্রার্থনা করি; পাণ্ডব আমি এখন যাব, আপনার মঙ্গল হোক। আমি মনের আবেগে আমার কথায় আপনাদের সম্বন্ধে কোনও অন্যায় কথা বলিনি তো? কৃষ্ণ, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও চেকিতানের কাছেও আমি যাত্রার অনুমতি প্রার্থনা করছি। আপনাদের মঙ্গল ও সুখ হোক। আপনারা প্রীতি প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমাকে দেখুন।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "সঞ্জয় আমরা অনুমতি দিলাম, তোমার মঙ্গল হোক; তুমি যেতে পারো। সঞ্জয় তুমি কখনও আমাদের অপ্রিয় চিন্তা কোরো না। কৌরবেরা এবং আমরা সকলেই তোমাকে নির্মলচিত্ত ও যথার্থ মধ্যস্থসভ্য বলে বিবেচনা করি। তুমি বিশ্বস্ত দূত ও পরম প্রীতির পাত্র এবং তোমার বাক্যও মধুর। আর তুমি সচ্চরিত্র ও সন্তুষ্ট চিত্ত। তুমি কখনও মতিভ্রমে পতিত হও না এবং কটু-বাক্য বললেও ক্রুদ্ধ হও না। তুমি কখনও মর্মপীড়াজনক কর্কশবাক্য এবং কটু ও নীরস বাক্য বলো না। তোমার বাক্য ধর্মমনোহর, অর্থযুক্ত অথচ হিংসাশূন্য। তুমিই আমার আমাদের প্রিয়তম দূত হিসাবে এসেছিলে। এর পরে হয়তো বিদুরও আসতে পারেন। তোমাকে আগেও অনেকবার দেখেছি। আগে তুমি অর্জুনের প্রাণতুল্য প্রিয় সখা ছিলে।"

এর পর যুধিষ্ঠির সর্বপ্রথম বেদপাঠক ব্রাহ্মণদের, ভিক্ষু, তপস্বী ও বৃদ্ধদের কুশল জানাবার কথা বললেন। আচার্য ও পুরোহিতদের প্রণাম জানালেন। ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপকে প্রণাম জানালেন। অশ্বত্থামা, দুর্যোধন, দুঃশাসনের, বৈশ্যপত্র যুযুৎসু, শকুনি, ভূরিশ্রবা, শল্য, শল, পুরুমিত্র ও জয়, সোমদত্ত, কর্ণ, শকুনির ও অন্য ভ্রাতাদের মঙ্গলকামনা করলেন। বিদুরকে প্রণাম জানালেন। অন্তঃপুরিকা, বৃদ্ধ স্ত্রীলোক, রাজার ভার্যা, পুত্রবধূস্থানীয়া ও রাজকন্যাকে আশীর্বাদ দিলেন। পুরুবংশীয়া বালিকাদের আশীর্বাদ দিলেন, বেশ্যাদের কল্যাণ কামনা করলেন, দুর্বল ব্যক্তিদের, শিল্পীদের, বৈশ্যদের, শূদ্রদের আশীর্বাদ জানালেন। সবশেষে যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে জানাতে বললেন যে, দুর্যোধন শত্রুশূন্য হয়ে কোনওদিন কুরুদেশ শাসন করতে পারবেন না। ইন্দ্রপ্রস্থ যুধিষ্ঠিরকে প্রদান না করলে যুদ্ধ অনিবার্য। তিনি দুর্যোধনকে বলার জন্য সঞ্জয়কে বললেন—

যত্তৎ কুন্তীমতিক্রম্য কৃষ্ণাং কেশেষ্বকর্ষয়ৎ।
দুঃশাসনস্তেহনুমতে তচ্ছাস্মাভিরুপেক্ষিতম ॥ উদ্‌যোগ : ৩১ : ১৬ ॥

"তারপরে, দুঃশাসন তোমারই অনুমতিক্রমে কুন্তীদেবীর নিষেধ অগ্রাহ্য করে সেই যে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করেছিল, তাও আমরা উপেক্ষা করব।"

"দুর্যোধন হয় আমাদের ইন্দ্রপ্রস্থ দান করুক—না হয় কুশস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত

এবং পঞ্চম অন্য কোনও একটা গ্রাম দান করুক। নইলে যুদ্ধ অনিবার্য। আমি শান্তি করতেও সমর্থ, যুদ্ধ করতেও সমর্থ। আমি কোমল আচরণ করতে পারি এবং দারুণ ব্যবহারও করতে পারি।"

সঞ্জয় যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণের আশীর্বাদ দিয়ে হস্তিনাপুর যাত্রা করল।

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে হস্তিনাপুর থেকে দূত করে উপপ্লব্য নগরে পাণ্ডবদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র শান্তি চান, সন্ধি চান। তিনি ভ্রাতৃবিরোধ চান না। পাণ্ডবেরা সকলেই ধর্মপরায়ণ। ভ্রাতৃবধ, আত্মীয়বধ করে তাঁরাও শান্তি পাবেন না। কথাগুলি সবই ভাল, সবই প্রাজ্ঞজনের উপদেশ। কিন্তু কোথাও কোনও ভ্রমচ্ছলে একবারও বলেননি যে, তিনি পাণ্ডবদের রাজত্ব ফিরিয়ে দেবেন। অথচ বনবাসের শর্ত তাই ছিল। বারো বছর বনবাস, এক বছর অজ্ঞাতবাস। পাণ্ডবেরা সে শর্ত পালন করেছেন। অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্রের মূল বক্তব্য হল, সবাই শান্তিতে থাক, পরস্পর হানাহানি করে কোনও লাভ নেই, ক্ষতিই আছে। দুর্যোধন যেমন রাজ্যসুখ ভোগ করছে, করুক—পাণ্ডবেরা বনে আছে, থাক। এমনকী তাঁদের নিজস্ব রাজ্য ইন্দ্রপ্রস্থও তাদের পাবার দরকার নেই। যুধিষ্ঠির ধর্মাত্মা মানুষ, তিনি বনবাসেই বাকি জীবন কাটিয়ে দিন।

ধৃতরাষ্ট্রের বক্তব্য পাঠকেরা বুঝেছেন। বুঝেছেন তিনি পাণ্ডবদের কোনও সম্পদ ফিরিয়ে দেবেন না। কিন্তু সেই সভাতে উপস্থিত ছিলেন ভারত-বিখ্যাত বীরকুল। ছিলেন ভীষ্ম, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, যিনি গুরুর অন্যায় আদেশ পূর্ণ করতে অস্বীকার করে তাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। সেই ভীষ্মও বললেন না শর্তপূরণ করার পর পাণ্ডবের প্রাপ্য তাঁদের দিতে হবে। অন্যথায় তিনি পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পাণ্ডবদের প্রাপ্য তাঁদের উদ্ধার করে দেবেন। গুরু দ্রোণাচার্য! ভারতভূমি ব্যাপী তাঁর বীরত্বের খ্যাতি। তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় শিষ্য অর্জুন। ন্যায় নিষ্ঠায় সততায় যুধিষ্ঠিরের মতো মানুষ তিনি দেখেননি। সেই দ্রোণাচার্যও প্রতিবাদ করলেন না। অথচ তিনিই একদিন রাজা দ্রুপদ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি বলে, অস্ত্রশিক্ষার গুরুদক্ষিণা চেয়েছিলেন, "দ্রুপদকে জীবিত ধরে আনতে হবে।" অর্জুন সে আদেশও পালন করেছিলেন। সেই বীরত্বের মৌলিক নীতি যেন দ্রোণাচার্য হারিয়ে ফেলেছেন। কেন? ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ নিজেই বলেছেন, "তাঁরা অন্নদাস, তাই নপুংসকের মতো আচরণ করেছেন।" আর কর্ণ! যাঁর গলায় অবিরত পৌরুষ আর বীরত্বের দম্ভ—তাঁর একবার মনেও হল না, বীরত্বের এই অনাচারের জন্য মানুষ তাঁকে ঘৃণা করবে। এ তো চূড়ান্ত খলনায়কদের মতো আচরণ হল। দুই ক্ষত্রিয় পক্ষে যুদ্ধের এক শর্ত যে পরাজিত হবে, সে বারো বছর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করবে। পরাজিত পক্ষ সেই শর্ত পালন করে ফিরে এল, অথচ বিজয়ী পক্ষ তাঁকে আর সম্পদ ফিরিয়ে দিতে রাজি নয়। কর্ণ এই দলের নেতা। কিছু কিছু পণ্ডিত বলেন, কর্ণ মহৎ। কিন্তু আমাদের বিচারে কর্ণ এক কাপুরুষ (কুৎসিত পুরুষ অর্থে)। যাঁর কাছে বীরের শর্তপালনের কোনও মূল্য নেই।

সঞ্জয়ের এই দৌত্য প্রস্তাবের পর কৃষ্ণ তাঁর অভিমত জানাতে গিয়ে সঞ্জয়কে দ্যূতসভায় কর্ণের চূড়ান্ত অসভ্যতা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কৃষ্ণ বলেছেন, "দ্রৌপদী সেই সভায় শ্বশুরদের মধ্যে ছিলেন। কর্ণ সেই শ্বশুরদের সামনেই দ্রৌপদীকে বলেন, 'ভাবিনি! তোমার পতিগণ নরকে গিয়েছে, তাঁরা এখন মৃত। তুমি অন্য স্বামী বরণ করো।' সারা পৃথিবীতেই বীরপুরুষ নারী সম্পর্কে এক বিশেষ শ্রদ্ধারীতি বহন করেন।" ইংরেজরা একে বলেন 'সিভাল্‌রি'। কর্ণের দুর্ভাগ্য যে, তিনি ভরতবংশে কোনও শ্রদ্ধাযোগ্য নারী দেখতে পাননি। আসলে স্বয়ংবর সভায় দ্রৌপদী যে, "নাহয়ং বরায়ামি সূতম্" বলেছিলেন, সেই রাগ কর্ণ সারাজীবন বহন করেছেন। কর্ণের ক্ষত্রিয়ের সংস্কার হয়নি, হলে তিনি বুঝতেন যে, এর থেকে সহজ সত্য কথা যজ্ঞবেদি সমুত্থিতা ওই মহীয়সী নারীর পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না।

সঞ্জয়ের দৌত্যের লক্ষণীয় আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সঞ্জয়ের দৌত্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে তাঁর ব্যক্তিগত আবেদন। সে আবেদন যুধিষ্ঠিরের কাছে। তিনি যুদ্ধ করবেন না। বরং তিনি ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করবেন কিন্তু যুধিষ্ঠির যুদ্ধ করবেন না। অস্ত্র হাতে যুধিষ্ঠিরকে কল্পনাও করতে পারেন না সঞ্জয়। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ যদি হয়, তা হলে যুধিষ্ঠির যেন সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করেন। ভ্রাতা ও অমাত্যদের হাতে যুদ্ধের ভার সমর্পণ করে যুধিষ্ঠির যেন সরে থাকেন। সঞ্জয়ের সমস্ত দৌত্যের সুর একটাই—আপনি যুদ্ধ করবেন না।

কিন্তু তাই কি হয়? যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় রাজা। পৈতৃক রাজ্য তাঁকে উদ্ধার করতেই হবে। যুদ্ধ তাঁকে করতেই হবে। ধৃতরাষ্ট্রের সুবুদ্ধি যদি জাগে, যদি অন্তত পাঁচটি গ্রাম ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের দেন, তবে যুধিষ্ঠির যুদ্ধ করবেন না, সন্ধি করবেন। সঞ্জয় জানেন যে, ধৃতরাষ্ট্র তা দেবেন না। তাই সঞ্জয় ফিরে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। এই কারণেই 'দূত সঞ্জয়' মহাভারতের একটি দুর্লভ মুহূর্ত।

৫৫

অর্জুনের শপথ

[অজ্ঞাতবাস শেষ হলে রাজা দ্রুপদের বৃদ্ধ পুরোহিত হস্তিনাপুর গিয়ে পাণ্ডবদের রাজ্য দাবি করলেন। ধৃতরাষ্ট্র পুরোহিতকে বিদায় করে গবল্‌গণপুত্র সঞ্জয়কে দূত হিসাবে পাণ্ডবদের কাছে পাঠালেন। সঞ্জয় ফিরে আসার পর উৎসুক এবং শঙ্কাতুর ধৃতরাষ্ট্র বারংবার সঞ্জয়কে প্রশ্ন করতে লাগলেন, "মহাবীর অর্জুন কী বলেছেন?" অর্জুন মহাভারতের সবথেকে মিতবাক পুরুষ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে এবং যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরের সিংহাসন আরোহণ অনিচ্ছা, এইরকম দুটি একটি ক্ষেত্রে ছাড়া অর্জুন বেশি কথা বলেন না। অর্জুন কর্মে বিশ্বাস করেন, কথায় নয়। সেই অর্জুনও দূত সঞ্জয়ের কাছে অনেকগুলি কথা বলেছিলেন। তাই সে এক দুর্লভ মুহূর্ত]।

সঞ্জয় বললেন, "মহারাজ! কৃষ্ণ শুনছিলেন এই অবস্থায় মহাত্মা অর্জুন যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে ভবিষ্যতে যুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে, দুর্যোধনকে শোনানোর জন্য আমাকে বলেছিলেন, 'সঞ্জয় অল্পবুদ্ধি, কালপক্ক ও অত্যন্ত মূর্খ কর্ণ, যে আমার সঙ্গে সর্বদাই যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করে, তাকে শুনিয়ে কৌরবদের মধ্যে দুর্যোধনকে বোলো। আর পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য দুর্যোধন যে সমস্ত রাজাকে এনেছেন, তাদের সামনে দুর্যোধনকে বোলো'।"

দেবতারা যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের কথা শোনেন, তেমনই পাণ্ডব ও সঞ্জয়গণ অর্জুনের বাক্য শুনতে লাগলেন। রক্তপদ্মসদৃশ-রক্তনয়ন ও গাণ্ডিব ধনুর্ধারী অর্জুন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে বললেন, "দুর্যোধন যদি অজমীঢ়বংশসম্ভূত রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য ফিরিয়ে না দেন, তা হলে বুঝতে হবে যে, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা পূর্বকৃত পাপের কোনও ফল এখনও পাননি, সেই পাপকর্ম পূর্ণমাত্রায় থেকে গিয়েছে এবং সেই জন্য ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, কৃষ্ণ, সাত্যকি, অস্ত্রধারী ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী— এবং যিনি ধ্বংস চিন্তা করলেই পৃথিবীকে ও স্বর্গলোককে দগ্ধ করতে পারেন সেই যুধিষ্ঠির— এঁদের সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধ করতে হবে। দুর্যোধন যদি ভীমসেন ইত্যাদির সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছা করে থাকেন, তা হলে পাণ্ডবদের সব অভীষ্টই সিদ্ধ হবে। সঞ্জয় তুমি সন্ধি ঘটাবার কোনও চেষ্টাই কোরো না; ইচ্ছা হলে তুমিও যুদ্ধে এসো।

"ধার্মিক যুধিষ্ঠির নির্বাসিত হয়ে বনের ভিতর যে দুঃখশয্যা অবলম্বন করেছিলেন, দুর্যোধন প্রাণত্যাগ করে বন্ধুজনের অনিষ্ট ও দুঃখতর সেই শয্যা অবলম্বন করবে। অন্যায়

ব্যবহারকারী দুর্যোধন এ-যাবৎ লজ্জা, জ্ঞান, তপস্যা, ইন্দ্রিয়দমন, বীরত্ব, ধর্মরক্ষা ও বল পরিত্যাগ করে কৌরব পাণ্ডবগণের সমস্ত রাজ্যই অধিকার করে আছে। আর দয়ালু ও সত্যবাদী আমাদের রাজা যুধিষ্ঠির দ্যূতে পরাজিত হয়ে অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করেও সত্যরক্ষায় আগ্রহ, সরলতা, তপস্যা, ইন্দ্রিয়দমন, ধর্মরক্ষার ইচ্ছা ও সহ্যগুণের বলে কৌরবদের সব অপরাধ সহ্য করেছেন, কিন্তু সংযতচিত্ত যুধিষ্ঠির যখন উত্তেজিত চিত্তে বহু বৎসরের অবরুদ্ধ নিদারুণ ক্রোধ কৌরবদের উপরে ত্যাগ করবেন, তখন দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য অনুতাপ করবে। প্রথমে অল্প জ্বলিত ক্রমে অধিক উত্তপ্ত অগ্নি যেমন গ্রীষ্মকালে আপন পথকে কালো করে দিয়ে শুষ্ক তৃণরাশি দগ্ধ করে, সেই রকমই যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ চোখে তাকানো মাত্রই দুর্যোধনের সৈন্য দগ্ধ করবেন।

"ক্রোধবিষবমন করতে করতে গদাধারী, ভয়ংকর বেগশালী ও অসহিষ্ণু পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনকে যখন দুর্যোধন রথে আরূঢ় দেখবে, তখন সে যুদ্ধের জন্য অনুতপ্ত হবে। বিপক্ষবীরহন্তা ও সুসজ্জিত ভীমসেন যখন সৈন্যদের সামনে থেকে যমের মতো সৈন্য সংহার করবেন, তখন অভিমানী দুর্যোধন আমার কথাগুলি স্মরণ করবে। মহাসিংহ যেমন গো-সমূহ মধ্যে প্রবেশ করে, তেমনই ভীমমূর্তি ভীমসেন যখন গদাহাতে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মধ্যে প্রবেশ করে তাঁদের বধ করতে থাকবেন, তখন দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য অনুতাপ করবে। ভীমসেন যখন গদার আঘাতে মহাহস্তীর কুম্ভ বিদীর্ণ করে পর্বতশৃঙ্গতুল্য সেই মহাহস্তীগুলি নিপাতিত করবেন, তখন দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য অনুতাপ করবে। গুরুতর ভয়ের সময়েও যিনি নির্ভয় থাকেন, সর্ব অস্ত্র যিনি শিক্ষা করেছেন, একমাত্র রথে যখন অসংখ্য সৈন্য বধ করবেন, কুঠার দ্বারা বন ছেদনের মতো দুর্যোধন যখন সেই ভীমসেনকে একাই শত্রুসৈন্য ছেদন করতে দেখবে, তখন যুদ্ধের জন্য দুর্যোধন অনুতাপ করবে। ভীমসেন অস্ত্রের তেজে সৈন্যদের বধ করবেন এবং তাদেরই রক্তে তাদের স্নান করাবেন; তখন ভীমসেনের মূর্তি দেখেই শ্রেষ্ঠ রথীরা জড় ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে। তখন মৃত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের দিকে তাকিয়ে দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য অনুতাপ করবে।

"রথীশ্রেষ্ঠ ও বিচিত্রযোধী নকুল যখন ডান হাতের তরবারি দ্বারা কৌরববাহিনীর মাথা কাটতে আরম্ভ করবেন, তাঁর সম্মুখে যে রথী পড়বে সে যমালয়ে যাবে, তখন দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য অনুতাপ করবে। সুখভোগের যোগ্য এবং অভ্যস্ত নকুল দীর্ঘকাল বনমধ্যে যে দুঃখশয্যায় শয়ন করেছিলেন, সেই দুঃখশয্যা স্মরণ করে যখন বিষোদ্গারী ক্রুদ্ধ সাপের মতো যুদ্ধে বিচরণ করবেন, তখন দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য অনুতাপ করবে।

"যুবকের ন্যায় তেজস্বী, সর্ব অস্ত্র বিদ্যায় সুশিক্ষিত দ্রৌপদীর পঞ্চ বালকপুত্র যখন প্রাণের ভয় ত্যাগ করে কৌরবদের দিকে ধাবিত হবে, তখন দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য অনুতাপ করবে। সুবর্ণ তারাখচিত এবং শিক্ষিত উত্তম অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করে যখন সহদেব দানব বিনাশকারী ইন্দ্রের ন্যায় বাণ নিক্ষেপ করে রাজাদের মাথা ছেদন করে মাটিতে ফেলবেন, তখন দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য অনুতাপ করবে। লজ্জাশীল, যুদ্ধনিপুণ, সত্যবাদী, মহাবল, সর্বধর্মসম্পন্ন, ক্ষিপ্রকারী ও বেগবান সহদেব তুমুল যুদ্ধে শকুনির দিকে ধাবিত হয়ে সম্মুখবর্তী বিপক্ষগণকে অপসারিত করবেন। তখন দুর্যোধন স্তম্ভিত বিস্ময়ে শুধু দেখবেন।

রথ-যুদ্ধে নিপুণ, মহাধনুর্ধর, সর্বাস্ত্রবিদ দ্রৌপদীর পুত্রেরা যখন ঘোরবিষ সর্পের মতো অগ্রসর হবে, তখন দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য অনুতাপ করবে। কৃষ্ণের তুল্য অস্ত্রে সুশিক্ষিত, বিপক্ষবীরহন্তা অভিমন্যু যখন মেঘের মতো শরবর্ষণ করতে থেকে শত্রুপক্ষকে আলোড়িত করবেন, তখন দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য অনুতাপ করবে। ইন্দ্রের তুল্য অস্ত্রে সুশিক্ষিত এবং বালক হয়েও অবালকবীর্য অভিমন্যু যখন যমের মতো শত্রুসৈন্যের উপরে পতিত হবেন; আর দুর্যোধন তা দেখবে, তখনই সে যুদ্ধের জন্য অনুতপ্ত হবে। ক্ষিপ্রকারী, যুদ্ধবিশারদ ও সিংহের তুল্য বলবান প্রভদ্রকবংশীয় যুবকেরা যখন সৈন্যদের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের অপসারিত করতে থাকবেন, তখন দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য অনুতাপ করবে। বৃদ্ধ ও মহারথ বিরাটরাজা ও দ্রুপদরাজা যখন ক্রুদ্ধ হয়ে দুই দল সৈন্যের সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে দ্রুত যাত্রা করে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের দেখবেন এবং চাপমুক্ত বাণদ্বারা বিপক্ষ যুবকদের মস্তক ছেদন করতে থাকবেন এবং তাদেরই রথসমূহের মধ্য দিয়ে শত্রুসৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করবেন, তখন দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য অনুতাপ করবে। বিরাটপুত্র উত্তরকে যখন শত্রুরা দেখবে, যখন শিখণ্ডী ভীষ্মকে বধ করবেন, তখন শত্রুরাও জীবন ধারণ করতে পারবে না। বলবান শিখণ্ডী যখন অশ্বগণদ্বারা রথসমূহ মর্দন করতে থেকে ভীষ্মের অভিমুখে যাত্রা করবেন, তখন দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য অনুতাপ করবে। যাঁকে গুরু দ্রোণাচার্য গুপ্ত অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই ধৃষ্টদ্যুম্নকে যখন পাণ্ডবসৈন্যের সম্মুখভাগে দেদীপ্যমান অবস্থায় দুর্যোধন দেখতে পাবে, তখন সে এই যুদ্ধের জন্য অনুতপ্ত হবে। অসীম শক্তিশালী ও শত্রুনিবারণকারী সেই সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন বাণদ্বারা ধার্তরাষ্ট্রগণকে মর্দন করতে করতে যুদ্ধে দ্রোণের অভিমুখে যাত্রা করবেন, তখন দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য অনুতপ্ত হবে। লজ্জাশীল, বুদ্ধিমান, বলবান, প্রশস্তহৃদয়, সুন্দরমূর্তি, সোমক ও বৃষ্ণিবংশশ্রেষ্ঠ সাত্যকি অবশ্যই পাণ্ডবদের পক্ষে যোগ দেবেন এবং সেই অদ্বিতীয় রথারোহী, নির্ভয়, অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত শিনিপুত্র যখন দ্রোণের উদ্দেশে যাত্রা করবেন, তখন দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য অনুতাপ করবে। সেই সাত্যকির ধনুখানি চার হাত প্রমাণ। আমার আদেশে সেই দীর্ঘবাহু, শত্রুমর্দনকারী, বিশালবক্ষ যখন জলভরা মেঘের মতো শরবর্ষণ করবেন, তখন দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য অনুতাপ করবে। সিংহের গন্ধ পেলেই গো-গণ দ্রুত পলায়ন করে, যুদ্ধক্ষেত্রে সাত্যকিকে দেখে কৌরবগণেরও অবস্থা একই প্রকার হবে। সাত্যকি বাণ দ্বারা পর্বত ভেদ করতে পারেন এবং সমস্ত জগৎও সংহার করতে পারেন। সেই লঘুহস্ত সাত্যকিকে যখন দেখবে, তখন দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য অনুতপ্ত হবে।

"তারপর অশিক্ষিতচিত্ত, মূঢ়মতি দুর্যোধন যখন কৃষ্ণ অধিষ্ঠিত, স্বর্ণ-মণিমণ্ডিত শ্বেতাশ্বযুক্ত ও বানরধ্বজ সমন্বিত আমার রথ দেখবে, তখনও সে যুদ্ধের জন্য অনুতাপ করবে। মহাযুদ্ধের সময় আমি গাণ্ডিব আকর্ষণ করতে থাকব, তখন আমার হস্ত সঞ্চালনে বজ্রাঘাতের শব্দের মতো ভয়ংকর ও বিশাল শব্দ হতে থাকবে, মন্দবুদ্ধি দুর্যোধন যখন তা শুনবে; তখন আমার বাণবর্ষণে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যাবে, গো-সমূহের মতো সৈন্যগণ ধ্বংস হতে থাকবে, তখন মুর্খ, দুর্মতি, দুষ্টসহায়শালী দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য অনুতাপ করবে। গাণ্ডিবনিক্ষিপ্ত, নিশিতাগ্র, সুমুখ, সুপুঙ্খ ও ভয়ংকরমূর্তি বাণসমূহ মেঘ থেকে বাইরে

আসা ভয়ংকর বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের মতো চলতে থেকে যুদ্ধে শত্রুগণের অস্থিছেদন, মর্মবিদারণ ও সহস্র সহস্র শত্রু বিনাশ করবে; সৈন্য, হস্তী, অশ্ব দলে দলে প্রাণত্যাগ করবে, তখন দুর্যোধন এই যুদ্ধের জন্য অনুতাপ করবে। অন্য বীরেরা বাণ নিক্ষেপ করতে থাকবেন, তখন আমার বাণসমূহ গিয়ে সেই বাণগুলিকে প্রতিকূল দিকে ঘুরিয়ে দেবে; আমার অপর বাণসমূহ গিয়ে বিপক্ষের কতগুলি বাণকে প্রতিকূল দিকে চালিয়ে দেবে এবং আমার অপর বাণগুলি গিয়ে বিপক্ষের বাণকে তির্যকভাবে ছেদন করতে থাকবে। পাখি যেমন গাছ থেকে ফল মাটিতে ফেলে, তেমনই আমার বাণগুলি শত্রুপক্ষের যুবকদের মাথা মাটিতে ফেলবে, তখন যুদ্ধের জন্য দুর্যোধন অনুতপ্ত হবে। যুদ্ধের প্রধান প্রধান যোদ্ধা আমার বাণে নিহত ও নিপাতিত হয়ে হস্তী, অশ্ব ও রথ থেকে পতিত হবে। সেই দৃশ্য দেখে দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য অনুতপ্ত হবে। ধৃতরাষ্ট্রের অপর পুত্রেরা আমার অস্ত্রপথে না-গিয়ে সকল দিকে পালাতে থাকবে। বিকৃতবদন যমের ন্যায় আমি যখন সকল দিকে জ্বলন্ত বাণ নিক্ষেপ করব, তখনই মন্দবুদ্ধি দুর্যোধন.যুদ্ধের জন্য অনুতাপ করবে। আমার রথের উৎক্ষিপ্ত ধূলিতে দুর্যোধনের সৈন্যরা অদৃশ্য হয়ে যাবে, কোন দিকে যাব বুঝবার আগেই তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন হতে থাকবে। দুর্যোধন পক্ষের রাজারাও নিহত হবেন, বহু সৈন্য পিপাসার্ত ও ভয়ার্ত হয়ে পড়বে, তাদের বাহন পরিশ্রান্ত হবে, বহু সৈন্য আর্তস্বরে রোদন করবে। বহু সৈন্য হত ও হন্যমান হবে এবং বহু সৈন্যের কেশ, অস্থি ও কপাল নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হবে, তখন মন্দমতি দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য অনুতাপ করবে। আমি কৃষ্ণ, কৃষ্ণের দিব্যশঙ্খ পাঞ্চজন্য, আমার শঙ্খ দেবদত্ত, গাণ্ডিব ধনু, অক্ষয় তূণ এবং শ্বেতবর্ণ চারিটি অশ্ব, যখন একসঙ্গে দেখবে, যখন দেখবে প্রলয়ের পর অপর যুগপ্রবর্তন করেই আমি অগ্নির মতো কৌরবদের দগ্ধ করছি, তখন ধৃতরাষ্ট্র পুত্রেরা অনুতপ্ত হবেন। কোপনস্বভাব, অল্পবুদ্ধি ও মূর্খ দুর্যোধন ভ্রাতা, ভৃত্য ও সৈন্যগণের সঙ্গে ঐশ্বর্যভ্রষ্ট, আহত ও কম্পিতদেহ হয়ে দর্পনাশের পরে অনুতাপ করবে। আমি একদিন পূর্বাহ্ণে সন্ধ্যাবন্দনা ও তর্পণ শেষ করে অবস্থান করছিলাম, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ এসে আমাকে বলেছিলেন, 'পৃথানন্দন! অর্জুন! কোনও দুষ্কর কার্য তোমাকে করতে হবে— শত্রুদের সঙ্গে তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে । অতএব, ইন্দ্র বজ্রধারণ করে শত্রুনাশ করতে করতে তোমার আগে যাবেন? না— বসুদেব কৃষ্ণ সুগ্রীব নামক ঘোটকযুক্ত রথে তোমার পিছনে পিছনে যাবেন?' তখন আমি বজ্রপাণি ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করে যুদ্ধে সহায়রূপে কৃষ্ণকে বরণ করেছিলাম এবং কৃষ্ণকে আমি দস্যুবধের জন্য লাভ করেছি। দেবতারা আমার পক্ষে অনুগ্রহই করেছেন। কারণ, কৃষ্ণ যুদ্ধ না করেও মনে মনে যার জয় কামনা করবেন, সে লোক ইন্দ্রসমেত সকল দেবতাকে জয় করতে পারে। মানুষের ক্ষেত্রে তো চিন্তা করার কোনও ব্যাপারই নেই। যে লোক মহাবীর ও তেজস্বী কৃষ্ণকে যুদ্ধে জয় করার ইচ্ছা করে, সে লোক বাহুযুগল দ্বারা অনন্ত জলের আধার সমুদ্রকে পার হতে চেষ্টা করে। হাত দিয়ে পাথরে পূর্ণ অতি বিশাল কৈলাস পাহাড় জয় করবার ইচ্ছা করলে, নখসমেত হাতটাই ভেঙেচুরে শেষ হয়ে যায়, পর্বতের কোনও ক্ষতি হয় না। কৃষ্ণকে জয় করার ইচ্ছা আর হাত দিয়ে প্রজ্বলিত অগ্নিকে নির্বাপিত করার ইচ্ছা, চন্দ্র ও সূর্যের গতিরোধের ইচ্ছা আর বলপূর্বক দেবগণ রক্ষিত অমৃত হরণের চেষ্টা এক।

"এই কৃষ্ণ এক রথে ভোজবংশীয় রাজগণকে বাহুবলে জয় করে পরমসুন্দরী রুক্মিণীকে ভার্যারূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই রুক্মিণীর গর্ভেই মহাত্মা প্রদ্যুম্ন জন্মগ্রহণ করেছেন। এই কৃষ্ণ বাহুবলে গান্ধারদেশীয় সৈন্যদের মথিত করে নগ্নজিৎ রাজার পুত্রদের পরাজিত করে বদ্ধ, রোরুদ্যমান ও দেবশ্রেষ্ঠ সুদর্শনকে মুক্ত করেছিলেন। ইনিই কবাটগ্রামে পাণ্ড্যরাজাকে বধ করেছিলেন এবং কলিঙ্গদেশীয় সৈন্য সমেত রাজা দণ্ডবক্রকে পরাজিত করেছিলেন, আর বারাণসী নগরীকে এমনভাবে দগ্ধ করেছিলেন যে সেই নগরী বহুকাল রাজাশূন্য ছিল। নিষাদরাজ-একলব্য অন্যের অবধ্য ছিল। সেই নিষাদরাজ কৃষ্ণকর্তৃক নিহত ও প্রাণহীন হয়ে জম্ভাসুরের মতো বেগে পর্বতে আঘাত করে ভূতলে শয়ন করেছিল। তারপর, ইনি বলরামের সঙ্গে মিলিত হয়ে সভার মধ্যে বৃষ্ণি ও অন্ধকদের মধ্যবর্তী অতি দুষ্টস্বভাব উগ্রসেনপুত্র কংসকে নিপাতিত করে উগ্রসেনকে রাজা করে দেন। ইনি— সৌভবিমানস্থ, আকাশবর্তী ও মায়াদ্বারা অতি ভীষণ শাল্বরাজার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং দুই হাতে সেই সৌভ বিমানের দ্বারবর্তী শতঘ্নী (বৃহৎ নালিযুক্ত কামান)-কে গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং যুদ্ধে এঁকে সহ্য করবে কোন মানুষ? অসুরদের ভয়ংকর, দুর্গম, দুর্ভেদ্য প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামে অসুরদের নগরে নরকাসুর বাস করত। সে অদিতি দেবীর দুটি সুন্দর কুণ্ডল হরণ করেছিল। দেবরাজ ইন্দ্রসমেত সমস্ত দেবতা যুদ্ধ করেও নরকাসুরকে জয় করতে পারলেন না। পরে তাঁরা কৃষ্ণকে অনুরোধ করায় তিনি প্রতিশ্রুতি দেন। পরে কৃষ্ণ একা নির্মোচন নগরে প্রবেশ করে ছয় হাজার সৈন্য, মুদ্রাসুর ও রাক্ষসগণকে বধ করে নরকাসুরের সাক্ষাৎ পান। নরকাসুর কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত ও প্রাণহীন হয়ে পড়ল, কৃষ্ণ অদিতি দেবীর সেই মণিকুণ্ডল দুটি নিয়ে ফিরে আসেন। সেই অসাধারণ কাজ দেখে দেবতারা তাকে বর দেন, "যুদ্ধে আপনার শ্রম জন্মাবে না এবং আকাশে ও জলে আপনার গমন করবার শক্তি জন্মাবে। আর আপনার শরীরে অস্ত্র-শস্ত্র প্রবেশ করবে না।" সুতরাং, কৃষ্ণে সেই শক্তি ও দেবতার বর আছে। দুরাত্মা দুর্যোধন সেই অসীমবীর্য ও অসহ্য কৃষ্ণকে জয় করবার আশা করছে এবং সর্বদাই তাঁকে ধরবার ইচ্ছা করছে; কিন্তু কৃষ্ণ আমাদের মতের অপেক্ষা করে তাও সহ্য করছেন। নির্বোধ দুর্যোধন মনে করছে যে, আমার এবং কৃষ্ণের মধ্যে কলহ হয়েছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সে সত্য বুঝতে পারবে। রাজ্য লাভ করার জন্য আমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা ও ধৃতরাষ্ট্রকে নমস্কার করে যুদ্ধ করব।

"যে পাপমতি পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, ধর্মের গুণে তারই মৃত্যু ঘটবে। নৃশংসেরা কপটদ্যূতে জয় করে আমাদের বারো বছর বনে বাস করিয়েছে। যারা দীর্ঘকাল কষ্টকর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিয়েছে, পাণ্ডবেরা জীবিত থাকতে সেই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা আপন পদে থেকে আর কী করে আনন্দ অনুভব করবে। আমরা যুদ্ধ করতে থাকলে, কৌরবেরা যদি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে সহায় করেও আমাদের জয় করতে পারে তা হলে বুঝব ধর্মাচরণ অপেক্ষা অধর্মাচরণ ভাল এবং সৎকর্ম বলে কিছু নেই। পুরুষকার যদি কর্মের ফললব্ধ নাও হয়, তবুও কৃষ্ণের সাহায্যে আমরা দুর্যোধনকে বধ করতে পারব বলেই মনে করি। মানুষের দুষ্কর্ম যদি নিষ্ফল না হয় এবং সৎকর্মও যদি বিফল না হয়, তবে আমি দুর্যোধনের দুষ্কর্ম ও যুধিষ্ঠিরের সৎকর্ম দেখে নিশ্চয়ই বলছি যে, দুর্যোধনের পরাজয়

সুনিশ্চিত। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা যদি যুদ্ধ করে, কেউ বেঁচে থাকবে না। যুদ্ধ না হলে, কৌরবেরা কেউ কেউ বেঁচে থাকলেও থাকতে পারে; যুদ্ধ হলে একজনও অবশিষ্ট থাকবে না। আমি কর্ণের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের সংহার করে সমগ্র কুরুরাজ্য জয় করব—

হত্বা ত্বয়ং ধার্ত্তরাষ্ট্রান সকর্ণান রাজ্যং কুরূণামবজেতা সমগ্রম্।
যদ্বঃ কার্যং তৎ কুরুধবং যথাস্বমিষ্টান্ দারানাত্মভোগান ভজধ্বম্ ॥ উদ্‌যোগ: ৩৮: ৯৭ ॥

"—কর্ণ সমেত সমস্ত ধৃতরাষ্ট্রপুত্রকেই আমি বধ করব। সমগ্র কুরুরাজ্য জয় করব। ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ! তোমাদের যার যা কর্তব্য আছে, তা এর মধ্যেই করে নাও এবং প্রিয়তমা বনিতাসম্ভোগ ও অন্যান্য বিষয়ের ভোগ সেরে ফেলো।"

"অলৌকিক জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ, গ্রহনক্ষত্র ফলাফল বর্ণনে অভিজ্ঞ, অলৌকিক প্রশ্নবক্তা, বহু দূরদর্শী প্রাজ্ঞ মানুষেরা জানিয়েছেন যে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে গুরুতর যুদ্ধ হবে এবং পাণ্ডবদের জয় হবে। শত্রু দমনের জন্য স্বস্ত্যয়নকারী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আমাদের জয় হবে নিশ্চিত মনে করছেন, সর্বপ্রত্যক্ষকারী বৃষ্ণিবংশশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণও আমাদের জয় বিষয়ে কোনও সংশয় দেখছেন না। আমি স্পর্শ না করলেও গাণ্ডিবধনু বিস্ফারিত হয়ে আমাকে ডাকছে। আমার বাণগুলি তূণ থেকে বারবার বাইরে আসতে চাইছে। আমার ধ্বজে যেন প্রতিমুহূর্তেই গর্জন উঠছে, 'অর্জুন! কখন তোমার রথ যুদ্ধের জন্য যোজিত হবে।' রাত্রে শৃগালেরা চিৎকার করে, রাক্ষসেরা যেন আকাশ থেকে নিপতিত হয় এবং মৃগ, শৃগাল, ময়ূর, কাক, গৃধ্র, বক ও ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রসকল রথের কাছে ছোটাছুটি করে। স্বর্ণপক্ষ পক্ষীরা আমার শ্বেতাশ্বযুক্ত রথের পিছনে ধাবিত হয়। কারণ, আমি একাকীই বাণবর্ষণ করে সকল রাজা ও যোদ্ধাদের যমলোকে প্রেরণ করতে পারি।"

"গ্রীষ্মকালে দাবানল যেমন বনের কিছুই অবশিষ্ট রাখে না, আমিও তেমনই যুধিষ্ঠির কর্তৃক শত্রুসংহারে বৃত হয়ে মহাস্ত্র স্থূণাকর্ণ, পাশুপত, ব্রহ্মাস্ত্র, ইন্দ্র প্রদত্ত দিব্যাস্ত্র ব্যবহার করে, এই যুদ্ধে কোনও শত্রুকেই অবশিষ্ট রাখব না; তারপরে আমি শান্তিলাভ করব— এই আমার ধ্রুব ও স্থির সংকল্প। সঞ্জয় তুমি দুর্যোধনকে আমার এই কথাগুলি বোলো।"

মহাভারতের এক অদ্ভুত দুর্লভ মুহূর্ত আমরা পেলাম। 'অর্জুন' যিনি বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত মিতবাক। অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে ধর্মবোধ, যাঁকে যথার্থ যুধিষ্ঠিরের "ভ্রাতাশ্চ শিষ্যশ্চ" করে তুলেছিল, যে অর্জুন— দ্যূতসভায়ও নীরব ছিলেন। তাঁর চোখের সামনেই ঘটেছে তাঁর স্বয়ংবর-লব্ধা নারীর লাঞ্ছনা; তখনও অর্জুন নীরব। যখন হস্তিনাপুরের দ্যূতসভার প্রতিটি অলিন্দ কেঁপে কেঁপে উঠেছে ভীমসেনের মেঘমন্দ্র শপথ উচ্চারণে, যে গর্জন শুনে অকারণে বামদিকে আগুন জ্বলে উঠেছে; দিনের বেলায় চিৎকার করেছে গৃধ্র শৃগাল। কর্কশ কণ্ঠে ডেকে উঠেছে পেচক। যখন ভীষ্ম, বিদুর চারপাশে অমঙ্গল লক্ষণ দেখে 'স্বস্তি স্বস্তি' উচ্চারণ করেছেন। তখনও অর্জুন নির্বাক। কিন্তু কতখানি আঘাত যে তাঁর

লেগেছিল, তা দুর্যোধনকে শোনানোর জন্য সঞ্জয়কে বলা এই কথাগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে। ভিসুভিয়াসের বুক থেকে লাভাস্রোতের মতো অর্জুনের জ্বালা, অপমান বোধ, পৌরুষের অবরুদ্ধ যন্ত্রণা যেন কৌরবপক্ষের এক এক জন করে সারথিকে দগ্ধ করে, রণক্ষেত্রে হত্যা করার শপথ গ্রহণ করেছে।

অর্জুনের সম্পূর্ণ ভাষণটিতে আছে স্বপক্ষীয় রথীদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা। প্রথমেই তিনি ঘোষণা করেছেন, যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টিপাতমাত্র পৃথিবী ও স্বর্গ— উভয়েই দগ্ধ হয়ে যাবে। এর পর আপন পক্ষীয় রথীদের শ্রেষ্ঠত্ব তিনি ঘোষণা করেছেন। ভীমসেন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেকিতান, বিরাট, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, আপনপুত্র অভিমন্যু— প্রত্যেকের রণকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। তারপর বলেছেন নিজের কথা। দেবদত্ত শঙ্খ, গাণ্ডিবটংকার ও অক্ষয় তূণ নিয়ে তিনি রণক্ষেত্রে শূলপাণির তাণ্ডব করবেন। কর্ণসহ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের যুদ্ধ আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত নারী এবং অন্য পদার্থ চূড়ান্ত ভোগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ যুদ্ধ আরম্ভ হলে এরা আর কেউ বেঁচে থাকবেন না।

অর্জুন এর পর কৃষ্ণের বীরত্ব বর্ণনা করেছেন। জানিয়েছেন কৃষ্ণ ইচ্ছা করলেই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের মেরে ফেলতে পারেন। কৃষ্ণের অত্যাশ্চর্য যুদ্ধ কাহিনির বর্ণনা দিয়েছেন। নিষাদরাজ একলব্য, সৌভবিমানগর্বী শাল্ব, নরকাসুর বধ করে অদিতি দেবীর মণিকুণ্ডল উদ্ধার কাহিনি বিবৃত করেছেন। দেবতারা কৃষ্ণকে বর দিয়েছেন "জলে স্থলে যুদ্ধে তিনি অপরাজেয় থাকবেন। অস্ত্র তাঁর দেহ ভেদ করবে না।" অর্জুনের মুখে কৃষ্ণের প্রতি এই দৈবী বরদানের কথা শুনতে শুনতে আমাদের হঠাৎ খটকা লাগে। মনে পড়ে, জর নামক এক ব্যাধের নিক্ষিপ্ত শর কৃষ্ণের পা ভেদ করে যায় এবং তিনি সেই আঘাতে ইহলোক ত্যাগ করেন। তা হলে সে কি কৃষ্ণের আর এক লীলা? জর ব্যাধ রূপক মাত্র? সাধারণ মানুষের মত জরাগ্রস্ত হয়ে কৃষ্ণ দেহত্যাগ করেছিলেন? এর সুস্পষ্ট উত্তরের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। অন্য কোনও বর অথবা অভিশাপের।

প্রচণ্ড ক্রোধে অর্জুন এই ভাষণেই সেই বাক্যই উচ্চারণ করলেন, যা তাঁর পতনের কারণ হয়েছিল। ভীম মহাপ্রস্থানের পথে অর্জুনের পতনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, "অর্জুন বলেছিলেন, তিনি একাই কৌরবপক্ষের সব বীরদের বধ করবেন। তা তিনি পালন করতে পারেননি।"

বীর অর্জুনের রূপ আমরা অন্যত্রও দেখেছি। কিন্তু অর্জুনের এতখানি ক্রোধের প্রকাশ অন্য কোথাও দেখা যায়নি।

৫৬

কৌরব-সভায় শ্রীকৃষ্ণ

[পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের শেষ চেষ্টা হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ স্থির করলেন তিনিই শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টায় হস্তিনাপুর যাবেন। বাদ-প্রতিবাদের অন্তে পাণ্ডবেরা রাজি হলেন। কৃষ্ণ উপপ্লব্য নগর থেকে হস্তিনার উদ্দেশে রওনা হলেন। যেতে যেতে কৃষ্ণ দেখলেন দলে দলে মুনি, শ্রেষ্ঠ ঋষি, ব্রাহ্মণেরা চলেছেন। প্রশ্ন করে কৃষ্ণ জানতে পারলেন যে, কৃষ্ণ হস্তিনাপুর যাবেন শুনে তাঁরাও সেই সভায় যাবার জন্য যাত্রা করেছেন। কৃষ্ণ হস্তিনায় পৌঁছলে, ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধন তাঁর মর্যাদা অনুসারে ভ্রাতাদের, অন্তঃপুরিকাদের ও বারাঙ্গনাদের দিয়ে পুষ্পবৃষ্টি করালেন। কৃষ্ণ রাজভবনে প্রবেশ করলে দুর্যোধন তাঁর জন্য উত্তম বাসভবন ও খাদ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা করেছিলেন। কৃষ্ণ সেগুলি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, কুন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিদুরের গৃহে নৈশাহার ও রাত্রিবাস করলেন। পরদিন প্রভাতে প্রাতস্নানাদি সেরে কৃষ্ণ হস্তিনাপুর রাজসভায় প্রবেশ করলেন। সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে সমস্ত সভা কৃষ্ণকে গ্রহণ করলেন। সমস্ত সভাই কৃষ্ণ নিবিষ্ট-চিত্ত হয়ে গেল।]

সমস্ত সভা নীরবে উপবেশন করলে দুন্দুভির মতো মধুরধ্বনি কৃষ্ণ বলতে লাগলেন, "ভরতনন্দন ধৃতরাষ্ট্র, বীরগণের বিনাশ ছাড়াই যাতে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে শান্তি হয়, আমি তাই প্রার্থনা করবার জন্য আপনার কাছে এসেছি। সমস্ত জ্ঞাতব্য আপনার জানা আছে। আমি আপনার মঙ্গলের জন্য শান্তি চাই। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে কুরুবংশ শ্রেষ্ঠ। দুঃস্থের প্রতি কৃপা, শোকার্তের প্রতি করুণা, শরণাগতকে আশ্রয় দান, সরলতা, সহৃদয়তা, ক্ষমা, সত্য—এই গুণগুলিতেই কুরুবংশ শ্রেষ্ঠ। মহারাজ! সেই প্রশস্ত কুলে আপনার জন্য কোনও অসঙ্গত কাজ হওয়া উচিত নয়। সবাই প্রত্যাশা করে কৌরবেরা ভিতরে বা বাইরে কোনও অন্যায় আচরণ করলে আপনি বারণ করবেন। আপনি জানেন, অশিষ্ট, মর্যাদাশূন্য, লোভী দুর্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্রেরা ধর্ম ও অর্থকে অগ্রাহ্য করে বন্ধু ও স্বজন পাণ্ডবদের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করে আসছে। কৌরবদের আচরণের জন্যই এই বর্তমান ভয়ংকর বিপদ এসেছে। আমি বিশ্বাস করি আপনি ও আমি চেষ্টা করলে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারি। আপনি আপনার পুত্রদের সৎপথে নিয়ে আসুন, আমি পাণ্ডবদের সৎপথে স্থাপন করব। আপনি পুত্রদের শাসন করুন, সন্ধির প্রচেষ্টা করুন, তাতে আপনার হিতও হবে, পাণ্ডবদের হিতও হবে। পাণ্ডবদের মতো বীরগণকে যত্ন করেও নিজের পক্ষে পাওয়া যায় না। পাণ্ডবেরা আপনাকে রক্ষা করতে থাকলে, দেবগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্বয়ং ইন্দ্রও

আপনাকে জয় করতে সমর্থ হবেন না। অন্য রাজারা কী করে পারবেন? যে পক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, বিবিংশতি, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক, জয়দ্রথ, কলিঙ্গরাজ, কম্বোজরাজ, সুদক্ষিণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল-সহদেব, মহাতেজা সাত্যকি এবং মহারথ যুযুৎসু থাকবেন, কোন বিপরীত বুদ্ধি লোক তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধের ইচ্ছা করবেন? এই মিলিত উভয়পক্ষ নিয়ে আপনি পৃথিবী শাসন করতে পারবেন। জগতের প্রভুত্ব, শত্রুগণের অজেয়ত্ব লাভ করবেন। প্রবল রাজারা আপনার সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হবেন। তখন আপনি পুত্র, পৌত্র, পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুগণকে নিয়ে সর্বপ্রকারে রক্ষিত হয়ে সুখে জীবন কাটাতে পারবেন। শুধু পাণ্ডবগণকে সামনে রেখেই আপনি নির্বিঘ্নে সমস্ত পৃথিবী ভোগ করতে পারবেন। আর পাণ্ডব ও আপনার পুত্রেরা একত্রে মিলিত হলে আপনি অন্য যে কোনও শত্রু জয় করতে পারবেন, শত্রুদের অর্জিত ভূমিও আপনি গ্রহণ করতে পারবেন। পক্ষান্তরে, যুদ্ধ হলে মহামারী সৃষ্টি হবে। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না, এই দুই পক্ষের মারামারিতে কোনও ধর্ম নেই। ক্ষতি সবটাই আপনার—যে পক্ষই নিহত হবে, আপনি 'সুখ' পাবেন না। পাণ্ডবগণ ও আপনার পুত্রগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। আপনি তাঁদের মহাভয় থেকে রক্ষা করুন। পৃথিবীর রাজারা যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়েছেন। এঁরা লক্ষ লক্ষ নিরীহ সৈন্যকে বধ করবেন। আপনি এই নির্দোষ লোকগুলিকে রক্ষা করুন। এই লোকগুলি বদান্য, লজ্জাশীল, সভ্য, সৎকুলোৎপন্ন এবং পরস্পর পরস্পরের সহায়। আপনি এদের মহাভয় থেকে রক্ষা করুন। মহারাজ এই রাজারা সুন্দর বস্ত্র ও মাল্য ধারণ করে, আপনার কাছে আদর পেয়ে, ক্রোধ ও শত্রুতা পরিত্যাগ করে, পরস্পরের মিলিত সভায় পানভোজন করে পরম সুখে আপন আপন গৃহে ফিরে যান। পূর্বে পিতৃহীন পাণ্ডবদের আপনি স্নেহের সঙ্গে প্রতিপালন করেছিলেন। এখনও, এই আয়ুক্ষয়ের সময়ে, পুত্রের মতো তাঁদের পালন করুন। বিপদের সময়ে পাণ্ডবদের রক্ষা করা আপনার কর্তব্য। আপনি কর্তব্য পালন করুন।

"রাজা পাণ্ডবেরা প্রণাম জানিয়ে আপনাকে বলেছেন, 'আমরা আপনার আদেশে অনুচরবর্গের সঙ্গে দুঃখ ভোগ করেছি। আমরা বারো বৎসর বনে বাস করেছি এবং এক বৎসর লোকপূর্ণ বিরাট নগরে অজ্ঞাতবাস করেছি। আপনি আমাদের জ্যেষ্ঠতাত! আমাদের শপথ আমরা পালন করেছি, আপনিও আপনার শপথ পালন করুন। আমরা কোনও অবস্থায় শপথভগ্ন করিনি। আপনি শপথ রক্ষা করলে, গুরুতর কষ্টের পর আমরা আপন রাজ্য লাভ করতে পারি। আপনি ধর্ম ও অর্থ জানেন, সুতরাং আপনি আমাদের রক্ষা করুন। আপনি গুরু। আপনার আদেশে আমরা বহুতর কষ্ট সহ্য করেছি। সুতরাং আপনিও আমাদের উপরে পিতা ও মাতার ন্যায় ব্যবহার করুন। গুরুর প্রতি শিষ্যের যে ব্যবহার করা উচিত, তা আমরা করেছি। শিষ্যের প্রতি গুরুর কর্তব্য আপনি পালন করুন। আপনি পিতা, আমরাও বিপথে চলেছি। আপনি আমাদের সৎপথে স্থাপন করুন এবং নিজেও ধর্মে ও সৎপথে থাকুন।' এই সভাকে লক্ষ্য করে পাণ্ডবেরা বলেছেন, 'ধর্মজ্ঞ সভাসদগণের অসঙ্গত কাজ করা উচিত নয়। যে সভায় সভাসদদের সামনেই অধর্ম ধর্মকে এবং মিথ্যা সত্যকে বিনষ্ট করে, সে সভার সভাসদগণই বিনষ্ট হন। যেখানে সভায় ধর্ম অধর্ম কর্তৃক আহত হয়, কিন্তু সভ্যেরা সেই আঘাতের প্রতিবিধান করেন না,

সেখানে সভ্যেরাও অধর্মাহত হন। নদী যেমন তীরের বৃক্ষকে ভেঙে ফেলে, তেমনই ধর্ম সেই সভ্যদের বিধ্বস্ত করে'।

"ভরতশ্রেষ্ঠ। যাঁরা ধর্মের দিকে লক্ষ্য রেখে, কেবল কর্তব্য বিষয়ের চিন্তা করতে থেকে নীরবে আছেন, সেই পাণ্ডবেরা রাজ্যার্ধ প্রত্যর্পণের কথা সত্য, ধর্মসংগত ও ন্যায়সংগতই বলেছেন। আমিও আপনাকে অনুরোধ করছি পাণ্ডবেব প্রাপ্য রাজ্যার্ধ তাঁদের প্রত্যর্পণ করুন। আপনি এই ক্ষত্রিয়গণকে মৃত্যুপাশ থেকে মুক্ত করুন। শান্ত হোন, লোভের বশবর্তী হবেন না। নরনাথ, যুধিষ্ঠির যে সর্বদা সাধুধর্মে অবস্থান করছেন, এবং পুত্রগণের সঙ্গে আপনার উপরে যে ব্যবহার করেছেন, তা আপনি জানেন। আপনি জতুগৃহে যুধিষ্ঠিরকে অগ্নিদগ্ধ করতে চেয়েছিলেন; তবুও তিনি আবার আপনার আশ্রয়েই বাস করতে এসেছিলেন। পুত্রগণের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে আপনি ইন্দ্রপ্রস্থে প্রেরণ করেছিলেন এবং শেষে তাঁকে বারো বছর বনে ও এক বছর অজ্ঞাতবাসে পাঠিয়েছেন। তবু যুধিষ্ঠির আপনার আশ্রয়েই বাস করতে আবার আপনার কাছে প্রার্থনা করেছেন। তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে থেকে সকল রাজাকে বশীভূত করে আপনার অনুগত করে দিয়েছিলেন, কিন্তু কখনও আপনাকে অতিক্রম করতে চাননি। তিনি এইভাবে চলেছেন, অথচ শকুনি তাঁর রাজ্য, ধন ও ধান্য হরণ করার ইচ্ছায় দ্যূতক্রীড়ায় অত্যন্ত কপটতা করলেন। অসাধারণ ধৈর্যশীল যুধিষ্ঠির সেই অবস্থায় পড়েও দ্রৌপদীকে সভাগত দেখেও ক্ষত্রিয় ধর্ম থেকে বিচলিত হলেন না।

"সে যাই হোক। ভরতনন্দন আমি আপনার ও তাঁদের মঙ্গল ইচ্ছা করি, আপনি এই লোকগুলিকে ধর্ম, অর্থ ও সুখ থেকে বিচ্যুত করবেন না। আপনি নিজের বিপদকে সম্পদ ও সম্পদকে বিপদ বলে মনে করে লোভের দিকে ধাবিত পুত্রদের দমন করুন। অরিন্দম পাণ্ডবেরা আপনার সেবা করতেও প্রস্তুত, আবার যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত। সুতরাং যা আপনার বিশেষ হিত, তাই করুন।"

তস্মিন্নভিহিতে বাক্যে কেশবেন মহাত্মনা।
স্তিমিত হৃষ্টরোমাণ আসন সর্বে সভাসদঃ ॥ উদ্‌যোগ : ৮৯ : ১ ॥

"মহাত্মা কৃষ্ণ সেইসব বাক্য বললে, সভ্যেরা সকলেই নীরব ও রোমাঞ্চিতদেহ হয়ে বসে রইলেন।" সকলেই মনে মনে কৃষ্ণের বাক্যের প্রশংসা করলেন, কিন্তু কেউই প্রথমে কথা বলবার চেষ্টা করলেন না। রাজাদের সকলকে নীরব দেখে পরশুরাম উঠে দাঁড়ালেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে সার্বভৌম রাজা দম্ভোদ্ভবের কাহিনি শুনিয়ে বললেন, "প্রাচীনকালে সর্বলোকের অপরাজেয় নর ও নারায়ণ দুই ঋষি ছিলেন। পূর্বের সেই নর ও নারায়ণ ঋষিই, অর্জুন ও কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন।" তাঁরা অপরাজেয়। সুতরাং তাঁদের সঙ্গে কোনও প্রকারেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ধৃতরাষ্ট্রের উচিত হবে না। পরশুরাম ধৃতরাষ্ট্রকে শান্ত হতে ও সন্ধি করতে বললেন। তখন মহর্ষি কণ্ব উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "লোকপিতামহ ব্রহ্মার নাশ নেই, হ্রাসও নেই। নর ও নারায়ণ ঋষিও ঠিক সেইরকম। দেবগণের মধ্যে একমাত্র বিষ্ণুই অজেয়, হ্রাসবিহীন, প্রভাবশালী এবং সকলের নিয়ন্তা।" বিনতানন্দন গরুড়ের গর্ব চূর্ণ হওয়ার কাহিনি বিধৃত করে কণ্ব দুর্যোধনকে বললেন, "পুত্র গান্ধারীনন্দন, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি

মহাবীর পাণ্ডবগণের সঙ্গে যুদ্ধে না মিলিত হচ্ছ, সেই পর্যন্তই জীবিত আছ। বীরশ্রেষ্ঠ ও মহাবল বায়ুপুত্র ভীমসেন এবং ইন্দ্রপুত্র অর্জুন যুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে বধ করতে পারে না? কৃষ্ণরূপী বিষ্ণু, ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই দেবগণকে তুমি কীভাবে যুদ্ধে মিলিত হবে। অতএব রাজপুত্র তোমার বিরোধের প্রয়োজন নেই, শান্তি লাভ করো এবং কৃষ্ণকে উপায়রূপে অবলম্বন করে বংশ রক্ষা করো।" দুর্যোধন তখন মহর্ষি কণ্বের কথা শুনে কর্ণের দিকে চেয়ে উচ্চ স্বরে হাস্য করে উঠলেন। হাতির শুঁড়ের মতো আপন উরুতে চাপড় মেরে বললেন, "মহর্ষি, বিধাতা আমাকে যেমনভাবে গড়েছেন, ভবিষ্যতে যেমন চালাবেন, আমি সেইভাবেই চলছি। অতএব, আপনাদের এই অনর্থক উপদেশে আমার কী হবে?"

তখন দেবর্ষি নারদ দুর্যোধনকে বললেন, পরশুরাম, কণ্বমুনি, ভীষ্ম, দ্রোণ যে উপদেশ দিয়েছেন সেই অনুযায়ী চলাই তাঁর কর্তব্য। দেবর্ষি নারদ তাঁকে বিশ্বামিত্র, গরুড়, গালব ইত্যাদির কাহিনি বর্ণনা করে বললেন, "গান্ধারীনন্দন তুমি অভিমান ও ক্রোধ পরিত্যাগ করো। যুদ্ধের আড়ম্বর ত্যাগ করে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করো। বন্ধুদের হিতকর বাক্য গ্রহণ করো, অহিতকর বাক্য ত্যাগ করো। তুমি শক্তিশালী পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিপদাপন্ন হবে।"

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, "ভগবান নারদ! আপনি যা বললেন, তা সত্য। আমিও পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধির ইচ্ছা করি। কিন্তু আমি তা করতে সমর্থ নই।" তারপর ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণকে বললেন, "কৃষ্ণ তুমি স্বর্গোপযোগী, লৌকিক নিয়মানুসারী, ধর্মসংগত ও ন্যায়ানুমোদিত কথাই বলেছ। কিন্তু আমি স্বাধীন নই। পুত্রেরা যে কার্য করছে, তা আমার প্রিয়ও নয়। তবে জনার্দন, আমি নিষেধ করলেও দুরাত্মা পুত্রেরা শুনবে না। অতএব কৃষ্ণ তুমি অনুনয় দ্বারা দুর্যোধনকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করো। সে কোনও গুরুজনের কথা শোনে না। পিতামাতার কথাও শোনে না, এই পাপবুদ্ধি, ক্রূরস্বভাব, পাপচিত্ত, অচেতনপ্রায় দুরাত্মা দুর্যোধনকে তুমি নিজে একটু উপদেশ দাও। তা হলে আমার বন্ধুর কাজ হবে।"

তখন ধর্মতত্ত্বজ্ঞ কৃষ্ণ দুর্যোধনের দিকে ফিরে অসহিষ্ণু দুর্যোধনকে মধুর বাক্যে বললেন, "ভরতনন্দন! কৌরবশ্রেষ্ঠ! দুর্যোধন! অনুচরদের নিয়ে আপনার মঙ্গলের জন্য যা বলছি তা শুনুন। আপনি মহাপ্রাজ্ঞবংশে জন্মেছেন। শাস্ত্রজ্ঞান ও সৎকার্যশালী হয়ে সর্বগুণসম্পন্ন হয়েছেন। অতএব মহারাজ আপনি সৎকার্য করুন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দুষ্কুলজাত, দুরাত্মা, নৃশংস ও নির্লজ্জ মানুষেরা যে ধরনের কাজ করে, আপনাকে সেই কাজেই উদ্যত হতে দেখছি। বর্তমানে বিনা কারণে উৎপন্ন কার্য অধর্মজনক, ভয়ংকর, অনিষ্টকারী ও প্রাণনাশক। তা ছাড়া আপনি তা সম্পন্নও করতে পারবেন না। সুতরাং এই অনর্থজনক কার্যে আগ্রহ ত্যাগ করলে নিজের, ভ্রাতৃগণের, ভৃত্যদের ও বন্ধুদের মঙ্গল সম্পাদন করবেন এবং আপনি নিজেও পাপ ও নিন্দাজনক কার্য থেকে মুক্তি পাবেন। বিচক্ষণ, বীর, মহোৎসাহী, যত্নশীল ও বহুশাস্ত্রজ্ঞ পাণ্ডবগণের সঙ্গে আপনি সন্ধি করুন। মহামতি ধৃতরাষ্ট্র, ভীম, দ্রোণ, বিদুর, কৃপাচার্য, সোমদত্ত, বুদ্ধিমান বাহ্লিক, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সঞ্জয়, বিবিংশতি, জ্ঞাতিবর্গ ও মিত্রগণের অত্যন্ত হিত ও প্রিয়কার্য হবে। শান্তিস্থাপন করলে সমগ্র জগতের মঙ্গল হবে। আপনি লজ্জাশীল, সৎকুলে জন্মেছেন, শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করেছেন এবং দয়ালু। আপনি পিতা

ও মাতার শাসনে থাকুন। পিতার শাসন অত্যন্ত মঙ্গলজনক। সকল লোকেই বিপদে পড়ে শেষে পিতৃপ্রদত্ত শাসন স্মরণ করে। আপনার পিতা, অমাত্যবর্গ সকলের আন্তরিক ইচ্ছা পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি হোক। আপনারও তাই ইচ্ছা হোক।

"যে লোক বন্ধুদের উপদেশ শুনে তা গ্রহণ করে না, পরিণামে তাই তাকে দগ্ধ করতে থাকে। যে লোক মোহবশত মঙ্গলজনক বাক্য গ্রহণ করে না, সেই দীর্ঘসূত্র ও স্বার্থভ্রষ্ট লোক পরে অনুতপ্ত হয়। যে লোক মঙ্গলজনক বাক্য শুনে নিজের লোক নিজের মত পরিত্যাগ করে প্রথমেই তা গ্রহণ করে, সে লোক অনায়াসে উন্নতিলাভ করে। যে লোক নিজের প্রতিকূল মত থাকায় হিতৈষীদের মঙ্গলজনক বাক্য শ্রবণ করে না, সে শেষ পর্যন্ত শত্রুদের বশীভূত হয়। যে লোক সজ্জনদের মত উপেক্ষা করে অসজ্জনের মতে চলে, অচিরকালের মধ্যেই বন্ধুগণ তাঁর বিপদে শোক করতে থাকেন। যে লোক প্রধান অমাত্যদের উপেক্ষা করে, নিকৃষ্ট অমাত্যদের সেবা করে, সে লোক ভয়ংকর বিপদ থেকে উদ্ধার পায় না। ভরতনন্দন আপনি বীর আত্মীয়বর্গের সঙ্গে বিরোধ করে অশিষ্ট, অসমর্থ ও মূর্খ অন্য লোকদ্বারা আত্মরক্ষার ইচ্ছা করছেন। পৃথিবীতে আপনি ছাড়া অন্য কোন লোক ইন্দ্রতুল্য মহারথ জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করে অন্যদ্বারা আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা করে?

"আপনি জন্ম থেকেই পাণ্ডবদের প্রতারণা করে আসছেন। কিন্তু তাঁরা কোনও সময়েই আপনার উপর ক্রুদ্ধ হননি, কারণ পাণ্ডবেরা ধর্মাত্মা। আপনি আজন্ম পাণ্ডবদের সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করে আসছেন, তবুও যশস্বী পাণ্ডবেরা আপনার সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারই করছেন। ক্রোধের বশীভূত না হয়ে, সেই পরম বন্ধুদের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করুন। বিচক্ষণ মানুষ ধর্ম, অর্থ, কাম উদ্দেশ্য করেই কার্যারম্ভ করেন। আর ত্রিবর্গ সম্ভব না হলে কেবল ধর্ম ও অর্থের অনুসরণ করে। যারা ধর্ম, অর্থ ও কামের মধ্যে একটি লাভ করতে চায়, উত্তম লোক তাদের মধ্যে ধর্মের অনুসরণ করে, মধ্যম লোক কলহের কারণ অর্থের চেষ্টা করে, অধম লোক কামলাভের বিষয়ে যত্ন করে থাকে। কিন্তু কাম ও অর্থ লাভ করতে হলে, ধর্ম আচরণ করা প্রথমে প্রয়োজন। ধর্ম আচরণ করলে অর্থ ও কাম স্বাভাবিকভাবেই লাভ করা যায়। ভরতশ্রেষ্ঠ আপনি কিন্তু নিকৃষ্ট উপায়ে সকল রাজমধ্যে প্রসিদ্ধ, বিশাল ও উজ্জ্বল সাম্রাজ্য লাভ করার ইচ্ছা করছেন। সদ্ব্যবহারী লোকের সঙ্গে যিনি অসৎ ব্যবহার করেন, তিনি কুঠারদ্বারা বনের মধ্যে আপনাকে ক্ষুদ্র করতে থাকেন। যার পরাভব অভীষ্ট নয়, তার বুদ্ধি দূষিত করতে নেই। মনস্বী লোক ত্রিভুবনের মধ্যে অন্য কোনও সাধারণ লোকের উপরেও অযথা ক্রোধ প্রকাশ করেন না; তাতে বীরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবদের কথা আর কী বলব। মহারাজ আপনার পক্ষে দুর্জনদের সঙ্গে সম্মেলন অপেক্ষা পাণ্ডবদের সঙ্গে সম্মেলন ভাল। কারণ, তাঁরা আপনার প্রীতি বিধান করতে থাকলে, আপনি সমস্ত অভীষ্টই লাভ করতে পারবেন। পাণ্ডবেরা রাজ্য জয় করেছিলেন, বর্তমানে আপনি তা ভোগ করছেন; অথচ সেই পাণ্ডবদের পরিত্যাগ করে আপনি অন্য দ্বারা আত্মরক্ষার আশা করছেন। দুঃশাসন, দুর্বিষহ, কর্ণ ও শকুনি ইত্যাদির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করে আপনি সম্পদ লাভ করবার ইচ্ছা করছেন। অথচ এঁরা আপনার জ্ঞান, ধর্ম, অর্থ সম্পাদন করতে সমর্থ হবেন না কিংবা পাণ্ডবদের সামনে বিক্রমও প্রকাশ করতে পারবেন না। এমনকী আপনার সঙ্গে

মিলিত হয়েও এই রাজারা সকলে যুদ্ধে ক্রুদ্ধ ভীমসেনের মুখের দিকেও তাকাতে পারবেন না।

"রাজা দুর্যোধন এই সমবেত সমস্ত সৈন্য এবং এই ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, সোমদত্ত নন্দন ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা ও জয়দ্রথ মিলেও যুদ্ধে অর্জুনের সম্মুখীন হতে পারবেন না। কারণ, সমস্ত মানুষ, গন্ধর্ব, এমনকী সকল দেবতা ও অসুরগণও যুদ্ধে অর্জুনকে জয় করতে পারেন না। অতএব আপনি যুদ্ধে মন দেবেন না। ভরতশ্রেষ্ঠ! যুদ্ধে জনক্ষয় করার দরকার কী? আপনি সমগ্র রাজসৈন্যমধ্যে এমন একটি পুরুষকে খুঁজে বার করুন, যিনি জয় করলে আপনার জয় হতে পারে। যিনি খাণ্ডবদাহের সময়ে গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর, নাগদের সঙ্গে দেবগণকে জয় করেছিলেন, সেই অর্জুনের সঙ্গে মানুষ যুদ্ধ করতে পারে? বিরাট রাজ্যে একের সঙ্গে ও বহুর বিশাল যুদ্ধ হয়েছিল শুনতে পাই। সেই ঘটনাই আমার উক্তির পক্ষে যথেষ্ট। যিনি যুদ্ধে সাক্ষাৎ শিবকে সন্তুষ্ট করেছিলেন, সেই অজেয়, দুর্ধর্ষ, বিজয়ী, বীরনিয়ম থেকে অভ্রষ্ট, মহাবীর ও তেজস্বী অর্জুনকে আপনি যুদ্ধে জয় করার আশা করেন? আমি আবার অর্জুনের সহচর থাকব। এ অবস্থায় অর্জুন প্রতিকূলভাবে আসতে থাকলে, কোন ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইবে? স্বয়ং ইন্দ্রও তা চাইবেন না। যিনি অর্জুনকে যুদ্ধে জয় করতে পারবেন, তিনি দু'হাতে পৃথিবী উত্তোলন করতে পারবেন, ক্রুদ্ধ হয়ে সকল লোক দগ্ধ করতে পারবেন, এবং স্বর্গ থেকে দেবগণকে নিপাতিত করতে পারবেন। রাজা আপনি—পুত্র, জ্ঞাতি, ভ্রাতা ও সম্বন্ধিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। আপনার জন্য এই ভরতশ্রেষ্ঠগণ যেন বিনষ্ট না হয়ে যান। কৌরবেরা বেঁচে থাকুন, এই বংশটা যেন নষ্ট না হয় এবং লোকে আপনাকে 'নষ্টকীর্তি লোকহন্তা' না বলে। সন্ধি হলে, মহারথ পাণ্ডবেরা আপনাকেই যুবরাজ পদে এবং আপনার পিতা ধৃতরাষ্ট্রকেই মহারাজ পদে স্থাপন করবেন। রাজলক্ষ্মী আপনাকে আশ্রয় করার জন্য আসছেন, এ অবস্থায় তাঁকে অবজ্ঞা করবেন না। আপনি পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্য দান করে বিশাল রাজলক্ষ্মী লাভ করুন। সুহৃদগণের বাক্য পালন করুন, পাণ্ডবদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করুন ও মিত্রদের নিয়ে আনন্দ অনুভব করতে থেকে চিরকালের জন্য নানাবিধ মঙ্গল লাভ করুন।"

তখন ভীষ্ম দুর্যোধনকে বললেন যে, কৃষ্ণ অতি সংগত কথাই বলেছেন। দুর্যোধনের কৃষ্ণের প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। কুরুবংশ সারা ভারতবর্ষে বিখ্যাত। সেই বংশের রাজলক্ষ্মীকে ধৃতরাষ্ট্রের জীবিত অবস্থায় হস্তচ্যুত করা দুর্যোধনের উচিত হবে না। হিতৈষী কৃষ্ণ, বুদ্ধিমান বিদুর, বৃদ্ধ পিতা ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য লঙ্ঘন করে কুলহন্তা ও কাপুরুষের মতো কুপথে যাওয়া দুর্যোধনের কখনও উচিত হবে না। আচার্য দ্রোণ ভীষ্মের কথা সর্বপ্রকারে সমর্থন করে বললেন যে, কৃষ্ণ এবং ভীষ্ম অত্যন্ত যুক্তিসংগত কথা বলেছেন। বুদ্ধির মোহে কৃষ্ণের অবমাননা করলে দুর্যোধন অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। সমস্ত লোক, পুত্র, ভ্রাতৃগণ নিহত হবে এবং তার জন্য কুলক্ষয়ের কারণ হিসাবে দুর্যোধন চিহ্নিত হবেন। যে সৈন্যমধ্যে কৃষ্ণ ও অর্জুন থাকবেন—সে সৈন্য চিরকালই অজেয়। পরশুরাম অর্জুন সম্পর্কে যা বলেছেন, অর্জুন তার থেকেও বেশি। দেবকীনন্দন কৃষ্ণ দেবগণের পক্ষেও অতি দুঃসহ। সন্ধি করো, শান্তি লাভ করো। অসহিষ্ণু দুর্যোধনের দিকে তাকিয়ে মহামন্ত্রী বিদুর বললেন যে, তিনি দুর্যোধনের জন্য শোক করবেন না।

কিন্তু দুর্যোধনের মাতা গান্ধারী ও পিতা ধৃতরাষ্ট্রের জন্য শোক করেন। কারণ দুর্যোধন রক্ষক হওয়ায় হতমিত্র ও হতমন্ত্রী দুটি ছিন্নপক্ষ পাখির মতো এদের বেঁচে থাকতে হবে। কুলহন্তা, কুপুরুষ ও পাপিষ্ঠ তোমাকে জন্ম দিয়ে ভিক্ষুকের মতো তোমার পিতা-মাতাকে বেঁচে থাকতে হবে। রাজা ধৃতরাষ্ট্রও ভ্রাতৃগণের সঙ্গে উপবিষ্ট দুর্যোধনকে বললেন যে, কৃষ্ণ অত্যন্ত মঙ্গলজনক কথা বলছেন। কৃষ্ণকে অবলম্বন করেই দুর্যোধন কুরুকুলের মঙ্গল সম্পাদন করতে পারবেন। কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের কাছে যান। কৃষ্ণ শান্তি এনে দিচ্ছেন, তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলে পরাভব অনিবার্য। দ্রোণ ও ভীষ্ম দুজনেই আবার বললেন যে, অর্জুনের গাণ্ডিব টংকার আর ভীমসেনের গদা উত্তোলিত হবার আগেই এবং লজ্জাশীল ও মহাধনুর্ধর ক্রুদ্ধ যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টিপাত করার আগেই দুর্যোধন মস্তক অবনত করে যুধিষ্ঠিরকে নমস্কার করুন—রাজশ্রেষ্ঠ ধর্মরাজও দু'হাতে দুর্যোধনকে ধারণ করুন। যুধিষ্ঠির তাঁর দক্ষিণ হস্ত দুর্যোধনের কাঁধে স্থাপন করুন, তাঁর হাত দুর্যোধনের পিঠে বুলিয়ে দিন, তাঁর মস্তকাঘ্রাণ করুন। ভীমসেন দুর্যোধনকে আলিঙ্গন করুন। অর্জুন, নকুল, সহদেব তাঁকে অভিবাদন করবেন—সমস্ত রাজা এই দৃশ্য দেখে আনন্দাশ্রু মোচন করবেন। বৈরসন্তাপশূন্য হয়ে যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধন ভ্রাতৃভাবে পৃথিবী ভোগ করুন।

কৌরবসভায় অপ্রিয় বাক্য শুনে দুর্যোধন মহাবাহু ও যশস্বী কৃষ্ণকে বললেন, "কৃষ্ণ, সকল অবস্থা বিশেষভাবে বিবেচনা করে এইসব কথা আপনার বলা উচিত ছিল। কিন্তু আপনি উল্লেখ করে বিশেষভাবে আমারই নিন্দা করছেন। আপনি পাণ্ডবদের প্রতি অনুরাগবশত বিনা কারণে আমার নিন্দা করেন। কিন্তু এই যে এত নিন্দা করেন—সে কি দোষ-গুণ পর্যালোচনা করে করেন? আপনি, বিদুর, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, আচার্য দ্রোণ এবং পিতামহ ভীষ্ম—আপনারা কেবল আমারই নিন্দা করেন; কিন্তু কোনও পাণ্ডবের নিন্দা করেন না। অথচ আমি বিশেষ চিন্তা করেও আমার কোনও দোষ দেখতে পাই না। ছোটও নয়, বড়ও নয়। অতএব বোঝা যাচ্ছে আপনারা সকলেই বিদ্বেষবশত আমার নিন্দা করেন। পাশাখেলা যুধিষ্ঠিরের প্রিয় এবং তিনি খেলতে স্বীকার করেছিলেন। শকুনি সেই পাশাখেলায় যুধিষ্ঠিরের রাজ্য জয় করেছিলেন, তাতে আমার অপরাধ কী? শকুনি পাণ্ডবদের যে সব সম্পত্তি জয় করেছিলেন, তা তখনই পিতৃদেব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর অজেয় পাণ্ডবগণ অনুদ্যূতে হেরে বনবাসে গিয়েছিলেন। তাই পণ ছিল, সুতরাং তাতেও আমাদের কোনও অপরাধ ছিল না। পাণ্ডবেরা নিজেরা আমাদের সঙ্গে বিরোধে অসমর্থ, সেই কারণে আমাদের চিরশত্রুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিনা অপরাধে আমাদের সঙ্গে বিরোধে প্রবৃত্ত হয়েছে। আমরা তাদের কী অপকার করেছি? আমাদের কোন অপরাধে তারা সৃঞ্জয়দের সঙ্গে মিলিত হয়ে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের সংহার করার জন্য ইচ্ছা করছে। তবে কৃষ্ণ, ভয়ংকর কার্য বা বাক্যদ্বারা আমরা ভয়বশত ক্ষত্রিয় ধর্মচ্যুত হব না, অথবা সাক্ষাৎ ইন্দ্রের কাছেও অবনত হব না, তা জানবেন। আমাদের জয় করতে পারেন, এমন ক্ষত্রিয় তো আমার চোখে পড়ে না। দেবতারাও ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও কর্ণকে পরাজিত করতে পারেন না। তা পাণ্ডবেরা কী করবে? তার পরেও আমরা আপন ধর্মে অবিচলিত থেকে যদি যুদ্ধে মারা যাই, তা হলে আমরা অবশ্যই স্বর্গলাভ করব।

"কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়দের প্রধান ধর্ম এই যে, তাঁরা যুদ্ধে শরশয্যায় শয়ন করেন। আমরা শত্রুদের কাছে অবনত না হয়ে, যদি বীরশয্যা লাভ করি তাতে আমার বন্ধুরা দুঃখিত হবেন না। সদবংশজাত ক্ষত্রধর্মাবলম্বী কোন লোক আপন ধর্মের দিকে লক্ষ্য রেখে শত্রুর কাছে অবনত হয়ে থাকে? 'উদ্যম করবে, কিন্তু অবনত হবে না। কারণ, উদ্যমই পুরুষকার। বরং অসময়ে বিনষ্ট হবে, তথাপি কখনও অবনত হবে না।'—আত্মহিতৈষী লোকেরা মাতঙ্গ মুনির এই অভিমত গ্রহণ করে থাকেন। আমার মতো লোক সংসারে কেবলমাত্র ধর্ম ও ব্রাহ্মণের নিকট অবনত হতে পারে। অন্য কারও চিন্তা না করে যাবজ্জীবন সেই উদ্যমই করবে, এই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম এবং এই আমার মত।

"কৃষ্ণ পূর্বে আমার পিতৃদেব যে পাণ্ডবদের রাজ্যাংশ দান করবার অনুমতি দিয়েছিলেন, আমি জীবিত থাকতে পাণ্ডবেরা তা আর পাবে না। যে পর্যন্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্র জীবিত আছেন, সে পর্যন্ত আমরা ও পাণ্ডবেরা অস্ত্র-শস্ত্র ত্যাগ করে তাঁর উপরে নির্ভর করেই চলব। পূর্বে আমি বালকের মতো পরাধীন ছিলাম, তখন পিতৃদেব পাণ্ডবদের রাজ্যাংশ দিয়েছিলেন, কিন্তু এখন আমি জীবিত থাকতে পাণ্ডবেরা আর সে অংশ পাবে না।

যাবদ্ধি তীক্ষ্ণয়া সূচ্যা বিধ্যেদগ্রেণ মাধব! ।
তাবদপ্য পরিত্যাজ্যং ভূমের্নঃ পাণ্ডবান প্রতি ॥ উদ্‌যোগ : ১২৮ : ২৬ ॥

"মাধব! এমনকী, তীক্ষ্ণসূচির অগ্রভাগদ্বারা ভূমির যতটুকু স্থান বিদ্ধ হয়, তাও আমি পাণ্ডবদের দেব না।"

তখন কৃষ্ণ হাস্য করে ক্রোধে ঘূর্ণিত নয়ন হয়ে কৌরবসভায় দুর্যোধনকে বললেন, "তুমি বীরশয্যা লাভ করবে; স্থির হও, তোমার মন্ত্রীবর্গের সঙ্গে নিশ্চয়ই তুমি বীরশয্যা লাভ করবে। কারণ, গুরুতর যুদ্ধ বাঁধবে। তুমি মনে করো পাণ্ডবদের সম্পর্কে আমার অনুরক্ত হওয়ার কোনও কারণ নেই। রাজগণ আপনারা সবাই শুনুন। রাজসূয় যজ্ঞে মহাত্মা পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য দর্শন করে ঈর্ষান্বিত হয়ে তুমি শকুনির সঙ্গে দ্যূতক্রীড়ার কুমন্ত্রণা করেছিলে। না হলে, সরল স্বভাব সজ্জনপ্রিয় সেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতিরা একটি কুটিলের সঙ্গে অন্যায় দ্যূতক্রীড়া করতে এখানে আসবেন কেন? যে দ্যূতক্রীড়া সজ্জনের বুদ্ধি নষ্ট করে, পাপিষ্ঠ অনুচরবর্গের সঙ্গে মিলিত হয়ে সদাচারের প্রতি লক্ষ না রেখে, ভয়ংকর বিপদের কারণ সেই দ্যূতক্রীড়া তুমিই করিয়েছিলে। তুমি ছাড়া কোন ব্যক্তি ভ্রাতৃভার্যাকে সভায় এনে সেইরকম নির্যাতন করতে পারে? তুমি নিজে স্পষ্টভাবে দ্রৌপদীকে যে কুৎসিত কথা বলেছিলে, তা অন্য কোন ব্যক্তি বলতে পারে? সৎকুলজাতা ও সচ্চরিত্রা এবং পাণ্ডবদের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তরা মহিষী দ্রৌপদীকে তুমি সেইপ্রকার নির্যাতন করেছিলে। তারপর, পরন্তপ পাণ্ডবেরা যখন বনে গমন করছিলেন, তখন দুঃশাসন কৌরবসভায় থেকে যে কুৎসিত কথা বলেছিল, তাও কৌরবেরা সকলেই জানে। পাণ্ডবেরা লোভী ছিলেন না, তোমাদের সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবহারই করতেন। তাঁরা সর্বদাই ধর্মাচরণ করতেন এবং তাঁরা তোমাদের আপন আত্মীয়। এই অবস্থায় তাঁদের উপর অসংগত আচরণ তুমি ছাড়া আর কে করতে পারে? কর্ণ, দুঃশাসন এবং তুমি—নৃশংস ও অনার্য লোকের মতো বহু নিষ্ঠুর কথা

বলেছিলে। বারণাবত নগরে কুন্তী দেবীকে পুত্রদের সঙ্গে পুড়িয়ে মারার চেষ্টায় তোমরা সার্থক হতে পারোনি। তোমাদের দ্বারা গুপ্ত হত্যা সম্ভাবনায় পাণ্ডবেরা মাতা কুন্তীকে নিয়ে এক ব্রাহ্মণের বাড়ি গুপ্তভাবে দীর্ঘকাল বাস করেছিলেন। তুমি পাণ্ডবদের বিষদান করে মারতে চেষ্টা করেছিলে, সর্পবন্ধন করে মারতে চেষ্টা করেছ, কিন্তু তুমি কোনও ক্ষেত্রেই সফল হতে পারোনি। তুমি সমস্ত সময়েই পাণ্ডবদের প্রতি অসৎ ব্যবহার করে নিকৃষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ। সুতরাং তুমি পাণ্ডবদের কাছে অপরাধী নও কেন? তারপর, পাণ্ডবেরা এখন তাঁদের পৈতৃক অংশই চাইছেন, তুমি তাও দিতে চাও না। কিন্তু পাপিষ্ঠ! তুমি ঐশ্বর্যভ্রষ্ট ও নিপাতিত হয়ে, সবই দিতে বাধ্য হবে। তুমি অসদ্‌ব্যবহারী নিকৃষ্ট ব্যক্তি। পাণ্ডবদের উপর গুরুতর অকার্য করে, এখন তুমি সভাকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছ? তুমি গুরুজনের কথা অগ্রাহ্য করে, দুষ্ট বন্ধুদের পরামর্শে এখনও অসৎ পথে চলছ। তোমার পিতা, মাতা, ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর বারবার বলেছেন, কিন্তু তুমি শুনছ না। অথচ তুমি শান্ত হলে, যুধিষ্ঠির ও তোমার গুরুতর লাভ হত। একে তোমার বুদ্ধির দোষ ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে। তুমি হিতার্থীদের কথা অগ্রাহ্য করে কখনও সুখ পাবে না। তোমার সমস্ত কর্মই অধর্ম ও অযশের হচ্ছে।”

কৃষ্ণের কথা শুনে অসহিষ্ণু দুঃশাসন দুর্যোধনকে বললেন, “রাজা যদি আপনি নিজের ইচ্ছায় পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি না করেন, তবে কৌরবেরা আপনাকে বন্দি করে যুধিষ্ঠিরের হাতে সমর্পণ করবেন। ভীষ্ম, দ্রোণ এবং আপনার পিতা—এঁরা আমাকে, আপনাকে এবং কর্ণকে পাণ্ডবদের হাতে প্রদান করবেন।” দুর্মতি, নির্লজ্জ, অশিষ্টের মতো মর্যাদাহীন, অভিমানী ও মান্য ব্যক্তির অবমাননাকারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন ভ্রাতা দুঃশাসনের এই কথা শুনে ক্রুদ্ধ সাপের মতো নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে সভার সমস্ত উপস্থিত গুরু-স্থানীয় ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে—সভা থেকে উঠে চলে গেলেন। দুর্যোধনের অনুচরগণও তাঁর অনুসরণ করে সভার বাইরে চলে গেলেন।

তখন ভীষ্ম বললেন, “যে লোক ধর্ম ও অর্থ ত্যাগ করে ক্রোধের বশীভূত হয়, অচিরকালের মধ্যে তার বিপদে শত্রুরা হাসতে থাকে। এই দুরাত্মা রাজপুত্র দুর্যোধন কার্যসাধনের উপায় জানে না, হঠাৎ রাজত্ব পেয়ে মিথ্যা অভিমানী এবং ক্রোধ ও লোভের বশীভূত। কৃষ্ণ আমি মনে করি এই ক্ষত্রিয়গুলিকে ডাক দিয়েছেন কাল—কারণ, মন্ত্রীগণের সঙ্গে রাজারা সকলেই দুর্যোধনের অনুসরণ করেছেন।” তখন বীর্যবান পদ্মনয়ন কৃষ্ণ সে-কথা শুনে ভীষ্ম-দ্রোণ প্রভৃতি সকলকে বললেন, “কুরুবংশীয় বৃদ্ধদের একটা গুরুতর কর্তব্যে ত্রুটি ঘটেছে যে, একটা মূর্খকে রাজা পদে নিযুক্ত করেছেন, অথচ তাকে কেউ নিয়ন্ত্রিত করেন না। বর্তমানে আমি যা কালোচিত কর্তব্য মনে করি, তা আপনাদের কাছে বলছি। আপনারা শুনুন—এতে কুরুবংশের মঙ্গল হবে। আপনাদের আনুকূল্য লাভ করার জন্য আমি হিতবাক্যই বলব, এবং তা আপনাদের রুচিকর হবে বলে মনে করি। আপনারা জানেন যে দুরাচার ও নিকৃষ্টচেতা কংস বৃদ্ধ পিতা ভোজরাজ উগ্রসেন জীবিত থাকতেই তাঁর প্রভুত্ব হরণ করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। জ্ঞাতিবর্গ কংসকে ত্যাগ করেছিল, সেই জ্ঞাতিবর্গের কল্যাণে মহাযুদ্ধে আমি কংসকে বধ করেছিলাম এবং পুনরায় ভোজরাজকে

রাজা করেছি। সেই উগ্রসেনের শাসনে যদু, অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়েরা একা কংসকে পরিত্যাগ করে অনায়াসে উন্নতি লাভ করেছে। দেবাসুরের যুদ্ধের সময় প্রজাপতি ব্রহ্মা যখন দেখলেন দেব, অসুর, মনুষ্য, গন্ধর্ব, নাগ ও রাক্ষসগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পরস্পরকে সংহার করবে—তখন তিনি ধর্মদেবকে আদেশ করলেন যে তিনি দৈত্য ও দানবগণকে বন্ধন করে বরুণ দেবতার হাতে সমর্পণ করুন। ধর্ম প্রজাপতির আদেশ অনুসারে দৈত্য ও দানবদের বন্দি করে বরুণ দেবতার হাতে সমর্পণ করলেন এবং বরুণদেব আপন পাশে তাঁদের আবদ্ধ করে সমুদ্রমধ্যে সেই অসুরগণকে রক্ষা করতে লাগলেন। সেইরূপ আপনারাও দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনিকে বন্দি করে পাণ্ডবদের কাছে সমর্পণ করুন। কারণ কুলরক্ষার জন্য একটা লোককে ত্যাগ করবে, গ্রাম রক্ষা করার জন্য একটা কুলকে ত্যাগ করবে এবং আত্মরক্ষার্থে গোটা পৃথিবীই ত্যাগ করবে। অথবা রাজা আপনি কেবল দুর্যোধনকে বন্ধন করে পাণ্ডবদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করুন। সমস্ত ক্ষত্রিয় যেন আপনার জন্য বিনষ্ট না হন।”

কৃষ্ণের সমস্ত বক্তব্য শোনার পর ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে আদেশ করলেন যে, তিনি অন্তঃপুরে গিয়ে রাজমাতা গান্ধারীকে সভায় নিয়ে আসুন। দুর্যোধন যদি গান্ধারীর ও তাঁর সমবেত অনুনয় অস্বীকার করে, তবে কৃষ্ণের পরামর্শ গ্রহণ করা ছাড়া অন্য পথ থাকবে না। বিদুর রাজার আদেশ পালন করলেন এবং দুর্যোধন-মাতা গান্ধারী দেবী সভায় প্রবেশ করলেন। ধৃতরাষ্ট্র সংক্ষেপে গান্ধারীকে রাজসভার ঘটনা জানালে গান্ধারী সরাসরি বললেন, “রাজা পুত্রপ্রিয় আপনিই এ বিষয়ে বিশেষ নিন্দনীয়। কারণ দুর্যোধনের পাপপ্রবৃত্তি জেনেও তার বুদ্ধিই অনুসরণ করে চলেছেন। দুর্যোধন লোভী, তার উপর সমগ্র রাজ্যের লোভ ও ক্রোধ তাকে প্রতিদিন উত্তেজিত করেছে। এখন আপনি বলপ্রয়োগ করেও তাকে ঠেকাতে পারবেন না। মূঢ়, মূর্খ, দুরাত্মা ও লোভী এবং দুষ্টসহায়শালী দুর্যোধনকে যে রাজ্য দান করেছিলেন, তার ফল এখন আপনি ভোগ করছেন। আপনি আত্মীয়দের মধ্যে ভেদ স্থাপন করে, এখন আত্মীয়দের উপর দণ্ড প্রয়োগ করতে চাইছেন?”

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে এবং গান্ধারীর উপদেশে বিদুর পুনরায় দুর্যোধনকে সভায় ডেকে নিয়ে এলেন। গান্ধারী তাঁকে বললেন, “ভবিষ্যতের হিতের জন্য তোমাকে কিছু বলব। তোমার পিতা, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর তোমাকে যা বলেছেন, তা পালন করো। তাতে গুরুজনের আজ্ঞা পালন হবে এবং তোমারও মঙ্গল হবে। মানুষ নিজের ইচ্ছায় রাজ্য লাভ করতে পারে না, রক্ষা করতে পারে না এবং ভোগ করতেও পারে না। আবার অজিতেন্দ্রিয় লোক দীর্ঘকাল রাজ্য রক্ষা করতে পারে না। কারণ, কাম ও ক্রোধ কর্তব্য বিষয় থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করে অন্যত্র নিয়ে যায়। রাজা সেই দুই শত্রুকে পরাজিত করেই পৃথিবী জয় করতে পারেন। রাজত্ব শব্দের অর্থ হল গুরুতর প্রভুত্ব। এই গুরুর প্রভুত্ব বজায় রাখতে হলে ইন্দ্রিয় দমন করতে হবে। কারণ ইন্দ্রিয় বশ না হলে, মানুষের বিনষ্টি ঘটে। আপন ইন্দ্রিয়কে জয় না করে, অমাত্যকে জয় করা যায় না। অমাত্যকে জয় না করে শত্রুকে জয় করা যায় না। বর্ধিত কাম এবং ক্রোধ মানুষের পক্ষে স্বর্গের রুদ্ধ দ্বারের কারণ। যে রাজা কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ ও দর্পকে জয় করতে পারেন—তিনিই পৃথিবীর রাজা হবার উপযুক্ত।

“বৎস আরও শোনো। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ও মহারথ দ্রোণ যা বলেছেন, তা সত্য। কৃষ্ণ ও

অর্জুন অজেয়। অতএব তুমি কৃষ্ণের শরণাপন্ন হও। কৃষ্ণ উভয় পক্ষেরই মঙ্গল করবেন। যুদ্ধে মঙ্গল নেই, ধর্ম নেই, স্বার্থ নেই, সুখ নেই এবং সর্বদা জয়ও হয় না। অতএব, যুদ্ধে মনোনিবেশ কোরো না। ভীষ্ম, তোমার পিতা এবং বাহ্লিক এঁরা ভেদের ভয়ে ভীত হয়েই পাণ্ডবদের পৈতৃক অংশ দিয়েছিলেন। সেই বীরগণ সমগ্র পৃথিবী নিষ্কণ্টকীকৃতা করেছিলেন, এবং সেই পৃথিবীই তুমি আজ ভোগ করছ। যদি মন্ত্রীদের সঙ্গে পৃথিবী স্থায়ীভাবে ভোগ করতে চাও, পাণ্ডবদের যথোচিত অংশ দান করো। তাদের রাজ্যের অর্ধ-দান করো। বাকি অর্ধ অংশেই তুমি অনায়াসে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। তুমি তেরো বৎসর যাবৎ পাণ্ডবদের অনেক কষ্ট দিয়েছ। এখন তার উপশম করো। তা ছাড়াও তুমি, দৃঢ়ক্রোধী কর্ণ ও তোমার ভ্রাতা দুঃশাসন—তোমরা পাণ্ডবদের রাজ্য আত্মসাৎ করতে পারবে না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, ভীম, অর্জুন, ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রুদ্ধ হলে উভয় পক্ষের সমস্ত সৈন্যই বিনষ্ট হবে। তোমার ক্রোধের কারণে পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য কোরো না। তারপর তুমি যে মনে করো ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ তোমার পক্ষে থেকে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে যুদ্ধ করবেন, তা কখনও হবে না। কারণ, এঁরা তোমাদের ও পাণ্ডবদের স্বভাব জানেন এবং তোমাদের উপর ও পাণ্ডবদের উপর এঁদের স্নেহ ও সমান সম্পর্ক আর রাজ্যও সমান। কিন্তু পাণ্ডবদের ধর্ম অধিক। সুতরাং এঁরা তোমার প্রদত্ত অন্নের ভয়ে যদিও জীবন ত্যাগ করতে পারেন, তথাপি যুধিষ্ঠিরকে শত্রুভাবে দেখতে পারবেন না। এ জগতে কেবল লোভে মানুষের অর্থ-সম্পত্তি হতে দেখা যায় না। তোমার আর লোভে প্রয়োজন নেই, তুমি শান্ত হও।"

দুর্যোধন মায়ের কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে পুনরায় শকুনি প্রভৃতির কাছে ফিরে গেলেন এবং সেখানে শকুনি, কর্ণ, দুঃশাসন প্রভৃতির সঙ্গে মন্ত্রণা করতে লাগলেন। আলোচনা করে তাঁরা সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, কৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁদের বন্ধন করে পাণ্ডবদের কাছে নিয়ে যাবেন। "অতএব, পূর্বকালে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বলপূর্বক বলিকে বন্ধন করে রেখেছিলেন, তেমনই আমরাই বলপূর্বক কৃষ্ণকে বন্ধন করে রাখব।" কৃষ্ণ বদ্ধ হয়েছে শুনলে পাণ্ডবেরা ভগ্নদন্ত সর্পের ন্যায় কর্তব্যবিমূঢ় ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়বে। এই মহাবাহু কৃষ্ণই পাণ্ডবদের সকলের মশালের মূল ও বর্মের ন্যায় বিপত্তিনিবারক। সুতরাং এই কৃষ্ণকে আবদ্ধ করে রাখতে পারলে, পাণ্ডবেরা সোমকদের সঙ্গে নিরুদ্যম হয়ে পড়বে।

পরের ইঙ্গিত-অভিজ্ঞ ও মহাবিচক্ষণ সাত্যকি সেই দুষ্ট চতুষ্টয়ের দুরভিসন্ধি বুঝতে পারলেন। কৃতবর্মাকে নিয়ে সাত্যকি সভার বাইরে গিয়ে তাঁকে বললেন, "অবিলম্বে সৈন্য প্রস্তুত করো।" কৃতবর্মাকে এই নির্দেশ দিয়ে মহাবীর সাত্যকি পুনরায় সভার মধ্যে প্রবেশ করে মহাত্মা কৃষ্ণের কাছে দুর্যোধন প্রভৃতির দুরভিসন্ধির কথা বললেন। পরে ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরকেও জানালেন। সাত্যকি বললেন, "মূর্খেরা সজ্জনবিগর্হিত দূতবন্ধনরূপ কাজ করতে চাইছে। কিন্তু তারা তা কোনওমতেই পারবে না। কৃষ্ণকে ধরবার ইচ্ছায়, রাজ্যলোভী মূর্খ পাপাত্মারা এই সভায় এসে গোলমাল করবে। বালকেরা যেমন জ্বলন্ত আগুন ধরতে চায়, তেমনই এই অল্পবুদ্ধিরা কৃষ্ণকে ধরবার ইচ্ছা করছে।" সাত্যকির কথা শুনে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, "যম এসে আপনার পুত্রদের ঘিরে ধরেছে। পতঙ্গ যেমন আগুনের কাছে গিয়ে পুড়ে মরে, তেমনই আপনার পুত্রেরা আগুনের কাছে গিয়ে পুড়ে মরবে। ক্রুদ্ধ সিংহ যেমন

হস্তীদলকে যমালয়ে প্রেরণ করে, তেমনই এই কৃষ্ণ ইচ্ছা করলে আপনার পুত্রদের যমালয়ে পাঠাতে পারেন। কিন্তু পুরুষোত্তম কৃষ্ণ কোনও প্রকারেই পাপজনক অথবা নিন্দাযোগ্য কার্য করেন না এবং ধর্ম থেকে বিচ্যুত হন না।"

বিদুর এই কথা বললে কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, "আপনার পুত্রেরা এবং তাঁদের অনুচরবর্গ আমাকে বন্ধন করবার ইচ্ছা করেছেন। তবে আপনি অনুমতি করুন,—এঁরাই আমাকে বন্দি করুন অথবা আমিই এঁদের বন্ধন করি। আমি একাকীই এই ক্রুদ্ধ সকলকে বন্ধন করতে সমর্থ; তবে আমি কোনও প্রকার নিন্দিত বা পাপজনক কার্য করতে পারব না। আপনার পুত্রেরা পাণ্ডবদের অর্থে লোভ করে নিজেদের অর্থ হারাবেন। এই যদি এদের ইচ্ছে হয়ে থাকে, তবে যুধিষ্ঠির কৃতকার্য হয়েছেন। আমি আজই এদের বন্ধন করে পাণ্ডবদের হাতে তুলে দেব। এ কাজ আমার পক্ষে কঠিন হবে না। রাজা এই আমি স্থির করলাম! দুর্যোধনও যদি কৃতসংকল্প হয়ে থাকে, তবে পণব ও আনকধ্বনির সঙ্গে শঙ্খধ্বনি হতে থাকুক। পাণ্ডবদেরও অনায়াসে মহামঙ্গল স্থাপিত হবে। আমি যদি দুর্যোধন প্রভৃতিকে বন্ধন করে নিয়ে পাণ্ডবদের কাছে সমর্পণ করি, তবে তা উপযুক্ত কাজই হবে। কিন্তু ভরতনন্দন মহারাজ, আপনার সামনে ক্রোধ ও পাপবুদ্ধিজাত এই কর্ম আমি করব না। আমি আপনার পুত্রদের অনুমতি দিচ্ছি। ওরা আমায় বন্ধন করুন।"

ধৃতরাষ্ট্র আবার বিদুরকে দুর্যোধনের কাছে পাঠালেন, তাঁকে সভায় নিয়ে আসবার জন্য। দুর্যোধন আসতে চাননি, কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও সভায় এলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র দুষ্ট-চতুষ্টয় (দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি) ও তাদের অনুগামী রাজদের সামনে দুর্যোধনকে বললেন, "নৃশংস! পাপিষ্ঠ। কতগুলি ক্ষুদ্রকর্মা লোকের সহায়তা নিয়ে তুই পাপকার্য করতে চাইছিস। তোর মতো মূর্খ, কুলদূষক লোক যে কার্য করতে প্রবৃত্ত হয়, তুই তেমনই অসাধ্য, নিন্দনীয় ও সজ্জনবিগর্হিত কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিস। তুই পাপিষ্ঠ সহচরদের সঙ্গে মিলিত হয়ে দুর্ধর্ষ ও দুর্ধর কৃষ্ণকে বন্ধন করবার চেষ্টা করছিস।

যো ন শক্যো বলাৎ কর্ত্তুং দৈবেরপি সবাসবৈঃ ।
তং ত্বাং প্রার্থয়সে মন্দ! বালশ্চন্দ্রমসং যথা ॥ উদ্‌যোগ : ১২১ : ৩৯ ॥

"মূর্খ! ইন্দ্রের সঙ্গে দেবতারাও যাকে বলপূর্বক ধরতে পারেন না, বালক যেমন চন্দ্রকে ধরবার ইচ্ছা করে, তুই তেমনই কৃষ্ণকে ধরবার ইচ্ছা করছিস?" "দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, নাগ ও অন্য মানুষেরা যাঁকে যুদ্ধে সহ্য করতে পারেন না, তুই সেই কৃষ্ণকে চিনতে পারিসনি। যেমন হাত দিয়ে বায়ু ধরা যায় না, হাত দিয়ে চাঁদ স্পর্শ করা যায় না এবং মাথায় পৃথিবী ধরে রাখা যায় না, তেমনই বলপূর্বক কৃষ্ণকে ধরে রাখা যায় না।"

ধৃতরাষ্ট্র এই কথা বললে, বিদুর অসহিষ্ণু দুর্যোধনকে বললেন, "দ্বিবিদ নামক অসুর সৌভ বিমানের দ্বারে থেকে অনবরত বিশাল শরবর্ষণ করেও কৃষ্ণকে গ্রহণ করতে পারেনি। তুমি সেই কৃষ্ণকে গ্রহণ করার ইচ্ছা করেছ? কৃষ্ণ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমন করলে, নরকাসুর অন্য অসুরদের সঙ্গে কৃষ্ণকে গ্রহণ করতে পারেনি। অনেক যুগ বর্ষজীবী এই কৃষ্ণ সেই নরকাসুরকে বধ করে, বহু সহস্র কন্যাকে উদ্ধার করে যথাবিধানে তাদের বিবাহ করেছেন।

নির্মোচন নগরে ষট্ সহস্র মহাসুর পাশদ্বারা বন্ধন করেও কৃষ্ণকে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়নি। তুমি বলপূর্বক তাঁকে গ্রহণ করতে চাইছ? ইনিই বাল্যকালে শিশু হয়েও পুতনা রাক্ষসীকে বধ করে এবং গোরক্ষার্থে গোবর্ধন পর্বত ধারণ করেছিলেন। লোকের অনিষ্টকারী ও মহাবল অরিষ্ট, ধেনুক, চাণূর, অশ্বরাজ ও কংসকে ইনিই বধ করেছেন। ইনি যুদ্ধে জরাসন্ধকে ভীমসেন দ্বারা সংহার করেছেন এবং বীর্যবান দন্তবক্র, শিশুপাল ও বাণরাজাকে নিজে বধ করেছেন আর রুক্মি প্রভৃতি রাজগণকে পরাভূত করেছেন। অমিততেজা এই কৃষ্ণই বরুণদেব ও অগ্নিদেবকে জয় করেছেন এবং পারিজাত হরণ করার সময়ে ইনি দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করেছিলেন। ইনি যখন প্রলয়সাগরে শায়িত ছিলেন, সেই সময়ে মধু ও কৈটভকে বধ করেছিলেন এবং অপর এক জন্মে বেদ অপহারী হয়গ্রীবকে সংহার করেছিলেন। ইনি সকলকে সৃষ্টি করেন, সকলের পুরুষকারের কারণ কিন্তু একে কেউ সৃষ্টি করতে পারেন না। এই কৃষ্ণ যা যা ইচ্ছা করেন, অনায়াসে তা সম্পাদন করেন। দুর্যোধন সেই কৃষ্ণকে তুমি বলপূর্বক বন্ধন করতে চাও?"

তখন বলবান ও শত্রুহন্তা কৃষ্ণ দুর্যোধনকে বললেন, "অতিদুর্বুদ্ধি দুর্যোধন তুমি মোহবশত আমাকে একা বলে মনে করছ, তাই আমাকে বন্ধন করতে চাও। পাণ্ডবেরা, অন্ধকবংশীয়েরা ও বৃষ্ণিবংশীয়েরা সকলেই এখানে আছেন, আর মহর্ষিদেব সঙ্গে আদিত্যগণ, রুদ্রগণ এবং বসুগণও এখানে আছেন।" এই বলে বিপক্ষবীরহন্তা কৃষ্ণ বিকট হাস্য করলেন। তখন অঙ্গুষ্ঠের মতো ক্ষুদ্র ও অগ্নিশিখার মতো উজ্জ্বল দেবগণ তাঁর দেহ থেকে আবির্ভূত হল এবং তাঁর ললাটে ব্রহ্মা ও বক্ষে রুদ্র দৃষ্টিগোচর হলেন। বাহুসমূহ থেকে দিকপালগণ এবং মুখ থেকে অগ্নি জন্ম নিলেন; আর আদিত্যগণ, সাধ্যগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইন্দ্রের সঙ্গে মরুদগণ, বিশ্বদেবগণ এবং যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব ও নাগসমূহ তাঁর বিভিন্ন অঙ্গ থেকে আবির্ভূত হলেন। কৃষ্ণের বাহুযুগল থেকে অর্জুন ও বলরাম উপস্থিত হলেন। দক্ষিণ বাহু থেকে ধনুর্ধারী অর্জুন, বাম বাহু থেকে হলধারী বলরাম প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন। পৃষ্ঠদেশ থেকে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব নির্গত হলেন। তারপর মহাস্ত্রধারী অন্ধকগণ এবং প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি বৃষ্ণিগণ কৃষ্ণের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। ক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা, শঙ্খধনু, লাঙ্গল ও নন্দক নামক খড়্গ প্রাদুর্ভূত হল। কৃষ্ণের বহুতর হস্তে উজ্জ্বল ও উত্তোলিত সর্বপ্রকার অস্ত্র, সকল দিকে দেখা যেতে লাগল। নয়নযুগল, নাসিকারন্ধ্রযুগল ও কর্ণযুগল থেকে সকল দিকে ধূমযুক্ত মহাভয়ংকর অগ্নিশিখা নির্গত হতে থাকল। সূর্যের রশ্মির ন্যায় রশ্মিসকল রোমকূপে প্রকাশ পেতে লাগল এবং তখন কৃষ্ণ সহস্রচরণ, শতবাহু, সহস্রনয়ন ও কান্তিশালী হলেন। তাঁর গুল্‌ফের নিম্নভাগ পাতালে দেখা যেতে লাগল এবং নয়নযুগলে চন্দ্র ও সূর্য ও অন্য গ্রহগণ প্রকাশিত হল। তাঁর উদরদেশে সমস্ত ঊর্ধ্বলোক দেখা যেতে লাগল এবং সকল নদী ও সমুদ্র তাঁর ঘর্মরূপে প্রকাশ পেতে থাকল। পর্বত সকল তাঁর অস্থিরূপে, বৃক্ষসমূহ রোমরূপে ও দিন ও রাত্রি নয়নের নিমেষরূপে দৃষ্টিগোচর হতে থাকল। আর দেবী সরস্বতী তাঁর জিহ্বায় বিরাজ করতে লাগলেন।

মহাত্মা কৃষ্ণের সেই ভীষণ মূর্তি দেখে রাজারা সকলে ত্রস্তচিত্ত হয়ে চোখ বন্ধ করলেন। কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ, মহামতি বিদুর, মহাভক্ত সঞ্জয় এবং তপোধন ঋষিরা ভীতচিত্ত হলেন না।

কারণ, ভগবান তাঁদের প্রকৃত চক্ষুই দিয়েছিলেন। ভগবান তখন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকেও সুন্দর দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তাই এই কয়জন কৃষ্ণের প্রকৃত মূর্তিই দেখতে পেলেন।

তারপর দেবগণ, গন্ধর্বগণ, কিন্নরগণ, মহানাগগণ, ঋষিগণ, লোকপালগণ সেই কৃষ্ণকে প্রণাম করে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। "প্রভু! আপনি নিজের যে-রূপ দেখিয়েছেন, সেই রূপ ও ক্রোধ উপসংহার করুন। না হলে, দেবগণের সঙ্গে জগতের এই সমস্ত লোক ভয়েই বিনষ্ট হয়ে যাবে। আপনিই জগতের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা এবং পালনকর্তা। আপনিই সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত।"

কৃষ্ণের সেই অত্যাশ্চর্য রূপ দেখে দেবদুন্দুভি বেজে উঠল এবং সভার উপর পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকল। তারপর পুরুষশ্রেষ্ঠ অরিন্দম কৃষ্ণ নিজের সেই অলৌকিক, অদ্ভুত ও নানাপ্রকার বিভূতি উপসংহার করলেন এবং ঋষিগণের অনুমতি নিয়ে সাত্যকি ও বিদুরের হাত ধরে সভা থেকে বাইরে চলে গেলেন।

'কৌরবসভায় শ্রীকৃষ্ণ' মহাভারতের এক আশ্চর্য দুর্লভ মুহূর্ত। বহু কারণেই এ মুহূর্ত অতি দুর্লভ। প্রথমত, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাচ্ছেন দৌত্য করতে, কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে।

দ্বিতীয়ত, কৃষ্ণ দৌত্য করতে যাচ্ছেন শুনে দলে দলে মুনি ঋষিদের হস্তিনাপুর যাত্রা। এই মুনি ঋষিদের মধ্যে আছেন পরশুরাম, আছেন মহাত্মা মহর্ষি কণ্ব এবং দেবর্ষি নারদ।

তৃতীয়ত, হস্তিনানগরে পৌঁছে কৃষ্ণের রাজকীয় মর্যাদালাভ। দুর্যোধন, দুঃশাসন ব্যতীত অন্য ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা নগর-দ্বারে কৃষ্ণকে অভ্যর্থনা জানালেন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা পথে। উলুধ্বনি ও অবিরাম পুষ্পবর্ষণ। কৃষ্ণ কিন্তু দুর্যোধনের আতিথ্য গ্রহণ করলেন না। প্রত্যাখ্যান করে বিদুরের গৃহে রাত্রিবাস করলেন।

চতুর্থত, কৃষ্ণের আশ্চর্য বিচক্ষণতা। তিনি দৌত্যকার্যে গেলেন কিন্তু সঙ্গে নিয়ে গেলেন সাত্যকি, কৃতবর্মা ও সহস্র সহস্র যোদ্ধা। মানবচরিত সম্পর্কে তাঁর সুগভীর জ্ঞান প্রকাশিত হল।

পঞ্চমত, কৃষ্ণের অসাধারণ বাগ্মিতা। প্রথম ভাষণেই তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেছেন। তিনি শান্তির দূত। কাউকে আঘাত না করে, ভরত বংশের গৌরব উল্লেখ করে, তিনি পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে চেয়েছেন। তাঁর বাণী এতখানি মঙ্গলজনক যে পরশুরাম, মহর্ষি কণ্ব, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র—সবাই তা অনুমোদন করতে বাধ্য হয়েছেন।

ষষ্ঠত, দুর্যোধন যখন ঘোষণা করলেন, "বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।" তখনই কৃষ্ণের বচন ক্রমশ ধারালো হয়ে উঠেছে। দুর্যোধন প্রমাণ করতে চেয়েছেন, বর্তমান পরিস্থিতির জন্য তিনি বিন্দুমাত্র দায়ী নন, তখন কৃষ্ণ একটি একটি করে দুর্যোধনের অপরাধ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, কৌরববংশ দুর্যোধনের জন্যই ধ্বংস হবে। ক্রুদ্ধ দুর্যোধন সভাস্থল ত্যাগ করেছেন।

সপ্তমত, এই মুহূর্তেই আমরা দেখেছি রাজমাতা গান্ধারীর বিচক্ষণতা, মনস্বিতা ও ধর্মাচরণ। বর্তমান সমস্ত দুর্যোগের জন্য তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধ পুত্রস্নেহকে দায়ী করে বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন অজেয়। শান্তি স্থাপন না হলে তাঁর পুত্ররা ধ্বংস হবে, একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি দুর্যোধনকে জানিয়েছেন। অদ্ভুত তাঁর মনস্তত্ত্বজ্ঞান। দুর্যোধনকে তিনি জানিয়েছেন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ—তাঁর অন্নের ঋণ পরিশোধ করার জন্য জীবন দেবেন, কিন্তু কোনওদিন যুধিষ্ঠিরকে শত্রু হিসাবে দেখতে পারবেন না।

অষ্টমত, একটি মত সুধীমণ্ডলে প্রচলিত আছে। বৃন্দাবনের কৃষ্ণ ও মহাভারতের কৃষ্ণ একই ব্যক্তি নন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ডাকসাইটে অধ্যাপক এই মত পোষণ করতেন। পরে ঘটনাচক্রে সেই অধ্যাপক ও মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের এই বিষয়ে আলোচনা হয়। ঘটনাক্রমে এই লেখক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সিদ্ধান্তবাগীশ সেই অধ্যাপককে বলেছিলেন, "সভাপর্ব আর উদ্‌যোগ পর্ব পড়ে দেখো। দেখবে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ আর কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ একই ব্যক্তি।" অধ্যাপক পরবর্তীকালে তা স্বীকারও করেছিলেন। এই দুর্লভ মুহূর্তটিতে বিদুর কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য দুর্যোধনকে বোঝাতে গিয়ে পুতনা রাক্ষসী বধ, গো-রক্ষার্থে গিরি-গোবর্ধন ধারণ, চাণূর, মুষ্টি, কংস বিনাশের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। আবার রাজসূয় যজ্ঞের সভায় শিশুপাল কৃষ্ণকে 'কংসদাস' বলে বারংবার বিদ্রূপ করেছিলেন। এই দুই অংশ মিলিয়ে পাঠ করলে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, এই কৃষ্ণই যশোদাদুলাল, নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ। এঁরা একই ব্যক্তি। অর্জুন তাঁর পিসতুতো ভাই। ইনি অর্জুনের চেয়ে বয়সে ছ' মাস বড় ছিলেন।

নবমত, এই দুর্লভ মুহূর্তে আমরা কৃষ্ণের সেই রূপের সামান্য দেখতে পেলাম, যে-রূপ অর্জুনের কৈবল্য দূর করার জন্য কৃষ্ণ ধারণ করেছিলেন। এই মুহূর্তেই আমরা পেলাম, আদি-অন্তহীন সেই মহাকাল, যিনি সকল সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের কারণ। যিনি অখণ্ড মণ্ডলাকার, সমস্ত জগৎ-ব্যাপ্ত। যিনি স্বয়ং বিষ্ণু বা নারায়ণ। যাঁর ললাটে বাস করেন ব্রহ্মা, বক্ষে বাস করেন দেবাদিদেব মহাদেব এবং যাঁর জিহ্বাগ্রে বাস করেন দেবী সরস্বতী।

৫৭

কৃষ্ণ-কর্ণ সংবাদ

বিদুর ও সাত্যকির হাত ধরে কৌরবসভা থেকে কৃষ্ণ বাইরে চলে এলেন। দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও ধৃতরাষ্ট্রকে অভিবাদন করলেন। অন্তঃপুরে গিয়ে পিসিমা কুন্তীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর কৃষ্ণ হস্তিনাপুর ত্যাগ করার জন্য আপন রথের দিকে অগ্রসর হলেন। যাত্রাপথে কৃষ্ণ কর্ণকে আপন রথে তুলে নিলেন। রথ অগ্রসর হতে লাগল। হস্তিনার নদীতীরে রথ পৌঁছলে কৃষ্ণের ইঙ্গিতে দারুক রথ থামালেন। কর্ণকে নিয়ে কৃষ্ণ রথে উপবিষ্ট রইলেন এবং দারুককে কিছুক্ষণের জন্য রথ থেকে দূরে থাকতে বললেন। দারুক আদেশ পালন করলে কৃষ্ণ কর্ণকে সেই রথের উপরেই বললেন, "কর্ণ আপনি তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণগণের উপাসনা করেছেন, সংযত থেকে, অসূয়া না করে তাঁদের ভরণ-পোষণও করেছেন। আপনি নিশ্চয়ই সনাতন বেদবাক্য সকল অবগত হয়েছেন এবং সূক্ষ্ম ধর্মশাস্ত্রসমূহের মর্মও জেনেছেন। 'কানীন' ও 'সহোঢ়' নামে কন্যার গর্ভে দুই প্রকার সন্তান জন্মে থাকে। শাস্ত্রজ্ঞ লোকেরা সেই কন্যার পরিণেতাকেই সেই সন্তানদের পিতা বলে থাকেন। কর্ণ আপনি সেই অবস্থায় জন্মেছেন বলে (কুমারী অবস্থায় কন্যাগর্ভে) কানীনপুত্রই বটেন। সুতরাং আপনি ধর্মশাস্ত্রের নিয়ম ও ধর্ম অনুসারে পাণ্ডুরই পুত্র। অতএব চলুন, আপনিই রাজা হবেন। আপনার পিতৃপক্ষে পাণ্ডবেরা এবং মাতৃপক্ষে বৃষ্ণিবংশীয়েরা—এই দুই পক্ষকেই আপনি আপনার সহায় বলে মনে করুন। মাননীয় কর্ণ! আপনি আজ এখান থেকে আমার সঙ্গে উপপ্লব্য নগরে উপস্থিত হলে. পাণ্ডবেরা আপনাকে কুন্তীর পুত্র এবং যুধিষ্ঠিরের অগ্রজ বলে জানতে পারবে। পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, অপরাজিত অভিমন্যু এঁরা আপনার চরণযুগল ধারণ করবেন। পাণ্ডবগণের সাহায্যের জন্য সমাগত রাজগণ, রাজপুত্রগণ এবং সমস্ত বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় লোক আপনার পদযুগল গ্রহণ করবেন। রাজারা ও রাজকন্যারা আপনার রাজ্যাভিষেকের জন্য স্বর্ণময়, রৌপ্যময় ও মৃন্ময় কুম্ভ এবং ওষধি, সমস্ত বীজ, সকল রত্ন ও লতা আনয়ন করবে। আর দ্রৌপদী দেবী ষষ্ঠ সময়ে (প্রথম সময়ে) আপনার নিকট আগমন করবেন। প্রশস্ত চিত্ত ও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ধৌম্য অগ্নিতে হোম করবেন এবং চতুর্বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরা আজ আপনাকে অভিষিক্ত করবেন। পাণ্ডবগণের অপর পুরোহিত ব্রহ্মকার্য শুরু করুন, আর পুরুষশ্রেষ্ঠ পঞ্চভ্রাতা, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, পাঞ্চালগণ, চেদিদেশীয়গণ এবং আমি—আমরা আপনাকে আজ পৃথিবীর রাজ্যে অভিষিক্ত করব। বর্তমান রাজা যুধিষ্ঠির আপনার যুবরাজ হবেন এবং ধর্মাত্মা, দৃঢ়ব্রত সেই

কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির চামর ধারণ করে আপনার রথের পিছনে অন্য রথে আরোহণ করুন। কুন্তীনন্দন মহাবল ভীমসেন অভিষেকের পরে আপনার মাথায় শ্বেতবর্ণ ছত্র ধারণ করুন। অর্জুন বহুকিঙ্কিণী নিনাদিত, ব্যাঘ্রচর্মে পরিবেষ্টিত এবং শ্বেতাশ্বযুক্ত আপনার রথ সঞ্চালন করবেন; আর অভিমন্যু সর্বদাই আপনার কাছে থাকবেন। নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পঞ্চ-পুত্র, পাঞ্চালগণ এবং মহারথ শিখণ্ডী আপনার অনুগমন করবেন। নরনাথ, আমিও আপনার অনুগমন করব; আর অন্ধক, বৃষ্ণি ও দশার্হবংশীয়গণ এবং দশার্নদেশীয়েরা সকলে আপনার পরিবার হবেন। এইভাবে পাণ্ডব ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে জপ, হোম ও অন্য নানাবিধ মাঙ্গলিক কার্যে ব্যাপৃত থেকে আপনি রাজ্যভোগ করতে থাকুন। দ্রাবিড়, কুন্তল, অন্ধ্র, তালচর, চুচুপ ও বেণুপদেশীয় লোকেরা আপনার অগ্রগামী হবেন। আর সূত ও মাগধ প্রভৃতি স্তুতিপাঠকেরা বহুতর স্তুতিবাক্য দ্বারা আপনার স্তব করুক এবং পাণ্ডবেরা আপনার জয় ঘোষণা করবেন। নক্ষত্র পরিবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় আপনি পাণ্ডবগণ পরিবেষ্টিত হয়ে রাজ্য শাসন করতে থাকুন এবং কুন্তী দেবীকে সর্বদাই আনন্দিত করুন। আজ থেকে পাণ্ডবদের সঙ্গে আপনার সৌহার্দ্য হোক ও শত্রুরা ব্যথিত হোক।

কর্ণ বললেন, "বৃষ্ণিনন্দন কৃষ্ণ, শুভচিন্তক হিসাবে বন্ধুর মতো আপনি যা বললেন, তা সম্পূর্ণ সত্য। আপনি যা জানেন, আমিও সে সমস্ত জানি; ধর্মশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে ধর্মত আমি পাণ্ডুর পুত্রই বটে। জনার্দন কুন্তী দেবী কন্যা অবস্থায় সূর্য হতে আমাকে গর্ভে ধারণ করেন এবং প্রসবের পরে সেই সূর্যের কথা অনুসারেই তিনি আমাকে ত্যাগ করেন। কৃষ্ণ আমি সেই সন্তানই বটে তবু সেই অবস্থায় জন্ম হওয়ায় আমি ধর্মত পাণ্ডুর পুত্রই বটে। কিন্তু যাতে আমার মঙ্গল না হয়, সেইভাবেই কুন্তী দেবী আমাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। তারপর সারথি অধিরথ আমাকে গৃহে আনয়ন করেন এবং স্নেহবশত আপন ভার্যা রাধার হস্তে আমাকে সমর্পণ করেন। আমাকে দেখেই রাধার স্তনে দুগ্ধ এসেছিল এবং সেই থেকে রাধা আমার মল-মূত্র ধারণ করেছিলেন। অতএব, ধর্মজ্ঞ ও সর্বদা ধর্মশাস্ত্রশ্রবণে নিরত আমার মতো লোক কী করে সেই রাধার পিণ্ডলোপ করতে পারে? আর সূত অধিরথ স্নেহবশত সর্বদাই আমাকে পুত্র বলে জানেন এবং আমিও ভক্তিবশত তাঁকে পিতা বলেই জানি। সেই অধিরথই পুত্রপ্রীতি নিবন্ধন শাস্ত্রদৃষ্ট বিধান অনুসারে আমার জাতকর্ম প্রভৃতি সংস্কার কার্য করিয়েছেন। তিনিই ব্রাহ্মণগণ দ্বারা আমার 'বসুষেণ' নাম করিয়েছিলেন এবং আমিও তাঁর আশ্রয়ে থেকে যৌবনকাল উপস্থিত হলে, অনেক মহিলার পাণিগ্রহণ করেছি। সেই মহিলাদের গর্ভে আমার অনেক পুত্র ও পৌত্র জন্মেছে এবং সেই মহিলাদের উপরে আমার মন কাম সংসৃষ্ট হয়ে আছে। অতএব গোবিন্দ সমগ্র পৃথিবী, স্বর্ণরাশি, আনন্দ কিংবা ভয় দ্বারা সেই সম্পর্ক আমি মিথ্যা করতে পারি না। আবার আমি ধৃতরাষ্ট্রভবনে দুর্যোধনকে অবলম্বন করে আজ তেরো বৎসর যাবৎ নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ করছি। আর সূতগণের সঙ্গে মিলিত হয়েই আমি কৌলিক ধর্মপালন ও বিবাহ করেছি। দুর্যোধন আবার আমার উপর ভরসা করেই অস্ত্রসংগ্রহ এবং যুদ্ধে উদ্‌যোগ করেছেন। সেই জন্যই তিনি দ্বৈরথ যুদ্ধে অর্জুনের প্রতিমুখগামী ও পরম প্রতিকূলরূপে আমাকে বরণ করেছেন। অতএব জনার্দন, বধ কিংবা বন্ধনের আশঙ্কা, কিংবা ভয় অথবা লোভবশতই আমি দুর্যোধনের সঙ্গে মিথ্যা ব্যবহার করতে

পারি না। তা ছাড়া, আমার আর অর্জুনের সঙ্গে যদি দ্বৈরথ যুদ্ধ না হয়, তবে অর্জুনের আর আমার দুজনেরই নিন্দা হবে। মধুসূদন আপনি আমার ও পাণ্ডবদের হিতের জন্যই সবকিছু বলেছেন এবং আপনি যা বলেছেন, পাণ্ডবেরা সে সমস্তই করবেন, তাতেও কোনও সন্দেহ নেই। কৃষ্ণ আপনি এখন এই গুপ্ত আলোচনা গোপন রাখবেন। তা হবে সবদিক থেকে ভাল। না হলে, সংযতচিত্ত ও ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির আমাকে কুন্তী দেবীর প্রথম পুত্র বলে জানতে পারলে, আর তিনি রাজ্যগ্রহণ করবেন না। আমাকে দিয়ে দেবেন। আমি সেই বিশাল ও সমৃদ্ধ রাজ্য পেয়েও পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে তা দুর্যোধনকে সমর্পণ করব।

"ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির চিরন্তন রাজা হোন। তা হওয়াও সম্ভব। কারণ, হৃষীকেশ যাঁর নেতা এবং অর্জুন যাঁর যোদ্ধা। আর মহারথ ভীমসেন, নকুল, সহদেব দ্রৌপদীর পুত্রগণ, পাঞ্চাল রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, মহারথ সাত্যকি, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, সৌমকি, চেদিরাজ, চেকিতান, অপরাজিত শিখণ্ডী, ইন্দ্রগোপবর্গ, কেকয় ভ্রাতারা, মহামনা কুন্তিভোজ, ভীমসেনের মাতুল মহারথ শ্যেনজিৎ, বিরাটপুত্র শঙ্খ আর মাধব। সর্বোপরি, বুদ্ধি ও বীরত্বের আধার স্বয়ং আপনি যাঁর সহায়, সেই যুধিষ্ঠিরের পৃথিবীটাই রাজ্য হয়ে রয়েছে।

"কৃষ্ণ অন্য পক্ষে দুর্যোধন বিশাল ক্ষত্রিয় সমাজ সংগ্রহ করেছেন এবং সমস্ত রাজার মধ্যে প্রসিদ্ধ এই রাজ্য পেয়েছেন। দুর্যোধনের একটি অস্ত্র যজ্ঞ হবে। এই যজ্ঞে আপনি হবেন উপদেষ্টা এবং এই যজ্ঞে যজুর্বেদীয় পুরোহিতের কাজও আপনাকে করতে হবে। সুসজ্জিত কপিধ্বজ অর্জুন হবেন যজ্ঞের কর্মকর্তা, তাঁর গাণ্ডিব ধনু হবে হোম করার পাত্র, আর বিপক্ষ বীরগণের বীর্য হবে ঘৃত। অর্জুন প্রযুক্ত ঐন্দ্র, পাশুপত, ব্রাহ্ম ও স্থূণাকর্ণ প্রভৃতি অস্ত্রের মন্ত্রই সেই যজ্ঞের মন্ত্র হবে। পিতৃতুল্য পরাক্রমশালী অভিমন্যু হবেন সেই যজ্ঞের স্তোত্রপাঠক। অতিমহাবল, হস্তীসৈন্যহন্তা নরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন গর্জন করতে করতে যুদ্ধ আরম্ভ করে সামবেদীয় কর্মকর্তার কাজ করবেন। সর্বদা জপ হোম যুক্ত ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির সেই যজ্ঞে ব্রহ্মার কার্য করবেন। শঙ্খ, মৃদঙ্গ, ভেরি ও উৎকৃষ্ট সিংহনাদ হবে সেই যজ্ঞের বেদধ্বনি। মহাবীর ও যশস্বী মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব সেই যজ্ঞে ক্ষত্রিয় রূপ পশুচ্ছেদন করবেন। নির্মল রথধ্বজগুলি হবে যজ্ঞে বিচিত্রদণ্ড যূপকাষ্ঠ। কর্ণী, বালিক, নারাচ, বৎসদন্ত ও তোমর সকল সোমরসের কুম্ভ এবং ধনুগুলি পবিত্র কুশপত্রদ্বয় হবে। সেই যজ্ঞে তরবারিগুলি চরুপাকপাত্র, মস্তকগুলি বৃহৎ পিষ্টক, এবং রক্ত হবি বা হোমীয় দ্রব্য হবে। নির্মল শক্তি ও গদাসমূহ কুণ্ডের সকলদিকে বিকীর্ণ কাষ্ঠ হবে এবং দ্রোণ ও কৃপের সদস্যগণ বা শিষ্যগণ যজ্ঞের সদস্য হবেন।

"অর্জুন, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও অন্যান্য মহারথগণের নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ এই যজ্ঞে কুণ্ডের সকল দিকে বিক্ষিপ্ত কুশ হবে। সাত্যকি এক কুণ্ড থেকে অন্য কুণ্ডে যাতায়াত করবেন এবং দুর্যোধন এই যজ্ঞে দীক্ষিত হবেন, আর মহাসেনাই হবে তাঁর পত্নী। 'অতিরাত্র' নামে এই যজ্ঞ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকলে, ঘটোৎকচ এতে হিংসার কাজ করবে। যিনি যজ্ঞারম্ভে অগ্নি থেকে জন্মেছিলেন, সেই প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন এই যজ্ঞের দক্ষিণা হবেন। কৃষ্ণ আমি দ্যূতসভায় দুর্যোধনের প্রীতির নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে যে কটু বাক্য বলেছিলাম, সেই গুরুতর অকার্যের জন্য অনুতপ্ত হচ্ছি। কৃষ্ণ আপনি যখন আমাকে অর্জুন কর্তৃক নিহত দেখবেন, তখন আবার

এই যজ্ঞের বৃদ্ধি হবে। দুঃশাসন গর্বের সঙ্গে গর্জন করতে থাকলে, ভীমসেন তখন তাঁর রক্ত পান করবেন, তখন এই যজ্ঞ পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী যখন দ্রোণ ও ভীষ্মকে নিপাতিত করবেন, তখন এই যজ্ঞের অবসান হয়ে আসবে। মহাবল ভীমসেন যখন দুর্যোধনকে বধ করবেন, তখন দুর্যোধনের এই যজ্ঞ সমাপ্ত হবে। স্বামী, পুত্র, অন্যান্য অভিভাবক নিহত হলে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূরা ও পৌত্রবধূরা রোদন করতে করতে গান্ধারীর সঙ্গে মিলিত হলে এই যজ্ঞের শেষ স্নান হবে।

"ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ মধুসূদন! আপনার অনুগ্রহে বিদ্যাবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ ক্ষত্রিয়েরা যেন বৃথা মৃত্যু বরণ না করেন। ত্রিভুবনের মধ্যে পুণ্যতম কুরুক্ষেত্রে গিয়ে বিশাল ক্ষত্রিয়মণ্ডলী অস্ত্র দ্বারাই যেন মৃত্যু লাভ করেন। কৃষ্ণ সমগ্র ক্ষত্রিয়মণ্ডলী যেন যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করে স্বর্গলাভ করতে পারেন, তা আপনি দেখবেন। যত কাল পৃথিবীতে পর্বত ও নদী থাকবে, ততকাল এই কীর্তির কথা অক্ষয় হয়ে থাকবে। আপনি সর্বদাই আমার জন্মবৃত্তান্ত গোপন রেখে যুদ্ধ করার জন্য অর্জুনকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন।"

কৃষ্ণ কর্ণের বাক্য শুনে উপহাসছলে মৃদু হাস্য করে বললেন, "কর্ণ, আমি যে রাজ্যলাভের কথা বললাম তা বোধহয় আপনি গ্রাহ্য করলেন না এবং আমার প্রদত্ত রাজ্যও বোধহয় আপনি শাসন করবার ইচ্ছা করেন না। আপনি নিশ্চিত জেনে রাখুন পাণ্ডবদের নিশ্চয়ই জয় হবে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ, অর্জুনের রথে বানররাজাধিষ্ঠিত ভীষণ জয়ধ্বজ দেখা যায়। স্বয়ং বিশ্বকর্মা এই ধ্বজে দিব্যকৌশল প্রয়োগ করেছেন আর ওই ধ্বজে জয়সাধক, দিব্য ও ভয়ংকর প্রাণীসকল দেখতে পাওয়া যায়। অর্জুনের রথে খোদিত সেই ধ্বজটি পরম সুন্দর ও অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল; তার ফলে সকল দিকেই এক-যোজন পথ দূর থেকেও তা দেখা যায়, আর সেই ধ্বজ উপরে পর্বতের শৃঙ্গে বা বৃক্ষের শাখায় সংলগ্ন হয় না।

"কর্ণ, অর্জুন কৃষ্ণকে সারথি করে যুদ্ধে উপস্থিত হয়ে ঐন্দ্র, আগ্নেয় ও বায়ব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করছেন, যখন আপনি দেখবেন এবং বজ্রনির্ঘোষের মতো গাণ্ডিবের নির্ঘোষ শুনবেন তখন আর সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ থাকবে না। সর্বদা জপ, হোম-ব্যাপৃত কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির যখন সূর্যের ন্যায় দুর্ধর্ষ হয়ে আপন বিশাল বাহিনী রক্ষা করে বিপক্ষ বাহিনীকে সন্তপ্ত করবেন, তখন আর সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগ থাকবে না। মহাবল ভীমসেন যুদ্ধে উপস্থিত হয়ে দুঃশাসনের রক্ত পান করে, মদস্রাবী ও বিপক্ষ হস্তীঘাতী মহাহস্তীর ন্যায় যুদ্ধস্থানে নৃত্য করতে থাকবেন। এ যখন আপনি দেখবেন, তখন আর সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ থাকবে না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, রাজা দুর্যোধন এবং সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ এঁরা যুদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হলে, অর্জুন অতিদ্রুত তাঁদের বারণ করছেন, এ যখন আপনি দেখবেন, তখন আর সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ থাকবে না। নকুল ও সহদেব যুদ্ধে এসে মত্তহস্তীর মতো ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের আলোড়ন করছেন এবং তীব্র অস্ত্রপাতের মধ্যেও বিপক্ষ বীরগণের রথসকল ভগ্ন করছেন, ও যখন আপনি দেখবেন, তখন আর সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ থাকবে না।

"কর্ণ আপনি এখান থেকে গিয়ে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপকে বলবেন, এই সুখজনক অগ্রহায়ণ মাস উপস্থিত হয়েছে। এ সময়ে ঘাস ও কাঠ অনায়াসে পাওয়া যায়, বনগুলি লতায় পরিপুষ্ট

হয়েছে। ধান্য প্রভৃতি শস্য ও ফল জন্মেছে, মক্ষিকা অল্প হয়ে গেছে, কর্দম নেই, জল সুস্বাদু হয়েছে এবং এ সময়ে গরমও অধিক নয়, শীতও অধিক নয়। আজ থেকে সপ্তম দিন পরে অমাবস্যা হবে; সেইদিনই যুদ্ধ আরম্ভ হোক। কারণ, অমাবস্যার দেবতা যুদ্ধ নিপুণ ইন্দ্র। এবং যুদ্ধের জন্য উপস্থিত সকল রাজাকে বলবেন যে, তাঁদের যা অভীষ্ট, আমি সে সমস্তই সম্পাদন করব। দুর্যোধনের বশবর্তী রাজারা ও রাজপুত্রেরা যুদ্ধে অস্ত্র দ্বারা নিহত হয়ে উত্তম গতি লাভ করবেন।"

কৃষ্ণের সেই হিতকর ও শুভজনক বাক্য শোনার পর কর্ণ তাঁকে বললেন, "মহাবাহু, সমগ্র পৃথিবীরই যে ধ্বংস উপস্থিত হয়েছে, তা আমি জানি। তবুও আপনি আমাকে সম্মোহিত করবার ইচ্ছা করছেন কেন? ধৃতরাষ্ট্রনন্দন রাজা দুর্যোধন এবং দুঃশাসন, শকুনি ও আমি—এই চারজনেই সেই ধ্বংসের নিমিত্ত হয়েছি। পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে এই ভয়ংকর মহাযুদ্ধ উপস্থিত হয়েছে—এতে রক্তের কর্দম হবে। দুর্যোধনের বশবর্তী রাজারা ও রাজপুত্রেরা যুদ্ধে অস্ত্রের অনলে দগ্ধ হয়ে যমালয়ে গমন করবেন। আমি বহুতর ভয়ংকর স্বপ্ন, ভীষণ দুর্লক্ষণ ও অতিদারুণ উৎপাত লক্ষ করছি। সেই নানাবিধ রোমহর্ষণ উৎপাতগুলি যেন দুর্যোধন-পরাজয় এবং যুধিষ্ঠিরের জয় সূচনা করছে। তীক্ষ্ণ ও মহাতেজা শনিগ্রহ দুর্যোধনের পক্ষের বীরগণের পীড়া সূচনা করে রোহিণীনক্ষত্রকে পীড়িত করছেন। জ্যেষ্ঠানক্ষত্রস্থিত মঙ্গলগ্রহ বক্র গমন করে মিত্রদেবতাকে যোগ করার জন্য যেন অনুরাধা নক্ষত্রকে প্রার্থনা করছেন। নিশ্চয়ই কৌরবগণের মহাভয় উপস্থিত হয়েছে। কারণ, রাহুগ্রহ বিশেষভাবে চিত্রা নক্ষত্রকে পীড়া দিচ্ছে। চন্দ্রের কলঙ্কটা উলটে গিয়েছে, রাহু রবির সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং ভূমিকম্পের ও নির্ঘাতের উল্কার আকাশ থেকে পতিত হবার ইচ্ছা দেখা যাচ্ছে। হস্তীগুলি বিকৃত শব্দ করছে এবং অশ্বগুলি অশ্রুমোচন করছে, আর তারা সন্তুষ্টচিত্তে জল ও ঘাস গ্রহণ করছে না। জ্ঞানীরা বলে থাকেন—এইসব লক্ষণ প্রাদুর্ভূত হলে, প্রাণীনাশক গুরুতর ভয় উপস্থিত হয়। অল্প ভোজন করলেও মানুষ হস্তী ও অশ্বগণের প্রচুর বিষ্ঠা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। জ্ঞানীগণ বলেন—দুর্যোধনের সমস্ত সৈন্যের পরাভবের সেটাই প্রধান লক্ষণ। পাণ্ডবদের দিক থেকে আগত লোকেরা বলে পাণ্ডবগণের বাহনগুলিকে আনন্দিত বলে মনে হয় এবং হরিণগণ তাদের দক্ষিণ দিক দিয়ে চলে, তাই-ই তাদের জয়ের লক্ষণ। আর সমস্ত হরিণ দুর্যোধনের বামদিকে বিচরণ করে এবং আকস্মিক বাণী শুনতে পাওয়া যায়। সেগুলি পরাজয়ের লক্ষণ। শুভসূচক ময়ূর, হংস, সারস, চাতক ও চকোর পাখিগুলি পাণ্ডবদের অনুসরণ করে। আর গৃধ্র, কঙ্ক, শ্যেন, রাক্ষসের ছায়া, চিতাবাঘ, মক্ষিকাসমূহ কৌরবগণের অনুসরণ করে। দুর্যোধনের সৈন্যগণের মধ্যে ভেরি বাজালেও শব্দ হয় না; পাণ্ডবদের ঢাকগুলিতে অল্প আঘাত করলেও গুরুতর শব্দ হয়। দুর্যোধনের সৈন্যদের মধ্যে জলকুম্ভগুলি ধেনু ও বৃষগণের মতো শব্দ করে, তা পরাভবের কারণ। দেবরাজ ইন্দ্র দুর্যোধনের সৈন্যের উপর মাংস ও রক্ত বর্ষণ করেন, আর প্রাচীর, পরিখা, সুন্দর তোরণযুক্ত এবং সূর্যসমন্বিত এক একটা গন্ধর্ব নগর আকাশে উদিত হয়, তাতে আবার এক একটা কৃষ্ণবর্ণ পরিঘ সূর্যকে আবৃত করে অবস্থান করে। সকালে ও সন্ধ্যায় শৃগালেরা একটানা চিৎকার করে, তা পরাভবের লক্ষণ। একপক্ষ, একটি চোখ, একটি চরণযুক্ত

কতগুলি পাখি ভয়ংকর চিৎকার করে, তা পরাভবের লক্ষণ। গলার রং কালো, পায়ের রং লাল ভয়ংকর কতকগুলি পক্ষী সন্ধ্যাকালে পশ্চিমদিকে গমন করে, তা পরাভবের লক্ষণ। দুর্যোধন প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তি প্রথমে ব্রাহ্মণগণের উপরে, তারপরে গুরুজনদের উপরে এবং তারপরে অনুরক্ত ভৃত্যবর্গের উপরে বিদ্বেষ করেন, তা পরাভবের লক্ষণ।

"কৃষ্ণ, পূর্বদিক রক্তবর্ণ, দক্ষিণদিক কৃষ্ণবর্ণ, পশ্চিমদিক কাঁচামাটির পাত্রের মতো উত্তরদিকও কৃষ্ণবর্ণ। দুর্যোধনের পক্ষে চারদিকের বর্ণ এইরকম। আবার কখনও কখনও চারদিক উজ্জ্বল—তা উৎপাতের সময়ের লক্ষণ। আমি স্বপ্নে দেখেছি—যুধিষ্ঠির যেন ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সহস্রস্তম্ভ প্রাসাদে আরোহণ করছেন। তাঁরা সকলেই শুক্লবর্ণ বসন পরিধান করেছেন এবং তাঁদের আসনগুলি শুক্লবর্ণ। জনার্দন আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আপনি এই রক্তাক্ত পৃথিবীটাকে হাতে ধরে অন্যত্র ছুড়ে দিচ্ছেন। আরও দেখেছি, অস্থিরাশির উপরে আরোহণ করে আনন্দিত যুধিষ্ঠির স্বর্ণপাত্রে ঘৃত ও পায়স ভোজন করছেন। আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, যুধিষ্ঠির যেন আপনার প্রদত্ত এই পৃথিবীকে গ্রাস করছেন। সুতরাং নিশ্চয়ই তিনি পৃথিবী ভোগ করবেন। আরও দেখেছি, নরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন গদাহস্তে উচ্চ পর্বতে আরোহণ করে পৃথিবীকে গ্রাস করছেন। স্বপ্নে আমি দেখেছি যে গাণ্ডিবধারী অর্জুন পরম শোভায় উজ্জ্বল হয়ে আপনার সঙ্গে শ্বেতহস্তীতে আরোহণ করেছেন। অতএব, আপনাবা যে দুর্যোধন প্রভৃতি রাজাগণকে বধ করবেন, তাতে সন্দেহ নেই। আমি দেখেছি, নকুল-সহদেব-সাত্যকি—এই তিনজন শুভ্রবর্ণ কেয়ূর, কবচ, মাল্য ও বসন ধারণ করে পাণ্ডুরবর্ণ ছত্র ও উত্তরীয় বস্ত্রে আবৃত হয়ে উত্তম মনুষ্যবাহনে আরোহণ করেছেন। দুর্যোধনের সৈন্যদের মধ্যে আমি মাত্র তিনজনকে শ্বেত উষ্ণীষধারী দেখেছি—অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা। আর সকল রাজাকেই আমি রক্তোষ্ণীষধারী দেখেছি। স্বপ্নে আরও দেখেছি, মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণ যেন আমার ও দুর্যোধনের সঙ্গে উটের উপর রথে চড়েছেন। আমরা চারজনেই দক্ষিণ দিকে চলেছি। অতএব আমরা অচিরকাল সময়ের মধ্যে যমালয়ে যাব। আমি, অন্য রাজারা, উপস্থিত ক্ষত্রিয়েরা সকলেই গাণ্ডিব অনলে প্রবেশ করব।"

কৃষ্ণ বললেন, "কর্ণ পৃথিবীর ধ্বংসকাল উপস্থিত। আমার কথাগুলি আপনার হৃদয়ে প্রবেশ করল না। কারণ, ধ্বংসের সময় উপস্থিত হলে মানুষের মন থেকে দুর্নীতি সরে যায় না।" কর্ণ বললেন, "মহাবাহু! বীর! কৃষ্ণ! জীবিত থেকে কি এই ক্ষত্রিয়নাশক মহাযুদ্ধ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আবার আপনাকে দেখতে পাব? অথবা সেই স্বর্গে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে। এখন আসি?" কর্ণ এই কথা বলে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে চলে গেলেন। কৃষ্ণও আপন সারথি দারুককে আদেশ করলেন, "রথ চালাও।" সাত্যকির রথ পিছনে আসতে লাগল।

মহাভারত সহস্র মুক্তার অপূর্ব দুর্লভ মণিহার। তার মধ্যেও একটি উজ্জ্বলতম মুহূর্তে আমরা উপস্থিত হয়েছি। বাইরের কোনও ব্যক্তির মুখ থেকে কর্ণ আপনার জন্মবৃত্তান্ত জানলেন। কর্ণ বললেন, এ সত্য তাঁর জানা আছে যে, তাঁর জন্মদাতা সূর্যদেবও মাতৃদেবী কুন্তী। সূর্যের

ঔরসে কুন্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম। প্রসবের পর সেই সূর্যদেবের আদেশ অনুসারে কুন্তী তাঁকে জলে ভাসিয়ে দেন।

এখন প্রশ্ন হল যে কর্ণ তাঁর জন্মবৃত্তান্ত কীভাবে জানলেন? ব্যাসদেব সে বিবরণ দেননি। অতএব অনুমান ছাড়া কোনও উপায় নেই। মনে হয়, পালক-পিতা অধিরথের কাছ থেকে কর্ণ এই সংবাদ জেনেছিলেন। অধিরথ কীভাবে জেনেছিলেন? কুন্তী কর্ণকে জলে ভাসিয়ে দিলেও কোনও বিশ্বস্ত দাসীকে পাঠিয়েছিলেন মঞ্জুষাটিকে অনুসরণ করতে। অধিরথের গৃহে কর্ণ আশ্রয় লাভ করলে, মনে হয়, কুন্তী নিয়মিত তাঁর সংবাদ রাখতেন। পরিচারিকা মারফত তিনি অধিরথকে জানিয়েছিলেন, শিশুটি অবহেলার নয়, অত্যন্ত উঁচু ঘরে এর জন্ম। হয়তো বা অর্থ সাহায্যও করতেন।

কৃষ্ণ কর্ণকে তাঁর যথার্থ পরিচয় জানিয়ে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দেবার আমন্ত্রণ জানালেন। কর্ণ দুটি কারণে কৃষ্ণের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন। প্রথমত, দুর্যোধনের প্রতি তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবেন না। তাঁর উপর নির্ভর করেই দুর্যোধন যুদ্ধের আয়োজন করেছেন। দ্বিতীয়ত অধিরথ-রাধাকে অবহেলা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। আবাল্য অধিরথ-রাধা তাঁকে লালন পালন করেছেন। সূতবংশে তিনি বর্ধিত হয়েছেন এবং বহু সূত রমণীকে বিবাহ করেছেন কর্ণ। তাদের গর্ভে বহু পুত্র হয়েছে। পুত্রদের থেকে বহু পৌত্রও লাভ করেছেন তিনি। সুতরাং তাদের ত্যাগ করে পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন এই সময়ে কর্ণের বয়স প্রায় পঁচাত্তর।

তৃতীয় একটি কারণের উল্লেখ করেননি কর্ণ। ব্যাসও আলোচনা করেননি। মানসিকতার বিরাট এক ব্যবধান ঘটে গেছে কর্ণ আর পাণ্ডবদের। দুর্যোধনের সঙ্গে থেকে কর্ণ এত অন্যায় করেছিলেন যে, কৃষ্ণের ভাষায় যথার্থ দুরাত্মায় পরিণত হয়েছিলেন। অপরপক্ষে পাণ্ডবেরা ছিলেন নিষ্পাপ, ধর্মপরায়ণ। কর্ণ এ পরিবারে নিজেকে কোথাও মেলাতে পারতেন না।

কর্ণ এই দুর্লভ মুহূর্তটিতে অনুতাপ প্রকাশ করেছেন। কর্ণ বলেছেন—

> যদব্রুবমহং কৃষ্ণ। কটুকাণি স্ম পাণ্ডবাণ্ ।
> প্রিয়ার্থং ধার্তরাষ্ট্রস্য তেন তপ্যেহত্যকর্মনা ॥ উদ্‌যোগ : ১৩২ : ৪৫ ॥

"কৃষ্ণ আমি দ্যূতসভায় দুর্যোধনের প্রীতির নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে যে কটু কথা বলেছি, সেই গুরুতর অকার্যের জন্য অনুতপ্ত হচ্ছি।"

কটুকথা? কটুকার্যগুলি সম্পর্কে কর্ণের অনুতাপ কই? একবস্ত্রা রজস্বলা ভ্রাতৃবধূকে কর্ণ পুরুষের সভায় আনিয়েছেন। কুন্তী দেবী বারংবার নিষেধ করেছেন, তবু দুঃশাসন কর্ণের আদেশে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করে সভায় নিয়ে গেছেন। পঞ্চ স্বামীর (তাঁরা আপন ভ্রাতা) কারণে শ্বশুর ও গুরুজনদের সম্মুখে দ্রৌপদীকে 'বেশ্যা' বলে গাল দিয়েছেন। বলেছেন— "ভাবিনি! তোমার স্বামীরা মরেছে। তুমি এখন দুর্যোধনের গৃহে যাও। অন্য পতি গ্রহণ করো।" দ্রৌপদীকে এই কটু কথা বলার সময় কর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলেন যে, তাঁর জন্মদাত্রী মাতাও পাঁচটি পুরুষের শয্যায় শয়ন করেছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী তা হলে তিনিও 'বেশ্যাপুত্র' হয়ে যান। শুধু বলা নয়, এরপর কর্ণ আদেশ করেছেন, দ্রৌপদীকে নগ্না করতে

হবে। মহাভারতের দুর্যোধন পূর্ণ পাপী। কর্ণও সমান পাপী। অন্তরীক্ষ থেকে ধর্ম দেখছিলেন। কর্ণের মৃত্যুর আদেশে স্বাক্ষর সেই মুহূর্তেই হয়ে গেছে। তা ছাড়াও, এ অনুতাপ হৃদয়োৎসারিত নয়। কারণ এর মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে "সাত মহারথী শিশুরে বধিয়া ফুলায় বেহায়া ছাতি"। পিছন থেকে আঘাত করেছিলেন কর্ণ অভিমন্যুকে। অভিমন্যুর মৃত্যুর পর দুর্যোধনের সঙ্গে পাশবিক আনন্দে নেচেছিলেন কর্ণ।

কর্ণ এরপর এক অপূর্ব যজ্ঞের বর্ণনা দিয়েছেন। যে যজ্ঞে ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় সমাজ শেষ হবে। স্বীকার করেছেন—দুর্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন এবং তিনি— এই দুষ্ট চতুষ্টয় এই যজ্ঞের কারণ। সাধারণত মানুষ জলে ডোবার আগে এক লহমায় সমস্ত অতীতকে নাকি দেখতে পায়। কর্ণ সমগ্র ভবিষ্যৎকে দেখেছেন। দেখেছেন অর্জুনের গাণ্ডিবানলে দগ্ধ হওয়া ধার্তরাষ্ট্রদের, দেখেছেন ভীষ্ম দ্রোণ জয়দ্রথের মৃত্যু—ভীমসেনের দুঃশাসনের বক্ষোরক্তপান, গদাঘাতে দুর্যোধনের মৃত্যু। কর্ণ স্বপ্ন দেখেছেন, পাণ্ডবভ্রাতারা সবাই জীবিত থাকবেন, কৌরবপক্ষে থাকবেন মাত্র তিনজন, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা আর কৃতবর্মা। এই অংশের বর্ণনায় ব্যাসদেবের অপূর্ব অলংকার ব্যবহার ক্ষমতা আমাদের মুগ্ধ করে। পাণ্ডবেরা বিজয়ী হবে, যুধিষ্ঠির পৃথিবীর সম্রাট হবেন, অস্থি কঙ্কালের স্তূপের উপর বসে স্বর্ণময় পাত্রে ঘৃত ও পায়স ভক্ষণ করবেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন ও তিনি উট বাহিত রথে দক্ষিণে যমালয়ে যাত্রা করবেন।

তবু এই মুহূর্তটিতে এক লহমার জন্য কর্ণকে ভীষণ ভাল লাগে। কর্ণ কৃষ্ণকে অনুরোধ করেছেন তাঁর জন্মবৃত্তান্ত তাঁর জীবিতকালে যেন যুধিষ্ঠির জানতে না পারেন। তা হলে যুধিষ্ঠির কিছুতেই রাজ্যগ্রহণ করবেন না, কর্ণকে তা দিয়ে দেবেন। আবার কর্ণ বন্ধুকৃত্য রক্ষা করতে দুর্যোধনকে তা দেবেন। কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে চিনেছিলেন। এই ধর্মাত্মা মানুষটি যে সসাগরা ধরণীর বিনিময়েও ধর্ম ত্যাগ করবেন না, তা কর্ণ বুঝতেন। তাঁর এই উপলব্ধির প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য।

কর্ণ রাজ্যভোগ করতে ভালবাসতেন। তিনি নিজেই বলেছেন—

> ধৃতরাষ্ট্রকুলে কৃষ্ণ! দুর্যোধন সমাশ্রয়াৎ।
> ময়া ত্রয়োদশ সমা ভুক্তং রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ উদ্‌যোগ : ১৩২ : ১৩ ॥

"কৃষ্ণ! আমি ধৃতরাষ্ট্রভবনে দুর্যোধনকে অবলম্বন করে আজ ত্রয়োদশ বৎসর নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করছি।"

বড় দুঃখ হয়, এতখানি সম্ভাবনা সত্ত্বেও, এত বড় বংশে জন্মে, দুর্যোধনের চাটুকারিতায়, তোষামোদে, স্তাবকতায় কর্ণ তাঁর জীবন কাটিয়ে গেলেন। পরিবেশ যে মানুষকে কত নীচে নামিয়ে দেয়, তার উজ্জ্বলতম নিদর্শন—মহাভারতের কর্ণ।

৫৮

কুন্তী-কর্ণ সংবাদ

কৃষ্ণ হস্তিনাপুর থেকে চলে যাবার সময়ে বিষণ্ণ, দুঃখিত কুন্তীকে আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে জানালেন। তখন কুন্তী অতিমাত্রায় চিন্তিত ও ব্যথিত হয়ে পড়লেন। কুন্তী মনে মনে আলোচনা করলেন এবং চিন্তা করলেন, "যার জন্য এই যুদ্ধে জ্ঞাতিবধ করা হবে এবং বন্ধুবর্গের পরাভব ঘটবে, আমি সেই অর্থের প্রতি ধিক্কার করি। পাণ্ডবগণ, চেদিগণ, পাঞ্চালগণ ও যাদবগণ সম্মিলিত হয়ে কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন, এর থেকে আর দুঃখের কী আছে? আমি যুদ্ধ হলেও দোষ দেখতে পাই, আর যুদ্ধ না হলে পাণ্ডবদের ক্ষতি দেখতে পাই। নির্ধনের বরং মরণ ভাল, কিন্তু জ্ঞাতিনাশক জয় ভাল নয়। এই চিন্তায় আমার মনে গভীর দুঃখ জন্মাচ্ছে। মহাযোদ্ধা শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ ও কর্ণ এই তিনজনই দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করবেন, সেই জন্য আমার ভয় আরও বাড়ছে। তাঁদের মধ্যে শিষ্যহিতৈষী দ্রোণাচার্য কখনও শিষ্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না। পিতামহ ভীষ্মও পৌত্র পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহ বিসর্জন দেবেন না। কিন্তু ভ্রান্তদর্শী ও পাপমতি একমাত্র কর্ণই দুর্মতি দুর্যোধনের মোহানুবর্তী হয়ে সর্বদা পাণ্ডবদের বিদ্বেষ করে। কর্ণ সমস্ত সময়ে পাণ্ডবদের গুরুতর ক্ষতি করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে, আর সে অত্যন্ত বলবান। তাই কর্ণই এখন আমার উদ্বেগ জন্মায়। অতএব আজ আমি কর্ণের কাছে গিয়ে তার মনটাকে পাণ্ডবদের প্রতি প্রসন্ন করার চেষ্টা করব এবং আমি সমর্থ হব বিশ্বাস করি।

"আমি যখন পিতৃভবনে বাস করতাম, তখন পরিচর্যা করে ভগবান দুর্বাসাকে সন্তুষ্ট করেছিলাম। তাতে তিনি আমাকে একটি বর দিয়েছিলেন যে, 'তুমি এই মন্ত্রদ্বারা যে দেবতাকে আহ্বান করবে, তিনিই আসবেন।' কুন্তীভোজ রাজার অন্তঃপুরে আমি ছিলাম। মহর্ষির দেওয়া বর বিষয়ে আমার অত্যন্ত সন্দেহ জন্মেছিল। ক্রমে অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে স্ত্রীসুলভ স্বভাবে ও বালচাপল্যে আমি সেই মন্ত্রেব ও দুর্বাসার বাক্যের বল পরীক্ষা করবার জন্য বারবার তার উপায় চিন্তা করলাম। তখন একজন ধাত্রী আমাকে সর্বদা রক্ষা করে চলত এবং সখীরা আমাকে পরিবেষ্টন করে থাকত। আমি সর্বপ্রকার দোষ পরিত্যাগ করে চলতাম ও পিতার কাছে অত্যন্ত সচ্চরিত্র থাকতাম। অথচ তখন ভাবলাম, কী করে আমার দেবতাহ্বান সুসম্পন্ন হবে, কী করেই বা আমি অপরাধিনী না হয়ে থাকতে পারব—এই ভেবে দুর্বাসা মুনিকে মনে মনে নমস্কার করে কৌতুক ও মূর্খতাবশত সেই লব্ধমন্ত্র দ্বারা মনে মনে তখনই সূর্যদেবকে আহ্বান করলাম। তারপর আমি কন্যা হয়েও সূর্যদেবকে পেলাম এবং তাঁর সংসর্গ করলাম। তখন আমার কন্যাকালে যে

গর্ভ হয়েছিল, যাকে আমি পুত্রের মতো দশ মাস উদরে রক্ষা করেছি, সেই কর্ণ এখন নিজের হিতকর ও ভ্রাতৃগণের হিতজনক বাক্য কেন রক্ষা করবে না?"

কুন্তীদেবী এইরূপে উত্তমভাবে কর্তব্য স্থির করে, আশার উপর নির্ভর করে, কর্তব্য সম্পাদনের জন্য গঙ্গার দিকে গমন করলেন। তারপর কুন্তীদেবী গঙ্গাতীরে সেই দয়ালু ও সত্যপরায়ণ পুত্রের বেদ পাঠধ্বনি শুনতে পেলেন। কর্ণ পূর্বমুখ ও ঊর্ধ্ববাহু হয়ে জপ করছিলেন, সেই সময়ে কুন্তী দেবী আপন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য উপস্থিত হয়ে কর্ণের জপসমাপ্তির প্রতীক্ষা করে তাঁর পিছনে দীনভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। বৃষ্ণিবংশে উৎপন্না ও কুরুবংশীয় পাণ্ডুর পত্নী কুন্তী তখন সূর্যের তাপে পীড়িত এবং পদ্মমালার মতো শুষ্ক হতে থেকে কর্ণের চাদরের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকলেন। কিছুকাল পরে কর্ণ, নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত জপ করে পিছনে ফিরে কুন্তীকে দেখে অভিবাদনপূর্বক কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর মহাতেজা, অভিমানী ও ধার্মিকশ্রেষ্ঠ সূর্যনন্দন কর্ণ বিস্মিত ও অবনত ন্যায় অনুসারে সবিনয়ে কুন্তীকে বললেন,

"রাধার গর্ভজাত অধিরথের পুত্র আমি কর্ণ আপনাকে অভিবাদন করছি। আপনি কী জন্য এসেছেন? বলুন, আমি আপনার জন্য কী করতে পারি?" কুন্তী বললেন, "তুমি কুন্তীর গর্ভজাত, রাধার গর্ভজাত নও। অধিরথও তোমার পিতা নন। তুমি সারথির বংশেও জন্মগ্রহণ করনি। তুমি সেই বৃত্তান্ত আমার কাছে শোনো। পুত্র তুমি কুন্তীরাজার ঘরে আমার কন্যা অবস্থায় জন্মেছিলে, আমি তোমাকে গর্ভে ধারণ করেছিলাম। তুমি নিঃসন্দেহে পার্থ। জগৎ প্রকাশক তাপদানকারী এই সূর্যদেবই তোমাকে আমার গর্ভে উৎপাদন করেছিলেন। এখন তুমি অস্ত্রধারীশ্রেষ্ঠ হয়েছ। পুত্র তুমি কুণ্ডল ও কবচ ধারণ করে দেবশিশুর শোভায় শোভিত হয়ে আমার পিতার গৃহে জন্মেছিলে। সেই তুমি ভ্রাতৃগণকে না চিনে মোহবশত ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের পক্ষে যাচ্ছ তা তোমার পক্ষে কোনওমতেই সংগত হচ্ছে না। পুত্র পিতৃলোক ও স্নেহময়ী মাতা যাতে সন্তুষ্ট থাকেন, সেই আচরণ করাই মানুষের পক্ষে ধর্ম; ধর্মশাস্ত্র তাই বলে। পূর্বে অর্জুন অর্জন করেছিলেন, পরে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা লোভবশত হরণ করেছে। এখন তুমি আবার বলপূর্বক পুনরুদ্ধার করে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যসমৃদ্ধি ভোগ করো। আজ কৌরবেরা দেখুক, দুই ভ্রাতা কর্ণ ও অর্জুন মিলিত হয়েছেন, সেই দেখে দুর্জনেরা ভয়ে অবনত হয়ে পড়ুক। রাম ও কৃষ্ণের মতো কর্ণ ও অর্জুন আজ মিলিত হোন। বৎস তোমরা দুজনে মিলিত হলে, জগতে তোমাদের কী অসাধ্য থাকতে পারে? কর্ণ তুমি পঞ্চভ্রাতা পরিবেষ্টিত হয়ে, মহাযজ্ঞবেদিতে দেবগণ বেষ্টিত ব্রহ্মার ন্যায় নিশ্চয়ই শোভা পাবে। সর্বগুণসম্পন্ন তুমি, সর্বজ্যেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠবন্ধুগণের মধ্যে আর যেন কেউ তোমাকে 'সূতপুত্র' শব্দ প্রয়োগ না করে। কারণ তুমি পৃথার পুত্র ও বলবান।"

তখন সূর্যমণ্ডল থেকে একটি বাক্য নির্গত হল; সে বাক্যটি স্নেহময় পিতার মতোই সূর্যদেব বলেছিলেন এবং তা দুরতিক্রমণীয় ও অতিশয় স্নেহসূচক ছিল। কর্ণ তা শুনতে পেলেন। "নরশ্রেষ্ঠ কর্ণ! কুন্তী দেবী সত্যই বলেছেন। তুমি মাতৃবাক্য পালন করো; তুমি সেই অনুযায়ী আচরণ করলে, তোমার সর্বপ্রকার মঙ্গল হবে।" মাতা কুন্তী এবং পিতা স্বয়ং সূর্যদেব এই কথা বললেও সত্যধারণাশালী কর্ণের বুদ্ধি বিচলিত হল না।

কর্ণ উবাচ

ন চৈতচ্ছ্রদ্দধে বাক্যং ক্ষত্রিয়ে! ভাষিতং ত্বয়া।
ধর্মদ্বারং মমৈতৎ স্যান্নিয়োগকরণং তব ॥ উদ্‌যোগ : ১৩৬ : ৪ ॥

"কর্ণ বললেন, ক্ষত্রিয়ে! আমি আপনার বাক্যের আদর করি না এবং আপনার আদেশ পালন করাও যে আমার ধর্মের কারণ হবে, তাও স্বীকার করি না।" "যেহেতু আপনি আমার উপরে অত্যন্ত কষ্টজনক অন্যায় ব্যবহার করেছেন। জননী আপনি যে আমাকে ত্যাগ করেছিলেন, তাই আমার যশ ও কীর্তি নষ্ট করেছে। আমি যদিও ক্ষত্রিয় হয়ে জন্মেছিলাম, আপনার জন্যই ক্ষত্রিয়ের যোগ্য সংস্কার লাভ করিনি। কোনও শত্রু এর থেকে বেশি আমার কী ক্ষতি করবে। যখন দয়া করার সময় ছিল, তখন দয়া না করে, এখন সংশোধনের কাল অতীত হয়ে গেলে, এখন আপনি আমাকে ধর্মের পথ দেখাতে এসেছেন। আপনি পূর্বে আমার প্রতি মাতার আচরণ করেননি—এখন নিজের হিতের জন্যই আমাকে হিতোপদেশ দিতে এসেছেন।"

"কোন লোক কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত অর্জুনকে ভয় না করে? অতএব আমি পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হলে কোন লোক আমাকে ভীত মনে না করবে? আমি পূর্বে পাণ্ডবদের ভ্রাতা বলে পরিচিত ছিলাম না, এখন যুদ্ধের সময় পাণ্ডবদের ভ্রাতা পরিচয় দিয়ে পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করলে, ক্ষত্রিয় সমাজ আমাকে কী বলবেন? ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা আমার সুখের জন্য সকল অভীষ্ট বস্তু আমাকে প্রদান করেছেন, আমাকে সম্মান দিয়েছেন, আমি কী করে তাঁদের সেই প্রদত্ত সম্মানগুলি নিষ্ফল করে দেব? যাঁরা পরের সঙ্গে শত্রুতা করেও সর্বদা আমার আনুগত্য করেন, বসুগণ যেমন ইন্দ্রের কাছে অবনত থাকেন, তেমন সর্বদাই আমার কাছে অবনত থাকেন, যাঁরা আমার শক্তির উপর নির্ভর করেই শত্রুদের সম্মুখীন হবার আশা করেন, আমি আজ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের সেই আশা কী করে ছিন্ন করি? যাঁরা অকূল যুদ্ধ-সাগরের কূলে যাবার ইচ্ছা করে আমাকেই ভেলা হিসাবে গ্রহণ করে দুস্তর যুদ্ধ-সাগর উত্তীর্ণ হবার ইচ্ছা করছেন, আমি কী করে তাঁদের ত্যাগ করি? যাই হোক, ধৃতরাষ্ট্র উপজীবিগণের প্রত্যুপকার করার প্রকৃত সময় উপস্থিত হয়েছে। সুতরাং প্রাণের আশা ত্যাগ করেও আমি তার মধ্যে প্রবেশ করব। যে পাপিষ্ঠ ও অস্থিরচিত্ত লোকেরা রাজানুগ্রহে পরিপুষ্ট হয়ে প্রয়োজনকালে অন্যপক্ষে চলে যায়, আমি সেইরূপ বিশ্বাসঘাতক হতে পারব না। অতএব আমি সমস্ত শক্তি ও শিক্ষানৈপুণ্য অবলম্বন করেই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের জন্য আপনার পুত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। এই আমার কাছে সহজ সত্য। হয়তো আপনি আমার হিতকারী বাক্যই বলেছেন, কিন্তু আমি তা রক্ষা করতে পারব না। তবে আপনার এই উদ্যম একেবারে ব্যর্থ হবে না। কারণ, আপনার পুত্রদের মধ্যে এক অর্জুন ছাড়া যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব যুদ্ধে আমার বধ্য হলেও কিংবা আমি তাঁদের বধ করতে সমর্থ হলেও আমি তা করব না। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের সৈন্যমধ্যে অর্জুনের সঙ্গে আমি প্রাণপণে যুদ্ধ করব। কারণ, আমি অর্জুনকে বধ করে যুদ্ধ-শিক্ষার ফল লাভ করব, কিংবা অর্জুন কর্তৃক নিহত হয়ে যশস্বী হব।

"জননী মোটের উপর আপনার পঞ্চপুত্র কখনও নষ্ট হবে না। কারণ, অর্জুন নিহত হলে

আমাকে নিয়ে পাঁচ পুত্র থাকবে, আর আমি নিহত হলে অর্জুনকে নিয়ে পাঁচ পুত্র থাকবে।"

কর্ণের এই কথা শুনে কুন্তী দুঃখে কাঁপতে থেকে অত্যন্ত ধৈর্যশালী পুত্র কর্ণকে আলিঙ্গন করে বললেন, "কর্ণ তুমি যা বললে, তাই হবে। এই যুদ্ধে কৌরবেরা ক্ষয় পাবেন। হায়! দৈবই প্রবল। বৎস শত্রুদমন! তুমি অর্জুনভিন্ন অপর চার ভ্রাতাকে অভয় দান করেছ। অতএব প্রতিজ্ঞা করো যে তাদের যুদ্ধে ছেড়ে দেবে। (কর্ণ মাথা নাড়িয়ে তা স্বীকার করলেন)।" তারপর কুন্তী কর্ণকে বললেন, "বৎস! তুমি নীরোগ হয়ে থাকো এবং তোমার মঙ্গল হোক।" কর্ণও সন্তুষ্ট হয়ে কুন্তীকে অভিবাদন করলেন তারপর তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন পথে চলে গেলেন।

এই মুহূর্তটির আলোচনায় প্রথমেই দেখা যায়, কুন্তী মন স্থির করে সোজা গঙ্গার দিকে যাত্রা করলেন। অর্থাৎ কুন্তী জানতেন যে, এই সময়ে কর্ণ কোথায় থাকবেন। আবার কর্ণও মধ্যাহ্নকালীন জপ করা শেষ করে পিছনে ফিরে কুন্তীকে দেখে কোনও বিস্ময়ে অভিভূত হলেন না। বোঝা গেল এই নারী তাঁর পূর্ব পরিচিতা। অর্থাৎ মুখোমুখি আলাপ না হলেও মাতা-পুত্র পরস্পরকে জানতেন। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' নাট্যকাব্যে যে বিস্ময়ের সঙ্গে নাট্যকাব্যটি শুরু করেছিলেন, ব্যাসদেবের কাহিনি তা সমর্থন করে না।

কর্ণ কুন্তীকে প্রশ্ন করলেন যে, কুন্তী কেন তাঁর কাছে এসেছেন। কুন্তী তাঁকে জানালেন যে, কর্ণ অধিরথ-পুত্র নন, তিনি রাধাগর্ভজাত নন। তিনি কুন্তীর সন্তান, রাজভবনে তাঁর জন্ম, দেব-দিবাকর তাঁর জন্মদাতা পিতা। তিনি মোহবশত ভ্রাতৃগণকে অবহেলা করে দুর্যোধনের আনুগত্য গ্রহণ করেছেন। তা কর্ণের উচিত নয়। কুন্তী তাঁকে ভ্রাতৃগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে পৃথিবীর যাবতীয় সুখ অনুভব করার আহ্বান করলেন। কুন্তীর কণ্ঠে কর্ণের প্রতি এই আবেদনের সময় কোনও কুণ্ঠা ছিল না। পুত্রকে ত্যাগ করার জন্য কোনও অনুতাপও ধ্বনিত হয়নি। ঊর্ধ্বাকাশ থেকে কর্ণ শুনতে পেলেন পিতা সূর্যদেবের কণ্ঠস্বর। তিনি কুন্তীর সমস্ত বাক্য অনুমোদন করে, কুন্তীর ইচ্ছানুযায়ী আচরণ করতে কর্ণকে আহ্বান করলেন। কর্ণ পিতা মাতা উভয়ের আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন।

কর্ণ বর্তমান অবস্থার জন্য কুন্তীকে সম্পূর্ণ দায়ী করলেন কিন্তু একই কারণে সূর্যের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ জানালেন না। কুন্তীর জন্যই তিনি ক্ষত্রিয়ের সংস্কার লাভ করেননি। তিনি আরও অভিযোগ করলেন যে, তাঁর মঙ্গলের জন্য কুন্তী তাঁর কাছে আসেননি। নিজের মঙ্গলের জন্যই কুন্তী কর্ণের কাছে এসেছেন। কিন্তু কুন্তীর প্রার্থনা পূর্ণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, সমগ্র ক্ষত্রিয় সমাজ তা হলে মনে করবে কৃষ্ণার্জুনের ভয়ে তিনি পক্ষ পরিবর্তন করেছেন। তিনি কুন্তীকে আশ্বাস দিলেন যে, তাঁর আগমন সম্পূর্ণ নিষ্ফল হবে না। কারণ, অর্জুন ছাড়া অপর চারজন পাণ্ডবকে নাগালের মধ্যে পেলেও তিনি বধ করবেন না। কিন্তু এই যুদ্ধে হয় অর্জুন, না হয় তিনি—একজন নিশ্চয়ই মৃত্যুবরণ করবেন। কুন্তী পঞ্চপুত্রের জননীই থাকবেন। হয় অর্জুনকে নিয়ে, না হয় কর্ণকে নিয়ে।

কুন্তী অনুভব করলেন দৈবকে অতিক্রম করা যাবে না। কর্ণার্জুন একপক্ষে কিছুতেই আসবেন না। তিনি প্রস্থানের পূর্বে বলে গেলেন যুদ্ধে কৌরবদের ধ্বংস অনিবার্য। কৌরবদের মধ্যে তিনি কর্ণকেও অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কুন্তী যাত্রাকালে কর্ণকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, অন্য চার ভ্রাতার অনিষ্ট কর্ণ করবেন না। কর্ণ তা স্বীকার করলেন। পিতা সূর্যদেব কোনও অনুরোধ আর কর্ণকে করেননি। কারণ তিনি বুঝেছিলেন, কর্ণের নিয়তি তাকে টানছে।

মাতা-পুত্রের এই কথোপকথনকালে আর এক পাণ্ডবভ্রাতার কথা বারবার মনে পড়ে, তিনি যুধিষ্ঠির। কর্ণ কুন্তীর কাছে অভিযোগ করেছেন তাঁর সমস্ত ক্ষতির জন্য দায়ী কুন্তী। যুধিষ্ঠির তো একথা অনেক জোরালোভাবে ধৃতরাষ্ট্রকে বলতে পারতেন। বলতে পারতেন, বাল্যাবধি ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের ধ্বংস করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের ভার্যাকে অপমান করেছেন। রাজা হয়েও রাজার কর্তব্য পালন করেননি। বারো বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাতবাসের শর্ত পালন করে ফিরে আসার পরেও ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের রাজ্য ফিরিয়ে দেননি। শঠতা করেছেন—সেই শঠতার প্রেরণাদাতাদের মধ্যে অন্যতম একজন কর্ণ।

বিনয়, নম্রতা, বাধ্যতা যুধিষ্ঠিরের চরিত্রকে মহোত্তম করেছে। কর্ণ অনায়াসে পিতা-মাতার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন। যুধিষ্ঠির কখনও ধৃতরাষ্ট্রের আদেশের অবাধ্য হননি।

কর্ণ মাতাকে অভিযুক্ত করেছেন তাঁকে জন্মমুহূর্তে ত্যাগের জন্য। কিন্তু পিতৃ-মাতৃ পরিত্যক্ত তো শকুন্তলাও ছিলেন। কৃপাচার্যও ছিলেন। দ্রোণ জন্মমুহূর্তে পিতা-মাতা কাউকেই পাননি। কিন্তু তাঁরা পরিবেশ পেয়েছিলেন। শকুন্তলা পেয়েছিলেন মহর্ষি কণ্বের আশ্রয়। কৃপাচার্য পেয়েছিলেন রাজা শান্তনুর আশ্রয়। দ্রোণ পেয়েছিলেন মহর্ষি অগ্নিবেশ্য-এর আশ্রয়। কিন্তু কর্ণের পরিবেশ তাঁকে নিয়ে গেল অধিরথ সারথির গৃহে। সেই পরিবেশেই বড় হয়ে উঠলেন তিনি, অভ্যস্ত হলেন পরশ্রীকাতরতায়, অসত্যভাষণে ও দাম্ভিকতায়।

৫৯

রথী-মহারথ-অতিরথ গণনা

সমন্তপঞ্চকে কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যেরা যুদ্ধের জন্য সমবেত হলেন। দুর্যোধন, ভীষ্মকে আপন পক্ষের সেনাপতি বরণ করে নিলেন। দেব-সেনাপতি কার্তিককে স্মরণ করে ভীষ্ম সেনাপতির ভার গ্রহণ করলেন। তখন দুর্যোধন ভীষ্মকে বললেন, "কৌরবনন্দন আমি আপনার কাছে স্বপক্ষ ও বিপক্ষের সমগ্র রথীসংখ্যা ও অতিরথ সংখ্যা জানতে ইচ্ছা করি। আপনি উপস্থিত রাজাদের সামনে আমাকে তা বলুন।"

ভীষ্ম উত্তর দিলেন, "গান্ধারীনন্দন! তোমার সৈন্যের মধ্যে যে সকল রথী ও অতিরথ আছেন, তাঁদের নাম তোমাকে বলছি শোনো। তুমি, দুঃশাসন প্রভৃতি তোমরা একশত ভ্রাতা উত্তম রথী। তোমরা অস্ত্রশিক্ষায় পটু, ছেদে ও ভেদে বিশারদ, রথ ও হস্তীতে আরোহণে পটু এবং গদা, প্রাস, অসি ও চর্মযুদ্ধে দক্ষতা লাভ করেছ। তোমরা সৈন্য পরিচালনায় দক্ষ, অস্ত্রে সুশিক্ষিত, প্রহারকারী, দুষ্কার্যসাধক এবং বাণাস্ত্রে দ্রোণ ও শারদ্বত কৃপের শিষ্য। তোমরা প্রত্যেকেই যুদ্ধ-দুর্ধর্ষ পাঞ্চালদের বধ করবে।

"আমি তোমার সমস্ত সৈন্যের পরিচালক হয়ে পাণ্ডবগণকে আকুল করে তোমার শত্রুদের বিনাশ করব। কিন্তু আমি নিজের গুণ বলব না, কারণ তোমরা তা জ্ঞাত আছ। ভোজবংশীয় অস্ত্রধারীশ্রেষ্ঠ কৃতবর্মা একজন অতিরথ। ইনি যুদ্ধে তোমার কার্য সাধন করবেন। অস্ত্রজ্ঞ লোকেরা এঁকে জয় করতে পারেন না। ইনি দূরে সুদৃঢ় অস্ত্রনিক্ষেপ করতে পারেন। ইন্দ্র যেমন দানব সৈন্য বধ করেন, ইনিও পাণ্ডবসৈন্য বধ করবেন। মদ্ররাজ শল্য, যিনি আপন ভাগিনেয়দের ত্যাগ করে তোমার পক্ষে এসেছেন, যিনি সর্বদা কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে স্পর্ধা করেন— তিনি একজন অতিরথ। যিনি সমুদ্রতরঙ্গের মতো অবিরত বাণবর্ষণে পটু, তোমার হিতকারী ও বন্ধু, সেই মহাধনুর্ধর সোমদত্তনন্দন ভূরিশ্রবা একজন শ্রেষ্ঠ অতিরথ। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ বিক্রমশালী ও রথারোহণে শ্রেষ্ঠ বলে দু'জন রথীর সমান। পাণ্ডবেরা এঁকে গুরুতর কষ্ট দিয়েছে, ইনিও গুরুতর তপস্যায় বরলাভ করেছেন। সেই শত্রুতা স্মরণ করে ইনি প্রাণপণেই পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন।

"কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ একজন রথী। মহাবেগে প্রহারকারী ভয়ংকর ইন্দ্রতুল্য এই রাজার পরাক্রম সকলে দেখবেন। মাহিষ্মতীপুরীবাসী নীলবর্ণ বর্মধারী নীলরাজা একজন রথী। এঁর রথসমূহ শত্রুদের পীড়ন করবে। পূর্বে সহদেব এঁর সঙ্গে শত্রুতা করেছেন। সুতরাং ইনি তোমার জন্য গুরুতর যুদ্ধ করবেন। অবন্তীদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ এক একজন রথী বলে

আমি মনে করি। এঁরা যুদ্ধনিপুণ, দৃঢ়শক্তি, পরাক্রমশালী, হস্তনিক্ষিপ্ত গদা, পাশ এবং অসি দ্বারা যমের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করে তোমার শত্রুবধ করবেন। ত্রিগর্তদেশীয় পঞ্চভ্রাতা প্রধান রথী। বিরাট রাজ্যে দক্ষিণে গো-গ্রহযুদ্ধের সময়ে অর্জুন ভিন্ন অন্য পাণ্ডবেরা তাঁদের সঙ্গে শত্রুতা করেছেন। সুতরাং এঁরা পাণ্ডবসেনাকে পীড়ন করবেন। দিগ্বিজয়ের সময়ে অর্জুন তাঁদের সঙ্গে অপ্রিয় আচরণ করেছেন। অতএব তাঁরা প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবেন।

"তোমার পুত্র লক্ষ্মণ এবং দুঃশাসনের পুত্র, এরা দুজনেই পুরুষশ্রেষ্ঠ। যুদ্ধে অপলায়নকারী, যুবক, সুকুমার, বলবান ও বহুবিধ যুদ্ধে বিশেষজ্ঞ। এরা দুজনই শ্রেষ্ঠ রথী এবং ক্ষত্রিয়ধর্মে নিরত এবং বীর। এরা গুরুতর যুদ্ধ করবে। মহাতেজা দণ্ডাধার একজন রথী। তিনি তোমার পক্ষে যুদ্ধ করবেন। মহাবেগ ও মহাপরাক্রমশালী কৌশলদেশীয় রাজা বৃহদ্বল একজন রথী। ভয়ংকর অস্ত্রধারী এই বৃহদ্বল আপন বন্ধুদের আনন্দিত করে ভয়ংকর যুদ্ধ করবেন। মহারাজ দুর্যোধন, শরদ্বানের পুত্র, গৌতমের বংশধর কৃপাচার্য— যিনি শরস্তম্ভ থেকে জন্মেছিলেন এবং অজেয়। সেই অতিরথ অগ্নির মতো তোমার শত্রুসৈন্যদের দগ্ধ করতে থাকবেন। তোমার মাতুল শকুনি একজন রথী। বিশাল সৈন্য নিয়ে ইনি বিপক্ষ সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। এঁর অস্ত্র এদেশে প্রচলিত অস্ত্র অপেক্ষা ভিন্ন। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা একজন মহারথ। এবং মহাধনুর্ধর, বিচিত্রযুদ্ধকারী ও দৃঢ়াস্ত্রধারী। অর্জুনের মতো এঁর বাণসকল ধনু থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে পরস্পর সংলগ্ন হয়ে গমন করে। অশ্বত্থামা মহারথ। তিনি ইচ্ছা করলে ত্রিভুবন দগ্ধ করতে পারেন। ইনি ক্রোধী এবং তেজস্বী, মুনিগণের যোগ্য তপস্যাও করেছেন, অত্যন্ত বুদ্ধিমান, এবং দ্রোণাচার্যের অলৌকিক শক্তিতে ও অস্ত্রে দীপ্যমান। কিন্তু এর একটি গুরুতর দোষ আছে যেজন্য আমি তাঁকে অতিরথ বা রথী বলেও মনে করতে পারি না। জীবন অত্যন্ত প্রিয় বলে এই ব্রাহ্মণ সর্বদাই আয়ু কামনা করেন, তা না হলে উভয় পক্ষের সৈন্যের মধ্যে এঁর তুল্য বীর আর নেই। এক রথে ইনি দৈবসৈন্য সংহার করতে পারেন। ধনুষ্টংকারে পর্বত বিদীর্ণ করতে পারেন এবং বিশাল দেহের অধিকারী। এই বীরের গুণ অসংখ্য, প্রহার গুরুতর, এবং তেজও ভয়ংকর। সুতরাং ইনি দণ্ডপাণি যমের মতো যুদ্ধে বিচরণ করবেন।

"অশ্বত্থামার পিতা নরশ্রেষ্ঠ দ্রোণ একজন প্রধান অতিরথ। সুতরাং, ইনি তোমার গুরুতর হিতসাধন করবেন। দ্রোণ মহাতেজা, বৃদ্ধ হলেও যুবক অপেক্ষা কার্যপটু। অস্ত্রবেগরূপ বায়ুকর্তৃক সঞ্চালিত এবং বিপক্ষ সৈন্যরূপ তৃণ ও কাষ্ঠসংলগ্ন দ্রোণ রূপ অগ্নি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে পাণ্ডবসৈন্য দগ্ধ করবেন। সকল ক্ষত্রিয়ের শিক্ষক এই দ্রোণ সৃঞ্জয়গণকে ধ্বংস করবেন। কিন্তু অর্জুন এঁর প্রিয়। সুতরাং এই মহাধনুর্ধর নিজের আচার্য-কার্য এবং অর্জুনের উজ্জ্বল ও প্রবল গুণ স্মরণ রেখে অনায়াসে কার্যকরী অর্জুনকে বধ করবেন না। ইনি অর্জুনের সর্বদাই প্রশংসা করেন এবং পুত্র অপেক্ষাও অর্জুনকে প্রিয় মনে করেন। প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য একরথে অলৌকিক অস্ত্রদ্বারা সমবেত দেবতা, গন্ধর্ব ও মনুষ্যগণকে যুদ্ধে সংহার করতে পারেন। রাজশ্রেষ্ঠ পৌরব তোমার সৈন্যমধ্যে একজন প্রধান রথী। শত্রুসৈন্য সন্তপ্ত করে ইনি পাঞ্চালগণকে দগ্ধ করবেন। রাজপুত্র সত্যশ্রবা বৃহদ্বল প্রধান রথী হিসাবে শত্রুসৈন্য মধ্যে যমের মতো বিচরণ করতে থাকবেন। কর্ণের পুত্র বৃষসেন রথারোহণ পটু

একজন মহারথ। তিনি তোমার শত্রুসৈন্য সংহার করবেন। মহাতেজা, বিপক্ষবীর-হন্তা মধুবংশসম্ভূত জলসন্ধ একজন শ্রেষ্ঠ রথী। এই জলসন্ধ যুদ্ধে হস্তীস্কন্ধ সজ্জায় বিশারদ। হস্তীতে বা রথে আরোহণ করে ইনি তোমার পক্ষে শত্রুসৈন্য সংহার করতে থেকে যুদ্ধ করবেন। গতিময় বায়ুর মতো ইনিও যুদ্ধে নিবৃত্ত হবেন না। তোমার অন্যতম সেনাপতি সত্যবান যুদ্ধে অদ্ভুতকর্মা। ইনি হাস্য করতে করতে শত্রুগণের উপরে পতিত হবেন।

"ভগদত্ত মায়াবী, নিষ্ঠুরকর্মা ও মহাবল রথীশ্রেষ্ঠ হিসাবে যুদ্ধে শত্রুমধ্যে বিচরণ করবেন। প্রাগজ্যোতিষনগরের রাজা, প্রতাপশালী বীর ভগদত্ত হস্তিযুদ্ধে ও রথযুদ্ধে বিশারদ। পূর্বে অর্জুনের সঙ্গে এর দীর্ঘদিন সংগ্রাম হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সখা ইন্দ্রের গৌরব রক্ষা করবার জন্য অর্জুনের সঙ্গে করদানের অঙ্গীকারে সন্ধি করেছিলেন। ইনি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তোমার পক্ষে যুদ্ধ করবেন। অচল ও বৃষক এঁরা প্রত্যেকেই রথী, দৈহিক বল ও মানসিক বলশালী, গান্ধারদেশীয় বীরদের মধ্যে প্রধান, নরশ্রেষ্ঠ, দৃঢ়ক্রোধ ও প্রহার নিপুণ। এই দুই ভ্রাতা মিলিত হয়ে তোমার পক্ষে শত্রুসৈন্য বধ করবেন।

"নিষ্ঠুরস্বভাব, আত্মশ্লাঘাকারী ও নীচপ্রকৃতির তোমার প্রিয় সখা, মন্ত্রী, পরিচালক ও বন্ধু এবং অভিমানী ও অত্যন্ত গর্বিত বৈকর্তন কর্ণ, যে তোমাকে সর্বদা যুদ্ধে উৎসাহিত করে, সে একজন পূর্ণ রথীই নয়, অতিরথ তো নয়ই। কারণ এর স্বাভাবিক কবচ আর নেই এবং এ মূঢ়। সহজাত দিব্য কুণ্ডল দুটিও নেই এবং এই লোকটা সর্বদাই পরের কুৎসা করে। পরশুরামের অভিশাপ, ব্রাহ্মণের অভিশাপ এবং স্বাভাবিক কবচটির অভাবে এই কর্ণ একজন অর্ধরথ। সুতরাং যুদ্ধে অর্জুনের মুখে পড়লে জীবিত অবস্থায় মুক্তি লাভ করবে না।" সকল অস্ত্রধারীশ্রেষ্ঠ দ্রোণও ভীষ্মের বক্তব্য সমর্থন করলেন। "গঙ্গানন্দন আপনি যা বললেন তা সম্পূর্ণ সত্য; কারণ, কর্ণ অভিমানী এবং প্রত্যেক যুদ্ধে এঁকে পালাতেও দেখা যায়। ইনি দয়ালু ও অসাবধান, সুতরাং আমার মতেও কর্ণ অর্ধরথ।"

কর্ণ এই কথা শুনে ক্রোধে নয়নযুগল ঘুরিয়ে তীক্ষ্ণ কশার মতো বাক্যে ভীষ্মকে বললেন, "পিতামহ আমি কোনও অপরাধ করিনি, তবুও তুমি বিদ্বেষবশত পদে পদে আমাকে কটুবাক্য বল। আমি দুর্যোধনের জন্য সমস্তই সহ্য করি। তুমি আমাকে কাপুরুষের মতো অপটু বলে মনে করো। অতএব আমার মতে তুমিই অর্ধরথ। জগদ্বাসী কী করে বলে যে ভীষ্ম মিথ্যা কথা বলেন না। এই ভীষ্ম যে সর্বদাই কৌরবদের অহিত কামনা করেন, অথচ রাজা দুর্যোধন তা বোঝেন না। ভীষ্ম তুমি বিদ্বেষবশত আমার উপর দুর্যোধনের বিরাগ সৃষ্টির চেষ্টা করছ। অন্য কোনও ব্যক্তি স্বপক্ষীয় বীরদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির এইরূপ চেষ্টা করে না। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যিনি অধিক মন্ত্র জানেন, তিনিই জ্যেষ্ঠ। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে যিনি প্রধান বলশালী, তিনি জ্যেষ্ঠ, বৈশ্যদের মধ্যে যিনি অধিক ধনবান, তিনিই জ্যেষ্ঠ। আর শূদ্রদের মধ্যে যার বয়স অধিক সেই জ্যেষ্ঠ। ভীষ্ম তুমি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী রথী ও অতিরথ বলে যাও, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু তুমি কাম ও ক্রোধবশত আমাদের মধ্যে ভেদসৃষ্টির চেষ্টা করছ, তাতে কৌরবদেরই ক্ষতি হচ্ছে। রাজা তুমি নিজেই ভাল করে রথীপ্রভৃতির পর্যালোচনা করো, কিন্তু এই দুরভিসন্ধি ভীষ্মটাকে ছেড়ে দাও। কারণ, এ তোমার পক্ষে অনিষ্টকারী। তোমার সামনেই ভীষ্ম আমাদের তেজ নষ্ট করতে চেষ্টা করছে। তুমি ওটাকে ছাড়ো, আমিই পাণ্ডবসৈন্যকে শেষ করব। আমার বাণ অব্যর্থ। বৃষগণ

যেমন ব্যাঘ্রের কাছে এসে চতুর্দিকে পলায়ন করে, তেমনই পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ আমার কাছে পৌঁছেই দশদিকে পালাতে আরম্ভ করবে।

"যুদ্ধ, সংঘর্ষ, আর মন্ত্রণাকালীন সৎপরামর্শই বা কোথায় আর কোথায় অতিবৃদ্ধ, অল্পবুদ্ধি, কালপ্রেরিত ভীষ্ম। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভীষ্ম জগতের সমগ্র বীরের প্রতি স্পর্ধা করে আর কাউকেই পুরুষ বলে মনে করে না। অথচ ওটা নিঃসন্তান, আটকুঁড়ে, ওকে দেখে যাত্রা করলে, সব কাজ পণ্ড হয়ে যায়। শাস্ত্রে বলা আছে 'বৃদ্ধের কথা শুনবে, কিন্তু তা অতিবৃদ্ধের কথা নয়। কারণ অতিবৃদ্ধেরা আবার বালক হয়ে যায়।' রাজশ্রেষ্ঠ! আমি একক মহাযুদ্ধে পাণ্ডবদের সংহার করব আর যশ লাভ করবে ভীষ্ম। কারণ, তুমি ভীষ্মকে সেনাপতি করেছ, আর যশ সাধারণ যোদ্ধারা পায় না, সব যশ সেনাপতির উপরে গিয়ে পড়ে। অতএব রাজা, ভীষ্ম জীবিত থাকতে আমি কোনও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব না। ভীষ্ম মারা গেলে, আমি পাণ্ডবপক্ষের সকল মহারথের সঙ্গে যুদ্ধ করব।"

ভীষ্ম বললেন, "আমি যুদ্ধে দুর্যোধনের এই সমুদ্রতুল্য সৈন্যের ভার নিয়েছি, বহু বছর ধরে আমি এরই চিন্তা করছিলাম। সেই উষ্ণ ও লোমহর্ষক সময় উপস্থিত হয়েছে। এখন নিজেদের মধ্যে ভেদ করা উচিত নয়; সূতপুত্র শুধু এই কারণেই তুই জীবিত থাকলি। তুই বালক আর আমি অতি বৃদ্ধ হলেও, আজ এই কারণে আমি যুদ্ধের শক্তি দেখিয়ে তোর যুদ্ধের ও জীবনের আশা ছেদ করব না। নিকৃষ্ট কুলাঙ্গার! সজ্জনেরা নিজের শক্তির পরিচয় নিজেরা দেন না। তবু তোকে আজ দু-চারটে কথা বলব। কাশীনগরে স্বয়ংবর সভায় পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয় উপস্থিত ছিলেন। এক রথেই তাঁদের সকলকে পরাজিত করে কন্যা তিনটি হরণ করে আনি, তা সকলের জানা আছে। যুদ্ধক্ষেত্রে এর থেকেও প্রধান সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয়কে আমি পরাজিত করেছি। তুই একটা অতি দুর্মতি! তোর জন্যেই আজকের এই গুরুতর অনর্থ। এখন সেই অনর্থের নিবৃত্তির চেষ্টা কর। পুরুষ মানুষ হবার চেষ্টা কর। যাঁকে চিরকাল স্পর্ধা করে এসেছিস, সেই অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ কর। আমি তোকে যুদ্ধ থেকে চিরকালের জন্য মুক্ত দেখব।"

তখন রাজা দুর্যোধন ভীষ্মকে বললেন, "গঙ্গানন্দন আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, গুরুতর সময় এসেছে। আপনাদের দু'জনকেই গুরুতর কার্য করতে হবে। এখন আপনি আমাকে শত্রুপক্ষের রথী, অতিরথ ও মহারথদের নাম বলুন।"

ভীষ্ম বললেন, "তোমার পক্ষে রথী, অতিরথ ও মহারথের কথা বলেছি। এবার পাণ্ডবপক্ষের কথা বলব। যুধিষ্ঠির স্বয়ং একজন প্রধান রথী। কোনও সন্দেহ নেই যে, অগ্নির মতো যুধিষ্ঠির যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করবেন। ভীম আটজন রথীর তুল্য একজন রথী। গদাযুদ্ধে কিংবা বাণযুদ্ধে তাঁর মতো বীর নেই। তিনি দশ সহস্র হস্তীর তুল্য বলশালী এবং অত্যন্ত অভিমানী। আর তিনি তেজে তো অতিমানুষ। পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল ও সহদেব প্রত্যেকেই এক একজন রথী এবং তাঁরা রূপে অশ্বিনীকুমারদের মতো তেজে পরিপূর্ণ। এঁরা গুরুতর কষ্টের কথা স্মরণ করে রুদ্রের মতো যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। এঁরা সকলেই মহাত্মা, শালস্তম্ভের মতো এঁদের উন্নতদেহ এবং উচ্চতায় অন্য পুরুষদের থেকে একহাত বেশি। পাণ্ডবেরা সকলেই দিগ্বিজয়ের সময় রাজাগণকে জয় করেছিলেন। কোনও পুরুষই এঁদের বাণ, গদা বা অন্যান্য

অস্ত্র সহ্য করতে পারে না, কিংবা ধনুতেও গুণ পরাতে পারেন না অথবা এঁদের থেকে দ্রুত গদা তুলতে বা বাণ নিক্ষেপ করতে অন্য পুরুষ পারেন না। এই বলমত্ত পাণ্ডবেরা সকলেই যুদ্ধে নেমে তোমার সৈন্য বিনাশ করবেন। তুমি একা কখনও এঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যেয়ো না। বাল্যকালে তাঁরা বেগে, লক্ষ্যহরণে, খাদ্যে ও ধূলিখেলায় তোমাদের সকলকে জয় করতেন। রাজসূয় যজ্ঞের সময়ে তোমরা দেখেছিলে যে, পাণ্ডবেরা এক এক জনই যুদ্ধে সকল রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। এখন দ্রৌপদীর কষ্ট এবং দ্যূতক্রীড়ার সময়ের সমস্ত কটুবাক্য স্মরণ করে রুদ্রের মতো যুদ্ধে বিচরণ করবেন।

লোহিতাক্ষো গুড়াকেশো নারায়ণ সহায়বান্।
উভয়ো সেনয়োর্বীরো রথো নাস্তীহ তাদৃশঃ ৷৷ উদ্‌যোগ : ১৫৮ : ১৬ ৷৷

"—যাঁর নয়নযুগল স্বভাবতই রক্তবর্ণ এবং স্বয়ং নারায়ণ যার সহায়, সেই অর্জুনের তুল্য বীর ও রথী উভয় সৈন্যের মধ্যে কেউই নয়।"

"এমনকী সমস্ত দেবতা, অসুর, নাগ, রাক্ষস ও যক্ষের মধ্যেও তাঁর মতো বীর বা রক্ষী নেই; মানুষের মধ্যে আর থাকবে কী করে?

ভূতোঽথবা ভবিষ্যে বা রথঃ কশ্চিন্ময়া শ্রুতঃ।
সমাযুক্তো মহারাজ! রথঃ পার্থস্য ধীমতঃ ৷৷ উদ্‌যোগ : ১৫৮ : ১৮ ৷৷

"— মহারাজ! অর্জুনের তুল্য রথী পূর্বে কেউ ছিলেন বা ভবিষ্যতে হবেন, এমন কথা আমি শুনিনি। সেই ধীমান্ অধিরথ অর্জুনের রথ প্রস্তুত হয়েছে।"

"কৃষ্ণ সারথি, অর্জুন যোদ্ধা, অলৌকিক গাণ্ডিব ধনু এবং বায়ুর মতো বেগবান সেই রথ। আর অভেদ্য দিব্য কবচ, অক্ষয় তূণীরদ্বয় এবং ইন্দ্র, রুদ্র, কুবের, যম ও বরুণের সম্বন্ধযুক্ত সকল অস্ত্র। ভয়ংকর দর্শন গদা ও বজ্র প্রভৃতি নানাবিধ প্রধান প্রধান অস্ত্র অর্জুনের আছে। যিনি একমাত্র রথে হিরণ্যপুরবাসী বহুসহস্র দানবকে যুদ্ধে বধ করেছিলেন, তাঁর তুল্য রথী আর কে আছে? বলবান, যথার্থবিক্রমশালী ও মহাবাহু এই অর্জুন অত্যন্ত ক্রোধের সঙ্গে আপন সৈন্য রক্ষা করতে থেকে তোমার সৈন্য সংহার করবেন। আমি বা দ্রোণাচার্যই এই অর্জুনের অভিমুখে যেতে সমর্থ; কিন্তু উভয় সৈন্যমধ্যে আমাদের তৃতীয় ব্যক্তি অন্য কেউ নেই। গ্রীষ্মকাল অতীত হলে মহাবায়ু সঞ্চালিত মেঘের মতো যে রথী বাণ বর্ষণ করতে থেকে বাণবর্ষণকারী সেই অর্জুনের দিকে যেতে পারে, তেমন কেউ নেই। অর্জুন উদ্‌যোগী, যুবা, নিপুণ এবং কৃষ্ণকে সহায় পেয়েছেন; আর আমি ও দ্রোণ দুজনেই অতিবৃদ্ধ।" ভীষ্মের এই কথা শুনে এবং পাণ্ডবদের পূর্ব বিক্রম স্মরণ করে কৌরবপক্ষীয় বীরদের অঙ্গ শিথিল হয়ে পড়ল। ভীষ্ম বর্ণনা অব্যাহত রাখলেন, "দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রই মহারথ এবং বিরাট রাজপুত্র উত্তর একজন প্রধান রথী। মহাবাহু ও শত্রুহন্তা অভিমন্যু বল ও পরাক্রমে কৃষ্ণ ও অর্জুনের সমান অতিরথ। অভিমন্যু অতি দ্রুত অস্ত্রক্ষেপণ পটু ও বিচিত্রযোদ্ধা। পিতার ক্লেশ স্মরণ রেখে তিনি যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশ করবেন। মধুবংশীয় বীর সাত্যকি একজন অতিরথ। বৃষ্ণিবংশীয় প্রবীরগণের মধ্যে সাত্যকি শ্রেষ্ঠ পরাক্রমশালী। উত্তমৌজা ও যুধামন্যুও

রথীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এঁরা বহু সহস্র রথী, হস্তী-আরোহী ও অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে যুধিষ্ঠিরের সন্তোষ উৎপাদনের ইচ্ছায় অগ্নি ও বায়ুর মতো তোমার সৈন্যমধ্যে বিচরণ করবে। মহাবীর, যুদ্ধে অজেয় বিরাট ও দ্রুপদরাজা বৃদ্ধ হলেও শ্রেষ্ঠ মহারথ। দুই জনেই স্নেহসম্পর্কবশত পাণ্ডবদের সঙ্গে আবদ্ধ। দুই রাজাই একই উদ্দেশ্যে তোমার সৈন্য সংহারে অবতীর্ণ হবেন। দুজনেই যুদ্ধে দারুণ এবং এক এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে এসেছেন। দ্রুপদ রাজপুত্র শিখণ্ডী যুধিষ্ঠিরের একজন প্রধান রথী। ইনি পূর্বের স্ত্রীভাব পরিত্যাগ করে এখন পুরুষ হয়েছেন। এঁর পাঞ্চাল ও প্রভদ্রকদেশীয় বহু সৈন্য আছে। সেই রথীসমূহ নিয়ে শিখণ্ডী যুদ্ধে গুরুতর কার্য সাধন করবেন।

"মহারাজ পাণ্ডবদের সমস্ত সৈন্যের অধিনায়ক দ্রুপদ-পুত্র ও দ্রোণশিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন এক অসাধারণ অতিরথ। প্রলয়কালীন রুদ্রের মতো ইনি তোমার সৈন্য সংহার করবেন। সমুদ্রের মতো বিশাল রথীসৈন্য নিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন দেবতাদের মতো আক্রমণ করবেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ক্ষত্রধর্মা বালক এবং অস্ত্রশিক্ষায় সম্পূর্ণ শিক্ষিত নন, কাজেই ইনি অর্ধ-রথ। শিশুপালপুত্র চেদিরাজ-ধৃষ্টকেতু পাণ্ডবপক্ষের একজন শ্রেষ্ঠ মহারথ। আপন পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে ইনিও গুরুতর কার্য সাধন করবেন। ক্ষত্রিয় ধর্মে নিরত ও শত্রুনগরবিজয়ী ক্ষত্রদেব একজন উত্তম রথী, জয়ন্ত, অমিতৌজা ও সত্যজিৎ এঁরা তিনজনেই মহারথ এবং মহাত্মা। ক্রুদ্ধ হস্তীর ন্যায় এঁরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। বিক্রমশালী অজ ও ভোজ—দুজনেই মহারথ। কেকয়দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতারা সকলেই প্রধান রথী এবং দ্রুত অস্ত্রক্ষেপী, বিচিত্রযোদ্ধা, অস্ত্রনিপুণ ও বিক্রমশালী এই পাঁচ ভ্রাতার রথের ধ্বজ রক্তবর্ণ। কাশীরাজকুমার, নীল, সূর্যদত্ত, শঙ্ক ও মদিরাশ্ব— এই যুদ্ধ-নিপুণ, সর্বাস্ত্রবিদ ব্যক্তিগণ সকলেই প্রধান রথী। বার্দ্ধক্ষেমি মহারথ এবং রাজা চিত্রায়ুধ একজন শ্রেষ্ঠ রথী। চেকিতান ও সত্যধৃতি— এঁরা দুজনেই পাণ্ডবপক্ষের দুই শ্রেষ্ঠ মহারথ। ব্যাঘ্রদত্ত চক্রসেন প্রধান রথী। সেনাবিন্দু ও ক্রোধহন্তাও দুই শ্রেষ্ঠ রথী। যুদ্ধে যিনি কৃষ্ণ ও ভীমসেনের সমান, আমার, দ্রোণের ও কৃপের সমকক্ষ বীর কাশ্য একজন সর্বশ্রেষ্ঠ রথী। যুদ্ধক্ষেত্রে এঁকে আটগুণ অধিক শক্তিধর বলে মনে হয়। দ্রুপদরাজার অপর পুত্র সমরশ্লাঘী ও যুবক সত্যজিৎ ধৃষ্টদ্যুম্নের মতো একজন অতিরথ। মহাবল পাণ্ড্যরাজ একজন মহারথ। শ্রেণিমান ও বসুদান শ্রেষ্ঠ অতিরথ। রোচমান পাণ্ডবপক্ষের মহারথ। মহাধনুর্ধর, মহাবল পুরুজিৎ একজন শ্রেষ্ঠ অতিরথ। ইনি মহাধনুর্ধর, অস্ত্র প্রয়োগে দক্ষ, ইন্দ্রের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করবেন। ভীমের পুত্র হিড়িম্বার গর্ভজাত রাক্ষসাধিপতি ঘটোৎকচ মায়াবী এবং দুর্ধর্ষ অতিরথ। অন্য সকল বীর রাক্ষসদের নিয়ে সে যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়ংকর কার্য সাধন করবে।

"এঁরা ছাড়াও বহুতর রথী মহারথ যুদ্ধক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরকে সহায়তা করবেন।"

রথী-মহারথ-অতিরথ বর্ণনা শেষ হল। আপন বর্ণনা শেষ করে ভীষ্ম জানালেন যে, কোনও অবস্থাতেই তিনি পঞ্চ-পাণ্ডব ভ্রাতার কারও কোনও ক্ষতি করবেন না আর শিখণ্ডী, যে পূর্বে

স্ত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করেছিল, পরে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হয়— তার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না। অর্থাৎ, ভীষ্ম আপন মৃত্যুর ফাঁকটুকু রেখে গেলেন।

যুদ্ধের পূর্বে, দুই পক্ষের বীরদের শক্তি বিচারের এই অসাধারণ মুহূর্তের আলোচনার আগে রথী-মহারথ-অতিরথ বিষয়টা পাঠকের জানা জরুরি। রথী বলতে বোঝানো হয়েছে রথারোহী পরাক্রান্ত খ্যাতনামা যোদ্ধাকে। মহারথ হলেন বহু রথীর সম্মিলিত শক্তির অধিনায়ক। অতিরথ হলেন সেই রথী যিনি একাকী অমিত যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করেন, অর্থাৎ মহারথগণের অধিপতি।

অবাক হয়ে যেতে হয় ভীষ্মের অমিত জ্ঞানের বহর দেখে। ভারতবর্ষের রাজন্যকুলে জাত প্রত্যেক রাজার, রাজপুত্রের, রাজপরিবারের শিশুর শক্তি ভীষ্মের নখদর্পণে। তিনি ক্ষত্রিয়-ধর্ম অবলম্বনকারী ব্রাহ্মণ বীরদের শক্তি ও সামর্থ্য সম্যকভাবে জানতেন। বীরদের প্রতিদিনের ঘটনা, তাঁদের উন্নতি-অবনতি সম্পর্কে খোঁজ রাখতেন। ভীষ্ম জানিয়েছেন যে, দুই পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে অর্জুনের তুল্য ধনুর্ধারী নেই এবং ভবিষ্যতেও হবে না— এ সংবাদে আমরা বিস্মিত হই না। কারণ এ সংবাদ আমরা পিনাকপাণি শিবের মুখেই শুনেছি।

বিস্ময় লাগে যখন ভীষ্ম ঘোষণা করেন যে, বৈকর্তন কর্ণ অতিরথ তো দূরের কথা সামান্য রথীও নন— তিনি অর্ধরথ। তিনি কেন কর্ণকে অর্ধরথ মনে করেন, তার কারণও দুর্যোধনকে জানিয়েছেন। কর্ণ অভিশপ্ত। পিতা সূর্যদেব প্রদত্ত অমৃত কুম্ভে ডোবানো কবচ-কুণ্ডল কর্ণ হারিয়েছেন, লাভ করেছেন গুরু পরশুরামের অভিসম্পাত। এই দুই ক্ষতি পূরণ করার শক্তি কর্ণের নেই। আচার্য দ্রোণ ভীষ্মের বিচারের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন। কর্ণ ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু কৌরবপক্ষের দুই শ্রেষ্ঠ রথী তাঁদের মত পরিবর্তন করেননি। কর্ণ ভীষ্মের জীবিতকালে অস্ত্র গ্রহণ করবেন না প্রতিজ্ঞা করে যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। পরবর্তীকালে শরসজ্জায় শায়িত ভীষ্মের মুখেই শুনেছি, কর্ণ অকারণে পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতা করতেন, এ আচরণ ভীষ্ম কখনও সহ্য করতে পারেননি।

বিস্ময় প্রবল হয়ে ওঠে যখন ভীষ্ম বলেন, যুধিষ্ঠির একজন শ্রেষ্ঠ রথী। সাধারণভাবে পাঠক এই ধারণার সঙ্গে পরিচিত যে, যুধিষ্ঠির অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ পটু নন। ভ্রাতারা তাঁকে আড়াল করে রাখতে চান। কিন্তু ভীষ্ম বলছেন, অগ্নির মতো যুধিষ্ঠির রণক্ষেত্রে বিচরণ করবেন। তখনই পাঠকের স্মরণে আসে অজ্ঞাতবাস সম্পূর্ণ হবার পর যুধিষ্ঠির বিরাটরাজের সিংহাসনে উপবিষ্ট হলে অর্জুন পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন দেব-দৈত্য-নাগ-কিন্নর-যক্ষ-রক্ষ-মানব সকলের অস্ত্রবিদ্যা যুধিষ্ঠিরের জানা। তিনি একাকী স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল জয় করতে পারেন। তখনই পাঠক বুঝতে পারেন যে, যুধিষ্ঠির সম্পর্কে সাধারণ প্রচলিত মত সত্য নয়। যুধিষ্ঠির শ্রেষ্ঠ রথী ছিলেন, কিন্তু সেই পরিচয়ে পরিচিত হতে চাননি তিনি। তাঁর পথ শুধুমাত্র ক্ষত্রিয়রাজার নয়— গৃহস্থ এক মানুষের পথ। সত্য, ন্যায়, ধর্মকে যুধিষ্ঠির সারা জীবন রক্ষা করতে চেয়েছেন এবং পেরেছেনও বটে।

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়দের সামর্থ্য-বিচার তাই মহাভারতের এক দুর্লভ মুহূর্ত।

৬০

ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ—মহাদেবের ঘোষণা

ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের জন্য ভীষ্ম কাশী নরেশের আয়োজিত স্বয়ংবর সভা থেকে তিন কন্যাকে বলপূর্বক হরণ করে নিয়ে এলেন। উপস্থিত রাজন্যবর্গ ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত হলেন। কন্যাদের নিয়ে ভীষ্মের রথ হস্তিনাপুরে উপস্থিত হলে, জ্যেষ্ঠ কন্যা অম্বা সলজ্জে ভীষ্মকে জানালেন যে, তিনি পূর্বেই রাজা শাল্বকে মনে মনে পতি হিসাবে বরণ করেছেন, মগধরাজও তাঁর প্রতি অনুরক্ত। অম্বার কথা শুনে ভীষ্ম অম্বাকে শাল্বরাজার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু শাল্ব অম্বাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে জানালেন যে, ভীষ্ম তাঁকে স্পর্শ করেছেন, অতএব তিনি অম্বাকে গ্রহণ করবেন না।

অদূরদর্শী শাল্বের এই প্রত্যাখ্যান অম্বার হৃদয় ভেঙে চুরমার করে দিল। সে কল্পনাও করতে পারেনি, এমন ঘটনা তার জীবনে ঘটতে পারে। কিন্তু তার এই অপমানিত, প্রত্যাখ্যাত, ব্যর্থ জীবনের জন্য দায়ী কে? সে পিতৃগৃহে ফিরতে পারবে না, হস্তিনাপুরে গিয়ে বিচিত্রবীর্যকেও বরণ করতে পারবে না। শাল্বরাজাও তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তার এই অবস্থার জন্য দায়ী কে? সে নিজে? দুর্ধর্ষ ভীষ্ম? রাজা শাল্ব? অথবা আমার স্বয়ংবর সভার আয়োজক পিতা? আমি মূঢ়ের মতো চরম বিপন্ন হয়ে পড়েছি। ভীষ্মকে ধিক, আমার মূঢ়চিত্ত, মন্দবুদ্ধি পিতা, যিনি বেশ্যার মতো আমাকে বীর্যপণে নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁকেও ধিক, আমাকে ধিক, শাল্বরাজাকে ধিক এবং বিধাতাকে ধিক—যাদের দুর্ব্যবহারে আমি এই গুরুতর বিপদে পড়েছি।

অনয়স্যাস্য তু মুখং ভীষ্মঃ শান্তনবো মম ॥ উদ্‌যোগ : ১৬৩ : ৩৪ ॥

আমার এই বিপদের প্রধান কারণ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম।

অতএব ভীষ্মের উপর প্রতিশোধ নিতে হবে। তবে স্বয়ংবর সভায় অম্বা দেখেছেন, যুদ্ধ দ্বারা ভীষ্মকে পরাজিত করাব মতো রাজশক্তি নেই। একমাত্র তপস্যা করেই দেবানুগ্রহ লাভ করে ভীষ্মকে পরাজিত করা সম্ভব। এই সিদ্ধান্ত করে নবীনা যুবতী অম্বা তপোবনে প্রবেশ করলেন। বনমধ্যে উপস্থিত হয়ে উপস্থিত মুনিদের কাছে আপন দুর্দশার আদ্যন্ত বিবরণ দিলেন।

সেই মুনিদের মধ্যে শাস্ত্রে ও আরণ্যক উপনিষদে অধ্যাপক, তপোবৃদ্ধ, দৃঢ়ব্রত ও মহাত্মা 'শৈখাবত্য'—নামে এক মুনি ছিলেন। তিনি অম্বাকে প্রশ্ন করলেন আশ্রমবাসী তপস্বীরা তার কী সাহায্য করতে পারেন? অম্বা তাঁকে বললেন, সংসারের প্রতি তার আর আসক্তি নেই, সে

প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে কঠিন তপস্যা করতে চায়। অম্বা সেই মুনিদের কাছে থেকেই তপস্যা করার অনুমতি প্রার্থনা করল। মুনিরা তার প্রার্থনা শুনে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করলেন। কেউ বললেন, একে পিতৃগৃহে নিয়ে যাওয়া হোক। কেউ বললেন, শাল্বরাজার কাছে অম্বাকে নিয়ে গিয়ে তাকে গ্রহণ করতে বাধ্য করা হোক, কেউ বললেন, অন্যায়ের মূল কারণ ভীষ্ম। তাঁরা ভীষ্মের নিন্দা করলেন। অধিকাংশ মুনির মত হল, অম্বা পিতার কাছেই ফিরে যান। তার ভালমন্দ তার পিতাই সব থেকে ভাল বুঝবেন। কারণ নারীর প্রথম গতি পতি, না হলে পিতা। পতি জীবিত ও সুস্থ থাকলে নারীর দ্বিতীয় আশ্রয়ের প্রয়োজন হয় না। আর পতির অনিষ্ট ঘটলে পিতাই আশ্রয়। অম্বা কোমলাঙ্গী এবং রাজকুমারী। তিনি আশ্রমে বাস করে তপস্যা করলে বহুতর দোষ ঘটার সম্ভাবনা থাকে। আগন্তুক রাজারা এই নির্জন-গহন-বনমধ্যে অম্বাকে দেখলে অবশ্যই প্রার্থনা করবেন। সুতরাং আশ্রমে থাকার চিন্তাও অম্বার মনে আনা উচিত নয়।

অম্বা বলল যে, তার পক্ষে আর পিতৃগৃহে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। সেখানে সে পূর্বের স্নেহ তো পাবেই না, উপরন্তু পিতার গুরুতর বিপদের কারণ হবে। ইহজীবন তার বস্তুত শেষ হয়ে গেছে। পরবর্তী জীবনে এই রকম দুঃখময় ঘটনা যাতে না ঘটে, তাই তপস্যাই তার একমাত্র পথ।

সেই ব্রাহ্মণেরা যখন এই আলোচনা করছেন তখন আশ্রমে তপস্বী ও রাজর্ষি হোত্রবাহন উপস্থিত হলেন। যথাবিহিত সম্মানিত ও সমাদৃত হয়ে আসন গ্রহণ করলে, তাঁর উপস্থিতিতেই মুনিরা অম্বার সম্পর্কে আলোচনা করতে শুরু করলেন। হোত্রবাহন অম্বার মাতামহ ছিলেন। তিনি অম্বাকে কোলে তুলে নিয়ে আশ্বস্ত করলেন এবং ধীরে ধীরে তার কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা জেনে নিলেন। হোত্রবাহন অম্বাকে বললেন, "তুমি পিতৃগৃহে আর যেয়ো না, আমি তোমার মনের দুঃখ দূর করব। তুমি আমার বচন অনুসারে জমদগ্নিনন্দন তপস্বী রামের কাছে যাও। সেই রামই তোমার দুঃখ দূর করবেন। ভীষ্ম যদি তাঁর কথা না শোনেন, তবে তিনি যুদ্ধে ভীষ্মকে বধ করবেন। অতএব তুমি সেই কালাগ্নিসদৃশ পরশুরামের কাছে চলে যাও। সেই মহাতপা পরশুরামই তোমাকে অন্য নারীর সমান মর্যাদায় স্থাপন করবেন। তুমি গিয়ে তোমার মাথা তাঁর চরণে রেখে প্রণাম করবে। তোমার আগমনের উদ্দেশ্য তাঁকে জানাবে এবং আমার কথা বলবে। কন্যা, পরশুরাম আমার সখা, আমার উপরে প্রণয়শালী। তাঁর কাছে গেলে তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হবে।"

অকৃতব্রণ নামের এক পরশুরাম অনুচর ভাগ্যক্রমে সেইস্থানে পৌঁছলেন। তিনি সংবাদ দিলেন তপস্বী হোত্রবাহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য পরশুরাম পরের দিন প্রভাতেই সেই স্থানে আসবেন। তখন অকৃতব্রণ মহর্ষি হোত্রবাহনের কাছ থেকে অম্বার বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক শুনলেন। অকৃতব্রণ অম্বাকে প্রশ্ন করলেন যে, তিনি ভীষ্ম অথবা শাল্ব, কার বিপক্ষে এই ঘটনার প্রতিকার চান। অম্বা বললেন যে, ভীষ্ম না জেনেই তাঁকে বলপূর্বক নিয়ে গিয়েছিলেন আবার ভীষ্ম নিয়ে গিয়েছিলেন বলেই শাল্বরাজা তাকে গ্রহণে অসম্মতি জানান। অকৃতব্রণ সমস্ত শুনে ভীষ্মের দায়িত্বই অধিক, এই বিবেচনা করলেন।

পরদিন প্রভাতে জটা ও কৌপীনধারী মুনি পরশুরাম সেই স্থানে উপস্থিত হলেন। অম্বা

তাঁর চরণে মাথা রেখে প্রণাম করলেন। হোত্রবাহন সুগভীর মর্যাদায় পরশুরামকে তৃপ্ত করে অম্বার আনুপূর্বিক বিবরণ তাঁর কাছে প্রদান করে, প্রতিকার প্রার্থনা করলেন। রোদনপরায়ণা অম্বাকে দেখে দয়াবশত পরশুরাম তাকে প্রশ্ন করলেন যে, তার এই অবস্থার জন্য দায়ী কে? অম্বা বললেন, "মহাব্রত ভীষ্মই আমার বিপদের কারণ। কারণ তিনি বলপূর্বক রথে তুলে আমাকে বশীভূত করেছিলেন। অতএব মহাবাহু ভৃগুশ্রেষ্ঠ! যাঁর জন্য আমি এই দুঃখভোগ করছি, সেই ভীষ্মকেই আপনি বধ করুন। ভীষ্ম লোভী, নীচ প্রকৃতি এবং গর্বিত। সুতরাং তার প্রতিশোধ নেওয়াই আপনার উচিত। ভীষ্ম যখন আমাকে হরণ করেন, তখন আমার মনে এই সংকল্প হয়েছিল যে আমি ভীষ্মকে বধ করাব। আপনি আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন, ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন, আপনিও সেই রকম ভীষ্মকে বধ করুন।" অম্বার সকরুণ রোদন দেখে অকৃতব্রণ পরশুরামের কাছে আবেদন করলেন, শরণাগতা অম্বাকে রক্ষা করার জন্য পরশুরাম ভীষ্মকে 'বধ' করুন। অকৃতব্রণ ভীষ্ম সম্পর্কে পরশুরামকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে পরশুরাম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সমবেত সকল ক্ষত্রিয়কে যিনি পরাভূত করবেন, সেই মহাবীর ক্ষত্রিয়কেও পরশুরাম বধ করবেন।

তখন পরশুরাম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, অম্বাকে নিয়ে স্বয়ং ভীষ্মের কাছে যাবেন এবং প্রসন্ন, শান্তকণ্ঠে অম্বাকে গ্রহণের জন্য ভীষ্মকে আদেশ করবেন। ভীষ্ম যদি তাঁর আদেশের মর্যাদা লঙ্ঘন করেন তা হলে ভয়ংকর যুদ্ধে তিনি ভীষ্মের বিনাশ ঘটাবেন। এই চিন্তা করে পরশুরাম অম্বাকে সঙ্গে নিয়ে ভীষ্মের কাছে উপস্থিত হলেন।

পরশুরাম হস্তিনাপুর রাজ্যসীমায় এসেছেন শুনেই ভীষ্ম সত্বর ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ও ঋত্বিকগণের সঙ্গে একটি ধেনু নিয়ে প্রত্যুদ্গমন করলেন ও গুরুর পাদবন্দনা করলেন। পরশুরাম ভীষ্মের পূজা গ্রহণ করলেন এবং বললেন যে, ভীষ্ম যখন নিজে বিবাহ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন তখন তিনি অম্বাকে বলপূর্বক হরণ করেছিলেন এবং পরে আবার তাকে ত্যাগও করেছিলেন। ভীষ্ম ধরে নিয়ে আসার ফলেই শাল্বরাজা কন্যাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অতএব এই নারীকে ভীষ্মকেই গ্রহণ করতে হবে এবং তার নারী ধর্মের পূর্ণতা দিতে হবে।

ভীষ্ম দেখলেন, গুরু অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তিনি তাঁকে প্রসন্ন করার জন্য বললেন, কন্যাটি পূর্বেই তাঁকে জানিয়েছে যে সে শাল্বরাজার প্রতি অনুরক্তা। সেই কারণেই ভীষ্ম তাকে শাল্বরাজার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অতএব কোনও কারণেই তিনি কন্যাটিকে নিয়ে ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যকে দিতে পারেন না। ক্রুদ্ধ পরশুরাম ভীষ্মকে বললেন যে, তিনি যদি তাঁর আদেশ পালন না করেন, তা হলে তিনি রাজ্যসুদ্ধ ভীষ্মকে বধ করবেন। ভীষ্ম বারবার পরশুরামকে শান্ত করার প্রচেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে প্রশ্ন করলেন, "আপনি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইছেন কেন? আমি আপনার শিষ্য, আপনার কাছেই আমার অস্ত্রশিক্ষা। তবু আপনি কেন আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইছেন?"

ক্রোধে আরক্তনয়ন পরশুরাম বললেন, "তুমি আমাকে গুরু বলে জানো, অথচ গুরুর আদেশ পালন করছ না। তুমি এই কাশীরাজকন্যাকে গ্রহণ না করলে কোনও মতেই আমাকে শান্ত করতে পারবে না। তুমি এই কন্যাকে গ্রহণ করো এবং আপন বংশরক্ষা করো। তোমার স্পর্শদোষেই কন্যাটি উপযুক্ত পাত্র লাভ করতে পারছে না।"

ভীষ্ম সবিনয়ে বললেন, "ব্রহ্মর্ষি, আপনার অনুরোধেও আমি তা করতে পারব না। পরপুরুষাসক্ত নারীকে কোন পুরুষ আপন গৃহে স্থান দেয়? স্ত্রীলোকের ব্যভিচার দোষ গুরুতর বিপদ উৎপাদন করে।

ন ভয়াদ্বাসবস্যাপি ধর্মং জহ্যাং মহাব্রত।
প্রসীদ মা বা যদ্বা তে কার্য্যং তৎ কুরু মা চিরম্ ॥ উদ্‌যোগ : ১৬৭ : ২৩ ॥

"অতএব মহাব্রত। আমি ইন্দ্রের ভয়েও ধর্ম ত্যাগ করব না। এতে আপনি আমার উপর প্রসন্ন হন বা না হন। কিংবা আপনার যা কর্তব্য করুন, বিলম্ব করবেন না।"

"বিশুদ্ধাত্মা মহাবুদ্ধি প্রভু! পুরাণে কথিত আছে, মহাত্মা মরুত্ত রাজা বলেছিলেন, গুরু যদি গর্বিত হন, কর্তব্য-অকর্তব্য না বোঝেন, তবে তাঁকে পরিত্যাগ করা উচিত।"

"আপনি আমার গুরু, সেই জন্য আপনাকে ক্ষমা করেছি। কিন্তু আপনি গুরুর ব্যবহার জানেন না, অতএব আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করব। আপনি গুরু, তায় ব্রাহ্মণ এবং তপোবৃদ্ধ। কিন্তু যে ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ ও যুদ্ধার্থী হয়ে অস্ত্র উত্তোলন করে আসে তাঁকে বধ করলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয় না। তারপর যে যেমন আচরণ করে সে তেমন ফল পায়। আপনি আমার অলৌকিক বাহুবল ও বিক্রম দর্শন করুন। কুরুক্ষেত্রের সমন্তপঞ্চক দেশে আপনার সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করব। আপনি ইচ্ছানুসারে সজ্জিত হন। আপনি যেখানে বহুবার ক্ষত্রিয়গণের রক্ত দ্বারা পিতার তর্পণ করেছিলেন, সেইখানেই আপনাকে বধ করে আমি ক্ষত্রিয়গণের তর্পণ করব। আপনার দর্প আছে যে আপনি একাকীই জগতের সকল ক্ষত্রিয়কে বধ করেছিলেন। তখনও ভীষ্মের জন্ম হয়নি। অতএব আপনার দর্প চূর্ণ হবার সময় এসেছে। এতকাল আপনি তৃণের উপর জ্বলতেন। আজ ভীষ্মের মুখোমুখি হয়ে নিজের শক্তির অল্পতা অনুভব করুন।"

অনন্তর ভীষ্ম ও পরশুরাম সমন্তপঞ্চকে যুদ্ধের জন্য সমবেত হলেন। ভীষ্ম শান্তি, স্বস্ত্যয়ন করে বহু দিব্য অস্ত্রসমেত দিব্যরথে চড়ে পরশুরামের মুখোমুখি হলেন। পরশুরাম শুক্ল বস্ত্র শুক্ল উত্তরীয় অঙ্গে ধারণ করে ভীষ্মের মুখোমুখি হলেন। দেবী গঙ্গা পুত্র ভীষ্ম ও তাঁর গুরু পরশুরামের মধ্যে আসন্ন সংগ্রাম সম্ভাবনায় বারংবার উভয়ের কাছে গিয়ে নিবৃত্ত হতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু উভয়েই তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। ভীষ্ম গুরু পরশুরামকে বললেন, "আমি রথে চড়ে ভূতলস্থিত আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই না। আপনি যুদ্ধ করার ইচ্ছা করলে রথে আরোহণ করুন এবং কবচ পরিধান করুন।" তখন পরশুরাম বললেন, "ভূমিই আমার রথ, চার বেদ আমার বাহন। বায়ু আমার সারথি, আর বেদমাতারা আমার কবচ।" তখন ভীষ্ম স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখলেন, পরশুরাম একটি রথের মধ্যে রয়েছেন, সে রথখানি পরশুরামের সংকল্পে নির্মিত, পবিত্র, একটি নগরের ন্যায় বিস্তীর্ণ, দিব্যাশ্বযুক্ত, স্বর্ণভূষিত, সুন্দর, সুসজ্জিত এবং অদ্ভুতদর্শন এবং তার মধ্যে সর্বপ্রকার অস্ত্রই আছে। পরম সুহৃদ অকৃতব্রণ পরশুরামের সারথ্যভার গ্রহণ করলেন।

তখন ভীষ্ম রথ থেকে নেমে, পায়ে হেঁটে পরশুরামের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন এবং তাঁকে যুদ্ধে আমন্ত্রণ জানালেন। ভীষ্মের আচরণে সন্তোষ প্রকাশ করলেও পরশুরাম তাঁকে জয়ের আশীর্বাদ দিলেন না। এরপর একটানা তেইশ দিন গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে যুদ্ধ

সংঘটিত হল। কোনওদিনের যুদ্ধে পরশুরামের বাণের আঘাতে ভীষ্মের সারথি ও অশ্ব নষ্ট হল। কোনওদিন ভীষ্মের তীক্ষ্ণ শরের আঘাতে পরশুরাম মূর্ছিতপ্রায় হলেন। উভয়ের প্রচণ্ড অস্ত্রবর্ষণে আকাশ অস্ত্রাবৃত হয়ে গেল। এই যুদ্ধে প্রায় প্রতিদিনই হয় ভীষ্ম না হয় পরশুরাম— যে কোনও একজন পরাজিত হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়তেন, আবার প্রভাতে সুস্থ হয়ে পুনরায় যুদ্ধে যোগ দিতেন। টানা তেইশ দিন এইভাবে যুদ্ধ চলার পর, পরশুরামের প্রচণ্ড শরে, আহত এবং অবশ হয়ে ভীষ্ম রথ থেকে পতিত হবার উপক্রম হলে, অষ্টবসু ভীষ্মের দেহ তাঁদের হাতে ধারণ করলেন, ভীষ্মের দেহ ভূতল স্পর্শ করল না। ভীষ্মের চেতনা ফিরলে অষ্টবসু ভীষ্মকে বললেন যে, তিনি পরশুরামের প্রতি 'প্রস্বাপন' অস্ত্র প্রয়োগ করুন। কারণ এই দৈব অস্ত্র পরশুরাম জানেন না। আর এ অস্ত্র প্রয়োগের ফলে পরশুরামের মৃত্যু ঘটবে না কিন্তু নিদ্রিত হয়ে পড়বেন। পরে ভীষ্ম আবার 'সম্বোধন' অস্ত্র প্রয়োগ করলে পরশুরাম আবার জাগ্রত হয়ে উঠবেন।

পরদিন পরশুরাম যুদ্ধে প্রচণ্ড হয়ে উঠলেন। কোনও অস্ত্রেই তাঁকে নিরস্ত করা যাচ্ছে না দেখে ভীষ্ম 'প্রস্বাপন' অস্ত্র স্মরণ করলেন। স্মরণমাত্র অস্ত্র ভীষ্মের হাতে এসে উপস্থিত হল। বাণ ভীষ্ম ধনুতে স্থাপন করা মাত্র, সমস্ত পৃথিবী হাহাকারে পূর্ণ হয়ে গেল। নারদ যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন, "ভীষ্ম, তুমি কখনও গুরু পরশুরামের প্রতি 'প্রস্বাপন' অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে না। সেটা তোমার পক্ষে চূড়ান্ত পাপজনক কাজ হবে।" ভীষ্ম 'প্রস্বাপন' অস্ত্র সংবরণ করলেন। ওদিকে পরশুরামের পিতৃপুরুষেরা এবং নারদ এসে বললেন, "তুমি ভীষ্মকে জয় করতে পারবে না। ভীষ্ম তোমার বধ্য নন। ইনি শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় বংশে অষ্টবসুর অংশে এর জন্ম।" দেবর্ষি, পিতৃপুরুষ ও ভীষ্মের মাতা গঙ্গা দেবী উভয়ের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। তাঁদের আদেশে পরশুরাম ও ভীষ্ম— উভয়েই অস্ত্র ত্যাগ করলেন। ভীষ্ম এসে পরশুরামের চরণ বন্দনা করলেন। পরশুরাম সস্নেহে ভীষ্মকে বললেন, "ভীষ্ম, এ জগতে তোমার তুল্য ক্ষত্রিয় নেই। এই যুদ্ধে আমাকে তুমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট করেছ। এখন যাও।"

এরপর পরশুরাম রাজকন্যা অম্বাকে ডেকে সকলের সম্মুখে বললেন—

প্রত্যক্ষমেতল্লোকাণাং সর্বেষামেব ভাবিনি।
যথাশক্ত্যা ময়া যুদ্ধং কৃতং বৈ পৌরুষং পরম্ ॥ উদ্‌যোগ : ১৭৬ : ১ ॥

"—ভাবিনি! আমি পরম পুরুষকার প্রকাশপূর্বক শক্তি অনুসারে যুদ্ধ করলাম, সকল লোকই প্রত্যক্ষ করেছেন।" কিন্তু

ন চৈবমপি শক্লোমি ভীষ্মং শস্ত্রভৃতাং বরম।—"আমি সকল প্রচেষ্টা করেও ভীষ্মকে জয় করতে পারলাম না। অতএব তুমি ভীষ্মেরই শরণাপন্ন হও, তোমার অন্য উপায় নেই। কারণ ভীষ্ম মহাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করে আমাকে জয় করেছেন।"

অম্বা পরশুরামের কথা সত্য বলে স্বীকার করে বললেন, সত্যই ভীষ্ম যুদ্ধে দেবগণেরও অজেয়। অস্ত্র দ্বারা ভীষ্মকে পরাজিত করা অসম্ভব। কিন্তু অম্বাও আর ভীষ্মের কাছে ফিরে যাবেন না। অতএব ভীষ্মের মৃত্যুর উপায় তাঁকে নিজেকেই করতে হবে। তিনি ভয়ংকর

তপস্যা করার জন্য সেই স্থান থেকে প্রস্থান করলেন। ভীষ্ম অম্বার কার্যক্রম এবং গতিবিধি লক্ষ করার জন্য কয়েকজন গুপ্তচর নিযুক্ত করলেন।

অম্বা যমুনা নদীর তীরে গিয়ে ঋষিদের আশ্রমে প্রবেশ করে অলৌকিক তপস্যা করতে আরম্ভ করলেন। তিনি নিরাহারা, বায়ুভক্ষা, কৃষ্ণা, রুক্ষা, জটাধারিণী, জলকর্দমযুক্তা, স্থাণুর মতো অচলা ও তপস্বিনী হয়ে ছ'মাস অতিক্রম করলেন। এক বৎসর নিরাহারে যমুনার জলে থেকে জলবাসব্রত সমাপ্ত করলেন। এক বৎসর চরণ অঙ্গুষ্ঠ ভূমিতে রেখে একটি মাত্র গলিত পত্র ভক্ষণ করে অতিবাহিত করলেন। স্বর্গ ও মর্ত্য সন্তপ্ত করে তিনি বারো বৎসর কঠিন তপস্যা করলেন। কেউ তাঁকে বারণ করতে পারল না। ক্রমে অম্বা নন্দাশ্রম, উলূকাশ্রম, চ্যবনাশ্রম, মানস সরোবর, প্রয়াগ, দেবযান, দেবারণ্য, ভাগীরথী, বিশ্বামিত্রাশ্রম, মাণ্ডব্যাশ্রম, দিলীপাশ্রম, রামহ্রদ, পৈলগর্গাশ্রম,— ওই সকল তীর্থে দুষ্কর ব্রত অবলম্বন করে অবগাহন করতে লাগলেন।

একদিন মহাভাগ দেবী গঙ্গা জলস্থিতা তপস্যারতা, অম্বার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, কেন তিনি এই দুশ্চর তপস্যা করছেন। উত্তরে অম্বা জানালেন, পরম পরাক্রান্ত পরশুরাম যুদ্ধে ভীষ্মকে পরাজিত করতে পারেননি, অতএব পৃথিবীর কোনও ক্ষত্রিয় বীর ভীষ্মকে বধ করতে পারবেন না। ভীষ্মবধের সংকল্প করেই অম্বা এই অতি কঠিন তপস্যা শুরু করেছেন। শুনে গঙ্গা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন এবং বললেন যে, অম্বার আচরণ অত্যন্ত কুটিল। সুতরাং তিনি কামনার ফল লাভ করতে পারবেন না। অম্বা মন্দতীর্থ নদীতে পরিণতা হবেন, কেবল বর্ষাকালেই সেই নদীতে জল থাকবে, বাকি আট মাস থাকবে না। ভয়ংকর জলজন্তু সেই নদীতে থাকবে এবং প্রাণীমাত্রেই সেই নদীকে ভয় করবে। গঙ্গার এই ভয়ংকর অভিসম্পাতেও অম্বার তপস্যা ভঙ্গ হল না। অম্বা আরও কঠিন তপস্যা শুরু করলেন। কখনও অষ্টম মাসে, কখনও দশম মাসে জল পান করা পর্যন্ত বন্ধ করলেন।

বৎসদেশে উপস্থিত অম্বা তপস্যা করা মাত্রই বর্ষাকালমাত্র সম্ভবা, জলজন্তুবহলা, মন্দতীর্থরূপে বক্রা 'অম্বা' নামে প্রসিদ্ধা হলেন। তিনি দেহের অর্ধাংশ নদী হলেন, অর্ধাংশ কুমারী কন্যা রূপেই তপস্যা করতে লাগলেন। তখন তপোবৃদ্ধ ঋষিরা অম্বার নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে তপস্যা ভঙ্গ করতে বললেন। অম্বা বললেন, ভীষ্মের জন্যই তাঁর এই অবস্থা।

> যৎকৃতে দুঃখবসতিমিমাং প্রাপ্তাস্মি শাশ্বতীম্।
> পতি লোকাৎবিহীনা চ নৈব স্ত্রী ন পুমানিহ ॥ উদ্‌যোগ : ১৭৭ : ৪ ॥

"— যার জন্য আমি চিরদুঃখ ভোগ করলাম, আমি স্ত্রীও নই, পুরুষও নই। পতিলোক থেকে বিচ্যুত সেই ভীষ্মকে বধ না করে আমি শান্ত হব না। সুতরাং আপনারা আমাকে বারণ করবেন না।"

তখন শূলপাণি মহাদেব অম্বাকে দর্শন দিলেন। মহাদেব বরগ্রহণ করতে বললে অম্বা ভীষ্মের পরাজয় প্রার্থনা করলেন। মহাদেব বললেন, "তুমি ভীষ্মকে বধ করতে পারবে। কিন্তু বর্তমান রূপে বর্তমান জীবনে তা পারবে না। তুমি অন্য দেহ লাভ করে, প্রথমে কন্যা হয়ে পরে পুরুষত্ব লাভ করবে এবং ভীষ্মকে বধ করবে। এই জীবনের সমস্ত ঘটনা তোমার স্মরণে

থাকবে। তুমি দ্রুপদরাজার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করবে। পরে দ্রুতাস্ত্রক্ষেপী, বিচিত্রযোধী, মহারথ পুরুষে রূপান্তরিত হবে এবং ভীষ্মকে বধ করতে পারবে।"

এই আশীর্বাদ করেই মহাদেব অন্তর্হিত হলেন। অম্বা তখন মহর্ষিদের সামনেই বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে বিশাল চিতা নির্মাণ করে, তাতে আগুন দিয়ে, 'আমি ভীষ্ম বধের জন্য এই দেহ ত্যাগ করছি' বলে সেই প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করলেন।

ভীষ্ম কর্তৃক অসম্মানিত দ্রুপদরাজের গৃহে অম্বা 'শিখণ্ডিনী' রূপে জন্মগ্রহণ করে, পরে স্থূণাকর্ণ নামক যক্ষের সঙ্গে লিঙ্গ বিনিময় করে 'শিখণ্ডী' রূপে পরিচিত হলেন। শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখেই অর্জুন তীক্ষ্ণ শরবর্ষণে ভীষ্মকে রথ থেকে ভূ-পাতিত করেন। শিবের আশীর্বাদে শিখণ্ডী অতিরথ হলেন।

৬১

শত্রু-সংহার-কাল গণনা

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বদিন প্রভাতে কুরুরাজ দুর্যোধন সমবেত সৈন্যদের সম্মুখে গিয়ে গঙ্গানন্দন ভীষ্মকে প্রশ্ন করলেন, "পিতামহ, পাণ্ডবগণের এই যে সৈন্য যুদ্ধের জন্য উদ্যত হয়েছে, এর মধ্যে প্রচুর পদাতিক, হস্তী ও অশ্ব রয়েছে, মহারথেরা সমূহ সৈন্যকে ব্যাপৃত করে আছেন, লোকপালতুল্য ভীম, অর্জুন, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি মহাধনুর্ধারী মহাবলেরা রক্ষা করছেন, এই সৈন্য সমুদ্রের ন্যায় বিশাল ও অনিবার্য—দেবতারাও এই সৈন্যসমুদ্রকে বিক্ষুব্ধ করতে পারেন না। কিন্তু মহাতেজা গঙ্গানন্দন! আপনি কত কালে এই পাণ্ডব সৈন্যকে ধ্বংস করতে পারেন? এবং মহাতেজা মহাধনুর্ধর দ্রোণাচার্য, অতি মহাবল কৃপাচার্য, সমরশ্লাঘী কর্ণ কিংবা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা কত কালে নষ্ট করতে সমর্থ হবেন? কারণ, আমার সৈন্যের মধ্যে আপনারাই দিব্যাস্ত্র জানেন। আমি এ বিষয়ে জানতে চাই। এ বিষয়ে আমার গভীর কৌতূহল আছে। আপনি আমার কাছে আপনাদের কার্য-সমাধান-সামর্থ্য বর্ণনা করুন।"

ভীষ্ম বললেন, "কৌরবশ্রেষ্ঠ রাজা তোমার প্রশ্ন অতিশয় সঙ্গত। তুমি শত্রুপক্ষের শক্তি নিরূপণ করতে চাইছ। এ তোমার উচিত প্রশ্ন। আমার চূড়ান্ত শক্তি, বহুদূর বিস্তৃত অস্ত্রতেজ এবং বাহুবলের অসীম ক্ষমতা, তা তোমাকে বলছি, শ্রবণ করো। যুদ্ধের কতগুলি সাধারণ নিয়ম আছে। সরল লোকের সঙ্গে সরলভাবেই যুদ্ধ করবে, কূটযোদ্ধার সঙ্গে কূটযুদ্ধ করবে, ধর্মশাস্ত্র যোদ্ধাদের এই শিক্ষাই দেয়। আমি আমার নিজের ভাগ কল্পনা করে দিনে দিনে আমার ভাগের পাণ্ডবসৈন্য বধ করব। আমি একদিনের জন্য দশ সহস্র যোদ্ধা এবং এক সহস্র রথীকে এক এক ভাগ করে নিয়ে যুদ্ধ করব। আমি মনে মনে এই ভাগ স্থির করে রেখেছি। এই নিয়ম পালন করে সজ্জিত ও উদ্‌যোগী হয়ে পাণ্ডবদের এই বিশাল সৈন্য ক্ষয় করব। আমার হিসাব অনুযায়ী শতসহস্রঘাতী মহাস্ত্র নিক্ষেপ করে আমি এক মাসের মধ্যে পাণ্ডব সৈন্যদের নিঃশেষে সংহার করতে পারব।"

রাজা দুর্যোধন সেনাপতি ভীষ্মের বক্তব্য শুনে অঙ্গিরা বংশশ্রেষ্ঠ আচার্য দ্রোণকে প্রশ্ন করলেন, "আচার্য আপনি কতকালের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের সমস্ত সৈন্য সংহার করতে পারেন?" দ্রোণ ঈষৎ হাস্য করতে করতে বললেন, "মহারাজ আমি বৃদ্ধ হয়েছি; সুতরাং আমার বাহুবল ও অঙ্গ সঞ্চালন ক্ষমতা কমে গিয়েছে। তবুও আমার ধারণা এই যে, শান্তনুনন্দন ভীষ্ম যেমন এক মাস সময়ে পাণ্ডব সৈন্য সংহার করতে পারেন, তেমনই আমিও অস্ত্রাগ্নি দ্বারা এক মাস সময়ের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের সকল সৈন্য বধ করতে পারব। এই হল আমার

চূড়ান্ত ক্ষমতা, আর এই হল আমার চরম বল।" শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য বললেন, "আমি দু'মাসে পারি।" অশ্বত্থামা বললেন, "আমি দশদিনের মধ্যে পাণ্ডবদের সকল সৈন্য ক্ষয় করতে পারি।" আর মহাস্ত্রবিৎ কর্ণ বললেন, "আমি পাঁচদিনে পারি।" কর্ণের সেই প্রতিজ্ঞা শুনে ভীষ্ম অট্টহাস্য করে বললেন, "কর্ণ তুমি এখনও বাণ-শঙ্খ-ধনুর্ধারী, কৃষ্ণ-সহচারী এবং রথে আরোহণ করে আগমনকারী অর্জুনের সঙ্গে কোনও যুদ্ধে মিলিত হওনি; অতএব তোমার যা ইচ্ছা মনে করতে পারো, চাই কি, যে পর্যন্ত বলেছ, তার থেকে বেশিও কল্পনা করতে পারো।"

গুপ্তচরের মুখ থেকে যুধিষ্ঠির এই সৈন্য-সংহার-কাল আলোচনা শুনতে পেলেন। বাসুদেব কৃষ্ণ ও আপন ভ্রাতাদের নির্জনে নিয়ে গিয়ে যুধিষ্ঠির বললেন, "দুর্যোধনের সৈন্যমধ্যে আমার যেসব গুপ্তচর আছে, তারা প্রভাতে এসে আমাকে জানিয়েছে যে, দুর্যোধন মহাব্রত ভীষ্মের কাছে প্রশ্ন করেছিল, 'আপনি কতদিনে এই পাণ্ডবসৈন্য বধ করতে পারেন?' তাতে ভীষ্ম অতিদুর্মতি দুর্যোধনকে বলেছেন যে, তিনি এক মাসে পাণ্ডব সৈন্য বধ করতে পারেন। দ্রোণও ভীষ্মের মত অনুসারে জানিয়েছেন যে, তিনিও এক মাসে আমার সৈন্য বধ করতে পারেন। কৃপাচার্য বলেছেন যে, তিনি দু'মাসে পারবেন। মহাস্ত্রবিৎ অশ্বত্থামা প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি দশদিনে পাণ্ডবসৈন্য বধ করতে পারবেন। আর কর্ণও প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি পাঁচদিনে আমার সম্পূর্ণ সৈন্য ধ্বংস করবেন।"

যুধিষ্ঠির অর্জুনকে প্রশ্ন করলেন, "অর্জুন! আমি তোমার বাক্য শুনতে চাই—তুমি কতদিনে কৌরব সৈন্য নিঃশেষ করতে পারো?" যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে অর্জুন কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মহারাজ এরা সকলেই মহাত্মা, অস্ত্রে সুশিক্ষিত ও বিচিত্র যোদ্ধা। সুতরাং এঁরা কথিত সময়ের মধ্যে আপনার সৈন্য সংহারে সমর্থ, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের কারণ নেই। তবে আপনি উদ্বেগ করবেন না। কারণ আমিও সত্য বলছি যে কৃষ্ণকে নিয়ে একরথে আরোহণ করে আমি একাকীই দেবগণের সঙ্গে স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক সমগ্র ত্রিভুবন এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্ত বস্তু নিমেষকালের মধ্যে সংহার করতে পারি। কারণ, কিরাতরূপী মহাদেব দ্বন্দ্বযুদ্ধের সময় আমাকে যে ভয়ংকর মহাস্ত্র দান করেছিলেন, তা আমার কাছে আছে। মহাদেব প্রলয়কালে সমস্ত ভূত সংহার করতে যে অস্ত্র প্রয়োগ করে থাকেন, তা আমার কাছে আছে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ বা অশ্বত্থামা সে অস্ত্র জানেন না। সুতরাং কর্ণ আর জানবেন কী করে। তবে দিব্য অস্ত্রে যুদ্ধে সাধারণ লোককে বধ করা উচিত নয়। সরলভাবে যুদ্ধ করেই শত্রুদের আমরা জয় করব। কারণ মহারাজ এই পুরুষশ্রেষ্ঠগণ আপনার সহায়। এঁরা সকলেই দিব্যাস্ত্র জানেন এবং আপনার জন্য যুদ্ধ করতে উন্মুখ হয়ে আছেন। এঁরা সকলেই বেদপাঠ করেছেন। যজ্ঞ সমাপ্ত করে স্নান করেছেন এবং কোনও যুদ্ধে পরাজিত হননি। সুতরাং এঁরা যুদ্ধে দেবসৈন্যও সংহার করতে পারেন।

"শিখণ্ডী, যুযুধান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, যুদ্ধে ভীষ্ম ও দ্রোণের মতোই। বিরাট ও দ্রুপদ, মহাবাহু শঙ্খ, মহাবল ঘটোৎকচ, তার পুত্র মহাবল ও মহাপরাক্রমশালী অঞ্জনপর্বা এবং মহাবাহু ও যুদ্ধনিপুণ সাত্যকি আপনার সহায়। আর বলবান অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রও আপনার সহায়। তার পর আপনি নিজেই

ত্রিভুবন উৎসন্ন করতে সমর্থ। কারণ, ইন্দ্রতুল্য কুরুনন্দন! আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে আপনি ক্রোধান্বিত হয়ে যার দিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।"

আর এক দুর্লভ মুহূর্ত মহাভারতের পাঠকের কাছে উপস্থিত হল। ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি উভয় পক্ষের বীরদের শক্তি সম্পর্কে রণ-বিশারদদের বিচার। এইবার আমরা দেখতে পেলাম শত্রুসৈন্য-বিনাশ-সামর্থ্য পর্যালোচনা। অস্পষ্ট একটা মানসিক প্রস্তুতিও আমাদের হল—এ যুদ্ধ কতদিন স্থায়ী হবে। ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপের আপন শক্তি সম্পর্কে যথার্থ বিচার, অশ্বত্থামার উচ্চ আশা এবং কর্ণের বাগাড়ম্বর। অশ্বত্থামা এবং কর্ণের বিস্মৃতি যে, একক বৃহন্নলারূপী অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁদের দুরবস্থা। ভীষ্ম-দ্রোণ ও কৃপের বিচার যথার্থ। আপন সামর্থ্য সম্পর্কে তাঁদের চূড়ান্ত ধারণা ছিল।

অর্জুন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অতিরথ। বিশেষত মহাদেব ও অন্য দেবতাদের আশীর্বাদসহ দিব্যাস্ত্র প্রাপ্তিতে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। আপন পক্ষের বীরদের সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুত্র অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং ভীমসেনের পুত্র ঘটোৎকচের বীরত্ব সম্পর্কে অর্জুন আস্থাশালী। ভক্তি-শ্রদ্ধা-প্রীতি মিশ্রিত অর্জুন কৃষ্ণকে কোন দৃষ্টিতে দেখেন, তাও ফুটে উঠেছে এই মুহূর্তে। তবু মনে হয়, একটা প্রচ্ছন্ন অহংকারও অর্জুনের আছে। কৃপাচার্যের সর্বাপেক্ষা দু' মাস, অশ্বত্থামার দশ এবং কর্ণের পাঁচদিনের সময় যোগ করলে মোট হয় পঁচাত্তর দিন। কৌরবপক্ষের প্রধান বীর পাঁচজন। অর্থাৎ গড় হয় পনেরো দিন। মোটামুটি ঠিকই আছে। পনেরোও পরিবর্তে আঠারো দিন।

অর্জুন যুধিষ্ঠিরের 'ভ্রাতাশ্চ শিষ্যশ্চ'। যুধিষ্ঠিরকে অর্জুন বিচার করেছেন ধর্মবলের ভিত্তিতে, কেবল বাহুবলের বিচারে নয়। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাতে অধর্ম দগ্ধ হবে, ত্রিভুবনে কারোর পক্ষে সম্ভব নয় যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করা। এই কাল-গণনা করে উভয়পক্ষ যুদ্ধযাত্রা করলেন।

৬২

ভীষ্ম কর্তৃক কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ

[কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রথম দু'দিন অতিক্রান্ত হল। অর্জুনের প্রচণ্ড শরক্ষেপে কৌরব সৈন্যরা বারংবার ছিন্নভিন্ন হল— কোনও রথীই অর্জুনের সামনে দাঁড়াতে পারছেন না। ভীত সন্ত্রস্ত কৌরব সৈন্যরা পালাতে লাগল। ভীষ্ম-দ্রোণ কেউ তাঁদের থামাতে পারলেন না। ভীষ্ম অবহার ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন। সেদিন রাত্রে দুর্যোধন ভীষ্মের কাছে অভিযোগ জানালেন, "আপনি রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকতে, আমার সৈন্যেরা রণভঙ্গ দিয়ে পালাচ্ছে, এ আমি উচিত মনে করছি না।" দুর্যোধনের অভিযোগে ক্ষুব্ধ ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করলেন যে, পরদিবসের যুদ্ধে একাকী তিনি পাণ্ডবপক্ষকে নিবারণ করবেন।]

পরদিন প্রভাতকালে, সূর্য সামান্য পশ্চিম দিকে গেলে, আনন্দিত পাণ্ডবগণ পূর্বদিনের জয়ের উল্লাস ঘোষণা করতে করতে এগিয়ে এলে, ভীষ্ম বিশাল সৈন্য ও দুর্যোধন ইত্যাদি ভ্রাতাগণের দ্বারা রক্ষিত হয়ে বেগযুক্ত ঘোটক চালিত রথে আরোহণ করে পাণ্ডবসৈন্যদের দিকে যাত্রা করলেন। সঞ্জয় অত্যন্ত স্পষ্ট গলায় ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন যে, তাঁরই জন্য এই ভয়ংকর যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। তখন ধনুকের টংকার ও হস্তাবাপের উপর ধনুকের গুণের আঘাত হতে থাকলে, পর্বত বিদীর্ণ হবার গুরুতর শব্দ হতে লাগল (হস্তাবাপ—ধনুর গুণের আঘাত নিবারণের জন্য হস্তধৃত চর্ম আবরণ)।

"থাক, আছি, একে আঘাত করো, স্থির থাকো, স্থির থাকলাম, প্রহার করো"—এই জাতীয় শব্দে চারপাশ পূর্ণ হয়ে উঠল। স্বর্ণময় বর্ম, মুকুট ও ধ্বজের উপর শরবৃষ্টি শুরু হলে পর্বতের উপর শিলাবৃষ্টির শব্দ হতে লাগল। শত সহস্র মাথা, অলংকৃত বাহু ভূতলে পতিত হয়ে স্পন্দিত হতে লাগল। মাথা নেই, কিন্তু ধনুর্বাণ হাতে কিছুকাল সৈন্যদের দেহ ধনুর্বাণ ধরে দাঁড়িয়ে রইল। হস্তী, অশ্ব, পদাতিক সৈন্যের রক্ত মিশ্রিত একটি রক্ত-নদী প্রবাহিত হতে লাগল। হস্তীর অঙ্গ সেই নদীর প্রস্তর ছিল, মাংস ও ঘনীভূত রক্ত ছিল তার কর্দম। পরলোকরূপ সমুদ্রের দিকে তার যাত্রাপথ ছিল, দু'পার্শ্বে শকুনি ও শৃগাল আনন্দে চিৎকার করছিল।

তখন অশ্রুতপূর্ব এক ভয়ংকর যুদ্ধ আরম্ভ হল। যুদ্ধে নিপাতিত হস্তী, যোদ্ধা ও রথে পরিপূর্ণ সে রণক্ষেত্রে যাতায়াতের পথ ছিল না। বর্মে ও উষ্ণীষে সে সমরক্ষেত্র শরৎকালীন নক্ষত্রমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ আকাশের মতো লাগছিল। চারপাশে শোনা যাচ্ছিল যন্ত্রণার্ত কাতরোক্তি। "পিতা! আমাকে ফেলে যাবেন না", "বন্ধু! একটু দাঁড়াও" মাতুল, ভ্রাতা, বন্ধু,

বয়স্য, সখা ও ভৃত্যদের নাম ধরে পতিত সৈন্যরা আর্তনাদ করছিল। "ক্ষত্রিয়, তুমি কোথায় পালাবে? রণক্ষেত্রে ফিরে এসো, এই তোমার উপযুক্ত স্থান, যুদ্ধে ভীত হোয়ো না।"

এই সময়ে ভীষ্ম ধনুখানাকে মণ্ডলাকার করে বিষসর্পের ন্যায় ভয়ংকর বাণ চতুর্দিকে নিক্ষেপ করতে লাগলেন। নাম উল্লেখ করে করে তিনি এক একজন পাণ্ডব-প্রধানকে বিদ্ধ করতে লাগলেন। সকলে দেখলেন, অত্যন্ত লঘুহস্ত ভীষ্ম রথের উপর ঘূর্ণিত অগ্নিযুক্ত কাঠের মতো চতুর্দিকে নৃত্য করছেন। ভীষ্মকে পূর্বের মুখে অস্ত্রাঘাত করতে দেখে, সৈন্যরা দেখল তিনি পশ্চিম মুখে অস্ত্রক্ষেপ করছেন। এক ভীষ্মকে তখন শত সহস্র ভীষ্ম বলে সৈন্যদের বোধ হতে লাগল। ভীষ্মকে উত্তর দিকে যেতে দেখে, সৈন্যরা দেখল তিনি দক্ষিণ দিকে যাচ্ছেন। ভীষ্ম তখন অমানুষরূপে যুদ্ধে বিচরণ করতে থেকে বিপক্ষ বাহিনীকে আকুল করে তুললেন। পতঙ্গ যেমন দৈবপ্রেরিত হয়ে অগ্নির দিকে ছুটে যায়, শত শত পাণ্ডবরাজাও তেমনই দৈবপ্রেরিত হয়ে আপন আপন বিনাশের জন্য ভীষ্মের অভিমুখে যাত্রা করতে লাগলেন। কিন্তু কেউ আর ফিরলেন না। যুদ্ধে ভীষ্মের কোনও বাণ কোনও দিকে ব্যর্থ হয়নি। তাঁর বাণ ছিল অসংখ্য এবং তিনি অত্যন্ত দ্রুত বাণক্ষেপ করছিলেন। কঙ্ক পত্রযুক্ত একটি বাণে এক-একটি হস্তী বধ করতে আরম্ভ করলেন। সুনিক্ষিপ্ত নারাচ দ্বারা একই সঙ্গে দুই তিনজন গজারোহীও বধ করতে থাকলেন, যে যে নরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের দিকে এগোলেন, তাকে পরমুহূর্তে ভূতলশায়ী দেখা যেতে লাগল। এইভাবে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের সমস্ত সৈন্য সহস্রভাগে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন।

ভীষ্মের শরবাণে পীড়িত পাণ্ডবমহাসেনা অর্জুন ও কৃষ্ণের সমক্ষেই কম্পিত হতে লাগল। মহারথগণ পলায়ন করতে লাগলেন। অর্জুন চেষ্টা করেও তাঁদের বারণ করতে পারলেন না। ইন্দ্রের তুল্য শক্তিশালী ভীষ্মের বাণে বিশেষ পীড়িত পাণ্ডবসেনা বিশ্লিষ্ট হয়ে গেল। প্রত্যেকে আলাদা আলাদা পথে পালাতে লাগলেন। ভীষ্মের বাণে মানুষ, হস্তী ও অশ্ব সম্যক বিদ্ধ হলে, রথের ধ্বজ ও কূবর পড়ে গেলে পাণ্ডবসৈন্যগণ কর্তব্যবিমুখ হয়ে হাহাকার করতে লাগল। যুদ্ধে দৈবের প্রভাবে ভ্রমে পতিত হয়ে পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে এবং সখা প্রিয়সখাকে বধ কবতে লাগল। পাণ্ডবসৈন্যরা গো-সমূহের মতো কর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আর্তনাদ করছিল এবং রথীসমূহেরাও কর্তব্যবিমূঢ় হয়েছিলেন।

এই সময়ে কৃষ্ণ পাণ্ডবসৈন্যকে বিচ্ছিন্ন দেখে উত্তম রথখানি থামিয়ে পৃথানন্দন অর্জুনকে বললেন, "অর্জুন তুমি যে সময়ের অপেক্ষা করে এসেছ, সেই সময় উপস্থিত হয়েছে; অতএব নরশ্রেষ্ঠ! তুমি যদি পূর্বের মতো মোহে মুগ্ধ না হয়ে থাকো, তবে ভীষ্মকে প্রহার করো। বীর, তুমি পূর্বে রাজাদের জানিয়েছিলে—যারা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসবে, আমি সে সমস্ত সৈন্য ধ্বংস করব। আজ সেই বাক্য সত্য করো। অর্জুন দেখো তোমার সৈন্য নানা স্থান থেকে বিভক্ত হয়ে পলায়ন করছে। পাণ্ডবসেনার রাজারাও সিংহ দেখে ক্ষুদ্র মৃগেরা যেমন পলায়ন করে, সেইরূপ প্রকটিত বদন যমের মতো ভীষ্মকে দেখে রাজারা পলায়ন করছেন।" কৃষ্ণের কথা শুনে অর্জুন তাঁকে বললেন, "যেখানে ভীষ্ম রয়েছেন, সেই দিকে অশ্বগুলিকে চালিত করো, আজ তাঁর সৈন্যসমুদ্রকে আলোড়ন করে দুর্ধর্ষ কুরুপিতামহকে নিপাতিত করব।"

তখন কৃষ্ণ তাঁর সূর্যের মতো দুর্ধর্ষ রথের রজতশুভ্র অশ্বকে, যেখানে ভীষ্মের রথ ছিল, সেইদিকে চালিয়ে দিলেন। অর্জুনকে ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধে উদ্যত দেখে যুধিষ্ঠিরের সমস্ত সেনা আবার রণক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। তখন কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম মুহুর্মুহু সিংহনাদ করে বাণবৃষ্টি দ্বারা অর্জুনের রথখানিকে সম্পূর্ণ আবৃত করে ফেললেন। সেই বিশাল শরবর্ষণের পরে অর্জুনের রথ ও সারথিকে আর দেখা গেল না। কিন্তু তখনও বলবান কৃষ্ণ ধৈর্য অবলম্বনপূর্বক ভীষ্মের বাণে বিদীর্ণ দেহ অশ্বগুলিকে চালাতে লাগলেন। তখন অর্জুন জলদগম্ভীরনাদী স্বর্গীয় গাণ্ডিবধনু ধারণ করে তিনটি বাণদ্বারা ভীষ্মের ধনুখানি ছেদন করে ফেললেন। ভীষ্ম পুনরায় অন্য ধনু নিয়ে নিমেষমধ্যে গুণারোপণ করলেন। দুই হাতে সেই জলদগম্ভীরনাদী সেই ধনু আকর্ষণ করে ভীষ্ম পুনরায় প্রস্তুত হলেন। ক্রুদ্ধ অর্জুন ভীষ্মের সেই ধনুকেও ছেদন করলেন। তখন ভীষ্ম অর্জুনের লঘুহস্ততার প্রশংসা করে বললেন, "পৃথানন্দন! সাধু, মহাবাহু পাণ্ডুনন্দন! সাধু! ধনঞ্জয়! এই গুরুতর কার্য তোমাতেই সম্ভব। পুত্র আমি তোমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো।"

এইভাবে অর্জুনের প্রশংসা করে মহাবীর ভীষ্ম অন্য বিশাল ধনু ধারণ করে অর্জুনের রথের উপর বহুতর বাণ নিক্ষেপ করলেন। এই সময়ে কৃষ্ণ অশ্ব পরিচালনায় বিশেষ দক্ষতা দেখালেন। তিনি ভীষ্মের বাণগুলিকে ব্যর্থ করে দিয়ে মণ্ডলাকারে রথ চালাতে লাগলেন। তথাপি ভীষ্ম সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা কৃষ্ণ ও অর্জুনকে সমস্ত অঙ্গে অত্যন্ত বিদ্ধ করলেন। তখন ক্রুদ্ধ দুই মহাবৃষের শৃঙ্গাঘাত পরস্পর যেমন রক্তাক্ত হয়ে শোভা পায়, তেমনই কৃষ্ণার্জুন ভীষ্মের অস্ত্রাঘাতে রক্তাক্ত হয়ে শোভা পেতে লাগলেন। তখন ক্রুদ্ধ ভীষ্ম বহু সংখ্যক বাণ দ্বারা কৃষ্ণ ও অর্জুনের সমস্ত দিক আবৃত করলেন। তারপর বিকট হাস্য করতে থেকে তীক্ষ্ণ বাণের পীড়নে কৃষ্ণকেও বিচলিত করে তুললেন।

ভীষ্ম প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করছেন, অথচ অর্জুন মনোযোগ না দিয়ে অল্প অল্প যুদ্ধ করছেন। তারপর ভীষ্ম উভয় সৈন্যমধ্যে এসে যুদ্ধ করছেন, সূর্যের মতো পাণ্ডবসৈন্যকে সন্তপ্ত করে তুলছেন, পাণ্ডবগণের প্রধান প্রধান সৈন্য বধ করছেন এবং যুধিষ্ঠিরের সৈন্যদের মধ্যে যেন প্রলয় ঘটাচ্ছেন—এই সকল ঘটনা দেখে মহাবাহু, অলৌকিক শক্তিশালী ও বিপক্ষ বীরহন্তা ভগবান কৃষ্ণ চিন্তা করলেন, "যুধিষ্ঠিরের বল নষ্ট হল। কারণ, ভীষ্ম যুদ্ধে একদিনেই দেবগণ ও দানবগণকে সংহার করতে পারেন, তাতে সৈন্য ও অনুচরদের যে সংহার করে পাণ্ডবপক্ষকে পরাজিত করবেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। যুধিষ্ঠিরের বিশাল সৈন্য পলায়ন করছে এবং কৌরবেরা সোমকদের পলায়ন করতে দেখে আনন্দ করছে এবং দ্রুত যুদ্ধ শেষ করবার জন্য চেষ্টা করছে। এদিকে আমি যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত আছি; সুতরাং আমি আজ পাণ্ডবদের জন্য ভীষ্মকে বধ করব এবং মহাত্মা পাণ্ডবগণের ভার অপনীত করব। কারণ, অর্জুন ভীষ্মের তীক্ষ্ণবাণে আহত হলেও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশত যুদ্ধের বিষয়ে তাঁর কর্তব্য বুঝতে পারছেন না।"

কৃষ্ণ এইরকম চিন্তা করছিলেন, এই অবস্থাতেও ভীষ্ম পুনরায় অর্জুনের রথের উপর বাণক্ষেপ করতে লাগলেন। ভীষ্মের বাণে চতুর্দিক আবৃত হল, এমনকী সূর্যকেও আর দেখা গেল না। তুমুল বায়ু ও ধোঁয়া বইতে থাকল এবং সকল দিক কাঁপতে লাগল। তখন দ্রোণ,

বিকর্ণ, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, কৃতবর্মা, কৃপ, অম্বষ্ঠদেশাধিপতি শ্রুতায়ু বিন্দ, অনুবিন্দ ও সুদক্ষিণ এবং পূর্বদেশীয়, সৌবীরদেশীয়, বসাভিদেশীয়, ক্ষুদ্রকদেশীয় ও মালবদেশীয় যোদ্ধারা সকলে ভীষ্মের আদেশক্রমে অর্জুনের দিকে ধাবিত হলেন।

তখন দূর থেকে সাত্যকি দেখলেন—কুরুপক্ষের শত শত ও সহস্র সহস্র অশ্বারোহী, পদাতি, রথী ও গজারোহী এসে অর্জুনকে পরিবেষ্টন করছে। সাত্যকি সত্বর সেইদিকে অগ্রসর হলেন। পূর্বকালে বিষ্ণু যেমন বৃত্রাসুর যুদ্ধে ইন্দ্রকে সাহায্য করেছিলেন সেইরকমই মহাধনুর্ধর ও শিনি বংশশ্রেষ্ঠ সাত্যকি দ্রুত সেই সৈন্যগণের মধ্যে প্রবেশ করলেন। পলায়মান যুধিষ্ঠিরের সৈন্য, অশ্বারোহী, গজারোহী ও রথারোহীদের সাত্যকি বললেন, "ক্ষত্রিয়গণ আপনারা কোথায় যাবেন? প্রাচীন সজ্জনেরা এই পলায়নকে ধর্ম বলেননি। নিজেদের প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করবেন না, স্বকীয় বীরধর্মই পালন করুন।"

পাণ্ডবপক্ষের প্রধান রাজারা সকল দিকে পলায়ন করছে, অথচ অর্জুন কোমলভাবে যুদ্ধ করছেন। ভীষ্ম উৎসাহে ক্রমাগত বর্ধিত হচ্ছেন, সমগ্র কৌরবসৈন্য অর্জুনের দিকে এগিয়ে আসছেন—এই সমস্ত দেখে যদুপতি কৃষ্ণ সহ্য করতে না পেরে সাত্যকির প্রশংসা করে বললেন, "সাত্যকি যারা যাচ্ছে, তারা যাক। যারা আছে, তারাও যাক। আমিই আজ যুদ্ধে অনুচরবর্গের সঙ্গে ভীষ্ম ও দ্রোণকে রথ থেকে নিপাতিত করছি। সাত্যকি আজ কৌরব পক্ষের কোনও ব্যক্তিই যুদ্ধে ক্রুদ্ধ পার্থসারথির হাত থেকে নিবৃত্তি পাবে না। আমিই ভীষণ চক্রধারণ করে ভীষ্মের প্রাণ হরণ করব। অনুচরদের সঙ্গে ভীষ্ম ও দ্রোণকে বধ করে আজ আমি যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে আনন্দিত করব। আজ আমি ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পুত্রকে এবং যে সকল প্রধান রাজা রয়েছেন, তাঁদের সংহার করে আনন্দিত হয়ে রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে সংস্থাপিত করব।"

এইসব কথা বলে মহাপ্রভাবশালী কৃষ্ণ সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করলেন এবং স্মরণ করামাত্রই সেই সুদর্শনচক্র এসে নিজেই কৃষ্ণের হস্তাগ্রে আরোহণ করল। পূর্বকালে জলশায়ী নারায়ণের নাভিমূল থেকে উৎপন্ন এবং নূতন সূর্যের ন্যায় রক্তবর্ণ আদিপর্বের মতো শোভিত সেইরকম কৃষ্ণের বহুনালধৃত পদ্মতুল্য সেই সুদর্শন চক্র যুদ্ধে শোভা পেতে লাগল। তারপর বসুদেবনন্দন মহাত্মা কৃষ্ণ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সুন্দর নাভিযুক্ত, সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল, সহস্র বজ্রের তুল্য প্রভাবশালী ও ক্ষুরধার সেই চক্রটাকে আঘূর্ণিত করে, অশ্বগুলিকে ছেড়ে দিয়ে, রথ থেকে লাফিয়ে পড়ে, চরণবিন্যাসে ভূতল কম্পিত করে, সিংহ যেমন মদমত্ত দর্পিত মহাহস্তীকে বধ করবার জন্য বেগে ধাবিত হয়, সেইরূপ বেগে ভীষ্মের দিকে ধাবিত হলেন। বিপক্ষ বিনাশকারী ও লম্বিত পীত বসনধারী কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বিপক্ষ সৈন্যস্থিত ভীষ্মের দিকে বেগে যেতে থেকে আকাশে বিদ্যুৎ পরিবেষ্টিত নূতন মেঘের মতন শোভা পেতে লাগলেন। কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে চক্রধারণ করে উচ্চ স্বরে বীর নাদ করতে করতে আসছেন দেখে সেই স্থানের লোকেরা কৌরবের বিনাশ চিন্তা করে তীব্র আর্তনাদ করতে লাগল।

জগদ্গুরু কৃষ্ণ চক্র ধারণ করে সমগ্র জগৎ সংহার করবেন বলেই যেন ধাবিত হয়ে, বনদহনকারী অগ্নির মতো প্রকাশ পেতে লাগলেন। কৃষ্ণ চক্রধারণ করে বেগে আগমন

করছেন দেখে ভীষ্ম তখন দুই বাহুতে ধৈর্যসহকারে গাণ্ডিবের মতো আপন ধনুখানি সংকুচিত করে ফেললেন এবং স্থিরচিত্তে সেই সমরাঙ্গনে থেকেই অসীম শক্তিশালী কৃষ্ণকে বললেন, "দেবেশ্বর! জগতের আশ্রয়! আসুন আসুন, মাধব! চক্রপাণি। আপনাকে প্রণাম করি।

ত্বয়া হতস্যাপি মমাদ্য কৃষ্ণ! শ্রেয়ঃ পরস্মিন্নিহ চৈব লোকে।
সম্ভাবিতোহস্ম্যন্ধকবৃষ্ণিনাথ! লৌকেস্ত্রিভির্বীর! তবাভিযানাৎ ॥ ভীষ্ম : ৫৯ : ৯৭ ॥

জগদীশ্বর! সর্বশরণ্য! আপনি যুদ্ধে বলপূর্বক আমাকে রথ থেকে নিপাতিত করুন। কৃষ্ণ! আপনি আজ আমাকে বধ করলেও ইহলোকে এবং পরলোকে আমার মঙ্গল হবে। অন্ধকনাথ! বৃষ্ণিপতি! বীর! আপনি আমার প্রতি ধাবিত হয়েছেন বলেই আমি ত্রিভুবনের লোকের কাছে সম্মানিত হয়েছি।"

তখন দীর্ঘ ও স্থূলবাহু অর্জুনও রথ থেকে লাফিয়ে পড়ে সত্বর কৃষ্ণের অনুসরণ করে তাঁর স্থূল ও সুন্দর দীর্ঘ বাহুযুগল ধারণ করলেন। অর্জুন ধারণ করলেও, মহাঝড় যেমন বৃক্ষকে নিয়ে বেগে গমন করে, সেইরকম আদিদেব, আত্মযোগী ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ অর্জুনকে নিয়েই বেগে কিছুদূর গমন করলেন। কৃষ্ণ বেগে ভীষ্মের দিকে যাচ্ছিলেন, সেই অবস্থাতে পৃথানন্দন অর্জুন বলপূর্বক তাঁর চরণযুগল ধারণ করে দশম পাদক্ষেপের সময়ে তাঁকে থামাতে পারলেন। কৃষ্ণ দাঁড়ালে, সুবর্ণময়-বিচিত্র মাল্যধারী অর্জুন সন্তুষ্ট হয়ে প্রণাম করে কৃষ্ণকে বললেন, "কেশব তুমিই পাণ্ডবগণের উপায়; সুতরাং তুমি ক্রোধের উপসংহার করো। কৃষ্ণ আমি পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণের নামে শপথ করছি—আমি যে বিষয়ে তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সে কার্য আর ত্যাগ করব না এবং উপেন্দ্র, তোমার নিয়োগ অনুসারে কৌরবগণকে বিনাশ করব।"

শত্রুহন্তা কৃষ্ণ অর্জুনের সেই প্রতিজ্ঞা ও শপথ শুনে সন্তুষ্ট হয়ে চক্র নিয়েই পুনরায় রথে উঠলেন। বামহস্তে অশ্বরজ্জু ও দক্ষিণহস্তে শঙ্খ ধারণ করে সেই পাঞ্চজন্য শঙ্খের রবে কৃষ্ণ সমস্ত দিক ও আকাশ নিনাদিত করলেন। সেই সময়ে তাঁর কণ্ঠের হার, বাহুর কেয়ূর ও কর্ণের কুণ্ডল দুলতে লাগল, তাঁর নয়নের লোমগুলি ধূলিব্যাপ্ত ছিল, মুখের মধ্যে নির্মল দন্তগুলি দেখা যাচ্ছিল, হাতে শঙ্খ ছিল। সেই কৃষ্ণকে দেখে কুরুপক্ষের যোদ্ধারা কোলাহল করে উঠল। সমস্ত কৌরব সৈন্যমধ্যে মৃদঙ্গ, ভেরি, পটহ, রথচক্র ও দুন্দুভির শব্দ ও ভীষণ সিংহনাদ শোনা যেতে লাগল।

ক্রমে মেঘ গর্জনের মতো গম্ভীর অর্জুনের গাণ্ডিবধনুও সমস্ত দিকে ও আকাশে ব্যাপ্ত হতে লাগল এবং তাঁর ধনু থেকে নির্গত সরল ও নির্মল বাণসকল সমস্তদিকে ধাবিত হল। তখন দুর্যোধন, ভীষ্ম ও ভূরিশ্রবার সঙ্গে মিলিত হয়ে তৃণরাশিদহনেচ্ছু অগ্নির মতো অর্জুনের দিকে ধাবিত হলেন। তারপর ভূরিশ্রবা সাতটা স্বর্ণপুঙ্খ বাণ, দুর্যোধন ভয়ংকর বেগশালী একটা তোমর, শল্য একটা গদা ও ভীষ্ম একটি শক্তি অর্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। সাত বাণে ভূরিশ্রবার সাত বাণকে, নিশিত ক্ষুরাস্ত্রে দুর্যোধন-নিক্ষিপ্ত তোমরকে অর্জুন ছেদন করলেন। ভীষ্ম-নিক্ষিপ্ত শক্তি ও শল্য-নিক্ষিপ্ত গদাকে অর্জুন দুই বাণে ছেদন করলেন। তখন অর্জুন অজ্ঞেয়প্রভাব, অতিভয়ংকর ও অদ্ভুতশক্তি মাহেন্দ্র অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। সেই অগ্নির

ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ উজ্জ্বল অস্ত্র একই সঙ্গে সমস্ত বিপক্ষকে নিবারণ করল। সেই ঐন্দ্র অস্ত্র থেকে শত সহস্রশর নির্গত হয়ে বিপক্ষের সমস্ত রাজাকে বর্ম ও দেহে গুরুতর ভেদ করল। রাজারা যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হলেন। অর্জুনের বাণসমূহে মেদ, বসা ও রক্ত-পরিপূর্ণ নদী সৃষ্টি হল। আপন সৈন্যদের অবস্থা দেখে ভীষ্ম সেদিন যুদ্ধে অবহার ঘোষণা করলেন। অর্জুন সেদিন যুদ্ধে দশ সহস্র রথী, সাত শত হস্তী সংহার করে পূর্বদেশীয় সৌবীর, ক্ষুদ্রক ও মালবদেশীয় সকল সৈন্যকে নিপাতিত করেছিলেন।

মহাভারতের আর একটি দুর্লভ মুহূর্ত আমাদের চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হল। ভীষ্ম যে কত বড় বীর ছিলেন, তা আমরা দেখতে পেলাম। দুর্যোধনকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ভীষ্ম একাই সমস্ত পাণ্ডব সৈন্যকে নিবারণ করলেন, ছত্রভঙ্গ করে দিলেন।

আমরা আরও দেখলাম, কৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষের সঙ্গে কতখানি একাত্ম। অর্জুন কিছুতেই ভীষ্মের সঙ্গে পূর্ণশক্তিতে যুদ্ধ করতে চাইছেন না—পাণ্ডবসৈন্যেরা ভীষ্মের বাণে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে দেখে সুদর্শন চক্র হাতে কৃষ্ণ রথ থেকে লাফিয়ে মাটিতে নামলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। স্বয়ং নারায়ণ ভক্তকে বধ করতে সুদর্শন চক্র হাতে ছুটে চলেছেন। সমস্ত কুরুক্ষেত্র স্তম্ভিত। ভীষ্ম তো এই চেয়েছিলেন। তিনি শুনেছিলেন, কৃষ্ণ যুদ্ধে অস্ত্রগ্রহণ করবেন না। আপন বীরত্ব সম্পর্কে ভীষ্মের পরিচ্ছন্ন ধারণা ছিল। তিনি জানতেন তিনি গঙ্গাপুত্র, অষ্টম বসু ভীষ্ম। মনে মনে ভীষ্মও প্রতিজ্ঞা করে রেখেছিলেন, তিনিও কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাবেন। তাঁকে অস্ত্রধারণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করবেন। ভীষ্ম তা করতে পেরেছিলেন, কৃষ্ণ ভীষ্ম বধের জন্য অস্ত্রগ্রহণ করেছিলেন। হয়তো বা ভক্তবাঞ্ছা কৃষ্ণ ভক্তের মনোরথ পূর্ণ করতেই অস্ত্র হাতে নিয়েছিলেন।

কিন্তু অস্ত্রপ্রয়োগ তাঁকে করতে দেননি তাঁর সখা, বন্ধু, ভক্ত অর্জুন। কারণ কৃষ্ণ অস্ত্র প্রয়োগ করলে চিরকাল অর্জুনের নামে কলঙ্ক লেগে থাকত। অর্জুন কোনও অবস্থাতেই কৃষ্ণ তাঁর প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করবেন, এ হতে দিতে পারেন না। কৃষ্ণের পা জড়িয়ে ধরে তিনি কৃষ্ণের গতিভঙ্গ করলেন।

ভীষ্ম জানতেন কৃষ্ণ ঈশ্বর, স্বয়ং নারায়ণ। রাজসূয় যজ্ঞে তাঁরই পরামর্শে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ পুরুষের অর্ঘ্য দিয়েছিলেন। সেই কৃষ্ণ অর্জুনের সারথ্য গ্রহণ করেছেন জেনেও ভীষ্ম পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে অস্ত্রগ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ হননি। যদিও যুদ্ধের পরিণাম সম্পর্কে তাঁর কোনও সন্দেহই ছিল না। বারংবার তিনি বলেছিলেন—জয়োস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দনঃ। কিন্তু তিনি খাঁটি ক্ষত্রিয় ছিলেন। দুর্যোধনের অন্নের ঋণ, তিনি জীবন দিয়ে শোধ করেছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সকলের শ্রদ্ধা পেয়েছেন, ভগবান কৃষ্ণেরও।

এর পরের অংশে অর্জুনের ভূমিকা। তাঁর অন্যমনস্কতার জন্য কৃষ্ণকে অস্ত্রগ্রহণ করতে হয়েছে, এই আত্মগ্লানিতে অর্জুন সেদিন যে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা সে যুদ্ধের সম্মুখে নিতান্ত অসহায় বোধ করলেন। ভীষ্ম বাধ্য হয়ে অবহার ঘোষণা করলেন।

৬৩
ইরাবানের মৃত্যু

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অষ্টম দিন প্রভাতে বিপক্ষবীরহন্তা যদুবংশীয় হৃদিকনন্দন কৃতবর্মা সমরাঙ্গনে পাণ্ডবসৈন্যদের দিকে বেগে গমন করতে লাগলেন। তখন কম্বোজ, নদী, আরট্ট, মহী ও সিন্ধুদেশজাত সর্বপ্রকার উত্তম অশ্ব ও শুভ্রবর্ণ বনায়ুদেশজাত ও পর্বতবাসী অশ্বসমূহে সকল দিক বেষ্টিত করে বলবান ও শত্রুসন্তাপকারী অর্জুননন্দন ইরাবান অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে কৌরব সৈন্যদের দিকে ধাবিত হলেন। তখন তিত্তিরি ও যবনদেশে জন্মে যে সকল অশ্ব বায়ুর মতো বেগবান হয়ে থাকে সেই সকল অশ্বও স্বর্ণভূষণে ভূষিত, বর্মাবৃত ও অন্যান্য যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হয়ে ইরাবানের সঙ্গে যেতে লাগল।

এঁর নাম 'ইরাবান'। ইনি অর্জুনের পুত্র, বলবান ও বীরশোভায় শোভিত। ইনি নাগরাজ ঐরাবতের তনয়ার গর্ভে অর্জুন কর্তৃক উৎপন্ন হয়েছিলেন (অন্য মতে, ইনি ঐরাবত-বংশীয় কৌরব্য নাগের কন্যা উলূপীর গর্ভজাত)। গরুড় এই তনয়ার পতিকে বধ করলে মহাত্মা ঐরাবত ক্ষুদ্রা, শোকার্তচিত্তা ও নিঃসন্তানা এই তনয়াটিকে অর্জুনের নিকট সমর্পণ করেছিলেন। অর্জুনও আপন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য কামাকুলা সেই ঐরাবত তনয়াকে গ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে ইরাবান পরপত্নীর গর্ভে অর্জুন কর্তৃক উৎপন্ন হয়েছিলেন।

সেই বালক নাগলোকেই জননী কর্তৃক পরিরক্ষিত থেকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু তার পিতৃব্য দুরাত্মা অশ্বসেন অর্জুনের প্রতি বিদ্বেষবশত তাকে পরিত্যাগ করে। তারপর রূপবান, গুণবান, বলবান ও যথার্থ বিক্রমশালী ইরাবান—পিতা অর্জুন দেবাস্ত্রশিক্ষার জন্য স্বর্গে গমন করেছেন—এই শুনে দ্রুত স্বর্গলোক গমন করেন। এবং তিনি মহাত্মা অর্জুনের কাছে আত্ম পরিচয় দিয়ে বলেন, "ইরাবানাস্মি ভদ্রং তে পুত্রশ্চাহং তব প্রভো!"—"প্রভু! আমি আপনার পুত্র এবং আমার নাম—ইরাবান; আপনার মঙ্গল হোক।"

যেভাবে আপন মাতার সঙ্গে অর্জুনের মিলন হয়েছিল, সে সমস্ত ঘটনাও ইরাবান অর্জুনের কাছে নিবেদন করলেন। তখন সে সমস্ত বৃত্তান্ত অর্জুনের স্মৃতিপথে উদিত হয়। তখন অর্জুন নিজের তুল্য গুণবান সেই পুত্রটিকে আলিঙ্গন করে আনন্দিতচিত্তে তাকে দেবরাজ ইন্দ্রের গৃহে নিয়ে যান। ইরাবান প্রশ্ন করেন, "পিতা আমাকে কী করতে হবে?" তখন অর্জুন সেই দেবলোকে বসেই আপন কার্যবিষয়ে প্রীতিপূর্বক মহাবাহু ইরাবানকে আদেশ করলেন, "প্রভাবসম্পন্ন পুত্র! তুমি যুদ্ধের সময়ে আমাদের সাহায্য কোরো।" "অবশ্যই করব" এই কথা বলে তখন ইরাবান চলে গিয়েছিলেন, এবং যুদ্ধের সময় এসেছেন।

যে সকল অশ্ব ইচ্ছানুসারে বর্ণ ও বেগ ধারণ করতে পারে, সেই সকল অশ্বে পরিবেষ্টিত হয়ে ইরাবান শোভা পেতে লাগলেন। হংসগণ যেমন মহাসমুদ্রে উৎপতিত হয়, সেইরকম স্বর্ণশেখরধারী, নানাবর্ণযুক্ত ও মনের ন্যায় বেগবান সেই সকল অশ্ব বেগে সমরাঙ্গনে উৎপতিত হল। তারপরে সেই অশ্বসকল মনের মতো বেগশালী বিপক্ষের অশ্বসমূহের কাছে উপস্থিত হয়ে ক্রোড়দ্বারা ক্রোড়ে ও নাসিকাদ্বারা নাসিকায় আঘাত করতে থেকে বেগে আহত হয়ে তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হতে থাকল।

পর্বতের উপরে গরুড় পতিত হলে যেরকম দারুণ শব্দ শোনা যায় অশ্বসমূহ পতিত হতে থাকলে সেইরকম দারুণ শব্দ শোনা যেতে লাগল। অশ্বারোহীরাও পরস্পর সম্মিলিত হয়ে ভয়ংকরভাবে পরস্পরকে বধ করতে লাগল। সেই তুমুল যুদ্ধে উভয়পক্ষের অশ্বারোহী সৈন্যরা নিহত হয়ে ভূমিতে আশ্রয় পেল। কারণ, তাঁদের বাণসকল নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, অশ্বগুলিও নিহত হয়েছিল এবং বীরেরাও পরিশ্রান্ত ও পরস্পরের অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহ হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছিলেন। তারপর উভয়পক্ষেরই অশ্বারোহী সৈন্য যুদ্ধে ক্ষয় পেয়ে কিছু অবশিষ্ট থাকলে শকুনির বীর ভ্রাতারা সমরাঙ্গনে প্রবেশ করলেন।

গজ, গবাক্ষ, বৃষক, চর্মবান, আর্জব ও শুক্ক—শকুনির বলবান এই ছয় ভ্রাতা বায়ুবেগের দৃঢ়স্পর্শ, বায়ুর তুল্য বেগশালী, তরুণ ও বলবান উত্তম উত্তম রথে আরোহণ করে বিশাল কৌরব সৈন্যমধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন। তখন শকুনি তাঁদের বারণ করলেন, স্বপক্ষীয় যোদ্ধারাও তাঁদের নিষেধ করলেন; তবুও যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত, যুদ্ধনিপুণ, রৌদ্রমূর্তি, মহাবল ও যুদ্ধ-দুর্ধর্ষ সেই গান্ধারদেশীয় বীরেরা জয় বা স্বর্গলাভের জন্য আনন্দিতচিত্তে বিশাল সৈন্য নিয়ে পরমদুর্জয় পাণ্ডবসৈন্য ভেদ করে তার মধ্যে প্রবেশ করলেন।

তাঁদের প্রবিষ্ট দেখে বলবান ইরাবানও বিচিত্র অশ্বারোহী আপন যোদ্ধাদের বললেন, "যাতে অনুচর ও বাহনদের সঙ্গে দুর্যোধনের এই সমস্ত যোদ্ধাকেই যুদ্ধে বধ করা যায়, আপনারা সেইরকম কৌশল অবলম্বন করুন।" "তাই হবে" এই বলে ইরাবানের সেই যোদ্ধারা সকলে, প্রচণ্ড যুদ্ধের পর দুর্জয় সেই গান্ধারসৈন্যগণকে বধ করল। বিপক্ষ সৈন্যদের হাতে গান্ধার সৈন্যসমূহ যুদ্ধে নিপাতিত দেখে, সুবলপুত্রেরা তা সহ্য করতে না পেরে সমরাঙ্গনে সকল দিক দিয়ে ইরাবানকে ঘিরে ধরলেন। সেই বীরেরা সুতীক্ষ্ণ প্রাস দ্বারা তাড়ন, পরস্পর প্রেরণ ও পাণ্ডবসৈন্যদের অত্যন্ত আকুল করতে থেকে তখন ধাবিত হলেন।

তারপর অঙ্কুশবিদ্ধ হস্তীর মতো ইরাবান, মহাশক্তিশালী সুবলপুত্রগণের তীক্ষ্ণ প্রাসের আঘাতে বিদীর্ণ ও রক্তাক্তদেহ হলেন। তখন একা ইরাবান বক্ষে, পৃষ্ঠে এবং দুই পার্শ্বে বহু ব্যক্তি কর্তৃক অত্যন্ত আহত হয়েও ধৈর্যবশত বিচলিত হলেন না। তারপর শত্রুনগরবিজয়ী ইরাবান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা যুদ্ধে বিদ্ধ করে সকল সুবলপুত্রকেই মূর্ছিত করে ফেললেন। সেই অবসরে শত্রুদমনকারী ইরাবান সত্বর আপন শরীর থেকে কুন্তসকল তুলে ফেলে সেইগুলি দ্বারাই সুবলপুত্রদের বিদ্ধ করলেন। এবং তিনি বর্মধারণপূর্বক কোষ থেকে তীক্ষ্ণ তরবারি খুলে নিয়ে যুদ্ধে সুবলপুত্রগণকে বধ করার ইচ্ছায় পাদচারে দ্রুত তাঁদের দিকে অগ্রসর হলেন।

ইতোমধ্যে চৈতন্য ফিরে এলে, সেই সুবলপুত্রেরা সকলে ক্রোধাবিষ্ট হয়ে পুনরায়

ইরাবানের দিকে ধাবিত হলেন। বলদর্পিত ইরাবানও তরবারিচালন দ্বারা হস্ত লাঘব দেখাতে থেকে সেই সমস্ত সুবলপুত্রের দিকে চললেন। ইরাবান দ্রুত বিচরণ করতে থাকলে, সেই সুবলপুত্রেরা সকলে দ্রুতগামী অশ্বে বিচরণ করতে থেকেও তাঁকে প্রহার করবার অবকাশ পেলেন না। তারপর সুবলপুত্রেরা সকলে বারবার ইরাবানের প্রতি দৃষ্টিপাত করে সমরাঙ্গনে তাঁকে বেষ্টন করে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ক্রমে অস্ত্রধারী সুবলপুত্রেরা নিকটবর্তী হলে, তরবারি-হস্ত শত্রুহন্তা ইরাবান তাঁদের সকলের দেহ, অস্ত্র ও অলংকৃত-বাহু ছেদন করলেন। তখন তাঁরা ছিন্নদেহ ও প্রাণহীন হয়ে ভূতলে পতিত হলেন। তাঁদের মধ্যে বৃষক বহুভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মহাভয়ংকর ও বীরনাশক সেই যুদ্ধ থেকে কোনওরকমে পালিয়ে বাঁচলেন।

সুবলপুত্রদের যুদ্ধেক্ষেত্রে পতিত দেখে দুর্যোধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষণমূর্তি, মহাধনুর্ধর, মায়াবী, শত্রুহন্তা এবং বকরাক্ষসকে বধ করায় পূর্ববৈরী রাক্ষস অলম্বুষকে বললেন, "বীর! দেখো, বলবান ও মায়াবী অর্জুনের এই পুত্রটা আমার ভয়ংকর অপ্রিয় কার্য ও সৈন্যক্ষয় করল। বৎস এদিকে তুমিও কামগামী, মায়াতে ও অস্ত্রে বিশারদ এবং ভীম পূর্বে তোমার চূড়ান্ত শত্রুতা করছে; অতএব যুদ্ধে একে তুমি বধ করো।"

"তাই হবে" এই কথা বলে সেই ভীষণাকৃতি রাক্ষস সিংহনাদ করতে করতে যেখানে ইরাবান ছিলেন, সেইদিকে চলল; তখন নির্মল গ্রাসযোধী, যুদ্ধনিপুণ ও দারুণ প্রহারকারী বীরযোদ্ধারা এসে তাঁকে পরিবেষ্টন করল; সেই সময়ে বীরগণের আপন আপন সৈন্যেরাও তাদের সঙ্গে ছিল। তৎকালে হতাবশিষ্ট দুই হাজার উত্তম অশ্বারোহীও ইরাবানকে পরিবেষ্টন করেছিল। তখন পরাক্রমশালী ও শত্রুহন্তা ইরাবানও ক্রুদ্ধ ও ত্বরান্বিত হয়ে সেই জিঘাংসু রাক্ষসকে বারণ করতে লাগলেন। তাঁকে আসতে দেখে মহাবল রাক্ষস সত্বর মায়া প্রয়োগ করার চেষ্টা করতে লাগল। ইরাবানের যতগুলি অশ্ব ছিল, রাক্ষস ততগুলি মায়াময় অশ্ব সৃষ্টি করল এবং সেগুলির উপর শূল ও পট্টিশধারী ভয়ংকর রাক্ষসেরা আরূঢ় ছিল।

দারুণ প্রহারকারী সেই দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য ক্রুদ্ধ হয়ে এসে অচিরকাল মধ্যেই পরস্পরকে যমলোকে প্রেরণ করল। সেই উভয় সৈন্যই নিহত হলে, সেই যুদ্ধদুর্ধর্ষ দুইজনই বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের মতো সমরাঙ্গনে অবস্থান করতে লাগলেন। যুদ্ধদুর্ধর্ষ রাক্ষস অলম্বুষকে আসতে দেখে ইরাবানও ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর দিকে ধাবিত হলেন। রাক্ষস যুদ্ধে নিকটবর্তী হলে, দুর্ধর্ষ ইরাবান তরবারি দ্বারা তার ধনু এবং উজ্জ্বল হস্তাবাপ ছেদন করলেন, (হস্তাবাপ— ধনুর গুণের আঘাত নিবারণ করবার জন্য হাতে ধরা চর্মনির্মিত আবরণ) ধনু ছিন্ন হল দেখে রাক্ষস মায়াদ্বারা ক্রুদ্ধ ইরাবানকে মুগ্ধ করেই যেন আকাশে উঠল। তারপর রাক্ষসের সমস্ত চাতুরী জানা সেই কামরূপী ও দুর্ধর্ষ ইরাবানও আকাশে উঠে আপন মায়াদ্বারা রাক্ষসকে মোহিত করে বাণদ্বারা তার সমস্ত অঙ্গ ছেদন করলেন।

তথা স রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ শরৈঃ কৃত্তঃ পুনঃ পুনঃ।
সংবভূব মহারাজ! সমবাপ চ যৌবনম্ ৷৷ ভীষ্ম : ৮৭ : ৬৩ ৷৷

"মহারাজ! সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অলম্বুষ বাণদ্বারা সেইভাবে বারবার ছিন্ন হয়েও জন্মাতে লাগল এবং যৌবনলাভ করতে লাগল।"

কারণ, রাক্ষসদের মায়া স্বাভাবিক এবং বয়স বা রূপও কামজ। এই কারণে সেই রাক্ষসের অঙ্গ বারবার ছিন্ন হয়েও বারবার জন্মাতে লাগল। ইরাবানও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তীক্ষ্ণ পরশু দ্বারা বারবার সেই মহাবল রাক্ষসকে আঘাত করতে লাগলেন। বলবান ইরাবান বৃক্ষের মতো রাক্ষসকে আঘাত করতে থাকলে, রাক্ষস অলম্বুষ ভয়ংকর গর্জন করতে লাগল; তখন সেই শব্দ তুমুল হয়ে প্রকাশ পেতে লাগল। পরশুক্ষত রাক্ষসের দেহ থেকে বহুতর রক্ত নিঃসৃত হতে থাকল। তখন প্রবল রাক্ষস ক্রুদ্ধ হল এবং যুদ্ধের দিকে বিশেষ বেগ করল। তারপর অলম্বুষ ইরাবানকে ক্রমে বৃদ্ধি পেতে দেখে নিজে ভীষণ ও বিশাল মূর্তি ধরে যুদ্ধমধ্যে সকলের সমক্ষে অর্জুনের পুত্র বীর ও যশস্বী ইরাবানকে ধরবার উপক্রম করল। যুদ্ধে যাঁর নিবৃত্তি ঘটে না, সেই ইরাবানও ক্রুদ্ধ হয়ে মায়া সৃষ্টি করবার উপক্রম করলেন। তাঁর মাতৃবংশও তাঁর কাছে উপস্থিত হল। তারপর ইরাবান সমরাঙ্গনে বহুতর নাগকর্তৃক সকল দিকে বেষ্টিত হয়ে বিশাল শরীর অনন্তনাগের মতো অতিবৃহৎ মূর্তি ধারণ করলেন, এবং নানাবিধ নাগদ্বারা রাক্ষসকে আবৃত করলেন। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অলম্বুষ নাগসমূহ কর্তৃক আবৃত হতে থেকে একটু চিন্তা করে গরুড়মূর্তি ধারণপূর্বক সেই নাগসমূহকে ভক্ষণ করল।

মায়াদ্বারা ইরাবানের সেই মাতৃবংশীয় নাগগণ ভক্ষিত হলে, ইরাবান মোহিত হয়ে পড়লেন, তখন রাক্ষস তরবারি দ্বারা তাঁকে বধ করল। চন্দ্র ও পদ্মের তুল্য সুন্দর এবং কুণ্ডল ও মুকুটযুক্ত ইরাবানের মস্তকটিকে রাক্ষস ভূতলে পাতিত করল।

ইরাবানের মৃত্যুসংবাদ অর্জুন পাননি। তিনি তখন ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। কিন্তু ইরাবানকে যুদ্ধে নিহত দেখে ভীমসেনের পুত্র রাক্ষস ঘটোৎকচ অতিবিশাল গর্জন করে উঠল। সমস্ত পৃথিবী কম্পিত করে সে কৌরবসৈন্যকে আক্রমণ করল। দশ হাজার হস্তী নিয়ে দুর্যোধন ঘটোৎকচের দিকে ধাবিত হলেন। তখন দুর্যোধন ও ঘটোৎকচের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হল। ঘটোৎকচ নির্বিচারে কুরুপক্ষের হস্তীদের বধ করতে আরম্ভ করল। হস্তীযোধীরা পরাজিত হলে দুর্যোধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে প্রধান প্রধান রাক্ষসকে বধ করলেন। প্রচণ্ড ক্রোধে ঘটোৎকচ দুর্যোধনকে আক্রমণ করলেন। ঘটোৎকচ প্রতিজ্ঞা করল, "আজ আমি পিতৃগণ ও মাতৃদেবীর ঋণ পরিশোধ করব। রাজা অতি নৃশংসস্বভাব তুমি, যাঁদের দীর্ঘকালের জন্য বনে নির্বাসিত করেছিলে, ছলদ্যূতে পাণ্ডবদের পরাজিত করেছিলে, রজস্বলা ও একবস্ত্রা দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণাকে নিয়ে এসে বহুপ্রকারে যে কষ্ট দিয়েছিলে এবং দুরাত্মা জয়দ্রথ তোমারই প্রিয়কার্য ইচ্ছায় আমার পিতৃগণকে অগ্রাহ্য করে আশ্রমস্থিতা দ্রৌপদীকে যে গ্রহণ করেছিল; কুরুকুলাধম! তুমি যদি সমরাঙ্গন পরিত্যাগ করে না যাও, তবে আজ আমি ওই সকল অপরাধ ও অন্যান্য অপরাধের শোধ নেব।"

সেদিন ঘটোৎকচের আক্রমণে অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়েছিলেন দুর্যোধন। ঘটোৎকচের নিক্ষিপ্ত শক্তি দুর্যোধনকে আঘাত করার পূর্ব মুহূর্তে বঙ্গাধিপতি তাঁর বৃহৎ হস্তীটিকে দুর্যোধনের রথের সম্মুখে নিয়ে এলেন। হস্তীটি সেই শক্তির আঘাতে নিহত হল। ক্রোধে আরক্ত ঘটোৎকচ পুনরায় দুর্যোধনকে আক্রমণ করতে উদ্যত হল। ঘটোৎকচের প্রচণ্ড গর্জন শুনে ভীষ্ম দ্রোণের কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন, "যখন রাক্ষসের এই ভয়ংকর গর্জন শোনা

যাচ্ছে, তখন নিশ্চয়ই ঘটোৎকচ রাজা দুর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। যুদ্ধে কোনও প্রাণীই ঘটোৎকচকে জয় করতে পারবে না। অতএব আপনারা গিয়ে রাজাকে রক্ষা করুন।" ভীষ্মের কথা শুনে দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক, জয়দ্রথ, কৃপ ও ভূরিশ্রবা, শল্য, বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং অন্যেরা দুর্যোধনকে রক্ষা করতে ছুটে গেলেন। কিন্তু সেদিন যুদ্ধে ঘটোৎকচ সমস্ত কৌরববাহিনীকে পরাজিত করলেন। দুর্যোধন সমরাঙ্গন থেকে সরে গেলেন।

বহু কারণেই ইরাবান প্রসঙ্গ মহাভারতের এক দুর্লভ ঘটনা। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ আন্দোলন শুরু করলে উলূপী-অর্জুনের প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সমর্থকদের মধ্যে কেউ কেউ (বিদ্যাসাগর নন) এটিকে বিশ্বের প্রথম বিধবাবিবাহের ঘটনা হিসাবে উল্লেখ করেন। বিদ্যাসাগর মনুসংহিতা থেকে প্রামাণ্য তথ্য না দেওয়া পর্যন্ত বিপক্ষ পণ্ডিতবর্গ এর উল্লেখ করেছেন। মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর ভারতকৌমুদীতে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। বিধবাবিবাহের পর আর পরক্ষেত্র থাকে না। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় লিখছেন, "অথ ধার্মিকঃ খল্বর্জুনঃ কথমিমাং পরস্ত্রিয়ং জগ্রাহেত্যাহ কার্যার্থমিতি। পার্থোহর্জুনশ্চ, কার্যার্থং রামায়াং জাতকামায়াং প্রশস্ত হস্তধারণা ইতি স্মৃতেঃ ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন বধয়া স্বকর্তব্য সন্তানোৎপাদনার্থম, কামবশানুগা ত্বাম্ ঐরাবতসুতাং জগ্রাহা এবমনেন প্রকারেণ, এষ ইরাবান, অর্জুনাত্মজঃ সন, পরক্ষেত্রে পরপত্ন্যাং সমুৎপন্নঃ।" অর্থাৎ পরক্ষেত্রে পরপত্নীতে অর্জুন ঐরাবত দৌহিত্র ইরাবানকে উৎপাদন করেছিলেন।

ইরাবান জন্মদাতা পিতা অর্জুনের প্রতি অতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। পিতার যোগ্য করে তিনি নিজেকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। প্রবল পরাক্রান্ত বীর হিসাবে তিনি পরিগণিত হয়েছিলেন। মাতা উলূপীও এ বিষয়ে তাকে যথোচিত সহায়তা দান করেছিলেন। বিবাহিতা হোন আর নাই হোন, উলূপী অর্জুনকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। ঘটনাচক্রে তিনি সুভদ্রা অথবা দ্রৌপদীর মর্যাদা পাননি, কিন্তু অর্জুনের বীরত্ব স্মরণ রেখেই তিনি ইরাবানকে এবং অর্জুনের অপর পত্নী চিত্রাঙ্গদার পুত্র বভ্রুবাহনকে সর্বদাই পিতার বীরত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আশ্বমেধিক পর্বে তিনিই বভ্রুবাহনকে অশ্ব আটকে রেখে অর্জুনের বিরুদ্ধে পুত্র বভ্রুবাহনকে যুদ্ধে অবতীর্ণ করে দিয়েছিলেন। সে যুদ্ধে অর্জুন আপন পুত্রের কাছে পরাজিত ও নিহত হন। তখন চিত্রাঙ্গদার অনুরোধক্রমে উলূপী অর্জুনের বক্ষে সঞ্জীবনী মণি রেখে তাঁকে পুনরায় জীবিত করেন।

যাই হোক, মাতার শিক্ষায় ইরাবান অর্জুনের যোগ্যপুত্র হিসাবে গড়ে উঠেছিলেন। তিনি একাই শকুনির ভ্রাতাদের বধ করেছিলেন। শকুনির ভ্রাতা বৃষক পালিয়ে বেঁচেছিলেন। ইরাবানের মৃত্যুও বড় অদ্ভুত। উলূপীর স্বামীকে পক্ষীশ্রেষ্ঠ গরুড় ভক্ষণ করে ফেলেন। যুদ্ধে মায়াবী ইরাবান ও মায়াবী অলম্বুষ যখন মায়াযুদ্ধ শুরু করলেন, তখন ইরাবানের আঘাতে বারবার রাক্ষস অলম্বুষ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হচ্ছিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ অলম্বুষের নূতন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

সৃষ্টি হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত অনিবার্য নিয়তিতে ইরাবান অনন্তনাগের মূর্তি ধারণ করলেন। অলম্বুষ রাক্ষসও গরুড়ের মূর্তি ধারণ করে ইরাবানকে মোহিত করে ফেললেন। মায়ের বিবাহিত স্বামীর পরিণতি লাভ করলেন অর্জুনপুত্র ইরাবান। পাণ্ডবপক্ষের শ্রেষ্ঠ রথীদের মধ্যে প্রথম পতন ঘটল ইরাবানের। সেদিন ছিল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অষ্টম দিন।

ইরাবানের মৃত্যুমুহূর্তে আমরা আবার দেখলাম ঘটোৎকচকে। ভীষ্ম যথার্থই বলেছিলেন, ঘটোৎকচকে বধ করার শক্তি কারও নেই। ভীষ্ম স্বয়ং ঘটোৎকচের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সম্মত ছিলেন না। ঘটোৎকচ অতিরথ। কেবলমাত্র তাই নয়—পিতৃপক্ষের প্রতি তাঁর অপরিসীম মমতা ছিল। রাক্ষস হলেও মানবভ্রাতাদের সম্পর্কে তাঁর সুগভীর প্রীতি সম্পর্ক ছিল। পাণ্ডবপক্ষের সকলের সম্পর্কে ছিল সুগভীর শ্রদ্ধা। কুন্তী দেবী তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, "তুমি জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব সন্তান।"

ঘটোৎকচ অসামান্য বীর ছিলেন। বস্তুত কৌরবপক্ষের কোনও যোদ্ধাই তাঁর মুখোমুখি হতে চাননি। এমনকী ভীষ্মও নন। তাঁর বীরত্বের সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ, কিছুতেই তাঁকে পরাস্ত করতে না পেরে বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষার্থে কর্ণের ইন্দ্রপ্রদত্ত একাঘ্নী বাণ প্রয়োগ। ঘটোৎকচ নিহত হলেন বটে, কিন্তু কর্ণের মৃত্যুকেও তিনি এনে দিলেন। একাঘ্নী বাণ প্রয়োগ করে কর্ণ নিঃসহায়, নিঃসম্বল হয়ে গেলেন। অর্জুনের মুখোমুখি হবার মতো কোনও অস্ত্রই তাঁর আর থাকল না।

ঘটোৎকচের মৃত্যুর পর কৃষ্ণ আনন্দে নৃত্য করেছিলেন। কেবলমাত্র অর্জুনের জীবনের সবথেকে বড় বাধা নিষ্কণ্টক হয়ে গেল বলে নয়—কৃষ্ণের মতে, ঘটোৎকচ গো-ব্রাহ্মণের বিরোধী ছিলেন। মহাভারত পাঠে এর সপক্ষে কোনও ঘটনা আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু যেহেতু কৃষ্ণ বলেছেন, এবং কৃষ্ণ অহেতুক মন্তব্য করতেন না, সুতরাং এই ধরনের ঘটনা নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছিল।

হিড়িম্বা স্বামী ভীমসেনের স্মৃতি বহন করে সমস্ত জীবন কাটিয়েছিলেন। ঘটোৎকচও অসাধারণ পিতৃভক্ত ছিলেন।

৬৪

ভীষ্মের পতন

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দশম দিন। দশ দিবসেই ভীষ্ম ও অর্জুনের সম্মেলনে সর্বদাই উভয়পক্ষের অতি ভয়ানক ক্ষয় হচ্ছিল। পরমাস্ত্রবিৎ ও শত্রুসন্তাপকারী শান্তনুনন্দন ভীষ্ম সেই যুদ্ধে অযুত অযুত ও ভূরি ভূরি যোদ্ধাকে বধ করলেন। শত্রুসন্তাপকারী ভীষ্ম দশদিন যাবৎ সেইভাবে পাণ্ডবসেনার সন্তাপ জন্মিয়ে নিজের জীবনের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। এবং তিনি সম্মুখযুদ্ধে সত্বর নিজের বধ কামনা করে চিন্তা করলেন, "আমি আর যুদ্ধে সম্মুখবর্তী শ্রেষ্ঠ মানবগণকে বধ করব না।" মহাবাহু ভীষ্ম এইরূপ চিন্তা করে নিকটবর্তী যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "মহাপ্রাজ্ঞ! সর্বশাস্ত্রবিশারদ! বৎস! যুধিষ্ঠির! আমি ধর্ম ও স্বর্গজনক বাক্য বলছি, তুমি শ্রবণ করো। ভরতনন্দন আমার এই দেহের উপর আমার অত্যন্ত বিতৃষ্ণা জন্মেছে। কারণ যুদ্ধে অতিবহু প্রাণী বধ করতে করতে আমার কাল অতীত হয়েছে। অতএব তুমি যদি আমার প্রিয় কার্য করার ইচ্ছা করো, তবে অর্জুন, পাঞ্চালগণ ও সৃঞ্জয়গণকে অগ্রবর্তী করে আমার বধে যত্ন করো।"

ভীষ্মের এই মত জেনে সত্যদর্শী রাজা যুধিষ্ঠির সৃঞ্জয়গণের সঙ্গে সমরাঙ্গনে ভীষ্মের দিকে গমন করতে লাগলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও যুধিষ্ঠির আপন সৈন্যগণকে বললেন,—"সৈন্যগণ সত্যপ্রতিজ্ঞ ও শত্রুবিজয়ী অর্জুন তোমাদের রক্ষা করবেন। সুতরাং তোমরা ধাবিত হও, যুদ্ধ করো এবং যুদ্ধে ভীষ্মকে জয় করো। মহাধনুর্ধর সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং ভীমসেনও যুদ্ধে তোমাদের রক্ষা করবেন। আজ যেন যুদ্ধে ভীষ্ম থেকে তোমাদের কোনও ভয় হয় না। আজ আমরা শিখণ্ডীকে অগ্রবর্তী করে নিশ্চয়ই ভীষ্মকে জয় করব।"

দশম দিন পাণ্ডবেরা এই সিদ্ধান্ত করে ব্রহ্মলোকপ্রার্থী ও ক্রোধে অধীর হয়ে যাত্রা শুরু করলেন। তাঁরা শিখণ্ডী ও অর্জুনকে অগ্রবর্তী করে ভীষ্মকে নিপাতিত করবার জন্য পরম যত্ন অবলম্বন করলেন। অপর পক্ষে দুর্যোধনের আদেশক্রমে মহাবলশালী নানাদেশীয় রাজারা দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও সৈন্যগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে এবং বলবান দুঃশাসন সকল সহোদরের সঙ্গে সমবেত হয়ে ভীষ্মকে রক্ষা করতে লাগলেন। তখন কৌরবপক্ষের যোদ্ধারা ভীষ্মকে অগ্রবর্তী করে শিখণ্ডীপ্রভৃতি পাণ্ডববীরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ওদিকে অর্জুন, চেদি ও পাঞ্চালগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে শিখণ্ডীকে সামনে রেখে শান্তনুনন্দন ভীষ্মের দিকে ধাবিত হলেন।

সাত্যকি অশ্বত্থামার সঙ্গে, ধৃষ্টকেতু পুরুরাজের সঙ্গে, অভিমন্যু অমাত্যসহ দুর্যোধনের

সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। যুধিষ্ঠির, মহাধনুর্ধর ও সৈন্যবেষ্টিত শল্যের দিকে এবং ভীমসেন হস্তীসৈন্যদের দিকে ধাবিত হলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সহোদরদের নিয়ে জয়ে যত্নবান হয়ে দুর্ধর্ষ, অনিবার্য ও সর্বশস্ত্রধারীশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্যের দিকে অগ্রসর হলেন। সিংহধ্বজ ও শত্রুদমনকারী রাজপুত্র বৃহদ্বল, কর্ণিকারধ্বজ অভিমন্যুর দিকে চললেন। আর রাজাগণের সঙ্গে সম্মিলিত কৌরববাহিনী অর্জুন ও শিখণ্ডীকে বধের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হল। উভয়পক্ষের সৈন্যদের পদপাতে সমরভূমি কাঁপতে লাগল। তারপর উভয়পক্ষের সৈন্যরা জয়ে যত্নবান হয়ে পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শঙ্খ ও দুন্দুভির ধ্বনি, হস্তীগণের গর্জন ও সৈন্যদের সিংহনাদে বনভূমি পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। রাজাদের গলার হার, হাতের অঙ্গদ ও মাথার কিরীট ধূলির আবরণে মলিন হয়ে গেল। দু'পক্ষের সৈন্যের মাথার উপরটা প্রাস, শক্তি ও বাণসমূহে ব্যাপ্ত হয়ে গেল। সেই মহাযুদ্ধে রথী ও অশ্বারোহীরা পরস্পরের অভিমুখে ধাবিত হল এবং হস্তীসমূহ হস্তীসমূহকে আর পদাতিগণ পদাতিগণকে বধ করতে লাগল। মাংসের জন্য দুটি শ্যেনপাখির মধ্যে যে মহাযুদ্ধ হয়, ভীষ্মের জন্য পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে সেই মহাযুদ্ধ শুরু হল।

পরাক্রমশালী অভিমন্যু ভীষ্মের জন্য বিশাল সৈন্য সমন্বিত দুর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। তখন ক্রুদ্ধ দুর্যোধন ন'টি বাণে অভিমন্যুর বক্ষে আঘাত করলেন। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অভিমন্যু তখন যমের ভগিনীর ন্যায় ভয়ংকর একটি শক্তি দুর্যোধনের রথের উপর নিক্ষেপ করলেন। দুর্যোধন একটি ক্ষুরপ্র দ্বারা সেটাকে দুই খণ্ডে ছেদন করলেন। শক্তি ব্যর্থ হল দেখে, অভিমন্যু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তিনটি বাণদ্বারা দুর্যোধনের বক্ষঃস্থলে ও বাহুযুগলে আঘাত করলেন। পুনরায় ভয়ংকর দশটি বাণ দ্বারা দুর্যোধনের বক্ষঃস্থলে আঘাত করলেন। ক্ষত্রিয়েরা সকলে অভিমন্যুর হস্তলাঘবের প্রশংসা করতে লাগলেন। পুত্র অভিমন্যু পিতা অর্জুনের বিজয় এবং ভীষ্মের পরাজয়ের জন্য ক্রমশ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে লাগলেন। আবার দুর্যোধন ভীষ্মের পরাজয় না হতে দেওয়ার জন্য তীব্রতর যুদ্ধ আরম্ভ করলেন।

ওদিকে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হয়ে নারাচ দ্বারা সাত্যকির বক্ষঃস্থলে তাড়ন করলেন। সাত্যকিও নয়টি বাণ দ্বারা অশ্বত্থামার সমস্ত বক্ষঃস্থল তাড়ন করলেন। অশ্বত্থামাও নয়টি বাণ দ্বারা সাত্যকিকে পীড়ন করে পুনরায় দ্রুত ত্রিশটি বাণদ্বারা তাঁর বাহুযুগলে ও বক্ষঃস্থলে পীড়ন করলেন। অশ্বত্থামা গুরুতর বিদ্ধ করলে, মহাধনুর্ধর ও মহাযশা সাত্যকি ভয়ংকর তিনটি বাণে অশ্বত্থামাকে আঘাত করলেন।

অন্যদিকে মহারথ পুরুরাজ সমরাঙ্গনে বহুতর বাণ দ্বারা মহাধনুর্ধর ধৃষ্টকেতুকে গুরুতর আঘাত করতে থাকলেন। ধৃষ্টকেতুও ত্রিশটি শিলাশাণিত বাণ দ্বারা যুদ্ধে পুরুরাজকে বিদ্ধ করলেন। পুরুরাজ ধৃষ্টকেতুর ধনু ছেদন করে বহুতর তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা তাঁকে বিদ্ধ করে সিংহনাদ করতে শুরু করলেন। ধৃষ্টকেতু অন্য ধনুক নিয়ে তেত্রিশটি তীক্ষ্ণমুখ বাণদ্বারা পুরুরাজকে বিদ্ধ করলেন। দুজনেরই ধেনু ছেদন হয়ে গেল, তখন উভয়ে অসি হাতে একে অপরকে আঘাত করতে থাকলেন। পুরুরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ধৃষ্টকেতুর ললাটে আঘাত করলেন, ধৃষ্টকেতুও পুরুরাজের স্কন্ধে ক্ষিপ্র তরবারির আঘাত করলেন। দুজনেই ভূতলে পতিত হলেন। তখন দুর্যোধনের ভ্রাতা জয়ৎসেনকে এবং সহদেব ধৃষ্টকেতুকে সরিয়ে নিয়ে

গেলেন। ওদিকে সুশর্মার সঙ্গে চিত্রসেনের ও অভিমন্যুর সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হতে লাগল। ভীমসেন একাই বিরাট হস্তীবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে হস্তীবাহিনী ধ্বংস করতে থাকলেন। মহাধনুর্ধর যুধিষ্ঠির বিশাল সৈন্য সমন্বিত মদ্ররাজ শল্যকে পীড়ন করতে লাগলেন। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ও বিরাটরাজার মধ্যে ভয়ংকর সংগ্রাম হতে থাকল।

এদিকে দ্রোণাচার্য মহাযুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে মিলিত হয়ে নতপর্ব বাহুসমূহ দ্বারা মহাযুদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের বিশাল ধনু ছেদন করে পঞ্চাশটি বাণ দ্বারা তাঁকে বিদ্ধ করলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্য ধনু নিয়ে দ্রোণের উপর বহুতর বাণ নিক্ষেপ করলেন। মহারথ দ্রোণ বাণবর্ষণ দ্বারা সেই বাণগুলিকে ছেদন করলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে পাঁচটি বাণ নিক্ষেপ করলেন। তখন বিপক্ষবীর হন্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রোণের প্রতি একটি যমদণ্ড তুল্য গদা নিক্ষেপ করলেন। দ্রোণ পঞ্চাশটি বাণ দ্বারা সেই গদাটাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। গদা ব্যর্থ দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের প্রতি একটি লৌহময়ী বাণ নিক্ষেপ করলেন। দ্রোণ ন'টি বাণ দ্বারা যুদ্ধে সেই শক্তিটাকে ছেদন করলেন এবং মহাধনুর্ধর ধৃষ্টদ্যুম্নকেও পীড়ন করলেন। এইভাবে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রোণের মধ্যে মহাযুদ্ধ চলতে লাগল।

এদিকে অর্জুন ভীষ্মকে দেখে যত্নবান হয়ে তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা পীড়ন করতে আরম্ভ করলেন। মত্ত হস্তী যেমন অপর মত্ত হস্তীর দিকে ধাবিত হয়, অর্জুন তেমনই ভীষ্মের দিকে ধাবিত হলেন। তখন গজারূঢ় রাজা ভগদত্ত অর্জুনের পথ আটকাবার জন্য সামনে এসে দাঁড়ালেন। অর্জুন রৌপ্যের মতো নির্মল ও তীক্ষ্ণ লৌহময় বাণদ্বারা সেই হাতিটাকে তাড়ন করলেন। মহাবীর অর্জুন শিখণ্ডীকে "ভীষ্মের দিকে যান এবং তাঁকে বধ করুন" বলে উত্তেজিত করতে লাগলেন। অর্জুন ভগদত্তকে নিবারণ করে শিখণ্ডীকে অগ্রবর্তী করে ভীষ্মের দিকে অগ্রসর হলেন। ক্রমে শিখণ্ডী ভীষ্মের কাছে উপস্থিত হয়ে ধীর স্থির থেকে বহুতর বাণদ্বারা ভীষ্মকে আবৃত করে ফেললেন। রথ যার অগ্নিগৃহ, ধনু যার শিখা, বিপক্ষের তরবারি, শক্তি ও গদা যাঁর কাষ্ঠ এবং নিজের শরসমূহ যাঁর মহাপ্রজ্বলন, সেই অর্জুনরূপ অগ্নি যুদ্ধে ক্ষত্রিয়রূপ তৃণ দগ্ধ করতে লাগলেন। আবার প্রদীপ্ত বিশাল অগ্নি যেমন বায়ুর সঙ্গে মিলিত হয়ে তৃণসমূহমধ্যে জ্বলতে থাকে, ভীষ্মও তেমনই দিব্য অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করে জ্বলতে থাকলেন। ক্রমে মহারথ ভীষ্ম মহাযুদ্ধে দিক ও বিদিক নিনাদিত করতে থেকে স্বর্ণপুঙ্খ, তীক্ষ্ণ ও নতপূর্ব বাণসমূহ দ্বারা অর্জুনের অনুচর সোমকদের বধ করতে লাগলেন এবং অর্জুনের সেনাগণকে নিবারণ করলেন। তিনি রথীদের ও আরোহীসহ অশ্বদের নিপাত করতে থেকে তালবন থেকে তালফলের মতো রথ থেকে রথীদের মস্তক সকল নিপাতিত করতে থাকলেন। সর্বশস্ত্রধারীশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম যুদ্ধে ক্রমে হস্তী, অশ্ব, রথগুলিকে একেবারে মনুষ্যবিহীন করতে লাগলেন। সকল দিকের সৈন্যরাই বজ্রপাতধ্বনির মতো ভীষ্মের ধনুর গুণ ও হস্তাবাপের ধ্বনি শুনে কাঁপতে লাগলেন। ভীষ্মের বাণসকল অব্যর্থভাবে বিপক্ষ সৈন্যের উপর পতিত হতে লাগল এবং তাঁর প্রতিটি বাণ রথীদের দেহ বিদ্ধ করতে থাকল। আরোহীবিহীন রথগুলির অশ্ব বায়ুর ন্যায় গতিতে গমন করতে লাগল।

সদ্‌বংশজাত, দেহত্যাগে উদ্যত, অপ্রত্যাবর্তী, বীর, স্বর্ণশোভিতধ্বজ এবং মহারথ বলে বিখ্যাত চেদি, কাশী ও কুরুদেশীয় চোদ্দো হাজার যুদ্ধহস্তী, অশ্ব ও রথের সঙ্গে সমরাঙ্গনে

বিকৃত বদন যমতুল্য ভীষ্মের কাছে উপস্থিত হয়েই পরলোক গমন করলেন। সেই যুদ্ধে সোমকদের মধ্যে এমন কোনও মহারথ ছিলেন না, যিনি যুদ্ধে ভীষ্মের কাছে উপস্থিত হয়ে জীবনের আশা করতে পারেন। ক্রমশ রণক্ষেত্রের সৈন্যরা মনে করতে লাগল, ভীষ্ম সমস্ত যোদ্ধাকেই পরলোকে প্রেরণ করে তবে থামবেন এবং কৃষ্ণসারথি পাণ্ডুনন্দন বীর অর্জুন ও অমিততেজা পাঞ্চালরাজপুত্র শিখণ্ডী ছাড়া অন্য কোনও মহারথই যুদ্ধে ভীষ্মের সামনে যেতে সমর্থ হলেন না।

শিখণ্ডী যুদ্ধে পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে পেয়ে দশটি বাণ দ্বারা তাঁর বক্ষঃস্থলে আঘাত করলেন। তখন ভীষ্ম ক্রোধজ্বলিত নেত্রে কটাক্ষ দ্বারাই দগ্ধ করে যেন শিখণ্ডীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। কিন্তু ভীষ্ম শিখণ্ডীর ভূতপূর্ব স্ত্রীত্ব স্মরণ করেই সমস্ত লোকের সামনে শিখণ্ডীকে আঘাত করলেন না। কিন্তু শিখণ্ডী তা বুঝতে পারলেন না। তখন অর্জুন শিখণ্ডীকে বললেন, "রথীশ্রেষ্ঠ শিখণ্ডী আপনি সর্বতোভাবে ভীষ্মবধে মনোযোগী হোন। আপনার কোনও কথা বলার প্রয়োজন নেই, আপনি মহারথ ভীষ্মকে বধ করুন। কারণ ধর্মরাজের সৈন্যমধ্যে অন্য কাউকেই আমি ভীষ্মহন্তা বলে দেখছি না। আপনি ভিন্ন সমরাঙ্গনে ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারেন, এমন কোনও বীরকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। আপনাকে একথা আমি সত্য বলছি।"

অর্জুনের কথা শুনে শিখণ্ডী অতিদ্রুত নানাবিধ বাণদ্বারা ভীষ্মকে আঘাত করতে লাগলেন। কিন্তু রথীশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম সেই বাণগুলিকে অগ্রাহ্য করে বাণদ্বারা যুদ্ধে ক্রুদ্ধ অর্জুনকে বারণ করতে থাকলেন। মহারথ ভীষ্ম তীক্ষ্ণ বাণসমূহদ্বারা সর্ববিধ পাণ্ডবসেনার কিছু কিছু সৈন্যকে পরলোকে প্রেরণ করলেন। ক্রমশ পাণ্ডবেরাও বিশাল সৈন্যে পরিবেষ্টিত হয়ে মেঘ যেমন সূর্যকে আবৃত করে, তেমনই বাণ দ্বারা ভীষ্মকে আবৃত করে ফেললেন। ভীষ্ম সকল দিকে বেষ্টিত হয়েও বহ্নির ন্যায় জ্বলতে থেকে বীরগণকে দগ্ধ করতে লাগলেন।

তখন দুঃশাসন অদ্ভুত পুরুষভাব দেখিয়ে একই সঙ্গে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকলেন, আবার ভীষ্মকেও রক্ষা করতে থাকলেন। যুদ্ধে দুঃশাসনের সেই মহাপ্রতাপ দেখে কৌরবপক্ষের সকল বীরই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হল। দুঃশাসন একাকী সমস্ত পাণ্ডবসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন কিন্তু পাণ্ডবেরা যুদ্ধে উন্মত্তপ্রায় দুঃশাসনকে থামাতে পারছিলেন না। দুঃশাসন যুদ্ধে রথীদের বিরথ করলেন এবং অশ্বারোহী, মহাধনুর্ধর পদাতি ও মহাবল হস্তীগুলিকে বিমুখ করলেন। দুঃশাসনের তীক্ষ্ণ বাণে বিদীর্ণ হয়ে অনেক হস্তী ভূতলে পতিত হল। অন্য হস্তীগুলি তাঁর বাণে পীড়িত হয়ে নানাদিকে পালাতে লাগল। অগ্নি যেমন কাঠ পেয়ে উজ্জ্বল শিখা ধারণ করে অত্যন্ত জ্বলতে থাকে, দুঃশাসনও তেমনই পাণ্ডবসৈন্য দগ্ধ করতে থেকে জ্বলতে লাগলেন। একমাত্র ইন্দ্রপুত্র ও কৃষ্ণসারথি অর্জুন ভিন্ন কোনও পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথ দুঃশাসনকে জয় করতে পারলেন না অথবা তাঁর সম্মুখে যেতে সমর্থ হলেন না।

কিন্তু সর্বত্র বিজয়শীল অর্জুন যুদ্ধে দুঃশাসনকে জয় করে সমস্ত সৈন্যের সামনেই ভীষ্মের দিকে ধাবিত হলেন। দুঃশাসনও পরাজিত হয়ে ভীষ্মের বাহু অবলম্বন করে বারবার আশ্বস্ত হয়ে মদমত্ত অবস্থায় যুদ্ধ করতে থাকলেন। আবার অর্জুনও যুদ্ধ করতে থেকে বীরশোভায় শোভা পেতে থাকলেন। ওদিকে শিখণ্ডী বজ্রতুল্য ও সর্পবিষাক্ত শরসমূহ দ্বারা ভীষ্মকে বিদ্ধ

করতে লাগলেন। কিন্তু সেই তীক্ষ্ণ বাণগুলি ভীষ্মের কোনও পীড়াই জন্মাতে পারল না। তিনি মৃদু হাস্য করতে করতে সেই বাণগুলি গ্রহণ করতে লাগলেন।

যখন ভীষ্ম ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করে পাণ্ডবসৈন্য দগ্ধ করতে লাগলেন, তখন দুঃশাসন তাঁর সমস্ত সৈন্যকে আহ্বান করে বললেন, "সৈন্যগণ, তোমরা সকল দিক থেকে অর্জুনের দিকে ধাবিত হও। ভীষ্ম তোমাদের সকলকে রক্ষা করবেন। ভয় ত্যাগ করে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করো। যুদ্ধে আগত দেবতারাও মহাত্মা ভীষ্মের সামনে দাঁড়াতে পারেন না, পাণ্ডবেরা কী করবে? যোদ্ধৃগণ তোমরা যুদ্ধে অর্জুনের দিকে ধাবিত হও। ধর্মজ্ঞ ভীষ্ম যুদ্ধে তোমাদের সকলকে রক্ষা করবেন। আমিও তোমাদের সঙ্গে অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।" যোদ্ধারা অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। বাহ্লিক, দরদ, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, অভিষাহ, শূরসেন, শিবি, বসাতি শাল্ব, শক, ত্রিগর্ত, অম্বষ্ঠ ও কেকয়দেশীয় সৈন্যেরা পতঙ্গ যেমন করে অগ্নির উপর পতিত হয়, সেইরূপ অর্জুনের উপর পতিত হল, আর অগ্নির মতো অর্জুন পতঙ্গরূপ সৈন্যগণকে দগ্ধ করতে লাগলেন।

সেই রাজারা যখন অর্জুনের সম্মুখীন হলেন, তখন অর্জুন চিন্তা করে দিব্য অস্ত্রের প্রয়োগে একসঙ্গে সকল মহারথকে বদ্ধ করলেন। অর্জুন যখন সহস্র বাণ নিক্ষেপ করছিলেন, তখন তাঁর গাণ্ডীবধনুখানি আকাশে যেন দীপ্তিশালার মতো দেখা যাচ্ছিল। সেই রাজারা যখন অর্জুনের বাণে পীড়িত হতে লাগলেন এবং তাঁদের বিশাল ধ্বজগুলি নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হতে থাকল, তখন তাঁরা সম্মিলিত হয়েও অর্জুনের সম্মুখবর্তী হতে পারলেন না। কৌরবসৈন্যেরা সকল দিকে পলায়ন করতে লাগল। কৌরবসৈন্যদের অপসারণ করে অর্জুন দুঃশাসনের প্রতি বহুতর বাণ নিক্ষেপ করলেন। অর্জুনের সেই লৌহমুখ বাণগুলি দুঃশাসনের দেহ ভেদ করে ভূতলে প্রবেশ করল। তারপর অর্জুন দুঃশাসনের সারথি ও রথসমেত অশ্বগুলিকে ধ্বংস করলেন। কৃপ, শল্য, দুঃশাসন, বিকর্ণ ও বিবিংশতি— এই পাঁচজন রথীকে অর্জুন বিরথ ও পরাজিত করলেন। যুদ্ধে ভীষ্ম তখনও পরাক্রম প্রকাশ করছেন দেখে দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে পারলেন না। অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু জেনেও কৌরবসৈন্যেরা পাণ্ডবপক্ষীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল।

ক্রমে সেই সমরভূমি হস্তী, অশ্ব, রথীগণের রক্তে সংসিক্ত ও আবৃত হয়ে শরতের আকাশের মত শোভা পেতে লাগল। কুকুর, কাক, শকুন, চিতাবাঘ ও বিকৃতাঙ্গ মাংসভোজী পশুপক্ষীগণ শৃগালগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে খাদ্য পেয়ে চিৎকার করতে থাকল। রাক্ষস ও অন্যান্য মাংসভোজী প্রাণী রব করতে থেকে দৃষ্টিগোচর হতে থাকল। স্বর্ণময় মালা ও মহামূল্য পতাকা বায়ুসঞ্চালনে কাঁপতে লাগল। মাটিতে শত শত শ্বেতছত্র পড়ে থাকতে দেখা গেল, হাতির দল পালাতে লাগল, সহস্র সহস্র বিশাল হস্তী বাণ ও নারাচের আঘাতে আহত হয়ে আর্তনাদ করতে থাকল।

তখন পাণ্ডবসেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন সৈন্যদের ডেকে বললেন, "সৈন্যগণ তোমাদের বিলম্ব করার প্রয়োজন নেই। ভীষ্মের প্রতি ধাবিত হও।" সেনাপতির আদেশ শুনে সৃঞ্জয় এবং সোমকেরা বাণবর্ষণ করতে করতে ভীষ্মের দিকে এগিয়ে চলল। ভীষ্মও দিব্য অস্ত্র প্রয়োগ করে সমস্ত ধনুর্ধরদের সম্মুখেই অর্জুনের দিকে অগ্রসর হলেন। সেই সময় অস্ত্রসজ্জায়

সজ্জিত শিখণ্ডী ভীষ্মের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। ভীষ্মও শিখণ্ডীকে দেখে সেই অগ্নিতুল্য বাণ সংবরণ করলেন। এই সময়ে অর্জুন যেন ভীষ্মকে মোহিত করে কৌরবসৈন্য ধ্বংস করতে আরম্ভ করলেন। তখন উভয়পক্ষের মধ্যে উন্মত্তের ন্যায় যুদ্ধ শুরু হল। তখন আর নিয়মানুযায়ী যুদ্ধ হল না, পদাতির সঙ্গে অশ্বারোহীর, অশ্বারোহীর সঙ্গে রথীর এবং রথীর সঙ্গে গজারোহীর যুদ্ধ আরম্ভ হল। উভয়পক্ষের ক্ষয়ের কোনও সীমা-পরিসীমা থাকল না। তখন শল্য, কৃপ, চিত্রসেন, দুঃশাসন ও বিকর্ণ— এই পাঁচজন বীর উজ্জ্বল রথে আরোহণ করে পাণ্ডবসৈন্যদের কাঁপিয়ে তুললেন। এইসব মহাত্মারা বধ করতে থাকলে, নৌকা যেমন বায়ুবেগে জলে ঘুরতে থাকে, পাণ্ডবসেনাও সমরাঙ্গনে ঘুরতে থাকল। আর ভয়ংকর শীত যেমন গো-সমূহের মর্ম ভেদ করে, তেমনই ভীষ্মও পাণ্ডবগণকে পীড়ন করতে থাকলেন।

আবার অর্জুনও বিপক্ষ সৈন্যের নবমেঘতুল্য হস্তীগুলিকে বহুবিধ প্রহারে নিপাত করতে লাগলেন। প্রধান প্রধান পদাতি অর্জুনের তীক্ষ্ণ বাণে ছিন্ন মস্তক অলংকার-যুক্ত দেহে সমরাঙ্গন আবৃত করে ফেলল। তখন ধার্তরাষ্ট্রেরা মৃত্যু অবধারিত জেনে, স্বর্গকে পরমাশ্রয় ভেবে অর্জুনের দিকে ছুটে চললেন। পাণ্ডবরাও পূর্বে প্রদত্ত ক্লেশ স্মরণ করে প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষায় ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের দিকে অগ্রসর হলেন। এই সময়ে সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন সৃঞ্জয় ও সোমকদের পুনরায় ভীষ্মের দিকে যাবার নির্দেশ দিলেন। সৃঞ্জয় এবং সোমকেরা ভীষ্মের অস্ত্রবৃষ্টি সত্ত্বেও আহত হতে থেকে তাঁর দিকে ধাবিত হল। আবার ভীষ্মও সোমক ও সৃঞ্জয়দের বাণে আহত হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত আকুল হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। জ্ঞানী পরশুরাম পূর্বে কীর্তিমান ভীষ্মকে বিপক্ষসৈন্যনাশিনী অদ্ভুত অস্ত্রশিক্ষা দান করেছিলেন। সেই শিক্ষা অবলম্বন করে ভীষ্ম প্রতিদিন পাণ্ডবগণের দশ হাজার সৈন্য বিনাশ করতেন। সেই দশম দিনে ভীষ্ম পাঞ্চালসৈন্যের অপরিমিত হস্তী ও অশ্ব, সাতজন মহারথ, পাঁচ হাজার রথী, চোদ্দো হাজার পদাতি, বহু হাজার হস্তী-আরোহী, দশ হাজার অশ্বারোহী বধ করলেন। তারপর তিনি সকল রাজার সৈন্য ক্ষয় করে বিরাটরাজার প্রিয় ভ্রাতা শতানীককে নিপাতিত করলেন। অসাধারণ প্রতাপশালী ভীষ্ম যুদ্ধে শতানীককে বিনাশ করে ভল্লদ্বারা বহু সহস্র ক্ষত্রিয় সংহার করলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধারা অত্যন্ত ভীত হয়ে অর্জুনকে ডাকতে লাগল। পাণ্ডবপক্ষের যে সকল ক্ষত্রিয় অর্জুনকে পরিবেষ্টন করে গিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই ভীষ্মের কাছে গিয়ে যমালয়ে যাত্রা করলেন। শরসমূহদ্বারা দশ দিক আবৃত করে সকল দিকের পাণ্ডবসৈন্য মর্দন করে ভীষ্ম কৌরবসৈন্যের সম্মুখভাগে অবস্থান করতে লাগলেন। মধ্যাহ্ন সূর্যের দিকে যেমন তাকানো যায় না, তেমনই কোনও রাজাই ভীষ্মের প্রতি দৃষ্টিপাতও করতে পারলেন না।

ভীষ্মকে সেই রকম পরাক্রম প্রকাশ করতে দেখে দেবকীনন্দন কৃষ্ণ আনন্দিত চিত্তে অর্জুনকে বললেন, "অর্জুন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম এই উভয় সৈন্যমধ্যে রয়েছেন। এঁকে বধ করলেই তোমার জয় হবে। অতএব অর্জুন যেখানে থেকে ভীষ্ম পাণ্ডবসেনা বিদীর্ণ করছেন, তাঁকে সেখানেই বলপূর্বক স্তম্ভিত করো। কারণ, তুমি ভিন্ন অপর কেউই ভীষ্মের শর সহ্য করতে পারবে না।" তখন অর্জুন বাণসমূহ দ্বারা ধ্বজ, অশ্ব, রথের সঙ্গে ভীষ্মকে অন্তর্হিত করে ফেললেন। তখন দ্রুপদ, বলবান ধৃষ্টকেতু, পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন, পৃষতনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন,

নকুল, সহদেব, চেকিতান, কেকয়দেশীয় পঞ্চভ্রাতা, মহাবাহু সাত্যকি, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, শিখণ্ডী, বলবান কুন্তীভোজ ও বিরাটরাজা—পাণ্ডবপক্ষের এই সকল বীর ভীষ্মের বাণে গুরুতর পীড়িত হচ্ছিলেন। অর্জুন তাঁদের রক্ষা করতে থাকলেন। তখন অর্জুন রক্ষা করতে থাকলে শিখণ্ডী উত্তম অস্ত্র ধারণ করে বেগে ভীষ্মের দিকে ধাবিত হলেন। বিপক্ষের সমস্ত রন্ধ্রাবস্থাভিজ্ঞ ও অপরাজিত অর্জুন ভীষ্মের অনুচরদের বধ করে তাঁর দিকেই ধাবিত হলেন। ক্রমে সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র অর্জুন কর্তৃক রক্ষিত থেকে এঁরাও ভীষ্মের দিকে ছুটে চললেন। এই বীরেরা বিপক্ষের সকল বাণ বিনষ্ট করে ভীষ্মকে আবৃত করে ফেললেন। কিন্তু ভীষ্ম খেলাচ্ছলে তাঁদের বাণগুলি বিনষ্ট করতে লাগলেন। কিন্তু ভীষ্ম শিখণ্ডীর ভূতপূর্ব স্ত্রীত্ব স্মরণ করে মৃদু হাস্য করে তাঁর প্রতি বাণ সন্ধান করলেন না।

অথচ ভীষ্ম দ্রুপদরাজার সৈন্যমধ্যে সাতজন রথীকে বধ করলেন। তখন মৎস্য, পাঞ্চাল, চেদিদেশীয় সৈন্যরা কিল কিল শব্দ করতে করতে একমাত্র ভীষ্মের দিকেই ছুটে এসে ভীষ্মকে চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করে ফেললেন এবং তাঁকে বাণ দ্বারা আবৃত করলেন। তারপর সেই দেবাসুর যুদ্ধতুল্য, ভীষ্ম ও পাণ্ডবসৈন্যের যুদ্ধে অর্জুন শিখণ্ডীকে অগ্রবর্তী করে ভীষ্মকে পীড়ন করতে থাকলেন। ভয়ংকর দিব্য অস্ত্র, গদা, নারাচ ইত্যাদি দ্বারা বীরেরা ভীষ্মকে তাড়ন করতে থাকলেন। ভীষ্মের বর্ম বিদীর্ণ হয়ে গেল, তাঁর মর্মও বিদীর্ণ হতে লাগল; তথাপি তিনি বিচলিত হলেন না।

বরং এই সময়ে ভীষ্ম প্রলয়কালীন অগ্নির রূপ ধারণ করলেন। তাঁর ধনু ও বাণ অগ্নির মতো জ্বলতে লাগল, অস্ত্র সকল বেগবান বায়ুর ন্যায় চলতে থাকল, রথচক্রের শব্দ অগ্নিতাপের ন্যায় অসহ্য হয়ে পড়ল, দারুণ অস্ত্রসমূহ অগ্নির তুল্য আবির্ভূত হতে লাগল, বিচিত্র ধনুখানা মহাশিখার মতো দেখা যেতে থাকল এবং বিপক্ষ বীরগণ বিশাল কাষ্ঠের মতো দগ্ধ হতে লাগলেন। ক্রমে দেখা গেল— ভীষ্ম ফিরে ফিরে এক একবার রথসমূহমধ্য থেকে নির্গত হচ্ছেন, আবার ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বিচরণ করছেন। তারপর ভীষ্ম দ্রুপদ ও ধৃষ্টকেতুকে অতিক্রম করে পাণ্ডবসৈন্যদের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

তখন ভীষ্ম শিলাশাণিত, ভয়ংকর শব্দকারী, মহাবেগশালী ও বর্মভেদী বাণে সাত্যকি, ভীমসেন, অর্জুন, দ্রুপদ, বিরাট ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে অত্যন্ত বিদ্ধ করতে থাকলেন। সেই মহারথেরাও প্রত্যেকে দশটি করে ভয়ংকর বাণে ভীষ্মকে বিদ্ধ করতে লাগলেন। শিখণ্ডীর তীক্ষ্ণ বাণগুলি ভীষ্ম গ্রাহ্য করলেন না। তখন অর্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে ভীষ্মের ধনু ছেদন করলেন। দ্রোণ, কৃতবর্মা, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য ও ভগদত্ত ভীষ্মের ধনুছেদন সহ্য করতে পারলেন না— তাঁরা সাতজনই অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। পাণ্ডবেরাও অর্জুনকে রক্ষা করার জন্য তাঁকে চারদিকে পরিবেষ্টন করলেন। অর্জুন কর্তৃক রক্ষিত শিখণ্ডী দশটি তীক্ষ্ণবাণে ছিন্নকার্মুক ভীষ্মকে তাড়ন করলেন। তারপর শিখণ্ডী দশটি বাণে ভীষ্মের সারথিকে বিদ্ধ করে, ভীষ্মের রথের ধ্বজটিকে ছেদন করে ফেললেন। তখন ভীষ্ম আর একটি সুদৃঢ় ধনু গ্রহণ করলেন। অর্জুন তীক্ষ্ণ তিনটি বাণে সে-ধনুও ছেদন করলেন। এইভাবে ভীষ্ম বার বার ধনু গ্রহণ করতে লাগলেন, অর্জুন তা বার বার ছেদন করতে লাগলেন। তখন

ছিন্নধন্বা ভীষ্ম অত্যন্ত ক্রোধে ওষ্ঠ লেহন করে পর্বতবিদারণকারী একটি ভয়ংকর শক্তি অর্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। অর্জুন পাঁচটি তীক্ষ্ণ ভল্লের দ্বারা সেই শক্তিকে পাঁচখণ্ডে ছেদন করে ফেললেন। শক্তিটিকে ছিন্ন হতে দেখে ভীষ্ম মনে মনে চিন্তা করলেন, "যদি মহাবল কৃষ্ণ এঁদের রক্ষক না হতেন, তবে আমি এক ধনুদ্বারাই সমগ্র পাণ্ডবগণকে বিনাশ করতে পারতাম। তা ছাড়া, কৃষ্ণ সমস্ত লোকের অজেয়। সুতরাং দুই কারণে আমি আর পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করব না। প্রথমত, কৃষ্ণ রক্ষা করছেন বলে পাণ্ডবেরা অবধ্য। দ্বিতীয়ত, শিখণ্ডীর ভূতপূর্ব স্ত্রীত্ব। পিতৃদেব শান্তনু যখন সত্যবতীকে বিবাহ করেন, তখন তিনি সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে দুটি বর দিয়েছিলেন; তার এক— ইচ্ছামৃত্যু; দুই— যুদ্ধে অবধ্যত্ব। অতএব এখন আমি নিজের মৃত্যুকে কালোচিত বলে মনে করি।"

অমিততেজা ভীষ্মের এইরূপ কর্তব্য নিশ্চয় বুঝে আকাশস্থিত ঋষিগণ ও বসুগণ ভীষ্মকে বললেন, "বৎস! তুমি যা স্থির করেছ, তা আমাদেরও প্রিয়; অতএব মহাধনুর্ধর! তুমি তাই করো, যুদ্ধ করবার ইচ্ছা ত্যাগ করো।" এই দৈববাণী থেমে যেতেই অনুকূল সুগন্ধী বাতাস বইতে লাগল, আকাশে দেবদুন্দুভি বেজে উঠল এবং ভীষ্মের উপর পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। এই দৈববাণী ব্যাসদেবের আশীর্বাদে কেবলমাত্র সঞ্জয় শুনতে পেলেন। ভীষ্ম রথ থেকে পতিত হবেন বলে আকাশস্থিত দেবগণের অত্যন্ত ব্যস্ততা উপস্থিত হল।

দেবগণের এই বাক্য শুনে ভীষ্ম তীক্ষ্ণ ও সর্ব আবরণভেদী বাণে বিদীর্ণ হতে থেকেও আর অর্জুনের অভিমুখী হলেন না। ক্রুদ্ধ শিখণ্ডী ন'টি তীক্ষ্ণ বাণে ভীষ্মের বক্ষঃস্থলে আঘাত করলেন। কিন্তু ভীষ্ম তাতে বিচলিত হলেন না। তারপর অর্জুন হাস্য করে গাণ্ডিবধনু আকর্ষণ করলেন এবং পঁচিশটি বাণে ভীষ্মকে পীড়ন করলেন। অর্জুন ক্রুদ্ধ ও ত্বরাযুক্ত হয়ে পুনরায় বহুতর বাণ দ্বারা ভীষ্মের সমস্ত অঙ্গে ও মর্মস্থলে তাড়ন করলেন। অন্য অসংখ্য যোদ্ধাও গুরুতরভাবে ভীষ্মকে আঘাত করতে লাগলেন। ভীষ্মও শরদ্বারা তাঁদের বিদ্ধ করতে লাগলেন। শিখণ্ডীর ক্রমাগত আঘাত ভীষ্ম উপেক্ষা করছেন দেখে ক্রুদ্ধ অর্জুন শিখণ্ডীকে অগ্রবর্তী করে ভীষ্মের অভিমুখে থেকে তাঁর ধনুখানা আবার কেটে ফেললেন। তারপর অর্জুন ন'টি বাণে ভীষ্মকে আঘাত করে, একটি বাণে ভীষ্মের ধ্বজ কেটে ফেললেন। ভীষ্ম অন্য ধনু নেবার পূর্বেই অর্জুন সে ধনুকেও কেটে ফেললেন। এইভাবে অর্জুন ভীষ্মের বহুতর ধনু ছেদন করলেন। তখন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম আর অর্জুনকে জয় করতে পারলেন না। তারপর অর্জুন আরও পঁচিশটি বাণে ভীষ্মকে বিদ্ধ করলেন। তখন মহাধনুর্ধর ভীষ্ম অত্যন্ত বিদ্ধ হয়ে দুঃশাসনকে বললেন, "পাণ্ডবপক্ষের মহারথ অর্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে বহুসহস্র বাণ দ্বারা যুদ্ধে আমাকে আঘাত করছেন। কিন্তু স্বয়ং ইন্দ্রও যুদ্ধে অর্জুনকে জয় করতে পারেন না। বীরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠরা, দানব, রাক্ষসেরা মিলিত হয়েও যুদ্ধে আমাকে অথবা অর্জুনকে জয় করতে পারেন না। বজ্র ও বিদ্যুতের সমান স্পর্শ এবং পরস্পর সংলগ্ন— এই সকল বাণ অর্জুনই নিক্ষেপ করছেন; কিন্তু এ সকল বাণ শিখণ্ডীর নয়। আমার মর্মছেদনকারী ও দৃঢ়বর্মভেদী— এ সকল বাণ মুষলের মতো আঘাত করছে; সুতরাং এ বাণগুলি শিখণ্ডীর নয়। বজ্রদণ্ডসমান স্পর্শ ও বজ্রবেগের ন্যায় দুর্ধর্ষ— এ সকল বাণ আমার প্রাণ পর্যন্ত পীড়ন করছে, অতএব এ বাণ সকল শিখণ্ডীর নয়। গদা ও পরিঘের মতো দৃঢ়স্পর্শ ও যমদূতের মতো আগত— এই

বাণগুলি যেন আমার প্রাণ বিনাশ করছে; সুতরাং এ বাণগুলি শিখণ্ডীর নয়। গাণ্ডিবধন্বা ও কপিধ্বজ একমাত্র বীর অর্জুন ব্যতীত অন্য রাজারা সকলে মিলেও আমার এত পীড়া জন্মাতে পারেননি।"

তখন অর্জুনকে বিদ্ধ করবার জন্য ভীষ্ম এক ভয়ংকর শক্তি নিক্ষেপ করলেন। সমস্ত কুরুবীরদের সামনে অর্জুন সেই শক্তিকে তিন খণ্ডে ছেদন করে ফেললেন। তারপর ভীষ্ম— হয় মৃত্যু না হয় জয়— এর একটার প্রার্থী হয়ে ঢাল ও স্বর্ণখচিত তরবারি ধারণ করলেন। ভীষ্ম রথ থেকে নামার উপক্রম করতেই অর্জুন বহুতর বাণদ্বারা তাঁর সেই ঢালটিকে ছেদন করে ফেললেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির সকল সৈন্যকে ভীষ্মের দিকে ধাবিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তেমনই কৌরবেরাও ভীষ্মকে রক্ষা করতে থেকে সিংহনাদ করতে লাগলেন। তখন অর্জুন অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়ে সমস্ত কৌরববাহিনীকে নিবারণ করে ভীষ্মকে বারংবার আঘাত করতে লাগলেন। অর্জুনের প্রচণ্ড আঘাতে দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, শল্য, শল প্রভৃতি বীরেরা ভীষ্মকে পরিত্যাগ করে অন্যত্র সরে যেতে বাধ্য হলেন। সমস্ত কৌরবপক্ষকে জয় করে অর্জুন একা ভীষ্মকেই আঘাত করতে লাগলেন। তখনও ভীষ্ম শত শত ও সহস্র সহস্র বিপক্ষকে সংহার করে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করছিলেন, কিন্তু তাঁর শরীরে দুই আঙুল স্থানও অবিদীর্ণ রইল না।

সূর্যমণ্ডলের কিছু অবশিষ্ট থাকতে অর্জুনের বাণে ক্ষতবিক্ষত ভীষ্ম সমস্ত কৌরবদের সামনে পূর্বশিরা হয়ে রথ থেকে সমরভূমিতে নিপতিত হলেন। ভীষ্ম রথ থেকে পতিত হলে আকাশে দেবগণের এবং ভূতলে সকল রাজার মুখ থেকে 'হা হা' ইত্যাদি বিশাল আর্তনাদ শোনা যেতে লাগল। মহাবাহু সর্বধনুর্ধর শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম উত্তোলিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় সমরভূমি শব্দিত করে পতিত হলেন; কিন্তু বাণসমূহে আবৃত থাকায় ভূতল স্পর্শ করলেন না। তাঁর দেহ ক্রমশ স্বর্গীয়ভাবে পরিপূর্ণ হল। তখন মেঘ বর্ষণ করতে থাকল, ভূমিকম্প হতে থাকল এবং তিনিও পতিত হবার সময়ে সূর্যকে দক্ষিণ দিকে দেখলেন। মহাবীর ভীষ্ম সেই অবস্থায় চিন্তা করলেন, "এটা দক্ষিণায়ন কাল, এ সময়ে মরা উচিত নয়।" তখন আকাশের সকল দিকে শোনা গেল, "মহাত্মা, সকল অস্ত্রধারীশ্রেষ্ঠ ও মনুষ্যপ্রধান ভীষ্ম দক্ষিণায়ন থাকতে এই সময়ে কীভাবে মৃত্যুবরণ করবেন?" ভীষ্ম সেই স্বর্গীয় বাক্য শুনে বললেন, "আমি জীবিত আছি এবং ভূতলে পতিত হয়ে থাকলেও উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করতে থেকে প্রাণ ধারণ করব।" তখন হিমালয়দুহিতা গঙ্গা মহর্ষিগণকে হংসরূপে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। নরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম যেখানে শরশয্যায় শয়ন করেছিলেন, হংসরূপী ও মানসসরোবরবাসী সেই মহর্ষিরা সম্মিলিতভাবে ভীষ্মের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আকাশ থেকে নেমে এলেন এবং তাঁরা শরশয্যায় শায়িত কুরুকুলধুরন্ধর ভীষ্মকে দর্শন করলেন। জ্ঞানী ও হংসীরূপী মহর্ষিরা মহাত্মা ও ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে দেখে তাঁকে প্রদক্ষিণ করলেন এবং পরস্পরকে প্রশ্ন করলেন, "ভীষ্ম মহাত্মা হয়েও কেন দক্ষিণায়নে পরলোকে প্রস্থান করবেন?" তখন ভীষ্ম তাঁদের বললেন, "সূর্য দক্ষিণায়নে থাকতে আমি কিছুতেই পরলোক গমন করব না। এ আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। হংসগণ, পূর্বে আমার যে স্থান ছিল, সূর্য উত্তরায়ণে গমন করলে পর আমি সেই স্থানে গমন করব। আমি উত্তরায়ণের

প্রতীক্ষা করে প্রাণ ধারণ করে থাকব। কারণ, প্রাণত্যাগের বিষয়ে আমার স্বাধীনতা আছে।”

> ধারয়িষ্যাম্যহং প্রাণানুত্তরায়ণকাঙ্ক্ষয়া।
> প্রাণানাঞ্চ সমুৎসর্গে ঐশ্বর্যং নিয়তং মম ॥ ভীষ্ম : ১১৪ : ১০৯ ॥

“অতএব আমি উত্তরায়ণে মরবার ইচ্ছা নিয়েই প্রাণ ধারণ করে থাকব। আমার পিতা মহাত্মা শান্তনু আমাকে বর দিয়েছিলেন, ‘তোমার মৃত্যু তোমার ইচ্ছাধীন হবে।’ আমার প্রতি পিতার সেই বরদান সত্য হোক। সুতরাং আমার প্রাণত্যাগ নিশ্চিত হলেও সেই উত্তরায়ণ পর্যন্ত আমি প্রাণ ধারণ করব।” সেই হংসরূপী মহর্ষিগণকে এই কথা বলে ভীষ্ম তখন শরশয্যায় শয়ন করে রইলেন।

পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সিংহনাদ করতে লাগলেন। মহাবল ভীমসেন বাহ্বাস্ফোটন ও গুরুতর সিংহনাদ করতে লাগলেন। কৃপাচার্য, দ্রোণ, দুর্যোধন প্রভৃতি নিশ্বাস ত্যাগ করে রোদন করতে লাগলেন। বিষাদবশত তাঁরা যেন দীর্ঘকাল ইন্দ্রিয়শূন্য হয়ে রইলেন। যুদ্ধ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেল। ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত হয়ে রইলেন।

কৌরবপক্ষে ধ্বংস আরম্ভ হল। অথচ দুর্যোধনের হিসাবে কোনও ভুল ছিল না। তিনি দেখেছিলেন তাঁর পক্ষে রয়েছেন ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম, অমর পুত্রের মৃত্যুসংবাদ না শুনলে মরবেন না, এমন গুরু দ্রোণাচার্য, অমর কৃপাচার্য, অক্ষয় কবচ-কুণ্ডলধাবী মহাবীর কর্ণ। এঁদের পরাজিত করা কোনও দেববাহিনীর পক্ষে সম্ভব নয়। পাণ্ডবপক্ষে বীর হিসাবে দেবতার আশীর্বাদ পেয়েছেন অর্জুন কিন্তু অমর, অবধ্য অথবা ইচ্ছামৃত্যু এমন কোনও বর তিনি পাননি। সুতরাং, দুর্যোধনের ধারণা ছিল যুদ্ধে তাঁর জয় অনিবার্য।

কিন্তু দুর্যোধন হিসাবের মধ্যে আনেননি যে, তাঁর পক্ষে ন্যায় ছিল না, ধর্ম ছিল না। ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ অন্নের ঋণশোধ করতে তাঁর পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা নিজেরাই স্বীকার করেছিলেন, তাঁরা অন্নদাস হয়ে নপুংসকের মতো যুধিষ্ঠিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এসেছেন। এঁরা প্রত্যেকেই যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করেছিলেন, “তুমি যুদ্ধে জয়লাভ করো।” এ আশীর্বাদ বিপক্ষদলের রাজাকে কেউ করে না। এ আশীর্বাদের অর্থ আপন পরাজয় ও মৃত্যু আহ্বান করা। কৃপাচার্য যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন, “যুধিষ্ঠির, আমি অবধ্য। কিন্তু প্রতিদিন প্রাতস্নানের সময় আমি তোমার জয় কামনা করব।” গান্ধারী দুর্যোধনকে বলেছিলেন, “ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, তোর অন্নের ঋণশোধ করতে প্রাণ দেবেন। কিন্তু এঁরা কেউ যুধিষ্ঠিরকে শত্রু হিসাবে দেখতে পারবেন না। কারণ সে ধর্মাচারী।”

ভীষ্মের মৃত্যু ধর্মের প্রথম আঘাত। ধর্ম ভীষ্মের মধ্যে মৃত্যুর ইচ্ছা সৃষ্টি করে দিলেন। কুরুবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। স্বয়ং অষ্টম বসু। গঙ্গাপুত্র দেবব্রত ভীষ্ম, যিনি সমগ্র ভারতভূমির রাজন্যবর্গের পরাজয় ঘটিয়ে কাশীরাজের তিন কন্যাকে ভ্রাতার জন্য একরথে তুলে

এনেছিলেন। পিতার কামনাপূর্ণ করতে যিনি সারাজীবন উর্ধ্বরেতা রইলেন। প্রতিজ্ঞায় অটল থেকে যিনি গুরু পরশুরামের আদেশ মান্য করে অম্বাকে গ্রহণ করলেন না। যুদ্ধে একুশবার পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্যকারী পরশুরামকেও পরাস্ত করলেন। পরশুরাম জীবনে আর একবার মাত্র পরাজিত হয়েছিলেন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সংগ্রামে। অম্বা স্বীকার করেছিলেন যে, ভীষ্মের থেকে বড় ক্ষত্রিয়বীর পৃথিবীতে নেই। তিনি শিবের তপস্যা করে লাভ করেছিলেন সেই দুর্লভ আশীর্বাদ। পরজন্মে স্ত্রীরূপে জন্মেও অম্বা পুরুষত্ব পাবেন এবং ভীষ্মকে বধ করতে পারবেন। শিখণ্ডিনীরূপে জন্মে কুবের-অনুচর স্থূণাকর্ণের সঙ্গে লিঙ্গ বিনিময় করে শিখণ্ডিনী পুরুষ শিখণ্ডী হলেন। এ সমস্ত ঘটনা জানতেন বলেই ভীষ্ম শিখণ্ডীকে আঘাত করেননি। সৌপ্তিক পর্বে শিখণ্ডীর মৃত্যু ঘটলে স্থূণাকর্ণ আবার পুরুষত্ব ফিরে পেয়েছিলেন।

পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম। পৃথিবীকে তাঁর কত কিছু দেবার ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্র তাঁকে ক্রমাগত ভিন্নপথে চালিত করতে থাকল। কামুক পিতার কাম নিবারণার্থে তিনি করলেন সেই কঠিন প্রতিজ্ঞা, "আজি হতে পৃথিবীর সমস্ত রমণী, আমার জননী।" কুরুবংশের অন্নগ্রহণের জন্য তিনি দুর্যোধন-দুঃশাসন-শকুনি-কর্ণের সমস্ত অপরাধ সহ্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই বাল্যকাল থেকে তিনি দেখেছিলেন কৌরবদের ঈর্ষা, আর পাণ্ডবদের ধর্মপরায়ণতা। ভীমকে বিষদান, পাণ্ডবদের খাণ্ডবপ্রস্থে প্রেরণ, জতুগৃহ দাহ, দ্যূতক্রীড়া, দ্রৌপদীর উপর অকথ্য নির্যাতন ভীষ্মকে সহ্য করতে হয়েছিল। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, কৌরববংশের ধ্বংস অনিবার্য। কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের সংযোগ হবার পর তিনি বার বার বলেছেন— "জয়োঽস্তু পাণ্ডু-পুত্রাণাম্ যেষাং পক্ষে জনার্দনঃ।" সারা ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজাদের তিনি জানতেন। তিনি জানতেন, অর্জুনের থেকে বড় বীর পৃথিবীতে আসেনি আর আসবেও না। যুধিষ্ঠিরকে তিনি কতটা চিনেছিলেন, তা অজ্ঞাতবাসের সময় তাঁর দুর্যোধনকে বলা কথার মধ্যেই ধরা পড়েছে।

সেই ভীষ্ম পতিত হলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের তিন-চতুর্থাংশ শেষ হল। ভীষ্মের পতন তাই মহাভারতের এক আশ্চর্য দুর্লভ মুহূর্ত।

৬৫

শরশয্যায় ভীষ্ম

কুরুপিতামহ ভীষ্ম নিপতিত হলে, সমস্ত লোকই হাহাকার করতে লাগল। সৈন্যসমূহ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল। পাণ্ডবেরা সকলে জয়লাভ করে সমরাঙ্গনে থেকে স্বর্ণভূষিত শঙ্খধ্বনি করতে লাগল। ওদিকে কৌরবপক্ষে গুরুতর মোহ উপস্থিত হল, কর্ণ ও দুর্যোধন মুহুর্মুহু নিশ্বাস ত্যাগ করতে লাগলেন। ভীষ্মকে নিপতিত দেখে দুঃশাসন অত্যন্ত দ্রুত দ্রোণাচার্যের কাছে উপস্থিত হলেন। দুঃশাসন দ্রোণের কাছে উপস্থিত হয়ে ভীষ্মের নিধনবার্তা জানালেন। দ্রোণ সেই অপ্রিয় বার্তা শুনেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। চৈতন্য লাভ করেই দ্রোণ আপন সৈন্যদের যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করলেন। সৈন্যেরা নিবৃত্ত হলে রাজারাও বর্ম পরিত্যাগ করে ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হলেন। দেবতারা যেমন ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হন, তেমনই শত শত সহস্র সহস্র যোদ্ধা যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হয়ে মহাত্মা ভীষ্মের কাছে উপস্থিত হলেন।

সকলে অভিবাদন করে করজোড়ে সম্মুখে উপস্থিত হলে, ধর্মাত্মা শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তাঁদের বললেন, "মহাভাগগণ! আপনাদের শুভাগমন হয়েছে তো? দেবতুল্যগণ! আপনাদের দর্শনে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।" ভীষ্ম এইরূপে তাঁদের অভিনন্দিত করে নিজের মাথাটা ঝুলছিল বলে বললেন, "আমার মাথাটা বড় ঝুলছে, একটা বালিশ দিন।" তখন রাজারা আপন আপন শিবির থেকে সূক্ষ্মবস্ত্রনির্মিত ও কোমল উত্তম উপাধান নিয়ে এলেন। কিন্তু ভীষ্ম সেগুলো গ্রহণ করলেন না। তিনি বললেন, "রাজগণ এগুলি বীরশয্যার উপযুক্ত নয়।" তারপর তিনি নরশ্রেষ্ঠ, মহাবাহু ও সমগ্র জগতের মহারথ পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, "মহাবাহু বৎস ধনঞ্জয়! আমার মাথাটা ঝুলছে। সুতরাং তুমি এই বীরশয্যার উপযুক্ত উপাধান আমাকে দাও।" তখন অর্জুন ভীষ্মকে অভিবাদন করে বিশাল গাণ্ডিবে গুণ আরোপণ করে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বললেন, "কৌরবশ্রেষ্ঠ! সর্বশস্ত্রধারিপ্রধান! দুর্ধর্ষ! পিতামহ! আমি আপনার দাস; আপনি আদেশ করুন, আমি কী করব।" তখন ভীষ্ম তাঁকে বললেন, "বৎস, আমার মাথাটা ঝুলছে, সুতরাং তুমি এই বীরশয্যার যেরূপ উপাধানকে উপযুক্ত মনে করো, তাই দাও।"

> উপাধানং কুরুশ্রেষ্ঠ! উপধেহি মমার্জুন।
> বীরশয্যানুরূপং বৈ শীঘ্রং বীর! প্রয়চ্ছ মে ॥ ভীষ্ম : ১১৫ : ৪১ ॥

—"কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুন! তুমি আমার মস্তকের নিম্নে বীরশয্যার অনুরূপ উপাধান স্থাপন করো; বীর! শীঘ্র আমাকে বালিশ দাও।"

"পৃথানন্দন! তুমি সর্বধনুর্ধরশ্রেষ্ঠ; সুতরাং তুমিই এ বিষয়ে সমর্থ, বিশেষত তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম জান এবং বুদ্ধি, মন ও নানাগুণসম্পন্ন।" "তাই হোক" বলে অর্জুনও সাহস করবার ইচ্ছা করলেন। ক্রমে তিনি গাণ্ডিবধনু ও নতপূর্ব তিনটি বাণ নিয়ে অভিমন্ত্রিত্ব করে এবং মহাত্মা ভীষ্মের প্রতি সম্মান দেখিয়ে তীক্ষ্ণ ও মহাবেগশালী সেই তিনটি বাণ দ্বারা ভীষ্মের মাথাটি তুলে দিলেন। অর্জুন ভীষ্মের অভিপ্রায় বুঝলে, ধর্মাত্মা, ভরতবংশশ্রেষ্ঠ ও ধর্মার্থতত্ত্ববিৎ ভীষ্ম সন্তুষ্ট হলেন। উপাধান দান করায় তিনি অর্জুনের প্রতি আনন্দিত হলেন। তখন ভীষ্ম সমস্ত ভরতবংশীয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে অর্জুনকে বললেন, "কুন্তীপুত্র! যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ! বন্ধুজনের প্রীতিবর্ধক! পাণ্ডব! তুমি আমার শয্যার অনুরূপ উপাধানই দিয়েছ। তুমি যদি অন্যরূপ বুঝতে তা হলে আমি তোমাকে অভিসম্পাত করতাম। মহাবাহু! ধার্মিক ক্ষত্রিয় যুদ্ধে শরশয্যায় পতিত হয়ে এইভাবেই শয়ন করে থাকেন।" তিনি অর্জুনকে এই কথা বলে সকল দিকে অবস্থিত সকল রাজা ও রাজপুত্রদের বললেন, "রাজগণ, অর্জুন আমাকে যে উপাধান দিয়েছেন, তা আপনারা দর্শন করুন। রাজগণ, সূর্য উত্তরদিকে আসা পর্যন্ত আমি এই শয্যাতেই শয়ন করে থাকব। তখন যাঁরা আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসবেন, তাঁরা আমাকে এইভাবেই দেখতে পাবেন। সূর্য যখন সমস্ত লোক সন্তপ্ত করে উজ্জ্বল রথে উত্তরদিকে যেতে আরম্ভ করবেন, তখন আমি প্রিয় বন্ধুর মতো প্রাণকে ত্যাগ করব। সুতরাং রাজগণ আপনারা আমার এই স্থানে পরিখা খনন করে দিন। আমি এইরূপ শত শত বাণপূর্ণ দেহেই সূর্যের উপাসনা করব। রাজগণ আপনারা শত্রুতা ত্যাগ করে যুদ্ধ থেকে বিরত হোন।"

তারপরে বিশেষ শিক্ষিত এবং শল্যোত্তোলনে নিপুণ বৈদ্যগণ সর্বপ্রকার উত্তম উত্তম চিকিৎসার উপকরণ নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁদের দেখে ভীষ্ম দুর্যোধনকে বললেন, "দুর্যোধন এই চিকিৎসকদের দাতব্য ধন দান করে এবং সম্মানিত করে বিদায় করো। কারণ, এই অবস্থায় এখন আমার আর চিকিৎসকের কোনও প্রয়োজন নেই। কেন না, ক্ষত্রিয়ধর্মে প্রশস্ত পরম গতিই আমি লাভ করেছি। রাজগণ আমি শরশয্যায় রয়েছি। এখন চিকিৎসা করানো আমার উচিত নয়, এই বাণগুলির সঙ্গেই আমাকে আপনারা দগ্ধ করবেন।" ভীষ্মের কথা শুনে দুর্যোধন যোগ্যতা অনুসারে সম্মানিত করে বৈদ্যগণকে বিদায় করলেন।

তারপর সমবেত রাজবৃন্দ তাঁকে অভিবাদন ও তিন বার প্রদক্ষিণ করে আপন আপন শিবিরে চলে গেলেন।

ভীষ্মের পতনে আনন্দিত পাণ্ডবেরা শিবিরে প্রবেশ করলে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, "কৌরবনন্দন, ভাগ্যবশত আপনি জয়লাভ করেছেন এবং ভাগ্যবশতই মানুষের অবধ্য, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও মহারথ ভীষ্ম নিপাতিত হয়েছেন। পৃথানন্দন! অথবা দেবতারাই সর্বশস্ত্রাস্ত্রপারগামী ভীষ্মকে নিপতিত করেছেন। কিংবা আপনি নয়নের তেজেই শত্রু সংহার করে থাকেন। সুতরাং ভীষ্ম আপনার কাছে এসে আপনার নয়নের তেজেই দগ্ধ হয়েছেন।" কৃষ্ণ একথা বললে, যুধিষ্ঠির উত্তরে বললেন, "কৃষ্ণ তোমার অনুগ্রহে লোকের জয় হয়, আবার ক্রোধে পরাজয় হয়ে থাকে। কৃষ্ণ তুমিই আমাদের রক্ষক এবং তুমি ভক্তদের ভয়নাশক। অতএব কেশব, তুমি যাদের উপর প্রসন্ন হও, তাদের

জয়লাভ অসম্ভব নয়। তুমি যুদ্ধে সর্বদা আমাদিগকে রক্ষা করে থাক। সুতরাং নিশ্চয়ই তোমাকে পেয়ে আজ আমরা জয়লাভ করেছি। অতএব আমাদের এই বিজয়, আমার কাছে বিস্ময়ের নয়।" কৃষ্ণ একথা শুনে বললেন, "রাজশ্রেষ্ঠ এ কথা আপনার পক্ষে উপযুক্তই, বটে।"

পরদিন প্রভাত হলে সমস্ত পাণ্ডব, কৌরব ভীষ্মেব কাছে উপস্থিত হলেন। ভীষ্মকে অভিবাদন করে তাঁরা সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকলেন। সহস্র সহস্র কন্যা সেইখানে গিয়ে ভীষ্মের দেহের উপর চন্দনচূর্ণ, লাজ, সর্বপ্রকার পুষ্পমাল্য ঢেলে দিতে লাগলেন। শীতকালে প্রাণীগণ যেমন সূর্যের কাছে আসে, তেমনই স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, ইতর লোক, তূর্য, নট, নর্তক এবং শিল্পীরাও ভীষ্মের কাছে উপস্থিত হল। যুদ্ধসজ্জা ও অস্ত্র পরিত্যাগ করে পূর্বের ন্যায় প্রীতিসহকারে পাণ্ডব ও কৌরবেরা শত্রুবিজয়ী ভীষ্মের কাছে অবস্থান করতে থাকলেন। দেবাধিপতি ব্রহ্মার উপাসনায় প্রবৃত্ত দেবসভা যেমন বিশেষ শোভা পায়, তেমনই ভীষ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত সেই সভাটিও বিশেষ শোভা পেতে লাগল।

শরাঘাতে বিদীর্ণদেহ, সন্তপ্তচিত্ত এবং অস্ত্রাঘাতে মূৰ্ছিত ভীষ্ম ধৈর্যগুণে, বেদনার বেগ নিরুদ্ধ রেখে সেই রাজাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "জল...।" তারপর ক্ষত্রিয়েরা সকল দিক থেকে নানাবিধ খাদ্য ও শীতলজলপূর্ণ কুম্ভ নিয়ে এলেন। তখন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম বললেন, "বৎসগণ! এখন আমি আর মনুষ্যলোকের কোনও ভোগ্যবস্তু গ্রহণ করতে পারি না। আমি মনুষ্যলোকের বাইরে চলে এসেছি, শরশয্যায় রয়েছি, চন্দ্র ও সূর্যের গতির পরিবর্তনের অপেক্ষায় আছি। রাজগণ আমি স্বর্গীয় জল পান করব, কিন্তু পৃথিবীর জল নয়। পর্জন্যাস্ত্র যোগবশত অগ্নিবর্ণ বাণের প্রভাবে স্বর্গীয় জল সম্ভবপর হবে, কিন্তু সে জল পৃথিবীর হবে না।" এই বলে বাক্যদ্বারা রাজাদের নিন্দা করে ভীষ্ম বললেন, "অর্জুনকে দেখতে চাই।" তখন মহাবাহু অর্জুন কাছে গিয়ে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, "আদেশ করুন, আমি কী করব।" অর্জুনকে সামনে দেখে ভীষ্ম সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "বৎস! তোমার বাণ আমাকে সেলাই করে ফেলেছে। শরীর যেন দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। মর্ম সন্তপ্ত হচ্ছে, মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, শরীরে দারুণ বেদনা বোধ করছি। অতএব অর্জুন আমাকে জল দাও। মহাধনুর্ধর! তুমি যথাবিধানে স্বর্গীয় জলদানে সমর্থ।" তখন অর্জুন "তাই হোক" বলে রথে আরোহণ করে গুণ আরোপ করে গাণ্ডিবধনু আকর্ষণ করলেন। বজ্রধ্বনির ন্যায় সেই গাণ্ডিবের টংকারে সমবেত সকলে কেঁপে উঠলেন। তখন রথীশ্রেষ্ঠ অর্জুন রথদ্বারা শরশয্যায় শায়িত ভরতশ্রেষ্ঠ ও সর্বশস্ত্রধারীপ্রধান ভীষ্মকে প্রদক্ষিণ করে সমস্ত লোকের সামনে মন্ত্রপাঠপূর্বক একটি উজ্জ্বল বাণ সন্ধান করে তাতে পর্জন্যাস্ত্র সংযুক্ত করে ভীষ্মের দক্ষিণপার্শ্বে ভূতল বিদ্ধ করলেন। তারপরই শীতল, অমৃততুল্য এবং স্বর্গীয় সৌরভ ও আস্বাদযুক্ত জলের নির্মল ও সুন্দর ধারা উঠতে লাগল। তখন অর্জুন সেই শীতল জলদ্বারা কৌরবশ্রেষ্ঠ, দিব্য পরাক্রম ও দিব্যভাবাপন্ন ভীষ্মকে পরিতৃপ্ত করলেন।

ইন্দ্রের মতো বিশেষ কার্যকারী অর্জুনের সেই কার্যদ্বারা রাজারা সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। অর্জুনের সেই কার্য দেখে শীতার্ত গো-সমূহের মতো কৌরবরা কাঁপতে লাগলেন। সকল দিকের রাজারা বিস্ময়ে উত্তরীয় সঞ্চালন করতে লাগলেন। চারদিকে শঙ্খ ও দুন্দুভি

বাজতে লাগল। ভীষ্মও অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করে ক্ষত্রিয় বীরদের সামনেই অর্জুনকে বললেন, "মহাবাহু! কৌরবনন্দন! অমিততেজা! তোমার পক্ষে এ কাজ আশ্চর্য নয়। কারণ, নারদ বলেছেন তুমি প্রাচীন ঋষি 'নর' স্বয়ং। দেবগণের সঙ্গে ইন্দ্র যে কাজ করতে পারেন না, কৃষ্ণকে সহায় করে তুমি নিশ্চয় সেই কার্য সাধন করবে। ত্রিকালজ্ঞ লোকেরা তোমাকে সর্বক্ষত্রিয় নিধনকারী বলে জানেন এবং পৃথিবীর মানুষের মধ্যে তুমিই ধনুর্ধরশ্রেষ্ঠ। জগতে প্রাণীগণের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, পক্ষীগণের মধ্যে গরুড় প্রধান, স্রোতোবাহী জলের মধ্যে সমুদ্র শ্রেষ্ঠ এবং চতুষ্পদ প্রাণীগণের মধ্যে গো প্রধান। তেজের মধ্যে সূর্য প্রধান, পর্বতের মধ্যে হিমালয় প্রধান, জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, আর ধনুর্ধরদের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রধান।"

আদিত্যস্তেজসাং শ্রেষ্ঠো গিরীণাং হিমবান বরঃ।
জাতীনাং ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠস্ত্বমসি ধন্বিনাম্ ॥ ভীষ্ম : ১১৬ : ৩৬ ॥

"দেখো, আমি সন্ধি করার কথা বলেছি, বিদুর, দ্রোণ, পরশুরাম, কৃষ্ণ এবং সঞ্জয়ও বার বার বলেছেন; তথাপি দুর্যোধন সে সকল বাক্য শোনেনি। এবং বিপরীতবুদ্ধি ও অচৈতন্যতুল্য দুর্যোধন আমার সে সব বাক্য বিশ্বাসও করে না। সুতরাং শাস্ত্রলঙ্ঘনকারী দুর্যোধন ভীমসেনের বলে অভিভূত ও নিহত হয়ে চিরকালের মতো শয়ন করবে।" ভীষ্মের এই কথা শুনে কুরুরাজ দুর্যোধন বিষণ্ণচিত্ত হলেন। তখন ভীষ্ম তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "রাজা শোনো, পাণ্ডবদের প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ করো। দুর্যোধন তুমি এই ঘটনা নিজের চোখেই দেখলে। অর্জুন অমৃতের ন্যায় সৌরভযুক্ত শীতল জলধারা উৎপাদন করলেন। এ জগতে অন্য কোনও লোক এই কার্য করতে পারে না। বিশেষত আগ্নেয়, বারুণ, সৌম্য, বায়ব্য, বৈষ্ণব, ঐন্দ্র, পাশুপত এবং ধাতা, বিশ্বকর্মা ও সূর্য এঁদের অস্ত্র এবং যমের অস্ত্র—এই সকল অস্ত্র সমগ্র মর্ত্যলোকে একমাত্র অর্জুন ও দেবকীনন্দন কৃষ্ণই জানেন—অন্য কোনও লোকই জানে না। বৎস তুমি যুদ্ধে কোনও প্রকারেই অর্জুনকে জয় করতে পারবে না। যে অর্জুন এইসব অলৌকিক কাজ করতে পারেন, সেই অধ্যবসায়শালী, যুদ্ধশোভী ও বীর সেই অর্জুনের সঙ্গে তোমার এখনই সন্ধি হোক। যে পর্যন্ত অর্জুন তোমার সমস্ত সৈন্য বিনাশ না করছেন, তার মধ্যেই তোমার সঙ্গে সন্ধি হোক। রাজা তোমার অবশিষ্ট ভ্রাতারা, অন্য যে সমস্ত রাজা এখনও জীবিত আছেন, তাঁদের জন্যই তুমি সন্ধি করো। রাজা তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ করে পাণ্ডবদের সঙ্গে বিশেষভাবে শান্ত হও। অর্জুন যা করেছেন, তাই যথেষ্ট হয়েছে। ভীষ্মের বিনাশের পর তোমাদের সৌহার্দ্য হোক; অবশিষ্ট যোদ্ধারা জীবিত থাকুন, তুমি সর্বতোভাবে প্রসন্ন হও। পাণ্ডবদের অর্ধ রাজ্য দান করো এবং যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করুন। তা হলে তোমাকে লোকে আর মিত্রদ্রোহী নিকৃষ্ট মানবের নিন্দা করবে না। আমার বিনাশেই প্রজাদের শান্তি হোক, পিতা-পুত্রকে, ভ্রাতা-ভ্রাতাকে, মাতুল ভাগিনেয়কে লাভ করুন। আমার এই কথা যদি তুমি না শোন তবে তোমাদের সকলের শেষ বলেই জানবে।" মুমূর্ষু রোগীর যেমন ঔষধে রুচি হয় না, ভীষ্মের বাক্য শুনে দুর্যোধনেরও রুচি হল না।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে রাজারা আপন আপন শিবিরে ফিরে গেলেন। অন্যদিকে

পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণ ভীষ্ম নিহত শুনে অন্ধকারেই ভীষ্মের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি এসে দেখলেন পূর্বকালে জন্মমুহূর্তে প্রভাবশালী কার্তিক যেমন শুয়ে ছিলেন, ভীষ্মও তেমন করে শুয়ে আছেন। তখন মহাতেজা কর্ণ মুদ্রিতনয়ন বীর ভীষ্মের কাছে গিয়ে তাঁর দুই পা জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, "কৌরবশ্রেষ্ঠ, আমি রাধার পুত্র কর্ণ এবং আমি সর্বতোভাবে নির্দোষ হলেও আপনার অত্যন্ত বিদ্বেষের পাত্র ছিলাম। আর আমি সব সময়েই আপনার চোখের সামনেই থাকতাম।"

তা শুনে কুরুকুলবৃদ্ধ ভীষ্ম জোর করে চোখ খুললেন এবং রক্ষীগণকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে, পিতা যেমন পুত্রকে আলিঙ্গন করেন, তেমনই একহাতে কর্ণকে আলিঙ্গন করে, ধীরে ধীরে তাঁর দিকে তাকিয়ে স্নেহের সঙ্গে বললেন, "কর্ণ তুমি যে আমার সঙ্গে স্পর্ধা করে থাক, তার জন্য তোমার প্রতি আমার অপ্রিয় আচরণ নয়। সে যা হোক, তুমি যদি আমার কাছে না আসতে, তবে নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গল হত না। মহাবাহু, তুমি কুন্তীর পুত্র, রাধার পুত্র নও এবং অধিরথও তোমার পিতা নয়! কিন্তু সূর্যদেব তোমার পিতা; একথা আমি নারদের মুখে শুনেছি। এবং বেদব্যাসের মুখেও শুনেছি, আর তোমার তেজ দেখেও বুঝেছি। সুতরাং এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। তারপর স্বভাবতও তোমার উপরে আমার কোনও বিদ্বেষ নেই। তবে তোমার তেজোহানি করার জন্য আমি তোমাকে নিষ্ঠুর কথা বলেছি। কারণ আমার ধারণা তুমি সম্পূর্ণ বিনা কারণে পাণ্ডবদের উপর বিদ্বেষ করে থাক। রাজা দুর্যোধন তোমাকে পাণ্ডব বিদ্বেষে প্ররোচনা দিয়েছেন, তুমিও পাণ্ডববিদ্বেষে নিজেকে আচ্ছন্ন করেছ। তুমি ধর্মের ব্যতিক্রমে জন্মেছ। তাই তোমার স্বভাবও ধর্মবিরুদ্ধ হয়েছে। বিশেষত নীচাশয় দুর্যোধনের আশ্রয়বশত তুমি অত্যন্ত পরশ্রীকাতর হয়ে গুণিগণের উপরেও বিদ্বেষের ভাব পোষণ করো। এই জন্য আমি কৌরবসভায় তোমাকে বারবার রুক্ষ কথা বলেছি।

"বাস্তবিক পক্ষে তোমার বেদানুবর্তিতা, বীরত্ব, দানে পরম নিষ্ঠা, যুদ্ধে তোমার শক্তি শত্রুগণের দুঃসহ এ সমস্তই আমি জানি। দেবতুল্য! মানুষের মধ্যে তোমার তুল্য কোনও মানুষ নেই। তবুও বংশের মধ্যে ভেদ ঘটবে এই ভয়ে আমি সর্বদা তোমাকে নিষ্ঠুর কথা বলেছি। বাণে, অন্য অস্ত্রে, কিংবা তার সন্ধানে, দ্রুত অস্ত্র নিক্ষেপে এবং অস্ত্রশক্তিতে তুমি অর্জুনের ও মহাত্মা কৃষ্ণের তুল্য। কর্ণ তুমি কাশীনগরে গিয়ে একাকী ধনু ধারণ করে কুরুরাজের কন্যার জন্য যুদ্ধে রাজাগণকে পরাভূত করেছিলে। বলবান ও দুর্ধর্ষ রাজা জরাসন্ধও তোমার তুল্য যোদ্ধা ছিলেন না। তুমি বেদানুবর্তী, অধ্যবসায়, তেজ ও বলের সঙ্গে যুদ্ধকারী, যুদ্ধে মনুষ্যের থেকে অধিক, এমনকী তুমি যুদ্ধে দেবপুত্রের তুল্য। আমি পূর্বে তোমার প্রতি যে ক্রোধ করতাম, আজ তুমি তা দূর করেছ। তবে পুরুষকার দ্বারা দৈবকে কখনও দূর করা যায় না। মহাবাহু শত্রুদমন। পাণ্ডবেরা তোমার সহোদর ভ্রাতা। অতএব তুমি যদি আমার প্রিয় কার্য করতে চাও তবে গিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হও। আমার মৃত্যুর পর উভয়পক্ষের শত্রুতার অবসান ঘটুক এবং আজ থেকে পৃথিবীর সকল রাজা নিরুপদ্রব হোন।"

কর্ণ উবাচ

জানাম্যের মহাবাহো! সর্বমেতন্ন সংশয়ঃ।
যথা বদসি দুর্ধর্ষ! কৌন্তেয়োহহং ন সূতজঃ ॥ ভীষ্ম : ১১৭ : ২৩ ॥

কর্ণ বললেন, "মহাবাহু দুর্ধর্ষ গাঙ্গেয়! আপনি যে বলেছেন, আমি কুন্তীর পুত্র, কিন্তু সূতের পুত্র নই, এ সমস্তই আমি জানি এবং এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহও নেই।"

"তবে কুন্তী দেবী আমাকে জলে নিক্ষেপ করেছিলেন, আর অধিরথ আমাকে বড় করে তুলেছিলেন। তারপর আমি এ যাবৎ দুর্যোধনের ঐশ্বর্য ভোগ করে এখন আর তা নিষ্ফল করে দিতে পারি না। বিশেষত কৃষ্ণ যেমন পাণ্ডবগণের জয়ের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সেইরূপ আমারও ধন, শরীর, পুত্র, ভার্যা ইত্যাদি সমস্তই আমি দুর্যোধনের জন্য উৎসর্গ করেছি। সুতরাং যে বিষয় অবশ্যই ঘটবে, তাকে আর ফেরানো যায় না। কারণ, কোন লোক পুরুষকার দ্বারা দৈবকে ফিরাতে পারে? তারপরে পিতামহ আপনি পৃথিবীর ক্ষয়সূচক দুর্লক্ষণ দেখেছেন এবং সভাতেও তা বলেছেন। আবার কৃষ্ণ ও অর্জুন যে অন্য লোকের অজেয়, তা আমি অত্যন্ত ভালভাবেই জানি। তবুও আমি তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই এবং যুদ্ধে তাঁদের জয় করতে চাই। কাজেই এই দারুণ শত্রুতা ত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং আমি স্বধর্মে থেকে সন্তুষ্টচিত্তে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব। আমি যুদ্ধে কৃতনিশ্চয়। সুতরাং আপনি আমাকে অনুমতি দান করুন। কারণ আমার ইচ্ছা, আপনার অনুমতি নিয়েই আমি যুদ্ধ করব। পিতামহ লঘু চাপল্যবশত আমি আপনাকে অনেক কটু কথা বলেছি। আপনার সম্মানহানি ঘটিয়েছি, অনিষ্ট করেছি। আপনি সে অপরাধ ক্ষমা করুন।"

ভীষ্ম বললেন, "কর্ণ তুমি যদি এই অতিদারুণ শত্রুতা ত্যাগ করতে না পার, তবে আমি তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি— তুমি ক্রোধ ও বিকট উৎসাহ ত্যাগ করে, যুদ্ধের সমস্ত নিয়ম মেনে সজ্জনের মতো ব্যবহার করে, কেবল স্বর্গলাভের ইচ্ছায় শক্তি ও উৎসাহ অনুসারে যুদ্ধ করো। কর্ণ আমি তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি—তুমি যা ইচ্ছা করো তা লাভ করো। তুমি যে ক্ষত্রিয়ধর্মবিজিত লোক লাভ করবে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তুমি অহংকারশূন্য হয়ে বল ও বীর্য অবলম্বন করে যুদ্ধ করো। মনে রেখো, ধর্মসঙ্গত যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অন্য কোনও মঙ্গলজনক ব্যাপার নেই। কর্ণ আমি শান্তির জন্য বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি।" ভীষ্ম নীরব হলেন, কর্ণ কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রোদন করলেন, তারপর প্রণাম করে সেই স্থান ত্যাগ করলেন।

'শরশয্যায় ভীষ্ম' বহু কারণেই মহাভারতের এক আশ্চর্য দুর্লভ মুহূর্ত। প্রথমেই আমরা দেখতে পাই, ভীষ্মের অপার কষ্টসহিষ্ণুতা। তিনি ইচ্ছামৃত্যু, তিনি ঘোষণা করলেন, সূর্য উত্তরায়ণে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি দেহত্যাগ করবেন না। এই শরশয্যায় ভীষ্ম ছাপ্পান্ন দিন

শায়িত ছিলেন। কিন্তু রথ থেকে পতিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনুভব করেছিলেন, মনুষ্যলোকের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর শেষ হল। তিনি প্রয়োজনের জন্য কোনও পার্থিব বস্তু আর চাননি। উপাধান হিসাবে অর্জুনের কাছে যা প্রত্যাশা করেছিলেন, তিন শরে তাঁর মাথা তুলে দিয়ে অর্জুন তা পূর্ণ করলেন। অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়েও তিনি পৃথিবীর পানীয় আর গ্রহণ করেননি। এবারও অর্জুন পর্জন্যাস্ত্রে পাতাল থেকে ভোগবতীর স্বর্গীয় পানীয় তুলে এনে তাঁর তৃষ্ণার নিবারণ ঘটিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, মৃত্যু মুহূর্তেও ভীষ্ম শান্তিকামী। কৌরববংশ ধ্বংস হয়ে যাক, এ তিনি কখনও চাননি। দুর্যোধনকে শেষবারের মতো যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সন্ধি করতে বলেছেন। বলেছেন, তাঁর মৃত্যুতেই বিরোধের শেষ হোক।

তৃতীয়ত, ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু। তিনি ছাপ্পান্ন দিন সূর্যের উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করেছেন। এই সময়ে তিনি দিয়েছেন ভারতবর্ষের ভাবী রাজা যুধিষ্ঠিরকে বিশ্ববিদ্যা। সে বিশ্ববীক্ষণ ক্ষমতা তাঁকে দিয়েছিলেন কৃষ্ণ। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভীষ্ম একক শিক্ষক, যুধিষ্ঠির একমাত্র শিক্ষার্থী। অষ্টম বসু, গঙ্গাপুত্র দেবব্রত ভীষ্ম চিরকাল উর্ধ্বরেতা থাকলেন। তিনি দুর্যোধন প্রদত্ত অন্নের ঋণ পরিশোধ করলেন আপন মৃত্যুর বিনিময়ে। কিন্তু তাঁর স্নেহ, শুভেচ্ছা আশীর্বাদ লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন পাণ্ডুপুত্রেরা। কারণ তিনি জানতেন ধর্মাত্মা পাণ্ডবদের পক্ষে ঈশ্বর। তাই, ভীষ্ম বিশ্বাস করতেন "জয়োস্তু পাণ্ডু পুত্রাণাং যেষাম্ পক্ষে জনার্দনঃ।"

এই দুর্লভ মুহূর্তে আমরা আবার দেখলাম, অলৌকিক কার্যকারী পৃথিবীর সকল ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ অতিরথ অর্জুনকে। অস্ত্র প্রয়োগের আগে অর্জুনের মনস্তত্ত্বজ্ঞান আমাদের মুগ্ধ করে। সর্বশ্রেষ্ঠ মহারথ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম রথ থেকে পতিত হলেন অর্জুনের তীক্ষ্ণ শরে। কিন্তু পিতামহ ভীষ্মকে অর্জুন যতটা শ্রদ্ধা করতেন, ভীষ্মও ততটাই স্নেহ করতেন অর্জুনকে। তাই ঝুলন্ত মস্তক তুলে দেওয়ার উপাধান নির্বাচনের ভার ভীষ্ম অর্জুনকেই দিয়েছিলেন। অর্জুনও বীরের যোগ্য উপাধানই তাঁকে দিয়েছিলেন। তিনটি বাণ নিক্ষেপ করে ভীষ্মের ঝুলন্ত মস্তক তুলে দিয়েছিলেন। ভীষ্ম হৃদয়ের অন্তস্তল থেকেই আশীর্বাদ করেছিলেন অর্জুনকে। ঠিক একই ঘটনা ঘটেছিল ভীষ্ম শীতল পানীয় দেবার অনুরোধ করলে। রাজাদের আনা শীতল, সুগন্ধী পানীয় ভীষ্ম প্রত্যাখ্যান করলেন। সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি অর্জুনকে দেখতে চাইলেন। অর্জুন পর্জন্যাস্ত্রে ভূতল ভেদ করে পাতাল থেকে ভোগবতীর ধারা তুলে আনলেন। ভীষ্ম তৃপ্ত হলেন। শুধু তৃপ্ত হওয়াই নয়। ভীষ্ম জানতেন ভারতবর্ষের ধনুর্ধরদের মধ্যে একা অর্জুনই পারবেন, তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করতে। তিনি সমবেত সকলের সামনে অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

এ দুর্লভ মুহূর্তের শেষ অংশটি ভীষ্ম সমাগমে কর্ণের উপস্থিতি। অনুতপ্ত কর্ণ ক্ষমা চাইলেন, ভীষ্মকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কটূক্তি করার জন্য। ভীষ্ম ক্ষমা করলেন, কিন্তু এখনও তিনি স্পষ্টবক্তা। তিনি কর্ণকে জানালেন তিনি সূর্যপুত্র, কৌন্তেয় হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত জীবন বিনা কারণে সহোদর ভ্রাতাদের বৈরিতা করেছেন। তাঁরা কেউ তাঁর শত্রু ছিলেন না। তিনি কর্ণকে ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হবার পরামর্শ দিলেন। বললেন, তাঁর মৃত্যুতেই

এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শেষ হোক। কিন্তু অভিমানী কর্ণ জানালেন যে তা আর সম্ভব নয়। তিনি মাতৃ-পরিত্যক্ত একথা জানালেও, পিতার আদেশেই যে মাতা পরিত্যাগ করেছিলেন, তার উল্লেখ করলেন না। তিনি জানেন যে, যুদ্ধে কৃষ্ণার্জুন অজেয়। তবুও অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে মৃত্যুবরণ তাঁর একমাত্র কামনা। তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভীষ্মের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। ভীষ্ম অনুমতি দিলেন, কর্ণ ধর্মানুসারে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুন।

৬৬

দুর্যোধনের বর গ্রহণ

ভীষ্মের পতনের পর দুর্যোধন কর্ণের পরামর্শ অনুযায়ী দ্রোণকে কৌরব সেনাপতিরূপে অভিষিক্ত করলেন। তখন দ্রোণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে দুর্যোধনকে বললেন, "ভরতনন্দন রাজা, কৌরব-শ্রেষ্ঠ ভীষ্মের পরে আমাকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করে তুমি আজ আমাকে যে সম্মানিত করলে, সেই কার্যের অনুরূপ ফল লাভ করো। বলো, আমি তোমার কোন অভীষ্ট পূরণ করব? আজ তুমি যা ইচ্ছা করো, সেই বর গ্রহণ করো।"

তারপর রাজা দুর্যোধন কর্ণ ও দুঃশাসন প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করে দুর্ধর্ষ ও বিজয়ীশ্রেষ্ঠ দ্রোণকে বললেন, "রথীশ্রেষ্ঠ! আমাকে যদি বরই দেন, তবে জীবিত অবস্থায় যুধিষ্ঠিরকে ধরে আমার কাছে এনে দিন।" দুর্যোধনের কথা শুনে কৌরবাচার্য দ্রোণ উপস্থিত সমস্ত সৈন্যের আনন্দবর্ধন করে বললেন, "অতি দুর্ধর্ষ রাজা! যুধিষ্ঠির ধন্য। কারণ, তুমি আজ তাঁর বধের জন্য বর চাইলে না, কেবল ধরে আনবার বর চাইলে। নরশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন, কী জন্য তুমি যুধিষ্ঠির-বধ বর চাইলে না? নিশ্চয়ই তুমি বিশ্বাস করো যে, আমি কিছুতেই সে কাজ করব না। অথবা সেই ধর্মরাজের কোনও বিদ্বেষী লোক নেই। এই কারণেই তুমিও চাইছ যে তিনি জীবিত থাকুন। অথবা তুমি নিজের বংশ রক্ষা করলে। এমনকী হতে পারে যে, তুমি তাঁদের রাজ্যাংশ ফিরিয়ে দিয়ে ভ্রাতৃসৌহার্দ্য ইচ্ছা করছ? সে যাই হোক, রাজা যুধিষ্ঠির ধন্য, সেই ধীমানের জন্ম সফল এবং তাঁর অজাতশত্রুতাও সত্য। সেই কারণেই তুমি তাঁর উপর সহৃদয় ব্যবহার করছ।"

দ্রোণাচার্য একথা বললে, দুর্যোধনের হৃদয়ে সর্বদা যে চিন্তা গুপ্ত ছিল, তা তৎক্ষণাৎ বাইরে চলে এল। বৃহস্পতির তুল্য লোকেরাও মনের ভাব প্রকাশ রাখতে পারেন না। তখন দুর্যোধন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন, "আচার্য যুধিষ্ঠিরকে বধ করলেও আমার জয় হবে না। কারণ যুধিষ্ঠিরকে বধ করলে, নিশ্চয়ই অন্য পাণ্ডবেরা আমাদের সকলকে বধ করবে। তারপরে, দেবতারাও যুদ্ধে সমস্ত পাণ্ডবকে বধ করতে সমর্থ হবেন না; সুতরাং তাদের মধ্যে যে অবশিষ্ট থাকবে, সেই আমাদের শেষ করে ছাড়বে। কিন্তু সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে আসতে পারলে এবং তাঁকে আবার দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত করতে পারলে, তাঁর অনুগত অপর পাণ্ডবেরাও বনে যাবে। তা হলে আমার জয় নিশ্চিত ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে। এইজন্যই আমি যুধিষ্ঠিরকে বধ করতে ইচ্ছা করি না।"

কার্যতত্ত্বজ্ঞ ও বুদ্ধিমান দ্রোণ দুর্যোধনের কুটিল অভিপ্রায় জানতে পেরে বিশেষ চিন্তা করে, ছিদ্র বা ফাঁক রেখে দুর্যোধনকে প্রার্থিত বর দান করলেন।

দ্রোণ উবাচ

ন চেদ্ যুধিষ্ঠিরং বীর! পালয়েদর্জুনো যুধি।
মন্যস্ব পাণ্ডবশ্রেষ্ঠমানীতং বশমাত্মনঃ ॥ দ্রোণ : ১০ : ২০ ॥

দ্রোণ বললেন, "রাজা, মহাবীর অর্জুন যদি যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা না করেন, তবে যুধিষ্ঠিরকে বশ করা হয়েছে বলে তুমি মনে করতে পারো।"

"কারণ বৎস, ইন্দ্রের সঙ্গে দেবাসুরেরাও যুদ্ধে অর্জুনের সামনে যেতে সমর্থ হন না। সুতরাং অর্জুন উপস্থিত থাকতে আমি যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করতে পারব না। অর্জুন আমার শিষ্য এবং অস্ত্রশিক্ষায় আমি তাঁর গুরু, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবুও সে যুবক, পুণ্যবান ও যুধিষ্ঠির রক্ষায় একাগ্রচিত্ত। বিশেষত সে ইন্দ্র ও রুদ্রের কাছে থেকে নানাবিধ অস্ত্রলাভ করেছে; তারপর তোমার উপর জাতক্রোধ হয়ে আছে। অতএব তার সামনে থেকে যুধিষ্ঠিরকে ধরা যাবে না। অতএব যে উপায়ে পারো, অর্জুনকে যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে সরিয়ে নাও। অর্জুনকে সরিয়ে নিতে পারলেই তুমি যুধিষ্ঠিরকে জয় করেছ বলে মনে করতে পারবে। যুধিষ্ঠিরকে ধরতে পারলে তোমার জয় হবে, একথা ঠিক। এবং এই উপায়েই তাঁকে জয় করা যাবে। কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে বধ করলেও তোমার জয় হবে না, তাও সত্য। ইন্দ্রের সঙ্গে দেবাসুরেরা মিলিত হয়েও অর্জুনের কাছ থেকে যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করতে সমর্থ হবে না। কুন্তীনন্দন অর্জুন অপসারিত হলে যুধিষ্ঠির যদি এক মুহূর্তকালও আমার সম্মুখে থাকেন, তবে আমি সেই সত্যধর্মপরায়ণ রাজাকে আজই তোমার বশে এনে দেব, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।"

দ্রোণ ফাঁক রেখে যুধিষ্ঠিরকে ধরার প্রতিজ্ঞা করলে, অতিমূর্খ কৌরবেরা মনে করতে লাগল যে যুধিষ্ঠির ধরা পড়ছেনই। কিন্তু কৌরবেরা একথাও জানতেন যে, আচার্য দ্রোণ সর্ব অবস্থাতেই পাণ্ডবদের পক্ষপাতী ছিলেন; সুতরাং তাঁরা দ্রোণের প্রতিজ্ঞার ফাঁকটুকু ভরানোর জন্য সচেষ্ট হলেন এবং স্বয়ং রাজা দুর্যোধন দ্রোণের এই প্রতিজ্ঞার কথা বিশেষভাবে সৈন্যমধ্যে প্রচার করতে লাগলেন। কৌরবসৈন্যেরা রাজা দুর্যোধনের সেই ঘোষণা শুনে আনন্দে শঙ্খনাদ ও সিংহনাদ করতে লাগলে রণভূমিতে বিপুল কোলাহল উঠল।

ওদিকে যুধিষ্ঠির বিশ্বস্ত গুপ্তচর দ্বারা দ্রোণের সেই অভিপ্রেত বিষয় সমস্তই যথানিয়মে জানতে পারলেন। তখন তিনি অর্জুনসমেত সকল ভ্রাতাকে আহ্বান করলেন। যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, "পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি আজ দ্রোণের অভিপ্রেত বিষয় শুনেছ তো? যাতে তা সত্য হতে না পারে, তার উপায় স্থির করো। শত্রু বিজয়ী ধনুর্ধর, দ্রোণ একটু ফাঁক রেখে প্রতিজ্ঞা করেছেন এবং সে ফাঁকটুকু তিনি তোমার উপরে রেখেছেন। অতএব মহাবাহু! আজ তুমি আমার কাছে থেকে যুদ্ধ করো—যাতে দুর্যোধন কোনও প্রকারে দ্রোণের অভীষ্ট লাভ না করে।"

অর্জুন বললেন, "রাজা আচার্যকে বধ করা যেমন আমার কোনও প্রকার কর্তব্য নয়, তেমনই আপনাকে পরিত্যাগ করাও আমার কোনও প্রকার অভীষ্ট নয়। আমি যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করব, কিন্তু কোনও প্রকারে দ্রোণের প্রতিকূলতা করব না, কিংবা আপনাকে পরিত্যাগ

করব না। দুর্যোধন যুদ্ধে আপনাকে নিগৃহীত করে যা ইচ্ছা করছে, তা সে এই পৃথিবীতে কোনওদিন পাবে না।

> প্রপতেদ্দ্যৌঃ সনক্ষত্রা পৃথিবী শকলীভবেৎ ।
> ন ত্বাং দ্রোণো নিগৃহ্ণীয়াজ্জীবমানে ময়ি ধ্রুবম্ ॥ দ্রোণ : ১১ : ১০ ॥

নক্ষত্রের সঙ্গে আকাশ পড়ে যাবে, কিংবা পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হবে। তথাপি আমি জীবিত থাকতে দ্রোণ কোনওদিন আপনাকে নিগৃহীত করতে পারবেন না।"

"সমস্ত দেবগণের সঙ্গে স্বয়ং ইন্দ্র কিংবা বিষ্ণুও যদি যুদ্ধে দ্রোণের সাহায্য করেন, তবুও যুদ্ধে তিনি আপনাকে ধরতে পারবেন না। অতএব রাজশ্রেষ্ঠ, আমি জীবিত থাকতে আপনি—সমস্ত অস্ত্রধারী বা শস্ত্রধারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণ থেকে ভয় করতে পারেন না। রাজা আর একটি কথা আপনাকে বলছি; আমার প্রতিজ্ঞা চিরকাল অক্ষুন্ন থাকে এবং আমি মিথ্যা বলেছি এমন কথা আমার মনে পড়ে না, আমার পরাজয় হয়েছে, এমন কথা আমার স্মরণে পড়ে না, কোনওদিন প্রতিশ্রুতি দিয়ে পালন করিনি, একথাও মনে করতে পারি না।"

অর্জুনের কথা শুনে পাণ্ডবদের শিবিরে সিংহনাদ, শঙ্খধ্বনি ও আকাশস্পর্শী অতি ভয়ংকর ধ্বনি হতে লাগল।

'দুর্যোধনের বর গ্রহণ' মহাভারতের এক দুর্লভ মুহূর্ত। দুর্যোধন এক পূর্ণ পাপী। কাপুরুষতা (কুৎসিত পুরুষ অর্থে) তার সত্তায় সত্তায়। তিনি অত্যন্ত সংকীর্ণমনা। কপট দ্যূতখেলায় পাণ্ডবদের পরাজিত করে তেরো বছর রাজ্য থেকে নির্বাসিত করতে তাঁর বাধেনি। কিন্তু তার পরেও তিনি পাণ্ডবদের রাজ্যাংশ ফিরিয়ে দিতে রাজি নন। এ-বিষয়ে তাঁর পূর্ণ সহায়ক পিতা ধৃতরাষ্ট্র আর শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসন। নির্দোষ পাণ্ডবদের কিছুতেই সহ্য করতে রাজি নয় দুর্যোধন ও তাঁর দলবল। তার প্রধান কারণ দুর্যোধন ইত্যাদির হীনম্মন্যতা। বাল্যকাল থেকেই সকল গুণে পাণ্ডবেরা কৌরবদের থেকে শ্রেষ্ঠ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দুর্যোধনের ঈর্ষা। খাণ্ডবপ্রস্থকে ইন্দ্রপ্রস্থে রূপান্তরিত করে পাণ্ডবেরা দুর্যোধনের ঈর্ষাকে অগ্নিময় করে তুলেছিলেন। শকুনির সহায়তায় দ্যূতক্রীড়ার কাপট্যে পাণ্ডবদের সব ঐশ্বর্য কেড়ে নিলেন দুর্যোধন। দুর্যোধন জানতেন সম্মুখ-যুদ্ধে কোনও পাণ্ডবভ্রাতাকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। তাই দ্রোণের কাছে তাঁর প্রার্থনা, যুধিষ্ঠিরকে ধরে দিতে হবে। তাঁকে দিয়ে আবার পাশা খেলাবেন তিনি। আবার সবকিছু কেড়ে নিয়ে, সহায়সম্বলহীন অবস্থায় পাণ্ডবদের বনে পাঠাবেন তিনি।

দুর্যোধন জানতেন না, যদি তাঁর প্রার্থনানুযায়ী দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে ধরে আনতে পারতেনও, তা হলেও শকুনি যুধিষ্ঠিরকে আর পাশা খেলায় পরাজিত করতে পারতেন না। বনবাসকালেই যুধিষ্ঠির মহর্ষি বৃহদশ্বের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন নিখিল বিশ্ব অক্ষ হৃদয়। পৃথিবীর সমস্ত অক্ষক্রীড়া জ্ঞান যুধিষ্ঠিরের হয়ে গিয়েছিল। তার প্রমাণ আমরা পাই

অজ্ঞাতবাসকালে। বিরাটরাজসভায় অক্ষক্রীড়ায় প্রতিদিন তিনি জিতেছেন, জয়লব্ধ সামগ্রী ভীমসেন ও অন্য ভ্রাতাদের দান করেছিলেন। কাজেই যুধিষ্ঠির পরাজিত হতেন না।

কিন্তু যুধিষ্ঠির দ্রোণের ফাঁক রাখা বরদানের কথা শুনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। বীর হিসাবে বিপক্ষের যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁকে সরিয়ে দিয়ে বিপক্ষ রাজাকে ধরতে চাওয়া যথার্থ বীরের ধর্ম বলে যুধিষ্ঠিরের মনে হয়নি। এও তো কপট পাশাখেলার শামিল। দ্রোণ যথার্থ বীর হিসাবে পরিচয় দিতে পারতেন, যদি অর্জুন উপস্থিত থাকতেই তিনি যুধিষ্ঠিরকে ধরে আনতে প্রতিজ্ঞা করতেন। তাঁর শিষ্য অর্জুন কিন্তু দ্রোণের ইচ্ছাপূরণ করতে সমস্ত সৈন্যসামন্তের মধ্যে থেকে দ্রুপদকে ধরে এনেছিলেন।

বহু কারণেই যুধিষ্ঠির দ্রোণকে অপছন্দ করতেন। তিনি মনে করতেন দ্রোণ যথার্থ ধর্মপরায়ণ নন। ব্রাহ্মণের কোনও ধর্মই তিনি পালন করেননি। একলব্যকে তিনি অন্যায়ভাবে চূড়ান্ত শক্তিহীন করেছিলেন। পাণ্ডবদের উপর সুবিচার তিনি কোনওদিন করেননি। তাঁদের সঙ্গে বনেও যাননি। সপ্তরথী-বেষ্টিত অভিমন্যু বধ দ্রোণ সেনাপতি থাকাকালীনই ঘটেছিল। ভীষ্ম সেনাপতি থাকাকালে কোনওদিন এ ঘটনা ঘটতে পারত না।

দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে ধরতে পারেননি। কারণ অর্জুনও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি জীবিত থাকতে দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে ধরতে পারবেন না। দ্রোণের সেনাপতি থাকার প্রথম দিনে অর্জুন উপস্থিত ছিলেন। কৌরবপক্ষ চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। এইবার দ্রোণ অর্জুনকে যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করেন। সংশপ্তকেরা অর্জুনকে আহ্বান করে যুদ্ধের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায়। অর্জুন সত্যজিতের হাতে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষার ভার দিয়ে যান। বলে যান— সত্যজিৎ নিহত হলে যুধিষ্ঠির একমুহূর্তও যুদ্ধক্ষেত্রে থাকবেন না। ঘটনা তাই ঘটেছিল। সন্ধ্যাকালে সত্যজিৎ পরাজিত ও নিহত হন। সেদিন ছিল যুদ্ধের দ্বাদশ দিন। যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিন দ্রোণ চক্রব্যূহ রচনা করে যুধিষ্ঠিরকে ধরতে অগ্রসর হলেন। যথারীতি সংশপ্তকেরা অর্জুনকে অন্যদিকে নিয়ে গেল। অভিমন্যু চক্রব্যূহ উন্মুক্ত করে ভিতরে প্রবেশ করলেন কিন্তু মহাদেবের বরে জয়দ্রথ অন্য পাণ্ডব সকল রথীকে চক্রব্যূহের মুখে আটকে দিলেন। সমস্ত দিন যুদ্ধের পর সপ্তরথীবেষ্টিত একাকী অভিমন্যু নিহত হলেন। অর্জুন সংশপ্তক বধ করে ফিরে এসে পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন, "আগামীকাল সূর্যাস্তের পূর্বে জয়দ্রথকে বধ কবব।" অর্জুন প্রতিজ্ঞা রেখেছিলেন। সেটা ছিল যুদ্ধের চতুর্দশ দিন। চতুর্দশ দিনে ঘটোৎকচের অসামান্য বীরত্বে সমস্ত কৌরববাহিনী পরাজিত হল। আত্মরক্ষার কোনও উপায় না দেখে কর্ণ ইন্দ্রপ্রদত্ত একাঘ্নী বাণ ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করলেন। পঞ্চদশ দিনে সেনাপতি দ্রোণ নিহত হলেন।

কাজেই যুধিষ্ঠিরকে ধরার ইচ্ছা দ্রোণের কখনওই পূরণ হয়নি। ওদিকে ভীষ্ম ও দ্রোণের পতনের পর এবং কর্ণ একাঘ্নী বাণ ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করতে বাধ্য হলে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারিত হয়ে গেল। দ্রোণের মৃত্যু সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। অর্জুন ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু সে আলোচনা আমরা যথাস্থানে করব।

৬৭
অভিমন্যু-বধ

যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে ধরবার জন্য কঠিন চক্রব্যূহ রচনা করে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ গতিতে অগ্রসর হলেন। অন্য কেউই দ্রোণকে থামাতে পারবে না, এই ভেবে তিনি অভিমন্যুর উপর গুরুতর ভার অর্পণ করলেন। কৃষ্ণ ও অর্জুনের সমান শক্তিধর, অমিততেজা, বিপক্ষবীরহন্তা অভিমন্যুকে ডেকে যুধিষ্ঠির বললেন, "বৎস, অর্জুন এসে যাতে আমাদের নিন্দা না করেন, তুমি তেমন কার্য করো। আমরা কেউই চক্রব্যূহ ভেদ করতে জানি না, তুমি বা অর্জুন, কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন, তোমরা এই চারজন মাত্র চক্রব্যূহ ভেদ করতে পারো। কিন্তু কোনও পঞ্চম ব্যক্তি পারে না। অতএব বৎস অভিমন্যু, তোমার পিতৃগণ, মাতুলগণ এবং সমস্ত সৈন্য তোমার কাছে বর প্রার্থনা করছেন, তুমি সেই বরদান করো। বৎস, অর্জুন যুদ্ধ থেকে এসে আমাদের নিন্দা করবেন, অতএব তুমি সত্বর চক্রব্যূহ ভেদ করো। আমরা তোমার পিছু পিছু ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করব।"

অভিমন্যু বললেন, "যে কাজে পিতৃকুল ও মাতৃকুলের মঙ্গল হবে, যে কাজ পিতা ধনঞ্জয় ও মাতুল কৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদন করবে, আমি আজ সেই কাজ করব। বালক ও একাকী হয়েও দলে দলে শত্রুসৈন্য সংহার করব, সমস্ত লোক তা দেখবে।" যুধিষ্ঠির বললেন, "বৎস সুভদ্রানন্দন সাধ্য, রুদ্র ও বায়ুর সমান এবং বসু, অগ্নি ও সূর্যের তুল্য অগ্নিবিক্রমশালী, তোমার শক্তি বৃদ্ধি লাভ করুক।" অভিমন্যু যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে সারথি সুমিত্রকে বললেন, "সুমিত্র তুমি দ্রোণ সৈন্যদের দিকে রথ নিয়ে চলো।"

অভিমন্যু সারথিকে বারবার এগিয়ে যেতে বললে, সারথি অভিমন্যুকে বলল, "আয়ুষ্মন! পাণ্ডবেরা আপনার উপর গুরুতর ভার ন্যস্ত করেছেন, তবুও আপনার নিজের বুদ্ধি অনুসারে যুদ্ধ করা প্রয়োজন। কারণ, দ্রোণাচার্য যুদ্ধে সুনিপুণ, উত্তম উত্তম অস্ত্রশিক্ষায় কঠিন পরিশ্রমও করেছেন। আর আপনি একে বালক, তায় আবার যুদ্ধে সেইরকম নিপুণ নন।" তখন অভিমন্যু হাসতে হাসতে সারথিকে বললেন, "সারথি আমার কাছে এ দ্রোণ কে? সমস্ত ক্ষত্রিয়মণ্ডলীই বা কী? সম্মিলিত দেবগণের সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করতে পারি। সুতরাং ক্ষত্রিয়গণের বিষয়ে আমার চিন্তা নেই। এই শত্রুসৈন্য আমার ষোলো ভাগের একভাগও নয়। বিশ্ববিজয়ী মাতুল কৃষ্ণকে অথবা পিতা অর্জুনকে যুদ্ধে বিপক্ষরূপে দেখলেও আমার ভয় হয় না। তুমি দ্রোণসৈন্যের দিকে চলো, বিলম্ব কোরো না।" সারথি খুব একটা সন্তুষ্ট না হয়েও রথ চালিয়ে দিলেন।

অভিমন্যুকে দ্রুত সেইভাবে আসতে দেখে দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবেরা তাঁর অভিমুখবর্তী হলেন। অভিমন্যুর রথে উত্তম কর্ণিকারধ্বজ উত্তোলিত ছিল এবং তাঁর গায়ে ছিল স্বর্ণময় বর্ণ। সিংহশিশু যেমন হস্তীগণের দিকে ধাবিত হয়, অর্জুনপুত্র অভিমন্যু তেমনই দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণের দিকে ধাবিত হলেন। অভিমন্যু কুড়ি পা এগোনো মাত্রেই কৌরবেরা প্রহার করা শুরু করল। তুমুল ও অতিভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হল। অভিমন্যু দ্রোণের সামনে দিয়েই চক্রব্যূহ ভেদ করে তার মধ্যে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করেই অভিমন্যু গজারোহী, অশ্বারোহী, রথী ও পদাতিদের নির্বিচারে বধ করতে লাগলেন। তখন চারপাশে নানা প্রকার গর্জন, হুংকার ও সিংহনাদ শোনা যেতে লাগল—'থাক থাক', 'যেয়ো না', 'দাঁড়াও', 'আমার দিকে এসো', 'এই আমি এখানে আছি'—ইত্যাদি গর্জন চারপাশে শোনা গেল। যেখানে যেখানে গর্জন শোনা গেল, অভিমন্যু বাণবর্ষণে সেখানেই রক্তের নদী সৃষ্টি করতে লাগলেন। কৌরবদের হস্তাবাপ, অঙ্গুলিত্র, ধনু, বাণ, তরবারি, ঢাল, অঙ্কুশ, অশ্বমুখরজ্জু, তোমর, পরশু, গদা, লৌহগুলিকা, ঋষ্টি, পট্টিশ, ভিন্দিপাল, চাবুক, মহাশঙ্খ, কেয়ূর ও অঙ্গদযুক্ত, মনোহরচন্দনলিপ্ত কৌরবপক্ষের সহস্র সহস্র বাহু অভিমন্যু ছেদন করতে লাগলেন। অভিমন্যু শত্রুগণের বহুতর মস্তক দ্বারাও সমরভূমি আবৃত করে ফেললেন। সে মাথাগুলির নাক, মুখ, কেশপ্রান্ত সুন্দর ছিল, সেগুলিতে কোনও ক্ষতচিহ্ন ছিল না, সুন্দর কুণ্ডল ছিল, ক্রোধে দন্তদ্বারা ওষ্ঠপুট দংশন করছিল, সেই মাথাগুলিতে সুন্দর সুগন্ধ ছিল, কেবলমাত্র মাথার নীচে কোনও দেহ ছিল না। অশ্বারোহী, পদাতি, গজারোহী, রথারোহীদের বধ করে অভিমন্যু বিষ্ণুর মতো অচিন্তনীয় অতিদুষ্কর কার্য করে শোভা পেতে লাগলেন। কতকগুলি অশ্বের লাঙ্গুল, কর্ণ ও নয়ন স্থির ছিল, কতকগুলির চামর ও মুখ বিনষ্ট হয়েছিল, কতকগুলির জিহ্বা ও নয়ন বিক্ষিপ্ত হয়েছিল, কতকগুলির নাড়ি ও যকৃৎ বার হয়ে দেহকে ব্যাপ্ত করেছিল, আবার কতকগুলির গায়ের চর্ম ও কবচ ছিন্ন হয়েছিল। কৌরবপক্ষ শুষ্কমুখ, অস্থির নয়ন, ঘর্মাক্ত দেহ, রোমাঞ্চিত শরীর, শত্রুজয়ে নিরুৎসাহ, জীবনার্থী ও পলায়নাভিলাষী হয়ে গোত্র ও নাম নিয়ে পরস্পরকে ডাকতে ডাকতে নিহত পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, আত্মীয় ও সম্বন্ধীকে পরিত্যাগ করে দ্রুত রণক্ষেত্র ত্যাগ করতে লাগল।

অমিততেজা অভিমন্যু সেই কৌরবসৈন্যকে পরাভূত করছেন দেখে রাজা দুর্যোধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে নিজেই অভিমন্যুর দিকে ধাবিত হলেন। দ্রোণ তাই দেখে অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে কৌরব যোদ্ধাদের বললেন, "আপনারা রাজাকে রক্ষা করুন। বলবান অভিমন্যু আজ আমাদের সামনেই রাজা দুর্যোধনকে বধ করতে পারেন। আপনারা দ্রুত রাজাকে রক্ষা করুন।" তখন দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, কর্ণ, কৃতবর্মা, শকুনি, বৃহদ্বল, শল্য, ভূরি, ভূরিশ্রবা, শল, পৌরব ও বৃষসেন বাণবর্ষণ করতে করতে অভিমন্যুকে মোহিত করে তাঁর মুখের গ্রাস থেকে দুর্যোধনকে রক্ষা করলেন। কিন্তু অভিমন্যু তা সহ্য করলেন না। বিশাল শরজাল দ্বারা অশ্ব ও সারথিসমেত সেই মহারথগণকে বিমুখ করে সিংহনাদ করলেন। মাংস অভিলাষী সেই অভিমন্যুর গর্জন শুনে দ্রোণ প্রভৃতি রথী আর সহ্য করতে পারলেন না। তাঁরা রথসমূহ দ্বারা অভিমন্যুকে পরিবেষ্টন করে দলে দলে নানাচিহ্নযুক্ত বাণসমূহ অভিমন্যুর প্রতি নিক্ষেপ করলেন। তিরের ন্যায় এক অভিমন্যুই বাণ দ্বারা উদ্বেলিত সমুদ্রতুল্য সেই কৌরবসৈন্যকে

ধারণ করলেন। কৌরবদের বাণ আকাশেই ছেদন করে অভিমন্যু তাঁদের প্রতিবিদ্ধ করতে লাগলেন। যুধ্যমান বিপক্ষ বীরগণ বা অভিমন্যুর মধ্যে কেউ পরাঙ্মুখ হলেন না। তখন দুর্যোধন ভ্রাতা দুঃসহ নয়টি বাণে, দুঃশাসন বারোটি বাণে, কৃপাচার্য তিনটি বাণে, দ্রোণ সর্প-বিষতুল্য সতেরোটি বাণে, ভূরিশ্রবা তিনটি, শল্য দুটি, শকুনি দুটি ও রাজা দুর্যোধন তিনটি বাণদ্বারা অভিমন্যুকে আঘাত করলেন। তখন চাপহস্ত ও প্রতাপশালী অভিমন্যু নাচতে নাচতে প্রত্যেক বিপক্ষ রক্ষীকে তিনটি করে বাণে আঘাত করলেন। তখন অশ্বকদেশের রাজপুত্র, ক্রুদ্ধ বেগবান গরুড়ের মতো দ্রুত অশ্ব নিয়ে অভিমন্যুর দিকে আসতেই অভিমন্যু দশটি বাণে তাঁকে প্রতিবিদ্ধ করলেন। তারপর অভিমন্যু ঈষৎ হাস্য করতে করতেই সারথিসমেত রাজা অশ্বকের মস্তক ছেদন করে ভূতলে ফেললেন।

অশ্বক রাজাকে নিহত দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, শকুনি, শল, শল্য, ভূরিশ্রবা, ক্রাথ, সোমদত্ত, বিবিংশতি, বৃষসেন, সুষেণ, কুণ্ডভেদী, প্রতর্দ্দন, বৃন্দারক, ললিত্থ, প্রবাহু, দীর্ঘলোচন ও দুর্যোধন একযোগে অভিমন্যুকে আক্রমণ করলেন। তখন অভিমন্যু মহাধনুর্ধরদের বাণে অত্যন্ত বিদ্ধ হয়ে একটি বর্ম ও দেহভেদী বাণ গ্রহণ করলেন এবং কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণটি কর্ণের দেহ ভেদ করে সাপ যেমন উইয়ের মাটির ভিতর প্রবেশ করে, সেইরূপ বেগে ভূতলে প্রবেশ করল। কর্ণ সেই গুরুতর প্রহারে ব্যথিত ও বিহ্বলের ন্যায় ভূমিকম্পে পর্বতের মতো সমরাঙ্গনে কম্পিত হলেন। তারপর অভিমন্যু তিনটি সুতীক্ষ্ণ বাণে সুষেণ, দীর্ঘলোচন ও কুণ্ডভেদী এই তিনজনকে বধ করলেন।

তখন কর্ণ পঁচিশটি, অশ্বত্থামা কুড়িটি এবং কৃতবর্মা সাতটি নারাচ দ্বারা অভিমন্যুকে আঘাত করলেন। সর্বাঙ্গ বাণব্যাপ্ত ও ক্রুদ্ধ অভিমন্যু তখন পাশহস্ত যমের ন্যায় বিচরণ করতে লাগলেন। বাণবর্ষণ করে অভিমন্যু শল্যকে আবৃত করে ফেললেন—শল্য অভিমন্যুর আঘাতে রথের উপর উপবেশন করলেন এবং মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। সমস্ত কৌরবসৈন্য দ্রোণের সামনেই পালাতে লাগল। আকাশে দেবগণ, পিতৃগণ, চারণগণ, যক্ষগণ ও সিদ্ধগণ অভিমন্যুর প্রশংসা করতে লাগলেন। শল্যকে অত্যন্ত বিদ্ধ ও মূর্ছিত দেখে তাঁর কনিষ্ঠতম ভ্রাতা দশটি বাণ দ্বারা অভিমন্যুকে আঘাত করে 'থাক থাক' এই কথা বললেন। তখন লঘুহস্ত অভিমন্যু তাঁর মাথা, গ্রীবা, হাত, পা, ধনু, অশ্ব, ছত্র, ধ্বজ, সারথি ইত্যাদি সমস্ত ছেদন করে ফেললেন। তখন কোনও ব্যক্তি আর তাঁকে মনুষ্যরূপে দেখতে পেল না। তাঁর অনুচরেরা অত্যন্ত ভীত হয়ে সকল দিকে পালাতে লাগল। তখন অভিমন্যু দ্রোণের সমক্ষেই কৌরবসেনাকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করলেন। যে তাঁর দিকে আগে এল তাঁকেই বধ করতে লাগলেন। কুমার কার্তিকের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করতে করতে অভিমন্যু বাণ দ্বারা দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, শল্য, অশ্বত্থামা, ভোজ, বৃহদ্বল, দুর্যোধন, ভূরিশ্রবা, শকুনি প্রমুখের সৈন্যকে পীড়ন করতে লাগলেন। মহাপ্রাজ্ঞ ও মহাপ্রতাপশালী দ্রোণ সমরাঙ্গনে যুদ্ধ-বিশারদ অভিমন্যুকে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল নয়ন হয়ে দুর্যোধনের হৃদয় উদ্বেল করে কৃপাচার্যকে ডেকে বললেন, "এই যুবা অভিমন্যু, সমস্ত কৌরবসৈন্য জয় করে রাজা যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, বন্ধু, সম্বন্ধী, নিরপেক্ষ লোক সকলকে আনন্দিত করে পাণ্ডবদের দিকে যাচ্ছেন। যুদ্ধে আমি এঁর তুল্য কাউকেই মনে করি না।

কারণ, ইনি ইচ্ছা করলেই সমস্ত কৌরববাহিনী সংহার করতে পারেন; কিন্তু কোনও কারণবশত তা করছেন না।"

দ্রোণের কথা শুনে ক্রুদ্ধ দুর্যোধন, কর্ণ, বাহ্লিক, কৃপ, দুঃশাসন, শল্য ও অন্য মহারথগণকে বললেন, "সকল ক্ষত্রিয়ের গুরু এবং বেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ দ্রোণ অর্জুনের মূর্খ পুত্রটিকে বধ করতে ইচ্ছা করেন না। নতুবা বীরগণ, অস্ত্রধারী দ্রোণের যুদ্ধে যমও মুক্ত হতে পারেন না। শিষ্যের পুত্র বলে ইনি অর্জুনের পুত্রকে রক্ষা করছেন। কারণ, ধার্মিকদের কাছে শিষ্য ও পুত্র প্রিয়, এবং তাঁদের সন্তানও প্রিয়। দ্রোণ রক্ষা করছেন, তাই অভিমন্যু আপনাকে বীর মনে করছে। সুতরাং নিজেকে নিজে বীর মনে করায় ওটা একটা মূর্খ। বীরগণ আপনারা অবিলম্বে এই মূর্খটাকে বধ করুন।" তখন দুঃশাসন দুর্যোধনের কথা শুনে বললেন, "মহারাজ আমি বলছি পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের সামনেই আমি ওকে বধ করব। রাহু যেমন সূর্যকে গ্রাস করে, সেইরকম আমি ওকে গ্রাস করব। আমি অভিমন্যুকে গ্রাস করেছি শুনে অত্যন্ত অভিমানী কৃষ্ণ ও অর্জুন নিশ্চয়ই জীবলোক ত্যাগ করে প্রেতলোক যাত্রা করবে। আবার তারা মরেছে শুনে নিশ্চয়ই পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্রগুলি দুর্বলতাবশত একদিনেই বন্ধুদের সঙ্গে জীবন ত্যাগ করবে। অতএব রাজা এই শত্রুটা নিহত হলে আপনার সমস্ত শত্রুই নিহত হবে। আপনি আমার মঙ্গল চিন্তা করুন। আমি এই আপনার শত্রু সংহার করছি।"

এই বলে সিংহনাদ করতে করতে ও শরবর্ষণ করতে করতে দুঃশাসন অভিমন্যুর দিকে যেতে লাগল। অভিমন্যু ছাব্বিশটি তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা তাঁর অভ্যর্থনা করলেন। মদমত্ত হস্তীর মতো দুঃশাসনও অভিমন্যুকে প্রহার করতে লাগলেন। তখন অভিমন্যু ঈষৎ হাস্য করতে করতে সম্মুখে অবস্থিত বাণবিক্ষত-দেহ শত্রু দুঃশাসনকে বললেন, "আমি আজ ভাগ্যবশত যুদ্ধে আগত অভিমানী, নিষ্ঠুর ধর্মত্যাগী এবং অন্যকে গালিদানে নিরত বীরকে দেখতে পেয়েছি। তুমি মূর্খ! সুতরাং অক্ষক্রীড়ায় জয়লাভে উন্মত্ত হয়ে বহুতর অনর্থজনক বাক্য বলে সভামধ্যে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সামনে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যে ক্রোধ উৎপন্ন করেছিলে, সেই মহাত্মার ক্রোধের ফলেই তুমি আজ আমার সম্মুখে এসেছ। দুর্মতি! এখন সেই অধর্মের ভয়ংকর ফল ভোগ করো। আজ সমস্ত রাজার সামনে তোমাকে বাণ দ্বারা শাসন করব। আজ যুদ্ধে আমি তাঁদের ক্রোধের, কোপিতা দ্রৌপদীর এবং পিতৃদেবের আকাঙ্ক্ষিত বিষয় সম্পন্ন করব। আজ আমি যুদ্ধে ভীমসেনের ঋণও পরিশোধ করব। তুমি যদি সমরাঙ্গন ত্যাগ না করো, তবে জীবিত অবস্থায় আমার হাত থেকে মুক্ত হতে পারবে না।" এই বলে মহাবাহু ও বিপক্ষবীরহন্তা অভিমন্যু কাল, অগ্নি ও বায়ুর তুল্য মহাশক্তিশালী দুঃশাসন-নাশক একটি বাণ সন্ধান করলেন। সেই তীক্ষ্ণ বাণ দুঃশাসনের বুকের কাছে দ্রুত গিয়ে তাঁর স্কন্ধ-সন্ধিস্থান ভেদ করে পুঙ্খের সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করল। তারপর আবার অভিমন্যু অগ্নিসমস্পর্শ ও কান পর্যন্ত টেনে পঁচিশটি তীক্ষ্ণ শর দ্বারা দুঃশাসনকে পীড়ন করলেন। তখন দুঃশাসন দৃঢ়বিদ্ধ ও ব্যথিত হয়ে রথের উপর বসে পড়লেন এবং গুরুতর মূর্ছাপ্রাপ্ত হলেন। এই সময় তাঁর সারথি ত্বরান্বিত হয়ে অভিমন্যুর বাণে পীড়িত ও অচেতন দুঃশাসনকে সমরমধ্য থেকে সরিয়ে নিল।

পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, বিরাট, পাঞ্চালগণ ও কেকয়গণ দূর থেকে অভিমন্যুকে দেখে সিংহনাদ করে উঠলেন। পাণ্ডবসেনার বাদ্যকারেরা আনন্দিত হয়ে সমস্ত স্থানে নানাবিধ বাজনা বাজাতে লাগলেন।

তখন দুর্যোধন কর্ণকে বললেন, "কর্ণ দেখো বীর দুঃশাসন যুদ্ধে সূর্যের ন্যায় শত্রুগণকে সন্তপ্ত ও নিহত করছিলেন, সেই অবস্থায় তিনি অভিমন্যুর বশীভূত হয়েছেন। আবার অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে সিংহের মতো বলমত্ত এই পাণ্ডবেরা অভিমন্যুকে রক্ষা করবার জন্য উদ্যত হয়ে তোমাদের অভিমুখে ধাবিত হয়ে আসছে। তখন কর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অভিমন্যুর উপর তীক্ষ্ণবাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। এবং বীর কর্ণ তীক্ষ্ণ ও উত্তম বাণসমূহের দ্বারা সমরাঙ্গনে অবজ্ঞাপূর্বক অভিমন্যুর অনুচরগণকেও বিদ্ধ করতে থাকলেন। মহামনা অভিমন্যুও দ্রোণের কাছে যাবার ইচ্ছা করে একুশটি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করলেন। পরশুরামের শিষ্য, অস্ত্রজ্ঞশ্রেষ্ঠ, প্রতাপশালী কর্ণ যুদ্ধে নানাবিধ অস্ত্র দ্বারা শত্রুদুর্ধর্ষ অভিমন্যুকে পীড়ন করতে লাগলেন। দেবতুল্য প্রভাবশালী অভিমন্যু কর্ণের অস্ত্রবর্ষণে সেইরূপ পীড়িত হতে থেকেও যুদ্ধে অবসন্ন হলেন না।

তখন অভিমন্যু শিলাশাণিত, তীক্ষ্ণ, নতপর্ব, ভল্লসমূহদ্বারা কর্ণ সহচর বীরগণের ধনুগুলি ছেদন করে ঈষৎ হাসতে হাসতেই ধনুক ঘোরাতে ঘোরাতে সর্পতুল্য বাণসমূহ দ্বাবা ছত্র, ধ্বজ, সারথি ও অশ্বগণের সঙ্গে কর্ণকে পীড়ন করলেন। অভিমন্যু আবার কর্ণনিক্ষিপ্ত বাণগুলিও অবিচলিত চিত্তে গ্রহণ করতে থাকলেন। ক্রমে বলবান ও বীর অভিমন্যু এক এক বাণে কর্ণের ধ্বজ ও ধনু ছেদন করে ভূতলে নিপাতিত করলেন।

কর্ণ বিপদাপন্ন হয়েছেন দেখে কর্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধনু ধারণ করে বারবার গর্জন ও ধনুর গুণ আকর্ষণ করে কর্ণ ও অভিমন্যুর রথদ্বয়ের মধ্যস্থানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি দশটি বাণ দ্বারা ছত্র, ধ্বজ, সারথি ও অশ্বগণের সঙ্গে দুর্ধর্ষ অভিমন্যুকে সত্বর বিদ্ধ করলেন। ক্রমে অভিমন্যু ঈষৎ হাস্য করতে করতে ধনু আকর্ষণ করে একটি বাণ দ্বারা কর্ণের ভ্রাতার মস্তক ছেদন করে ভূতলে ফেলে দিলেন। ভ্রাতার মৃত্যুতে কর্ণ দারুণ ব্যথিত হলেন। অভিমন্যু বাণ দ্বারা কর্ণকেও পরাজিত করলেন। বেগবান অশ্বগণ অতি দ্রুত কর্ণকে সমরাঙ্গন থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। তখন কৌরবসৈন্য সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হতে লাগল। রণক্ষেত্রে একা জয়দ্রথ ব্যতীত কোনও কৌরব-প্রধান অভিমন্যুর সম্মুখে থাকতে পারলেন না। অভিমন্যু একা কৌরবসৈন্য মধ্যে অবস্থান করতে লাগলেন। প্রদত্ত অগ্নি যেমন তৃণরাশি দগ্ধ করে, সেইরকম বেগে অভিমন্যু শত্রুগণকে দগ্ধ করতে লাগলেন। অভিমন্যু তখন সমস্ত দিক ও বিদিক বিচরণ করছিলেন। তবু সৈন্যগণের ধূলিজালে আবৃত থাকায় তাঁকে আর দেখা যাচ্ছিল না। ক্ষণকাল মধ্যে দেখা গেল, অভিমন্যু হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের আয়ু হরণ করছেন এবং মধ্যাহ্নকালের সূর্যের মতো শত্রুগণকে সন্তপ্ত করছেন। কৌরবসৈন্য সম্পূর্ণ ভগ্ন হল। অবশেষে ধৃতরাষ্ট্রের জামাতা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ব্যতীত আর কেউ রণক্ষেত্রে রইলেন না। দ্রৌপদী হরণের পর ধরা পড়ে জয়দ্রথ ভীমের হাতে চূড়ান্ত নিগৃহীত হয়েছিলেন। ভীম অর্ধ-চন্দ্র বাণে তাঁর মাথা ইতস্তত কামিয়ে ছেড়ে দেন। জয়দ্রথ তখন মহাদেবের কঠিন আরাধনায় ব্রতী হন। শেষ পর্যন্ত মহাদেব দেখা দিয়ে বর দেন যে, অর্জুন ব্যতীত অন্য চার পাণ্ডবকে তিনি যুদ্ধে বাধা দিতে পারবেন।

জয়দ্রথ শরবর্ষণ করে সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, শিখণ্ডী এবং যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেবকে নিপীড়িত করতে লাগলেন। অভিমন্যু ব্যূহ প্রবেশের যে পথ করেছিলেন জয়দ্রথ তা রুদ্ধ করে দিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধারা দ্রোণসৈন্য ভেদ করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু জয়দ্রথ তাঁদের বাধা দিলেন। কুরুসৈন্য বেষ্টিত হয়ে অভিমন্যু একাকী দারুণ যুদ্ধ করতে লাগলেন। শল্যপুত্র রুক্মরথ ও দুর্যোধনপুত্র লক্ষ্মণ অভিমন্যুর হাতে নিহত হলেন। লক্ষ্মণকে নিধন করবার পূর্বে অভিমন্যু এক অবিশ্বাস্য কাজ করলেন। লক্ষ্মণ তখন দুর্যোধনের নিকট অবস্থিত ছিলেন, অভিমন্যু সেইভাবে অবস্থিত লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হলেন। তখন লক্ষ্মণ সুনিশ্চিত ও তীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা বিপক্ষবীরহন্তা অভিমন্যুর বাহুযুগলে ও বক্ষঃস্থলে আঘাত করলেন। দণ্ডতাড়িত সর্পের ন্যায় মহাবাহু অভিমন্যুকে লক্ষ্মণ আঘাত করলে অভিমন্যু বললেন, "লক্ষ্মণ তুমি জগৎটাকে ভাল করে দেখে নাও। কারণ, এখুনি তুমি পরলোক যাবে। তোমার আত্মীয়-স্বজন-বান্ধবদের সামনেই আমি তোমাকে যমালয়ে পাঠাব।" এই বলে মহাবাহু ও বিপক্ষবীরহন্তা অভিমন্যু খোলসশূন্য সর্পের তুল্য একটি ভল্ল নিক্ষেপ করলেন। অভিমন্যুর বাহুনিক্ষিপ্ত সেই ভল্লটা গিয়ে লক্ষ্মণের সুদৃশ্য, সুন্দর নাসিকা ও ভ্রূযুক্ত, কেশবিন্যাসে অতিমনোহর এবং কুণ্ডলসমন্বিত মস্তকটিকে হরণ করল। লক্ষ্মণের সেই মৃত্যু দেখে সেখানকার লোকেরা উচ্চ স্বরে হাহাকার করতে লাগল। প্রিয় পুত্র নিহত হলে ক্ষত্রিয়রাজ দুর্যোধন ক্ষিপ্ত হয়ে যোদ্ধাদের বললেন, "অবিলম্বে এটাকে বধ করুন।"

তখন দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল ও হৃদিকপুত্র কৃতবর্মা—এই ছয় রথী গিয়ে অভিমন্যুকে পরিবেষ্টন করলেন। ক্রুদ্ধ অভিমন্যু তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা তাঁদের আঘাত করে পরাজিত করলেন এবং বেগে জয়দ্রথের বিশাল সৈন্যের দিকে অগ্রসর হলেন। কলিঙ্গ ও নিষাদদেশীয় সৈন্যদের নিয়ে বলবান ক্রাথপুত্র অভিমন্যুর পথ রোধ করলেন। ক্রাথপুত্র হস্তীসৈন্য নিয়ে অভিমন্যুকে আক্রমণ করলেন। ইতোমধ্যে দ্রোণ প্রভৃতি রথীরাও ফিরে এসে অভিমন্যুকে তীক্ষ্ণ শরাঘাত করতে লাগলেন। অভিমন্যু বাণক্ষেপে রথীদের নিবৃত্ত করে ক্রাথপুত্রকে বধ করার ইচ্ছা করলেন। ক্রমে অভিমন্যু ক্রাথপুত্রের ধনু বাণ ও কেয়ূরযুক্ত বাহুযুগল, মুকুটশোভিত মস্তক, ছত্র, ধ্বজ, সারথি ও অশ্বগুলিকে ছেদন করে নিপাতিত করলেন। কুল, শীল, শাস্ত্রজ্ঞান, শক্তি, কীর্তি ও অস্ত্রবলসম্পন্ন ক্রাথপুত্র নিহত হলে, অন্য বীরেরাও পিছিয়ে যেতে থাকলেন।

তখন দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল ও হৃদিকপুত্র কৃতবর্মা—এই ছ'জন রথী আবার অভিমন্যুকে আক্রমণ করতে অগ্রসর হলেন। অভিমন্যু পঞ্চাশটি বাণ দ্বারা দ্রোণকে, কুড়িটি দ্বারা বৃহদ্বলকে, আশিটি দ্বারা কৃতবর্মাকে, ষাটটি দ্বারা কৃপাচার্যকে এবং তীক্ষ্ণ দশটি বাণ দ্বারা অশ্বত্থামাকে আঘাত করলেন। তারপর অভিমন্যু পীতবর্ণ, সুতীক্ষ্ণ কর্ণি নামক একটি উত্তম বাণদ্বারা কর্ণের কর্ণদেশে আঘাত করলেন। সমবেত রথীরা একযোগে অভিমন্যুকে আঘাত করতে লাগলেন। তখন কর্ণ একটি বাণ দ্বারা রাজপুত্র বৃহদ্বলের হৃদয় বিদীর্ণ করলেন। খড়্গ ও চর্মধারী দশ সহস্র ক্ষত্রিয় অমঙ্গলসূচক বাক্য বলতে থাকায় অভিমন্যু তাঁদেরও পরাজিত করলেন। অভিমন্যু পুনরায় একটি কর্ণি দ্বারা কর্ণের কর্ণদেশ বিদ্ধ করলেন এবং আরও পঞ্চাশটি বাণ দ্বারা কর্ণকে আঘাত করলেন। তারপর অভিমন্যু অশ্ব,

সারথি, ধ্বজ ও রথের সঙ্গে কর্ণের সহচর ছয়জন বিচিত্রযোধী বীরকে বধ করলেন। তিনি ছ'টি বাণ দ্বারা চারটি অশ্ব ও সারথিসমেত মগধরাজ জয়ৎসেনের পুত্র যুবা অশ্বকেতুকে নিপাতিত করলেন। তখন দুঃশাসনের পুত্র গিয়ে চারটি বাণদ্বারা অভিমন্যুর চার অশ্বকে এবং একটি বাণ দ্বারা সারথিকে বিদ্ধ করে দশ বাণে অভিমন্যুকে বিদ্ধ করলেন। অভিমন্যু সাতটি বাণদ্বারা দুঃশাসনের পুত্রকে বিদ্ধ করে উচ্চ স্বরে বলে উঠলেন, "তোমার পিতা কাপুরুষের ন্যায় রণস্থল ত্যাগ করে গিয়েছেন। ভাগ্যবশত তুমি যুদ্ধ করতে জানো বটে, তবে আজ আমার হাত থেকে রক্ষা পাবে না।" তখন অভিমন্যু শিল্পী-পরিমার্জিত একটি নারাচ দুঃশাসনপুত্রের উপরে নিক্ষেপ করলেন। অশ্বত্থামা তিনটি বাণ দ্বারা সেটাকে ছেদন করলেন। অভিমন্যু অশ্বত্থামার ধ্বজ ছেদন করলেন ও তিনটি বাণ দ্বারা শল্যকে তাড়ন করলেন। অবিচলিত শল্য ন'টি বাণদ্বারা অভিমন্যুর হৃদয়ে পীড়ন করলেন। অভিমন্যু শল্যের ধ্বজ ছেদন করে, পিছনের দুই সারথিকে বধ করে ছ'টি লৌহময় বাণে শল্যকে বিদ্ধ করলেন। তখন শল্য সরে গিয়ে অন্য রথে উঠে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলেন। অভিমন্যু তখন শত্রুঞ্জয়, চন্দ্রকেতু, মেঘবেগ, সুবর্চা ও সূর্যভাস—এই পাঁচজন বীরকে বধ করে শকুনিকে বিদ্ধ করলেন।

তখন শকুনি তিনটি বাণ দ্বারা অভিমন্যুকে বিদ্ধ করে রাজা দুর্যোধনকে বললেন, "আমরা সকলে মিলে একে বধ করি। একা একা যুদ্ধ করলে এ সকলকে বধ করবে।"

অথাব্রবীত্তথা দ্রোণং কর্ণো বৈকর্ত্তনো রণে।
পুরা সর্বান প্রমথ্নাতি ব্রূহ্যস্য বধমাশু নঃ ॥ দ্রোণ : ৪২ : ৪১ ॥

তারপর সূর্যপুত্র কর্ণও দ্রোণকে সেকথাই বললেন, "আচার্য হয়তো অভিমন্যু শেষ পর্যন্ত আমাদের সকলকেই যুদ্ধে বধ করবে। অতএব আপনি সত্বর অভিমন্যু-বধের উপায় আমাদের বলুন।"

তখন মহাধনুর্ধর দ্রোণ তাদের সকলকে বললেন, "এই কুমারটির কোনও ছিদ্র কি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন? এই নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবনন্দন পিতার ন্যায় সকল দিকে বিচরণ করে অতিদ্রুত বাণ নিক্ষেপ করছেন—এর কেবলমাত্র মণ্ডলীকৃত ধনুখানাই দেখা যাচ্ছে। বিপক্ষবীরহন্তা এই সুভদ্রানন্দন বাণ দ্বারা আমার প্রাণ ব্যথিত বা আমাকে মোহিত করেও অত্যন্ত আনন্দিত করছে। এই অভিমন্যু যুদ্ধে বিচরণ করতে থেকে আমার অত্যন্ত আনন্দ জন্মাচ্ছে। ক্রুদ্ধ মহারথেরা এর কোনও ছিদ্র দেখতে পাচ্ছেন না। লঘুহস্ত অভিমন্যু বাণ দ্বারা সকলদিক ব্যাপ্ত করছে—যুদ্ধে অর্জুনের সঙ্গে এর কোনও পার্থক্যই দেখা যাচ্ছে না।" তখন কর্ণ অভিমন্যুর বাণে পুনরায় আহত হয়ে দ্রোণকে বললেন, "আচার্য অভিমন্যু যেরকম পীড়া দিচ্ছে, তাতে আমি থাকতে হয় বলে আছি। এই তেজস্বী কুমারের অতিদারুণ ও অগ্নির মতো ওজস্বী বিশাল বাণগুলি আজ আমার বক্ষ বিদীর্ণ করে দিচ্ছে।" তখন দ্রোণাচার্য মৃদু হাস্য করতে করতে কর্ণকে বললেন, "এর বর্ম অভেদ্য, এ যুবক এবং দ্রুতপরাক্রমশালী। এই বর্ম ধারণের নিয়ম এর পিতাকে আমিই বলেছিলাম। শত্রুনগরবিজয়ী এই অভিমন্যু নিশ্চয়ই সে সমস্ত জানে। বিশেষ সন্ধান করে বাণ দ্বারা এর ধনু, গুণ ও ঘোড়ার লাগাম

ছেদন করা যেতে পারে এবং ঘোড়াগুলিকে ও পিছনের সারথি দুইজনকে বধ করাও সম্ভবপর।

এবং কুরু মহেষ্বাস! রাধেয়! যদি শক্যতে।
অথৈনং বিমুখীকৃত্য পশ্চাৎ প্রহরণং কুরু ॥ দ্রোণ : ৪২ : ৫৩ ॥

"অতএব মহাধনুর্ধর কর্ণ! যদি পারো, তবে তাই করো; তারপর একে বিমুখ করে পিছনের দিক থেকে প্রহার করতে থাকো।"

"ও যদি ধনুযুক্ত থাকে, তবে দেব-দানবেরাও ওকে জয় করতে পারবেন না। সুতরাং ওকে যদি বধ করতে চাও, তবে ওকে রথবিহীন ও ধনুশূন্য করো।"

সূর্যপুত্র কর্ণ দ্রোণাচার্যের কথা শুনে দ্রুত পিছনের দিকে গিয়ে অভিমন্যুর ধনু ছেদন করলেন। দ্রোণ অভিমন্যুর অশ্বগুলিকে, কৃপ তাঁর পৃষ্ঠবর্তী সারথি দুজনকে বধ করলেন, আর অবশিষ্ট মহারথেরা ছিন্নকার্মুক অভিমন্যুর উপর বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। নির্দয় দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, দুর্যোধন এবং শকুনি এই ছয় মহারথ রথবিহীন, বালক ও একাকী অভিমন্যুর উপর অবিশ্রান্ত বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। তখন ছিন্নকার্মুক, রথবিহীন অথচ বীরশোভায় শোভিত অভিমন্যু ক্ষত্রিয়ধর্ম রক্ষা করেই খড়্গ ও চর্ম ধারণ করে আকাশপথে রথ থেকে লাফ দিয়ে উঠলেন। শীঘ্রতা ও শক্তির গুণে গরুড়ের মতো অভিমন্যু ভূতল অপেক্ষা আকাশপথে অধিক বিচরণ করতে লাগলেন। তখন 'তরবারিধারী অভিমন্যু আমার উপরেই পতিত হবে'—এই ভয়ে সেই মহারথেরা ঊর্ধ্বদৃষ্টি হয়ে ছিদ্র খুঁজে অভিমন্যুকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করতে লাগলেন। ক্রমে মহাতেজা ও শত্রুবিজয়ী দ্রোণ ত্বরিতগতিতে একটি বাণ দ্বারা অভিমন্যুর তরবারির মণিময় মুষ্টিদেশ ছেদন করলেন। অভিমন্যুর অসি ও চর্ম নষ্ট হয়ে গেল, সমস্ত অঙ্গও বাণে পরিপূর্ণ হয়ে পড়ল, তথাপি তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে পুনরায় আকাশ থেকে ভূতলে এসে রথের চাকা তুলে দ্রোণের দিকে ধাবিত হলেন। তৎকালে অভিমন্যুর অঙ্গসকল চক্রের কিরণে উজ্জ্বল এবং ধূলিজালে শোভিত হয়েছিল। চক্রধারণ করায় তাঁকে চক্রধারী কৃষ্ণের মতো বোধ হচ্ছিল।

অভিমন্যুর পরিধানের বস্ত্রখানি গলিত রক্তের ধারায় রঞ্জিত হয়েছিল, ভ্রুকুটি করায় মুখমণ্ডল বিশেষ কুটিল দেখাচ্ছিল এবং তিনি গুরুতর সিংহনাদ করছিলেন। এই অবস্থায় অস্ত্রপ্রভাবসম্পন্ন ও মহাবল অভিমন্যু সমরাঙ্গনে বিশেষ রাজাদের মধ্যে প্রকাশ পেতে থাকলেন। তৎকালে বায়ু তাঁর কেশকলাপ সঞ্চালন করতে থাকায় তাঁর দেহটি বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। আবার চক্রটির ভিতরের তেরচা কাঠগুলি সুন্দর সাজানো থাকায় তাও সুন্দর বলে বোধ হচ্ছিল, এবং সেই চক্রটি তিনি তুলে ধরেছিলেন। তাঁর সে আকৃতির দিকে তাকানো দেবগণের পক্ষেও কঠিন ছিল। রাজারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে সেই চক্রটিকে বহুখণ্ডে ছেদন করে ফেললেন। শত্রুরা অভিমন্যুর ধনু, রথ, তরবারি ও চক্র বিনষ্ট করলে, তিনি গদাধারণ করে অশ্বত্থামাকে আঘাত করার জন্য ধাবিত হলেন। অশ্বত্থামা বজ্রের মতো উজ্জ্বল ও উদ্যত গদা দেখে রথ থেকে নেমে তিন লাফে সরে গেলেন। গদাঘাতে অশ্বত্থামার চারটি অশ্ব ও দুই পৃষ্ঠসারথিকে বধ করে বাণব্যাপ্ত দেহে শজারুর মতো দৃষ্টিগোচর হতে

লাগলেন অভিমন্যু। তারপর অভিমন্যু সুবলপুত্র কালিকেয়কে নিষ্পেষিত করলেন এবং তাঁর সাতাত্তরজন অনুচরের বিনাশ ঘটালেন। কেকয়দের সাতজন রথীকে, দশটা হাতিকে এবং দুঃশাসনপুত্রের অশ্বসহ রথকে চূর্ণ করে ফেললেন।

তারপর দুঃশাসনপুত্র ক্রুদ্ধ হয়ে গদা তুলে অভিমন্যুর দিকে ধাবিত হলেন এবং পরস্পরকে বধাকাঙ্ক্ষী হয়ে গদাঘাতে পরস্পরকে জর্জরিত করতে থাকলেন। ক্রমে শত্রুসন্তাপকারী সেই দুই বীর গদার অগ্রভাগ দিয়ে পরস্পরকে আঘাত করতে করতে সমরমধ্যে ভূতলে পতিত হলেন। দুঃশাসনপুত্রের চেতনা আগে ফিরল, অভিমন্যু তখন ধীরে ধীরে ওঠবার চেষ্টা করছেন, দুঃশাসনপুত্র আগে উঠে তাঁর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করলেন। বিপক্ষবীরহন্তা অভিমন্যু দীর্ঘকাল যুদ্ধ করায় পরিশ্রমে ক্লান্ত ছিলেন, সেই গুরুতর আঘাত পাওয়ায় অচৈতন্য অবস্থায় ভূতলে পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন। অভিমন্যুকে নিহত হয়ে পতিত দেখে কৌরবপক্ষের যোদ্ধারা গিয়ে তাঁকে পরিবেষ্টন করলেন। বালক ও অপ্রাপ্তযৌবন অভিমন্যু নিহত হলে, যুধিষ্ঠিরের সামনেই সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য পলায়ন করতে লাগল। যুধিষ্ঠির সেই যোদ্ধাদের চিৎকার করে বললেন, "যিনি পরাজিত হয়ে নিহত হননি, সেই বীর স্বর্গে গমন করেছেন। আপনারা মনস্থির করুন, ভয় করবেন না, আমরা যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করব। যুদ্ধে তীক্ষ্ণবিষ সর্পের তুল্য ভীষণ এবং সমবেত বহুতর রাজপুত্রকে যুদ্ধে প্রথমে বধ করে পরে অভিমন্যু তাঁদের অনুসরণ করেছেন। অভিমন্যু দশ সহস্র সৈন্য ও মহারথ বৃহদ্বলকে বধ করে নিশ্চয়ই ইন্দ্রলোকে গমন করেছেন। পুণ্যকর্মকারী অভিমন্যু সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতি সংহার করেও যুদ্ধে তৃপ্তিলাভ না করে পুণ্যকারিগণের পুণ্যবিজিত স্থায়ী লোকে গমন করেছেন। সুতরাং তাঁর জন্য শোক করা উচিত নয়।"

চন্দ্রপুত্র বর্চা। ভীষণ ভালবাসতেন চন্দ্রদেব তাঁর পুত্রকে। অংশাবতরণ পর্বে দানব দলনের জন্য দেবতারা যখন প্রায় সকলেই মর্ত্যভূমিতে নেমে এলেন, তখনও চন্দ্র তাঁর পুত্রকে ছাড়তে চাননি। শেষকালে কর্তব্য সম্পাদনের জন্য অতি অল্পকালের জন্য তিনি প্রিয় পুত্রকে পৃথিবীতে পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। বর্চা সুভদ্রার গর্ভে অর্জুনের ঔরসে অভিমন্যু নাম নিয়ে জন্মালেন।

অভিমন্যুর অসামান্য বীরত্বের কথা বর্তমান কাহিনিতে প্রতিষ্ঠিত। ভীষ্ম রথী-মহারথ গণনাকালে বলেছিলেন, অভিমন্যু অতিরথ, বীরত্বে ও রণকুশলতায় পিতা অর্জুন অথবা মাতুল কৃষ্ণের সমকক্ষ অথবা অধিক। বর্তমান কাহিনিতে তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। কৌরবপক্ষীর প্রধান রথীরা একক যুদ্ধে একজনও তাঁর সঙ্গে পারেননি। দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন, দুর্যোধন, বৃহদ্বল, ক্রাথ—সকলেই তাঁর হাতে পরাস্ত হয়েছেন। কর্ণের কান তিনি দু'বার কেটে দিয়েছিলেন, কর্ণ রণক্ষেত্র থেকে সরে গিয়েছিলেন। অপসৃত হয়েছিলেন দুঃশাসন, অশ্বত্থামাও। দ্রোণ, দুর্যোধন, কৃপাচার্য নিরাপদ

দূরত্বে সরে গিয়েছিলেন। নিহত হয়েছিলেন বৃহদ্বল ও ক্রাথ। সহস্র সহস্র কৌরবসৈন্য সংহার করেছিলেন অভিমন্যু। মহাদেবের বরে সেদিন অজেয় ছিলেন জয়দ্রথ। চক্রব্যূহ রচনা করে দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে ধরতে আসছিলেন। যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে অভিমন্যু চক্রব্যূহ ভেদ করে অগ্রসর হন। কিন্তু আর কেউ তাঁর সঙ্গী হতে পারেননি। জয়দ্রথ সবাইকে আটকে দিয়েছিলেন।

সমস্ত শত্রুসৈন্যের মধ্যে অভিমন্যু একা। কিন্তু একবারও তাঁর মুখ থেকে সঙ্গীহীনতার কোনও আক্ষেপ শোনা যায়নি। শত্রুমধ্যে একা বিচরণ করেছেন, গ্রহণ করেছেন সমস্ত কৌরবসৈন্যকে—পীড়ন করেছেন শ্রেষ্ঠ রথীদের, পরাজিত করেছেন। সহায়তার জন্য একবারও পিতা অর্জুন বা মাতুল কৃষ্ণের কথা চিন্তা করেননি।

শেষ পর্যন্ত ভীত, পরাজিত শকুনি ও কর্ণের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন সেনাপতি দ্রোণ। এই পর্বে দ্রোণ এবং কর্ণকে চূড়ান্ত খারাপ লাগে পাঠকের। কর্ণ যিনি বীরত্বের জন্য সারাজীবন শ্লাঘা বোধ করতেন, তিনি সপ্তরথীর সঙ্গে মিলিত হয়ে পিছন থেকে অভিমন্যুকে অস্ত্রাঘাত করতে লাগলেন। আর সমস্ত পরামর্শ দিলেন আচার্য দ্রোণ। মনে পড়ে যায়, গুরুর ধর্ম কীভাবে দ্রোণ লঙ্ঘন করেছিলেন একলব্যের কাছে গুরুদক্ষিণা চাওয়ার সময়ে। গুরুর ধর্ম, ব্রাহ্মণের ধর্ম সমস্ত লঙ্ঘন করেছিলেন দ্রোণ—তাও সর্বাপেক্ষা প্রিয় শিষ্যের বীরপুত্রকে হত্যা করার জন্য। মহাকাল কিন্তু ছাড়েননি দ্রোণাচার্যকে। একইভাবে নিরস্ত্র অবস্থায় দ্রোণাচার্যের কেশাকর্ষণ করে মুণ্ড কেটে নিয়েছিলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন। অর্জুন ক্ষুব্ধ হওয়া সত্ত্বেও ধৃষ্টদ্যুম্নের সে আচরণ ছিল অতি স্বাভাবিক বিচার। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই, ভীষ্ম সেনাপতি থাকলে কখনওই অভিমন্যুকে এইভাবে হত্যার অনুমতি দিতেন না।

এই ঘটনার পর অর্জুনের প্রতিক্রিয়াও একটু অদ্ভুত লাগে। অর্জুন পরদিন সূর্যাস্তের পূর্বে জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা করলেন। অর্জুন কৃষ্ণের সহায়তায় সে-প্রতিজ্ঞা পালন করেছিলেন। এই ঘটনায় যুধিষ্ঠিরের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—"অর্জুন অল্প কারণে জয়দ্রথ বধ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। আমি তাতে সন্তোষ বোধ করিনি। অর্জুনের উচিত ছিল দ্রোণ কিংবা কর্ণ বধের প্রতিজ্ঞা করা।" আমরা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে একমত। অভিমন্যুকে হত্যা করা হয়েছিল। সে হত্যা জয়দ্রথ করেননি, করেছিলেন দ্রোণ কর্ণ সমেত সপ্তরথী। এক আধুনিক কবি বড় সুন্দর লিখেছিলেন, "সাত মহারথী শিশুরে বধিয়া ফুলায় বেহায়া ছাতি।" এই বেহায়া ছাতি ফুলানোর লোক সেকালেও ছিল, একালেও আছে। এঁদের সমর্থকও আছে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে প্রিয়পুত্র বর্চা পিতা চন্দ্রের কাছে ফিরে গেলেন। মর্ত্যভূমিতে রেখে গেলেন বিধবা স্ত্রী উত্তরা এবং তাঁর গর্ভে বেড়ে ওঠা অসম্পূর্ণ ভাবী ভারতসম্রাট পরীক্ষিৎকে।

৬৮

মৃত্যুর উৎপত্তি

[যুধিষ্ঠির অভিমন্যুকে ভীষণ ভালবাসতেন। অভিমন্যুর মৃত্যু তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। পৃথিবীর শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধে দীর্ঘকাল অধিকার ছিল অভিমন্যুর। যুধিষ্ঠিরের মন যখন অত্যন্ত বিচলিত, তখন মহর্ষি ব্যাস এলেন তাঁর কাছে। যুধিষ্ঠিরকে জানালেন যে, তাঁর মতো ধীরস্থির ব্যক্তির পক্ষে এতখানি উদভ্রান্ত হওয়া শোভা পায় না। যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবকে বললেন, "এই মৃত্যু কে? এর স্বরূপ কী?" তখন মহর্ষি ব্যাস তাঁকে জানালেন অকম্পন নামক রাজশ্রেষ্ঠের কাছে বলা নারদের কাহিনি। আমরা দেবর্ষি নারদ কথিত সেই কাহিনিই বর্তমান মুহূর্তে আলোচনা করব]।

মহাতেজা ও মহাপ্রভাবশালী পিতামহ ব্রহ্মা প্রথম সৃষ্টির সময়ে প্রাণীগণকে সৃষ্টি করে এই জগৎ প্রাণীগণে পরিপূর্ণ দেখে বুঝলেন, এদের সংহারও আবশ্যক। কিন্তু তিনি চিন্তা করেও প্রাণী সংহারের উপায় স্থির করতে পারলেন না। তখন ক্রোধবশত তাঁর কর্ণ প্রভৃতি রন্ধ্র থেকে অগ্নি উত্থিত হল। সেই অগ্নি জগৎ দগ্ধ করার ইচ্ছায় সমস্ত দিক ও বিদিক ব্যাপ্ত করল। মাহাত্ম্যশালী ও দাহদক্ষ প্রবল অগ্নি গুরুতর ক্রোধের বেগে সকলের ভয় সৃষ্টি করেই যেন স্বর্গ, মর্ত্য, আকাশ—এমনকী শিখাসমূহ ব্যাপ্ত চরাচর সমগ্র জগৎ দগ্ধ করতে প্রবৃত্ত হল—তখন স্থাবর ও জঙ্গম ভূতসকল নষ্ট হতে লাগল।

> ততো হরো জটী স্থাণুর্নিশাচরপতিঃ শিবঃ।
> জগাম শরণং দেবং ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্ ॥ দ্রোণ : ৪৫ : ৪৩ ॥

"তখন জটাধারী, স্থিরস্বভাব, ভূতপতি ও মঙ্গলময় মহাদেব এসে দেবপরমেষ্ঠী ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন।"

সেই মহাদেব জগতের হিতকামনায় আগমন করলে, পরমদেবতা ও মহামুনি ব্রহ্মা তেজে জ্বলতে থেকেই যেন বললেন, "অভীষ্টপ্রাপ্তিযোগ্য পুত্র! তুমি আমার সংকল্পেই জন্মেছ; অতএব তোমার কোন কাজ করব? স্থাণু! তুমি যা ইচ্ছা করো, তা বলো; আমি তোমার সমস্ত প্রিয় কার্য করব।" তখন মহাদেব বললেন, "প্রভু! আপনি ভূতসৃষ্টির জন্য যত্ন করেছিলেন, পরে নানাবিধ ভূত সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলিও বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার আপনার ক্রোধে সে সমস্তই দগ্ধ হচ্ছে। তা দেখে আমার দয়া জন্মেছে। অতএব প্রভু! ভগবান! আপনি প্রসন্ন হোন।"

ব্রহ্মা বললেন, "আমি বিনা কারণে ক্রুদ্ধ হইনি। জগৎ ধ্বংস করার কোনও বাসনাও আমার ছিল না। কিন্তু পৃথিবীর হিত কামনাতেই আমার ক্রোধ জন্মেছিল। কারণ, মহাদেব! এই পৃথিবীদেবী ভারার্ত হয়ে প্রাণীগণের সংহারের জন্য সর্বদা আমাকে অনুরোধ করছেন। তখন আমি বহু প্রকার তপস্যা করি, কিন্তু তাতেও আমি অপরিমেয় জগতের সংহার উপায় খুঁজে পাইনি; তখনই আমার ক্রোধ উৎপন্ন হয়।"

মহাদেব বললেন, "জগদীশ্বর! আপনি জগৎ-সংসার নিবৃত্তির জন্য প্রসন্ন হোন, ক্রোধ করবেন না, স্থাবর-জঙ্গম প্রাণীগণকে বিনষ্ট করবেন না। ভগবন্! আপনার অনুগ্রহেই এই জগৎটা তিন ভাবে চলছে; যা পূর্বে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। আপনি ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে অগ্নিকে সৃষ্টি করেছিলেন। সেই অগ্নি প্রস্তরসমূহ, বৃক্ষ, নদী, সমস্ত ক্ষুদ্র জলাশয় এবং সমগ্র তৃণ-লতা দগ্ধ করছে; ক্রমে স্থাবর জঙ্গম জগৎ নিঃশেষ করবে। অতএব ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হোন। আপনার ক্রোধ না থাকাই আমার বর। আপনি নিবৃত্ত হোন, আপনার তেজ রূপে অগ্নি আপনাতেই বিলীন হয়ে যাক। অতএব দেব! আপনি জগতের হিতকামনা করে বিশেষ প্রসন্ন দৃষ্টিতে তা দেখুন। যাতে সকল প্রাণী ধ্বংস থেকে নিবৃত্তি পায়, তা করুন। নূতন প্রাণীর জন্ম তো হচ্ছেই না, বর্তমান যেগুলি আছে, সেগুলিকে ধ্বংস করবেন না। লোকনাশক! আপনি আমাকে জগতে দেবাধীশ্বর পদে নিযুক্ত করেছেন, আমার এই জগৎটা যেন ধ্বংস না হয়, সেই কারণেই আপনাকে এই অনুরোধ করছি।"

তখন ভগবান, প্রভাবশালী ও জগৎপূজিত ব্রহ্মা, অগ্নির উপসংহার করে কর্মকে উৎপত্তি ও বিনাশের হেতু বলে কল্পনা করলেন। মহাত্মা ব্রহ্মা যখন সেই ক্রোধাগ্নি উপসংহার করলেন, তখন তাঁর সকল ইন্দ্রিয়রন্ধ্র থেকে একটি স্ত্রী আবির্ভূত হল। কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণের মিশ্রণে তাঁর পিঙ্গলবর্ণ এবং জিহ্বা, মুখ ও নয়ন রক্তবর্ণ ছিল। তাঁর কানে দুটি তপ্ত কাঞ্চনময় কুণ্ডল ছিল। অন্য অলংকারও ছিল তপ্তকাঞ্চনময়। সেই নারী ব্রহ্মার ইন্দ্রিয়রন্ধ্র থেকে নির্গত হয়ে ব্রহ্মা ও মহাদেবের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে, তাঁদের দক্ষিণ দিকে গিয়ে দাঁড়াল। ব্রহ্মা তাঁকে বললেন, "মৃত্যো! তুমি প্রাণীগণকে সংহার করতে থাকো। আমার ক্রোধ থেকে তোমার জন্ম। সুতরাং আমার আদেশে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলকে সংহার করো। তাতে তোমার মঙ্গল হবে।" ব্রহ্মার আদেশ শুনে সেই পদ্মনয়না স্ত্রীরূপিণী মৃত্যু অত্যন্ত চিন্তা ও সুস্বরে রোদন করতে লাগল। তখন ব্রহ্মা জগতের মঙ্গলের জন্য দুই হাতে সেই অশ্রুজল গ্রহণ করলেন এবং কার্যসম্পাদনের জন্য তাকে অনুরোধ করলেন। তখন সেই নারী নিজেই নিজের মনোদুঃখ দূর করে কৃতাঞ্জলি হয়ে লতার মতো অবনত থেকে ব্রহ্মাকে পুনরায় বললেন, "ভগবন্! আপনি আমাকে নারীরূপে সৃষ্টি করলেন কেন? সমস্ত ঘটনা জেনে আমি কেমনভাবে সেই নৃশংস ও অহিত কাজ করব? আমি যে অধর্মের ভয় করি। অতএব প্রভু! আপনি প্রসন্ন হয়ে আমাকে অন্য কার্যে নিযুক্ত করুন। দেব! অনুগ্রহ করে চিন্তা করুন, প্রাণীদের প্রিয় পুত্র, বয়স্য, ভ্রাতা, মাতা, পিতা ও পতি প্রভৃতিকে সংহার করলে, তাঁদের প্রিয়জনেরা আমার অমঙ্গল চিন্তা করবে। তারা কাতর হয়ে রোদন করতে থাকলে, যে সকল অশ্রুবিন্দু পতিত হবে আমি তা থেকেই ভীত হচ্ছি। অতএব ভগবন্! আমি আপনার শরণাপন্ন হলাম। হে বরদাতা! আমি যমের ভবনে যাব না। আপনি আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ

করুন। দেব! আমি আপনার অনুগ্রহ লাভের জন্য কঠিন তপস্যা করার ইচ্ছা করি। আপনি আমাকে এই আশীর্বাদ করুন। আপনি আদেশ করলে আমি উত্তম ধেনুক মুনির আশ্রমে যাব। সেখানে গিয়ে আপনার তপস্যায় নিরত থেকে সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করব।"

ব্রহ্মা বললেন, "মৃত্যু! তোমাকে দিয়ে আমি প্রাণীসংহার করাব বলে স্থির করেছি। অতএব যাও, সকল প্রাণীকেই সংহার করতে থাকো। এ বিষয়ে অন্য কোনও বিচার কোরো না। কারণ এ ঘটনা এইরূপই ঘটবে। এর কোনও অন্যথা হবে না। যাও, আমার আদেশ পালন করো।"

ব্রহ্মা এই আদেশ করলে মৃত্যুদেবী ভীত হয়ে ব্রহ্মার দিকে তাকিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে রইলেন। তথাপি প্রাণীগণের হিতকামনায় তাদের সংহার করতে চাইলেন না। তখন প্রাণীগণের ঈশ্বরের ঈশ্বর ব্রহ্মা নীরব হলেন ও মনে মনে প্রসন্নতা লাভ করলেন। ব্রহ্মা প্রসন্নচিত্তে দৃষ্টিপাত করামাত্র প্রাণীগণ পূর্বের মতো হল। ভগবান ব্রহ্মার ক্রোধ নিবৃত্তি পেলে, মৃত্যুদেবী সেখান থেকে ধেনুকমুনির আশ্রমে চলে গেলেন। তিনি সেখানে গিয়ে অতিশয় উত্তম ও তীব্র তপস্যা করতে আরম্ভ করলেন। ক্রমে তিনি সেখানে দীর্ঘকাল এক চরণে দাঁড়িয়ে রইলেন।

প্রীতিজনক শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি বিষয় থেকে কর্ণ, ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত রেখে সেইভাবে আরও অনেক কাল থাকলেন। তারপর তিনি পুনরায় এক পাদে সপ্ত, ষট্, দুই, সপ্ত ও এক পদ্ম বৎসর (বহুকাল) অবস্থান করলেন। তারপর তিনি বহুকাল হরিণদের সঙ্গে বিচরণ করলেন। তারপর তিনি দীর্ঘকাল শীতল ও নির্মলজলশালিনী নন্দা নদীতে অতিবাহিত করলেন। কোনও এক নির্দিষ্ট নিয়মে শপথ করে পবিত্র কৌশিকী নদীতে গিয়ে বায়ু ও জলমাত্র আহার করতে থেকে সকল নিয়ম পালন করলেন। ক্রমে সেই পুণ্যবতী কন্যা, মৃত্যুদেবী, পঞ্চগঙ্গা ও বেতসতীর্থে গুরুতর বহু তপস্যা দ্বারা নিজের দেহ কৃশ করলেন। তারপর তিনি গঙ্গা ও প্রধান তীর্থ মহামেরুতে গিয়ে প্রাণায়ামে প্রবৃত্ত থেকে পাথরের মতো নিশ্চেষ্ট থাকলেন। মৃত্যুদেবী হিমালয় পর্বতের উপর দীর্ঘকাল চরণাঙ্গুষ্ঠে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর তিনি পুষ্কর, গো-কর্ণ, নৈমিষারণ্য ও মলয়াচলে গিয়ে অভীষ্ট নিয়ম অবলম্বন করে আপন দেহ আরও কৃশ করলেন। সমস্ত তীর্থে তিনি অন্য সকল দেবতাকে পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র ব্রহ্মার শরণাপন্নই থাকলেন। তখন অত্যন্ত সন্তুষ্ট ব্রহ্মা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন, "মৃত্যু! তুমি কী জন্যে এই গুরুতর তপস্যা করছ?" তখন মৃত্যুদেবী পুনরায় ভগবান ব্রহ্মাকে বললেন—

"দেব! প্রাণীরা সুস্থদেহে থাকবে এবং আত্মীয়স্বজনকে ডাকতে থাকবে, সেই অবস্থায় আমি তাদের সংহার করতে পারব না। দেবেশ্বর! প্রভু! আমি আপনার কাছে এই বর প্রার্থনা করছি। আমি অধর্মের ভয়ে ভীত হয়েছিলাম। তাই তপস্যা অবলম্বন করেছিলাম। আপনি এই ভীতার প্রতি অভয়দান করুন। আমি পীড়িতা ও নিরপরাধা নারী, সুতরাং আমি প্রার্থনা করি আপনি আমার উপায় হোন।"

তারপর ভূত-ভবিষ্যদ্বর্তমানজ্ঞ ব্রহ্মা তাঁকে বললেন, "মৃত্যু! তুমি এই সকল প্রাণী সংহার করলেও তোমার অধর্মের ভয় নেই। আমি যা বলেছি তা কোনও প্রকারেই অসত্য হবে না।

তুমি চতুর্বিধ সমস্ত প্রাণী সংহার করতে থাকো। সনাতন ধর্ম তোমাকে সর্বপ্রকারে পবিত্র করবেন। দিকপাল যম এবং রোগসমূহ তোমার সহায় হবেন। আমি ও দেবগণ তোমাকে পুনরায় বরদান করব; যাতে তুমি নিষ্পাপ ও কামক্রোধরহিত হয়ে জগতে খ্যাতিলাভ করবে।" ব্রহ্মা এই কথা বললে, মৃত্যুদেবী কৃতাঞ্জলি হয়ে এবং মস্তকদ্বারা প্রসন্ন করে পুনরায় ব্রহ্মাকে এই কথা বললেন, "প্রভু! আমি ব্যতীত যদি আপনার এই কার্য সম্পন্ন না হয়, তবে আপনার আদেশ আমি মস্তকে স্থাপন করলাম। কিন্তু যা বলব, তা শ্রবণ করুন। লোভ, ক্রোধ, অসূয়া, ঈর্ষা, দ্রোহ, মোহ, নির্লজ্জতা এবং পরস্পর নিষ্ঠুর বাক্য এই সকল নানাবিধ দোষ দেহীগণের দেহ ক্ষীণ করুক, তারপর আমি সংহার করব।" ব্রহ্মা বললেন, "কল্যাণী! মৃত্যু! তাই হবে, তুমি প্রাণীগণকে সম্যকভাবে সংহার করতে থাকো; তাতে তোমার অধর্ম হবে না কিংবা আমি তোমার অনিষ্ট চিন্তা করব না। তোমার যে-সকল অশ্রুবিন্দু পূর্বে আমার হাতে পতিত হয়েছিল, সেইগুলিই প্রাণীগণের দেহে ও মনে রোগের সৃষ্টি করবে। সেই সকল রোগই প্রাণীগণকে মারবে, আর তাতেই তাদের প্রাণ যাবে। সুতরাং তোমার কোনও অধর্ম হবে না। প্রাণীগণকে সংহার করলেও তোমার কোনও পাপ হবে না। বিশেষত তুমিই ধর্মস্বরূপা ও ধর্মের নিয়ন্ত্রী হবে। অতএব তুমি ধর্মে থেকে, সর্বদা ধর্মাচরণ করে এবং ধর্মরক্ষা করতে থেকে এই প্রাণীগণকে সর্বপ্রকারে ধর্মে প্রবৃত্ত করো। তুমি কাম ক্রোধ পরিত্যাগ করে সমস্ত প্রাণীর জীবন সংহার করতে থাকো। অসীম ধর্ম তোমাকে আশ্রয় করবে; বাস্তবিকপক্ষে অধর্মই মিথ্যাচারীদের সংহার করবে। তুমি সেই ধর্মদ্বারা প্রাণীগণের মৃত্যুকালে আত্মাকে পবিত্র করবে। অতএব তুমি অন্তিম কামটুকু পর্যন্ত পরিত্যাগ করে এই জগতে এখন থেকে জীবসংহার করতে থাকো।" মৃত্যুদেবী বললেন, "তাই হবে।"

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, দ্রোণপর্বে ভয়ংকর যুদ্ধের মধ্যে হঠাৎ এই মৃত্যুর উৎপত্তির বর্ণনা করা হল কেন? এই সমস্ত কারণে কিছু কিছু বিশিষ্ট পণ্ডিত স্থির করেন যে, মহাভারত একজন কবির রচনা নয়—বিভিন্ন কবি বিভিন্ন সময়ে এই সংহিতা গ্রন্থকে সংবর্ধিত ও পরিযুক্ত করেছেন।

কিন্তু এই বিষয়টি সতর্কভাবে বিচার করলে বোঝা যায়, এই স্থানই মৃত্যুর উৎপত্তি বর্ণনার উপযুক্ততম স্থান। যুধিষ্ঠিরের জীবনে পিতা-মাতার মৃত্যুর পর নিকটতম কোনও আত্মীয়ের এই প্রথম মৃত্যু। ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত থাকলেও তিনি জীবিত ছিলেন। পরিবারের তরুণতম এক সদস্যের মৃত্যুতে যুধিষ্ঠির স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। যুধিষ্ঠির পারিবারিক মানুষ ছিলেন। অভিমন্যু তাঁরই আদেশ পালন করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। বয়সে তরুণ, সদ্য বিবাহিত অভিমন্যু, বড় আদর করে বিরাটরাজার মেয়ে উত্তরার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন অভিমন্যুর। সেই অভিমন্যু চলে গেল অকালে। মৃত্যু তাকে নিয়ে গেল। মৃত্যুর স্বরূপ, আচরণ, কার্যকলাপ জানতে চাইছিলেন যুধিষ্ঠির। তখন ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরের কাছে নারদ মুনির অকম্পন রাজাকে বলা মৃত্যুর উৎপত্তি শোনালেন। তিনি

যুধিষ্ঠিরকে বললেন যে, অকম্পন রাজা এই উত্তমার্থ প্রকাশক বাক্য শ্রবণ করে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ও বীরগণের উত্তম গতির বিষয়ে জেনে যথাকালে স্বর্গলোক গিয়েছিলেন। মহাধনুর্ধর অভিমন্যু সমরাঙ্গনে সমস্ত ধনুর্ধরদের সম্মুখে শত্রুগণকে বধ করে যুদ্ধ করতে করতে নিহত হয়েছেন। চন্দ্রের পুত্র মহারথ অভিমন্যু তরবারি, গদা, শক্তি, কার্মুক দ্বারা নিহত এবং দুঃখবিহীন হয়ে পিতা চন্দ্রের কাছে চলে গিয়েছেন।

যুধিষ্ঠিরের অশান্ত চিত্ত শান্ত হল। তিনি বিশেষ ধৈর্য ধারণ করে ভ্রাতাদের সঙ্গে সুসজ্জিত ও সাবধান হয়ে পুনরায় সত্বর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। একথা সত্য যে, অভিমন্যুর পূর্বে ইরাবানের মৃত্যু যুধিষ্ঠির দেখেছিলেন। কিন্তু ইরাবান পাণ্ডব-পরিবারের সন্তান ছিলেন না। এমনকী পিতা অর্জুনের সঙ্গে যুবক ইরাবানের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল স্বর্গে। দিব্যাস্ত্র সংগ্রহে পিতা অর্জুন স্বর্গে এসেছেন শুনে ইরাবান স্বর্গে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। ইরাবানকে যুধিষ্ঠির প্রথম দেখেছিলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে। এমনকী, ঘটোৎকচকেও যুধিষ্ঠির প্রয়োজনের সময় পেয়েছিলেন। অভিমন্যু ঘরের মধ্যে লালিত পালিত হয়ে উঠেছিলেন। অভিমন্যুর মৃত্যু তাই তাঁকে এত নাড়া দিয়েছিল।

৬৯

অর্জুনের প্রতিজ্ঞা

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনের সন্ধ্যা নেমে এল। রণক্ষেত্রে পড়ে রইলেন বীর অভিমন্যু। সূর্য অস্তাচল গমন করলেন। সায়াহ্নকালে উভয়পক্ষের সৈন্যরাই আপন আপন শিবিরে চলে গেলে, বীরশোভাসম্পন্ন কপিধ্বজ অর্জুন দিব্য অস্ত্রদ্বারা সংশপ্তকদের সংহার করে সেই বিজয়ী রথে আরোহণ করে আপন শিবিরের পথে ফিরতে ফিরতে দুই চোখে জল নিয়ে কৃষ্ণকে বললেন, "কৃষ্ণ! অচ্যুত! আমার হৃদয় হঠাৎ আশঙ্কিত হচ্ছে কেন? মুখে কথা আটকে যাচ্ছে, চারপাশে বহু অনিষ্ট লক্ষণ দেখছি। ভূমি, আকাশ ও সকল দিকে ভয়ংকর উৎপাত দেখতে পাচ্ছি। জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজা যুধিষ্ঠিরের কোনও অমঙ্গল হয়নি তো?" কৃষ্ণ বললেন, "অর্জুন তোমার ভ্রাতা এবং অমাত্যবর্গ নিশ্চয়ই মঙ্গলে আছেন। তুমি উদ্বিগ্ন হোয়ো না। সেখানে হয়তো সামান্য কিছু অনিষ্ট হয়ে থাকবে।"

সন্ধ্যা উপাসনা সেরে কৃষ্ণ ও অর্জুন রথে চড়ে কুরুক্ষেত্র যাত্রা করলেন। তাঁরা দেখলেন কোথাও কোনও আনন্দের চিহ্ন নেই, শিবির আলোকশূন্য। শিবিরের এই বিকৃতরূপ দেখে উদ্বিগ্ন চিত্ত অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, "জনার্দন! আজ মাঙ্গলিক তূর্য বাজছে না, দুন্দুভিধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিও হচ্ছে না। ঢাক ও করতাল শব্দের সঙ্গে বীণাও বাজছে না। স্তুতিপাঠকেরা মাঙ্গলিক গান গাইছে না, মনোহর শ্লোক সকলও পাঠ করছে না। যোদ্ধারা আমাকে দেখে মুখ নিচু করে চলে যাচ্ছে, কেউ আগের মতো অভিবাদন করে যুদ্ধবৃত্তান্ত বলছে না। কৃষ্ণ আমার ভ্রাতাদের মঙ্গল তো? আত্মীয়গণকে আকুল দেখে আমার মন যে কিছুতেই প্রসন্ন হচ্ছে না। বিরাট, দ্রুপদ কুশলে আছেন তো? আমি আজ যুদ্ধ থেকে ফিরলে, অন্য দিনের মতো, অন্য ভ্রাতাদের নিয়ে আনন্দিত চিত্তে অভিমন্যু আমার সঙ্গে দেখা করতে এল না তো।"

কৃষ্ণ ও অর্জুন এইরকম আলোচনা করতে করতে শিবিরে প্রবেশ করে দেখলেন— অত্যন্ত অসুস্থ পাণ্ডবেরা যেন অচৈতন্য হয়ে রয়েছেন। তখন অর্জুন— ভ্রাতৃগণকে ও অপর পুত্রদের মধ্যে অভিমন্যুকে না দেখে বিষণ্ণচিত্তে বললেন, "আপনাদের সকলেরই মুখমণ্ডল মলিন দেখছি, অভিমন্যুকে দেখছি না, আপনারাও আমার অভিনন্দন করছেন না। ওদিকে আমি শুনেছি— দ্রোণ চক্রব্যূহ নির্মাণ করেছিলেন— অথচ বালক অভিমন্যু ছাড়া আপনাদের মধ্যে আর কেউ তা ভেদ করতে সমর্থ ছিলেন না। আমি অভিমন্যুকে চক্রব্যূহভেদ করতে শিখিয়েছিলাম কিন্তু ব্যূহ থেকে নির্গমের প্রণালী শেখাইনি। সে যাই

হোক, আপনারা সেই বালককে শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেননি তো? মহাধনুর্ধর ও বিপক্ষীয় হন্তা অভিমন্যু যুদ্ধে বিপক্ষের বহু সৈন্য ভেদ করে গিয়ে নিহত হয়ে শয়ন করেনি তো? পার্বত্য সিংহের মতো রক্তনয়ন, মহাবাহু ও কৃষ্ণের তুল্য বিক্রমশালী অভিমন্যুর বিষয় আপনারা বলুন— সে কী করে যুদ্ধে নিহত হল? সুকুমার, মহাধনুর্ধর, ইন্দ্রের পুত্রের পুত্র এবং সর্বদা আমার প্রিয় অভিমন্যুর সংবাদ আপনারা বলুন— সে কী করে যুদ্ধে নিহত হল? বিক্রম, শাস্ত্রজ্ঞান ও ঔদার্যগুণে বৃষ্ণিবংশশ্রেষ্ঠ মহাত্মা কৃষ্ণের তুল্য অভিমন্যু কী করে যুদ্ধে নিহত হল?"

বাষ্ণের্য়ীদয়িতং শূরং ময়া সততলালিতম্।
যদি পুত্রং ন পশ্যামি যাস্যামি যমসাদনম্ ॥ দ্রোণ : ৬৪ : ২৭ ॥

"—হায়! যে সুভদ্রার প্রিয় ও বীর ছিল এবং যাকে আমি সর্বদা লালন করতাম, সেই পুত্রকে যদি দেখতে না পাই, তবে আমি যমভবনে যাব।"

"সুভদ্রার প্রিয়পুত্র এবং দ্রৌপদী, কৃষ্ণ ও মাতৃদেবী কুন্তীর সর্বদা প্রিয় অভিমন্যুকে কোন ব্যক্তি কাল প্রেরিত হয়ে বধ করল? যার কেশকলাপের প্রান্তভাগ কোমল ও কুঞ্চিত, নয়নযুগল হরিণশাবকের নয়নের মতো চঞ্চল, মত্তহস্তীর তুল্য বিক্রম এবং দেহ নবীন শাল বৃক্ষের সমান উন্নত ছিল। যে বালক মৃদু হাস্য করে কথা বলত, সর্বদা গুরুজনের বাক্য পালন করত, বাল্যবয়সেও পূর্ণ বয়স্কের মতো কাজ করত, সকলকেই প্রিয় বাক্য বলত এবং কারও প্রতি বিদ্বেষ করত না; যার উৎসাহ প্রবল, বাহুযুগল সবল এবং নয়নযুগল দীর্ঘ ও পদ্মের তুল্য সুন্দর ছিল; যে ভক্তের প্রতি দয়া করত, ইন্দ্রিয়গুলিকে দমনে রাখত; নীচ লোকের অনুসরণ করত না, কৃতজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ছিল, সমস্ত অস্ত্র শিক্ষা করেছিল, যুদ্ধে পলায়ন করত না, যুদ্ধ দেখলে আনন্দ লাভ করত, সর্বদা শত্রুপক্ষের শোক বৃদ্ধি করত, আত্মীয়গণের প্রিয় ও হিত কার্যে নিরত থাকত এবং পিতৃগণের জয় কামনা করত। আর যে বালক যুদ্ধে প্রথম প্রহার করত না, ব্যস্ত হত না, সেই শান্তস্বভাব পুত্র অভিমন্যুকে যদি দেখতে না পাই তবে আমি তার শোকে যমভবনে যাব। ভীষ্ম বৃষ্ণি প্রভৃতি গণনা করার সময়ে, যাকে মহারথ বলে গণনা করেছিলেন— যে যুদ্ধে আমার থেকে দেড়গুণ অধিক ছিল এবং প্রদ্যুম্ন, কৃষ্ণ ও আমার প্রিয়শিষ্য ছিল— সেই তরুণ ও বাহুশালী পুত্রকে যদি দেখতে না পাই, তবে তার শোকে আমি যমভবনে চলে যাব। সুন্দর নাক, সুন্দর কপাল, সুন্দর চোখ, সুন্দর ভ্রূ ও সুন্দর ওষ্ঠযুক্ত অভিমন্যুর মুখখানি দেখতে না পেলে, আমার মনের কি শান্তি হবে? তন্ত্রীর শব্দের ন্যায় সুখজনক এবং পুরুষজাতীয় কোকিলের স্বরের মতো মনোহর অভিমন্যুর কণ্ঠস্বর শুনতে না পেলে, আমার মনের কী শান্তি হবে? দেবগণের মধ্যেও দুর্লভ সেই বীরের অতুলনীয় রূপ দেখতে না পেলে, এখন আমার মনের কি শান্তি হবে? গুরুজনকে সর্বদাই নমস্কার করতে নিপুণ এবং তাঁদের আদেশ পালনে নিরত সেই অভিমন্যুকে আজ আমি যদি দেখতে না পাই, তবে আমার কি শান্তি হবে?

"আমি মনে করি— কর্ণ, দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতি যোদ্ধারা নানাচিহ্নযুক্ত, পরিষ্কৃত মুখ ও তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা পীড়িত করতে থাকলে আমার পুত্রের চৈতন্য অল্পমাত্রেই অবশিষ্ট ছিল

এবং হয়তো সেই অবস্থায় সে 'এখন আমার পিতা এসে আমাকে যদি রক্ষা করতেন' এইভাবে বার বার বিলাপ করছিল; সেই সময়ে নৃশংসরা তাকে নিপাতিত করেছে। অথবা আমার পুত্র, কৃষ্ণের ভাগিনেয় এবং সুভদ্রার গর্ভজাত অভিমন্যু এরূপ বিলাপ করতে পারে না। হায়! আমার হৃদয় নিশ্চয়ই বজ্রসারঘটিত বলে অত্যন্ত দৃঢ়। যে হেতু দীর্ঘবাহু ও রক্তনয়ন অভিমন্যুকে দেখতে না পেয়েও বিদীর্ণ হচ্ছে না। হায়! একে বালক, তাতে আবার কৃষ্ণের ভাগিনেয় এবং আমার পুত্র। এহেন অভিমন্যুর উপরে কী করে মহাধনুর্ধর নৃশংসরা মর্মভেদী বাণ সকল নিক্ষেপ করল।

"হায়! প্রতিদিন সন্ধ্যায় আনন্দিত চিত্তে প্রত্যুদ্‌গমন করে আমাকে যে অভিনন্দিত করত, আজ আমি শত্রুসংহার করে ফিরে এলেও সে আমাকে দেখছে না। হায়! নিশ্চয়ই আজ সে নিপাতিত সূর্যের মতো অঙ্গ সকল দিয়ে ভূমির শোভা জন্মাতে থেকে রক্তসিক্ত অবস্থায় ভূতলে পতিত হয়ে শয়ন করে রয়েছে। যুদ্ধে অপলায়ী পুত্রকে নিহত শুনে যিনি শোকার্ত হয়ে বিনষ্ট হবেন, সেই সুভদ্রার কথা ভেবে আমি অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করছি। সুভদ্রা ও দ্রৌপদী অভিমন্যুকে না দেখে আমাকে কী বলবেন, আমিই বা তাঁদের কী বলব। আমার হৃদয় নিশ্চয় বজ্রকঠিন। কীভাবে আমি বধূ উত্তরার সামনে গিয়েও শতধা বিদীর্ণ হৃদয় হয়ে যাব না?

"আমি দর্পান্বিত ধৃতরাষ্ট্রগণের সিংহনাদ শুনেছিলাম এবং যুযুৎসু যে কৌরববীরগণের নিন্দা করছিলেন, তা কৃষ্ণ শুনেছিলেন। অভিমন্যুকে বধ করার পর যুযুৎসু কর্ণপ্রভৃতিকে বলেছিলেন, 'হে অধর্মজ্ঞ মহারথগণ! আপনারা অর্জুনকে জয় করতে না পেরে একটি বালককে বধ করে কেন এত সিংহনাদ করছেন, পাণ্ডবদের শক্তি দেখুন। আপনারা যুদ্ধে সেই কৃষ্ণ ও অর্জুনের অপ্রিয় কার্য করে শোকের সময়ে আনন্দিত হয়ে কেন এত সিংহনাদ করছেন?' মহামতি যুযুৎসু ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হয়ে অস্ত্র পরিত্যাগ করে কর্ণপ্রভৃতির প্রতি এই কথা বলতে বলতে চলে এসেছেন। কৃষ্ণ! তুমি যুদ্ধস্থলে একথা বলনি কেন? তা হলে আমি তখনই সেই নৃশংস সমস্ত মহারথকে দগ্ধ করে ফেলতাম।"

তীব্র পুত্রশোকে পীড়িত অত্যন্ত কাতর ও শোকার্ত অর্জুনকে কৃষ্ণ বললেন, "অর্জুন এই রকম কোরো না। ক্ষত্রিয় যোদ্ধার চিরকাল এই একই গতি। ধর্মশাস্ত্রজ্ঞেরা যুদ্ধোপজীবী অথচ অপলায়ী বীরগণের এই গতিই বিধান করেছেন। কুরুনন্দন! বীরগণের যুদ্ধে মরণই নিশ্চিত। সুতরাং অভিমন্যু আপন পুণ্যসম্পাদিত লোকে গমন করেছে, এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ভরতশ্রেষ্ঠ, সকল বীরের এইরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকে, 'আমি যেন সম্মুখযুদ্ধে মৃত্যুলাভ করি।' অতএব অভিমন্যু যুদ্ধে বীর ও মহাবল রাজপুত্রগণকে বধ করে বীরগণের আকাঙ্ক্ষিত সম্মুখযুদ্ধে মৃত্যু লাভ করেছে। তুমি শোক কোরো না। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকারেরা এই ক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধে মৃত্যুরূপ সনাতন ধর্ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অর্জুন এইসব শাস্ত্র তোমার জানা আছে। অতএব তুমি শোক না করে অন্য শোকার্তদের সান্ত্বনা দাও।" কৃষ্ণ একথা বললে অর্জুন আশ্বস্ত হলেন। তারপর তিনি তখন গদগদভাবে সমস্ত ভ্রাতাকে বললেন, "দীর্ঘবাহু, স্থূলস্কন্ধ এবং পদ্মতুল্য-সুন্দর-দীর্ঘ নয়ন অভিমন্যু যেভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হল, তা আমি শুনতে ইচ্ছা করি। হস্তী, অশ্ব, রথ ও অনুচরবর্গের সঙ্গে আমার পুত্রের

সেই শত্রুগণকে আমি যুদ্ধে নিহত করব আপনারা দেখবেন। সমস্ত অস্ত্রে সুশিক্ষিত এবং চিরকাল অস্ত্রব্যবহারী আপনাদের সকলের সমক্ষে অভিমন্যু ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে সম্মিলিত হয়ে কী প্রকার মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারে? আমি যদি পূর্বে একথা জানতে পারতাম যে, পাণ্ডব ও পাঞ্চালেরা আমার পুত্রকে রক্ষা করতে অসমর্থ হবেন, তবে আমিই তাকে রক্ষা করতাম।

"আপনারা রথে আরোহণ করে বাণ বর্ষণ করছিলেন, সেই অবস্থায় আপনাদের সামনেই শত্রুরা যুদ্ধনীতি লঙ্ঘন করে অভিমন্যুকে বধ করল? কী আশ্চর্য! আপনাদের পুরুষকারও নেই, পরাক্রমও নেই। যেহেতু আপনাদের সামনেই শত্রুরা যুদ্ধে অভিমন্যুকে নিপাতিত করেছে। আমি নিজেকেই নিন্দা করি, যেহেতু অতিদুর্বল, ভীরু এবং অকৃতনিশ্চয় আপনাদের যুধিষ্ঠির-রক্ষায় নিযুক্ত করে আমি যুদ্ধে গিয়েছিলাম। অথবা আপনারা আমার পুত্রকে রক্ষা করতে না পারায় আপনাদের বর্ম, অস্ত্র ও শস্ত্র কেবল ভূষণের জন্য এবং সভাতে বীরের বাক্য বলাও কেবল বীরত্ব মুখে প্রকাশের জন্য।" অর্জুন এই কথা বলে উত্তম ধনু ও তরবারি ধারণ করে দাঁড়ালে কোনও ব্যক্তিই তাঁর মুখের দিকে তাকাতে সাহস করল না। তখন অর্জুন পুত্রশোকে অত্যন্ত সন্তপ্ত, অশ্রুপূর্ণবদন ও যমের ন্যায় ক্রুদ্ধ হয়ে মুহুর্মুহু নিশ্বাস ত্যাগ করতে থাকলে, কৃষ্ণ বা যুধিষ্ঠির ছাড়া বন্ধুবর্গের অন্য কোনও ব্যক্তি তাঁকে কোনও কথা বলতে বা প্রশ্ন করতে পারলেন না। কারণ, কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির সমস্ত অবস্থাতেই অর্জুনের মনের অনুকূল অবস্থায় আছেন। অর্জুন তাঁদের অত্যন্ত সম্মান করেন এবং তাঁরাও অর্জুনের অত্যন্ত প্রিয়ভাবে চলেন। তখন পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর ক্রুদ্ধ ও পদ্মের ন্যায় আরক্তবর্ণ অর্জুনকে যুধিষ্ঠির বললেন, "মহাবাহু! তুমি সংশপ্তক সৈন্যের দিকে চলে গেলে, দ্রোণ আমাকে ধরবার জন্য গুরুতর চেষ্টা করতে লাগলেন। দ্রোণ সমরাঙ্গনে আপন সৈন্যদের ব্যূহরূপে সন্নিবেশিত করে আমাকে ধরবার জন্য এগোতে লাগলে, আমরাও পাণ্ডবসৈন্যগণকে প্রতিব্যূহরূপে স্থাপিত করে সর্বপ্রকার তাঁকে বারণ করতে লাগলাম। ক্রমে আমাদের পক্ষের রথীরা তাঁকে বারণ করতে থাকলে এবং আমাকেও সুরক্ষিত করলে, দ্রোণ তীক্ষ্ণ শরসমূহদ্বারা পীড়ন করতে থাকলে সত্বর আমাদের দিকে আসতে থাকলেন। আমরা রণক্ষেত্রে দ্রোণসৈন্যের দিকে তাকাতেও পারলাম না, ভেদ করা তো দূরের কথা। তখন আমরা সকলে বলে অতুলনীয় সেই পুত্র অভিমন্যুকে বললাম, 'প্রভাবশালী বৎস! তুমি দ্রোণসৈন্য বিদারণ করো।' আমরা সেই আদেশ করলে, সুশিক্ষিত অশ্বের ন্যায় বলবান অভিমন্যু একাকী সেই অসহ্য ভারও বহন করবার উপক্রম করল। তারপর গরুড় যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করেন, সেইরূপ তোমার দত্ত অস্ত্র-শিক্ষায় শিক্ষিত এবং বলবান সেই বালক গিয়ে কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করল। তখন সে— যে পথে গিয়ে প্রবেশ করেছিল, আমরাও সেই পথে প্রবেশ করবার ইচ্ছা করেই তার পিছনে পিছনে চললাম। কিন্তু ক্ষুদ্র সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ মহাদেবের বরপ্রভাবে আমাদের সকলকেই বারণ করল। কিছুতেই আমরা চক্রব্যূহের মুখ খুলতে পারলাম না। তখন ব্যূহের মধ্যে দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল ও কৃতবর্মা এই ছয় জন রথী এসে অভিমন্যুকে পরিবেষ্টন করলেন। ক্রমে সেই মহারথেরা সকলে যুদ্ধে পরিবেষ্টন করলেন এবং অভিমন্যু বালক হয়েও শক্তি অনুসারে আত্মরক্ষার

বিশেষ চেষ্টা করতে লাগলেন, তখন বহুতর বীর তাঁকে রথবিহীন করে ফেললেন। তারপর দুঃশাসনের পুত্র সত্বর এসে নিজের জীবনে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হয়ে রথবিহীন অভিমন্যুকে সংহার করলেন।

"হায়! পরমধর্মাত্মা কুমার অভিমন্যু প্রথমে বহুসহস্র হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতিককে, পরে আবার আট হাজার রথী, ন'শো হস্তী, দু' হাজার রাজপুত্র এবং অগণিত বীরসহস্রকে বধ করে, রাজা বৃহদ্বলকে স্বর্গে পাঠিয়ে দিয়ে, তারপর নিজে স্বর্গে গমন করেছে। অর্জুন! এই পর্যন্তই আমাদের শোকবৃদ্ধিজনক ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়েছে এবং এইভাবেই সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ কুমার স্বর্গলাভ করেছে।"

যুধিষ্ঠিরের বাক্য শুনে অর্জুন 'হা পুত্র' বলে নিশ্বাস ত্যাগ করে শোকবেদনায় ভূতলে নিপতিত হলেন। তখন সকলেই শোকে কাতর ও বিষণ্ণবদন হয়ে অর্জুনকে ধরে নিমেষহীন নয়নে পরস্পরকে দেখতে লাগলেন। তারপর অর্জুন চৈতন্য লাভ করে, ক্রোধে মূৰ্ছিত হয়ে, জ্বররোগেই যেন কাঁপতে কাঁপতে মুহুর্মুহু নিশ্বাস ত্যাগ করে, হাতে হাত ঘষতে ঘষতে, উন্মত্তের মতো বিকৃত দৃষ্টিপাত সহকারে ও সাশ্রুনেত্রে এই কথাগুলি বললেন, "বীরগণ আমি আপনাদের কাছে সত্য প্রতিজ্ঞা করছি, জয়দ্রথ যদি বধের ভয়ে ভীত হয়ে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের পরিত্যাগ করে না যায়, তবে আমি আগামী কালই তাকে বধ করব। জয়দ্রথ যদি আমার, কিংবা পুরুষোত্তম কৃষ্ণের অথবা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন না হয়, তবে আগামীকালই তাকে বধ করব। যে, দুর্যোধনের প্রিয় কাজ করেছে, আমার সৌহার্দ্য বিস্মৃত হয়ে বালকবধের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই পাপাত্মা জয়দ্রথকে আগামীকালই বধ করব। কাল সমরাঙ্গনে যে কেউ জয়দ্রথকে রক্ষা করার জন্য আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেন, তাঁরা যদি দ্রোণ ও কৃপও হন, তবুও আমি বাণ দ্বারা তাঁদের আচ্ছন্ন করব। পুরুষশ্রেষ্ঠগণ! আমি যদি এ কাজ করতে না পারি, তবে আমি যেন বীরগণের অভিমত অনুযায়ী পুণ্যসম্পাদিত লোক লাভ না করি। আমি যদি আগামীকাল জয়দ্রথকে বধ না করতে পারি, তবে— মাতৃহত্যাকারী, পিতৃঘাতী, গুরুপত্নীগামী, খল, সাধুলোকের দোষাবিষ্কারকারী, পরের অপবাদ-বাদকারী, গচ্ছিতদ্রব্যহারী, বিশ্বাসঘাতী, ভুক্তপূর্বা স্ত্রীর নিন্দাকরণনিবন্ধন অযশস্বী, ব্রহ্মহত্যাকারী এবং গোঘাতী, আর পরিজন বা অতিথিকে বঞ্চনা করে পায়স, যবান্ন, উত্তম শাক, তিলান্ন, সংযাব, পিষ্টক ও মাংসভোজীগণের যে যে নরক হয়, আমি যেন সদ্যই সে সকল নরকে গমন করি।

"আমি যদি জয়দ্রথকে কালই বধ করতে না পারি, তা হলে বেদপাঠী বা অত্যন্ত ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণের, কিংবা বৃদ্ধ সাধু ও গুরুজনের অবজ্ঞাকারী লোক যে নরকগমন করে, আমি যেন সদ্যই সে সকল নরকে গমন করি—

অপ্সু শ্লেষ্ম পুরীষং বা মূত্রং বা মুঞ্চতাং গতিঃ।
তাং গচ্ছেয়ং গতিং ঘোরাং ন চেদ্ধন্যাং জয়দ্রথম্ ॥ দ্রোণ : ৬৫ : ৩০ ॥

"আমি যদি জয়দ্রথকে বধ করতে না পারি, তা হলে- চরণদ্বারা ব্রাহ্মণ, গোরু কিংবা অগ্নির স্পর্শকারী লোকের যে নরক হয়, অথবা জলে বিষ্ঠা ও শ্লেষ্মা ও মূত্রত্যাগকারীর যে নরক হয়ে থাকে, আমি যেন সেই ভয়ংকর নরকে গমন করি।

"আমি যদি জয়দ্রথকে বধ করতে না পারি, তা হলে— যে নগ্ন হয়ে স্নান করে, যার গৃহ থেকে অতিথি না খেয়ে চলে যায়, যে ঘুষ গ্রহণ করে, যে সাধারণভাবে মিথ্যা কথা বলে, যে পরের প্রতারণা করে, যে কৃপণতার জন্য নিজের সুখ নষ্ট করে, যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, যে ভৃত্য, পুত্র, পরস্ত্রী ও আশ্রিত লোকের সঙ্গে লঘু পরিহাস করে, কিংবা যে বণ্টন না করে উৎকৃষ্ট বস্তু স্বয়ং ভক্ষণ করে, তাদের যে নরক হয়, আমি যেন সেই সকল ভয়ংকর নরকে গমন করি।

"আমি যদি জয়দ্রথকে বধ করতে না পারি, তা হলে— যে সকল ব্রাহ্মণ শীতের ভয় করেন, কিংবা যে সকল ক্ষত্রিয় যুদ্ধে ভীত হয়ে থাকেন, তাঁদের গম্য ভয়ংকর নরকে যেন আমি গমন করি। যে নৃশংস প্রকৃতি লোক আশ্রিত, সাধু ও আজ্ঞাবহ ব্যক্তিকে ত্যাগ করে আর ভরণ পোষণ করে না এবং উপকারীর নিন্দা করে; যে লোক প্রতিবেশী গুণবান ব্রাহ্মণকে শাস্ত্রীয় রীতি অনুসারে শ্রদ্ধায় দ্রব্য দান করে না— অথচ নির্গুণ ব্রাহ্মণকে কিংবা শূদ্রাপতিকে দান করে; আর যে লোক সুরা পান করে, গুরুজনের গৌরব লঙ্ঘন করে, উপকারীর অপকার করে এবং নির্দোষ ভ্রাতার নিন্দা করে, যদি আমি জয়দ্রথকে বধ না করি তা হলে যেন তাদের গমনযোগ্য নরকে সত্বর গমন করি। এই রাত্রি প্রভাত হওয়ার পরে আগামীকাল যদি জয়দ্রথকে বধ করতে না পারি, তবে আমার আর একটা প্রতিজ্ঞার কথা আপনারা পুনরায় শুনুন।

"এই পাপাত্মা জয়দ্রথ নিহত না হওয়া পর্যন্ত যদি কাল সূর্য অস্ত যান, তা হলে আমি এই শিবিরেই প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করব। দেবতা, অসুর, মানুষ, পশু, পক্ষী বা সর্প অথবা পিতৃলোক, রাক্ষস, ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিরা কিংবা স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক এই জগৎ অথবা তা ভিন্ন যা কিছু আছে, সে সমস্ত একত্র হয়েও আমার হাত থেকে সেই শত্রুকে রক্ষা করতে পারবে না। জয়দ্রথ যদি সেই উত্তম পাতালে, আকাশে, দেবপুরে কিংবা দৈত্যপুরে গিয়ে প্রবেশ করে, তবুও আমি কাল বলপূর্বক উপস্থিত হয়ে বাণসমূহ দ্বারা তার মস্তক ছেদন করব।"

অর্জুন এই বলে বাম দক্ষিণে নিয়ে গাণ্ডিবধনুর টংকার করলেন; তখন সেই ধনুর টংকার অর্জুনের কণ্ঠশব্দকে অতিক্রম করে গিয়ে আকাশ স্পর্শ করল। অর্জুন ওইরকম প্রতিজ্ঞা করলে, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ পাঞ্চজন্যধ্বনি করলেন এবং অর্জুনও দেবদত্ত শঙ্খ বাজালেন। তখন কৃষ্ণের পাঞ্চজন্যের নির্ঘোষ পাতাল, আকাশ, দিক ও দিকপালগণের সঙ্গে জগৎ প্রলয়কালের ন্যায় কাঁপাতে লাগল। অর্জুন সেই প্রতিজ্ঞা করলে পাণ্ডবপক্ষ থেকে নানাবিধ বাদ্যধ্বনি ও সিংহনাদ উঠল।

অর্জুনের স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল কাঁপানো প্রতিজ্ঞা পাঠকেরা শুনলেন। পাণ্ডবভ্রাতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মিতবাক অর্জুন। এমনকী দ্যূতক্রীড়ার ক্ষেত্রে দ্রৌপদীর চরম লাঞ্ছনার সময়েও অর্জুন স্তব্ধবাকই ছিলেন। অর্জুন কর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। গাণ্ডিবের টংকারে প্রতিপক্ষকে স্তব্ধ

করে দিতেই অভ্যস্ত ছিলেন অর্জুন। অভিমন্যুর মৃত্যুতে অর্জুনের নিভৃত পিতৃ-হৃদয়টি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, অনাবৃত ও উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়েছে। অত্যন্ত ভালবাসতেন অর্জুন এই প্রিয়দর্শন পুত্রটিকে। পিতৃকুল ও মাতৃকুলের সমস্ত ভাল নিয়েই গড়ে উঠেছিলেন অভিমন্যু। কৃষ্ণের অত্যন্ত আদরের, সাত্যকির সর্বাপেক্ষা প্রিয় শিষ্য অভিমন্যু। অন্য পাণ্ডব ভ্রাতারাও অত্যন্ত স্নেহ করতেন অভিমন্যুকে। যুধিষ্ঠির তাঁকে "পুত্র অভিমন্যু" বলে ডাকতেন। সারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বীর, দেব দৈত্য নর— সকলে স্তম্ভিত বিস্ময়ে যে নাম উচ্চারণ করত— "অর্জুন, তুমি অর্জুন!"— সেই অর্জুন কত ভালবাসতেন তাঁর পুত্রকে, তার প্রমাণ মেলে অর্জুন জীবনে প্রথমবার আপন ভ্রাতাদের বল ও বীর্য সম্পর্কে কটূক্তি করায়। অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে দেবতার মতো ভক্তি করতেন। নিজেকে তিনি যুধিষ্ঠিরের 'ভ্রাতাশ্চ শিষ্যশ্চ' এই নামেই পরিচিত করতে পছন্দ করতেন। এই প্রতিজ্ঞার সময়েও অর্জুন সেই মাত্রাজ্ঞানের সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন। মর্যাদা রেখেছেন সারথিরূপে শ্রীকৃষ্ণের।

কিন্তু একটি প্রশ্নের মীমাংসা হল না। প্রশ্নটি সর্বদা পাঠকের মনের মধ্যে জেগে থাকে। পরবর্তীকালে যুধিষ্ঠিরও আমাদের সেই প্রশ্নকে সমর্থন করেছেন। অর্জুন জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা করলেন কেন? এ কথা ঠিকই, জয়দ্রথ মহাদেবের বরপ্রভাবে চক্রব্যূহের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন, অন্য কেউই চক্রব্যূহে প্রবেশ করতে পারেননি, অভিমন্যুকে সহায়তা করতে যেতে পারেননি, একেবারে সহায়হীন অবস্থাতেই অভিমন্যু মারা যান। কিন্তু জয়দ্রথ নিজে অভিমন্যুকে মারেননি। মহাদেবের আশীর্বাদে অন্য পাণ্ডবদের প্রবেশদ্বার আটকে ছিলেন। অভিমন্যুকে বধ করেছিলেন অন্যায়-যুদ্ধে সপ্তরথী। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন অর্জুনের গুরু দ্রোণাচার্য, অপরজন হলেন কৌরবপক্ষের শ্রেষ্ঠ বীরের দর্পকারী কর্ণ। একক যুদ্ধে এই সপ্তরথী অভিমন্যুর কাছে প্রত্যেকে পরাজিত হয়ে, রণক্ষেত্র ত্যাগ করেছেন। শেষে সপ্তরথী অভিমন্যুকে পরিবেষ্টন করে পিছন থেকে অভিমন্যুর চক্র, হস্তাবাপ, মুষ্টি, তরবারি, গদা সমস্ত ধ্বংস করে অভিমন্যুকে 'হত্যা' করেছেন। এই হত্যার প্রধান পাণ্ডা দ্রোণ এবং কর্ণ। যুধিষ্ঠির যথার্থ বলেছিলেন, "অর্জুন সামান্য কারণে জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তাতে আমি সন্তুষ্ট হইনি। তাঁর দ্রোণ কিংবা কর্ণকে বধের প্রতিজ্ঞা করা উচিত ছিল।" আমরা যুধিষ্ঠিরের বক্তব্যের সঙ্গে একমত। অভিমন্যু নিহত হলে সর্বাপেক্ষা অধিক উল্লাস প্রকাশ করেছিলেন দুর্যোধন ও কর্ণ। রবীন্দ্র-সমসাময়িক এক কবি যথার্থই লিখেছিলেন, "সাত মহারথী শিশুরে বধিয়া ফুলায় বেহায়া ছাতি।" তবে এই 'বেহায়া ছাতির' সমর্থক দল সেদিনও ছিল, আজও আছে। তবে এও ঠিক ভীষ্ম সেনাপতি থাকলে এভাবে অভিমন্যু-বধ ঘটত না।

৭০

অলৌকিক অর্জুন

[কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চতুর্দশ দিনে অর্জুন জয়দ্রথ-বধের প্রতিজ্ঞা পালনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। দ্রোণ এমনভাবে ব্যূহরচনা করেছিলেন যে মুখ্য ব্যূহদ্বার থেকে ছ'ক্রোশ পিছনে এক গর্ভগৃহে জয়দ্রথ আশ্রয় নিয়েছিলেন। জয়দ্রথের সামনের প্রতিটি স্তরে শ্রেষ্ঠ মহারথ ও অতিরথেরা অবস্থান করছিলেন। ব্যূহমুখে স্বয়ং আচার্য দ্রোণ অর্জুনকে নিবারণ করার জন্য নিজেকে রেখেছিলেন। চতুর্থ স্তরের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন কর্ণ ও ভূরিশ্রবা। তৃতীয় স্তরে পৌঁছতেই অর্জুনের প্রায় মধ্যাহ্ন কাল হয়ে এল। এই স্তরে দুই মহারথ বিন্দ ও অনুবিন্দকে অর্জুন সামনে পেলেন। অর্জুন বিন্দকে নিহত করলে, ভ্রাতা অনুবিন্দ এক ভয়ংকর গদা নিয়ে অর্জুনের দিকে ছুটে এসে সারথি কৃষ্ণের ললাটে আঘাত করলেন। কিন্তু কৃষ্ণ মৈনাক পর্বতের মতো অচল রইলেন, অর্জুন তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা অনুবিন্দের দেহ খণ্ড বিখণ্ড করে ফেললেন এবং মেঘবিদীর্ণ করে আবির্ভূত সূর্যের মতো বিরাজিত হলেন]।

বিন্দ ও অনুবিন্দ নিহত হলে, তাঁদের অনুচরবাহিনী সমস্ত ক্রোধ ও উৎসাহ একত্র করে চতুর্দিক থেকে অর্জুনকে আক্রমণ করল। অর্জুন দেখলেন, কৃষ্ণ সামান্য আহত, যদিও তাঁর মুখে তার কোনও চিহ্নই নেই। অর্জুন দেখলেন, তাঁর অশ্বগুলিও সামান্য আহত। তখন অর্জুন ঈষৎ হাস্য করতে করতে কৃষ্ণকে বললেন, "কৃষ্ণ আমার অশ্বগুলি বাণপীড়িত ও পরিশ্রান্ত হয়েছে, অথচ জয়দ্রথ এখনও অনেক দূরে আছে। অতএব এখন কোন কার্য তোমার প্রধান বলে বোধ হয়? আমার যাতে ভাল হবে, তুমি তা বলো। তুমি চিরদিনই অসাধারণ বুদ্ধিমান এবং পাণ্ডবেরা তোমার নায়কতার গুণেই যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করবেন। অতএব, তুমি যথার্থ হিত আমাকে বলো। কিন্তু তুমি আগে আমার মত ও বিবেচনা শুনে নাও, তারপর কর্তব্য নির্ধারণ করো। কৃষ্ণ আমার মনে হয় তুমি নির্ভয়চিত্তে অশ্বগুলি রথ থেকে মুক্ত করো এবং তাদের দেহ থেকে বাণগুলি তুলে দাও।" অর্জুন এই কথা বললে, কৃষ্ণ বললেন, "অর্জুন তুমি যা বললে, আমারও তাই মত।" তখন অর্জুন বললেন, "কৃষ্ণ আমি সমস্ত বিপক্ষসৈন্য নিবারণ করব। তুমি এখন যথোচিত পরকর্তব্য সম্পাদন করো।" তারপর অর্জুন রথমধ্য থেকে নেমে অবিচলিত চিত্তে গাণ্ডিবধনু ধারণ করে পর্বতের মতো অচল হয়ে দাঁড়ালেন। জয় অভিলাষী কুরুপক্ষীয় ক্ষত্রিয়েরা "এই-ই সময়। এখনি অর্জুনকে মেরে ফেলতে হবে" এই ভেবে স্বপক্ষীয়দের আহ্বান করে ভূতলস্থিত অর্জুনের দিকে ধাবিত হলেন। তখন তাঁরা ধনু আকর্ষণ ও বাণক্ষেপ করতে করতে বিশাল রথসমূহ দ্বারা একা

অর্জুনকে পরিবেষ্টন করলেন। মেঘ যেমন সূর্যকে আচ্ছাদন করে, সেই রকম সেই ক্রুদ্ধ বীরেরা ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ও নরপ্রধান অর্জুনের প্রতি বেগে ধাবিত হলেন এবং বিচিত্র অস্ত্রসকল তাঁকে উপহার দিতে লাগলেন। মত্ত হস্তিগণ সিংহের প্রতি ধাবিত হলে, সিংহতুল্য বলবান অর্জুন তাঁর বাহুযুগলের ক্ষমতা দেখাতে লাগলেন। তিনি একা সকল দিকের ক্রুদ্ধ বহু সৈন্যকে বারণ করণ করতে থাকলেন এবং প্রভাবশালী অর্জুন আপন অস্ত্রদ্বারা শত্রুগণের সকল দিকের সকল অস্ত্র নিবারণ করে সত্বর বাণ দ্বারা সমস্ত বিপক্ষকে আবৃত করে ফেললেন। তখন আকাশে নিরন্তর বাণসমূহের পরস্পর সংঘর্ষে মহাশিখাযুক্ত অগ্নি উৎপন্ন হল।

ক্রমে সেই স্থানে নিশ্বাসকারী ও রক্তসিক্ত মহাধনুর্ধরগণ, অর্জুনের বাণে বিদীর্ণ চিৎকারকারী অশ্ব ও হস্তীগণ এবং শত্রুবিজয়ী, ক্রুদ্ধ, জয় অভিলাষী, একস্থানাস্থিত, বহুতর বিপক্ষবীরের সংঘর্ষে যেন উত্তাপ জন্মাল। তখন অর্জুন বাণসমূহের দ্বারা দুস্তর, অপরিমেয়, অপার, অক্ষোভ্য সমুদ্রের ন্যায় সেই রথগুলিকে তিরের তুল্য বারণ করতে লাগলেন। বাণ ছিল তার তরঙ্গের মতো, ধ্বজ ছিল আবর্তের মতো, হস্তী ছিল সমুদ্রের কুম্ভীরের মতো, শঙ্খ ও দুন্দুভির ধ্বনি ছিল নির্ঘোষের সমান এবং রথগুলি ছিল বিশাল তরঙ্গতুল্য, পদাতিসৈন্য ছিল সেই সমুদ্রের মৎস্য, পদাতিদের উষ্ণীষ ছিল সমুদ্রের কচ্ছপ, পতাকা ছিল সমুদ্রের ফেনা।

তখন অবিচলিত মহাবাহু কৃষ্ণ রণস্থলে পুরুষশ্রেষ্ঠ সখা অর্জুনকে বললেন, "অর্জুন এই সমরভূমিতে অশ্বগণের পানের উপযোগী উপযুক্ত পরিমাণে জলাশয় নেই। অথচ অশ্বগণ পানীয়জল চাইছে, স্নান কিংবা অবগাহনের জন্য জল চাইছে না। ওদের পানীয়জল চাই।" "এই তো আছে" এই কথা বলে অর্জুন অবিচলিতচিত্তে অস্ত্রদ্বারা ভূতলে আঘাত করলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেখানে অশ্বগণের পানযোগ্য একটি সুন্দর জলাশয় উৎপাদিত হল। বিশ্বকর্মার ন্যায় অদ্ভুতকর্মা অর্জুন তখন বাণের বেড়া দিয়ে, বাণের স্তম্ভ গড়ে, বাণের ছাদযুক্ত বাণময় একটি অদ্ভুত গৃহ নির্মাণ করলেন।

অর্জুন সেই মহারণস্থলে বাণময় গৃহ নির্মাণ করলে, কৃষ্ণ অকৃত্রিম খুশিতে বলে উঠলেন, "সাধু সাধু!" মহাত্মা অর্জুন সেই জলোৎপাদন, শত্রুসৈন্য নিবারণ ও বাণময় গৃহ নির্মাণ করলে, মহাতেজা কৃষ্ণ রথ থেকে দ্রুত অবতীর্ণ হয়ে বিপক্ষের বাণে বিশেষ ব্যথিত অশ্বগণকে মুক্ত করলেন।

অদৃষ্টপূর্বং তদ্দৃষ্ট্বা সাধুবাদো মহানভূৎ।
সিদ্ধ-চারণসংঘানাং সৈনিকানাঞ্চ সর্বশঃ ॥ দ্রোণ ৮৭ : ৩ ॥

—"তৎকালে সেই অদৃষ্টপূর্ব জলাশয় ও বাণময় গৃহ দর্শন করে আকাশস্থিত সিদ্ধ ও চারণগণ এবং সমস্ত সৈন্যের মুখে বিশাল সাধুবাদ হতে লাগল।"

অর্জুন ভূমিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করলেও কৌরবপক্ষের মহারথেরা তাঁকে বারণ করতে সমর্থ হলেন না। তা যেন সকলের কাছেই অদ্ভুত বলে বোধ হতে লাগল। তখন রথসমূহ এবং প্রচুর হস্তী ও অশ্ব আসতে লাগলেও অর্জুন অবিচলিতই রইলেন। তাঁর সেই ক্ষমতা অন্য

পুরুষদের অতিক্রম করে অনেক অধিক বোধ হতে লাগল। কৌরবপক্ষীয় রাজারা অর্জুনের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন; কিন্তু ধর্মাত্মা ও বিপক্ষবীরহন্তা অর্জুন তাতে বিশেষ ব্যথিত হলেন না। সমুদ্র যেমন নদীসমূহকে গ্রহণ করে, বলবান অর্জুনও সেইরূপ বিপক্ষের বাণসমূহ, গদা, প্রাস আসতে থাকলে, সেগুলি বিনাশ করতে লাগলেন। অর্জুন বাহুযুগলের বলে এবং অস্ত্রের গুরুতর বেগে সমস্ত রাজার সেই উত্তম বাণগুলি ধ্বংস করতে লাগলেন। এক লোভ যেমন সমস্ত গুণকে বিনাশ করে, সেই রকম এক অর্জুন ভূতলে থেকে সমস্ত রাজার সকল শক্তিকে নষ্ট করে দিতে লাগলেন। তখন কৌরবসৈনেরা অর্জুন ও কৃষ্ণ— এই দুইজনের পরমাশ্চর্য বিক্রমের প্রশংসা করতে লাগলেন। তাঁরা বলতে লাগলেন, "এই রকম পরমাশ্চর্য ঘটনা জগতে কি আর কখনও হবে-না-হয়েছিল; যে অর্জুন ও কৃষ্ণ যুদ্ধমধ্যেই রথ থেকে অশ্বগুলিকে মুক্ত করেছেন এবং নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন ও কৃষ্ণ আমাদের গুরুতর ভয় উৎপাদন করেছেন। যেহেতু তাঁরা রণস্থলেই যুদ্ধ বিষয়ে বিশ্বস্ত থেকেও অশ্বগুলির ভীষণ তেজ বিধান করলেন।" মানুষ যেমন স্ত্রীলোকদের মধ্যে খেলার ঘর নির্মাণ করে, সেইরকম অর্জুন যুদ্ধমধ্যেই তখন বাণময় গৃহ নির্মাণ করলে, পদ্মনয়ন কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করে অব্যাকুলচিত্তে কৌরবপক্ষের সমস্ত সৈন্যের সামনেই সেই অশ্বগুলিকে ফিরিয়ে আনলেন, তাদের ইচ্ছামতো ভ্রমণ করালেন, অশ্বগুলির শ্রম, অবসাদ, মুখের ফেনা, কম্প ও ব্রণ—এ সমস্ত দূর করলেন। কারণ, কৃষ্ণ অশ্বপরিচর্যায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন। তারপর কৃষ্ণ দু'হাতে অশ্বগুলির গাত্র থেকে বাণ-এর অগ্রভাগগুলি তুলে ফেললেন ও গা ধুইয়ে এবং যথানিয়মে সেগুলিকে ভ্রমণ করে জলপান করালেন। অশ্বগুলি জলপান, স্নান ও ঘাস ভক্ষণ করে গ্লানিশূন্য হলে, কৃষ্ণ আনন্দিত হয়ে সেগুলিকে নিয়ে পুনরায় উত্তমরথে সংযুক্ত করলেন। তারপর সর্বশস্ত্রধারী শ্রেষ্ঠ ও মহাতেজা কৃষ্ণ অর্জুনের সঙ্গে গিয়ে আরোহণ করে বেগে গমন করতে লাগলেন। পরিচর্যার পর অশ্বগুলি পুনরায় রথে সংযুক্ত হলে কৌরবসৈন্যের প্রধান যোদ্ধারা অত্যন্ত বিষণ্ণ হলেন। ভগ্নদন্ত সর্পগণের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করতে থেকে তাঁরা বলতে লাগলেন— "হায়! আমাদের ধিক, হায়! অর্জুন ও কৃষ্ণ চলে গেল।"

মহাভারত একটি রত্নখনি! একশো নয়, হাজার দুর্লভ মুহূর্ত মহাভারতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই মুহূর্তটিতে এসে বিস্ময়ও যেন সীমারেখা পার হয়ে যায়। অর্জুন! কী অবিশ্বাস্য বীরত্বের অধিকারী অর্জুন! এ কি কোনও মানুষী ক্ষমতায় সম্ভব! এমনতর ঘটনা তো কেবলমাত্র ঐন্দ্রজালিক ঘটাতে পারেন! আর পারেন পিনাকপাণি ডমরুধর মহাদেব।

জয়দ্রথ-বধের প্রতিজ্ঞা করে অর্জুন প্রভাতে রথ নিয়ে বেরিয়ে গেছেন একাকী। সঙ্গে সারথি কৃষ্ণ। কিন্তু যোদ্ধা অর্জুন একা। তিনি শুনেছেন গুরু দ্রোণ এমনভাবে ব্যূহ সাজিয়েছেন যাতে জয়দ্রথকে ধরতে গেলে ছ' ক্রোশ পথ যেতে হবে। প্রতি ক্রোশে অগণিত সৈন্য নিয়ে এক কিংবা একাধিক শ্রেষ্ঠ কৌরব মহারথ। এঁদের ছয় স্তর পার হতে না পারলে গর্ভগৃহে লুক্কায়িত জয়দ্রথকে পাওয়া যাবে না। সূর্যাস্তের মধ্যেই মারতে হবে জয়দ্রথকে,

অন্যথায় অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দেবেন অর্জুন। অভিমন্যু বধের প্রতিবাদে এই প্রতিজ্ঞা অর্জুনের। অর্জুন যাত্রা করলেন আপন শিবির থেকে।

তৃতীয় স্তরের কাছে পৌঁছতেই মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হল। কৌরবসৈন্যেরাও প্রতিপদে জয়দ্রথকে বাঁচিয়ে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার পণে মৃত্যু কামনায় যুদ্ধ করছেন। অর্জুনকে প্রতিহত করার পণ সকল কৌরবের। অস্ত্রাঘাতে জর্জরিত অর্জুনের রথের ঘোড়াগুলি, তারা পরিশ্রান্ত। মৃত্যুর পূর্বে বিপক্ষ বীর অনুবিন্দ গদার আঘাত করেছেন পার্থসারথি কৃষ্ণকে। যদিও তাঁর মুখে কোনও ভাবান্তর নেই, কিন্তু অর্জুন জানেন সামান্য বিশ্রাম তাঁরও প্রয়োজন। অর্জুন অদ্ভুত এক অনুরোধ জানালেন তাঁর সারথিকে। অশ্বগুলি পরিশ্রান্ত, তাদের বিশ্রাম প্রয়োজন। অতএব কৃষ্ণ অশ্বগুলিকে রথ থেকে বিযুক্ত করে তাদের বিশ্রাম দান করুন। এ কী অবিশ্বাস্য প্রস্তাব! চতুর্দিক থেকে শত সহস্র তীক্ষ্ণ শর ছুটে আসছে। এই অবস্থায় রথ ত্যাগ করে ভূমিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করলে প্রতিপক্ষ সহস্র গুণ অধিক সুবিধা পাবে। কিন্তু দেখা গেল সারথি কৃষ্ণ অর্জুনের প্রস্তাব অনুমোদন করে রথ থেকে অশ্বগুলি বিযুক্ত করে নিয়েছেন। অর্জুন ভূমিতে দাঁড়িয়ে চতুর্দিকের আগত অস্ত্রশস্ত্রকে বারণ করছেন। কৃষ্ণ বললেন, এই সমরক্ষেত্রে অশ্বগুলির উপযুক্ত পানীয় নেই। অর্জুন মুহূর্তমধ্যে তীক্ষ্ণ বাণের সহায়তায় অশ্বগুলির উপযুক্ত পানীয়ের কূপ খনন করে পানীয় তুলে আনলেন ভূগর্ভ থেকে। জলপানের ক্ষেত্রে যাতে কোনও বাধা না পড়ে সেইহেতু বাণময় একটি অশ্বশালা নির্মাণ করলেন। বাণের স্তম্ভে সে গৃহ শক্ত করলেন, বাণ দিয়ে গেঁথে দিলেন তাঁর প্রাচীর। বাণ দিয়ে রচনা করলেন তার প্রাকার। একটি পূর্ণ অশ্বশালা রচিত হল। একই সঙ্গে অর্জুন চতুর্দিক থেকে ধাবমান শত্রুসৈন্যের অস্ত্র বারণ করে চললেন। কৃষ্ণ তাঁর অশ্বের প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করলেন। তাদের ব্রণশোষণ করলেন, দেহে সংযুক্ত তিরগুলি তুলে নিলেন। জলে আহত স্থান ধুয়ে দিলেন। বিশ্রাম লাভ করে অশ্বগুলি পরিপূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠল। কৃষ্ণেরও প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ঘটল। স্বয়ং নারায়ণ বাসুদেব কৃষ্ণ অর্জুনের এই অশ্বশালা নির্মাণে, জলপানের ব্যবস্থায় চমৎকৃত হয়ে "সাধু সাধু" বলে উঠলেন। আকাশে সিদ্ধগণ ও চারণগণ প্রশংসা করতে লাগলেন।

আমরা স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম, অর্জুন কত শান্ত, অত্বরিত। গুরুতর কার্যসাধন করতে হবে তাঁকে সূর্যাস্তের পূর্বেই। তবু অর্জুন অত্যন্ত শান্ত। তাঁর হাতে যেন অফুরন্ত সময় আছে। প্রতিপক্ষের শক্তি সম্পর্কে তাঁর সম্যক উপলব্ধি আছে। নিজের সম্পর্কে আছে অনন্ত প্রত্যয়। কিছুকাল পূর্বে আমরা ভীষ্মের শরশয্যায় উপাধান ও তাঁর পানীয়ের ব্যবস্থা করতে দেখেছি। কিন্তু তখন যুদ্ধ হচ্ছিল না। অর্জুন সারাজীবন ধনুর্বাণ হাতে অসংখ্য অসাধ্য কাজ করছেন। দেব দৈত্য পরাজিত করেছেন, একাকী কৌরবসৈন্য বিজিত করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে শত্রুদের অস্ত্র বর্ষণের মধ্যে তিনি যা করলেন, তা পিনাকপাণির উক্তিকেই মনে করিয়ে দেয়, "আমি ছাড়া তোমার তুল্য রথী পৃথিবীতে হবে না।" বিশ্রাম শেষে অশ্বেরা রথে আবার সংযুক্ত হল, কৃষ্ণার্জুন সম্মুখে অগ্রসর হলেন।

৭১

ভূরিশ্রবা-বধ

[কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চতুর্দশ দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে জয়দ্রথকে বধ করবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন অর্জুন অভিমন্যু-বধের সংবাদ শুনে। ওদিকে সেনাপতি আচার্য দ্রোণ দুর্যোধনকে কথা দিয়েছিলেন, অর্জুন রক্ষা না করলে তিনি যুধিষ্ঠিরকে বন্দি করে আনবেন। সংশপ্তক সৈন্যদের নিযুক্ত করা হল অর্জুনকে যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে সরানোর কাজে। জয়দ্রথ বধ প্রতিজ্ঞা পালনে যাত্রা করার পূর্বে অর্জুন মহাপরাক্রমশালী সাত্যকিকে ভার দিলেন যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করার। অর্জুন যাত্রা করলেন। মধ্যাহ্ন অতিক্রম করল। যুধিষ্ঠির গাণ্ডিবের টংকার, দেবদত্ত শঙ্খের ধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন না। শুনতে পাচ্ছেন না কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খের নিনাদও। যুধিষ্ঠির সাত্যকিকে আদেশ করলেন যে, অর্জুনের পৃষ্ঠরক্ষক হিসাবে তিনি যাত্রা করুন। সাত্যকি প্রথমদিকে গুরু অর্জুনের আদেশ অমান্য করতে চাননি, শেষ পর্যন্ত যুধিষ্ঠিরের আদেশে তিনি যাত্রা করলেন। ভীমসেনকে অনুরোধ করলেন তাঁর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করার। গুরু অর্জুনের অনুকরণে তিনি দ্রোণাচার্যকে প্রদক্ষিণ করে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ের কৌরবসৈন্য ভেদ করে চতুর্থ স্তরের দিকে যেতেই অর্জুনের গাণ্ডিব ধনুর টংকার ও কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি শুনলেন। অর্জুনও দেখতে পেলেন সাত্যকিকে, যুধিষ্ঠিরকে ত্যাগ করে আসায় তিনি অসন্তুষ্ট হলেন]।

যুদ্ধদুর্ধর্ষ সাত্যকি আসছেন দেখে ভূরিশ্রবা ক্রোধে তাঁর দিকে বেগে ধাবিত হলেন। মহাবাহু ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে বললেন, "সাত্যকি তুমি আজ ভাগ্যবশত আমার দৃষ্টির মধ্যে এসে পড়েছ। আজ আমি যুদ্ধে আমার চিরকালের অভিলাষ পূর্ণ করতে পারব। কারণ, তুমি যদি রণস্থল পরিত্যাগ না করো, তবে আজ জীবিত অবস্থায় আমার হাত থেকে মুক্তি পাবে না। সাত্যকি আমি আজ যুদ্ধে সর্বদা বীরাভিমানী তোমাকে বধ করে কুরুরাজ দুর্যোধনকে আনন্দিত করব। বীর কৃষ্ণ ও অর্জুন মিলিতভাবে আজ তোমাকে আমার বাণে নিহত ও ভূতলে পতিত দেখবেন। যিনি তোমাকে কৌরবসৈন্য মধ্যে প্রেরণ করেছেন, সেই রাজা যুধিষ্ঠির আজ তোমাকে নিহত শুনে তৎক্ষণাৎ লজ্জিত হবেন। তুমি নিহত হয়ে রক্তসিক্ত অবস্থায় ভূতলে শয়ন করলে, আজ পৃথানন্দন অর্জুন আমার বিক্রম জানতে পারবেন।

"পূর্বকালে দেবাসুর যুদ্ধে বলির সঙ্গে যুদ্ধে যেমন ইন্দ্র চির-অভিলাষী ছিলেন, তেমনই তোমার সঙ্গে যুদ্ধও আমার চির অভিলাষের বিষয়। সাত্যকি আজ আমি তোমার সঙ্গে অতি ভীষণ যুদ্ধ করব। তাতেই তুমি যথার্থরূপে আমার বল, বীর্য ও পুরুষকার জানতে পারবে।

"বাছা সাত্যকি, রামের অনুজ লক্ষ্মণের হাতে নিহত হয়ে ইন্দ্রজিৎ যেমন যমপুরীতে গিয়েছিলেন, তুমিও আজ তেমনই নিহত হয়ে যমপুরীতে যাবে। তুমি নিহত হলে কৃষ্ণ, অর্জুন ও ধর্মরাজ নিরুৎসাহ হয়ে নিশ্চয়ই যুদ্ধ পরিত্যাগ করবেন। আজ তীক্ষ্ণ শরে তোমাকে বধ করে,— তুমি যাদের যুদ্ধে বধ করেছ, তাদের স্ত্রীগণকে আনন্দিত করব। ক্ষুদ্র মৃগ সিংহের দৃষ্টি থেকে মুক্তি পায় না, তেমন তুমিও আমার দৃষ্টি থেকে মুক্তি পাবে না।"

তখন সাত্যকি হাসতে হাসতেই ভূরিশ্রবাকে বললেন, "কৌরবনন্দন, যুদ্ধে আমার ভয় নেই। কেবল বাক্যদ্বারা আমাকে ভীত করতে পারবে না। যে লোক যুদ্ধে আমাকে নিরস্ত্র করতে পারবে, সেই আমাকে বধ করতে পারবে। যে লোক আমাকে যুদ্ধে বধ করতে পারবে, সে লোক চিরকালই শত্রুসংহার করতে পারবে। সে যাই হোক, বৃথা বাক্যব্যয়ে ফল কী, তুমি তোমার কথাগুলি কার্যে রূপায়িত করে দেখাও। শরৎকালের মেঘের গর্জনের মতো তোমার গর্জনও নিষ্ফল। সুতরাং তোমার গর্জন শুনে আমার হাসি পাচ্ছে। কৌরব, তোমার ও আমার চিরকালের অভীপ্সিত যুদ্ধ আজ হোক। আমার মতি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হয়েছে। পুরুষাধম! আজ আমি তোকে বধ না করে ছাড়ব না।"

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ নরশ্রেষ্ঠ ভূরিশ্রবা ও সাত্যকি বাক্যদ্বারা উভয়কে উত্তেজিত করে যুদ্ধে পরস্পর জিঘাংসু হয়ে প্রহার করতে প্রবৃত্ত হলেন। ঋতুমতী হস্তিনীর জন্য মদমত্ত ও ক্রুদ্ধ হস্তীর মতো মহাধনুর্ধর, ক্রোধে উত্তেজিত ও পরস্পর স্পর্ধাকারী ভূরিশ্রবা এবং সাত্যকি যুদ্ধে মিলিত হলেন। ক্রমে শত্রুদমনকারী ভূরিশ্রবা ও সাত্যকি দুটি মেঘের মতো পরস্পর বাণ-বর্ষণ করতে লাগলেন। ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে বধ করবার জন্য দ্রুতগামী বাণসমূহ নিক্ষেপ করে সাত্যকিকে প্রায় ঢেকে ফেললেন এবং তীক্ষ্ণতর বাণের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগলেন। সাত্যকিকে বিনাশ করার জন্য ভূরিশ্রবা দশটি বাণে তাঁকে বিদ্ধ করলেন এবং আরও তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু ভূরিশ্রবার সেই তীক্ষ্ণ বাণসকল আসার পূর্বেই সাত্যকি অস্ত্র প্রয়োগে কৌশলে আকাশেই সেগুলি ছেদন করলেন। সৎকুল জাত, মহাবীর ও কুরু-বৃষ্ণিবংশের যশস্কর ভূরিশ্রবা ও সাত্যকি পৃথক পৃথক অস্ত্রবর্ষণ করে পরস্পর প্রহার করতে লাগলেন। প্রাণ দ্বারা দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত ভূরিশ্রবা ও সাত্যকি পরস্পর অঙ্গবিদারণ ও রক্ত নিঃসারণ করতে করতে পরস্পরকে আকুল করে তুললেন। তাঁরা অল্পকাল মধ্যেই ব্রহ্মলোকলাভের আশা করে কিংবা অন্য কোনও উত্তম স্থানে যাবার ইচ্ছা করে পরস্পর গর্জন করতে লাগলেন। সাত্যকি ও ভূরিশ্রবা হৃষ্ট হয়েই যেন বাণবৃষ্টি দ্বারা ধার্তরাষ্ট্রদের সমক্ষে পরস্পর প্রহার করতে লাগলেন। একটি ঋতুমতী হস্তিনীর সঙ্গমের জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত দুটি যূথপতি হস্তীর তুল্য যোদ্ধাশ্রেষ্ঠ ভূরিশ্রবা ও সাত্যকিকে যুধ্যমান অবস্থায় সমস্ত লোক দেখতে থাকল। ক্রমে তাঁরা পরস্পরের অশ্ববধ কার্মুকছেদন করে রথবিহীন হয়ে অসিযুদ্ধ করবার জন্য মহাযুদ্ধে মিলিত হলেন। পরে তাঁরা বিচিত্র, বিশাল ও সুন্দর দু'খানা বৃষচর্মের ঢাল নিয়ে দু'খানি তরবারিকে কোষমুক্ত করে সমরাঙ্গনে বিচরণ করতে লাগলেন। তখন তরবারি ও বিচিত্রবর্মধারী, কণ্ঠভূষণ ও বাহুভূষণ সমন্বিত, শত্রুমর্দনসমর্থ এবং যশস্বী ভূরিশ্রবা ও সাত্যকি ক্রুদ্ধ হয়ে নানাবিধ পথে বিচরণ এবং ভাগে ভাগে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করতে করতে ভ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, বিপ্লুত, দ্রুত, সম্পাত

ও সমুদীর্ণ—এই আট রকমের গতি দেখাতে থেকে পরস্পর মুহুর্মুহু আঘাত করতে লাগলেন। শত্রুদমনকারী দুই বীরই তরবারি দ্বারা পরস্পর প্রহার, ছিদ্রান্বেষণ এবং বিচিত্র, উল্লম্ফন ও প্রলম্ফন করতে লাগলেন। যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ দুইজনেই শিক্ষা, শীঘ্রতা, সমীচীনতা দেখাতে থেকে যুদ্ধে পরস্পরকে আকর্ষণ করতে লাগলেন। দুই বীরই সমস্ত সৈন্যের সম্মুখেই পরস্পরকে আঘাত করে পুনঃ পুনঃ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করতে থাকলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ ভূরিশ্রবা ও সাত্যকি তরবারি দ্বারা শতচন্দ্রচিহ্নযুক্ত ও বিচিত্র দু'খানি ঢালই ছেদন করে বাহুযুদ্ধ করতে থাকলেন। দৃঢ় ও বিশালবক্ষা, দীর্ঘবাহু ও বাহুযুদ্ধ নিপুণ ভূরিশ্রবা ও সাত্যকি লৌহময় পরিঘের তুল্য চারখানা বাহুদ্বারা পরস্পর মিলিত হয়ে থাকলেন। তাঁদের শিক্ষা ও বলসঞ্জাত বাহুপ্রহার, অপসারণ ও আকর্ষণ সকল যোদ্ধাকেই আনন্দ দিতে থাকল। রণাঙ্গনে যুধ্যমান নরশ্রেষ্ঠ ভূরিশ্রবা ও সাত্যকির গর্জনের বজ্র ও পর্বতের মতো ভীষণ ও বিশাল শব্দ হতে লাগল। কুরুবংশপ্রধান ও সাত্বতবংশশ্রেষ্ঠ— মহাত্মা ভূরিশ্রবা ও সাত্যকি— দন্ত দ্বারা দুটি হাতির মতো এবং শিং দ্বারা দুটি মহাবৃক্ষের মতো বাহুরূপ রজ্জুর দ্বারা পরস্পর বন্ধন ও মস্তকদ্বয় দ্বারা পরস্পরকে আঘাত, তোমর ও অঙ্কুশতুল্য চরণদ্বারা আকর্ষণ ও বন্ধন, চরণমধ্যদেশ দ্বারা বন্ধন, ভূতলে ভ্রমণ, প্রত্যাগমন ও আকর্ষণ এবং পাতন, উত্থান ও উল্লম্ফন করে করে যুদ্ধ করতে লাগলেন। সেই যুধ্যমান মহাবলেরা দু'জন তখন— যে বত্রিশ প্রকার মল্লযুদ্ধ আছে, তা দেখাতে থাকলেন।

ক্ষীণশস্ত্র সাত্যকি যুদ্ধ করতে থাকলে, কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, "অর্জুন দেখো—সর্বধনুর্ধরশ্রেষ্ঠ সাত্যকি রথবিহীন হয়ে রণস্থলে যুদ্ধ করছেন। ইনি কৌরবসৈন্য ভেদ করে তোমার পিছনে প্রবেশ করেছেন এবং কৌরবপক্ষীয় সকল মহাবীরের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। অর্জুন যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ সাত্যকি পরিশ্রান্ত হয়ে আসছেন, সেই সময়ে ভূরিশ্রবা যুদ্ধার্থী হয়ে সাত্যকির কাছে উপস্থিত হয়েছেন। সুতরাং এই যুদ্ধ যেন সমানে সমানে হবে না বলেই মনে হচ্ছে।"

তারপর রথস্থিত ক্রুদ্ধ ও যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ও অর্জুনের সমক্ষেই যুদ্ধদুর্ধর্ষ ভূরিশ্রবা ক্রুদ্ধ হয়ে মত্ত হস্তী যেমন অপর মত্ত হস্তীকে আঘাত করে, সেই রকমই সাত্যকিকে দু'হাতে তুলে আঘাত করতে লাগলেন। তখন মহাবাহু কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, "নিষ্পাপ অর্জুন, দেখো যিনি যুদ্ধে বহুসৈন্যেরও দুর্জয়, সেই বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের শ্রেষ্ঠ সাত্যকি ভূরিশ্রবার বশীভূত হয়েছেন। অর্জুন সাত্যকি দুষ্কর কার্য করে পরিশ্রান্ত হয়ে ভূতলে পতিত হয়েছেন। অতএব তোমার শিষ্য ও বীর সাত্যকিকে রক্ষা করো। প্রবল শত্রুহন্তা পুরুষশ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী অর্জুন, ইনি তোমারই জন্য এসে যাতে ভূরিশ্রবার বশীভূত না হন, দ্রুত তা করো।"

তখন অর্জুন আনন্দিত চিত্ত হয়ে কৃষ্ণকে বললেন, "কৃষ্ণ দেখো বনমধ্যে মহাসিংহ যেমন মত্তহস্তীর সঙ্গে খেলা করে, সেইরকম কৌরবশ্রেষ্ঠ ভূরিশ্রবা বৃষ্ণিপ্রবীর সাত্যকির সঙ্গে যেন খেলা করছেন।"

মহাবাহু ভূরিশ্রবা যখন সাত্যকিকে মাথার উপরে তুলে মাটিতে ফেলে দিয়ে আঘাত করতে লাগলেন, তখন সৈন্যমধ্যে বিশাল হাহাকার হতে থাকল। সিংহ যেমন হস্তীকে আকর্ষণ করে, সেইরকম প্রচুর দক্ষিণাদাতা কৌরবশ্রেষ্ঠ ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে ভূতলে আকর্ষণ করতে করতে শোভা পেতে লাগলেন। তারপর ভূরিশ্রবা কোষ থেকে তরবারি

টেনে বার করে সাত্যকির মাথার কেশ ধারণ করে বক্ষে পদাঘাত করলেন। তারপর ভূরিশ্রবা সাত্যকির দেহ থেকে কুণ্ডলযুক্ত মস্তকটি ছেদন করতে প্রবৃত্ত হলেন। তৎক্ষণাৎ কুম্ভকার যেমন দণ্ডের সঙ্গে চাকাকে ঘোরাতে থাকে, সেইরকম সাত্যকিও কেশধারী ভূরিশ্রবার হাতের সঙ্গেই আপন মাথাটি ঘোরাতে লাগলেন। তখন সাত্যকিকে যুদ্ধে এইভাবে ঘোরাতে দেখে কৃষ্ণ আবার অর্জুনকে বললেন, "মহাবাহু, দেখো বৃষ্ণি এবং অন্ধকবংশশ্রেষ্ঠ, তোমার শিষ্য এবং তোমা অপেক্ষা ধনুর্যুদ্ধে অন্যূন সাত্যকি ভূরিশ্রবার বশীভূত হয়েছেন। শত্রুরা যাঁর বিক্রম সহ্য করতে পারে না এবং যিনি যথার্থ বিক্রমশালী, সেই বৃষ্ণিবংশীয় সাত্যকিকে ভূরিশ্রবা যুদ্ধে কাতর করে ফেলেছেন।" কৃষ্ণ একথা বললে, মহাবাহু অর্জুন মনে মনে যুদ্ধে ভূরিশ্রবার প্রশংসা করতে লাগলেন, "কুরুকুলের কীর্তিবর্ধক ভূরিশ্রবা যেন যুদ্ধে খেলা করতে করতে সাত্বতবংশশ্রেষ্ঠ সাত্যকিকে আকর্ষণ করে আমাকে গুরুতর আনন্দিত করেছেন। ইনি যেহেতু বৃষ্ণিবীর শ্রেষ্ঠ সাত্যকিকে বধ করবেন, সেই হেতু—বনমধ্যে সিংহ যেমন মহাহস্তীকে আকর্ষণ করে, সেইরকম সাত্যকিকে আকর্ষণ করেছেন।"

পৃথানন্দন মহাবাহু অর্জুন এইভাবে মনে মনে ভূরিশ্রবার প্রশংসা করে কৃষ্ণকে বললেন, "কৃষ্ণ জয়দ্রথের উপর আমার দৃষ্টি ছিল বলে আমি এযাবৎ এ অবস্থায় সাত্যকিকে দেখতে পাইনি। সে যাই হোক, সাত্যকিকে রক্ষা করার জন্য এখন দুষ্কর কাজ করছি।"

ইত্যুক্তা বচনং কুর্বণ বাসুদেবস্য পাণ্ডবঃ।
ততঃ ক্ষুরং সুনিশিতং গাণ্ডীবে সমযোজয়ৎ ॥
পার্থ বাহুবিসৃষ্টঃ স মহোল্কেব নভশ্চ্যুতা।
সখড়্গং যজ্ঞশীলস্য সাঙ্গদং বাহুমচ্ছিনৎ ॥ দ্রোণ : ১২৩ : ৬৯-৭০ ॥

"এই বলে অর্জুন কৃষ্ণের বাক্য রক্ষা করার জন্য গাণ্ডিবধনুতে একটা সুধার ক্ষুরপ্রবাণ সংযোগ করলেন। পরে অর্জুন বাহুনিক্ষিপ্ত সেই বাণটা আকাশচ্যুত বিশাল উল্কার মতো গিয়ে তরবারি ও কেয়ূরযুক্ত ভূরিশ্রবার দক্ষিণবাহু ছেদন করল।"

তরবারি ও সুন্দর কেয়ূরযুক্ত ভূরিশ্রবার সেই উত্তম বাহুখানা সমস্ত লোকের গুরুতর দুঃখ উৎপাদন করে ভূতলে পতিত হল। ভূরিশ্রবার দক্ষিণবাহু সাত্যকিকে প্রহার করবে, এমন সময়ে অর্জুন অদৃশ্য থেকে তা ছেদন করেছিলেন। সুতরাং পঞ্চমুখ সর্পের মতো বেগে তা ভূতলে পড়ল। অর্জুন তাঁর উদ্যম ব্যর্থ করেছেন দেখে ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে ত্যাগ করে ক্রোধবশত অর্জুনের নিন্দা করতে লাগলেন, "কুন্তীনন্দন, তুমি এটা গুরুতর নৃশংস কাজ করলে। যেহেতু আমি অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলাম, সুতরাং তোমাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। এই অবস্থায় তুমি আমার বাহুছেদন করলে কেন? তুমি গিয়ে রাজা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে কী বলবে? একথা বলবে যে, ভূরিশ্রবা অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন, সেই অবস্থায় আমি তাঁকে বধ করেছি। পৃথানন্দন, এই প্রকার অস্ত্রপ্রয়োগ করতে তোমাকে কি মহাত্মা ইন্দ্র শিখিয়েছিলেন? অথবা রুদ্র, দ্রোণ অথবা কৃপ শিখিয়েছিলেন? অর্জুন তুমি অন্য যোদ্ধা অপেক্ষা অধিক অস্ত্রধর্ম জান! সেই তুমি কী করে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করছে না, এমন

যোদ্ধাকে অস্ত্রাঘাত করলে? প্রশস্তচিত্ত লোকেরা অসাবধান, ভীত, রথবিহীন, অভয়প্রার্থী, বিপদাপন্ন লোকের উপর প্রহার করেন না। পৃথানন্দন, নীচজন আচরিত, অসৎপুরুষ ব্যবহৃত এবং সজ্জনের পক্ষে অতি দুষ্কর এই কাজ তুমি কী করে করলে? ধনঞ্জয় অভিজ্ঞ লোকেরা বলে থাকেন— জগতে সজ্জনের পক্ষে সজ্জনের কার্য করাই সম্ভবপর। কিন্তু সজ্জনের পক্ষে অসজ্জনের কাজ করা অতিদুষ্কর। মানুষ যেমন সংসর্গে থাকে, তার চরিত্রও তেমনই গড়ে ওঠে। তুমি রাজবংশে, বিশেষত কুরুবংশে জন্মে, সদাচারপরায়ণ হয়ে এবং তপস্যা করে শেষে ক্ষত্রিয়ধর্মচ্যুত হলে? তুমি কৃষ্ণের মতেই সাত্যকির জন্য এই নীচ কাজ করেছ। নইলে তোমার পক্ষে এ কাজ সম্ভবপর নয়। কৃষ্ণের বশীভূত ব্যক্তিরাই পরের সঙ্গে যুদ্ধরত ব্যক্তিকে আঘাত করতে পারে। বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় লোকেরা ব্রাত্যক্ষত্রিয়, তাদের যথাসময়ে উপনয়ন হয় না এবং যে কন্যা বিবাহযোগ্যা নয়— সেই কন্যাকেই তারা বিবাহ করে! তুমি সেই কৃষ্ণের কথা শুনে এই নিন্দনীয় কাজ করলে?"

মহাবাহু ও মহাযশা ভূরিশ্রবা এই বলে সাত্যকিকে ত্যাগ করে রণস্থলেই প্রায়োপবেশন করার সংকল্প করলেন। পুণ্যলক্ষণ ভূরিশ্রবা ব্রহ্মলোকে যাবার ইচ্ছা করে বামহস্ত দ্বারা ভূতলে শর বিছিয়ে আপন প্রাণবায়ুকে মহাবায়ুতে মিশিয়ে দিলেন। সূর্যে নয়ন এবং চন্দ্রে প্রসন্ন মনটিকে নিবিষ্ট করে "তত্ত্বমসি" এই মহা উপনিষদের অর্থ জীব ও ঐক্যের ধ্যান করতে করতে যোগযুক্ত ও মৌনী হলেন।

তখন সেখানে উপস্থিত সমস্ত সৈন্য কৃষ্ণ ও অর্জুনের নিন্দা এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ ভূরিশ্রবার প্রশংসা করতে লাগলেন। নিন্দা শুনেও কৃষ্ণ ও অর্জুন কোনও অপ্রিয় কথা বললেন না, আবার প্রশংসা শুনেও ভূরিশ্রবা আনন্দিত হলেন না। কৌরবেরা বারবার অর্জুনের নিন্দা করতে থাকলে অর্জুন তাদের ও ভূরিশ্রবার বাক্য সহ্য করতে না পেরে বললেন, "রাজারা সকলেই আমার মহাব্রতের কথা জানেন যে, আমার অস্ত্রপথে যে পড়বে, সেই আমার বধ্য হবে। আমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে ভূরিশ্রবা তুমি আমার নিন্দা করতে পার না। তা ছাড়া, তুমি অস্ত্রধারণ করে নিরস্ত্র সাত্যকিকে বধ করতে চাইছিলে, অতএব তোমার বাহু ছেদন করে আমি অন্যায় করিনি। নিরস্ত্র, বালক, রথবিহীন ও বর্মশূন্য অভিমন্যুকে তোমরা যে বধ করেছ, কোন ধার্মিক লোক তার প্রশংসা করেন?"

অর্জুন একথা বললে ভূরিশ্রবা মস্তক দিয়ে ভূমি স্পর্শ করলেন এবং বামহস্তদ্বারা ছিন্ন দক্ষিণ হস্ত অর্জুনের দিকে ছুড়ে দিলেন, কিন্তু অর্জুনের কথার কোনও উত্তর দিতে পারলেন না ভূরিশ্রবা, অধোমুখে রইলেন।

অর্জুন বললেন, "শলাগ্রজ! ধর্মরাজ, বলিশ্রেষ্ঠ ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের উপর আমার যে প্রীতি আছে, তোমার উপরেও আমার সেইরূপ প্রীতি আছে। অতএব, তুমি আমার ও মহাত্মা কৃষ্ণের অনুমতিক্রমে উশীনরনন্দন শিবিরাজার মতো পুণ্যার্জিত লোকে গমন করো।"

কৃষ্ণ বললেন, "সর্বদা অগ্নিহোত্রযাগকারী ভূরিশ্রবা, আমার যে নির্মললোক চিরদিন প্রকাশ পাচ্ছে, যেখানে যাবার জন্য ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবশ্রেষ্ঠরাও ইচ্ছা করেন, তুমি সেখানে যাও, আর আমারই মতো গরুড়ের উত্তম রথে আরোহণ করে বিচরণ করো।"

সাত্যকি মূর্ছিত হয়ে ভূতলে পতিত হয়েছিলেন। তিনি চৈতন্যলাভ করে উঠে তরবারি নিয়ে মহাত্মা ভূরিশ্রবার মস্তক ছেদন করবার ইচ্ছা করলেন। ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবা তখন ছিন্নশুণ্ড হস্তীর ন্যায় উপবেশন করেছিলেন; সেই অবস্থায় অতিদুর্মনা হয়েও তাঁকে বধ করতে উদ্যত হলে, সমস্ত সৈন্য ধিক ধিক বলে সাত্যকির নিন্দা করতে লাগল এবং মহাত্মা কৃষ্ণ, অর্জুন, ভীমসেন, অর্জুনের চক্ররক্ষক যুধামন্যু ও উত্তমৌজা, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, কর্ণ, বৃষসেন ও জয়দ্রথ বারণ করতে থাকলেন; আর সমস্ত সৈন্যই উচ্চ স্বরে "বধ করবেন না, বধ করবেন না" এই চিৎকার করতে থাকল, তথাপি সাত্যকি তরবারি দ্বারা যুদ্ধস্থলে প্রায়োপবিষ্ট ও অর্জুন কর্তৃক ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবার মস্তক ছেদন করলেন। পূর্বে অর্জুন কর্তৃক আহত ভূরিশ্রবাকে যে হেতু বধ করা হল, সেই জন্য সৈন্যরা সাত্যকির প্রশংসা করল না।

ওদিকে দেবগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ ও মানবগণ ইন্দ্রের তুল্য ভূরিশ্রবাকে প্রায়োপবিষ্ট অবস্থায় নিহত দেখে ও তাঁর কার্যে বিস্মিত হয়ে তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন; আবার সাত্যকির অনুকূলে সৈন্যরা বলতে লাগল, "এ বিষয়ে সাত্যকির কোনও অপরাধ নেই। কারণ, এঁর এইরূপই ভবিতব্য ছিল। অতএব ক্রোধ করা উচিত নয়। যেহেতু ক্রোধ মানুষের গুরুতর দুঃখের সৃষ্টি করে। বীরের শত্রুবধ করা উচিত, এ বিষয়ে কোনও বিচার করা সঙ্গত নয়। বিশেষত বিধাতাই যখন সাত্যকিকে ভূরিশ্রবার মৃত্যুজনক করে সৃষ্টি করেছেন।"

সাত্যকি বললেন, "অধার্মিকগণ! তোমরা ধর্মের বেশ ধারণ করে ধর্মকথা দ্বারা আমাকে যে 'বধ কোরো না, বধ কোরো না' বলছিলে, তা অত্যন্ত অসঙ্গত। যখন বালক ও অস্ত্রবিহীন অভিমন্যুকে বধ করেছিলে, তখন তোমাদের ধর্ম কোথায় ছিল? আমি কোনও শত্রুর তিরস্কারের সময় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, যুদ্ধে যে লোক জীবিত অবস্থায় ক্রোধবশত আমাকে নিষ্পেষণ করে পদাঘাত করবে, সে যদি মুনির মতো নিয়মশালীও হয়, তবুও আমি তাকে বধ করব। তারপর আমার বাহুযুগল ছিল। আমি ভূরিশ্রবাকে প্রত্যাঘাত করবার চেষ্টা করছিলাম, তোমাদের চক্ষুও ছিল; তোমরা যে আমাকে মৃত বলে ভেবেছিলে, সে তোমাদের বুদ্ধির ভুল। অতএব আমি সঙ্গতভাবেই ভূরিশ্রবাকে বধ করেছি। তবে অর্জুন আমাকে ভূপাতিত দেখে নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য তরবারি দিয়ে ভূরিশ্রবার বাহু ছেদন করে আমাকে বঞ্চিত করেছেন। দৈব মানুষকে তার অনুকূলে কাজ করায়। এই যুদ্ধে ভূরিশ্রবা নিহত হয়েছেন। এতে অধর্মের কী আছে? পূর্বকালে বাল্মীকি মুনি বলেছিলেন, 'প্লঙ্গম! তুমি যে বলছ— স্ত্রীহত্যা করবে না তাতে আমি বলি, যা পীড়াজনক হবে, তা নাশ করা শত্রুর অবশ্যকর্তব্য।" কৌরবশ্রেষ্ঠরা সাত্যকির মনে মনে প্রশংসা করলেও, সংযমী ভূরিশ্রবাকে বধ করা অনুমোদন করলেন না।

এই দুর্লভতম মুহূর্তটি আলোচনার পূর্বে, প্রেক্ষাপটটি জানা প্রয়োজন। কারণ, কৃষ্ণ, অর্জুনকে বাদ দিলে মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর সাত্যকি। সাত্যকি অর্জুনের শিষ্য, অভিমন্যুর গুরু। অথচ ভূরিশ্রবার হাতে সাত্যকি অত্যন্ত নিগৃহীত হন। যদুবংশে কার্তবীর্য অর্জুনের তুল্য বীর

ও বলবান 'শিনি' নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। শিনি মহাত্মা দেবকের কন্যা দেবকীকে স্বয়ংবর সভা থেকে বসুদেবের জন্য সকল রাজাকে পরাজিত করে গ্রহণ করেন। বীর ও মহাতেজা সোমদত্ত শিনিকে রণে আহ্বান করেন। শিনি বলপূর্বক সোমদত্তকে ভূতলে ফেলে অসি উত্তোলন করে কেশ আকর্ষণ করে পদাঘাত করেন এবং জীবনযাপন করার জন্য ছেড়ে দেন। সোমদত্ত দীর্ঘকাল মহাদেবের তপস্যা করে আশীর্বাদ লাভ করেন যে, তাঁর পুত্র শিনির পুত্রকে ভূতলে ফেলে কেশ আকর্ষণ করে পদাঘাত করবেন। সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা এই কারণে শিনির পুত্র সাত্যকিকে পরাজিত করেন ও নিগৃহীত করেন।

এই মুহূর্তটি পরম দুর্লভ মনে করার সবথেকে বড় কারণ অর্জুনের জীবনে এই রকম মুহূর্ত খুব কমই এসেছে। অর্জুন শব্দের অর্থ শুভ্র। সমস্ত যোদ্ধা জীবনে অর্জুন এই শুভ্রতা, নিষ্কলঙ্কতা বহন করেছেন। যুদ্ধকালে বীভৎস কাজ করেন না বলে তাঁর আর এক নাম বীভৎসু। সেই অর্জুন ভূরিশ্রবা যখন সাত্যকির সঙ্গে সংগ্রামরত, যখন তিনি সাত্যকিকে পূর্ণ পরাজিত করে নিধন করতে চলেছেন, তখন ভূরিশ্রবার অলক্ষ্যে থেকে তাঁর বাহুচ্ছেদন করলেন। ভূরিশ্রবা এই নিয়ে অর্জুনের নিন্দা করলে, অর্জুন অভিমন্যুর অন্যায় হত্যার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সপ্তরথী যে অন্যায় করেছিলেন, তা অর্জুনের কাছে প্রত্যাশিত ছিল না।

বিশেষত এই ঘটনার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সুগভীর ক্ষোভে অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন, "মহারাজ আপনি ধর্মজ্ঞ হয়েও রাজ্যলাভের জন্য মিথ্যা বলে মহাপাপ করেছেন। বালিবধের জন্য রামের যেমন অকীর্তি হয়েছে সেইরূপ দ্রোণবধের জন্য আপনার চিরস্থায়ী অকীর্তি হবে।" বোঝা যাচ্ছে, মহাভারত রচনার সময়েও রামচন্দ্রের বালিবধ বীরসমাজে অকীর্তি বিবেচিত হত। কারণ বালি সুগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন, এই অবস্থায় রামচন্দ্র বালিবধ করেন অলক্ষ্যে থেকে। মৃত্যুমুখী বালি রামচন্দ্রের নিন্দা করলে তিনি বলেছিলেন, "তুমি বলপূর্বক কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী রুমাকে অঙ্কশায়িনী করেছ, তাই তুমি মৃত্যুদণ্ড যোগ্য।" অর্জুন রামচন্দ্রের এই আত্মপক্ষ সমর্থনে সন্তুষ্ট ছিলেন না, বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু তিনিও কি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অভিমন্যু-বধ ঘটনার আশ্রয় নিলেন না? রামচন্দ্রও বালিকে স্বর্গে যাবার আশীর্বাদ করেছিলেন, অর্জুনও ভূরিশ্রবার জন্য স্বর্গ কামনা করলেন। যদিও অর্জুনের জীবনে এমন কালির ফোঁটা পড়বার মতো মুহূর্ত খুব বেশি নেই।

এই মুহূর্তটির আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য, সাত্যকির জন্য কৃষ্ণের উদ্বেগ। অর্জুন যখন মনে মনে ভূরিশ্রবার রণনৈপুণ্যের প্রশংসা করছিলেন, কৃষ্ণ অঘটন ঘটার সম্ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠছিলেন। শেষ পর্যন্ত অর্জুন মুহূর্তমধ্যে কৃষ্ণের উদ্বেগ দূর করেছিলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সাত্যকিকে এই অবস্থায় এই একবারই দেখা যায়। তিনি কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্যকে জয় করেছিলেন। যুদ্ধশেষে যে দশজন বেঁচে ছিলেন, তার মধ্যে সাত্যকি একজন। কিন্তু এই ঘটনা এখানেই শেষ হয়ে গেল না। সাত্যকি ও কৃতবর্মার বাদানুবাদও এই ঘটনা নিয়ে। সেদিন যদুবংশ ধ্বংস হয়েছিল।

৭২

জয়দ্রথ-বধ

ভূরিশ্রবা নিহত হলে, মহাবাহু অর্জুন কৃষ্ণকে আদেশ করলেন, "কৃষ্ণ রাজা জয়দ্রথ যেখানে আছেন, সেদিকে ঘোড়াগুলিকে চালাও। সূর্য অস্ত যাচ্ছেন, আমিও দুস্তর প্রতিজ্ঞা করেছি, ওদিকে কৌরবসৈন্যের মহারথেরা জয়দ্রথকে রক্ষা করছেন। কৃষ্ণ যাতে সূর্য অস্ত্র যাবার পূর্বে আমার প্রতিজ্ঞা সফল হয়, সেইভাবে ঘোড়াগুলিকে চালাও।"

তখন মহাবাহু ও অস্ত্রকৌশলজ্ঞ কৃষ্ণ জয়দ্রথের রথের দিকে রৌপ্যতুল্য শুভ্রবর্ণ অশ্বগুলিকে চালিয়ে দিলেন। অব্যর্থবাণ অর্জুন এগিয়ে আসতে থাকলে দুর্যোধন, কর্ণ, বৃষসেন, শল্য, অশ্বত্থামা, কৃপ এবং স্বয়ং জয়দ্রথ—এই সকল যোদ্ধারা উড়ন্ত ঘোড়ার মতো দ্রুতগামী অশ্ব নিয়ে অর্জুনের দিকে ধাবিত হলেন। ওদিকে অর্জুন উপস্থিত হয়ে ক্রোধপ্রদীপ্ত নয়নে সম্মুখবর্তী জয়দ্রথকে যেন দগ্ধ করতে করতে দেখতে থাকলেন। রাজা দুর্যোধন অর্জুনকে জয়দ্রথের রথের দিকে যেতে দেখে কর্ণকে বললেন, "কর্ণ এই সেই যুদ্ধের সময়। অতএব মহাত্মা, নিজের শক্তি দেখাও। কর্ণ যাতে অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করতে না পারে, তার ব্যবস্থা করো। দিনের অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে। বাণসমূহদ্বারা শত্রুকে আঘাত করতে থাকো। দিবাবসান হলে নিশ্চয়ই আমাদের জয় হবে। সূর্যাস্তগমন পর্যন্ত জয়দ্রথকে রক্ষা করতে পারলে, অর্জুনের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয়ে যাবে; সুতরাং তখন অর্জুন অগ্নিতে প্রবেশ করবে। মানীজনের সম্মানকারী কর্ণ, পৃথিবীতে অর্জুন না থাকলে, তাঁর ভ্রাতারা অনুচরদের সঙ্গে মুহূর্তকালও জীবিত থাকতে পারবে না। আর পাণ্ডবেরা বিনষ্ট হলে পর্বত, বন ও উদ্যানের সঙ্গে এই নিষ্কণ্টক পৃথিবীটা আমরাই ভোগ করতে পারব। কর্ণ, দৈবই অর্জুনকে বিনষ্ট করেছে; তাই তার বিপরীত বুদ্ধি হয়েছিল। সুতরাং ও কর্তব্য বা অকর্তব্য না বুঝে যুদ্ধ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে। পাণ্ডুর পুত্র অর্জুন নিশ্চয়ই নিজের বিনাশের জন্য জয়দ্রথবধ বিষয়ে এই প্রতিজ্ঞা করেছে। রাধানন্দন তুমি যুদ্ধে দুর্ধর্ষ। সুতরাং তুমি জীবিত থাকতে, সূর্য অস্ত যাবার পূর্বে কী করে অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করবে? যুদ্ধের সম্মুখভাগে মদ্ররাজ শল্য এবং মহাত্মা কৃপ জয়দ্রথকে রক্ষা করছেন; এ অবস্থায় অর্জুন কী ভাবে তাঁকে বধ করবে? তার পর আমি, দুঃশাসন ও অশ্বত্থামা তাঁকে রক্ষা করছি। সুতরাং, দৈবপ্রেরিত অর্জুন কী ভাবে জয়দ্রথকে পাবে? কর্ণ বহু বীর যুদ্ধ করছেন, সূর্যও ঝুলে পড়েছেন। অতএব আশা করি, অর্জুন জয়দ্রথকে পাবেই না। অতএব অশ্বত্থামা, শল্য, কৃপ, অন্যান্য মহারথ বীর ও আমার সঙ্গে মিলিত হয়ে বিশেষ যত্ন অবলম্বন করে তুমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করো।"

দুর্যোধন এই কথা বললে, কর্ণ সেই কৌরবশ্রেষ্ঠকে বললেন, "দৃঢ়াঘাতকারী, বীর ও ধনুর্ধর ভীমসেন অনেক বাণের আঘাতে যুদ্ধে আমার দেহ অত্যন্ত বিদীর্ণ করেছে। থাকতে হয় বলেই আমি এখনও যুদ্ধে আছি। কিন্তু মহাবাণে বিদীর্ণ হওয়ায় আমার অঙ্গ একটুও চলছে না। তবুও আমার জীবন তোমার জন্য বলে শক্তি অনুসারে যুদ্ধ করব; যাতে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করতে না পারে। আমি যুদ্ধে উপস্থিত থেকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করতে থাকলে নিশ্চয়ই সব্যসাচী বীর অর্জুন জয়দ্রথকে পাবে না। প্রভুর প্রতি অনুরক্ত ও হিতৈষী লোকের সর্বদা যা কর্তব্য, তা আমি করব; তবে জয় দৈবের উপর প্রতিষ্ঠিত। মহারাজ তোমার প্রীতির জন্য জয়দ্রথকে রক্ষা করার জন্য আমি বিশেষ যত্ন করব। কিন্তু জয় দৈবের অধীন। আজ আমার সমস্ত সৈন্য আমার ও অর্জুনের দারুণ ও লোমহর্ষণ যুদ্ধ দর্শন করুন।"

কর্ণ ও দুর্যোধন রণস্থলে এইরূপ বলছিলেন এমন সময়ে অর্জুন তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা কৌরবসেন্য সংহার করতে লাগলেন। অত্যন্ত ধারযুক্ত বাণের সাহায্যে তিনি বীরগণের রথ চূর্ণ করলেন ও হস্তীশুণ্ডের ন্যায় বাহু ছেদন করতে লাগলেন। অর্জুনের তীক্ষ্ণ বাণে চতুর্দিকে মস্তক, হস্তীশুণ্ড, অশ্বগ্রীবা ও রথচক্র ছিন্ন হয়ে পড়তে লাগল। অর্জুন এক একটি বাণে একসঙ্গে তিনজন করে যোদ্ধা বধ করতে লাগলেন। অগ্নি যেমন তৃণময় ভূমি দগ্ধ করে, অর্জুন তেমনই কৌরব সৈন্যবাহিনী দগ্ধ করতে থেকে অচিরকালের মধ্যে সমরভূমি রক্তময় করে ফেললেন। বলবান, যথার্থ বিক্রমশালী ও দুর্ধর্ষ অর্জুন কৌরবসৈন্যের বহুতর যোদ্ধাকে নিহত করে ক্রমে জয়দ্রথের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এই সময়ে অর্জুন— ভীমসেন ও সাত্যকি কর্তৃক রক্ষিত হয়ে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রকাশ পেতে লাগলেন। শক্তিগর্বে মত্ত কৌরব মহাধনুর্ধরেরা অর্জুনের সেই রূপ সহ্য করতে পারলেন না। যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত দুর্যোধন, কর্ণ, শল্য, বৃষসেন, কৃপ ও অশ্বত্থামা জয়দ্রথকে রক্ষা করবার জন্য অর্জুনকে পরিবেষ্টন করলেন। জয়দ্রথও তাঁদের পিছনে অগ্রসর হলেন।

তখন সূর্য রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছিলেন। তাই তাঁর অস্তগমন কামনা করে কিংবা কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বধ করবার কামনা করে জয়দ্রথকে পিছনে রেখে, সেই যুদ্ধবিশারদেরা সকলে নির্ভয়চিত্তে মুখ ব্যাদান করা যমের মতো যুদ্ধদক্ষ অর্জুনকে পরিবেষ্টন করলেন। তাঁরা প্রত্যেকে বিশাল সর্পতুল্য বাহু নিয়ে আপন ধনু আকর্ষণ করে অর্জুনের প্রতি শত শত উজ্জ্বল বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। অর্জুন আগত বাণগুলিকে ছেদন করে সেই রথীগণকে বিদ্ধ করতে লাগলেন। তখন সিংহলাঙ্গুলধবজ কৃপাচার্য আপন শক্তি দেখাবার জন্য দশটি বাণ দ্বারা অর্জুনকে ও সাতটি বাণ দ্বারা কৃষ্ণকে বিদ্ধ করে জয়দ্রথকে রক্ষা করবার জন্য অর্জুনের রথপথে অবস্থান করতে লাগলেন। অন্য কৌরব রথীগণও জয়দ্রথকে রক্ষা করবার জন্য তীব্র ও তীক্ষ্ণ বাণক্ষেপ করতে লাগলেন। তখন অর্জুন গাণ্ডিবধনুর ও তূণ দুইটির অক্ষয়ত্ব দেখাতে থেকে অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্যের অস্ত্র নিবারণ করে প্রত্যেক রথীকে দশটি করে বাণদ্বারা বিদ্ধ করলেন। কৌরব মহারথেরা সূর্যের অস্তগমন ইচ্ছা করে ত্বরান্বিত হয়ে আপনাদের রথগুলিকে অর্জুনের রথের সঙ্গে সংলগ্ন করে দিলেন এবং তীক্ষ্ণ গর্জন করতে করতে অর্জুনকে প্রহার করতে লাগলেন। কর্ণ ভীমসেন ও সাত্যকির সামনেই বাণ দ্বারা

অর্জুনকে বারণ করতে লাগলেন। তখন অর্জুন সমরাঙ্গনে সমস্ত সৈন্যের সমক্ষে দশটি বাণ দ্বারা কর্ণকে প্রতিবিদ্ধ করলেন। ক্রমে সাত্যকি তিনটি, ভীমসেন তিনটি ও অর্জুন পুনরায় সাতটি বাণ দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করলেন। মহারথ কর্ণও তাঁদের প্রত্যেককে ষাট-ষাটটি বাণ দ্বারা প্রহার করলেন। অদ্ভুত রণনৈপুণ্য দেখিয়ে কর্ণ অর্জুন, ভীম ও সাত্যকিকে বারণ করতে লাগলেন। তখন মহাবাহু অর্জুন একশত বাণ দ্বারা সূর্যনন্দন কর্ণের সমস্ত দেহে আঘাত করলেন। কর্ণের সমস্ত অঙ্গ রক্তে সিক্ত হয়ে গেল, তখনও কর্ণ অর্জুনের উপরে পঞ্চাশটি তীক্ষ্ণ বাণক্ষেপ করলেন। তখন পৃথানন্দন বীর অর্জুন কর্ণের ধনু ছেদন করে নয়টি বাণ দ্বারা তার বক্ষঃস্থলে আঘাত করলেন। পরে অর্জুন আরও দ্রুত সময় কমাবার জন্য কর্ণের বধের উদ্দেশ্যে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল একটি বাণক্ষেপণ করলেন। সেই বাণটি বেগে কর্ণের দিকে আসতে থাকলে অশ্বত্থামা একটি তীক্ষ্ণ অর্ধ-চন্দ্র বাণ দ্বারা সেই বাণটিকে ছেদন করে ভূতলে ফেললেন। তখন অর্জুন ও কর্ণের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম হতে লাগল। দুজনেই বাণ দ্বারা দুজনকে আবৃত করে ফেললেন। তাঁরা পরস্পর বধ অভিলাষী হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

তখন দুর্যোধন কৌরব যোদ্ধাদের বললেন, "আপনারা যত্নবান হয়ে কর্ণকে রক্ষা করুন। কর্ণ আমাকে বলে গিয়েছেন যে, অর্জুনকে বধ না করে তিনি ফিরবেন না।"

এই সময়ে অর্জুন কর্ণের বিক্রম দেখে কর্ণ পর্যন্ত ধনু আকর্ষণ করে চারটি বাণে কর্ণের চারটি অশ্বকে বধ করলেন। একটি ভল্লদ্বারা কর্ণের সারথিকে রথ থেকে নিপাতিত করলেন এবং দুর্যোধনের সামনেই কর্ণকে আবৃত করে ফেললেন। অশ্ব ও সারথি নিপাতিত এবং স্বয়ং বাণ দ্বারা আবৃত কর্ণ মোহিত হয়ে পড়লেন, কর্তব্য স্থির করতে পারলেন না। অশ্বত্থামা কর্ণকে রথবিহীন দেখে নিজের রথে তুলে নিলেন, শল্য ত্রিশটি বাণ দ্বারা অর্জুনকে আঘাত করলেন। কৃপ কুড়িটি শরে কৃষ্ণকে তাড়ন করলেন। কুন্তীনন্দন অর্জুনও তাঁদের প্রতিহত করলেন। বনবাসের দ্বাদশ বর্ষের ক্লেশ স্মরণ করে অর্জুন ভয়ংকর হয়ে উঠলেন। হরধনুর তুল্য গাণ্ডিবে দ্রুতগতিতে বাণক্ষেপ করে তিনি মৃতের স্তূপ করে ফেললেন, মাংসভোজী পক্ষীরা মৃতদেহের উপর পড়তে লাগল, আকাশে যেন বহুতর উল্কা জ্বলতে লাগল। সমস্ত রাজা ভয়ংকর অস্ত্র নিয়ে অর্জুনের দিকে ছুটে এলেন, অর্জুন সকলের অস্ত্র ও জীবন বিনিষ্ট করে যমরাজ্যের বৃদ্ধি করতে লাগলেন। অর্জুনের গাণ্ডিবের টংকারে কৌরবসৈন্যেরা ভয়ে বিচলিত ও ত্রাসে অস্থিরচিত্ত হয়ে পড়ল। ক্রমে অর্জুন নূতন নূতন অস্ত্র আবিষ্কার করতে থেকে সমস্ত দিক এবং সকল রথীকে আকুল করে জয়দ্রথের দিকে ধাবিত হলেন এবং চৌষট্টিটি বাণে তাঁকে বিদ্ধ করলেন। বরাহধ্বজ জয়দ্রথও তিনটি নারাচ দ্বারা কৃষ্ণকে, ছ'টি নারাচ দিয়ে অর্জুনকে এবং একটি বাণে অর্জুনের ধ্বজ বিদ্ধ করলেন। অর্জুন জয়দ্রথের বাণ নিবারণ করে দুটি বাণে জয়দ্রথের সারথির মস্তক ও রথের অলংকৃত ধ্বজটি কেটে ফেললেন।

এই সময়ে সূর্য দ্রুত অস্ত্র যেতে থাকলে কৃষ্ণ ত্বরান্বিত হয়ে অর্জুনকে বললেন, "মহাবাহু পৃথানন্দন, জীবনার্থী এই জয়দ্রথ ছ'জন বীর মহারথের মধ্যে ভীত হয়ে অবস্থান করছে। জয়দ্রথ নিজেও জীবনরক্ষায় যত্নবান হয়ে আছে। সুতরাং তুমি এই যুদ্ধে এই ছ'জন রথীকে জয় না করে কিংবা কোনও ছল অবলম্বন না করে জয়দ্রথকে বধ করতে পারবে না। সুতরাং

আমি সূর্যকে আবরণ করার জন্য একটা উপায় করব। তাতে জয়দ্রথ সূর্যকে অস্তগতের মতো অস্পষ্ট দেখবে। তখন জীবনার্থী দুরাচার জয়দ্রথ তোমার মৃত্যু হবে ভেবে আনন্দে কোনও প্রকার আত্মগোপন করবে না; সেই অবসরে তুমি তাকে আঘাত করবে। সূর্য অস্ত যাচ্ছেন। সুতরাং মোটেই বিলম্ব কোরো না।"

তখন অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, "তাই হোক।"

তখন যোগী এবং যোগিগণের অধীশ্বর ত্রিতাপহারী কৃষ্ণ যোগযুক্ত হয়ে সূর্যের আবরণের জন্য অন্ধকার সৃষ্টি করলেন। কৃষ্ণ অন্ধকার সৃষ্টি করলে, সূর্য অস্ত গিয়েছেন মনে করে এবং অর্জুন বিনষ্ট হবেন ভেবে কৌরবযোদ্ধারা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। সৈন্যেরা আনন্দিত হয়ে মুখ তুলেও সূর্যকে দেখতে পেল না এবং রাজা জয়দ্রথও মুখ তুলে সূর্যকে দেখতে পেলেন না। জয়দ্রথ সেইভাবে সূর্যকে দেখতে থাকলে কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, "বীর ভরতশ্রেষ্ঠ, দেখো— জয়দ্রথ তোমার ভয় পরিত্যাগ করে সূর্য দেখছেন। এখনই দুরাত্মাকে বধের সময়। সুতরাং তুমি সত্বর ওর মস্তক ছেদন করো ও নিজের প্রতিজ্ঞা সফল করো।" কৃষ্ণ একথা বললে, প্রতাপশালী অর্জুন সূর্য ও অগ্নির তুল্য উজ্জ্বল শরসমূহ দ্বারা কৌরবসৈন্য বধ করতে লাগলেন। ক্রমে অর্জুন কুড়িটি বাণ দ্বারা কৃপকে, পঞ্চাশটি দ্বারা কর্ণকে, ছ'টি দ্বারা শল্যকে ও দুর্যোধনকে তাড়ন করলেন। তারপর অর্জুন আটটি বাণ দ্বারা বৃষসেনকে, ষাটটি দ্বারা জয়দ্রথকে এবং বহুতর বাণ দ্বারা কৌরবযোদ্ধাদের গাঢ়ভাবে বিদ্ধ করে জয়দ্রথের দিকে ধাবিত হলেন।

কৌরবেরা অনবরত শরবর্ষণ করে অর্জুনকে বারণ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু অর্জুন সম্মুখাগত সকল বীরকেই বধ করতে লাগলেন। তখন কৌরবেরা ভীত হয়ে জয়দ্রথকে পরিত্যাগ করে, যে যেদিকে পারলেন পালাতে লাগলেন। প্রলয়কালীন রুদ্রের মতো অর্জুন প্রাণীসংহার করলেন। সেই যুদ্ধে এমন কোনও রথী, অশ্বারোহী, হস্ত্যারোহী বা পদাতি ছিল না যে, অর্জুনের বাণে আহত হয়নি। অর্জুন নিক্ষিপ্ত বাণে বিদীর্ণ সৈন্যেরা ঘূর্ণিত, স্খলিত, পতিত, অবসন্ন ও বেদনার্ত হতে লাগল। অর্জুন এইভাবে কৌরবসৈন্যদের পীড়ন করে ভীষণ শরসমূহ দ্বাবা জয়দ্রথের রক্ষীগণকেও বধ করলেন। পরে অর্জুন তীব্র শরজাল দ্বারা কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, শল্য, বৃষসেন ও দুর্যোধনকে আবৃত করলেন। অর্জুন অতিদ্রুত, অস্ত্রগ্রহণ, অস্ত্রসন্ধান ও অস্ত্রক্ষেপ করায় এর কোনওটিই দেখা গেল না। তখন বিজয়ীশ্রেষ্ঠ অর্জুন কর্ণ ও বৃষসেনের ধনু ছেদন করলেন এবং ভাগিনেয় অশ্বত্থামা ও মাতুল কৃপাচার্যকে গাঢ়বিদ্ধ করে একটি ভল্লদ্বারা শল্যের সারথিকে রথনীড় থেকে নিপাতিত করলেন।

তখন অর্জুন অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল একটি ভয়ংকর বাণ তূণ থেকে বার করলেন। মহাবাহু অর্জুন— ইন্দ্রের বজ্রের তুল্য তেজস্বী, দিব্যমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত, সর্ববিদারণযোগ্য এবং সর্বদা গন্ধ ও মাল্য দ্বারা পূজিত সেই বিশাল বাণটিকে যথাবিধানে বজ্রমন্ত্রে সংযুক্ত করে গাণ্ডিবধনুতে সন্ধান করলেন। অর্জুন সেই বাণটির সন্ধান করলে আকাশে বিশাল কোলাহল শোনা গেল। তখন কৃষ্ণ দ্রুত অর্জুনকে বললেন, "অর্জুন দুরাত্মা জয়দ্রথকে বধ করো। সূর্য অস্তনামক পর্বতশ্রেষ্ঠে যাবার ইচ্ছা করেছেন। অতএব জয়দ্রথ বধ বিষয়ে আমার কাছে এই কর্তব্য বিষয় শ্রবণ করো। জগদ্বিখ্যাত বৃদ্ধক্ষত্র জয়দ্রথের পিতা। তিনি দীর্ঘকাল দেবতার

আরাধনা করে শত্রুহন্তা জয়দ্রথকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। জয়দ্রথের জন্মকালে মেঘ ও দুন্দুভির ধ্বনির মতো গম্ভীর কণ্ঠে দেবপুত্র বলেছিলেন, 'মনুষ্যশ্রেষ্ঠ রাজা! আপনার এই পুত্র কুল, শীল ও ইন্দ্রিয়দমন প্রভৃতি গুণদ্বারা মাতৃবংশ ও পিতৃবংশের উপযুক্ত, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ও জগতে সর্বদা বীরগণদ্বারা সম্মানিত হবে। কিন্তু এ যখন ধনুর্ধারণ করে রণস্থলে শত্রুগণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকবে, তখন কোনও ক্রুদ্ধ শত্রু প্রত্যক্ষ থেকেই সেই রণভূমিতে এর শিরশ্ছেদন করবে।' শত্রুদমনকামী সিন্ধুরাজ বৃদ্ধক্ষত্র সেই দৈববাণী শুনে দীর্ঘকাল চিন্তা করে সমস্ত জ্ঞাতিকে এই কথা বলেছিলেন, 'আমার পুত্র যখন সমরাঙ্গনে গুরুতর ভার বহন করে যুদ্ধ করতে থাকবে, তখন যে লোক তার মস্তক ভূতলে পাতিত করবে, তার মস্তকও শতধা বিদীর্ণ হয়ে যাবে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।' এই বলে বৃদ্ধক্ষত্র যথাসময়ে জয়দ্রথকে রাজার পদে প্রতিষ্ঠিত করে বনে গিয়ে ভয়ংকর তপস্যা আরম্ভ করেন। কপিধ্বজ অর্জুন, সেই তপস্বী বৃদ্ধক্ষত্র এখন এই সমন্তপঞ্চকের বাইরে ভয়ংকর ও দুষ্কর তপস্যা করছেন। অতএব তুমি ভয়ংকর ও অদ্ভুতকার্যকারী কোনও অলৌকিক অস্ত্রদ্বারা মহাযুদ্ধে জয়দ্রথের মস্তক ছেদন করে কুণ্ডলযুক্ত সেই মস্তকটি তপস্যায় উপবিষ্ট সিন্ধুরাজ বৃদ্ধক্ষত্রের ক্রোড়ে নিপাতিত করো। পক্ষান্তরে তুমি যদি জয়দ্রথের মস্তক ভূতলে পতিত করো, তা হলে তোমার মস্তকও শতভাগে বিদীর্ণ হয়ে যাবে। তপস্যানিরত সেই রাজা যাতে এই ঘটনা জানতে না পারেন, তুমি কোনও দিব্য অস্ত্র অবলম্বন করে, তা করো। তোমার অসাধ্য কিছু নেই।"

কৃষ্ণের এই কথা শুনে অর্জুন ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন করতে থেকে ইন্দ্রের বজ্রের তুল্য স্পর্শ, দিব্যমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত, সমস্ত দুষ্করকার্য সাধক এবং চিরকাল গন্ধ ও মাল্যদ্বারা অর্চিত সেই জয়দ্রথ বধের জন্য ধরে রাখা বাণটিকে সত্বর নিক্ষেপ করলেন। তখন অর্জুনের বাহুনিক্ষিপ্ত সেই বাণটি শ্যেনপক্ষীর ন্যায় দ্রুত গিয়ে জয়দ্রথের মস্তক ছেদন করে উপরে উঠল। আবার অর্জুন নিক্ষিপ্ত অপর কতকগুলি বাণ গিয়ে জয়দ্রথের সেই মস্তকটি ঊর্ধ্বে বহন করে নিয়ে চলল। এদিকে অর্জুন কর্ণ, কৃপ, শল্য, দুর্যোধন, অশ্বত্থামা ও বৃষসেন— এ ছ'জন মহারথীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

তখন এক গুরুতর আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। অর্জুনের সেই বাণগুলি জয়দ্রথের মস্তকটিকে সে-স্থান থেকে সমন্তপঞ্চকের বাইরে নিয়ে যেতে লাগল। এই সময়ে তেজস্বী বৃদ্ধক্ষত্র রাজা সন্ধ্যার উপাসনা করছিলেন। ক্রমে সেই বাণসমূহ কৃষ্ণকেশ ও কুণ্ডলযুক্ত জয়দ্রথের মস্তকটি নিয়ে গিয়ে সন্ধ্যা উপাসনায় নিরত বৃদ্ধক্ষত্রের ক্রোড়ে নিপাতিত করল। অলক্ষিতভাবে সেই মস্তকটি ক্রোড়ে পতিত হলে বৃদ্ধক্ষত্র ভীত হয়ে যেই উঠে দাঁড়ালেন, অমনি সেই মস্তকটি ভূতলে পড়ে গেল এবং সেই বৃদ্ধক্ষত্ররাজার মস্তকও শতধা বিদীর্ণ হল।

সৈন্যরা কৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রশংসা করতে লাগলেন। কৃষ্ণ তখন সেই অন্ধকার অপসারিত করলেন। জয়দ্রথকে নিহত দেখে কৌরব রথীগণ অশ্রুমোচন করতে লাগলেন। কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য, অর্জুন দেবদত্ত, ভীমসেন, সাত্যকি, যুধামন্যু ও উত্তমৌজা পৃথক পৃথক ভাবে শঙ্খধ্বনি করতে লাগলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই বিশাল শব্দ শুনে বুঝলেন যে, অর্জুন জয়দ্রথবধ করে প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন।

ধৃতরাষ্ট্রের জামাতা, দুর্যোধনের ভগিনী দুঃশলার স্বামী সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের জীবনাবসান ঘটল। জয়দ্রথের সঙ্গে পাঠকের পূর্ণ পরিচয় ঘটে বনপর্বে। শাল্ব রাজকন্যার স্বয়ংবর সভায় যাত্রাকালে তিনি আশ্রমে অরক্ষিতা দ্রৌপদীর রূপমুগ্ধ হয়ে তাঁকে বলপূর্বক অপহরণ করেছিলেন। আশ্রমে ফিরে পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীহরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন ও জয়দ্রথের পশ্চাদধাবন করেন। জয়দ্রথ ভীমার্জুনের হাতে ধরা পড়েন। ভীম তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হলে মাতা 'গান্ধারী ও ভগিনী দুঃশলার' কথা স্মরণ করে যুধিষ্ঠির তাঁর প্রাণভিক্ষা দেন। ভীম অর্ধচন্দ্র বাণে যত্রতত্র জয়দ্রথের মাথার কেশ কর্তন করে ছেড়ে দেন। লাঞ্ছিত, অপমানিত জয়দ্রথ দীর্ঘকাল মহাদেবের তপস্যা করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি মহাদেবের আশীর্বাদ লাভ করেন যে অর্জুন ব্যতীত অপর পাণ্ডবদের তিনি একদিন যুদ্ধে বারণ করতে পারবেন। দ্রোণ চক্রব্যূহ রচনা করে যুধিষ্ঠিরকে ধরতে এলে, অর্জুনের আত্মস্বরূপ অভিমন্যু অনায়াসে চক্রব্যূহ ভেদ করে ভিতরে চলে যান। ব্যূহমুখ রক্ষা করছিলেন জয়দ্রথ। মহাদেবের আশীর্বাদ সত্য করে জয়দ্রথ অন্য সব পাণ্ডব ও পাণ্ডবপক্ষীয় রথীদের আটকে রাখেন। ব্যূহের মধ্যে সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যু নিহত হন। সন্ধ্যাকালে অন্যত্র যুদ্ধরত অর্জুন ফিরে এসে অভিমন্যুবধের ঘটনা জেনে প্রতিজ্ঞা করেন, আগামীকাল সূর্যাস্তের পূর্বে জয়দ্রথ বধ করবেন। অর্জুন প্রতিজ্ঞা পালন করেছিলেন। দ্রোণের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় জয়দ্রথের মৃত্যুতে।

জয়দ্রথ বধের জন্য যাত্রা করা থেকে আরম্ভ করে জয়দ্রথ বধ পর্যন্ত পড়তে পড়তে মনে হয়, তিরধনুক হাতে অর্জুনের কোনও অসাধ্য নেই। ভাল মন্দ যাই হোক, ভূরিশ্রবার দক্ষিণ বাহু ছেদন করে তিনি সাত্যকিকে বাঁচালেন, পথিমধ্যে অশ্বদের বিশ্রাম দেবার জন্য জলাশয় রচনা করলেন, বিশ্রাম করার ঘর তৈরি করে ছিলেন। একই সঙ্গে শ্রেষ্ঠ ছয় কুরুরথীকে কৃপ, শল্য, অশ্বত্থামা, কর্ণ, দুর্যোধন, বৃষসেন— পরাজিত করে জয়দ্রথ বধ করলেন। কৃষ্ণের মুখে ভবিতব্য জেনে জয়দ্রথের মস্তক আকাশপথে উড়িয়ে নিয়ে চললেন সমন্তপঞ্চকের বাইরে— তপস্যারত জয়দ্রথের পিতা বৃদ্ধক্ষত্রের কোলের উপর নিয়ে ফেললেন জয়দ্রথের মস্তক।

আর কৃষ্ণ। জয়দ্রথ বধের ঘটনা আবার প্রমাণ করল, কৃষ্ণ ঈশ্বর স্বয়ং। তিনি সব কিছুই জানেন— সকলের জন্ম-মৃত্যু তাঁর নখদর্পণে। সখা অর্জুনের প্রয়োজনে তিনি অন্ধকার সৃষ্টি করে সূর্যকে ঢাকা দিলেন। প্রতিটি পর্যায়ে তিনি অর্জুনকে যথোচিত পরামর্শ দিয়েছেন। আর একথাও বলতে হবে, অর্জুন ঈশ্বরের পরামর্শ পাবার উপযুক্ত রথীই।

ততঃ সর্বাণি সৈন্যানি বিস্ময়ং জগ্মুরুত্তমম্ ।
বাসুদেবশ্চ বীভৎসুং প্রশশংস মহারথম্ ॥ দ্রোণ : ১২৭ : ৭৮ ॥

"সৈন্যরা অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হল। এদিকে কৃষ্ণও মহারথ অর্জুনের প্রশংসা করতে লাগলেন।"

৭৩

ঘটোৎকচ-বধ

চতুর্দশ দিনের যুদ্ধে সূর্যাস্তের ঈষৎ পূর্বে অর্জুন জয়দ্রথ বধ করলেন। সে রাত্রিতে কর্ণ ভয়ংকর যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। পাণ্ডবসৈন্য ভয়ে পালাতে লাগল। তখন অর্জুন কৃষ্ণকে কর্ণের দিকে রথ চালাতে বললেন। কৃষ্ণ বললেন, "কুন্তীনন্দন, নরশ্রেষ্ঠ ও অলৌকিক বিক্রমশালী কর্ণ দেবরাজের মতো যুদ্ধে বিচরণ করছে। তুমি বা রাক্ষস ঘটোৎকচ ছাড়া এ সময়ে কর্ণের সম্মুখে যাবার মতো কোনও বীর আমি দেখি না। কিন্তু এখন আমি কর্ণের সঙ্গে তোমার সম্মেলন সংগত মনে করি না। কারণ উজ্জ্বল ও বিশাল শক্তিটা দেবরাজ ইন্দ্র যা কর্ণকে দান করেছিলেন, তা ওর কাছে রয়েছে। তোমাকে বধ করার জন্য কর্ণ সেটি সর্বদা সঙ্গে রাখেন। অতএব মহাবল ঘটোৎকচ এখন কর্ণের অভিমুখে গমন করুক। কারণ ঘটোৎকচ বলবান ভীমসেনের পুত্র এবং দেবতার তুল্য পরাক্রমশালী; বিশেষত তার কাছে দেবতা, রাক্ষস ও অসুরগণের সমস্ত অস্ত্রই রয়েছে। আর ঘটোৎকচ সর্বদাই তোমাদের হিতৈষী ও অনুরক্ত। সুতরাং সে যুদ্ধে কর্ণকে জয় করবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।" এই বলে কৃষ্ণ ঘটোৎকচকে আহ্বান করলেন।

কবচ, ধনু, বাণ ও তরবারি ধারণ করে এসে ঘটোৎকচ কৃষ্ণ ও অর্জুনকে অভিবাদন করে কৃষ্ণকে বললেন, "আমাকে কী করতে হবে আদেশ করুন।" তখন কৃষ্ণ হাসতে হাসতে যেন সেই মেঘের তুল্য নীলবর্ণ, উজ্জ্বলমুখ ও উজ্জ্বলকুণ্ডলধারী ঘটোৎকচকে বলতে লাগলেন, "পুত্র ঘটোৎকচ, তোমাকে যা বলি, তা শ্রবণ করো। অন্য কারও নয়—তোমারই এই বিক্রম প্রকাশের সময় উপস্থিত হয়েছে।"

স ভবান্ মজ্জমানানাং বন্ধুনাং ত্বং প্লবো ভব।
বিবিধানি তবাস্ত্রাণি সন্তি মায়া চ রাক্ষসী ॥ দ্রোণ : ১৫০ : ৪২ ॥

"তোমার বন্ধুগণ বিপদসাগরে মগ্ন হয়েছেন। সুতরাং তুমি তাঁদের নৌকা হও। তোমার কাছে নানাবিধ অস্ত্র ও রাক্ষসী মায়া রয়েছে।"

"ঘটোৎকচ দেখো গো-পালকগণ যেমন গোরু পীড়ন করে, সেইরকম কর্ণ সমরাঙ্গনে পাণ্ডবসৈন্য পীড়ন করছেন। মহাধনুর্ধর, বুদ্ধিমান ও দৃঢ়বিক্রমশালী কর্ণ এই পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণকে সংহার করছেন। কর্ণ বিশাল শরবর্ষণ করছেন। তাঁর শরতেজে পীড়িত হয়ে পাণ্ডবসৈন্যেরা রণস্থলে থাকতেই পারছে না। এই অর্ধরাত্র সময়ে পাঞ্চালেরা কর্ণের

শরবর্ষণে পীড়িত হয়ে সিংহের ভয়ে হরিণের মতো এইভাবে পলায়ন করছে। কর্ণ যুদ্ধে প্রবল হয়ে উঠেছেন। তুমি ছাড়া আর কেউ তাঁকে থামাতে পারবে না। তুমি এখন নিজের, মাতুলগণের, পিতৃপক্ষের, দৈহিকবলের ও অস্ত্রবলের অনুরূপ কার্য করো। 'কে কীভাবে আমাদের দুঃখ থেকে নিস্তার করবে' এই ভেবেই মানুষ পুত্র কামনা করে। সুতরাং তুমি সেই বন্ধুদের দুঃখ থেকে উদ্ধার করো। ভীমনন্দন, তুমি যখন রণস্থলে যুদ্ধ করতে থাকো, তখন তোমার অস্ত্রবল ভীষণ হয় এবং মায়াও ভয়ংকর হয়ে ওঠে। এই রাত্রিতে পাণ্ডবসৈন্যেরা কর্ণের বাণে ভগ্ন হয়ে কৌরবসৈন্যসাগরে মগ্ন হচ্ছে; তুমি তাদের অবলম্বন হও। দেখো, অমিতবিক্রমশালী রাক্ষসেরা রাত্রিতে আরও বলবান, অতিদুর্ধর্ষ, বীর ও বিক্রমচারী হয়ে থাকে। অতএব ঘটোৎকচ, তুমি এই রাত্রিতে যুদ্ধে মায়া করে মহাধনুর্ধর কর্ণকে বধ করো, আর পাণ্ডবেরা ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রবর্তী করে দ্রোণকে বধ করবেন।"

কৃষ্ণের কথা শুনে অর্জুন শত্রুদমনকারী রাক্ষস ঘটোৎকচকে বললেন, "ঘটোৎকচ তুমি, দীর্ঘবাহু সাত্যকি এবং পাণ্ডব ভীমসেন এই তিনজনকেই আমি সমস্ত পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে মহাবীর বলে মনে করি। অতএব যাও, কর্ণের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ করো। মহাবীর সাত্যকি তোমার পৃষ্ঠরক্ষক হবেন। পূর্বকালে কার্তিককে সহায়কারী নিয়ে ইন্দ্রের তারকাসুর বধের মতো, যুদ্ধে বীর কর্ণকে বধ করো।"

ঘটোৎকচ বলল, "সজ্জনশ্রেষ্ঠদ্বয়! আমি একাই কর্ণ, দ্রোণ এবং অন্যান্য শিক্ষিতাস্ত্র বলশালী ক্ষত্রিয়দের জয় করতে সমর্থ। আজ রাত্রে আমি কর্ণের সঙ্গে যেরূপ যুদ্ধ করব, যতকাল পৃথিবী থাকবে, ততকাল লোকে সেই যুদ্ধের কথা স্মরণ করবে। সেই যুদ্ধে আমি রাক্ষসধর্ম অবলম্বন করে শরণাগত বীর, ভীত বা কৃতাঞ্জলি এদের কাউকে ছাড়ব না, সকলকেই বধ করব।" মহাবাহু ও বিপক্ষবীরহন্তা ঘটোৎকচ এই বলে কৌরবসৈন্যের ভয় উৎপাদন করে তুমুল যুদ্ধে কর্ণের দিকে ধাবিত হল। ঘটোৎকচ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উজ্জ্বলমুখের সাপের মতো আসতে লাগলে, কর্ণ বাণক্ষেপ করে তাঁকে গ্রহণ করলেন। তারপর সমরাঙ্গনে ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের মতো গর্জনকারী কর্ণ ও ঘটোৎকচের দারুণ যুদ্ধ হতে লাগল।

ঘটোৎকচ যুদ্ধে কর্ণকে বধ করতে আসছে দেখে দুর্যোধন দুঃশাসনকে বললেন, "মহারথ রাক্ষসটা যুদ্ধে কর্ণের বিক্রম দেখে দ্রুত তাঁর দিকে আসছে। তুমি ওকে বারণ করো। কর্ণ যেখানে রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আছেন, তুমি বিশাল সৈন্য নিয়ে সেইখানে যাও। তুমি সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হয়ে বিশেষ যত্ন সহকারে কর্ণকে রক্ষা করো। ভীষণ রাক্ষসটা যেন অনবধানতাবশত কর্ণকে বধ না করে।"

ঘটোৎকচ দেখতে বড় সাংঘাতিক ছিল। তার নয়নযুগল রক্তবর্ণ, দেহ দীর্ঘ, মুখ তাম্রবর্ণ, উদর গভীর, লোমগুলি উঁচু উঁচু, দাড়ি পিঙ্গলবর্ণ, কান দু'খানা পেরেকের মতো সরু, ওষ্ঠের নিম্নভাগ বিশাল, মুখের ফাঁক কান পর্যন্ত। দন্ত সকল তীক্ষ্ণ, অঙ্গুলি ভীষণ, জিহ্বা ও ওষ্ঠ অতিদীর্ঘ ও তাম্রবর্ণ, ভ্রূযুগল দীর্ঘ, নাসিকা স্থূল, অঙ্গ সকল নীলবর্ণ কিন্তু গ্রীবা রক্তবর্ণ, শরীর পর্বতের ন্যায় দৃঢ়, মস্তক বৃহৎ, আকৃতি বিকৃত, দেহের স্পর্শ কঠিন, মস্তকের উপর কেশগুচ্ছ বিকটভাবে বদ্ধ, নিতম্বদ্বয় স্থূল, নাভি ক্ষুদ্র, দেহের শিরাগুলি শিথিল, হাতে বলয় ও বাহুতে

কেয়ূর ছিল। মহাদেহ, মহাবাহু, মহাবল এবং মহামায়াশালী ভয়ংকর মূর্তি ঘটোৎকচ পর্বত যেমন মধ্যদেশে অগ্নিমালা ধারণ করে, সেইরকম বক্ষে স্বর্ণমালা ধারণ করেছিল। স্বর্ণময়, বিচিত্র, বহুরূপ অবয়বে শোভিত এবং তোরণের মতো বক্র একখানি শুভ্রবর্ণ মুকুট তার মাথায় শোভা পাচ্ছিল। ঘটোৎকচ কানে দুটি নবোদিত সূর্যের মতো রক্তলাল কুণ্ডল, কণ্ঠে সুন্দর স্বর্ণময়ী মালা এবং দেহে বিশাল ও বিশেষ উজ্জ্বল একটি কাঁসার বর্ম ধারণ করেছিল।

ঘটোৎকচ একটি বিশাল রথে আরোহণ করেছিল; তার চারদিকে চারশো হাত পরিমাণ ছিল, তাতে শত শত কিঙ্কিণীর শব্দ হচ্ছিল, রক্তবর্ণের পতাকা ঝুলছিল রক্তবর্ণ ধ্বজে, তার সকল দিক ভল্লুকের চর্মে বেষ্টিত ছিল, অসংখ্য বাণ তার ভিতরে রাখা ছিল, বিশাল ধ্বজ প্রকাশ পাচ্ছিল, আটটি চক্র ঘুরছিল এবং তাতে মেঘের মতো গম্ভীর শব্দ হচ্ছিল। বলবান, শ্রমশূন্য, ভীষণাকৃতি ও অনবরত হ্রেষারবকারী একশো অশ্ব সেই রথে ভীষণমূর্তি ঘটোৎকচকে বহন করছিল; সে অশ্বগুলির আকৃতি মত্ত হস্তীর মতো, নয়নগুলি রক্তবর্ম, দেহের বর্ণ কালো, গ্রীবার উপর লোমগুলি সুন্দর এবং মাথার উপরে বিশাল বিশাল জটা ছিল।

উজ্জ্বল মুখ ও উজ্জ্বল কুণ্ডলধারী বিরূপাক্ষ নামক এক রাক্ষস সারথি সূর্যকিরণের ন্যায় দীপ্তিশালী অশ্বমুখ রজ্জু ধারণ করেছিল। সূর্যের সারথি যেমন অরুণ, তেমনই ঘটোৎকচ সেই সারথির সঙ্গে রথে অবস্থান করছিল এবং বিশাল পর্বত যেমন মহামেঘের সঙ্গে মিলিত, সেইরকম ঘটোৎকচ সেই সারথির সঙ্গে মিলিত ছিল। ঘটোৎকচের রথে একটি গগনস্পর্শী অতিবিশাল ধ্বজ উত্তোলিত ছিল, তার উপর একটা রক্তবর্ণ মস্তক ও মাংসভোজী অতিভীষণ গৃধ্রপক্ষী বসেছিল।

এই রথে আরোহণ করে ঘটোৎকচ ধনু আকর্ষণ করতে করতে বাণসমূহে সকলদিক আবৃত করে সেই বীরনাশকারী রাত্রিতে কর্ণের দিকে ধাবিত হলেন। ঘটোৎকচ যখন ধনু আকর্ষণ করছিল তখন বজ্রের শব্দের মতো সেই ধনুর শব্দ শোনা যাচ্ছিল। কৌরবসৈন্য ভীত হয়ে পালাতে লাগল। বিকৃত নয়ন ও ভীষণ মূর্তি সেই ঘটোৎকচকে আসতে দেখে, কর্ণ ঈষৎ হেসে বাণক্ষেপ করতে করতে ঘটোৎকচের দিকে ধাবিত হলেন। তখন ইন্দ্র আর শম্বরাসুরের মতো কর্ণ ও ঘটোৎকচের তুমুল যুদ্ধ হতে লাগল। তাঁরা তীব্র শরক্ষেপে পরস্পরকে আবৃত করে ফেললেন। ক্রমে তাঁদের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল এবং রক্তের প্রবাহে সিক্ত হতে থাকল। তথাপি তাঁরা পরস্পরকে বিচলিত করতে পারলেন না। তখন কর্ণ ও ঘটোৎকচ যেন পরস্পর প্রাণদ্বারা খেলা করছিলেন। সেই অবস্থায় তাঁদের সেই রাত্রিযুদ্ধ দীর্ঘকাল যেন সমানভাবেই চলল।

অস্ত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ কর্ণ যখন ঘটোৎকচকে অতিক্রম করতে পারলেন না, তখন তিনি এক অলৌকিক অস্ত্র আবিষ্কার করলেন। কর্ণ অলৌকিক অস্ত্র আবিষ্কার করেছেন দেখে পাণ্ডবনন্দন ঘটোৎকচও মহামায়া আবিষ্কার করলেন। তখন শূল, মুগুর, পাথর ও বৃক্ষধারী বিশাল রাক্ষসসৈন্য ঘটোৎকচকে পরিবেষ্টন করল। ক্রমে ঘটোৎকচ মহাধনু তুলে ভীষণ কালদণ্ডধারী যমের মতো আসছে দেখে কুরুপক্ষীয় রাজারা ভীত হয়ে পড়লেন। ঘটোৎকচের সিংহনাদে হস্তী সকল মলমূত্র ত্যাগ করতে থাকল, মানুষ ভীষণ ভীত হল।

সেই অর্ধরাত্রে রাক্ষসগণ নিক্ষিপ্ত অতিভীষণ শিলাবৃষ্টি সকল দিকে পতিত হতে লাগল। লৌহচক্র, ভুশুণ্ডি, শক্তি, তোমর, শূল, শতঘ্নী ও পট্টিশ ক্রমাগত পতিত হতে লাগল। অস্ত্রবলশ্লাঘী ও অভিমানী একমাত্র কর্ণ ছাড়া ধার্তরাষ্ট্রগণ ও অন্য যোদ্ধারা যুদ্ধ থেকে অপসরণ করতে থাকল। কর্ণ বাণ দ্বারা ঘটোৎকচের মায়া বিনষ্ট করলেন। মায়া বিনষ্ট হলে ক্ষিপ্ত ঘটোৎকচ ভয়ংকর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগল এবং সেগুলি কর্ণের দেহ ভেদ করে রক্তাক্ত ক্রুদ্ধ সর্পের মতো ভূতলে প্রবেশ করতে লাগল।

লঘুহস্ত ও প্রতাপশালী কর্ণ তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দশটি বাণ দ্বারা ঘটোৎকচকে বিদারণ করলেন। ভীমসেন-নন্দন ঘটোৎকচ সেই সকল বাণের আঘাতে অতিশয় ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণকে বধ করার জন্য একটি অলৌকিক ক্ষুরধার, নবোদিত সূর্যের মতো উজ্জ্বল চক্র কর্ণের উপর নিক্ষেপ করল। কিন্তু কর্ণের বাণে খণ্ডিত ও ব্যর্থ চক্রটি ভূতলে পড়ল। তখন ঘটোৎকচ রাহু যেমন সূর্যকে আবৃত করে, তেমনই বাণ দ্বারা কর্ণকে আবৃত করে ফেললেন। কর্ণ অবিচলিত থেকে বাণ দ্বারা ঘটোৎকচের রথখানাই আবৃত করে ফেললেন। ক্রুদ্ধ ঘটোৎকচ স্বর্ণভূষিত একটি গদা কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। কর্ণের বাণে সেটিও প্রতিহত হয়ে পতিত হল। তখন বিশালদেহ ঘটোৎকচ আকাশে উঠে বড় বড় বৃক্ষ ছুড়ে মারতে লাগলেন। তখন কর্ণ বাণ দ্বারা আকাশেই ঘটোৎকচের দেহ বিদ্ধ করতে থাকলেন এবং ঘটোৎকচের সমস্ত অশ্ব বধ করে রথখানাকে শতখণ্ডে ছেদন করলেন। তখন ঘটোৎকচের শরীরের দুই আঙুল স্থানও অবিদীর্ণ অবস্থায় থাকল না, তাকে কণ্টকপূর্ণ শজারুর মতো দেখাতে লাগল। তখন ঘটোৎকচ মায়া ধারণ কবে আকাশে অদৃশ্য থেকে কর্ণের উপর বাণবর্ষণ শুরু করল। তারপর ঘটোৎকচ মায়ার প্রভাবে বিবিধরূপ বহুতর মুখ আবিষ্কার করে কর্ণের বাণ সকল গ্রাস করতে লাগল। আবার দেখা গেল— বিশালদেহ ঘটোৎকচ কর্ণের বাণে শতধা বিদীর্ণ, দুর্বল ও নিরুৎসাহ হয়ে আকাশ থেকে পতিত হল। ঘটোৎকচ নিহত মনে করে কৌরবেরা আনন্দে কোলাহল করতে লাগলেন। তখন দেখা গেল ঘটোৎকচ নূতন শরীরে বিশাল দেহ, শতমস্তক, শতোদর ও বিশাল বাহু হয়ে মৈনাক পর্বতের মতো বিচরণ করছে। পুনরায় ক্ষণকাল মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ হয়ে সমুদ্র তরঙ্গের মতো উঠে পার্শ্বে ও উপরে থাকতে লাগল। ভূমি বিদীর্ণ করে জলে পতিত হল, পুনরায় সেই জলের অন্যদিকে গিয়ে মাথা তুলল। আবার মায়ার প্রভাবে যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত হয়ে আকাশে উঠে, আবার নেমে ভূমি, গগন ও সকল দিকে বিচরণ করে মায়া-কল্পিত স্বর্ণভূষিতরথে গিয়ে অবস্থান করল। তারপরে অবিচলিতভাবে কর্ণের রথের কাছে গিয়ে, কানের কুণ্ডল দুলিয়ে কর্ণকে বলল, "সূতপুত্র, থাক, জীবিত অবস্থায় আমার কাছ থেকে কোথায় যাবে; আজ আমি তোমার যুদ্ধের সাধ চিরকালের জন্য মিটিয়ে দেব।" ক্রোধে আরক্ত নয়ন ঘটোৎকচ আকাশে উঠে উচ্চহাস্য করতে করতে সিংহ যেমন হস্তীকে আঘাত করে, তেমনই কর্ণকে আঘাত করতে থাকল। কর্ণ দূর থেকে সেই বাণসৃষ্টি নিবারণ করতে থাকলেন। তখন ঘটোৎকচ অন্যপ্রকার মায়া সৃষ্টি করল। সে বৃক্ষসমাকীর্ণ ও বহুশৃঙ্গযুক্ত একটি বিশাল পর্বত হল; তা থেকে জলের মতো শূল, প্রাস, অসি ও মুষল পতিত হতে থাকল। তখন কর্ণ এক অলৌকিক অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন; সেই অস্ত্রের প্রভাবে সেই বিশাল

পর্বত বিক্ষিপ্ত হয়ে বিনষ্ট হল। তখন ঘটোৎকচ আকাশে ইন্দ্রায়ুধযুক্ত একটি অতিভীষণ নীল মেঘ হয়ে কর্ণের উপরে প্রস্তর বর্ষণ করতে লাগল। কর্ণ বায়ব্য অস্ত্র সন্ধান করে সেই কালমেঘটাকে বিনষ্ট করলেন। তখন মহাবল ঘটোৎকচ সামান্য হেসে কর্ণের প্রতি সমরাঙ্গনে আর একপ্রকার মহামায়া আবিষ্কার করল। রথীশ্রেষ্ঠ ঘটোৎকচ রথারোহণ করে বহুতর রাক্ষসে পরিবেষ্টিত হয়ে অবিচলিতভাবে পুনরায় দেবগণ বেষ্টিত ইন্দ্রের মতো আসতে লাগল। তখন সিংহ ও বাঘের তুল্য বলবান, মত্তহস্তীর মতো বিক্রমশালী, হস্তী, অশ্ব ও রথারোহী, নানাবিধ শস্ত্রধারী, নানাপ্রকার কবচ ও অলংকারযুক্ত ক্রূর প্রকৃতির সেই রাক্ষসেরা দৃষ্টিগোচর হল। ক্রমে মহাধনুর্ধর কর্ণ তাদের দেখে দেখে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তারপর ঘটোৎকচ পাঁচটি লৌহময় বাণ দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করে সমস্ত রাজার ভীতি উৎপাদন করে গর্জন করতে লাগল। তারপর ঘটোৎকচ দ্রুত একটি অঞ্জলিক বাণদ্বারা বাণ ও গুণের সঙ্গে কর্ণের হস্তস্থিত ধনু ছেদন করল। তখন কর্ণ অন্য একটি ধনু দিয়ে স্বর্ণমুখ, শত্রুনাশক ও আকাশচারী কতগুলি বাণ রাক্ষসগণের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। তখন স্থূলবক্ষ রাক্ষসগণ সেই বাণসমূহে পীড়িত হয়ে সিংহপীড়িত বন্য হস্তীগণের মতো বিহ্বল হয়ে পড়ল। পূর্বকালে স্বর্গে মহাদেব যেমন ত্রিপুরাসুরকে দগ্ধ করে শোভা পেয়েছিলেন, তেমনই কর্ণ রাক্ষসদের দগ্ধ করে শোভা পেতে লাগলেন। তখন যমের ন্যায় ভীষণ বলবীর্যসম্পন্ন, মহাপ্রভাবান্বিত ও রাক্ষসশ্রেষ্ঠ একমাত্র ঘটোৎকচ ছাড়া কোনও পাণ্ডবপক্ষীয় ব্যক্তিই কর্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করতেও সমর্থ হলেন না।

তখন দুটি বড় মশাল থেকে অগ্নিশিখাযুক্ত তৈলবিন্দুর মতো ক্রুদ্ধ ঘটোৎকচের দুই চোখ থেকে আগুন বেরুতে লাগল। ক্রুদ্ধ ঘটোৎকচ করতল দ্বারা করতলে আঘাত ও দন্তদ্বারা ওষ্ঠদংশন করে হস্তীর তুল্য বৃহৎ ও পিশাচবদন গর্দভযুক্ত এবং মায়াকল্পিত রথে আরোহণপূর্বক নিজ সারথিকে বলল, "সারথি আমাকে কর্ণের দিকে নিয়ে চলো।" তখন ঘটোৎকচ ও কর্ণের মধ্যে ভয়ংকর দ্বৈরথ যুদ্ধ শুরু হল। ঘটোৎকচ কর্ণের প্রতি একটি রুদ্র নির্মিত অষ্টচক্র ও লৌহময় মহাভয়ংকর বজ্র নিক্ষেপ করল। তখন কর্ণ নিজের বিশাল ধনুখানা রথে রেখে রথ থেকে নেমে সেই বজ্রটা গ্রহণ করলেন এবং তা আবার ঘটোৎকচের উপরেই নিক্ষেপ করলেন। সেই বজ্রটাকে আগত দেখে ঘটোৎকচও রথ থেকে লাফিয়ে পড়ল। সেই মহাশক্তিশালী বজ্রটা গিয়ে ঘটোৎকচের অশ্ব, সারথি, ধ্বজের সঙ্গে রথখানাকেও বিনষ্ট করল। কর্ণ যেহেতু দেবনির্মিত মহাবজ্র ধরে ফেললেন, সেইহেতু সমস্ত প্রাণীই কর্ণের প্রশংসা করতে লাগল। কর্ণ দিব্য অস্ত্রসমূহ প্রয়োগ করতে থাকলে ঘটোৎকচ মায়াবলে সেই অস্ত্রগুলি প্রতিহত করলেন। তখন ঘটোৎকচ আপনাকে সিংহ, ব্যাঘ্র, চিত্রব্যাঘ্র, অগ্নিজিহ্ব সর্প, লৌহচঞ্চু পক্ষী প্রভৃতির রূপ ধরে নানাদিক থেকে কর্ণকে আঘাত করতে এল। কর্ণ সেগুলি সংহার করতে থাকলে, ঘটোৎকচ ঐন্দ্রজালিক নগর, পর্বত, বনের ন্যায় আবারও সেইখানেই অন্তর্হিত হতে থাকল। তারপর বিকৃতমুখ বহুতর ক্ষুদ্র রাক্ষস, বৃহৎ রাক্ষস, পিশাচ, কুকুর ও কেঁদুয়া বাঘ আবির্ভূত হল। সেই রাক্ষস ও পিশাচেরা উগ্র বাক্য এবং রক্তসিক্ত ও ভয়ংকর বহুতর উত্তোলিত অস্ত্র দ্বারা কর্ণকে ত্রস্ত করে তুলল। কর্ণ দিব্য অস্ত্র দ্বারা সেই মায়াবী রাক্ষসদের বিনাশ করলেন এবং ঘটোৎকচের অশ্বগুলি বধ

করতে লাগলেন। অশ্বগুলি কর্ণের বাণে ভগ্নাঙ্গ, বিক্ষতাঙ্গ ও বিদীর্ণপৃষ্ঠ হয়ে ঘটোৎকচের সামনেই পতিত হতে লাগল। সে মায়াও বিনষ্ট হলে 'এই তোমার মৃত্যুবিধান করছি' বলে ঘটোৎকচ অন্তর্হিত হলেন।

অলায়ুধ নামে এক রাক্ষস দুর্যোধনের কাছে এসে বলল, "মহারাজ হিড়িম্ব, বক ও কির্মীর আমার বন্ধু ছিলেন। ভীম তাদের বধ করেছে, কন্যা হিড়িম্বাকে ধর্ষণ করেছে। আমি আজ কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণকে সসৈন্যে হত্যা করব এবং ভক্ষণ করব।" দুর্যোধনের অনুমতি পেয়ে অলায়ুধ ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করল। ওদিকে রাত্রিতে মহাভয়ংকর ও ভীষণদর্শন কর্ণ ও ঘটোৎকচের অমানুষিক যুদ্ধ চলছিল। দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপ প্রভৃতি কুরুপক্ষীয় বীরেরা সমরাঙ্গনে ঘটোৎকচের অসাধারণ কার্যকলাপ দেখে বিচলিত হয়ে বলতে লাগলেন যে, এ কৌরবসৈন্য আর থাকল না। সমস্ত কৌরবসৈন্য উদ্বিগ্ন ও অচেতনপ্রায় হয়ে পড়ল, হাহাকার করতে লাগল এবং কর্ণের জীবনের প্রতি নিরাশ হয়ে পড়ল। দুর্যোধন কর্ণকে অত্যন্ত পীড়িত দেখে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অলায়ুধকে আহ্বান করে বললেন, "পাপাত্মা ঘটোৎকচ হয়তো মায়াবল অবলম্বন করে পরে কর্ণকে বশীভূত করতে পারে। আপনি বিক্রম প্রকাশ করে ঘটোৎকচকে বধ করুন।" দুর্যোধনের আদেশ অনুসারে অলায়ুধ ঘটোৎকচের দিকে ধাবিত হল। অল্পক্ষণ ভয়ংকর যুদ্ধের পর ঘটোৎকচ অলায়ুধের মুণ্ড কেটে দুর্যোধনের দিকে নিক্ষেপ করলেন। ঘটোৎকচের মায়াসৃষ্ট রাক্ষসেরা অগণিত সৈন্য বধ করতে লাগল। রাজা দুর্যোধন সৈন্যগণের সঙ্গে অলায়ুধকে নিহত দেখে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেন। কারণ, অলায়ুধ ভীমের সঙ্গে গুরুতর শত্রুতার বিষয়ে স্মরণ করে নিজেই এসে দুর্যোধনের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল, "আমি যুদ্ধে ভীমকে বধ করব।" দুর্যোধন বিশ্বাস করেছিলেন যে, নিশ্চয়ই অলায়ুধ ভীমকে বধ করবে। তিনি আরও ধারণা করেছিলেন, "ভীম না থাকায় আমার ভ্রাতারা দীর্ঘকাল জীবিত থাকবে।" কিন্তু ঘটোৎকচ সেই অলায়ুধকে বধ করল দেখে দুর্যোধন মনে করলেন, "ভীমের প্রতিজ্ঞা পূর্ণই হবে।"

ওদিকে ঘটোৎকচ অলায়ুধের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে, কর্ণ পাঞ্চালগণের দিকে ধাবিত হলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও মহারথ সাত্যকি কর্ণকে থামাতে পারলেন না। অকল্পনীয় এবং অদ্ভুত অস্ত্রবর্ষণ করে কর্ণ পাঞ্চাল সৈন্যদের সংহার করতে লাগলেন। তখন সেই সৈন্যগণ অত্যন্ত ভীত হয়ে যুধিষ্ঠিরের সৈন্যমধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল। সৈন্যদের ভগ্ন ও পরাঙ্মুখ দেখে ঘটোৎকচ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সিংহগর্জন করতে করতে কর্ণের সম্মুখে গিয়ে বজ্রতুল্য বাণসমূহ দ্বারা তাঁকে বিদ্ধ করতে লাগল। অসাধারণ প্রভাবশালী কর্ণ ও ঘটোৎকচ পরস্পরকে জয় করার জন্য মনোযোগী হয়ে উত্তম উত্তম অস্ত্রদ্বারা পরস্পরকে আঘাত করতে লাগলেন। তখন সেই যুদ্ধে কোনও ব্যক্তি সেই বীরশ্রেষ্ঠ দুজনের তারতম্য দেখতে পেল না। অস্ত্রজ্ঞশ্রেষ্ঠ কর্ণ যখন কিছুতেই ঘটোৎকচকে পরাজিত করতে পারলেন না, তখন তিনি একটি ভীষণ অস্ত্র আবিষ্কার করলেন। সেই অস্ত্র দ্বারা তিনি ঘটোৎকচের রথ, অশ্ব ও সারথিকে বিনাশ করলেন। তখন ঘটোৎকচ সত্বর অন্তর্হিত হল। ঘটোৎকচ অদৃশ্য হল দেখে কৌরবপক্ষীয়গণ ভীষণ ভীত হয়ে পড়লেন। তাঁরা বলতে লাগলেন, "কূটযোধী এই রাক্ষসটা অদৃশ্য থেকে কর্ণকে বধ না করে।" একথা শুনে কর্ণ দ্রুত বাণক্ষেপ করে

চারপাশ আবৃত করে ফেললেন। আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল। তারপর রক্তবর্ণ মেঘের মতো প্রকাশিত এবং অগ্নিশিখার মতো উজ্জ্বল ঘটোৎকচ দারুণ মায়া সৃষ্টি করল। সেই মায়াতে বিদ্যুৎ ও উজ্জ্বল উল্কা সকল আবির্ভূত হতে লাগল। সহস্র সহস্র দুন্দুভির অতিভীষণ শব্দে আকাশ পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তারপর স্বর্ণপুঙ্খ বাণ, শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস মুসল প্রভৃতি অস্ত্র আকাশ থেকে পতিত হতে লাগল। কিরণযুক্ত লৌহবদ্ধ পরিঘ, বিচিত্র গদা, তীক্ষ্ণ শূল এবং শতঘ্নীসকল সমস্ত দিকে পতিত হতে লাগল। শক্তি, পাষাণ, পরশু, তরবারি, বজ্র ও বিদ্যুৎ ও মুগুরের বৃষ্টি হতে লাগল, কর্ণ বাণসমূহ দ্বারা সে বৃষ্টি নিবারণ করতে পারলেন না। ঘটোৎকচ নানাবিধ অস্ত্র দ্বারা আঘাত করলে দুর্যোধনের সেই সৈন্যকে পীড়িত, পরাজিত, ঘূর্ণিত, হাহাকারী, পলায়মান, লুক্কায়িত ও অবসন্ন হতে দেখা গেল। সৈন্যসমূহের সেই দারুণ দশা দেখে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের গুরুতর ভয় দেখা দিল। কৌরবযোদ্ধারা সকলেই পরাজিত হয়ে এই কথা বলতে বলতে পালাতে লাগলেন, "কৌরবগণ আপনারা পলায়ন করুন, এ সৈন্য আর থাকল না। কারণ, ইন্দ্রের সঙ্গে দেবতারাও পাণ্ডবদের হয়ে আমাদের বধ করছেন।" নিয়মশূন্য সেই ভীষণ যুদ্ধে কৌরবেরা সকল দিক শূন্য দেখতে লাগলেন। একা কর্ণই কেবল বক্ষে সেই অস্ত্রবৃষ্টি ধারণ করতে থাকলেন। কর্ণ ঘটোৎকচকে বধ করতে না পেরে ঘটোৎকচের মায়া নিবারণের সমস্ত চেষ্টা করলেন, কিন্তু সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হল। তখন ঘটোৎকচ নিক্ষিপ্ত চক্রযুক্ত একটা শতঘ্নী এসে একসঙ্গে কর্ণের চারটি অশ্বকে বধ করল। কর্ণের সকল অস্ত্র ঘটোৎকচ প্রতিহত করল। কর্ণ আকুলচিত্ত হয়ে রথ থেকে নেমে চিন্তা করতে থাকলেন, আর কী কাজ করবেন, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না, আবার যুদ্ধ থেকে সরে আসতেও পারলেন না।

তখন কৌরবেরা সকলে ঘটোৎকচের সেই সাংঘাতিক মায়া দেখে কর্ণকে বললেন, "কর্ণ আপনি এখনই দ্রুত সেই শক্তি দ্বারা ঘটোৎকচকে বিনাশ করুন কারণ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ বিনষ্ট হতে বসেছেন। ভীম ও অর্জুন আমাদের কী করবে? কিন্তু রাত্রিকালে সন্তাপকারী এই পাপাত্মাকে বধ করুন। আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আজকের ভীষণ যুদ্ধ থেকে জীবিত থাকবে, সেই ব্যক্তিই সৈন্যদের সঙ্গে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। অতএব কর্ণ, আপনি ইন্দ্রদত্ত সেই শক্তি দ্বারা এই ভীষণ রাক্ষসটাকে বধ করুন। ইন্দ্রতুল্য কৌরবেরা এই রাত্রিযুদ্ধে সকলেই যেন বিনাশ লাভ না করেন।" অত্যন্ত অসহিষ্ণু স্বভাব কর্ণ কৌরবদের অবস্থা দেখে ঘটোৎকচের আঘাত আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি ঘটোৎকচকে বধ করবার ইচ্ছা করে ইন্দ্রদত্ত সেই অসহ্য বৈজয়ন্তীনাম্নী একাঘ্নী শক্তি গ্রহণ করলেন। নিজের কুণ্ডল দুটি দিয়ে ইন্দ্রের কাছ থেকে যে শক্তি কর্ণ পেয়েছিলেন এবং অর্জুনকে বধ করবার জন্য যা যত্ন করে আপন তূণে রেখেছিলেন, প্রতিদিন যে অস্ত্রের প্রয়োগ যথাসময়ে করবার জন্য তিনি পূজা করতেন; সেই যমের জিহ্বার মতো লেলিহানা, উজ্জ্বলা, পাশযুক্তা, যমের ভগিনীর তুল্যা এবং প্রজ্বলিত উল্কার সদৃশী সেই শক্তিটাকে কর্ণ ঘটোৎকচের উপরে নিক্ষেপ করলেন।

ঘটোৎকচ কর্ণের হস্তস্থিতা, উজ্জ্বলা, পরদেহ বিদারিণী সেই উত্তম-শক্তিটা দেখে ভীত হয়ে নিজের শরীরটা বিন্ধ্যপর্বতের তুল্য বিরাট করে পিছনে অপসরণ করতে থাকলেন।

সা তাং মায়াং ভস্ম কৃত্বা জ্বলন্তী ভিত্ত্বা গাঢ়ং হৃদয়ং রাক্ষসস্য।

উর্ধ্বং যযৌ দীপ্যমানা নিশায়াং নক্ষত্রাণামন্তরাশ্যাবিশন্তী ॥ দ্রোণ : ১৫৪ : ৫৭ ॥

"ক্রমে উজ্জ্বলা ও তেজস্বিনী সেই শক্তিটা ঘটোৎকচের সমস্ত মায়া বিনাশ করে তার দৃঢ় বক্ষঃস্থল বিদারণ করে নক্ষত্রগণের মধ্য দিয়ে উপরের দিকে চলে গেল।"

মহাবীর ঘটোৎকচ এ যাবৎ স্বর্গীয়, মানুষীয়, রাক্ষসীয় নানাবিধ বিচিত্র অস্ত্রসমূহ দ্বারা যুদ্ধ করে বিবিধ ভীষণ গর্জন করতে করতে ইন্দ্রের শক্তির প্রভাবে প্রিয়তম প্রাণ পরিত্যাগ করল। কিন্তু মৃত্যুকালে সে আর একটা বিশেষ কাজ করল। সেই সময়ে সে-শক্তির আঘাতে বিদীর্ণহৃদয় হয়ে পর্বত ও মেঘের মতো বিশাল আকৃতি ধারণ করে প্রকাশ পেল। তারপর বিদীর্ণদেহ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ঘটোৎকচ বিশাল রূপ ধারণ করে প্রাণশূন্য, অধোমুখ, নিশ্চল শরীর ও মুখনির্গত জিহ্বা হয়ে আকাশ থেকে ভূতলে পড়ল এবং আপন শরীরের ভারে কৌরবসৈন্যের এক অংশ নিষ্পেষিত করল। আনন্দিত কৌরবগণ ভেরি, শঙ্খ, বাজাতে লাগলেন, সিংহনাদ করতে লাগলেন এবং ঘটোৎকচকে নিহত দেখে কর্ণের সম্মান করতে লাগল।

ঘটোৎকচকে নিহত দেখে পাণ্ডবেরা অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু কৃষ্ণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে সিংহনাদ করে অর্জুনকে আলিঙ্গন করলেন। এবং তিনি আবার বিশাল সিংহনাদ করে অশ্বরজ্জু সংহত করে ধরে বায়ু সঞ্চালিত বৃক্ষের মতো নৃত্য করতে লাগলেন। অর্জুন কৃষ্ণের আচরণে অত্যন্ত আশ্চর্যবোধ করে প্রশ্ন করলেন, "মধুসূদন ঘটোৎকচের মৃত্যুতে সমস্ত পাণ্ডব শোকার্ত, তবুও তোমাকে আমি অত্যন্ত আনন্দিত দেখছি। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, তুমি এর কারণ সত্য বলো।" কৃষ্ণ বললেন, "অর্জুন আমি এর অসাধারণ কারণ তোমাকে বলছি, শ্রবণ করো। ঘটোৎকচ দ্বারা কর্ণের ইন্দ্রপ্রদত্ত শক্তি ব্যয় করতে পারায় ভাবী যুদ্ধে কর্ণকে তুমি নিহত বলেই মনে করতে পারো। এ জগতে এমন পুরুষ নেই—যে যুদ্ধে কার্তিকের মতো শক্তিশালী কর্ণের সামনে দাঁড়াতে পারে। এখন ভাগ্যবশত কর্ণের অক্ষয় কবচ গিয়েছে, ভাগ্যবশত ইন্দ্র কর্ণের কুণ্ডল হরণ করেছেন এবং ভাগ্যবশত আজ আমরা ঘটোৎকচের উপর কর্ণের সেই অব্যর্থ শক্তি ব্যয় করাতে পেরেছি। কবচ-কুণ্ডলযুক্ত কর্ণ দেবগণের সঙ্গে ত্রিভুবন জয় করতে পারত। দেবরাজ ইন্দ্র, জলাধিপতি বরুণ, কিংবা যমও যুদ্ধে কর্ণের সামনে দাঁড়াতে পারতেন না। যে অবধি মহাত্মা ইন্দ্র কর্ণকে শক্তি দান করেছিলেন—যা নিক্ষিপ্ত হয়ে ঘটোৎকচের উপর ব্যয়িত হয়েছে এবং কর্ণ নিজের দুটি কুণ্ডল ও দিব্য কবচটির পরিবর্তে যা নিয়েছিল, তা প্রাপ্ত হওয়া অবধি কর্ণ সর্বদাই তোমাকে যুদ্ধে নিহত বলে মনে করত। নিষ্পাপ অর্জুন, কর্ণ এখন অস্ত্রহীন, তবুও তুমি ছাড়া কেউ তাঁকে বধ করতে পারবে না। কর্ণ এখন সাধারণ মানুষ। তার উপরে তোমার সঙ্গে যুদ্ধের সময় তাঁর রথচক্র মেদিনী গ্রাস করবে। আমি তোমাকে সে সময়ে বলে দেব, তুমি কর্ণকে বধ করতে পারবে। অর্জুন তোমার জন্য আমি মহাবীর জরাসন্ধ, শিশুপাল এবং ব্যাধজাতীয় একলব্যকে বধ করেছি বা করিয়েছি। হিড়িম্ব, কির্মীর, বক, অলায়ুধ এবং ভীমকর্মা বলবান ঘটোৎকচও নিহত হয়েছে। কেন না কর্ণ, জরাসন্ধ, শিশুপাল, একলব্য দুর্যোধনের পক্ষে একত্রে যুদ্ধ করলে গোটা পৃথিবীটাই প্রকম্পিত হত। অর্জুন তুমি আমার

প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। প্রতি রাত্রে দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণ প্রতিজ্ঞা করতেন তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করে তোমার উপর শক্তি প্রয়োগ করবেন। প্রতিদিন প্রভাতে আমি তাঁদের বিস্মরণ ঘটিয়ে দিতাম। এইজন্যই আমি রাত্রে যুদ্ধে ঘটোৎকচকে পাঠিয়েছিলাম। কারণ, অন্য কেউই রাত্রিযুদ্ধে কর্ণকে বারণ করতে পারত না।"

ঘটোৎকচের মৃত্যুতে যুধিষ্ঠির গভীর শোক পেয়েছিলেন। অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে তিনি স্মরণ করেছেন, সারাজীবন ঘটোৎকচ কীভাবে তাঁর সেবা করেছে। বনবাসের সময় ঘটোৎকচ নানা দুর্গম স্থান পার করে দিয়েছিলেন এবং দ্রৌপদীকে পৃষ্ঠে বহন করেছেন। অর্জুনের প্রত্যাগমন পর্যন্ত তিনি গন্ধমাদন পর্বতে পাণ্ডবদের সঙ্গে বাস করেছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও তিনি পাণ্ডবদের পরম উপকার করেছেন।

যুধিষ্ঠির এই প্রকার কাতর হয়ে নিজেই কর্ণবধের জন্য যুদ্ধযাত্রার স্থির করলেন। মহাঋষি ব্যাসদেব এসে তাঁকে নিবৃত্ত করলেন। বললেন যে, প্রাণীমাত্রেই মৃত্যুর অধীন। ঘটোৎকচ নিহত না হলে ইন্দ্রদত্ত শক্তিতে অর্জুনের মৃত্যু ঘটত। ব্যাসদেব ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, আজ থেকে পঞ্চম দিনে যুধিষ্ঠির পৃথিবীর রাজা হবেন।

ঘটোৎকচের মৃত্যু ঘটল। ভীষ্ম গণনার সময়ে বলেছিলেন, ঘটোৎকচ অতিরথ। বস্তুত মহাভারতে যতগুলি রাক্ষসের সন্ধান পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বলশালী ঘটোৎকচ। স্বয়ং ভীষ্ম ঘটোৎকচের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাননি। বলেছিলেন, "এই সন্ধ্যাবেলা সে সর্বাপেক্ষা বলশালী—এই সময়ে আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করি না।"

মহাভারত পাঠ করে কৃষ্ণকে অলৌকিক রহস্যময় পুরুষ বলে মনে হয়। তিনি অসাধ্য সাধনে সমর্থ, কিন্তু কোথাও কোথাও তাঁর আচরণ কিছুটা বিকৃত মনে হয়। ঘটোৎকচের মৃত্যুর পরে রথের উপর তাঁর উদ্দাম নৃত্য আমাদের ব্যথাতুর করে তোলে। অর্জুন তাঁর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। সেই অর্জুনের সর্বাপেক্ষা বড় বিপদ কেটে যাওয়াতে তিনি আনন্দিত, আমরা তা বুঝতে পারি। কিন্তু ঘটোৎকচ সম্পর্কে কৃষ্ণের উক্তি, "কর্ণ যদি শক্তিদ্বারা মহাযুদ্ধে ঘটোৎকচকে বধ না করতেন, তবে আমিই তাকে বধ করতাম। কিন্তু তোমাদের প্রীতির জন্য আমি পূর্বে ওকে বধ করিনি। কারণ, এ রাক্ষসটাও ব্রাহ্মণদ্বেষী, যজ্ঞবিরোধী, ধর্মলোপী ও পাপাত্মা ছিল।" সমর্থন করার মতো কোনও ঘটনা আমরা দেখতে পাই না।

উপরন্তু ঘটোৎকচকে পাণ্ডব-সংসারের অন্তর্গত অকৃত্রিম শ্রদ্ধাশীল ও ভক্তরূপে দেখতে পাই। পাণ্ডব-গুরুজনদের যেমন অকৃত্রিম সেবা করেছে, তেমনই পাণ্ডবভ্রাতাদের সম্পর্কে তার প্রীতি এবং বিশ্বস্ততা আমাদের মুগ্ধ করে। ভ্রাতা ইরাবান, ভ্রাতা অভিমন্যু নিহত হলে ঘটোৎকচের ক্ষিপ্ত রূপ আমাদের আকর্ষণ করে।

ঘটোৎকচ অত্যন্ত বড় বীর ছিলেন। ইন্দ্রদত্ত শক্তি ব্যবহার না করা পর্যন্ত কর্ণ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে এঁটে উঠতে পারেননি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন। যে অস্ত্র চিরশত্রু অর্জুনের জন্য কর্ণ রেখে দিয়েছিলেন, সেই অস্ত্র ঘটোৎকচের উপর ব্যবহার করে কর্ণ আত্মরক্ষা

করেছিলেন। বস্তুত ঘটোৎকচের উপর সেই শক্তি ব্যয় করে, কর্ণের নিজের মৃত্যুও কর্ণ আহ্বান করে নিয়েছিলেন। এই ঘটনাই ঘটোৎকচের বীরত্বের শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি। পিতা ভীমসেন রাক্ষস অলায়ুধ কর্তৃক পীড়িত হচ্ছেন দেখে ঘটোৎকচ মুহূর্তমধ্যে অলায়ুধকে নিহত করেছিলেন।

ঘটোৎকচের জন্মের পর কুন্তী দেবী আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, "তুমি জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব সন্তান।" ঘটোৎকচ সারাজীবন সে-পরিচয় বহন করেছেন। যুধিষ্ঠিরের সব আদেশ তিনি নির্বিচারে পরম আনন্দে পালন করেছেন। নিজের চোখের উপর তিনি আপন পুত্র অঞ্জনপর্বাকে অশ্বত্থামার হাতে নিহত দেখেছিলেন। পিতা ভীমসেনের মতো তিনিও তা ক্ষত্রিয়ের পরিণতি হিসাবে স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। ইন্দ্রদত্ত শক্তি আপন দেহে গ্রহণ করে, অর্জুনকে চিরকালীন বিপদ থেকে রক্ষা করে ঘটোৎকচ পিতৃঋণ পরিশোধ করেন। আর মাতৃঋণ? সে শোধ করা তাঁর পক্ষেও সম্ভব ছিল না। প্রত্যাশাহীন সেই মহীয়সী নারী, রাক্ষসী হয়েও, স্বামীর প্রতি চিরবিশ্বস্ততা বহন করে সারাজীবন স্মৃতি সম্বল করে নিঃসঙ্গতায় কাটালেন।

ঘটোৎকচ-বধ বৃত্তান্তে যথারীতি যুধিষ্ঠিরকে অত্যন্ত ভাল লাগে। অশ্রুজলে তিনি ঘটোৎকচের প্রাপ্তিহীন সেবাকে স্মরণ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে ক্ষিপ্ত হয়ে নিজেই কর্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে চেয়েছিলেন। অভিমন্যু, ঘটোৎকচ যুধিষ্ঠিরের গভীর স্নেহের পাত্র ছিলেন। পারিবারিক সম্পর্ক যুধিষ্ঠিরের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান ছিল।

৭৪

দুর্যোধনের বাল্যস্মৃতি

যুদ্ধের পঞ্চদশ দিন প্রভাতে যুদ্ধদুর্ধর্ষ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের দিকে যাচ্ছেন এবং নকুল-সহদেবও কৃতবর্মা ও দুঃশাসনের তিন সহোদর ভ্রাতা—এই চারজনের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত আছেন দেখে দুর্যোধন রক্তপায়ী বাণসকল নিক্ষেপ করতে করতে ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে ধাবিত হলেন।

এই সময়ে সাত্যকি পুনরায় সত্বর দুর্যোধনের অভিমুখবর্তী হলেন। তখন নরশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন ও সাত্যকি পরস্পরকে কাছে পেয়ে হাসতে হাসতে আবার যুদ্ধে মিলিত হলেন। ক্রমে তাঁরা বাল্যকালের সমস্ত ব্যবহার স্মরণ করে প্রীতিযুক্ত হয়ে পরস্পর দৃষ্টিপাত করতে থেকে বারবার মৃদু হাস্য করতে লাগলেন। তারপর রাজা দুর্যোধন নিজ ব্যবহারের নিন্দা করবার জন্য চিরকালের প্রিয় সখা সাত্যকিকে বললেন, "শিনিবংশশ্রেষ্ঠ সখা সাত্যকি! ক্রোধ, লোভ, মোহ, অসহিষ্ণুতা, ক্ষত্রিয়াচার, বল ও পুরুষকারের আমি নিন্দা করি। যেহেতু তুমি আমার প্রতি শরসন্ধান করো, আমিও তোমার প্রতি শর অনুসন্ধান করে থাকি।

"বাল্যকালে আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে ব্যবহার ছিল, তা আমার বারবার মনে পড়ছে। তখন সর্বদাই তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ছিলে, আমিও তোমার সেইরকমই প্রিয় ছিলাম। সাত্বতবংশীয়! বর্তমান সময়ে এই যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের সে সমস্ত ব্যবহার জীর্ণ হয়ে গেছে। ক্রোধ ও লোভ ছাড়া এর আর কী কারণ হতে পারে? সে যাই হোক, আজ আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব।"

দুর্যোধন সেইরকম বললে, পরমাস্ত্রবিৎ সাত্যকি তখন হাসতে হাসতে তীক্ষ্ণবাণ উত্তোলন করে প্রত্যুত্তর করলেন, "রাজপুত্র রাজা, সেই বাল্যকালে আমরা একসঙ্গে যেখানে খেলা করতাম, এ সেই সভাও নয়, কিংবা গুরুগৃহও নয়—

> নেয়ং সভা রাজপুত্র! নাচার্যস্য নিবেশনম্।
> যত্র ক্রীড়িতমস্মাভিস্তদা রাজন্! সমাগতৈঃ ॥ দ্রোণ : ১৬২ : ২৬ ॥

দুর্যোধন বললেন, "শিনিবংশশ্রেষ্ঠ, আমাদের সেই বাল্যকালের একসঙ্গে খেলাধুলা করাই বা কোথায় গেল, আর এই যুদ্ধই বা কোথা থেকে উপস্থিত হল? কালকে অতিক্রম করা দুষ্করই বটে। আমরা সকলে যে ধনের লোভে সম্মিলিত হয়ে যুদ্ধ করছি, সেই ধন বা ধনের লোভে আমাদের কোন কার্য হবে?" দুর্যোধনের কথা শুনে সাত্যকি তাঁকে বললেন, "ক্ষত্রিয়ের স্বভাব চিরদিন এইরূপ যে, তাঁরা গুরুদেরও বধ করে থাকেন। রাজা আমি যদি

তোমার প্রিয় হই, তবে আমাকে অবিলম্বে বধ করো, বিলম্ব কোরো না; ভরতশ্রেষ্ঠ, আমি তোমার জন্য পুণ্যলোকে গমন করব। তোমার যতদূর শক্তি আছে, এবং যতবড় মানসিক বল আছে, তা এখনই আমাকে দেখাও; আমি আর এই মিত্রগণের মহাবিপদ দেখতে ইচ্ছা করি না।"

সাত্যকি এইরকম বন্ধুভাবে স্পষ্ট বলে, এবং শত্রুভাবেও স্পষ্ট বলে অব্যাকুল অবস্থায় দুর্যোধনের দিকে ধাবিত হলেন; নিজের কোনও ক্ষতি হতে পারে, এ চিন্তাও করলেন না। মহাবাহু সাত্যকি এগিয়ে এলে, রাজা দুর্যোধন তাঁকে গ্রহণ করলেন এবং তিনি বাণ দ্বারা সাত্যকিকে প্রহার করতে লাগলেন। তখন দুটি হস্তীশ্রেষ্ঠের মতো ক্রুদ্ধ দুর্যোধন ও সাত্যকির ভয়ংকর যুদ্ধ লেগে গেল। দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে ধনু পূর্ণ আকর্ষণ করে দশটি তীক্ষ্ণ বাণে সাত্যকিকে বিদ্ধ করলেন। সাত্যকি প্রথমে পঞ্চাশটি, পরে আবার ত্রিশটি ও দশটি বাণ নিক্ষেপ করে দুর্যোধনকে প্রহার করলেন। তখন দুর্যোধন হেসে আকর্ণ ধনু আকর্ষণ করে ত্রিশটি বাণে সাত্যকিকে তাড়ন করলেন। পরে আবার তিনি একটি ক্ষুরপ্র দিয়ে সাত্যকির ধনু দুই খণ্ডে ছেদন করে ফেললেন। সাত্যকি মুহূর্তমধ্যে অন্য একটি ধনু নিয়ে দুর্যোধনের প্রতি অসংখ্য বাণক্ষেপ করলেন। দুর্যোধন সাত্যকির সেই বাণশ্রেণি ছেদন করতে লাগলে, কুরুপক্ষের লোকেরা উচ্চ স্বরে আনন্দ কোলাহল করে উঠল। পরে দুর্যোধন স্বর্ণপুঙ্খ, শিলাশাণিত তিয়াত্তরটি তীক্ষ্ণ বাণে সাত্যকিতে পীড়ন করলেন। সাত্যকি দুর্যোধনের বাণযুক্ত ধনু কেটে ফেললেন এবং বহু বাণে দুর্যোধনকে বিদ্ধ করলেন। তখন দুর্যোধন সাত্যকির বাণে গাঢ়বিদ্ধ, পীড়িত ও ব্যথিত হয়ে রথের মধ্যে সরে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সাত্যকি দুর্যোধনের থেকে অনেক প্রবল হয়ে উঠলেন। কর্ণ সাত্যকিকে প্রবলতর দেখে দুর্যোধনকে রক্ষা করবার জন্য দ্রুত সেই স্থানে ছুটে গেলেন। দুর্যোধন অন্যত্র সরে গেলেন।

দুর্যোধন মহাভারতের প্রতিনায়ক। তাঁর তুল্য রাজ্যলোভী বা প্রভুত্বলোভী ধর্মজ্ঞানহীন দুর্মুখ ক্রূর দুরাত্মা চরিত্র পাঠক শিল্পে-সাহিত্যে দেখতে পায়, এইধরনের চরিত্র পাঠকের সুপরিচিত। তিনি আজীবন পাণ্ডবদের অনিষ্ট করেছেন, রাজ্যের বৈধ উত্তরাধিকারী না হওয়ায় ঈর্ষা এবং বিদ্বেষ তাঁকে প্রতিনিয়ত দগ্ধ করেছে। তাঁর প্রভুত্ববোধ অসীম, সেই কারণে আত্মমর্যাদাবোধও অত্যন্ত প্রখর। হস্তিনাপুরে পাণ্ডবদের প্রবেশ তিনি সইতে পারেননি। বিষ খাইয়ে জলে ফেলে দেওয়া, সর্প দংশন করানো, ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া তাঁর কাছে ছেলেখেলা মাত্র। এও সেই প্রভুত্ববোধ সঞ্জাত। ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য দেখে তাঁর ঈর্ষা, গন্ধর্ব চিত্রসেনের হাতে বন্দি হবার পর যুধিষ্ঠিরের কৃপায় মুক্তিলাভ করে তাঁর আত্মগ্লানি, এও আমাদের কাছে সুপরিচিত প্রতিক্রিয়া। দুর্যোধন ঘোর নিয়তিবাদী। উদ্‌যোগপর্বে মহর্ষি কণ্বকে তিনি বলেছিলেন, "মহর্ষি, ঈশ্বর আমাকে যেমন সৃষ্টি করেছেন এবং ভবিষ্যতে আমার যা হবে আমি সেই ভেবেই চলেছি, কেন প্রলাপ বকছেন?"

কিন্তু পৃথিবীতে অবিমিশ্র শয়তান বোধ করি হয় না। সাত্যকির সঙ্গে দ্বৈরথের পূর্বে

দুর্যোধনের সংলাপে স্বাভাবিক মানুষের স্নিগ্ধ কোমলতা ফুটে ওঠে। সাত্যকিকে দেখে তাঁর বাল্য স্মৃতিচারণ আমাদের অত্যন্ত আকৃষ্ট করে। এই একটিবার দুর্যোধন তাঁর ক্ষত্রিয়াচার, রাজ্যলোভ বিষয়ে ধিক্কার উচ্চারণ করেছিলেন। প্রিয়তম বাল্যসখাকে দেখে তাঁর মনে পড়েছিল বাল্য-শৈশবের দিন, একত্রে খেলাধুলার আনন্দ। দুর্যোধন জানতেন শক্তিতে তিনি সাত্যকির তুল্য নন—কিন্তু তাঁকে যুদ্ধে-আহ্বান জানাতে কুণ্ঠা বোধ করেননি, ভীত হননি। তাই এই ঘটনা মহাভারতের এক দুর্লভ মুহূর্ত।

স্মৃতি সাত্যকির মধ্যেও জেগেছিল। তাই বরেণ্য বন্ধুকে তিনি মূল্যদান করে বলেছিলেন, "আমার প্রতি তোমার বিন্দুমাত্র বন্ধুপ্রীতি থাকলে অবিলম্বে আমাকে বধ করো।"

দুর্যোধনের বাল্যস্মৃতি অংশ পড়তে পড়তে আচার্য দ্রোণের বিদ্যালয় সম্পর্কেও আমাদের এক স্পষ্ট ধারণা হয়। গুরু হিসাবে দ্রোণ উদারচেতা ছিলেন। কেবল কৌরব-পাণ্ডবই নয়, ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সাত্যকি কর্ণ দ্রোণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্যই অর্থের বিনিময়ে। এ বিষয়ে ভীষ্মের অনুমোদনও অনুমান করা যায়। সেকালে সূত বংশীয়গণ অস্ত্রশিক্ষার অধিকারী ছিলেন। শূদ্রেরা ছিলেন না। এই কারণে রাজা হিরণ্যধনুর পুত্র নিষাদ একলব্যকে শিষ্য হিসাবে দ্রোণ গ্রহণ করেননি। ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর বধের কারণ হবেন, শিখণ্ডী ভীষ্মের মৃত্যুর উপলক্ষ হবেন জেনেও দ্রোণ তাঁদের গ্রহণ করেছিলেন। অন্য শিষ্যদের সঙ্গে স্বাভাবিক শিক্ষাই দিয়েছিলেন। দ্রোণের অর্থ বিষয়ে আসক্তি ছিল। প্রয়োজনে তিনি একাধিকবার ধর্মসংগত নয়, এমন কার্য করতেও কুণ্ঠিত হননি।

৭৫

দ্রোণাচার্যের ব্রহ্মলোক প্রয়াণ

পঞ্চদশ দিবসের যুদ্ধে, মধ্যাহ্নে, পূর্বকালে ইন্দ্র যেমন যুদ্ধে দানবগণের মহামারী ঘটিয়েছিলেন, তেমনই ক্রুদ্ধ দ্রোণও পাঞ্চালগণের ঘটাতে লাগলেন। যুদ্ধে দ্রোণ অস্ত্র সকল বধ করতে থাকলেও পাঞ্চাল মহারথেরা দ্রোণকে ভয় পেলেন না। তাঁরা দ্রোণের প্রতি ধাবিত হলেন। কিন্তু দ্রোণের বাণবৃষ্টিতে পাঞ্চালেরা সকলদিকে আবৃত ও নিহত হতে লাগলে, তাঁরা ভয়ংকর আর্তনাদ করতে লাগলেন। মহাত্মা দ্রোণ যুদ্ধে পাঞ্চালদের বধ করতে লাগলে এবং অনবরত অস্ত্রক্ষেপ করতে থাকলে, পাণ্ডবেরা ভয়াবিষ্ট হলেন। যুদ্ধে অশ্ব ও পদাতিদের বিশাল ক্ষয় দেখে তখন পাণ্ডবেরা আর জয়ের আশা করলেন না। ভীত পাণ্ডবেরা বলতে লাগলেন, "শীতকাল কেটে গেলে প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন তৃণরাশি দগ্ধ করে, সেইরকম পরম অস্ত্রজ্ঞ দ্রোণ আমাদের সকলকেই দগ্ধ করবেন না তো? যুদ্ধে কোনও ব্যক্তিই এঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করতেও সমর্থ হচ্ছে না এবং ধর্মজ্ঞ অর্জুনও কখনই এঁর প্রতিপক্ষে যুদ্ধ করবেন না।"

কূটবুদ্ধি ও পাণ্ডবগণের মঙ্গলবিধানে মনোযোগী কৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে দ্রোণের বাণে পীড়িত ও ভীত দেখে অর্জুনকে বললেন, "অর্জুন ধনুর্ধরশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ধনু সংযুক্ত অবস্থায় থাকলে, ইন্দ্রের সঙ্গে দেবতারাও কোনওপ্রকারে তাঁকে যুদ্ধে জয় করতে পারেন না, কিন্তু তিনি অস্ত্র ত্যাগ করলে, মানুষেরাও তাঁকে বধ করতে পারে। অতএব পাণ্ডবগণ, আপনারা ধর্ম ত্যাগ করে জয়ের উপায় অবলম্বন করুন; যাতে যুদ্ধে দ্রোণ আপনাদের সকলকে বধ না করেন। আমার ধারণা, অশ্বত্থামা নিহত হলে উনি আর যুদ্ধ করবেন না। সুতরাং অশ্বত্থামা যুদ্ধে নিহত হয়েছেন, এই কথা কোনও লোক ওঁর কাছে বলুক।"

কৃষ্ণের এই পরামর্শ অর্জুনের সঙ্গত বলে মনে হল না, কিন্তু অন্য সকলেই তা অনুমোদন করলেন এবং যুধিষ্ঠির অতিকষ্টে স্বীকার করলেন। তারপর মহাবাহু ভীমসেন গদা দ্বারা কৌরব সৈন্যস্থিত মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার বিশাল হাতিটাকে বধ করলেন; সেটার নাম ছিল 'অশ্বত্থামা'—সেই ভয়ংকর হাতিটা প্রবলভাবে শত্রুমর্দন করত। তারপর ভীমসেন লজ্জিতভাবে দ্রোণের কাছে গিয়ে "অশ্বত্থামা নিহত হয়েছে" এই কথা উচ্চস্বরে বললেন। 'অশ্বত্থামা' নামে হস্তীই নিহত হয়েছে একথা মনে রেখেও ভীম দ্রোণের প্রতি তখন মিথ্যাই বললেন।

ভীমের মুখে সেই অত্যন্ত অপ্রিয় বাক্য শুনে জলে যেমন বালি গলে যায়, সেইরকম

মনের শোকে দ্রোণের অঙ্গ যেন গলে গেল। কিন্তু দ্রোণ আপন পুত্র অশ্বত্থামার বীরত্ব জানতেন বলেই ভীমের মুখে "অশ্বত্থামা হত হয়েছে" একথা শুনেও তা মিথ্যা বলে ধারণা করে ধৈর্যচ্যুত হলেন না। পুত্র অশ্বত্থামা শত্রুগণের অসহ্য এই ভেবে বিশেষ ধৈর্যলাভ করে, দ্রোণ ক্ষণকাল মধ্যেই আশ্বস্ত হলেন।

তারপর দ্রোণ নিজের মৃত্যুর ভাবী কারণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করবার ইচ্ছা করে তাঁর উপরে তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। দ্রোণ নিজের হস্তস্থিত সাধারণ ধনু পরিত্যাগ করে ঋষি অঙ্গিরার আবিষ্কৃত অন্য অলৌকিক ধনু ও ব্রহ্মদণ্ডতুল্য বাণসকল দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রহার করতে থাকলেন। দ্রোণের সেই বিশাল বাণবর্ষণে ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্ষত-বিক্ষত হলেন। তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের বাণ, ধ্বজ, ধনু শতখণ্ডে ছেদন করলেন এবং তাঁর সারথিকেও নিপাতিত করলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন হাসতে হাসতে অন্য ধনু নিয়ে তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা দ্রোণের বক্ষঃস্থল প্রতিবিদ্ধ করলেন। অত্যন্ত বিদ্ধ ও বিচলিত হলেও দ্রোণ একটি অত্যন্ত ধারালো ভল্ল দ্বারা পুনরায় ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনুছেদন করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের যে সকল তূণ ও ধনু ছিল, সেই সমস্তই দ্রোণ ছেদন করলেন, কিন্তু গদা ও খড়্গ ছেদন করলেন না। দ্রোণ তখন জীবনান্তকারী ন'টি তীক্ষ্ণবাণে ক্রুদ্ধ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করলেন।

মহারথ ও অজ্ঞেয় স্বভাব দ্রোণ ব্রহ্মাস্ত্র আবিষ্কার করবেন বলে নিজের রথের অশ্বগুলির সঙ্গে ধৃষ্টদ্যুম্ন-রথের অশ্বগুলিকে সম্মিলিত করে দিলেন। বায়ুর ন্যায় বেগবান এবং গৃহকপোতের তুল্য ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ সেই অশ্বগুলি প্রকাশ পেতে থাকল। পরে দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের ঈশাবন্ধন, চক্রবন্ধন ও রথবন্ধন বিনষ্ট করে ফেললেন। ধনু ও ধ্বজ ছিন্ন এবং সারথি বিনষ্ট হলে, বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন গুরুতর বিপদে পড়ে গদা গ্রহণ করলেন। তিনি সেই গদা নিক্ষেপ করার উপক্রম করলে, মহারথ ও যথার্থ বিক্রমশালী দ্রোণ সক্রোধে তীক্ষ্ণ ও শিখাশূন্য বাণসমূহ দ্বারা সে গদাটা বিনষ্ট করলেন। দ্রোণ বাণ দ্বারা গদা বিনষ্ট করলেন দেখে নরশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্ন নির্মল তরবারি এবং শতচন্দ্র ও উজ্জ্বল ঢাল গ্রহণ করলেন। সেই অবস্থায় ধৃষ্টদ্যুম্নের মনে নিশ্চিতভাবে দ্রোণের বধের সময় উপস্থিত হয়েছে বলে মনে হতে লাগল।

তখন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন দুষ্কর কাজ করবার ইচ্ছা করে তরবারি ও ঢাল তুলে আপন রথের তেরচা কাঠের উপর পা রেখে রথস্থিত দ্রোণের দিকে আসলেন এবং তাঁর বক্ষ বিদারণ করবার ইচ্ছা করলেন। তখন তিনি দ্রোণের ঘোড়াগুলির পিছনের সমসূত্রপাতে তাঁর রথের তেরচা কাঠের মধ্যদেশে এক পা ও নিজরথের তেরচা কাঠের অগ্রদেশে অপর পা রেখে দাঁড়ালেন। তখন দুই পক্ষের সৈন্যরাই তাঁর সেই কাজের প্রশংসা করতে থাকলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন আপন রথের তেরচা কাঠের আগায় এবং দ্রোণের ঘোড়াগুলির পিঠের উপর দাঁড়ালেও, দ্রোণ তাঁকে প্রহার করার কোনও সুযোগই পেলেন না; তা যেন অদ্ভুত বলে বোধ হতে লাগল। মাংসলোভী দুটি শ্যেনপাখির মতো দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যে পরস্পর দ্রুত আক্রমণ চলল। দ্রোণ নিজের রক্তবর্ণ অশ্বগুলি পরিত্যাগ করে রথের শক্তির দ্বারা এক-একটি করে ধৃষ্টদ্যুম্নের ধূম্রবর্ণ সকল অশ্বকে বিদীর্ণ করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই অশ্বগুলি নিহত হয়ে ভূতলে পতিত হল। দ্রোণের রক্তবর্ণ অশ্বগুলি ধৃষ্টদ্যুম্নের রথবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেল।

দ্রোণ তাঁর অশ্বগুলি বধ করলেন দেখে যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ যজ্ঞসেননন্দন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ্য

করলেন না। তখন খড়্গধারীশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্ন রথ ছেড়ে খড়্গ নিয়ে গরুড় যেমন সাপের দিকে ধাবিত হন, সেইরকম দ্রোণের দিকে ধাবিত হলেন। পূর্বকালে হিরণ্যকশিপুকে বধ করবার সময়ে বিষ্ণুর যেমন রূপ হয়েছিল, তখন দ্রোণবধার্থী ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই প্রকার রূপ হল। ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধে বিচরণ করতে থেকে খড়্গ যুদ্ধের যে একুশ প্রকার পথ আছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ তেরো প্রকার পথ দেখাতে লাগলেন। তিনি খড়্গ ও চর্ম ধারণ করে প্রথমে ভ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, প্রসৃত, সৃত, পরিবৃত্ত, নিবৃত্ত, সম্পাত ও সমুদীর্ণ এই দশ প্রকার পথ দেখালেন। পরে দ্রোণকে বধ করবার ইচ্ছায় ভারত, কৌশিক ও সাত্বত—এই তিন প্রকার পথ দেখাতে থেকে রণস্থলে বিচরণ করতে থাকলেন। খড়্গ চর্মধারী ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই সকল বিচিত্র পথে বিচরণ করতে থাকলে, যোদ্ধারা ও সমাগত দেবতারা বিস্ময়াপন্ন হলেন। তখন দ্রোণ অনেকগুলি বাণক্ষেপ করে ধৃষ্টদ্যুম্নের হাত থেকে শতচন্দ্র চর্ম ও তরবারি নিপাতিত করলেন। দ্রোণ 'বেতস্তিক' নামের অসাধারণ বাণ ব্যবহার করে ধৃষ্টদ্যুম্নকে অস্ত্রচ্যুত করলেন। এই বিচিত্র বাণ দ্রোণ, কৃপ, অর্জুন, অশ্বত্থামা, কর্ণ, প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি ও অভিমন্যু ছাড়া অন্য কোনও ধনুর্ধারীর জানা ছিল না।

তখন দ্রোণ পুত্রতুল্য শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করবার ইচ্ছা করে দৃঢ় ও পরমসঙ্গত একটি বাণ গ্রহণ করে ধৃষ্টদ্যুম্নকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলেন। তখন দুর্যোধন ও কর্ণের সমক্ষেই সাত্যকি তীক্ষ্ণ দশটি বাণ দ্বারা দ্রোণের সেই বাণটিকে ছেদন করে ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণমুক্ত করলেন। এই সময়ে যথার্থ বিক্রমশালী সাত্যকি দ্রোণ, কর্ণ ও কৃপের মধ্য দিয়ে রথপথে বিচরণ করতে থেকে সকলের দিব্য অস্ত্র প্রতিহত করতে লাগলেন। সাত্যকির সেই আশ্চর্য কীর্তি দেখে কৃষ্ণ ও অর্জুন 'সাধু সাধু' বলে তাঁর প্রশংসা করলেন।

তারপর দ্রোণ চতুর্দিকে পাঞ্চালসৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে ক্ষত্রিয়গণকে দগ্ধ করতে থেকে যুদ্ধে বিচরণ করতে লাগলেন। তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ কবে দ্রোণ বিশ হাজার ক্ষত্রিয় ও লক্ষ হস্তী বধ করলেন। পরে তিনি জয়ে যত্নবান হয়ে ক্ষত্রিয়গণকে ধ্বংস করবার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র ধারণ করে ধূমশূন্য অগ্নির মতো জ্বলতে থেকে যুদ্ধে অবস্থান করতে লাগলেন। ওদিকে রথ ও সমস্ত অস্ত্র বিনষ্ট হলে, মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন অতিবিষণ্ণ হয়ে অবস্থান করছিলেন। তখন বলবান ভীমসেন ধৃষ্টদ্যুম্নকে আপন রথে তুলে নিয়ে বললেন, "পাঞ্চালরাজপুত্র, আপনি ভিন্ন অন্য কোনও পুরুষই দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ হবেন না। অতএব আপনি তাঁকে বধ করার জন্য ত্বরান্বিত হোন; পূর্ব থেকে আপনার উপর এ ভার স্থাপিত আছে।"

ভীমসেন একথা বললে, মহাবাহু ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুত গিয়ে সত্বর সর্বভারবহ, দৃঢ় ও অস্ত্রশ্রেষ্ঠ একখানি ধনু গ্রহণ করলেন। ক্রমে ক্রুদ্ধ, সমরশোভী ও ধনুর্ধরশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্রহ্মাস্ত্র ও অন্যান্য অনেক অলৌকিক অস্ত্র নিক্ষেপ করে পরস্পরকে বারণ করতে লাগলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের সমস্ত অস্ত্র প্রতিহত করে উত্তম অস্ত্রসমূহে তাঁকে আবৃত করে ফেললেন এবং দ্রোণের রক্ষক বশাতি, শিবি, বাহ্লিক ও কৌরবদের পীড়ন করতে থাকলেন। সেই সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন সূর্যের মতো বাণসমূহ দ্বারা সমস্ত দিক আবৃত করে প্রকাশ পেতে লাগলেন। তখন দ্রোণ বাণ দ্বারা তাঁর ধনু ছেদন ও তাঁকে তাড়ন করে পুনরায় মর্মস্থানে আঘাত করলেন। তাতে, ধৃষ্টদ্যুম্ন গুরুতর ব্যথা পেলেন। দ্রোণ সেইভাবে যুদ্ধে বিচরণ করতে লাগলে পাঞ্চাল

দেশের বিশ হাজার যোদ্ধা দ্রোণের উপর বাণক্ষেপ করতে লাগলেন। দ্রোণ তখন সেই পাঞ্চাল যোদ্ধাদের বধ করবার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র আবিষ্কার করলেন। সেই ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলে সৈন্যরা বায়ুভগ্ন বৃক্ষের মতো ভূতলে পড়তে লাগলেন। বিশ হাজার রথীকে বধ করার পর একটি ভল্ল নিয়ে দ্রোণ বসুদানের দেহ থেকে মাথা সরিয়ে দিলেন।

এইভাবে দ্রোণকে ক্ষত্রিয় ধ্বংস করতে দেখে তাঁকে ব্রহ্মালোকে নিয়ে যাবার জন্য বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ঠ, কশ্যপ ও অত্রি ঋষি এবং শিকত, পৃশ্নি, গর্গ, বালখিল্য, মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা অন্যান্য সূক্ষ্ম মহর্ষিরা অগ্নিদেবকে অগ্রবর্তী করে সত্বর সেখানে উপস্থিত হলেন। পরে তাঁরা সকলে দ্রোণকে বললেন, "দ্রোণ তুমি অধর্ম অনুসারে যুদ্ধ করছ। সুতরাং তোমার মৃত্যুর সময় হয়েছে। আমাদের সম্মুখে অবস্থিত থাকতে দেখে তুমি অস্ত্রত্যাগ করো। আর গুরুতর নিষ্ঠুর কার্য করতে পারো না। তুমি বেদ-বেদাঙ্গবিৎ এবং সত্যধর্মে নিরত, বিশেষত ব্রাহ্মণ। সুতরাং তোমার পক্ষে এরূপ নিষ্ঠুর কার্য সংগত নয়। অব্যর্থবাণ দ্রোণ, অস্ত্র ত্যাগ করো। চিরস্থায়ী ব্রহ্মালোকের পথে প্রবৃত্ত হও। তোমার মনুষ্যলোকে বাসের কাল শেষ হয়েছে। তুমি ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র অনভিজ্ঞ লোকেদের যুদ্ধে দগ্ধ করেছ। অতএব তুমি যা করেছ, ভাল করনি। সুতরাং দ্রোণ! ব্রাহ্মণ! সত্বর অস্ত্র ত্যাগ করো, বিলম্ব কোরো না এবং পুনরায় এই পাপকার্য আর করবে না।"

দ্রোণাচার্য মহর্ষিগণের এই বাক্য, ভীমসেনের সেই বাক্য শুনে এবং সামনে ধৃষ্টদ্যুম্নকে দেখে যুদ্ধে অনিচ্ছুক হলেন। তিনি শোকানলে দগ্ধ ও ব্যথিত হতে থেকে পুত্র অশ্বত্থামা হত হয়েছেন কি না এই বিষয়ে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করলেন। কারণ দ্রোণের বিশ্বাস ছিল যে, ত্রিভুবনের রাজত্বের বিনিময়েও যুধিষ্ঠির মিথ্যা কথা বলবেন না। তারপর যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ দ্রোণ পৃথিবীটাকে পাণ্ডবশূন্য করবেন বুঝে কৃষ্ণ ব্যথিত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন "মহারাজ, ক্রুদ্ধ দ্রোণ যদি আর দুই প্রহরকাল যুদ্ধ করেন, তা হলে আমি সত্য বলছি, আপনার সৈন্য একেবারে বিনষ্ট হয়ে যাবে। অতএব আপনি আমাদের দ্রোণের হাত থেকে রক্ষা করুন। এ সময়ে সত্য অপেক্ষা মিথ্যা বলাই ভাল। কারণ, মানুষ জীবনের জন্য মিথ্যা বললে মিথ্যা বলার পাপে লিপ্ত হয় না।"

কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির যখন এই আলোচনা করছিলেন তখন ভীমসেন মিথ্যাবাক্যই দ্রোণবধের উপায় বুঝে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "রাজা, মালবাধিপতি ইন্দ্রবর্মা আপনার সৈন্য আলোড়ন করছিলেন, ইন্দ্রের হস্তীর মতো তাঁর একটি বিরাট হস্তী ছিল। সেটির নাম ছিল 'অশ্বত্থামা'। আমি যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ করে সেই হস্তীটিকে বধ করেছি। তারপর আমি দ্রোণকে বলেছিলাম, 'ব্রাহ্মণ, অশ্বত্থামা নিহত হয়েছে, আপনি যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হোন', কিন্তু নিশ্চয়ই দ্রোণ আমার কথা বিশ্বাস করেননি। অতএব রাজা আপনি আমাদের জয়াভিলাষী কৃষ্ণের বাক্য স্বীকার করুন এবং দ্রোণকে বলুন, 'অশ্বত্থামা নিহত হয়েছে।' কারণ, আপনি একথা বললে এই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ আর কখনও যুদ্ধ করবেন না। নরনাথ, আপনি এই ত্রিভুবনে সত্যপরায়ণ বলে বিখ্যাত আছেন।"

যুধিষ্ঠির একে কৃষ্ণের বাক্যে প্রণোদিত হয়েছিলেন, তারপর আবার ভীমের সেই কথা শুনলেন এবং দ্রোণেরও সেইভাবে মৃত্যু হবে বলে বিধিলিপি রয়েছে। সুতরাং তিনি সেই

কথাই বলবার উপক্রম করলেন। যুধিষ্ঠির একদিকে মিথ্যাভয়ে মগ্ন হচ্ছিলেন, অন্যদিকে জয়সম্পাদনে ব্যাপৃত ছিলেন। তাই উচ্চ স্বরে বললেন, "অশ্বত্থামা হতঃ" আর অস্পষ্টভাবে বললেন, "ইতি গজঃ"। পূর্বে যুধিষ্ঠিরের রথ ভূতল থেকে চার আঙুল ঊর্ধ্বে থাকত; কিন্তু তিনি সেই কথা বলায় তাঁর অশ্বগুলি ভূতল স্পর্শ করল।

এদিকে মহারথ দ্রোণ যুধিষ্ঠিরের মুখে সেই বাক্য শুনে পুত্রশোকে সন্তপ্ত হয়ে, আপন জীবনে নিরাশ হয়ে পড়লেন। ক্রমে শত্রুদমনকারী দ্রোণ পূর্বোক্ত ঋষিবাক্য শুনে মহাত্মা পাণ্ডবগণের কাছে আপনাকে অপরাধী বলে মনে করতে লাগলেন এবং পুত্র নিহত হয়েছে শুনে শোকে যেন অচেতন হয়ে পড়লেন, আর সম্মুখে ধৃষ্টদ্যুম্নকে দেখে অত্যন্ত ভীতও হলেন। তাই তিনি আর পূর্বের মতো যুদ্ধ করতে পারলেন না। ওদিকে পাঞ্চাল রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন অত্যন্ত ভীত ও শোকে অচেতনপ্রায় দেখে তাঁর দিকে ধাবিত হলেন। পূর্বে দ্রুপদরাজা দ্রোণ-বিনাশের জন্য মহাযজ্ঞ করে প্রজ্বলিত অগ্নি থেকে যাঁকে লাভ করেছিলেন, সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন তখন দ্রোণকে বধ করবার ইচ্ছা করে মেঘের মতো গম্ভীরধ্বনিকারী, দৃঢ়গুণযুক্ত, নূতন, অলৌকিক ও ভয়ংকর একখানি ধনু এবং তীক্ষ্ণবিষ সর্পের তুল্য একটি বাণ নিয়ে সেই ধনুতে সেই বাণ সন্ধান করলেন। বর্ষাকাল অতীত হলে, পরিধির ভিতরে দীপ্যমান সূর্যের যেমন রূপ হয়, মণ্ডলীকৃত ধনুর গুণের অভ্যন্তরে সেই বাণটারও তেমনই রূপ হয়েছিল।

ধৃষ্টদ্যুম্ন আকৃষ্ট সেই উজ্জ্বল ধনুখানা দেখে সৈন্যেরা মনে করল, দ্রোণের অন্তিম আগত। প্রতাপশালী দ্রোণও ধৃষ্টদ্যুম্ন সংহিত সেই বাণটা দেখে মনে করলেন যে, এ দেহ পরিবর্তনের সময় এসেছে। দ্রোণাচার্য সেই বাণটা নিবারণ করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সে মহাত্মার তখন কোনও উপযুক্ত অস্ত্র স্মরণে এল না। কারণ তিনি অস্ত্রক্ষেপ করছিলেন, এই অবস্থায় চার দিন, এক রাত্রি অতীত হয়েছিল এবং পঞ্চম দিনেরও মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত যুদ্ধ করার তাঁর বাণ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং বাণ নিঃশেষ হওয়াতে, পুত্রশোকে পীড়িত হওয়ায়, নানাবিধ দিব্য অস্ত্র মনে না পড়ায়, বিশেষত পূর্বোক্ত ঋষিবাক্যে প্রণোদিত হওয়ায় দ্রোণ তখন অস্ত্রত্যাগ করবার ইচ্ছা করছিলেন; তবুও মনের তেজে যুদ্ধ করছিলেন কিন্তু পূর্বের মতো নয়।

তখন দৃঢ়ক্রোধ ভীম দ্রোণের সেই রথের কাছে গিয়ে বললেন, "আপনাদের কাজে অসন্তুষ্ট অথচ অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণেরা যদি যুদ্ধ না করত তবে ক্ষত্রিয় জাতিটা ক্ষয় পেত না। ধর্মজ্ঞেরা মনে করেন সমস্ত প্রাণীর প্রধান ধর্ম হল হিংসা না করা। সেই ধর্মের মূল— ব্রাহ্মণেরা: অথচ আপনি ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ, এই সৈন্যেরা আপন বৃত্তিতে রয়েছে, আর আপনি ব্রাহ্মণ হয়েও অন্য বৃত্তিতে অবস্থান করছেন; তাতে আবার ব্যাধ যেমন পুত্র, ভার্যা ও ধনের লালসায় ম্লেচ্ছ ও অন্যান্য নানাবিধ মানুষ বধ করে বিচরণ করে, আপনিও তেমনই মূঢ় ও অধর্মের পালকের মতো অজ্ঞানতাবশত এক পুত্রের জন্য বহু প্রাণী বধ করে বিচরণ করছেন। আপনার এতে লজ্জা হয় না কেন? আপনি যার জন্য অস্ত্র ধারণ করে রয়েছেন এবং যাকে লক্ষ্য করে জীবন ধারণ করেন আপনার সেই পুত্রই আজ যুদ্ধে পতিত হয়ে শুয়ে আছে। একথা ধর্মরাজ আপনাকে পূর্বে জানিয়েছেন; তাঁর বাক্যে আপনি অবিশ্বাস করতে পারেন না।

"কর্ণ! কর্ণ! মহেষ্বাস! কৃপ! দুর্যোধনেতি চ।
সংগ্রামে ক্রিয়তাং যত্নো ব্রবীম্যেষ পুনঃ পুনঃ ॥
পাণ্ডবেভ্যঃ শিবং বোঽস্তু শস্ত্রমভ্যুৎসৃজাম্যহম্।
ইতি তত্র মহারাজ! প্রাক্রোশদ্ দ্রৌণিমেব চ ॥ দ্রোণ : ১৬৪ : ৬৮-৬৯ ॥

"কর্ণ! কর্ণ! মহাধনুর্ধর! কৃপ! দুর্যোধন! এই আমি বারবার বলছি তোমরা যুদ্ধ জয় করবার যত্ন করো। পাণ্ডবদের ও তোমাদের মঙ্গল হোক; আমি অস্ত্রত্যাগ করলাম মহারাজ!" এই কথা বলে দ্রোণ তখন উচ্চ স্বরে অশ্বত্থামাকে ডাকলেন।" এবং তিনি অস্ত্র ত্যাগ করে এবং সেই অস্ত্র রথমধ্যে রেখে যোগীর মতো সমস্ত প্রাণীকে অভয় দান করলেন। এই সময়ে প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের সেই ছিদ্র জেনে, সেই ভয়ংকর ধনু ও বাণ রথে রেখে, তখন তরবারি ধারণ করে রথ থেকে লাফিয়ে পড়ে বেগে দ্রোণের দিকে ধাবিত হলেন। মানুষ ও অন্য প্রাণীরা দ্রোণকে সেই অবস্থায় ও ধৃষ্টদ্যুম্নের বশীভূত দেখে হাহাকার করতে লাগল।

উভয় পক্ষের সৈন্যেরাও গুরুতর হাহাকার করতে লাগল এবং 'অহো ধিক' এই কথা বলতে থাকল; দ্রোণও অস্ত্র ত্যাগ করে পরম শমগুণ অবলম্বন করলেন। এবং মহাতপা দ্রোণ সেইরকম বসে যোগ অবলম্বন করে ব্রহ্মময় হয়ে মনে মনে পুরাণ ও পরমপুরুষ বিষ্ণুকে স্মরণ করতে লাগলেন। ক্রমে মহাতপা ও তন্ময়চিত্ত দ্রোণাচার্য মুখমণ্ডল কিছুটা তুলে, সম্মুখে বক্ষঃস্থলে দৃষ্টি রেখে, মুদ্রিতনয়ন ও কেবল সত্ত্বগুণাবলম্বী হয়ে হৃদয়ে ধারণার অনুষ্ঠান করতে থেকে, 'ওম্' এই একাক্ষরাত্মক ব্রহ্মস্বরূপ, অবিনশ্বর ও পরম প্রভু নারায়ণকে স্মরণ করে সজ্জনেরও দুর্লভ ব্রহ্মলোকে গমন করলেন। তাঁর যাত্রাকালে আকাশে দুটি সূর্য বলে বোধ হল এবং তেজোপূর্ণ আকাশমণ্ডল যেন একরূপ বলে বোধ হতে লাগল। সেই দ্রোণের মৃত্যুসময়ে তাঁর তেজটা প্রথমে উল্কার মতো পৃথক হল, পরে নিমেষমাত্রে অন্তর্হিত হয়ে গেল। দ্রোণ ব্রহ্মলোকে চলে গেলে এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন মুগ্ধ হয়ে পড়লে, আনন্দিত দেবগণের মধ্যে 'কিলকিলা' ধ্বনি হতে লাগল। কেবলমাত্র পাঁচজন মানুষ দ্রোণের ব্রহ্মলোক যাত্রা দেখতে পেল; পৃথানন্দন অর্জুন, শরদ্বাণের পুত্র কৃপ, বৃষ্ণিবংশীয় কৃষ্ণ, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির এবং গবলগণপুত্র সঞ্জয়—এই পাঁচজনই কেবল দ্রোণের মহাপ্রয়াণ দেখতে পেল। অরিন্দম দ্রোণাচার্য যোগাবলম্বন করে ঋষিশ্রেষ্ঠগণের সঙ্গে যে ব্রহ্মলোক চলে গেছেন, তা অজ্ঞানী লোক বুঝতে পারল না।

এদিকে দ্রোণের সমস্ত অঙ্গ বাণের আঘাতে ব্যথিত হয়েছিল, দেহ রক্তাক্ত ছিল এবং তিনি অস্ত্রত্যাগ করে উপবিষ্ট ছিলেন; এই অবস্থায় ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর দিকে ধাবিত হলে, সকলে তাঁকে ধিক্কার দিতে লাগল; তথাপি তিনি গিয়ে দ্রোণকে ধরলেন। তখন দ্রোণের প্রাণ চলে গিয়েছিল, দেহমাত্র অবশিষ্ট ছিল এবং তিনি কিছু বলতে পারেননি; সেই অবস্থায় ধৃষ্টদ্যুম্ন গিয়ে দ্রোণের কেশাকর্ষণ করে তরবারি দ্বারা মস্তক ছেদন করলেন। এইভাবে দ্রোণ নিপাতিত হলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তরবারি ঘোরাতে ঘোরাতে সিংহনাদ করতে লাগলেন।। কান পর্যন্ত পাকা চুলে পরিপূর্ণ, দেহের বর্ণ শ্যাম, পঁচাশি বৎসর বয়সের দ্রোণাচার্য ষোলো বছরের যুবকের মতো রণক্ষেত্রে বিচরণ করছিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন দ্রোণের

দিকে যাচ্ছিলেন তখন মহাবাহু কুন্তীনন্দন অর্জুন বলেছিলেন, "দ্রুপদনন্দন, আপনি আচার্যকে বধ করবেন না, জীবিত অবস্থায় ওঁকে নিয়ে আসুন।" সৈন্যেরাও বলছিল যে, 'বধ করবেন না, বধ করবেন না' আর অর্জুন দয়ান্বিত হয়ে 'বধ করবেন না, বধ করবেন না' বলতে বলতে ধৃষ্টদ্যুম্নের পিছনে ছুটে যাচ্ছিলেন। এই অবস্থায় ধৃষ্টদ্যুম্ন গিয়ে রথস্থিত নরশ্রেষ্ঠ দ্রোণকে বধ করেছিলেন। তখন অস্তগামী রক্তবর্ণ সূর্যের মতো রক্তাক্ত দেহ দ্রোণাচার্য রথ থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের সেই মস্তকটা গ্রহণ করে কৌরবসৈন্যগণের সম্মুখে নিক্ষেপ করলেন। দ্রোণের কাটা মাথাটি দেখে কৌরবসৈন্যেরা দলে দলে যেদিকে পারল ছুটে পালাতে লাগল।

ধৃষ্ট্যদুম্নের পিতৃকর্ম শেষ হল। বাল্য প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করে দ্রুপদ দ্রোণের প্রতি অন্যায় করেছিলেন। কৌরব-পাণ্ডব শিষ্যদের কাছে দ্রোণ গুরুদক্ষিণা চেয়েছিলেন দ্রুপদের বন্দিত্ব। ভীম-অর্জুন দ্রুপদকে বন্দি করে এনেছিলেন। দ্রোণ দ্রুপদের রাজ্যার্ধ কেড়ে নিয়ে তাঁকে সমান শক্তির অধিকারী করে দিয়েছিলেন। পরাজিত, অপমানিত দ্রুপদের ভয়ংকর যজ্ঞ থেকে উদ্ভূত হলেন দ্রোণের নিধনকারী ধৃষ্টদ্যুম্ন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দ্রুপদ নিহত হলেন দ্রোণের হাতে। পিতার অপমানকারী ও হত্যাকারী দ্রোণের মৃত্যু হল দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে। পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাব পিতৃঘাতক ধৃষ্টদ্যুম্নকে কীভাবে হত্যা করবেন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা।

ঘটনাটি কিন্তু আকস্মিক নয়। বড় অদ্ভুত নিরাসক্ত অপক্ষপাত বিচারক ব্যাসদেব। শিষ্যত্ব না দেওয়া একলব্যের কাছে চরম গুরুদক্ষিণা গ্রহণ করেছিলেন দ্রোণ। তাঁর মৃত্যুর কারণ হবেন জেনেও দ্রোণ শিষ্যত্বে গ্রহণ করেছিলেন ধৃষ্টদ্যুম্নকে। দ্রোণের শিক্ষায় ধৃষ্টদ্যুম্ন হয়েছিলেন অতিরথ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবেরা গ্রহণ করলেন তাঁকে সেনাপতিরূপে। ধৃষ্টদ্যুম্ন হত্যা করলেন নিরস্ত্র যুদ্ধত্যাগী দ্রোণকে। একলব্যের অঙ্গুষ্ঠছেদ ও দ্রোণের মস্তক ছেদের ঘটনাকে ব্যাসদেব এক পরিণতিতে পৌঁছে দিলেন। পৃথিবীতে কৃত অপরাধের শাস্তি পৃথিবীতেই পেয়ে যেতে হবে। এই ব্যাসদেবের বিধান। অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হননি—দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও শিখণ্ডীকে হত্যা করেছিলেন। উত্তরার গর্ভস্থ শিশু পরীক্ষিৎকেও দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন। অশ্বত্থামাও ফল পেয়েছিলেন। অমর হওয়া সত্ত্বেও কোনও ধর্মলোকে তাঁর স্থান হয়নি, পূতিগন্ধময় মলমূত্ররুধিরাক্ত অঞ্চলে তাঁর অমরত্ব কাল অতিবাহিত করতে হয়েছে।

দ্রোণের মহাপ্রয়াণ প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে উঠে আসে যুধিষ্ঠিরের অর্ধসত্য বা অসত্য ভাষণ। "অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজঃ"—প্রথম দুটি শব্দে জোরে, পরের দুটি আস্তে। এই অর্ধ-সত্য উচ্চারণের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র ছল করে যুধিষ্ঠিরকে নরক-দর্শন করিয়েছিলেন, কিন্তু কীই-বা করতে পারতেন যুধিষ্ঠির। তাঁর আহ্বানে ভারতবর্ষের 'ন্যায়-পরায়ণ' ধর্মনিষ্ঠ রাজারা তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করতে এসেছেন। ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে দ্রোণ নির্বিচারে ব্রহ্মাস্ত্র

অনভিজ্ঞ সেই সৈন্যবাহিনী ছারখার করে দিচ্ছেন। কৃষ্ণ এসে তাঁকে বারবার বলছেন, "দ্রোণ আর দুই প্রহর যুদ্ধ করলে আপনার সমস্ত সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হবে। আপনি মিথ্যা বলুন, প্রাণ বাঁচানোর স্বার্থে আপনার মিথ্যা বলার পাপ হবে না।" নিজের প্রাণ বাঁচানোর চেয়েও অন্যদের, পারিবারিক কনিষ্ঠদের, সাধারণ সৈন্যদের প্রাণ বাঁচানোর প্রয়োজন ছিল যুধিষ্ঠিরের।

দ্রোণের মহাপ্রয়াণ ক্ষেত্রে বর্তমান বিশ্লেষকের অর্জুনের ও কৃষ্ণের আচরণ বড় অদ্ভুত মনে হয়েছে। এই ঘটনায় অর্জুন ক্ষুব্ধ হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন, "অন্যায়ভাবে বালিবধ করায় রামের যেমন চিরকাল অকীর্তি চলে আসছে, অন্যায়ভাবে দ্রোণবধ করায় আপনারও সচরাচর ত্রিভুবনে চিরকাল অকীর্তি থাকবে। এই পাণ্ডুনন্দন সর্বধর্মসম্পন্ন, বিশেষত আমার শিষ্য। সুতরাং এ মিথ্যা বলবে না—এই বিশ্বাস দ্রোণ আপনার উপর করতেন।"

অর্জুন দ্রোণের সর্বাপেক্ষা প্রিয় শিষ্য ছিলেন। কিন্তু দ্রোণ অর্জুনকে সর্বপেক্ষা সত্যবাদী বলে মনে করতেন না। তাই অশ্বত্থামার মৃত্যু সম্পর্কে প্রশ্ন তিনি যুধিষ্ঠিরকেই করেছিলেন। অর্জুন রামচন্দ্রের বালিবধকে অকীর্তি বলেছেন। কারণ বালি সুগ্রীবের সঙ্গে সংগ্রামরত থাকার সময়ে অদৃশ্য অবস্থায় থেকে রামচন্দ্র বালিবধ করেছিলেন। অর্জুন কি একই কাজ করেননি? ভূরিশ্রবা সাত্যকির সঙ্গে সংগ্রামরত থাকার সময়, সাত্যকি যখন পরাজিত, ভূরিশ্রবা তরবারি সমেত দক্ষিণ হস্ত তুলেছেন তাঁকে আঘাত করবেন বলে, তখন কি অর্জুন অদৃশ্য থেকে কী ভূরিশ্রবার হস্ত কেটে ফেলেননি? ভীম যথার্থই বলেছিলেন, "অর্জুন তুমি নিজপক্ষের দোষ দেখতে পাও না।"

আশ্চর্য লাগে, অর্জুন মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অতিরথ। তিনি নিজমুখেই বলেছেন, "পিনাকপাণি মহাদেব ভিন্ন আমার তুল্য ধনুর্ধর ত্রিলোকে নেই।" এবং সেকথা সত্যও। তা হলে ব্রহ্মাস্ত্র অনভিজ্ঞ সৈন্যদের ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে দ্রোণ যখন নির্বিচারে হত্যা করছেন, তখন অর্জুন আপন পক্ষের সৈন্যদের রক্ষা করছেন না কেন? তিনি তো সেদিন সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধে অন্যত্র ছিলেন না। তা হলে তিনি কি দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন? তাও তো নয়, দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধ করতেও আমরা অর্জুনকে দেখেছি। তা হলে নির্বাক হয়ে দর্শকের মতো অর্জুন কীভাবে এ ঘটনা ঘটতে দেখলেন?

অর্জুন নিজের পরিচয় দিতেন তিনি যুধিষ্ঠিরের "ভ্রাতাশ্চ শিষ্যশ্চ" বলে। অর্থাৎ যুধিষ্ঠির তাঁর ধর্মগুরু ছিলেন। দ্রোণ অস্ত্রগুরু। ধর্মগুরুকে দিয়ে অর্ধ-সত্য বলানোর অবস্থা অর্জুন হতে দিলেন কেন? আর কৃষ্ণ? যিনি যুদ্ধের তৃতীয় দিনে সুদর্শনচক্র নিয়ে ভীষ্মের দিকে ছুটে গেছিলেন, তিনি কেবল যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা বলার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন কেন? কেন অর্জুনের কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিলেন না? অর্জুনকে দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধে উত্তেজিত করলেন না?

আসলে অবচেতন মনে এঁরা সবাই যুধিষ্ঠিরকে মাটিতে নামিয়ে আনতে চাইছিলেন। যুধিষ্ঠির এতটাই উঁচুতে উঠে গিয়েছিলেন যে, তাঁকে স্পর্শ করাও কঠিন ছিল। যুধিষ্ঠির তখন অর্জুনের বিচার করেননি, পরে করেছেন। তাঁর আগে নিজ পক্ষকে বাঁচানো

প্রয়োজন। ভীম, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, এমনকী কৃষ্ণও তাঁকে বারবার বলছেন, "আপনি মিথ্যা বলুন।" যুধিষ্ঠিরের বিচারে দ্রোণ ধর্মাচারী ছিলেন না। তিনি বহু অন্যায় করেছেন। বর্তমানেও ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে অনভিজ্ঞ সৈন্যদের সঙ্গে অন্যায় যুদ্ধ করছিলেন। ঋষিরা দ্রোণকে সেকথা বলেছিলেন। সুতরাং এই অন্যায়কে থামাতে যুধিষ্ঠিরকে বলতেই হল—"অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজঃ।" এ ঘটনার জন্য যুধিষ্ঠির আমাদের চোখে বিন্দুমাত্র ছোট হয়ে যাননি। অর্জুনকে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন পরে।

দ্রোণের মৃত্যুর পর পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অশ্বত্থামা নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। নারায়ণাস্ত্র বৃদ্ধি পেতে পেতে পাণ্ডবসৈন্য ক্ষয় করতে লাগল। সৈন্যেরা চৈতন্যশূন্য হয়ে পলায়ন করতে লাগল। অর্জুন সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে আছেন দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকিকে পলায়ন করতে বললেন। কৃষ্ণ নিজের উপযুক্ত কাজ নিজেই করবেন। যুধিষ্ঠির তখন সৈন্যদের সম্বোধন করে বললেন, "হে সৈন্যগণ, আমি তোমাদের সকলকে বলছি, যুদ্ধ কোরো না; আমি ভ্রাতাদের সঙ্গে অগ্নিতে প্রবেশ করব। ভীরুজনের দুস্তর ভীষ্ম ও দ্রোণরূপ সমুদ্র পার হয়ে এখন পরিজনবর্গের সঙ্গে অশ্বত্থামারূপ গোষ্পদের জলে নিমগ্ন হব। আমার সম্পর্কে অর্জুনের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। কারণ, আমি আমাদের মঙ্গলকারী আচার্যকে যুদ্ধে নিপাতিত করেছি। যে দ্রোণ, বালক ও যুদ্ধে অপটু অভিমন্যুকে যুদ্ধনিপুণ বহুতর হিংস্র লোকদ্বারা বধ করিয়েছেন, রক্ষা করেননি। দ্রৌপদী দ্যূতসভায় গিয়ে নিজের দাসীভাব নিবারণ করার জন্য বিশেষভাবে প্রশ্ন করতে লাগলেও পুত্রের সঙ্গে যে দ্রোণ তাঁকে উপেক্ষা করেছিলেন; অর্জুনের অশ্বগুলি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লে দুর্যোধন অর্জুনকে বধ করতে চেয়েছিল, তখন যে দ্রোণ জয়দ্রথকে রক্ষা করবার ছলে সেইভাবে অক্ষয় কবচ বন্ধন করে দিয়ে দুর্যোধনকে রক্ষা করেছিলেন; ব্রহ্মাস্ত্রানভিজ্ঞ লোক সত্যজিৎ প্রভৃতি পাঞ্চালেরা যখন আমার জয়ের জন্য যুদ্ধ করছিল, তখন ব্রহ্মাস্ত্র অভিজ্ঞ যে দ্রোণ তাঁদের বধ করেছেন। কৌরবেরা অধর্ম করে আমাদের যখন রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেছিলেন, তখন যে দ্রোণ কেবলমাত্র বারণ করেছিলেন; কিন্তু আমাদের সঙ্গে আসেননি, অথচ আমরা চেয়েছিলাম যে তিনি আমাদের সঙ্গে আসুন; আমাদের সেই পরমস্নেহকারী দ্রোণ নিহত হয়েছেন কিনা, সুতরাং আমি বন্ধুবর্গের সঙ্গে তাঁর জন্য প্রাণত্যাগ করব।"

মহাভারতের কোনও স্থানে কোনও গুরুজনস্থানীয় ব্যক্তি সম্পর্কে যুধিষ্ঠির এতখানি ক্ষোভ প্রকাশ করেননি। যুধিষ্ঠির আরও বলতে পারতেন যে, শর্তানুযায়ী তেরো বছর পর বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের পর ফিরে এলেও ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ তাঁদের রাজ্য—তাঁদের নিজের রাজ্য ইন্দ্রপ্রস্থও তাঁদের ফিরিয়ে দেননি। শুধু তাই নয়, তাঁদের নিজ রাজ্য ফিরিয়ে দেবার পরিবর্তে তাঁদের হত্যা করতে এসেছেন। কোনও বীরপুরুষ এ কাজ করতে পারে? কিছু কিছু মহাভারতচর্চাকার মন্তব্য করেন—যুধিষ্ঠির ছলে বলে কৌশলে রাজ্য ফিরে পেতে চেয়েছিলেন। কার রাজ্য? নিজের রাজ্য? অন্যায়কারীরা তা ফিরিয়ে না দিলে অবশ্যই বলপ্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু ছল কৌশল যুধিষ্ঠিরের ছিল না। তিনি ক্ষত্রিয় রাজা, শর্তানুসারে তাঁর রাজ্য ফিরে পাবার কথা। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ জানতেন যে,

তাঁরা অন্যায়কারীর পক্ষ নিয়েছেন। তাঁরা অন্নদাসের মতো, নপুংসকের মতো পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। তাঁরা বাধ্য হয়েছিলেন যুধিষ্ঠিরের জয় কামনা করতে। কৃপাচার্য অবধ্য ছিলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। যুদ্ধের পূর্বে তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন, "যুধিষ্ঠির আমি অবধ্য। কিন্তু আমি প্রতিদিন প্রাতঃস্নানের সময় তোমার জয় কামনা করব।"

দ্রোণের মৃত্যু অনিবার্য ছিল। কারণ বহু কারণে দ্রোণ ধর্মচ্যুত হয়েছিলেন। সেই অস্ত্রশিক্ষার সময়ে একলব্যের অঙ্গুষ্ঠ-ছেদনের ঘটনা থেকেই। এ মৃত্যু আকস্মিকও নয়—অস্বাভাবিকও নয়।

৭৬

যুধিষ্ঠির ও অর্জুন কলহ

যুধিষ্ঠির কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও আহত হয়েছেন শুনে, ভীমসেনের পরামর্শে কৃষ্ণ ও অর্জুন— যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির ছিলেন, সেই দিকে গরুড়ের তুল্য বেগবান অশ্বগণের গুণে শীঘ্র অপেক্ষা শীঘ্রতর গমন করতে লাগলেন।

তারপর পুরুষপ্রবীর কৃষ্ণ ও অর্জুন গিয়ে একাকী শয়িত যুধিষ্ঠিরকে দেখে দুজনেই রথ থেকে নেমে তাঁর চরণযুগলে নমস্কার করলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ ও ব্যাঘ্রের ন্যায় তেজস্বী যুধিষ্ঠিরকে কুশলী দেখে, অশ্বিনীকুমারেরা যেমন ইন্দ্রের কাছে উপস্থিত হন, সেইরকম কৃষ্ণ ও অর্জুন যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। ক্রমে সূর্য যেমন অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে অভিনন্দিত করেন এবং মহাসুর জম্ভ নিহত হলে বৃহস্পতি যেমন ইন্দ্র ও বিষ্ণুকে অভিনন্দিত করেছিলেন, সেইরকম যুধিষ্ঠিরও কৃষ্ণ এবং অর্জুনকে অভিনন্দিত করলেন। তখন যুধিষ্ঠির কর্ণকে নিহত মনে করে আনন্দিত হয়ে হর্ষগদগদবাক্যে বলতে লাগলেন, "কৃষ্ণ! সুখে এসেছ তো? অর্জুন, তোমারও আসতে কোনও কষ্ট হয়নি তো? তোমাদের দু'জনকে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হচ্ছি। তোমরা অক্ষতদেহে এবং নির্বিঘ্নে কর্ণকে বধ করেছ তো? যিনি যুদ্ধে সর্পের ন্যায় তেজস্বী, সর্বশাস্ত্রবিশারদ এবং সমস্ত ধার্তরাষ্ট্রের অগ্রগামী, সুখজনক ও বর্মের মতো রক্ষক ছিলেন; ধনুর্ধর বৃষসেন ও সুষেণ যাঁকে রক্ষা করতেন। 'মহাবল ও অস্ত্রে অতিদুর্জয় হও', বলে পরশুরাম যাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন; যিনি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের রক্ষক, সৈন্যসম্মুখগামী, বিপক্ষসৈন্যহন্তা ও শত্রুগণমর্দক ছিলেন; যিনি দুর্যোধনের হিতে নিরত ও আমাদের অনিষ্ট করতে উদ্যত থাকতেন। আর যিনি মহাযুদ্ধে ইন্দ্রের সঙ্গে দেবগণেরও অজেয়, তেজে অগ্নির তুল্য, বলে বায়ুর সমান, গাম্ভীর্যে পাতালের সদৃশ, বন্ধুবর্গের আনন্দবর্ধক ও শত্রুগণের পক্ষে যমের মতো ছিলেন; তোমরা মহাযুদ্ধে ভাগ্যবশত সেই কর্ণকে বধ করে অসুরবিজয়ী দুই দেবতার মতো এখানে এসেছ। কৃষ্ণ! অর্জুন! সর্বলোক জিঘাংসু যমের মতো কর্ণ আজ আমার সঙ্গে ভয়ংকর যুদ্ধ করছিলেন; কিন্তু আমি তাতে কাতর হইনি। বীর সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও সমস্ত পাঞ্চালদের সামনেই কর্ণ আমার ধ্বজ-ছেদন পৃষ্ঠসারথিবধ ও অশ্বগণ-বিনাশ করেছিলেন। আমি মহাযুদ্ধে জয়লাভের চেষ্টাই করছিলাম; কিন্তু মহাবীর কর্ণ সাত্যকি প্রভৃতিকে এবং অন্যান্য বহু শত্রুকে জয় করে আমাকে জয় করেছেন। পরে যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ কর্ণ আমার অনুসরণ এবং নিশ্চয়ই তিরস্কার করে সেই সেই স্থানে অনেক নিষ্ঠুর বাক্য বলেছে।

অর্জুন বেশি বলে কী করব? আমি ভীমের প্রভাবে যে জীবিত আছি, তা আর সহ্য করতে পারছি না। ধনঞ্জয়, আমি আজ তেরো বৎসর যাবৎ যার ভয়ে রাত্রিতে নিদ্রা যেতে পারি না এবং দিনে কোনও সময়েই সুখ পাই না, সেই কর্ণের বিদ্বেষানলে সর্বদাই দগ্ধ হচ্ছি। মেষ বিশেষ যেমন নিজের মরণের জন্য বলিস্থানে যায়, আমিও তেমন নিজের মরণের জন্য রণস্থলে গিয়েছিলাম।

"আমি কীভাবে কর্ণকে যুদ্ধে বিনাশ করতে পারব এইরূপ চিন্তা করতে করতেই আমার এই দীর্ঘকাল অতীত হয়েছে। জাগরণ বা স্বপ্ন সব সময়েই আমি সর্বত্রই কর্ণকে দেখি, এমনকী এই জগৎটাকে আমি কর্ণময় দেখে থাকি। পার্থ যুদ্ধে অপলায়ী সেই বীর আমাকে জয় করে অশ্ব ও রথের সঙ্গে জীবিত অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছেন। যুদ্ধশোভী কর্ণ আজ এরূপ তিরস্কার করায় আমার জীবনের বা কী প্রয়োজন, আর রাজ্য দিয়েই বা কী হবে? আমি পূর্বে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ থেকে যে বিড়ম্বনা পাইনি, আজ মহারথ কর্ণ থেকে সেই বিড়ম্বনা পেয়েছি। অতএব অর্জুন, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি— আজ তুমি যেভাবে অক্ষত দেহে এসেছ এবং যেভাবে কর্ণকে বধ করেছ, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত আমার কাছে বলো। যুদ্ধে ইন্দ্রের তুল্য বলবান, পরাক্রমে যমের সমান এবং অস্ত্রে পরশুরামের তুল্য কর্ণকে তুমি কী করে বধ করলে? কর্ণ মহারথ বলে বিখ্যাত, সর্বযুদ্ধ বিশারদ এবং সমস্ত ধনুর্ধরের মধ্যে প্রধান ও অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। এ যাবৎ পুত্রগণের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র তোমাকে বধ করবার জন্যই কর্ণকে সম্মান করে এসেছেন। তুমি সেই কর্ণকে কীভাবে বধ করলে? দুর্যোধন সর্বদাই সমস্ত যুদ্ধে পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণকে তোমার মৃত্যুজনক বলে মনে করেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ পার্থ, তুমি কী করে সেই কর্ণকে কাতর করলে? এবং যে প্রকারে এঁকে বধ করেছ, তা আমার কাছে বলো। ব্যাঘ্র যেমন হরিণের মস্তক হরণ করে, তুমিও সেইরকম বন্ধুগণের সামনেই যুদ্ধরত কর্ণের মস্তক হরণ করেছ তো? সূতপুত্র কর্ণ যুদ্ধে তোমাকে পাবার ইচ্ছায় সমস্ত দিক ও বিদিক অন্বেষণ করছিল এবং যে তোমাকে দেখিয়ে দেবে, তাকে একটা হাতি ও ছ'টা গোরু দিতে চেয়েছিল, সেই দুরাত্মা কর্ণ এখন তোমার সুতীক্ষ্ণ বাণে নিহত হয়ে রণস্থলে ভূমিতে শয়ন করে আছে তো? তুমি যুদ্ধে কর্ণকে বধ করে আমার পরম প্রিয় কার্য করেছ। বলমত্ত ও গর্বিত যে কর্ণ তোমাকে অন্বেষণ করবার জন্য রণস্থলের সর্বত্র ভ্রমণ করেছিল, তুমি যুদ্ধে উপস্থিত হয়ে সেই বীরাভিমানী কর্ণকে বধ করেছ তো?

"বৎস, যে তোমার সংবাদ জানার জন্য অন্যান্য লোককে হস্তী, গো, অশ্বযুক্ত স্বর্ণময় উত্তম রথ দান করতে ইচ্ছা করেছিল, যে সর্বদা তোমার সঙ্গে স্পর্ধা করত, তুমি সেই পাপাত্মা কর্ণকে যুদ্ধে নিহত করেছ তো? বীরমদে মত্ত যে কর্ণ সর্বদাই কৌরবসভায় আত্মশ্লাঘা করত এবং দুর্যোধনের অত্যন্ত প্রিয় ছিল, সেই পাপিষ্ঠ কর্ণকে তুমি বধ করেছ তো? তুমি যুদ্ধে মিলিত হয়ে গাণ্ডিবনিক্ষিপ্ত রক্তপায়ী বাণসমূহ দ্বারা কর্ণের সমস্ত অঙ্গ বিদ্ধ করেছ তো? সেই পাপাত্মা শয়ন করেছে তো? দুর্যোধনের বাহুযুগল ভগ্ন হয়েছে তো? দর্পপূর্ণ যে কর্ণ দুর্যোধনকে আনন্দিত করার জন্য রাজগণমধ্যে সর্বদা আত্মশ্লাঘা করত এবং মোহবশত বলত, 'আমি অর্জুনকে বধ করব, তার সেই বাক্য সত্য হয়নি তো?' 'যে পর্যন্ত

অর্জুন বেঁচে থাকবে, সে পর্যন্ত আমি পাদপ্রক্ষালন করব না' যে অল্পবুদ্ধি কর্ণের সর্বদা এই ব্রত ছিল, সেই কর্ণকে তুমি আজ বধ করেছ তো?

"দুর্বুদ্ধি কর্ণ দ্যূতসভায় কুরুবীরগণের মধ্যে দ্রৌপদীকে বলেছিল, 'দ্রৌপদী তুমি অতিদুর্বল, পতিত ও অধ্যবসায়হীন পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করছ না কেন?' এবং ওই যে কর্ণ তোমার বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল, 'আমি কৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনকে বধ না করে শিবিরে আর আসব না' সেই পাপবুদ্ধি কর্ণ তোমার বাণে বিদীর্ণদেহ হয়ে শয়ন করেছে তো? সঞ্জয় ও কৌরবগণের সম্মেলন সময়ের এই যুদ্ধের বৃত্তান্ত তুমি মেনেছ তো? সেই যুদ্ধে আমি এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছি। আজ তুমি উপস্থিত হয়ে সেই কর্ণকে বধ করেছ তো? সব্যসাচী তুমি গাণ্ডিব নিক্ষিপ্ত উজ্জ্বল বাণসমূহ দ্বারা যুদ্ধে অতিমন্দবুদ্ধি কর্ণের দেহ থেকে কুণ্ডলযুক্ত তেজস্বী মাথাটি ছেদন করেছ তো? আমি কর্ণের বাণে পীড়িত হতে থেকে তার বধের জন্য যে তোমাকে স্মরণ করছিলাম, তুমি কর্ণকে নিপাত করে আমার সেই স্মরণ করাকে আজ সফল করেছ তো? দর্পপূর্ণ দুর্যোধন কর্ণকে আশ্রয় করেই আমাদের প্রতি যে সহাস্য দৃষ্টিপাত করত, তুমি আজ পরাক্রম প্রকাশ করে দুর্যোধনের সেই আশ্রয় ভগ্ন করেছ তো? অতিদুর্মতি ও অতিক্রোধী যে কর্ণ পূর্বে সভামধ্যে কৌরবগণের সামনেই আমাদের 'ষণ্ড তিল' বলেছিল, তুমি যুদ্ধে উপস্থিত হয়ে সেই সূতপুত্র কর্ণকে বধ করেছ তো? শকুনি দ্যূতক্রীড়ায় দ্রৌপদীকে জয় করলে, যে দুরাত্মা সূতপুত্র বিকট হাস্য করে বলেছিল, 'দুঃশাসন তুমি নিজে গিয়ে বলপূর্বক দ্রৌপদীকে এখানে নিয়ে এসো', তুমি আজ সেই কর্ণকে বধ করেছ কি? পিতামহ ভীষ্ম পৃথিবীর মধ্যে অস্ত্রধারীশ্রেষ্ঠতম ছিলেন; তিনি অর্ধ-রথ বলে গণনা করলে, যে অল্পচেতা তাঁকে নিন্দা করেছিল, মহাত্মা! তুমি কি সেই কর্ণকে বধ করেছ? অর্জুন, অসহিষ্ণুতায় উৎপন্ন এবং পরাভবরূপ বায়ুবেগে বর্ধিত ক্রোধানল সর্বদাই আমার হৃদয়ে আছে। সুতরাং, 'আমি আজ যুদ্ধে সেই কর্ণকে বধ করেছি' এই কথা বলে আমার ক্রোধানল নির্বাপিত করো। তুমি আমার কাছে সেই দুর্লভ বৃত্তান্ত বলো— তুমি কী প্রকারে কর্ণকে বধ করলে? বৃত্রাসুরকে বধ করলে ভগবান ব্রহ্মা যেমন ইন্দ্রকে প্রধান বীর বলে মনে করেছিলেন, সেইরকম আমিও তোমাকে সর্বদাই প্রধান বীর বলে মনে করব।"

ক্রুদ্ধ যুধিষ্ঠিরের সেই সকল কথা শুনে অসীমশক্তিশালী ও অতিরথ, মহাত্মা অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "মহারাজ, আমি আজ সংশপ্তক সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে রত ছিলাম, এমন সময়ে অশ্বত্থামা বহু সহস্র সৈন্য ও লক্ষ লক্ষ বাণ নিয়ে আমার সামনে উপস্থিত হলেন। অশ্বত্থামা তাঁর সঙ্গে আটখানি গোরুর গাড়ি পূর্ণ করে বাণ এনেছিলেন। তিনি আমার বিরুদ্ধে যে সমস্ত বাণ নিক্ষেপ করলেন আমিও সে সমস্ত বাণই প্রতিহত করলাম। অশ্বত্থামা শিক্ষা, অস্ত্রক্ষেপের শক্তি ও যত্ন অনুসার আরও অনেক বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই সময়ে অশ্বত্থামা কখন বাণগ্রহণ ও সন্ধান করছিলেন; তা আমরা জানতে পারিনি। আর কোন হাতে— ডান হাতে না বাম হাতে তিনি বাণক্ষেপ করছিলেন, তাও আমরা বুঝতে পারিনি। আমি অশ্বত্থামার সমস্ত বাণ প্রতিহত করে, তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা তাঁর শরীর আচ্ছন্ন করলাম। তখন তাঁর দেহ শজারুর মতো দেখাতে লাগল। দেখতে দেখতে অশ্বত্থামার দেহ রক্তাপ্লুত হয়ে গেল। দেহ থেকে রক্ত নিঃসরণ করতে করতে অশ্বত্থামা কর্ণের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করলেন।

এই সময় বিপক্ষবিলোড়নকারী কর্ণ পঞ্চাশজন প্রধান রথীর সঙ্গে মিলিত হয়ে দ্রুত আমার দিকে আসতে লাগলেন। আমি কর্ণের সহচরদের জয় করে কর্ণকে পরিত্যাগ করে আগে আপনাকে দেখতে এসেছি। নরনাথ! প্রভদ্রকেরা কর্ণের কাছে গিয়ে যে হাঁ-করা যমের সামনে গিয়ে পড়েছে। কর্ণ সাতশো প্রভদ্রক রথীকে যমালয়ে পাঠিয়েছেন। কারণ আমাকে না দেখা পর্যন্ত কর্ণ বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন হননি। কর্ণ আপনাকে দেখেছিলেন এবং আপনি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে মিলিত হয়েছিলেন। ইতিপূর্বে অশ্বত্থামার বাণে আপনার দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল তাও আমি শুনেছি। তাই আপনাকে আমি বলতে এসেছিলাম ক্রূরস্বভাব কর্ণের কাছে আপনার যাওয়ার সময় হয়নি। মহারাজ, আমি যুদ্ধে কর্ণের সেই ভার্গবাস্ত্র দেখেছি। সঞ্জয়দের মধ্যে অন্য কোনও যোদ্ধা নেই যিনি আজ কর্ণকে জয় করতে পারেন। মহাপ্রভাবশালী রাজা, আজ আমি কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। আপনিও আসুন ও সেই যুদ্ধ নিজে দেখুন। আজ আমি যুধ্যমান কর্ণকে তার বন্ধুবর্গের সঙ্গে যদি বধ না করি তা হলে— যে ব্যক্তি কোনও কার্যের অঙ্গীকার করে, তা না করে, সেই ব্যক্তির যে গতি হয়, আমি যেন সেই কষ্টজনকগতি লাভ করি। রাজশ্রেষ্ঠ, এর পরে ধার্তরাষ্ট্রেরা আর্য ভীমসেনকে গ্রাস করতে পারে। সুতরাং আমি আপনার কাছে যুদ্ধে যাবার অনুমতি চাইছি। আপনি জয়ের আশীর্বাদ করুন; আমি যেন কর্ণকে, তাঁর সৈন্যগণকে, এবং সমস্ত শত্রুগণকে বধ করতে পারি।"

অমিততেজা পৃথানন্দন যুধিষ্ঠির কর্ণের বাণে পীড়িত ছিলেন। সুতরাং তিনি মহাবল কর্ণ অক্ষত আছেন শুনে অর্জুনের উপরে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বললেন, "দয়ার পাত্র! তোমার সৈন্যরা পালিয়েছে! তুমিও সৈন্য ফেলে অসঙ্গতভাবে এখানে এসেছ, কর্ণকে বধ করতে পারনি, একাকী ভীমকে শত্রুমধ্যে রেখে পালিয়ে এসেছ। অর্জুন, তুই যখন যুদ্ধে ভীমকে ত্যাগ করে ফেলে এসেছিস এবং কর্ণকে বধ করতে পারিসনি, তখন অসাধুভাবে কুন্তীর উদরে প্রবেশ করে তাঁর গর্ভকে কলঙ্কিত করেছিস! তুই দ্বৈতবনে সেই যে বলেছিলি— আমি এক রথেই কর্ণ বধ করব। তবে আজ তুমি কর্ণকে ভয় পেয়ে তখন তাঁকে ত্যাগ করে ভীমসেনকে ছেড়ে পালিয়ে এলে? তুমি যদি দ্বৈতবনেও এই কথা বলতে, 'রাজা, আমি কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ হব না!' তবে আমরা তখনই কালোচিত কর্ম করতাম। তুমি আমার কাছে কর্ণবধের অঙ্গীকার করে, অঙ্গীকার পালন করলে না। অথচ তুমি আমাদের শত্রু মধ্যে এনে উপরে তুলে অগ্নিস্থাপনের স্থলে ফেলে দিলে। আমরা বহুতর মঙ্গলময় অভীষ্ট বিষয় লাভ করার জন্য তোমার উপর আশা করেছিলাম; কিন্তু ফলার্থী ব্যক্তির কাছে অধিক পুষ্পশালী ব্যক্তি যেমন বিফল হয়, সেই রকম আমাদের সে সমস্তই বিফল হয়েছে।

"আমি রাজ্যার্থী ছিলাম। জেলে যেমন বঁড়শির মুখে খাদ্য ঝুলিয়ে মাছকে ডাকে, শত্রু যেমন ভাল করে খাদ্যের মধ্যে বিষ দিয়ে ডাকে, তেমনই তুমি আমাকে রাজ্যের লোভ দেখিয়ে টেনে এনেছ। বীজ পুঁতে গৃহস্থ যেমন দেবদত্ত বৃষ্টির আশায় জীবন ধারণ করে, আমরাও তেমনই এই তেরো বৎসর যাবৎ তোমাকে লক্ষ্য করে আশায় আশায় সর্বদা জীবন ধারণ করে আছি। কিন্তু তুমি আমাদের সকলকেই নরকে ডুবিয়ে দিয়েছ। মন্দবুদ্ধি! তোমার জন্মের পর সপ্তম দিনে আকাশবাণী কুন্তী দেবীকে যা যা বলেছিল, 'কুন্তি! তোমার এই পুত্র

ইন্দ্রের তুল্য বিক্রমশালী হবে এবং সমস্ত বীর শত্রুকে জয় করবে। এই বালক যথাকালে মহাতেজা হয়ে খাণ্ডবদাহের সময়ে দেবগণ ও সকল প্রাণীকে জয় করবে; মদ্র, কেকয়, কলিঙ্গদের পরাভূত করবে এবং রাজাদের মধ্যে কৌরবসৈন্যদের বধ করবে। এর থেকে কেউ প্রধান ধনুর্ধর হবে না, কোনও প্রাণী একে জয় করতে পারবে না এবং স্বাধীনচেতা ও যথাকালে সমগ্র ধনুর্বেদবিদ্যা সমাপ্তকারী এই বালক ইচ্ছা করলে সমস্ত প্রাণীকে বশীভূত করতে পারবে। আর কুন্তী! তোমার এই পুত্র— সৌন্দর্যে চন্দ্রের, বেগে বায়ুর, ধৈর্যে সুমেরুর, ক্ষমায় পৃথিবীর, তেজে সূর্যের, সম্পদে কুবেরের, শৌর্যে ইন্দ্রের এবং বলে বিষ্ণুর ন্যায় শত্রুহন্তা হবে। আর এই বালক যথাকালে অমিততেজা হয়ে আত্মীয়গণের জয় ও শত্রুগণের পরাজয়ের জন্য বিখ্যাত ও বংশরক্ষক হবে।'

"অর্জুন, তপস্বীরা শুনছিলেন, এই অবস্থায় শতশৃঙ্গ পর্বতের উপরে আকাশবাণী এই কথা বলেছিল। কিন্তু তোমার তা হয়নি। সুতরাং দেবতারাও মিথ্যা কথা বলেন, এই স্বীকার করে নিতে হবে। অন্যান্য প্রধান ঋষিরাও সর্বদা তোমার প্রশংসা করতেন। সুতরাং তাঁদের মুখে সেই কথা শুনেই আমি দুর্যোধনের কাছে অবনত হইনি। কিন্তু তখনও আমি জানতাম না যে, তুমি কর্ণের ভয়ে আকুল। পূর্বে দুর্যোধন বলতেন, 'অর্জুন যুদ্ধে মহাবল কর্ণের সামনে থাকতে পারবে না; কিন্তু আমি মূর্খতাবশত তখন তা সত্য বলে বুঝতে পারিনি।' আমি আজ শত্রুবর্গের মধ্যে নরকে প্রবেশ করেছিলাম, নরকতুল্য পরাজয় অনুভব করেছিলাম। তার জন্য গুরুতর এমনকী অপরিমেয় অনুতাপ ভোগ করতে হবে। অর্জুন, তখনই তোর আমাকে বলা উচিত ছিল যে, আমি কোনও প্রকারেই কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ হবে না। তা হলে, আমি আর যুদ্ধ করবার জন্য সঞ্জয় ও কেকয় প্রভৃতি সুহৃদগণকে ডেকে আনতাম না। এখন এই অবস্থায় আমি কর্ণের যুদ্ধের কী উপায় করতে সমর্থ হব। এবং রাজা দুর্যোধন ও অন্য যাঁরা আমার সঙ্গে বহু যুদ্ধ করবার ইচ্ছায় এসেছেন, তাঁদের যুদ্ধেরই বা কী উপায় অবলম্বন করব। কৃষ্ণ, আমার জীবনে ধিক, যে আমি আজ কর্ণের বশীভূত হয়েছিলাম। অর্জুন তোমার পুত্র বীরশ্রেষ্ঠ অভিমন্যু বেঁচে থাকলে, সে-ই এই মহারথদের বধ করত। আমি যুদ্ধে পরাভূত হতাম না। ঘটোৎকচও যদি বেঁচে থাকত, তা হলে আমি যুদ্ধে পরাজিত হতাম না। আমি পূর্বে যে সকল প্রবল পাপ করেছিলাম, এখন যুদ্ধে সেগুলি আমার দুর্ভাগ্য রূপে পরিণত হচ্ছে। দুরাত্মা কর্ণ আজ তোমাকে তৃণের তুল্য গণনা করে আমাকে এইরূপ পরাভূত করেছে। যে-লোক বিপন্ন ও স্নেহযুক্ত লোককে বিপদ থেকে মুক্ত করে, সেই বন্ধু এবং সেই সুহৃদ, একথা প্রাচীন ঋষিরা বলে থাকেন এবং সজ্জনেরাও সর্বদাই এই নিয়মের অনুষ্ঠান করেন। স্বয়ং বিশ্বকর্মা যা নির্মাণ করেছেন এবং যার চক্রগুলি শব্দ করে না, তুমি সেই মঙ্গলময় কপিধ্বজ রথে আরোহণ করে এবং স্বর্ণপট্টবেষ্টিত তরবারি ও হস্তচতুষ্টয়প্রমাণ এই গাণ্ডিবধনু ধারণ করে কৃষ্ণকর্তৃক চালিত হয়েও কেন কর্ণের ভয়ে পালিয়ে এলে? দুরাত্মা! তুই যদি এই ধনু কৃষ্ণকে দিয়ে যুদ্ধে ওঁর সারথি হতিস, তা হলে বজ্রধারী ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন, সেইরকম কৃষ্ণ উগ্রমূর্তি কর্ণকে বধ করতেন। অর্জুন তুই যদি আজ রণস্থলে বিচরণকারী ভীষণমূর্তি কর্ণের দিকে ধাবিত হতে অসমর্থ হয়ে থাকিস, তা হলে যে রাজা তোর থেকে অস্ত্রে অধিক, তাঁকে আজই এই গাণ্ডিবধনু দান কর। পাণ্ডুনন্দন!

তা হলে আমরা আর পুত্রকলত্রশূন্য হয়ে রাজ্যনাশ নিবন্ধন সমস্তসুখভ্রষ্ট হয়ে পাপীজনসেবিত অগাধ নরকে পতিত হব না, বনে যাব না, সে অবস্থায় লোকেও আমাদের দেখবে না। দুরাত্মা রাজপুত্র! তুই যদি পঞ্চম মাসে কুন্তীর গর্ভ থেকে পতিত হতিস, কিংবা গুরুতর কষ্টজনক কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ না করতিস, তা হলে তোর ভাল হত। কেন না, তা হলে তোকে আর যুদ্ধ থেকে পালাতে হত না। অতএব তোর গাণ্ডিবে ধিক?"

যুধিষ্ঠর এরূপ বললে, কুন্তীনন্দন অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বধ করবার ইচ্ছা করে তরবারি ধারণ করলেন। তখন পরচিত্তজ্ঞ কৃষ্ণ অর্জুনের ক্রোধ দেখে বললেন, "কিমিদং পার্থ! গৃহীতঃ খড়্গ ইত্যুত।"— অর্জুন তুমি এ তরবারি ধারণ করলে কেন? "ধনঞ্জয় তোমার যুদ্ধ করবার মতো কাউকেই তো দেখছি না। কারণ, বুদ্ধিমান ভীমসেনই তো ধার্তরাষ্ট্রদের আক্রমণ করেছেন। কুন্তীনন্দন, রাজাকে দেখতে হবে বলে তুমি রণস্থল থেকে চলে এসেছ, সে রাজাকেও দেখেছ, তিনিও কুশলে আছেন। ব্যাঘ্রের ন্যায় বিক্রমশালী সে রাজশ্রেষ্ঠকে দর্শন করায় আনন্দের সময়ই উপস্থিত হয়েছে। তবে তোমার ক্রোধ এল কেন? এখানে তোমার বধ্য কোনও ব্যক্তিই দেখছি না; তবে তুমি ত্বরান্বিত হয়ে মহা তরবারি ধারণ করলে কেন? তুমি কী করবার ইচ্ছা করেছ?"

কৃষ্ণ একথা বললে ক্রুদ্ধ অর্জুন সর্পের মতো শ্বাসত্যাগ করে যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণকে বললেন, "আমার গুপ্ত প্রতিজ্ঞা আছে, যে লোক আমাকে নির্দেশ করবে যে, অন্য ব্যক্তিকে গাণ্ডিব দাও— আমি তার শিরশ্ছেদ করব। অমিতপরাক্রম কৃষ্ণ, এই রাজা তোমার সমক্ষেই আমাকে তা বলেছেন। সুতরাং, আমি তা উপেক্ষা করতে পারি না। আমি ধর্মভীরু, এই রাজাকে বধ করব; এই নরশ্রেষ্ঠকে বধ করে আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করব। যদুনন্দন জনার্দন, এই জন্যই আমি তরবারি ধারণ করেছি। আমি যুধিষ্ঠিরকে বধ করে সত্যের কাছে অঋণী, নিঃশোক ও নিঃসন্তাপ হব। তুমিই বা এই সময়ে কী উচিত মনে করো? জগৎপিতা! তুমি জগতের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সমস্তই জানো। তুমি আমাকে যা বলবে, তাই করব।"

তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে 'ধিক ধিক' বলে আবার বলতে লাগলেন, "পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন, এখন বুঝলাম— তুমি বৃদ্ধসেবা করনি। যেহেতু তুমি অসময়ে ক্রুদ্ধ হয়েছ। অর্জুন তুমি ধর্মভীরু নিশ্চয়ই, কিন্তু অপণ্ডিত। তুমি আজ যা করতে উদ্যত হয়েছিলে— ধর্মের উভয় অংশ যিনি জানেন তিনি এমন করেন না। যে লোক অসাধ্য বিহিত কার্য ও সাধ্য নিষিদ্ধ কার্য করতে উদ্যত হয়, সে পুরুষের অধম। শিষ্যেরা এসে সেবা করলে যাঁরা ধর্মানুসারে উপদেশ দিয়ে থাকেন, ধর্মের সংক্ষেপ ও বাহুল্য অভিজ্ঞ সেই সেই বৃদ্ধগণের ধর্ম নিরূপণ তুমি জানো না। সেই নিরূপণ অনভিজ্ঞ লোক কর্তব্য ও অকর্তব্য নিরূপণে অসমর্থ হয়ে ভ্রমে পতিত হয়; যেমন তুমি এখন ভ্রমে পতিত হয়েছ। দেখো— মানুষ কোনও প্রকারেই অনায়াসে কর্তব্য ও অকর্তব্য বুঝতে পারে না। কিন্তু বৃদ্ধের উপদেশ শুনে সবই বুঝতে পারে। তুমি বৃদ্ধের উপদেশ শোনোনি, তাই বুঝতে পারছ না। তুমি ধর্মবিৎ হবার চেষ্টা করছ, যথার্থ ধর্ম না জেনে ধর্মরক্ষার চেষ্টা করছ। প্রাণীবধ করা যে ধর্ম নয়, তাও তুমি বুঝতে পারছ না। বরং মিথ্যা কথা বলবে, কিন্তু প্রাণীবধ করবে না। আজ নীচবুদ্ধি ব্যক্তির মতো তুমি— জ্যেষ্ঠভ্রাতা, রাজা ও ধর্মজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে কেমন করে বধ করবে? ভরতনন্দন, অযুধ্যমান,

অশক্ত, পরাঙ্মুখ, পলায়মান, শরণাগত, কৃতাঞ্জলি, বিপদাপন্ন ও অসাবধান লোককে বধ করার প্রশংসা সজ্জনেরা করেন না। অথচ সে সমস্ত অবস্থাগুলি তোমার এই জ্যেষ্ঠভ্রাতার উপরে আছে। তুমি মূর্খের ন্যায় পূর্বে ওই প্রতিজ্ঞা করেছিলে, সেই জন্যই এখন মূর্খতাবশতই অধর্মের কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছ। তুমি ধর্মের সূক্ষ্ম ও দুর্গম অবস্থা না বুঝে গুরুহত্যা করতে চলেছ। ধর্মজ্ঞ ভীষ্ম, বিদুর, যুধিষ্ঠির বা কুন্তী দেবী যে ধর্মকথা বলতে পারেন, তোমাকে আমি সেই ধর্মকথা বলব। সত্য বলা ভাল। কেন না, সত্য অপেক্ষা উত্তম নেই। কিন্তু সজ্জনের অনুষ্ঠিত সে সত্যকে যথার্থরূপেই অতিদুর্জ্ঞেয় বলে জানবে। যে স্থলে মিথ্যা বলাটা সত্যের ন্যায় উপকারী হয়, কিন্তু সত্য বলাটা মিথ্যা বলার তুল্য অপকারী হয়ে পড়ে, সে স্থলে সত্য বলবে না, মিথ্যাই বলবে। প্রাণনাশে ও বিবাহস্থলে মিথ্যা কথা বলা যেতে পারে এবং সর্বস্বাপহরণকালে মিথ্যা বলা যেতে পারে।

বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে।
বিপ্রস্য চার্থে হ্যনৃতং বদেত পঞ্চানৃত্যান্যাহুর পাতকানি ॥ কর্ণ: ৫১: ৩৩ ॥

মহর্ষিরা বলেন— বিবাহবিষয়ে, রমণসম্পর্কে, প্রাণনাশস্থলে, সর্বস্বাপহরণক্ষেত্রে এবং সজ্জনের উপকারার্থে মিথ্যা কথাও বলা চলে। এই পাঁচ বিষয়ের মিথ্যা কথা পাপ উৎপাদন করে না।

"কারণ, সেই পাঁচটি বিষয়ে মিথ্যা, সত্য বলার ন্যায় উপকারী হয় এবং সত্য বলা মিথ্যা বলার তুল্য অপকারী হয়ে থাকে। অতএব মূর্খলোক তাদৃশস্থলে কর্তব্য বিষয়ে ভ্রমে পতিত হয়। কারণ, যার সত্যানুষ্ঠান বাঞ্ছনীয় সে ব্যক্তি সত্য ও মিথ্যার ফলাফল নিরূপণ করে তারপর ধর্মজ্ঞ হতে পারে। কী আশ্চর্য! বলাক যেমন অন্ধকে বধ করে গুরুতর পুণ্য লাভ করেছিল, সেই রকম শিক্ষিতবুদ্ধি মানুষও অতিদারুণ হয়ে পুণ্য লাভ করে থাকে। কী আশ্চর্য! আবার নদীসঙ্গমস্থলে কৌশিক যেমন মহাপাপভাগী হয়েছিলেন, সেইরকম মূঢ়, অপণ্ডিত, অথচ ধর্মকামী লোক মহাপাপভাগী হয়ে থাকে।"

অর্জুনের অনুরোধে কৃষ্ণ বলাক ও কৌশিকের কাহিনি বিবৃত করলেন। কৃষ্ণ বললেন, "পূর্বকালে 'বলাক' নামে এক ব্যাধ ছিল। সে অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে পুত্রকলত্রাদির ভরণপোষণের জন্য পশুবধ করত। সর্বদা স্বধর্মনিরত, সত্যবাদী, অসূয়াশূন্য সেই বলাক বৃদ্ধ মাতা ও পিতার এবং অন্যান্য আশ্রিত ব্যক্তিগণের ভরণ-পোষণ করত। কোনও সময়ে সেই বলাক বনে গিয়ে অনেক চেষ্টাতেও কোনও পশু পেল না। ক্রমে ঘ্রাণ-দৃষ্টি একটি হিংস্র জন্তুকে জল পান করতে দেখল। বলাক পূর্বে সেইরূপ কোনও জন্তু না দেখলেও, সেটিকে বধ করল। সেই অন্ধ জন্তুটাকে বধ করলে আকাশ থেকে বলাকের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকল। ক্রমে সেই ব্যাধকে নিয়ে যাবার জন্য স্বর্গ থেকে অপ্সরাগণের গীতবাদ্যে নিনাদিত একটি সুন্দর বিমান আগমন করল। সেই জন্তুটা সমস্ত প্রাণীকে বিনাশ করবার জন্য তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছ থেকে সেই বরই লাভ করেছিল। কিন্তু ব্রহ্মা সেই দান করে তাকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন। সমস্ত প্রাণী-বিনাশে কৃতনিশ্চয় সেই জন্তুটাকে বধ করে বলাক স্বর্গে গিয়েছিল। এই কারণে ধর্ম অতিদুর্জ্ঞেয়।

"তপস্বী অথচ অল্পজ্ঞ কৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণ গ্রাম থেকে অদূরবর্তী কতগুলি নদীর সঙ্গমস্থলে বাস করতেন। 'আমি সর্বদাই সত্য কথা বলব' এই ছিল তাঁর ব্রত। তিনি তখন সত্যবাদী বলে বিখ্যাত ছিলেন। একদিন কতগুলি লোক দস্যুর ভয়ে কৌশিকের তপোবনে প্রবেশ করল; তখন ক্রুদ্ধ দস্যুরা সত্যবাদী কৌশিকের কাছে এসে বলল, 'ভগবান! বহুতর লোক কোন পথে গেল? আমরা জিজ্ঞাসা করছি, আপনি সত্য কথা বলুন। আপনি যদি তাঁদের সংবাদ জেনে থাকেন, তবে আমাদের কাছে বলুন।' তখন কৌশিক তাঁদের কাছে সত্য কথা বললেন, 'সেই লোকগুলি এসে বহু বৃক্ষ, লতা ও গুল্মে পরিপূর্ণ এই বনে আশ্রয় নিয়েছে।' কৌশিক এইভাবে দস্যুদের কাছে সেই লোকগুলির কথা বললেন। দস্যুরা তখন সেই লোকগুলিকে বধ করল। পরে যথাকালে সূক্ষ্মধর্মানভিজ্ঞ, অল্পজ্ঞ, মূঢ়, ধর্মভেদশূন্য সেই কৌশিক ওই দুষ্টবাক্যজনিত গুরুতরপাপে কষ্টজনক নরকে গমন করেছিলেন।

"অর্জুন মনীষীরা বলেন— ধর্ম মানুষগণকে রক্ষা করে। সুতরাং, সেই রক্ষা করার কাজকেই বলে ধর্ম। কোনও কথা না বললে, অন্যের আশঙ্কা হতে পারে বলে অবশ্য বলতে হলে, সে ক্ষেত্রে মিথ্যা বলাই ভাল। কেন না, মিথ্যা সে অবিচারিত সত্যস্বরূপ। প্রাণবিনাশ, বিবাহ, সমস্ত জ্ঞাতিবধ ও সর্বতোভাবে আরব্ধ কার্যে মিথ্যা বললেও তা মিথ্যা উক্তি স্বরূপ হয় না। মানুষ মিথ্যা শপথ করেও দস্যুদের আক্রমণ থেকে যে মুক্তি লাভ করে, ধর্মতত্ত্বদর্শীরা তাতে অধর্ম দেখতে পান না। সুতরাং, সে স্থলে মিথ্যা বলাই ভাল। কারণ সে মিথ্যা, অবিচারিত সত্যস্বরূপ। শক্তি থাকলেও কোনও অবস্থায় পাপীদের ধন নেবে না। কারণ সে ধন দাতারও পীড়া উৎপাদন করে। মানুষ ধর্মের জন্য মিথ্যা বলে, মিথ্যা বলার পাপে লিপ্ত হন না। অর্জুন আমি যুক্তি অনুসারে তোমার কাছে এই মিথ্যা ও সত্যের লক্ষণ বললাম; এইবার বলো দেখি— যুধিষ্ঠির তোমার বধ্য হল কি না।"

অর্জুন বললেন, "কৃষ্ণ, মহাবিচক্ষণ লোক যেমন বলেন, প্রধান বুদ্ধিমান মানুষ যেমন বলে থাকেন এবং আমাদের যাতে হিত হয়, তুমি তেমন কথাই বলেছ। কৃষ্ণ তুমি আমাদের মাতার তুল্য, পিতার সমান এবং পরম আশ্রয়। সুতরাং তোমার বাক্য আমাদের পক্ষে অতিশয় উত্তম। তারপর ত্রিভুবনে কোথাও কিছু তোমার অবিদিত নেই। যথাযথভাবে সমস্ত ধর্মই তুমি বিশেষভাবে জানো। এখন আমি মনে করি, পাণ্ডবনন্দন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আমার অবধ্য। এখন তুমি 'আমার' সংকল্পের বিষয়ে সমাধান করে দাও। তুমি আমার প্রতিজ্ঞার বিষয় অবগত আছ— যে মানুষ আমাকে বলবে— 'পৃথানন্দন! অন্য যে লোক তোমা অপেক্ষা অস্ত্রে বা বলে প্রধান, তুমি তাকে গাণ্ডিব দান করো', আমি বলপূর্বক তাকে বধ করব। আবার ভীমেরও প্রতিজ্ঞা আছে যে, যে তাঁকে তূবরক (দাড়িহীন) বলবে, তিনি তাকে বধ করবেন। অথচ কেশব, তোমার সমক্ষেই ধর্মরাজ বার বার আমাকে বলেছেন, 'গাণ্ডিব অন্যকে দাও। গাণ্ডিব অন্যকে দাও।' অতএব ধার্মিকশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ, যাতে আমার জগৎপ্রসিদ্ধ প্রতিজ্ঞা সত্য হয় এবং যাতে যুধিষ্ঠির ও আমি উভয়েই জীবিত থাকি। তুমি এখন আমাকে সেই বুদ্ধি দাও।"

কৃষ্ণ বললেন, "বীর! রাজা যুধিষ্ঠির যুদ্ধ করায় পরিশ্রান্ত। পরাজিত হওয়ায় দুঃখিত এবং যুদ্ধে কর্ণের তীক্ষ্ণবাণে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন। আবার উনি যখন যুদ্ধ না করেন তখনও কর্ণ

বাণ দ্বারা ওঁকে গুরুতর তাড়ন করেছে। এইজন্যই ইনি দুঃখিত অবস্থায় ক্রোধের সঙ্গে তোমাকে অসঙ্গতভাবে এই সব কথা বলেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য এই যে, অর্জুনের ক্রোধ উৎপাদন করলে, অর্জুন যুদ্ধে কর্ণকে বধ করবেন। অর্জুন তুমি ভিন্ন অন্য কেউই জগতে পাপাত্মা কর্ণকে সহ্য করতে পারে না; তা ইনিও জানেন। এই জন্যই ইনি, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তোমার সামনেই নিষ্ঠুর কথা বলেছেন। সর্বদা উদ্‌যোগী ও সর্বদা অসহ্য কর্ণের উপরে আজ দ্যূতক্রীড়ার মতো যুদ্ধে জয় ও পরাজয়ের পণ নিবদ্ধ আছে। সুতরাং তাকে বধ করলেই কৌরবেরা পরাজিত হবে; এই ধারণাই রাজা যুধিষ্ঠিরের আছে। অতএব যুধিষ্ঠির বধ্য হতে পারেন না, অথচ তোমারও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে হবে। অতএব ইনি জীবিত থেকেই যাতে মারা যান, তার পথ তুমি আমার কাছে শ্রবণ করো। সম্মানযোগ্য লোক যখন সম্মান লাভ করেন, তখনই তিনি জীবলোকে জীবিত থাকেন আর তিনি যখন গুরুতর অপমান ভোগ করেন, তখন তাঁকে জীবন্মৃত বলা হয়। অর্জুন তুমি, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব সর্বদাই এই রাজার সম্মান করে থাক এবং সমাজের বৃদ্ধলোক ও বীরপুরুষেরাও এঁর সম্মান করে থাকেন। অতএব তুমি এখন ঈষৎ পরিমাণে এঁর অপমান করো। ভরতনন্দন অর্জুন, তুমি পূজনীয় যুধিষ্ঠিরের প্রতি 'তুমি' সম্বোধন করো। গুরুজনকে 'তুমি' বললেই তিনি নিহত হয়ে থাকেন। শ্রুতির মধ্যে অথর্ব ও অঙ্গিরা এই কথা বলেন। তুমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি কিছু অধর্মযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করো। অতএব আমি যা বললাম, ধর্মরাজ সম্বন্ধে তুমি তাই বলো। এইরকম বললে, এই ধর্মরাজ তোমার কাছ থেকে বধ নিজের ন্যায্য বলে মনে করবেন। তারপর তুমি ধরে অভিবাদন করে, ওঁকে সান্ত্বনা দিয়ে স্বাভাবিক কথা বলবে। এইরূপ করলেও, ভ্রাতা ও বুদ্ধিমান রাজা যুধিষ্ঠির কখনও তোমার উপর কোনও ক্রোধ করবেন না। এইভাবে তুমি প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পাপ ও ভ্রাতৃবধের পাপ থেকে মুক্ত হয়ে হৃষ্টচিত্তে গিয়ে সূতপুত্র কর্ণকে বধ করো।"

কৃষ্ণ একথা বললে, পৃথানন্দন অর্জুন সেই সুহৃদের বাক্যের প্রশংসা করে পরে বলপূর্বক— পূর্বে যা কখনও বলেননি, সেইরকম নিষ্ঠুর বাক্য যুধিষ্ঠিরকে বলতে লাগলেন, "রাজা তুমি আমাকে এমন কথা বোলো না, বোলো না। তুমি রণস্থল থেকে এক ক্রোশ দূরে আছ। ভীমসেন আমাকে নিন্দা করতে পারেন। কারণ, তিনি রণস্থলেই সমগ্র জগতের প্রধান বীরগণের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। যিনি যথাসময়ে শত্রুগণকে পীড়নপূর্বক যুদ্ধে সেই সব বীর রাজা, প্রধান হস্তী, উত্তম রথী, শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী, অসংখ্য বীর— সমগ্র বিপক্ষ সৈন্যগণকে বধ করে— সিংহ যেমন হরিণগণকে বধ করে সিংহনাদ করে, সেইরকম গর্জন করছেন; যে বীর রথ থেকে লাফিয়ে পড়ে গদা দিয়ে যুদ্ধে হস্তী, অশ্ব ও রথসকল বধ করে অতিদুষ্কর কার্য করছেন, তুমি যা কখনও করতে পার না। ইন্দ্রের তুল্য বিক্রমশালী যে ভীমসেন উত্তম তরবারি, চক্র ও ধনুর্দ্বারা হস্তী, অশ্ব, পদাতিক ও অন্যান্য শত্রুগণকে বিনাশ করছেন; আর অগ্রবর্তী হয়ে চরণযুগল ও বাহুযুগল দ্বারা শত্রু সংহার করছেন; সেই বলী, কুবের ও যমতুল্য এবং বলপূর্বক শত্রুসৈন্যহন্তা ভীমসেনই আমাকে নিন্দা করতে পারেন। কিন্তু যাঁকে সর্বদাই সুহৃদগণ রক্ষা করে থাকেন, সেই তুমি পার না।

"যিনি বিপক্ষের মহারথ, বিশাল হস্তী, অশ্ব ও প্রধান প্রধান পদাতিকগণকে আলোড়ন

করে দুর্যোধন সৈন্যমধ্যে গিয়ে প্রবেশ করেছেন, সেই শত্রুদমনকারী একমাত্র ভীমসেনই আমাকে তিরস্কার করতে পারেন। যিনি কলিঙ্গ, বঙ্গ, অঙ্গ, নিষাদ ও মগধদেশীয়, সর্বদা মত্ত ও নীলবর্ণ অনেক শত্রুহস্তী বিনাশ করছেন, শত্রুদমনকারী সেই ভীমসেনই আমাকে তিরস্কার করতে পারেন। ওই সেই বীর যথাসময়ে সজ্জিত রথে আরোহণ করে বাণ দ্বারা মুষ্টি পূরণপূর্বক ধনু সঞ্চালন করতে করতে— মেঘ যেমন জলবর্ষণ করে, সেইরকম বাণদ্বারা বর্ষণ করছেন। আমি দেখেছি, ভীমসেন আজ যুদ্ধে বাণ দ্বারা কুম্ভ, শুণ্ড, শুণ্ডাগ্র ছেদন করে আটশো হস্তী বধ করেছেন, সেই শত্রুহন্তাই আমাকে নিষ্ঠুর বাক্য বলতে পারেন। ভরতনন্দন, জ্ঞানীরা বলেন, 'ব্রাহ্মণের বল বাক্যে, আর ক্ষত্রিয়ের বল বাহুতে।' কিন্তু তোমার সমস্ত বল বাক্যে এবং তুমি নিষ্ঠুর। আমি কেমন, তা তুমি জানো। আমি সর্বদাই স্ত্রী, পুত্র এবং নিজের জীবন দিয়েও তোমার অভীষ্ট সম্পাদনের চেষ্টা করি। তথাপি তুমি তোমার বাক্যবাণ দিয়ে আমাকে আঘাত করো, তখন বুঝলাম— তোমার কাছ থেকে আমরা কোনও সুখ পাব না। দ্রৌপদীর শয্যায় থেকে তুমি আমাকে অবজ্ঞা কোরো না। আমি তোমার জন্য মহারথগণকে বধ করে আসছি। তাতেই তুমি বিনা আশঙ্কায় নিষ্ঠুর হয়েছ; বুঝলাম তোমার কাছ থেকে কোনও সুখ অনুভব করতে পারব না।

"সত্যপ্রতিজ্ঞ ভীষ্ম নিজেই বীর ও মহাত্মা দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডীকে নিজের মৃত্যুর পথ বলে দিয়েছিলেন; পরে আমি তোমার প্রীতির জন্য সর্বতোভাবে সেই শিখণ্ডীকে রক্ষা করছিলাম, সেই অবস্থায় শিখণ্ডী ভীষ্মকে বধ করেন। আমি তোমার সাম্রাজ্যের অনুমোদন করি না। যেহেতু তুমি অমঙ্গলের জন্যই দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত। তারপর তুমি নিজে অসজ্জনসেবিত পাপ করে আমাদের দ্বারা শত্রুসাগর পার হতে চাইছ। সহদেব দ্যূতক্রীড়ার যে সকল দোষ বলেছিলেন, ধর্মবিরুদ্ধ সেই বহুতর দোষ তুমি শুনেছিলে; তবুও তুমি নিজে অসজ্জনসেবিত পাপ ত্যাগ করতে ইচ্ছা করনি, আমাদের নরকে পতিত করেছ। পাণ্ডব, যখনই তুমি দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়েছিলে, তখনই বুঝেছিলাম, তোমার কাছ থেকে কোনও সুখ আমরা পাব না। কিন্তু তুমি নিজে দোষ করে আবার আজ আমাদের রুক্ষ কথা বলছ। আমরা যাদের বধ করেছি, সেই শত্রুসৈন্যেরা ছিন্ন দেহে আর্তনাদ করতে করতে ভূতলে শয়ন করেছে। সুতরাং সেই নৃশংস কাজ তুমিই করেছ, আমাদের শুধু প্রাণান্ত পরিশ্রম ও কৌরবপক্ষের বধ হচ্ছে। তুমিই দ্যূতক্রীড়া করেছ, তোমার জন্য আমাদের রাজ্য নষ্ট হয়েছে, তোমার জন্যই আমাদের বিপদ এসেছে। আবার অল্পভাগ্য তুমিই নিষ্ঠুর বাক্যকশাঘাত দ্বারা ব্যথিত করতে থেকে আর আমাদের ক্রোধ বাড়িয়ো না।"

স্থিরবুদ্ধি, ধর্মভীরু ও বিচক্ষণ অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে এই সমস্ত রুক্ষ ও অতিনিষ্ঠুর বাক্য বলে এই প্রকার কিছু পাপ করে অত্যন্ত বিষণ্ণ হলেন। অনুতপ্ত অর্জুন নিশ্বাস ত্যাগ করতে থেকে কোষ থেকে পুনরায় তরবারি বার করলেন। তখন কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, "একী! তুমি পুনরায় আকাশের ন্যায় নির্মল তরবারি কোষমুক্ত করলে কেন? তোমার উত্তর বাক্য পুনরায় আমাকে বলো দেখি; আমি তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় বলব।" অতি দুঃখী অর্জুন বললেন, "কৃষ্ণ, আমি যে শরীর দ্বারা এই অমঙ্গলাচরণ করলাম, বলপূর্বক সেই নিজ শরীরই বিনষ্ট করব।" অর্জুনের কথা শুনে ধার্মিকশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, "অর্জুন তুমি এই

রাজাকে 'তুমি তুমি' বলে কেন ভয়ংকর মোহাবিষ্ট হলে? শত্রুহন্তা! তুমি আত্মহত্যা করবার ইচ্ছা করেছ? সজ্জনেরা এ কাজ করেন না। তুমি ধর্মভীরু হয়ে যদি তরবারি দ্বারা এই ধর্মাত্মা জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে বধ করতে, তবে এখন তোমার কী অবস্থা হত; পরে তুমি কি করতে? ধর্ম— সূক্ষ্ম; সুতরাং দুর্জ্ঞেয়; বিশেষত অজ্ঞলোকের পক্ষে। অতএব আমি বলছি, শ্রবণ করো, তুমি আপনি আপনাকে বধ করে ভ্রাতৃবধপাপ থেকেও ভয়ংকর পাপভাগী হতে। অর্জুন তুমি এখন এইখানে নিজের গুণ নিজে বলো, তাতেই আত্মহত্যা করা হবে।" অর্জুন স্বীকার করে যুধিষ্ঠিরকে বলতে আরম্ভ করলেন, "রাজা নরদেব! আপনি শ্রবণ করুন— এ জগতে দেবদেব মহাদেব ব্যতীত আমার তুল্য ধনুর্ধর নেই। আমি সেই মহাদেবের অনুমতিক্রমে, ক্ষণকালমধ্যে সমস্ত চরাচর জগৎ সংহার করতে পারি এবং রাজা আমিই রাজসূয়ের পূর্ব দিকপালগণকে সমস্ত দিকে জয় করে আপনার রাজসূয় যজ্ঞের সমাপ্তি ঘটাই এবং আমার ক্ষমতাতেই আপনার সেই দিব্যসভা নির্মিত হয়েছিল; আর আমার দক্ষিণ হস্তে বাণ ও বাম হস্তে গুণ ও বাণযুক্ত বিস্তৃত ধনু অঙ্কিত আছে। আমার চরণতলে রথ ও ধ্বজের চিহ্ন আছে; সেইজন্যই বিপক্ষেরা আমার তুল্য লোককে যুদ্ধে জয় করতে পারে না এবং আমি উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব ও দক্ষিণদেশীয় বীরগণকে বধ করেছি। সংশপ্তকেরা অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে, কৌরবসেনার অর্ধ আমার হাতে বিনষ্ট হয়েছে। যারা অস্ত্রজ্ঞ, তাদের আমি অস্ত্রদ্বারাই বধ করি। সেইজন্যই আমি পাশুপত অস্ত্র দ্বারা বিপক্ষদের ভস্ম করি না। সে যাই হোক, কৃষ্ণ এসো আমরা ভয়ংকর ও বিজয়ী রথে আরোহণ করে কর্ণকে বধ করবার জন্য সত্বর যাত্রা করি। আজ এই রাজা বিশেষ নিবৃত্তি লাভ করুন। আমি বাণদ্বারা কর্ণকে বধ করব। আজ আমাদ্বারা কর্ণের মাতা পুত্র হারাবেন অথবা কর্ণের দ্বারা মাতা কুন্তী অর্জুনশূন্যা হবেন। আমি সত্য বলছি— আজ আমি বাণ দ্বারা কর্ণকে বধ না করে কবচ ত্যাগ করব না।"

তরবারি কোষের মধ্যে স্থাপন করে লজ্জায় অবনত মস্তক ও কৃতাঞ্জলি হয়ে পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "রাজা আমার উক্তিগুলি ক্ষমা করে আপনি প্রসন্ন হোন। যথাসময়ে আপনি আমার কারণ জানতে পারবেন। আপনাকে নমস্কার।" যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন করে অর্জুন দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, "এই কর্ণবধ দীর্ঘকালে নয়— সত্বরই হবে। ওই কর্ণ আসছে, আমি দ্রুত ওর দিকে যাত্রা করি। আমি যুদ্ধ থেকে ভীমসেনকে উদ্ধার ও কর্ণকে বধ করবার জন্য যাত্রা করছি। রাজা আমি সত্য বলছি, তা আপনি জেনে রাখুন। আপনার প্রীতির জন্যই আমার জীবন।" এই কথা বলে তেজস্বী অর্জুন যুদ্ধে যাবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন।

ওদিকে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির-ভ্রাতা অর্জুনের পূর্বোক্ত নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করে দুঃখিত চিত্ত হয়ে সেই শয্যা থেকে উঠে অর্জুনকে বললেন, "অর্জুন যা মঙ্গলজনক নয়, আমি তা করেছি। যাতে তোমাদের অতি ভীষণ বিপদ উপস্থিত হয়েছে। সুতরাং আমি বংশনাশক নরাধম। অতএব তুমি আজ আমার এই মস্তক ছেদন করো। আমি পাপাত্মা, পাপব্যসনাসক্ত, মূঢ়বুদ্ধি, অলস, ভীরু, বৃদ্ধগণের অবমাননাকারী ও নিষ্ঠুর। অতএব চিরকাল আমার রুক্ষপথ অনুসরণ করে তোমার কী ফল হবে। পাপাত্মা আমি আজই বনে যাব। তুমি আমাকে ছেড়ে সুখে থাকো; মহাত্মা ভীমসেনই তোমাদের উপযুক্ত রাজা; আমি নপুংসক; সুতরাং আমি কী

রাজকার্য করব। বীর! ক্রুদ্ধ অবস্থায় তোমার এই নিষ্ঠুর উক্তিগুলি আমি আর সহ্য করতে পারছি না। অপমানিত হয়ে আমার জীবনের আর প্রয়োজন নেই; ভীমই রাজা হোন।" যুধিষ্ঠির এই বলে সহসা শয্যাত্যাগ করে উঠে বনে যাবার ইচ্ছা করলেন।

কৃষ্ণ তখন তাঁর সামনে বসে অবনত হয়ে তাঁকে বললেন, "রাজা আপনার জানা আছে যে, সত্যপ্রতিজ্ঞ অর্জুনের গাণ্ডিব বিষয়ে এই প্রসিদ্ধ প্রতিজ্ঞা আছে। যে ব্যক্তি এঁকে বলবে যে, তুমি অন্য লোককে গাণ্ডিব দাও, সে ব্যক্তি অর্জুনের বধ্য হবে। অথচ আপনি ওঁকে তাই বলেছেন। রাজা, তখন অর্জুন সেই সত্য প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য আমার অভিপ্রায় অনুসারেই আপনার এই অপমান করেছেন। মনস্বীরা বলেন, গুরুজনের অপমান করাই বধ। সুতরাং মহাবাহু! আমার ও অর্জুনের এই আচরণ আপনি ক্ষমা করুন। আমি ও অর্জুন দু'জনেই আপনার শরণাপন্ন হলাম। রাজা, আমি অবনত হয়ে প্রার্থনা করছি, আপনি ক্ষমা করুন। আজ সমরভূমি পাপাত্মা কর্ণের রক্ত পান করবে। আমি আপনার কাছে সত্য প্রতিজ্ঞা করছি, আজ কর্ণকে নিহত বলে অবগত হোন এবং যার বধ আপনি ইচ্ছা করেন, আজ তার জীবন গিয়েছে।"

কৃষ্ণের এই কথা শুনে যুধিষ্ঠির দু'হাতে তখন তাঁকে তুলে দুই হাত জোড় করে বললেন, "কৃষ্ণ তুমি যা বললে তা সত্য। আমি গাণ্ডিব সম্পর্কে অর্জুনকে অন্যায় কথা বলেছি। গোবিন্দ তুমি অনুনয় করছ, মাধব তুমি উদ্ধার করেছ এবং অচ্যুত তুমি আমাদের ভীষণ বিপদ থেকে উদ্ধার করেছ। কৃষ্ণ আমরা আজ অজ্ঞানে মোহিত হয়েছিলাম; তোমাকে রক্ষক পেয়ে সেই ভীষণ বিপদসাগর থেকে দুজনেই উত্তীর্ণ হয়েছি। আমরা তোমার বুদ্ধি-তরণি পেয়ে দুঃখ ও শোকসাগর থেকে উত্তীর্ণ হয়েছি এবং তোমার দ্বারাই আমরা অমাত্যবর্গের সঙ্গে নাথযুক্ত হয়েছি।"

ধর্মাত্মা যদুনন্দন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের সেই প্রীতিযুক্ত বাক্য শুনে তখন অর্জুনকে বললেন, "অর্জুন ধার্মিকশ্রেষ্ঠ, কৌরবপ্রধান ও ধর্মানুগামী রাজাকে প্রসন্ন করো। এই এখন আমার অভিপ্রায়।" অর্জুন কৃষ্ণের বাক্য অনুযায়ী যুধিষ্ঠিরকে অনেক অনুনয় করে মহাপাতকীর মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন কৃষ্ণ হাসতে হাসতে অর্জুনকে বললেন, "অর্জুন তুমি যদি তীক্ষ্ণধার তরবারি দিয়ে ধার্মিক যুধিষ্ঠিরকে বধ করতে, তা হলে কী হত বল দেখি; রাজাকে কেবল 'তুমি' বলেই এতটা মোহাপন্ন হয়েছ, তা হলে রাজাকে বধ করে পরে কী করতে? ধর্ম এইরকমই দুর্জ্ঞেয়, বিশেষত অল্পবুদ্ধির পক্ষে। জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে বধ করে ধর্মভীরুতাবশত গুরুতর মোহাপন্ন হয়ে তুমি নিশ্চয়ই ঘোর নরকে যেতে। অর্জুন তুমি এখন ধার্মিকশ্রেষ্ঠ, ন্যায়বান ও কৌরবপ্রধান রাজাকে প্রসন্ন করো, এই আমার মত। ভক্তিপূর্বক রাজাকে প্রসন্ন করে উনি প্রসন্ন হলে আমরা যুদ্ধ করার জন্য দ্রুত কর্ণের দিকে যাত্রা করব। তুমি আজ কর্ণকে বধ করে ধর্মরাজের প্রচুর আনন্দ উৎপাদন করবে। এই আমার এখন কালোচিত পরামর্শ। এই করলেই তোমার প্রকৃত কাজ করা হবে।"

তখন অর্জুন লজ্জিত ও অবনত হয়ে মস্তকদ্বারা যুধিষ্ঠিরের চরণযুগল স্পর্শ করে বার বার তাঁকে বললেন, "রাজা আপনি প্রসন্ন হোন, আমি ধর্মভীরু ও প্রতিজ্ঞাকারী, যা বলেছি, তা ক্ষমা করুন।" শত্রুহন্তা অর্জুন রোদন করতে করতে নিজের চরণযুগলে পতিত হয়েছেন

দেখে ধর্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতা সেই অর্জুনকে উঠিয়ে সস্নেহে আলিঙ্গন করে রোদন করতে লাগলেন। অত্যন্ত তেজস্বী যুধিষ্ঠির ও অর্জুন দুই ভ্রাতা দীর্ঘকাল রোদন করে গাত্র পরিষ্কারপূর্বক সন্তুষ্ট হলেন। তারপর যুধিষ্ঠির অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ঈষৎ হাস্য করতে থেকে স্নেহবশত অর্জুনকে আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণ করে বললেন, "মহাবাহু মহাধনুর্ধর অর্জুন, আমি যুদ্ধে জয়লাভের জন্য যত্ন করছিলাম। সেই অবস্থায় কর্ণ বাণ দ্বারা সমস্ত সৈন্যের সমক্ষে আমার কবচ, ধ্বজ, ধনু, শক্তি, অশ্ব ও বাণ সকল ছেদন করেছে। তখন আমি তার শক্তি বুঝে এবং যুদ্ধে তার কার্য দেখে দুঃখে বিশেষ অবসন্ন হয়েছি; এই অবস্থায় আমার বেঁচে থাকা প্রীতিকর হয়নি। আজ যদি তুমি যুদ্ধে এই বীরকে বধ করতে না পারো, তা হলে আমি প্রাণই পরিত্যাগ করব। কারণ, এ অবস্থায় আমার জীবনে ফল কী?"

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে অর্জুন বললেন, "নরশ্রেষ্ঠ পৃথিবীপতি রাজা! আমি আপনার কাছে সত্য, আপনার স্নেহ, ভীমসেন নকুল ও সহদেবের নামে শপথ করছি যে, আজ যুদ্ধে কর্ণকে বধ করব, কিংবা কর্ণ কর্তৃক নিহত হয়ে ভূতলে পতিত হব। এই সত্য শপথে আমি অস্ত্রও স্পর্শ করছি।" অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলে কৃষ্ণকে বললেন, "কৃষ্ণ আজ যুদ্ধে কর্ণকে বধ করব, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তোমার বুদ্ধিতেই সেই দুরাত্মার বধ হবে। তোমার মঙ্গল হোক।" অর্জুনের কথা শুনে কৃষ্ণ বললেন, "ভরতশ্রেষ্ঠ, তুমি মহাবল কর্ণকে বধ করতে সমর্থ এবং মহারথ! সর্বদাই আমার এই কামনা রয়েছে । বীরশ্রেষ্ঠ, তুমি যুদ্ধে কী প্রকারে কর্ণকে বধ করবে, সে চিন্তাও করছি।" এর পর কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "মহারাজ আপনি অর্জুনকে সান্ত্বনা দান করুন এবং আজ দুরাত্মা কর্ণকে বধ করবার জন্য অনুমতি করুন। পাণ্ডুনন্দন, আপনি কর্ণের বাণে পীড়িত হয়েছেন শুনে আমি আর অর্জুন আপনার সংবাদ গ্রহণের জন্য এখানে এসেছিলাম। নিষ্পাপ রাজা, আপনি ভাগ্যবশত নিহত হননি এবং ভাগ্যবশত কর্ণকর্তৃক ধৃত হননি। এখন অর্জুনকে সান্ত্বনা দিন এবং জয়ের আশীর্বাদ করুন।" যুধিষ্ঠির বললেন "পৃথানন্দন অর্জুন! এসো এসো পাণ্ডুনন্দন, আমাকে আলিঙ্গন করো। তুমি আমাকে বক্তব্যে হিতের কথাই বলেছ এবং আমি যে সব কটু কথা বলেছি, তা তুমি ক্ষমা করেছ। আমি তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি, তুমি কর্ণকে বধ করো। পৃথানন্দন, আমি যেসব দারুণ কথা বলেছি, তাতে তুমি ক্রোধ কোরো না কিংবা কোনও দৈন্য বোধ কোরো না।"

তখন অর্জুন মাথা যুধিষ্ঠিরের পায়ের উপর রেখে দুই হাতে তাঁর চরণ ধরলেন। যুধিষ্ঠির অর্জুনকে উঠিয়ে গাঢ় আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণ করে পুনরায় অর্জুনকে বললেন, "মহাবাহু ধনঞ্জয়, তুমি চিরকাল আমার গুরুতর সম্মান করে আসছ। সুতরাং তুমি চিরস্থায়ী প্রচুর যশ ও জয় লাভ করো।" অর্জুন বললেন, "আজ বলগর্বিত কর্ণকে পেয়ে বাণ দ্বারা অনুচরবর্গের সঙ্গে সেই পাপকারীকে বিনষ্ট করব। যে ধনু দৃঢ় আকর্ষণ করে বাণ দ্বারা আপনাকে পীড়ন করেছে, সেই কর্মের দারুণ ফল আজ কর্ণ লাভ করবে। আজ কর্ণকে বধ করে আপনাকে আনন্দিত করবার জন্য যুদ্ধ থেকে আসব; আপনার কাছে এই সত্য বলছি। মহারাজ আজ কর্ণকে বধ না করে মহাযুদ্ধ থেকে ফিরব না, আপনার চরণ স্পর্শ করে এই সত্য শপথ করছি।" যুধিষ্ঠির আশীর্বাদ করে বললেন, "অর্জুন তোমার যশ, জীবন অক্ষয়, অভীষ্ট লাভ,

সর্বদা বীরত্ব ও শত্রুক্ষয় হোক। বৎস! যাও, দেবতারা তোমার উন্নতি বিধান করুন। আমি যা ইচ্ছা করি, তা তোমার হোক। ইন্দ্র যেমন আত্মোন্নতির জন্য বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন, তুমিও তেমন যুদ্ধে কর্ণ বধ করো, সত্বর যাও।"

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের এই সপ্তদশ দিনটি যুধিষ্ঠিরের জীবনের সবথেকে অশুভ দিন। ভাগ্য বিপর্যয় যুধিষ্ঠিরের জন্য এসেছে, তিনি তা অতিক্রমও করে গিয়েছেন। বনবাস পরে অলৌকিক শক্তির কাছে পরাজিত চার ভ্রাতার মৃতদেহ যুধিষ্ঠির দেখেছেন। পুনরায় তাঁদের জীবিত করে তিনি ফিরেছেন। তিনিই উপস্থিত থেকে ভীমসেনের বন্দিত্ব দশার মোচন করেছেন। তাঁরই ইঙ্গিতে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিয়েছেন ভীমসেন।

সপ্তদশ দিনে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হলেন যুধিষ্ঠির। তাঁর রথ বিনষ্ট হল, ধ্বজ পতিত হল, ধনু বাণ ধ্বংস করলেন কর্ণ। এ পর্যন্ত হলেও যুধিষ্ঠিরের এতখানি লাগত না। পরাজিত যুধিষ্ঠিরকে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, উপহাস করলেন কর্ণ। প্রাণে মারলেন না, কিন্তু মর্মস্থল পর্যন্ত অপমানে জর্জরিত করে ছেড়ে দিলেন কর্ণ। বিপর্যস্ত, অসম্মানিত যুধিষ্ঠির শিবিরে ফিরে এলেন।

সংশপ্তকদের পরাজিত করে যুদ্ধক্ষেত্রে ভীমসেনের কাছে কৃষ্ণার্জুন শুনলেন, যুধিষ্ঠির কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে আহত, বিপর্যস্ত ও লাঞ্ছিত হয়ে শিবিরে ফিরে গেছেন। দ্রুত রথ চালিয়ে কৃষ্ণার্জুন যুধিষ্ঠিরের সংবাদ নেবার জন্য শিবিরে এসে উপস্থিত হলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণার্জুনকে দেখে অত্যন্ত খুশি হলেন। তাঁর ধারণা হল যে, তাঁর পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে অর্জুন কর্ণকে বধ করে যুধিষ্ঠিরের কাছে এসেছেন। যখন তিনি শুনলেন যে ঘটনা তা নয়— আহত যুধিষ্ঠিরকে দেখতেই তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে এসেছেন, তখন সমস্ত দিনের লাঞ্ছিত বিপর্যস্ত আত্মগ্লানি চূড়ান্ত ক্রোধে অর্জুনের উপর ভেঙে পড়ল। অতি সাধারণ পুরুষ, প্রায় গ্রামীণ পুরুষের ভাষায় অর্জুনকে কটু-কাটব্য করতে লাগলেন যুধিষ্ঠির। বললেন তাঁর জন্ম মিথ্যা, বীরত্ব মিথ্যা। কর্ণের ভয়ে ভীত হয়ে তিনি পালিয়ে এসেছেন। তীক্ষ্ণ ভাষায় অর্জুনকে বললেন অপেক্ষাকৃত বড় বীরের হাতে গাণ্ডিব ধনু সমর্পণ করতে। কোষমুক্ত তরবারি নিয়ে অর্জুন ছুটে গেলেন যুধিষ্ঠিরের দিকে। সেই অর্জুন, যিনি সর্বদাই পরিচয় দেন তিনি যুধিষ্ঠিরের 'ভ্রাতাশ্চ শিষ্যশ্চ'— তিনি উদ্যত অসি নিয়ে যুধিষ্ঠিরকে কাটতে চলেছেন। কৃষ্ণের মধ্যস্থতায় অর্জুন অসি নামালেন, কিন্তু তীব্র কণ্ঠে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করলেন। 'তুমি' সম্বোধন করে যুধিষ্ঠিরের পাপের জন্যই পাণ্ডবদের এই দুরবস্থা ঘোষণা করলেন। আরও বললেন, দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের অত্যন্ত আসক্তিই পাণ্ডবদের দুর্দশার মূল কারণ। আমাদের মনে পড়ে গেল, ভীমসেনের এই অভিযোগের উত্তরে যুধিষ্ঠিরকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেছিলেন অর্জুন। বলেছিলেন— দ্যূতক্রীড়া করে 'মহৎ কীর্তি' স্থাপন করেছেন যুধিষ্ঠির। কিন্তু আজ অর্জুনও ক্রোধান্ধ। যুধিষ্ঠিরের কাছে দুঃখ ছাড়া তাঁর পাবার কিছু নেই বলে ঘোষণা করলেন।

এর পর কৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন আত্মপ্রশংসা শুরু করলেন। জানালেন ত্রিলোকে দেবদেব মহাদেব ভিন্ন তাঁর তুল্য অস্ত্রধারী নেই। যুধিষ্ঠিরকে তিনি জানালেন, যেখানে যা কিছু তিনি পেয়েছেন, সবই অর্জুনের বীরত্বের ফল।

অর্জুনের প্রতিটি কথা যুধিষ্ঠিরকে ভেঙে খান খান করে দিচ্ছিল। তিনি জীবনে এতখানি অসম্মানিত হননি। ভ্রাতাদের কাছ থেকে, প্রজাদের কাছ থেকে সম্মান পেতেই তিনি অভ্যস্ত। অর্জুনের দিকে তিনি মস্তক এগিয়ে দিলেন। অর্জুনকে বললেন, তাঁর মাথা কেটে ফেলতে। কারণ অর্জুন যা কিছু বলেছেন, তার সব সত্য। আরও জানালেন তিনি রাজ্যলাভের পক্ষে অনুপযুক্ত। ভীমসেনই রাজা হবার উপযুক্ত। তিনি রাজ্য ত্যাগ করে ভিখারির জীবনযাপন করবেন।

আশ্বমেধিক পর্বে অশ্ব নিয়ে অর্জুন মণিপুরে পৌঁছলে পুত্র বভ্রুবাহন পিতাকে অভ্যর্থনা করতে এসেছিলেন। সেদিন কিন্তু অর্জুন ঠিক একইভাবে পুত্র বভ্রুবাহনকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। বলেছিলেন, "তোর জন্মে ধিক, তোর ক্ষত্রিয়ধর্মে ধিক।" তিনি পুত্রের কাছে যুদ্ধ প্রত্যাশা করেছিলেন । যুদ্ধও হয়েছিল এবং অর্জুন পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন।

কৃষ্ণ কিন্তু বুঝেছিলেন যুধিষ্ঠির কেন অর্জুনকে ধিক্কার দিয়েছেন। অর্জুনের পৌরুষকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন যুধিষ্ঠির, তাঁকে ক্ষিপ্ত করে দিতে চেয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন. অর্জুন ভিন্ন অন্য কেউ কর্ণকে বধ করতে পারবেন না।

অর্জুনের প্রচণ্ড ক্রোধের মুহূর্তে একটি বাক্য আমাদের সচকিত করে তোলে, "তুমি দ্রৌপদীর শয্যায় শুয়ে আমাকে বোলো না, বোলো না।" অবচেতন কোনও ক্ষোভ থেকে অর্জুন এ কথা বললেন?

এই আশ্চর্য মুহূর্তটিতে কৃষ্ণকে আমরা পরিপূর্ণভাবে দেখলাম। তিনি পাণ্ডবদের হিতৈষী, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। এই ধরনের কোনও পারিবারিক বন্ধু পাওয়া বহু ভাগ্যের ফল। একটি মুহূর্তের জন্যও কৃষ্ণকে উত্তেজিত হতে দেখি না। কোনও মুহূর্তেই তিনি ঘটনার উপর নিয়ন্ত্রণ হারাননি। প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ অর্জুনকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন, কিন্তু তাঁর বীরত্বের অবমাননা করেননি। ধর্মতত্ত্ব নিপুণভাবে বুঝিয়ে. সত্য-মিথ্যা প্রয়োগের ক্ষেত্রকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বুঝিয়ে অর্জুনের ক্রোধ প্রশমিত করেছেন। যুধিষ্ঠিরকে এতটুকু অসম্মানিত করেননি. কিন্তু অর্জুনের বীরত্ব তাঁর নিজ মুখেই যুধিষ্ঠিরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সবশেষে ঘটনার দায় অর্জুনের সঙ্গে নিজেও স্বীকার করে নিয়ে, যুধিষ্ঠিরের চরণের কাছে মস্তক রেখে, তাঁর ও অর্জুনের, দুজনের হয়ে ক্ষমা চেয়েছেন। কৃষ্ণ অর্জুনের প্রিয়তম সখা, তাঁর বুদ্ধিমত্তা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ধর্ম বিষয়ে যথার্থ বিচক্ষণতা— মহাভারতের দুই শ্রেষ্ঠ চরিত্রের মুহূর্তের ভুল-বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়েছে। প্রসন্ন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অকৃত্রিম আশীর্বাদ লাভ করেছেন অর্জুন। যে আশীর্বাদ অর্জুনের সেদিন সত্যকার প্রয়োজন ছিল।

এই দুর্লভ মুহূর্তে আমরা তিনটি শপথ একসঙ্গে শুনলাম। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে আশ্বস্ত করলেন— আজ অর্জুন কর্ণকে বধ করবেন। অর্জুন প্রতিজ্ঞা করলেন, আজ কর্ণের মাতা

পুত্র হারাবেন অথবা কুন্তী তাঁর পুত্র হারাবেন। যুধিষ্ঠির প্রতিজ্ঞা করলেন— আজ কর্ণ বধ না হলে তিনি প্রাণধারণ করবেন না। আমরা কর্ণের মৃত্যুর সম্পর্কে সুনিশ্চিত হলাম।

সুদূর হস্তিনাপুরে বিদুরের ঘরে বসে এক নারী উৎকণ্ঠিত হয়ে দূতমুখে শুধু যুদ্ধের খবর শুনছেন। তাঁর তো দু'দিকেই ক্ষতি। যিনিই হারুন, কুন্তী পুত্র হারাবেন। যিনি বিজয়ী হবেন, গর্বে শঙ্খনাদ করতে করতে স্বপক্ষীয় বীরদের দ্বারা অভিনিন্দিত হতে হতে তিনি ভাবতেও পারবেন না, তাঁর হাত সহোদরের রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল।

৭৭

দুঃশাসন-বধ—ভীমসেনের প্রতিজ্ঞা পূরণ

সপ্তদশ দিনের মধ্যাহ্নে কর্ণ ভয়ংকর রূপ ধারণ করলেন। তিনি নির্বিচারে পাণ্ডবসৈন্য বধ করতে লাগলেন। কোনও পাণ্ডব প্রধানরথী কর্ণের সম্মুখে দাঁড়াতেই পারলেন না। ভীমসেন প্রচণ্ড শক্তির পরিচয় দিয়ে একাই পাণ্ডবপক্ষে ভীষণতম যুদ্ধে রত ছিলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরের সংবাদ নেবার জন্য কৃষ্ণার্জুনকে শিবিরে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা এখনও ফিরছেন না। ওদিকে কর্ণের প্রতাপ ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। ভীমসেনও আগমন প্রত্যাশায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। এই সময়ে সারথি বিশোক ভীমসেনকে জানালেন যে, গাণ্ডিবধনুর নির্ঘোষ শোনা যাচ্ছে, দেবদত্তর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, পাঞ্চজন্য চতুর্দিক নিনাদিত করে শত্রুসৈন্যকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলছে, অর্জুন রণক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন। অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে ভীমসেন দশগুণ অধিক শক্তি নিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। ভীমের নাগালের মধ্যে যে শত্রুসৈন্য প্রবেশ করল, তারা আহত হয়ে স্থানচ্যুত হতে থাকল, আর্তনাদ এবং প্রাণশূন্য হয়ে পতিত হতে থাকল।

এই সময়ে দুর্যোধনভ্রাতা দুঃশাসন নির্ভয়চিত্তে বাণক্ষেপ করতে করতে ভীমসেনের দিকে অগ্রসর হলেন। তখন মহামৃগ পেয়ে সিংহ যেমন দ্রুত তার দিকে ধাবিত হয়, সেইরকম ভীমসেন দ্রুত দুঃশাসনের দিকে ধাবিত হলেন। পূর্বকালে ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের মধ্যে অতিদারুণ যে যুদ্ধ হয়েছিল, সেইরকম জাতক্রোধ ও প্রাণদ্যূতক্রীড়াকারী ভীমসেন ও দুঃশাসনের পরস্পর অতিদারুণ যুদ্ধ হতে লাগল। ক্রমে প্রথমস্রাবী ও কামাকুলচিত্ত দুটি হস্তী যেমন ঋতুমতী হস্তিনীর সঙ্গম করার জন্য পরস্পর গুরুতর আঘাত করে, তেমনই ভীমসেন ও দুঃশাসন শরীর পীড়াজনক ও মহাবেগশালী বাণসমূহ দ্বারা পরস্পর গুরুতর আঘাত করতে লাগলেন। তখন ভীমসেন ত্বরান্বিত হয়ে দুটি ক্ষুরপ্র দ্বারা দুঃশাসনের ধনু ও ধ্বজ ছেদন করলেন, একটি বাণ দ্বারা তাঁর ললাটও বিদীর্ণ করলেন এবং সারথির দেহ থেকে মস্তক হরণ করলেন। তখন দুঃশাসন অন্য ধনু নিয়ে নিজেই অশ্বচালন করে বারোটি বাণ দ্বারা ভীমসেনকে বিদীর্ণ করলেন এবং সরলগামী বাণসমূহ দ্বারা পুনরায় ভীমসেনকে তাড়ন করতে লাগলেন।

তারপরে দুঃশাসন সূর্যকিরণের মতো উজ্জ্বল, স্বর্ণ, হীরক ও রত্নে ভূষিত ইন্দ্রের বজ্র ও বিদ্যুৎপাতের তুল্য দুঃসহ এবং ভীমের অঙ্গবিদারণ করতে সমর্থ একটি বাণ ভীমের উপর নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণে দেহ বিদীর্ণ হলে, ভীমসেন শিথিলগাত্র হয়ে প্রাণশূন্যের ন্যায় নিপতিত হলেন এবং বাহুযুগল প্রসারিত করে সেই উত্তম রথেই শয়ন করে রইলেন।

কিছুক্ষণ পরে আবার চৈতন্য লাভ করে গর্জন করে উঠলেন। তারপর রাজপুত্র দুঃশাসন তুমুল যুদ্ধ করতে থেকে দুষ্কর কার্যই করলেন। তিনি এক বাণে ভীমের ধেনু ছেদন করলেন। অন্য এক বাণে ভীমের সারথিকেও বিদ্ধ করলেন। বলবান ও মহাত্মা দুঃশাসন সেই কাজ করে নয় বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করলেন। তারপর আবার দ্রুত বহুতর উত্তম বাণ দ্বারা ভীমসেনের দেহ বিদারণ করলেন। তখন ভীমসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে একটি ভীষণ শক্তি দুঃশাসনের দিকে নিক্ষেপ করলেন। প্রজ্বলিত উল্কার মতো সেই মহাভীষণ শক্তিটা বেগে আসতে থাকল, মহাত্মা দুঃশাসন ধনুখানাকে কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করে পূর্ণবেগশালী দশটি বাণ দ্বারা সেই শক্তিটাকে ছেদন করলেন। তখন তাঁর সেই অতিদুষ্কর কাজ দেখে সমস্ত যোদ্ধাই আনন্দিত হয়ে তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন। তারপর দুঃশাসন পুনরায় একটি তীক্ষ্ণবাণে ভীমসেনকে গাঢ়বিদ্ধ করলেন। ভীমসেন পুনরায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং দুঃশাসনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তৎক্ষণাৎ ক্রোধে জ্বলে উঠলেন, "বীর! তুমি আজ আমাকে গুরুতর বিদ্ধ করেছ। অতএব এবার আমার গদা প্রহার সহ্য করো"— এই বলে দুঃশাসনকে বধ করবার জন্য এক ভয়ংকর গদা ধারণ করে বললেন, "দুরাত্মা! আমি আজ এই যুদ্ধমধ্যে তোর রক্ত পান করব।" ভীম এই কথা বললে দুঃশাসন মৃত্যুর ন্যায় ভীষণ একটি শক্তি বেগে ভীমের উপরে নিক্ষেপ করলেন। ক্রোধে উগ্রমূর্তি ভীমসেনও একটা গদা চারদিকে ঘুরিয়ে সজোরে দুঃশাসনের উপর নিক্ষেপ করলেন। সেই গদাটা বেগে গিয়ে দুঃশাসনের শক্তিটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দুঃশাসনের মস্তকে আঘাত করল। মদস্রাবী হস্তীর মতো কম্পিত কলেবর ভীমসেন তুমুল যুদ্ধমধ্যে দুঃশাসনের প্রতি যে গদা নিক্ষেপ করলেন, সেই গদাটি গিয়ে বলপূর্বক দুঃশাসনকে দশ ধনু (চল্লিশ হাত) দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলল। দুঃশাসন সেই বেগবতী গদার আঘাতে আহত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেলেন। তার সমস্ত অশ্ব নিহত হল এবং সেই গদাটা পড়তে থেকে দুঃশাসনের রথখানাকেও চূর্ণ করল।

গদাঘাতে দুঃশাসনের বর্ম, অলংকার, বস্ত্র ও মালা খুলে পড়ল এবং তিনি গুরুতর বেদনায় পীড়িত হয়ে ছটফট করতে লাগলেন। তারপর বলবান, মহাবাহু, অচিন্ত্যকর্মা ভীমসেন— কৌরবদের সমস্ত শত্রুতাপ্রয়োগ স্মরণ করে, বহুতর প্রধান যোদ্ধা সকল দিকে যুদ্ধ করতে থাকলেও, দুঃশাসনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে এবং রজস্বলা, নিরপরাধা ও স্বামীদের সাহায্যশূন্যা, দ্রৌপদী দেবীর কেশাকর্ষণ, বস্ত্রহরণ ও অন্যান্য দুঃখ সকল স্মরণ করে ঘৃতসিক্ত অগ্নির ন্যায় ক্রোধে জ্বলে উঠে কর্ণ, দুর্যোধন, কৃপ, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মাকে ডেকে বললেন, "হে সমস্ত যোদ্ধৃগণ! আজ আমি পাপাত্মা দুঃশাসনকে বধ করছি। আপনারা পারেন তো রক্ষা করুন।" এই কথা বলে মহাবল ও মহাবেগশালী ভীমসেন দুঃশাসনকে বধ করবার ইচ্ছা করে বেগে ধাবিত হলেন।

তথা তু বিক্রম্য রণে বৃকোদরো মহাগজং কেশরীবোগ্রবেগঃ।
নিগৃহ্য দুঃশাসনমেকবীরঃ সুযোধনস্যাধিরথেঃ সমক্ষম্ ॥ কর্ণ : ৬১ : ৫২ ॥

অদ্বিতীয় বীর ভীমসেন তখন রথ থেকে লাফিয়ে পড়ে যত্নপূর্বক দুঃশাসনের উপর চোখ রেখে পাদচারে ভূমি দিয়ে গমন করছিলেন।

"ক্রমে ভীষণবেগশালী সিংহ যেমন মহাহস্তীকে নিগৃহীত করে, সেইরকম ভীমসেন যুদ্ধে বিক্রমপ্রকাশ পূর্বক দুর্যোধন ও কর্ণের সমক্ষেই দুঃশাসনকে নিগৃহীত করলেন।" শুভ্র ও সুধার তরবারি তুলে স্পন্দমান দুঃশাসনের কণ্ঠদেশ ধরে এবং ভূতল পতিত দুঃশাসনের বক্ষ বিদারণ করে তাঁর ঈষদুষ্ণ রক্ত পান করলেন। তখন দুঃশাসন উঠতে চেষ্টা করলে, বুদ্ধিমান ভীমসেন তাঁকে মাটিতে ফেলে সেই তরবারি দিয়ে তাঁর মাথা কেটে ফেলে আপন প্রতিজ্ঞা সত্য করবার জন্য পুনরায় তাঁর ঈষদুষ্ণ রক্ত পান করলেন এবং চারদিকে চেয়ে ওষ্ঠলগ্ন রক্ত লেহন করে ক্রুদ্ধ অবস্থায় দুঃশাসনের উদ্দেশে এই কথা বললেন—

"মাতার স্তন্যদুগ্ধ, মধু, ঘৃত, উত্তমরূপে নির্মিত পুষ্পরসমদ্য, স্বর্গীয় জলের রস, দুগ্ধ ও দধির সঙ্গে মথিত উত্তম পেয়দ্রব্য এবং মধু ও অমৃতের ন্যায় সুস্বাদুরসযুক্ত অন্যান্য যে সকল পানীয় দ্রব্য জগতে আছে, আজ এই শত্রুরক্তের আস্বাদ সে সমস্ত থেকেই সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ বলে আমার মনে হচ্ছে।" তারপর ভীষণকার্যকারী ও রোষপূর্ণচিত্ত ভীমসেন দুঃশাসনকে গতাসু দেখে স্পষ্টস্বরে উচ্চহাস্য করে আবার বললেন, "পাপাত্মা! মৃত্যু তোকে রক্ষা করেছে, আমি আর কী করব।"

ভীমসেন দুঃশাসনের রক্তপান করে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে এই কথা বলতে বলতে পুনরায় তাঁর দিকে ধাবিত হলে, তখন যারা তাঁকে দেখল, তারাও ভয়ে আকুল হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আর যেসব মানুষ সেদিকে আসছিল, তাদের হাত থেকে অস্ত্র পতিত হল, ভয়ে অস্পষ্টস্বরে রক্ষক ডাকতে লাগল এবং চোখ ঈষৎ বন্ধ করে ভীমকে দেখতে থাকল। সকল দিক থেকে যারা তখন ভীমসেনকে দুঃশাসনের রক্ত পান করতে দেখল, তারা সকলে ভীত হয়ে "এটা মানুষ নয়, রাক্ষস" এই কথা বলতে বলতে চতুর্দিকে পালাতে লাগল। ভীমসেন সেই ঘটনা ঘটানোর পর, তাঁকে দুঃশাসনের রক্ত পান করতে দেখে যোদ্ধারা ভয়ার্ত হয়ে ভীমসেনকে 'রাক্ষস' বলতে বলতে কর্ণের ভ্রাতা চিত্রসেনের সঙ্গে বেগে পালাতে লাগল। এই সময়ে রাজপুত্র যুধামন্যু সৈন্যদের সঙ্গে পলায়মান চিত্রসেনের দিকে ধাবিত হলেন এবং নির্ভয়চিত্তে দ্রুত সাতটি বাণ দিয়ে তাঁকে বিদ্ধ করলেন।

তখন চরণাক্রান্তদেহ, বার বার রক্তনির্গমনকারী এবং ক্রোধে বিষ উদ্গার করতে অভিলাষী মহাসর্পের মতো চিত্রসেন ফিরে তিন বাণে যুধামন্যুকে ও ছয় বাণে তাঁর সারথিকে বিদ্ধ করলেন। তারপর বীর যুধামন্যু ধনুখানা কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করে একটি সুন্দর পুঙ্খ শোভন পক্ষীপক্ষযুক্ত ও তীক্ষ্ণবাণ সতর্ক সন্ধান করে চিত্রসেনের দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং তাতে চিত্রসেনের মস্তক ছেদন করলেন। ভ্রাতা চিত্রসেন নিহত হলে, অমিততেজা কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে পুরুষকার দেখাতে থেকে পাণ্ডবসৈন্য পীড়ন করতে থাকলেন; তখন নকুল তাঁর দিকে ছুটে গেলেন।

ওদিকে ভীষণ গর্জনকারী ভীমও সেই সময়েই কোপনস্বভাব দুঃশাসনকে বধ করে পুনরায় তাঁর রক্তে অঞ্জলি পূরণ করে শ্রবণকারী বীরগণের সমক্ষে উচ্চকণ্ঠে বলতে থাকলেন, "পুরুষাধম। আমি তোর কণ্ঠ থেকে এই রক্তপান করছি। এখন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে আবার 'গোরুটা গোরুটা' এই কথা বল দেখি। তখন যারা আমাদের লক্ষ্য করে 'গোরু গোরু' বলে আনন্দে নৃত্য করছিল; এখন আমরাও তাদের লক্ষ্য করে আবার 'গোরু গোরু' বলে প্রতি নৃত্য করব।

"প্রমাণকোটিতে শয়ন, কালকূট ভক্ষণ, কৃষ্ণসর্পদ্বারা দংশন, জতুগৃহ দাহ, দ্যূতক্রীড়ায় রাজ্যহরণ, বনবাস, অতিদারুণ দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, যুদ্ধে বাণ ও অন্যান্য অস্ত্রপ্রয়োগ, গৃহে দুঃখভোগ, বিরাটরাজার গৃহে নানাবিধ কষ্ট এবং শকুনি, দুর্যোধন ও কর্ণের মন্ত্রণা অনুসারে আমাদের অন্যান্য যত দুঃখভোগ হয়েছে, একমাত্র তুই-ই তার কারণ ছিলি। পুত্রের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের দুর্ব্যবহারের কারণে সর্বদাই আমরা এই সকল দুঃখই অনুভব করে এসেছি, কখনও সুখভোগ করতে পারিনি।"

বলবান ভীমসেন জয়লাভ করে এই সকল কথা বলে ঈষৎ হাস্য করে পুনরায় কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বললেন— সেই সময়ে তাঁর সমস্ত অঙ্গ রক্তাক্ত ছিল— মুখ থেকে রক্ত নির্গত হচ্ছিল এবং তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন। "বীর! অর্জুন! কৃষ্ণ! আমি যুদ্ধে দুঃশাসনের বিষয়ে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তা আজ সত্য করলাম। এখন অপর দ্বিতীয় দুর্যোধনরূপ যজ্ঞপশুকে বিনাশ করে রণদেবতাকে দান করব এবং কৌরবগণের সামনেই চরণদ্বারা ওই দুরাত্মার মস্তক দলন করে শান্তি লাভ করব।"

মহাবল, মহাত্মা ও রক্তাক্তদেহ ভীমসেন হৃষ্টচিত্তে এই কথা বলে উচ্চ স্বরে সিংহনাদ করলেন এবং ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে বধ করে গর্জন করেছিলেন, তেমনই গর্জন করলেন।

দুঃশাসন সম্পর্কে ভীমের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হল। একেবারে বাল্যকাল থেকে দুর্যোধন আর কর্ণের আদেশে দুঃশাসন একটির পর একটি অন্যায় পাণ্ডবদের প্রতি করেছিলেন। সবথেকে অন্যায করেছিলেন অন্তঃপুর থেকে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করে দ্যূতসভায় টেনে আনায়। দ্রৌপদী তখন একবস্ত্রা রজস্বলা ছিলেন। অন্তঃপুরে কুন্তী দেবী বারবার দুঃশাসনকে নিষেধ করেছিলেন— দুঃশাসন কর্ণপাত করেননি। তাঁর এই দুষ্কর্মের আদেশ দিয়েছিলেন কর্ণ। এইখানেই কর্ণ-দুঃশাসন ক্ষান্ত হননি। শ্বশুর এবং গুরুজনদের সামনেই কর্ণ দুঃশাসনকে দ্রৌপদীকে নগ্ন করতে আদেশ দিয়েছিলেন। কর্ণের আদেশ দুঃশাসন পালন করতে পারেননি। দ্রৌপদীর সাক্ষাৎ শ্বশুর, যুধিষ্ঠিরের পিতা ধর্ম পুত্রবধূর লাঞ্ছনা, তার শালীনতা রক্ষায় এগিয়ে এলেন। দুঃশাসন দ্রৌপদীকে নগ্ন করতে পারলেন না। কিন্তু এই অপরাধের শাস্তি ঘোষণা ভীমসেন তখনই করেছিলেন। ভীম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, দুঃশাসনকে বধ করে তার কণ্ঠরুধির পান করবেন। ভীমসেন সেই প্রতিজ্ঞা পালন করলেন। দ্রৌপদী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যে-হাতে দুঃশাসন তাঁর কেশাকর্ষণ করেছেন, সেই বাহু ছিন্ন না হলে তিনি আর কেশবন্ধন করবেন না। দ্রৌপদীর প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ হল।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হলে, দুর্যোধনের মৃত্যুর পর গান্ধারী ভীমকে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, বৃকোদর, তুমি দুঃশাসনের রুধির পান করে অতি গর্হিত অনার্যোচিত নিষ্ঠুর কর্ম করেছ। ভীম বললেন, রক্ত পান করা অনুচিত, নিজের রক্ত তো নয়ই। ভ্রাতার রক্ত নিজের রক্তেরই সমান। দুঃশাসনের রক্ত আমার দন্ত ও ওষ্ঠের নীচে নামেনি, শুধু আমার দুই হস্তই রক্তাক্ত হয়েছিল। যখন দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করেছিল, তখন আমি যে প্রতিজ্ঞা

করেছিলাম, তাই আমি ক্ষত্রিয়ধর্মানুসারে পালন করেছি। আপনার পুত্রেরা যখন আমাদের অপকার করত, তখন আপনি নিবারণ করেননি, এখন আমাদের দোষ ধরা আপনার উচিত নয়।

দুঃশাসনের জীবননাট্যের কাহিনি শেষ হল। এর পর দুর্যোধনের এই অনুগত ভ্রাতাকে আর একবার মাত্র আমরা দেখতে পাব। কুন্তী, দ্রৌপদী, গান্ধারীর আবেদনে ব্যাসদেব মৃত যোদ্ধাদের এক রাত্রি পূর্ণ জীবিত করে আনেন। স্ববেশে, স্বমূর্তিতে মৃত যোদ্ধারা আবির্ভূত হলেন। পৃথিবীর প্রিয়জনের সঙ্গে আনন্দে একরাত্রি অতিবাহিত করেছিলেন তাঁরা। দুঃশাসনও এসেছিলেন।

দুঃশাসন মহাভারতের দুষ্ট-চতুষ্টয়ের অন্যতম। মায়া-মমতা তাঁর চরিত্রে পাঠক আশা করেন না। তিনি চূড়ান্ত পাপী, ঘোর পাপাত্মা। অংশাবতরণ পর্বে পাঠক জেনেছেন দুঃশাসন রাক্ষসের অংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এমন দুঃশাসনও কিন্তু অত্যন্ত ভ্রাতৃভক্ত ছিলেন। গন্ধর্ব-চিত্রসেনের হাতে পরাজয়ের পর, যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছায় ভীম-অর্জুন দুর্যোধনকে মুক্ত করেছিলেন। সেই গ্লানিতে দুর্যোধন প্রায়োপবেশন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ও দুঃশাসনকে রাজ্য দিয়ে যান। দুর্যোধনের চরণযুগলে মাথা রেখে প্রচণ্ড ক্রন্দন করতে করতে দুঃশাসন বলেছিলেন, "এ আদেশ আমাকে করবেন না। আমি কিছুতেই আপনার সিংহাসনে বসব না।"

৭৮

বৃষসেন-বধ—অভিমন্যু বধের প্রতিশোধ

কর্ণ, কৃপ, দুর্যোধন, কৃতবর্মা, অশ্বত্থামার সমক্ষেই ভীমসেন দুঃশাসনের বক্ষরক্ত পান করেন। কৌরব সেনাপতি কর্ণ সম্পূর্ণ কর্তব্যমূঢ় হয়ে পড়লেন। পিতার এই অবস্থা দেখে কর্ণের জ্যেষ্ঠপুত্র বৃষসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পাণ্ডবদের দিকে ধাবিত হলেন। সারথি শল্যের মুখে এই সংবাদ শুনে কর্ণের মনের দুর্বলতা কেটে গেল। তিনি অসন্দিগ্ধভাবে যুদ্ধের স্থির অভিপ্রায় করলেন। এই সময়ে গদাধারী পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন দণ্ডধারী যমের মতো কৌরবসেনাদের বধ করছিলেন। বৃষসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আপন রথে থেকে ভীমসেনের দিকে অগ্রসর হলেন।

তখন বীর নকুল একটি ক্ষুরপ্র দ্বারা বৃষসেনের স্ফটিকবিন্দুখচিত ধ্বজটিকে ছেদন করলেন। মহাস্ত্রধারী বৃষসেন দ্রুত অন্য একটি ধনু নিয়ে দুঃশাসন বধের প্রতিশোধ নেবার জন্য অলৌকিক মহাস্ত্রসমূহ দ্বারা পাণ্ডুনন্দন নকুলকে বিদ্ধ করলেন। তখন মহাত্মা নকুল ক্রুদ্ধ হয়ে উল্কাতুল্য বাণসমূহ দ্বারা বৃষসেনকে আঘাত করলেন। সমস্ত অস্ত্রে সুশিক্ষিত বৃষসেনও অলৌকিক অস্ত্রসকলদ্বারা নকুলকে অত্যন্ত তাড়ন করলেন। ঘৃতাহুতিদ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নির মতো ভীষণভাবে জ্বলে উঠে বৃষসেন নকুলের বাণাঘাতে, ক্রোধে, আপন কান্তিতে, অস্ত্রক্ষেপে উগ্রমূর্তি ধারণ করলেন। বৃষসেন উত্তম অস্ত্রসমূহ দ্বারা বনায়ুদেশজাত, শুভ্রবর্ণ, স্বর্ণালংকারে অলংকৃত ও বিচিত্র সুকুমারদেহ নকুলের সমস্ত অশ্ব বিনাশ করলেন।

অশ্বগুলি নিহত হলে, নকুল রথ থেকে নেমে নির্মলস্বর্ণচন্দ্রচিহ্নযুক্ত ঢাল নিয়ে এবং আকাশের মতো নির্মল তরবারি ধারণ করে পক্ষীর মতো লাফিয়ে লাফিয়ে রণস্থলে বিচরণ করতে লাগলেন। নকুল বিচিত্রপথে বিচরণ করতে থেকে আকাশেই হস্তী, অশ্ব, ও প্রধান প্রধান পদাতিকে ছেদন করতে লাগলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে ঘাতক ছেদন করলে পশুগণ যেমন ভূতলে পতিত হয়, সেইরকম নকুল তরবারি বিচ্ছিন্ন পদাতি প্রভৃতি ভূতলে পতিত হতে লাগল। একা নকুলই তখন যুদ্ধক্ষেত্রে দুই সহস্র পদাতিকে ছেদন করলেন। নকুল বেগে আসতে লাগলে, বৃষসেন তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়ে নকুলকে বধ করার ইচ্ছা করে তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা তাকে সকল দিকে বিদ্ধ করলেন। বৃষসেন বাণদ্বারা বীর নকুলকে বিদ্ধ করলেন বলে ভীমসেন বেদনা অনুভব করতে থেকে ক্রুদ্ধ হলেন এবং সেই মহাভয়ের সময়ে ভ্রাতা ভীমসেন রক্ষা করতে লাগলেন বলে মহাত্মা নকুল ভীষণ কার্য করতে পারলেন।

তখন বীর নকুল একাকী প্রধান প্রধান হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিকে বিনাশ করতে থেকে যেন ক্রীড়া করতে লাগলেন, বৃষসেন ক্রুদ্ধ হয়ে আঠারোটি বাণ দ্বারা তাঁকে বিদ্ধ কবলেন। মহাযুদ্ধে বৃষসেন অত্যন্ত বিদ্ধ করলে, বলবান মনুষ্যবীর নকুল ক্রুদ্ধ হয়ে বৃষসেনকে বধ করবার ইচ্ছা করে তাঁর দিকে ধাবিত হলেন। মাংসলোভী বাজপাখি যেমন পাখা ছড়িয়ে বেগে এগিয়ে আসতে থাকে, বৃষসেন তীক্ষ্ণ বাণসমূহদ্বারা তাঁকে প্রহার করতে লাগলেন।

তখন নকুল ঢাল দ্বারা বৃষসেনের বাণগুলিকে ব্যর্থ করতে থেকে বিচিত্র পথে বিচরণ করতে থাকলেন। নকুল তরবারি নিয়ে বিচিত্র পথে বিচরণ করতে থাকলে, বৃষসেন উত্তম বাণ দ্বারা তাঁর সেই সহস্রতারাযুক্ত ঢাল বিনষ্ট করলেন এবং বৃষসেন ছ'টি তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র বাণ দ্বারা দ্রুত নকুলের সেই লৌহময়, শিলাশাণিত, তীক্ষ্ণধার, কোষমুক্ত, দুষ্করকার্যকারী, শত্রুশরীর নাশক ও সর্পের ন্যায় ভীষণ তরবারিখানা কেটে ফেললেন। বৃষসেন পুনরায় তীক্ষ্ণ ও রক্তপায়ী বাণসমূহ দ্বারা গাঢ়ভাবে নকুলের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করলেন। নকুল বৃষসেনের বাণে পীড়িত হয়ে সত্বর গিয়ে ভীমসেনের রথে উঠলেন। নিজের রথের অশ্বগুলি নিহত হলে, নকুল বৃষসেনের বাণে পীড়িত হয়ে অর্জুনের সামনেই— সিংহ যেমন লাফ দিয়ে পর্বতের উপরে ওঠে, সেই রকম লাফ দিয়ে ভীমের রথে উঠেছিলেন। এই সময়ে মহারথ ভীমসেন ও নকুল একরথে মিলিত হলেন; তখন ক্রুদ্ধ, মহাবল বৃষসেন বাণ দ্বারা বিদীর্ণ করেই তাঁদের উপরে বাণজাল বর্ষণ করতে লাগলেন। বৃষসেন বাণদ্বারা দ্রুত নকুলের রথ অকর্মণ্য ও তরবারি ছিন্ন করলে, ভীমসেন অর্জুনকে ডেকে বললেন, "অর্জুন দেখো— বৃষসেন নকুলকে পীড়ন করছে এবং আমার দিকেও ধাবিত হয়েছে। অতএব তুমি ওর দিকে যাও।" তখন অর্জুন ভীমের সেই কথা শুনেই উগ্রমূর্তি হয়ে ভীমের রথের কাছ দিয়ে কৃষ্ণনিয়ন্ত্রিত কপিধ্বজ রথ বৃষসেনের দিকে চালিয়ে দিলেন।

তখন কর্ণের পুত্র বৃষসেন লৌহময় তিন বাণে শতানীককে, তিন বাণে অর্জুনকে, তিন বাণে ভীমকে, সাত বাণে নকুলকে এবং বারো বাণে কৃষ্ণকে আঘাত করলেন। কৌরবেরা অলৌকিক কার্যকারী বৃষসেনের সেই কাজ দেখে তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন। কিন্তু যাঁরা অর্জুনের পরাক্রম জানতেন, তাঁরা মনে করলেন যে, বৃষসেনকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়েছে। বৃষসেন লোকমধ্যে মাদ্রীপুত্র নরপ্রবীর নকুলের অশ্বগুলিকে বধ করেছেন এবং কৃষ্ণকে অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত করেছেন, এই দেখে বিপক্ষবীরহন্তা অর্জুন তখনই কর্ণের সম্মুখস্থিত বৃষসেনের দিকে ধাবিত হলেন। বাণসহস্রধারী প্রসিদ্ধ নরবীর অর্জুন উগ্রমূর্তি হয়ে মহাযুদ্ধে আসতে দেখে, পূর্বকালে নমুচি দানব যেমন ইন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়েছিল, সেইরকম মহারথ বৃষসেনও অর্জুনের দিকে ধাবিত হলেন। তারপর অত্যন্ত প্রভাবশালী বৃষসেন বেগে একরথেই অগ্রবর্তী হয়ে এক বাণে অর্জুনকে বিদ্ধ করে— পূর্বকালে নমুচিদানব যেমন ইন্দ্রকে বিদ্ধ করে সিংহনাদ করেছিল, সেইরকম সিংহনাদ করলেন।

বৃষসেন পুনরায় ভীষণ কয়েকটি বাণ দ্বারা অর্জুনের বামবাহুমূলে বিদ্ধ করলেন এবং ন'টি তীক্ষ্ণ বাণে কৃষ্ণকে, আবার দশটি বাণ দ্বারা অর্জুনকে আঘাত করলেন। বৃষসেন পূর্বে বিদ্ধ করেছিলেন, আর সেই সব মহাবেগশালী বাণ দ্বারা বিদ্ধ করায় অর্জুন ঈষৎ ক্রুদ্ধ হলেন পরে বৃষসেনকে বধ করবার জন্য মনস্থির করলেন। তারপর মহাত্মা অর্জুন রণমধ্যে কোপবশত

ললাটে রেখাত্রয়যুক্ত ভ্রূকুটি করে যুদ্ধে বৃষসেনকে বধ করার জন্য সত্বর কতকগুলি বাণ নিক্ষেপ করলেন।

আরক্তনেত্রোহন্তক শক্রহন্তা উবাচ কর্ণ ভৃশমুৎস্ময়স্তদা।
দুর্যোধনং দ্রৌণিমুখাংশ্চ সর্বানহং রণে বৃষসেনং তমুগ্রম্ ॥
সংপশ্যতঃ কর্ণ! তবাদ্য সংখ্যে নয়ামি লোকংনিশ্চিতৈঃ পৃষ্যৎকৈঃ।
নূনঞ্চ তাবদ্ধি জনা বদন্তি সর্বৈর্ভবদ্ভির্মম সূনুর্হতোহসৌ ॥ কর্ণ : ৬২ : ৬৯-৭০ ॥

ক্রমে যমের ন্যায় শক্রহন্তা অর্জুন আরক্তনয়ন হয়ে ঈষৎ হাস্য করে উচ্চ স্বরে কর্ণ, দুর্যোধন ও অশ্বত্থামাদি সমস্ত বীরকে বললেন, "কর্ণ! আজ আমি তীক্ষ্ণ বাণসমূহদ্বারা তোমাদের সামনেই তোমার পুত্র উগ্রমূর্তি বৃষসেনকে পরলোক পাঠাব। সকল লোকই নিশ্চিতভাবে বলে, 'আমার পুত্র অভিমন্যু একমাত্র রথী ছিল। আমি কাছে ছিলাম না; সেই অবস্থায় তোমরা সকলে মিলে সেই বীরকে বধ করেছ।' কিন্তু আমি তোমাদের সামনেই তোমার পুত্রকে বধ করব। হে রথারোহীগণ, আপনারা যদি পারেন এই কর্ণপুত্রকে রক্ষা করুন; আমি এই উগ্রমূর্তি বৃষসেনকে বধ করব।

"কর্ণ তুমি এই কলহের মূল, দুর্যোধনের নিকৃষ্ট আশ্রয়েই তোমার দর্প বেড়েছে এবং তুমি চিরদিনই অতিশয় কর্তব্যজ্ঞানহীন। অতএব বৃষসেনের বধের পরেই আমি অর্জুন আজ তোমাকেও বধ করব। আমি আজ যুদ্ধে বলপূর্বক তোমাকে বধ করব এবং যাঁর দুর্নীতিবশত এই মহালোকক্ষয় হয়ে আসছে, সেই অধম পুরুষ দুর্যোধনকে খুঁজে ভীমসেন নিশ্চয়ই বধ করবেন।"

মহাত্মা অর্জুন এই বলে ধনু মেজে নিলেন এবং বৃষসেনকে লক্ষ্য করে তাকে বধ করবার জন্য অতি দ্রুত বহুতর বাণ নিক্ষেপ করলেন। অর্জুন দশটি বাণ দ্বারা বলপূর্বক নিঃশঙ্কভাবে বৃষসেনের দশটি মর্মস্থান বিদ্ধ করলেন এবং চারটি ভীষণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁর ধনু, বাহুযুগল ও মস্তক ছেদন করলেন। তখন বহুপুষ্প সমন্বিত ও অতিবিশাল উত্তম শালবৃক্ষ যেমন বায়ুসঞ্চালিত হয়ে পর্বতশৃঙ্গ থেকে পতিত হয়, সেইরকম বৃষসেন অর্জুনের বাণে নিহত ও বাহুযুগল ও মস্তকশূন্য হয়ে রথ থেকে পতিত হলেন। বৃষসেনের পতনে কর্ণের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। তারপর ক্ষিপ্রকারী কর্ণপুত্র বৃষসেনকে অর্জুনের বাণে নিহত ও রথ থেকে পতিত হতে দেখে পুত্রশোকে সন্তপ্ত হয়ে ক্রোধে সত্বর আপন রথে অর্জুনের রথের দিকে গমন করলেন।

রথী-মহারথ-অতিরথ গণনাকালে ভীষ্ম জানিয়েছিলেন কর্ণপুত্র বৃষসেন উত্তম রথী। পতনের পূর্বে বৃষসেন তার প্রমাণ দিয়েছিলেন। তিনি যুদ্ধে নকুলকে পরাজিত করেছিলেন। কর্ণও তাঁর পুত্রটিকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁর বীরত্ব নিয়ে গর্বিতও ছিলেন। কিন্তু অর্জুনের সম্মুখে একাকী বৃষসেনকে ছেড়ে দিলে, তার পরিণাম কী হতে পারে কর্ণ ভেবে দেখেননি।

ভীমসেন সকল মহারথের সামনে দুঃশসানকে বধ করে, তার রুধির পান করলে, অন্য রথী মহারথের সঙ্গে কর্ণও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। পিতার এই বিচলিত অবস্থা দেখেই বৃষসেন কৌরববাহিনীর নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন।

এটিকে দুর্লভ মুহূর্ত হিসাবে বেছে নেবার কারণ হল, ভীষ্মবধের পর কৌরবপক্ষের সকল রথী-মহারথ-অতিরথের থেকে অর্জুন যে কতটা শ্রেষ্ঠ, তাঁর বীরত্বের সঙ্গে বিচারবোধ কতদূর মিশ্রিত ছিল, তার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করা। সাত্যকিকে বাঁচাবার জন্য ভূরিশ্রবার দক্ষিণবাহু ছেদন করা ভিন্ন অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে কোনও নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করেননি।

পুত্র অভিমন্যুর সপ্তরথীবেষ্টিত অবস্থায় মৃত্যু অর্জুন কখনও ভোলেননি। অভিমন্যুর মৃত্যুর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কর্ণ। তাও সপ্তরথীবেষ্টিত অবস্থায় এবং পিছন থেকে। বৃষসেনকে কর্ণের উপস্থিতিতে পেয়ে অর্জুনের অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা, পূর্ণরূপে প্রকাশিত হল। তিনি অভিমন্যুর মৃত্যুকে স্মরণ রেখে কর্ণকে আহ্বান করলেন পুত্রকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে। বৃষসেন নিহত হলেন কর্ণের উপস্থিতিতে, চোখের সামনে। অন্য মহারথ অতিরথেরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন শুধু।

মহাভারত পাঠ করতে গিয়ে, ব্যাসদেবের বিচার পাঠকের চোখের সামনে পড়বেই। ধর্মচ্যুত হলে, অন্যায় করলে ফল পেতে হবে। ফল পেতে হবে পৃথিবীতেই। দেহ স্বর্গে বা নরকে যাবে না, যাবে আত্মা। দেহকে শোধ করে যেতে হবে ঋণ। পিতা কর্ণ অনুভব করতে পারলেন, অভিমন্যুর মৃত্যুতে অর্জুনের কেমন লেগেছিল। কিন্তু সে ছিল সহায়হীন, নিরস্ত্র। কর্ণ তাঁব সমস্ত শক্তি নিয়েও পুত্রকে বাঁচাতে পারলেন না। যুধিষ্ঠির জয়দ্রথ বধে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাঁর মনে হয়েছিল, অর্জুনের দ্রোণ কিংবা কর্ণ বধের প্রতিজ্ঞা করা উচিত ছিল। কারণ, এঁরা দু'জনেই অভিমন্যুর মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ। বৃষসেনকে হত্যা করে অর্জুন প্রকৃতপক্ষে কর্ণকেই বধ করলেন, কারণ পুত্র আত্মস্বরূপ। কর্ণের মানসিক মৃত্যু ঘটল বৃষসেন বধে, এইবার তাঁর দৈহিকভাবে নিহত হবার পালা।

৭৯

কর্ণ-বধ

নিজের সামনেই প্রিয় পুত্র বৃষসেনকে অর্জুন কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হতে দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণ বেগে কৃষ্ণার্জুনের দিকে ধাবিত হলেন। অতিবিশালদেহ, দেবগণেরও দুর্নিবারণীয় ও গর্জনকারী কর্ণকে, তীরোদ্গত সমুদ্রের মতো আসতে দেখে পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ হাস্য করে অর্জুনকে বললেন—

"অয়ং স রথ আয়তি শ্বেতাশ্বঃ শল্যসারথিঃ।
যেন তে সহ যোদ্ধব্যং স্থিরো ভব ধনঞ্জয়! ॥ কর্ণন: ৬৩ : ২ ॥

—"অর্জুন! শ্বেতাশ্ব ও শল্যসারথি এই সেই রথ আসছে, যার সঙ্গে তোমায় যুদ্ধ করতে হবে। অতএব স্থির হও।"

"পাণ্ডবগণ, কর্ণের রথখানি দেখো— নানা সজ্জায় সজ্জিত, শ্বেতবর্ণ অশ্ব ও নানা পতাকাব্যাপ্ত এবং কিঙ্কিণীসমূহের মালা সমন্বিত রয়েছে। আকাশে শ্বেতবর্ণঘোটক চালিত বিমানের ন্যায় এই রথ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। মহাবনমধ্যে ক্রুদ্ধ সিংহকে দেখে অপর পশুগণের ন্যায় এই পাঞ্চাল মহারথেরা কর্ণকে দেখেই আপন অনুচরদের নিয়ে সরে যাচ্ছেন। কুন্তীনন্দন, তুমি সর্বপ্রযত্নে কর্ণকে বধ করো। কারণ, অন্য মানুষ কর্ণের বাণ সহ্য করতে সমর্থ নয়।

"অর্জুন আমি জানি যে, তুমি যুদ্ধে দেবতা, অসুর, গন্ধর্বগণের সঙ্গে সচরাচর ত্রিভুবন জয়ে সমর্থ। অন্য মানুষেরা ভীম, উগ্র, মহাত্মা, ত্রিলোচন, কপর্দী ও ঈশান শিবকে দেখতেই সমর্থ হয় না, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করার কথা তাঁরা চিন্তাও করতে পারে না। তুমি যুদ্ধ করে সমস্ত প্রাণীর মঙ্গলকারী ও চিরস্থায়ী মহাদেব শিবকে আরাধনা করেছ এবং দেবতারাও তোমার অভীষ্ট দান করেছিলেন। মহাবাহু পৃথানন্দন, ইন্দ্র যেমন নমুচি দানবকে বধ করেছিলেন, তুমিও সেইরকম সেই দেবদেব মহাদেবের অনুগ্রহে কর্ণকে বধ করো। পার্থ সর্বদাই তোমার মঙ্গল হোক এবং যুদ্ধে জয়লাভ করো।"

অর্জুন বললেন, "মধুসূদন, সমগ্র জগতের গুরু তুমি যখন আমার উপরে সন্তুষ্ট আছ, তখন নিশ্চয়ই আমার জয় হবে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। মহারথ হৃষীকেশ, তুমি আমার অশ্ব ও রথ সঞ্চালন করো। অর্জুন যুদ্ধে কর্ণকে বধ না করে ফিরবে না। আজ আমার এই বাণে কর্ণকে নিহত ও খণ্ডখণ্ডীকৃত দেখবে, কিংবা কর্ণের বাণে আমাকে নিহত দেখতে

পাবে। যত কাল পৃথিবী থাকবে, ততকাল লোকে যে যুদ্ধের কথা বলবে, আজ ত্রিভুবনমোহনকারী সেই যুদ্ধ উপস্থিত হবে।"

একটা হাতি যেমন আর একটা হাতির দিকে দ্রুত গমন করে, তখন অর্জুন অনায়াসে কার্যকারী কৃষ্ণকে এই কথা বলতে বলতে রথারোহণে দ্রুত কর্ণের দিকে গমন করতে লাগলেন। পরে মহাতেজা অর্জুন শত্রুদমনকারী কৃষ্ণকে পুনরায় বললেন "হৃষীকেশ, সময় কেটে যাচ্ছে। সুতরাং অশ্বগুলিকে আরও দ্রুত চালাও।" মহাত্মা অর্জুন এই কথা বললে, কৃষ্ণ তখন জয়াশীর্বাদে অর্জুনের গৌরব করে মনের মতো বেগবান অশ্বগুলি আরও বেগে চালিয়ে দিলেন। ক্রমে অর্জুনের সেই মহাবেগশালী রথ ক্ষণকালের মধ্যে গিয়ে কর্ণের রথের সম্মুখে উপস্থিত হল।

কর্ণ বৃষসেনকে নিহত দেখে শোকার্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে দুই চোখ থেকে পুত্রশোকাশ্রু বিসর্জন করলেন। তারপর কর্ণ পুত্রশোকের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অর্জুনের রথের দিকে গমন করলেন। লোকেরা দেখল দুটি উজ্জ্বল সূর্যের তুল্য দুটি রথ এসে মিলিত হয়েছে। ত্রিভুবন জয়ে যত্নবান ইন্দ্র ও বলির ন্যায় দুই বীরকে সমাগত দেখে সমস্ত লোক বিস্ময়াপন্ন হল। তখন সমস্ত কৌরবসৈন্য কর্ণের পাশে ও সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য অর্জুনের রথের পাশে উপস্থিত হলেন। উভয়পক্ষের সৈন্যেরা তাঁদের নেতার জয় কামনা করে শাঁখ বাজাতে লাগলেন।

পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণ ও অর্জুনকে সম্মিলিত দেখে সমস্ত লোকেরই জয় বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হল। সেই সময়ে তাঁরা দু'জন উত্তম অস্ত্র ধারণ করেছিলেন, যুদ্ধে পরিশ্রম করছিলেন এবং দু'জনেই বাহুর শব্দে আকাশ নিনাদিত করছিলেন। পুরুষকার ও শক্তির গুণে দু'জনের কার্যই জগদ্বিখ্যাত ছিল এবং দু'জনেই যুদ্ধে শম্বরাসুর ও ইন্দ্রতুল্য বলে গণ্য হচ্ছিলেন। দু'জনেই বলে বিষ্ণুর সমান এবং যুদ্ধে কার্তবীর্যার্জুন, রামচন্দ্র ও শিবের তুল্য ছিলেন। তাঁদের দু'জনের শ্বেতবর্ণ অশ্ব, উত্তম রথ এবং শ্রেষ্ঠ সারথি ছিল। আকাশস্থ সিদ্ধচারণগণ বীরশোভায় শোভিত মহারথ কর্ণ ও অর্জুনকে দেখে বিস্ময়াপন্ন হলেন।

তখন কৌরবপক্ষের যোদ্ধাদের সেই রণদ্যূতে পণ হলেন কর্ণ; আবার পাণ্ডবদের যুদ্ধদ্যূতে পণ হলেন অর্জুন। উভয়পক্ষের যোদ্ধারাই সেই রণদ্যূতে সভ্য ছিলেন এবং তাঁরাই দর্শক হলেন; আর তখনই রণদ্যূতকারী দুই পক্ষের জয় ও পরাজয় নির্দিষ্ট ছিল। রণস্থলে অবস্থিত কৌরবদের ও পাণ্ডবদের জয় বা পরাজয়ের জন্য কর্ণ ও অর্জুন যুদ্ধরূপ দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ করেছিলেন। ক্রমে যুদ্ধনিপুণ কর্ণ ও অর্জুন পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ এবং পরস্পরের বধাভিলাষী হয়ে রণস্থলে দাঁড়ালেন। উগ্রমূর্তি কর্ণ ও অর্জুন পরস্পরের প্রতি ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় এবং অতিধূম্রবর্ণ রাহু ও কেতুগ্রহের তুল্য পরস্পর প্রহরাভিলাষী হলেন।

তখন আকাশ ও ভূতলের প্রাণীরা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে দুই পক্ষ অবলম্বন করলেন। নক্ষত্রগণের সঙ্গে আকাশ থাকল— কর্ণের পক্ষে। মাতা যেমন পুত্রের পক্ষ গ্রহণ করে তেমনই বিশালা পৃথিবী অর্জুনের পক্ষ গ্রহণ করলেন। অসুর, রাক্ষস, গুহ্যক, আকাশচর ভূত ও অমাঙ্গলিক পাখিরা কর্ণের পক্ষ আশ্রয় করল। রত্ন, সমস্ত নিধি, বেদ, ইতিহাস, উপবেদ, উপনিষদ, মন্ত্র, সংগ্রহগ্রন্থ, বাসুকি, চিত্রসেন, তক্ষক, উপতক্ষক, পর্বত, কদ্রু থেকে উৎপন্ন, সন্তান-সন্ততিযুক্ত, বিষধারী, মহাক্রোধী নাগেরা অর্জুনের পক্ষে গেল। ঐরাবত, সৌরভেয়,

বিশালকায় নাগেরা অর্জুনের পক্ষে গমন করল। আর ক্ষুদ্র সর্পেরা কর্ণের পক্ষে গেল। কেন্দুয়া বাঘ, হিংস্র পশু, মাঙ্গলিক সমস্ত পশুপক্ষী অর্জুনের জয়লাভের জন্য তাঁর পক্ষই আশ্রয় করল। বসুগণ, মরুদ্‌গণ, সাধ্যগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু এবং দশদিক অর্জুনের পক্ষে গেলেন; আর দ্বাদশ আদিত্য কর্ণের পক্ষ গ্রহণ করলেন। বৈশ্য, শূদ্র, সূত ও যারা বর্ণসংকর, তারা সকলেই কর্ণের পক্ষে গেল। পিতৃগণ, পার্শ্বচর ও অনুচরগণের সঙ্গে অপর দেবগণ এবং যম, কুবের ও বরুণ অর্জুনের পক্ষে গমন করলেন; আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, যজ্ঞ ও দক্ষিণা অর্জুনের পক্ষ অবলম্বন করলেন। প্রেত, পিশাচ, মাংসভোজী পশু ও পাখি, রাক্ষসগণ, জলজন্তুগণ, কুকুরগণ ও শৃগালগণ কর্ণের পক্ষে গেলেন। দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণ এবং তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্বগণ অর্জুনের পক্ষে গমন করলেন।

মুনির পুত্র গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণের সঙ্গে প্রবীর পুত্রগণ, হিংস্র জন্তুদের সঙ্গে ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রগণ এবং রথ ও পদাতির সঙ্গে হস্তীগণ মেঘ ও বায়ু আবোহণ করে কর্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধ দর্শন করবার জন্য আগমন করল। নানাবিধ বস্ত্র ও মাল্যধারী দেবগণ, দানবগণ, গন্ধর্বগণ, নাগগণ, যক্ষগণ, পক্ষীগণ, বেদজ্ঞ মহর্ষিগণ, শ্রাদ্ধান্নভোজী পিতৃগণ, তপস্বীগণ ও ঔষধিগণ নানাবিধ আলাপ করতে থেকে আকাশে অবস্থান করতে লাগলেন। ক্রমে ব্রহ্মাও— ব্রহ্মর্ষিগণ, প্রজাপতিগণ ও মহাদেবের সঙ্গে মিলিত হয়ে দিব্য বিমানে আরোহণ করে সেই স্থানে আগমন করলেন।

মহাত্মা কর্ণ ও অর্জুন রণস্থলে মিলিত হয়েছেন দেখে স্বয়ং ইন্দ্র বললেন, "অর্জুন কর্ণকে জয় করুন।" তখন সূর্য ইন্দ্রকে কললেন, "কর্ণ অর্জুনকে জয় করুন। আমার পুত্র কর্ণ অর্জুনকে বধ করে যুদ্ধে জয়লাভ করুন।" আবার ইন্দ্র বললেন, "আমার পুত্র অর্জুন আজ কর্ণকে বধ করে জয় লাভ করুন।" এইভাবে সূর্য ও ইন্দ্রের বিবাদ চলতে লাগল। পুরুষশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র ও সূর্য দুই পক্ষে থাকলে, তখন দেবগণ ও অসুরগণের মধ্যেও দুই পক্ষ হল। ক্রমে মহাত্মা কর্ণ ও অর্জুনকে রণস্থলে মিলিত দেখে দেবতা, ঋষি ও চারণগণের সঙ্গে ত্রিভুবনই ভয়ে কাঁপতে থাকল। সমস্ত দেবগণ কাঁপতে লাগলেন এবং সমস্ত প্রাণীগণও কাঁপতে থাকল। যে দিকে অর্জুন, সেই দিকে দেবগণ এবং যে দিকে কর্ণ, সেই দিকে অসুরগণ রইলেন।

রথসমূহরক্ষক কুরুবীর কর্ণ এবং পাণ্ডববীর অর্জুনের পক্ষ দুটি দেখে দেবগণ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে বললেন, "দেব, এই নরশ্রেষ্ঠ দুইজনের সমান জয় হোক। কর্ণ ও অর্জুনের বিবাদে যেন সমগ্র জগৎ নষ্ট না হয়। পিতামহ ইহাদের সমান জয় হোক এই কথা আপনি বলুন।" বুদ্ধিমানের মধ্যে প্রধান ইন্দ্র সেই কথা শুনে ব্রহ্মাকে নমস্কার করে বললেন, "ভগবান তো পূর্বেই বলেছেন যে, কৃষ্ণ ও অর্জুনের জয় সুনিশ্চিত। ভগবন্! আপনি অর্জুনের প্রতি প্রসন্ন হোন, আপনার সেই বাক্য সত্য হোক; আপনাকে নমস্কার।" তারপর ব্রহ্মা ও মহাদেব ইন্দ্রকে বললেন—

বিজয়ো ধ্রুব এবাস্তু বিজয়স্য মহাত্মনঃ।
খাণ্ডবে যেন হুতভুক্ তোষিতঃ সব্যসাচিনা ॥

স্বর্গঞ্চ সমনুপ্রাপ্য সাহায্যং শক্র তে কৃতম্।
কর্ণশ্চ দানবঃ পক্ষঃ অতঃ কার্যঃ পরাজয়ঃ ॥ কর্ণ : ৬৪ : ৭১-৭২ ॥

—"মহাত্মা অর্জুনের জয়লাভ নিশ্চিত হোক। কেন না, যে অর্জুন খাণ্ডববন দগ্ধ করে অগ্নিকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। এবং ইন্দ্র যিনি স্বর্গে গিয়ে তোমার সাহায্য করেছিলেন। আর কর্ণ— দানবগণের পক্ষপাতী। অতএব তার পরাজয়ই করা উচিত।"

"এইরূপ করলে দেবগণের কার্যই নিশ্চিত করা হবে। দেবরাজ, আত্মকার্য সম্পাদন করা সকলের পক্ষেই শ্রেয়। বিশেষত মহাত্মা অর্জুনও সর্বদাই সত্যধর্মে নিরত। সুতরাং তাঁর জয় হবে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। এবং জগতের অধীশ্বর স্বয়ং বিষ্ণু যাঁর সারথ্য করে আসছেন। বিশেষত— অর্জুন প্রশস্তহৃদয়, বলবান, বীর, সমস্ত অস্ত্রে সুশিক্ষিত এবং তপস্বী। অর্জুন মহাতেজা, সমস্ত ধনুর্বেদ ধারণ করেন এবং সর্বগুণসম্পন্ন। সুতরাং তাঁর জয়সম্পাদন করা যখন দেবকার্য, তখন তাই আমাদের কর্তব্য। বিশেষত পাণ্ডবেরা সর্বদাই বনবাসাদি দ্বারা গুরুতর ক্লেশ ভোগ করে আসছেন। তারপর পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুনও তপঃসম্পন্ন এবং নিজেই কার্যসমাপ্ত করতে সমর্থ। সুতরাং তাঁর মাহাত্ম্যে স্বয়ং দৈবও তাঁর পরাজয় ইচ্ছা করতে পারে না। কারণ তাঁর পরাজয় হলে, নিশ্চয়ই জগতের ধ্বংস হবে। কারণ, কৃষ্ণ ও অর্জুন ক্রুদ্ধ হলে, তাঁদের সম্মুখে কখনও কেউ থাকতে পারে না। কেন না, ওই পুরুষশ্রেষ্ঠরাই সর্বদা জগতের সৃষ্টিকর্তা।

"এঁরা প্রাচীন ঋষিশ্রেষ্ঠ নর ও নারায়ণ। সুতরাং এঁদের কেউ শাসন করতে পারে না। অথচ এঁরাই সকলকে শাসনে রাখেন। আবার এঁরা কারও ভয় করেন না, অথচ সকলেই এঁদের ভয় করে। স্বর্গে বা মর্ত্যে এদের সমান কেউ নেই। দেবর্ষি ও চারণগণের সঙ্গে ত্রিভুবন, সমস্ত দেবগণ এবং অন্য যে সমস্ত প্রাণী আছে— তাদের আনুগত্য এঁরা সর্বদাই পান। এমনকী সমগ্র জগৎই এঁদের প্রভাবে বিদ্যমান আছে। এই পুরুষশ্রেষ্ঠ, বীর, সূর্যনন্দন ও উৎসাহী কর্ণ প্রধান স্বর্গ লাভ করুন; কিন্তু কৃষ্ণ ও অর্জুনের জয় হোক। কর্ণ বসুলোক কিংবা বায়ুলোক লাভ করুন, অথবা ভীষ্ম ও দ্রোণের সঙ্গে সাধারণ স্বর্গলোকে অবস্থান করুন।"

ব্রহ্মা ও শিব এইরূপ বললে, ইন্দ্র সমস্ত ভূতকে সম্বোধন করে ব্রহ্মা ও শিবের এই শাসন বাক্য বললেন, "পূর্বকালে ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের যেমন যুদ্ধ হয়েছিল, তৎকালে পরস্পর স্পর্ধাকারী কর্ণ ও অর্জুনের তেমন ভীরুজনের ভয়জনক ভীষণ যুদ্ধ হবার উপক্রম হল।" তাঁদের রথের নির্মল ধ্বজ দুটি প্রলয়কালের আকাশে রাহু ও কেতুর মতো শোভা পেতে লাগল। সর্প ও ইন্দ্রধনুর তুল্য, উত্তম রত্নময়ী ও দৃঢ় হস্তীমধ্যবন্ধন রজ্জু কর্ণের ধ্বজে প্রকাশ পেতে লাগল। আর প্রকটিতবদন, ভয়ংকর, দন্ত দ্বারা ভয়জনক এবং সূর্যের মতো দুর্নিরীক্ষ্য একটি বানরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের ধ্বজে দেখা যেতে লাগল। অর্জুনের ধ্বজস্থিত বানর যুদ্ধাভিলাষী হয়ে স্বস্থান থেকে বেগে কর্ণের ধ্বজের কাছে গমন করল। গরুড় যেমন সর্পকে আঘাত করে, সেইরূপ অর্জুনের ধ্বজস্থিত বানর মহাবেগে লাফিয়ে পড়ে, কর্ণের ধ্বজস্থিত হস্তীরজ্জুকে আঘাত করল। আবার কিঙ্কিণীভূষিত, কালপাশতুল্য ও লৌহময়ী কর্ণধ্বজস্থিত হস্তীরজ্জুও যেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সেই বানরের দিকে ধাবিত হলেন। কর্ণ ও অর্জুনের

দ্যুতরূপ ঘোরতর দ্বৈরথ যুদ্ধ সম্ভাবিত হলে, তাঁদের ধ্বজ দুটিতে যেন যুদ্ধ করতে লাগল এবং একজনের অশ্বগণের প্রতি অপরের অশ্বগণ হ্রেষারব করতে লাগল। কৃষ্ণ নয়নবাণে শল্যকে বিদ্ধ করতে থাকলেন, আবার শল্যও সেইরূপ কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে থাকলেন। তখন কৃষ্ণ নয়নবাণে শল্যকে জয় করলেন এবং কুন্তীনন্দন অর্জুনও কর্ণকে অভিভূত করলেন।

তারপরে কর্ণ শল্যকে সম্বোধন করে মৃদু্যহাস্য করে বললেন, "সখে! আজ কখনও যদি অর্জুন আমাকে বধ করেন, তবে আপনার পরবর্তী কর্তব্য কী হবে? আর যদি আপনি নিহত হন, তবে আমি কৃষ্ণ ও অর্জুন দু'জনের মৃত্যু ঘটাব।" শল্য বললেন, "কর্ণ, আজ যদি অর্জুন যুদ্ধে তোমাকে বধ করেন, তবে আমি একরথেই কৃষ্ণ ও অর্জুন দু'জনকেই বধ করব।" অর্জুনও কৃষ্ণকে একই প্রশ্ন করলেন। তখন কৃষ্ণ হাস্য করে অর্জুনকে এই উত্তম বাক্য বললেন, "অর্জুন, সূর্য যদি স্বস্থান থেকে পতিত হন, পৃথিবী যদি বসুধা বিদীর্ণ হন এবং অগ্নি যদি শীতল হয়ে পড়েন, তবুও কর্ণ তোমাকে বধ কবতে পারবে না। আর জগৎ উল্টে যাবার মতো এই ঘটনা যদি কোনও ভাবে ঘটে, তবে আমি আমার দুই খালি হাতেই কর্ণ ও শল্যকে বধ করব।" কৃষ্ণের কথা শুনে কপিধ্বজ অর্জুন হাসতে হাসতে কৃষ্ণকে বললেন, "জনার্দন, কর্ণ ও শল্যের পক্ষে আমিই যথেষ্ট। সুতরাং কৃষ্ণ তুমি আজ দেখবে— পতাকা, ধ্বজ, শল্য, রথ, অশ্ব, ছত্র, কবচ, শক্তি, বাণ ও ধনুর সঙ্গে কর্ণ আমার বাণে অনেক খণ্ডে ছিন্ন হয়েছে। কৃষ্ণ আজ তুমি দেখবে— হস্তী যেমন বনমধ্যে বৃক্ষ চূর্ণ করে, তেমন আমি রথ, অশ্ব, শক্তি, কবচ ও অস্ত্রের সঙ্গে কর্ণকে চূর্ণ করব। মাধব আজ কর্ণভার্যাগণের বৈধব্য উপস্থিত হয়েছে। সুতরাং নিশ্চয়ই আজ তারা স্বপ্নে অনিষ্ট দর্শন করছে। কৃষ্ণ নিশ্চয়ই আজ তুমি কর্ণভার্যাদের বিধবা দেখবে। যেহেতু এই মূঢ় ও অদূরদর্শী কর্ণ পূর্বে দ্রৌপদীকে সভায় দেখে তখন আমাদের উপহাস ও বার বার নিন্দা করতে থেকে যা করেছিল, তাতে আমার ক্রোধ নিবৃত্তিই পাচ্ছে না। তুমি আজ দেখবে— মত্তহস্তী যেমন পুষ্পিত বৃক্ষকে বিধ্বস্ত করে, আমি সেই রকম কর্ণকে বিধ্বস্ত করব। মধুসূদন, আজ কর্ণ নিপতিত হলে সেই মধুর বাক্যে শুনতে পাবে— 'বৃষ্ণিনন্দন! ভাগ্যবশত জয়লাভ করেছ।' আজ ঋণশূন্য ও আনন্দিত হয়ে অভিমন্যুজননী সুভদ্রাকে এবং তোমার পিসিমা কুন্তী দেবীকে সান্ত্বনা দেবে। মাধব আজ অমৃততুল্য বাক্যদ্বারা সাশ্রুমুখী দ্রৌপদীকে ও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা করবে।"

তারপরে কুরুপক্ষীয় ও পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধারা সকল আনন্দিতচিত্তে শঙ্খধ্বনি সিংহনাদ ও কোলাহলে রণভূমি ও সকল দিক নিনাদিত করে পরস্পরে শত্রুসংহার আরম্ভ করলেন। তখন কর্ণ ও অর্জুন বাণে বাণে অন্ধকার করে ফেললে পাণ্ডব-কৌরবেরা কিছু জানতে পারল না এবং গগনপ্রসারী কিরণ যেমন চন্দ্র ও সূর্যকে আশ্রয় করে, তারাও সেইরকম কর্ণ ও অর্জুনকে আশ্রয় করল। ক্রমে বিশাল ও মণ্ডলাকারে কার্মুক যুগলের মধ্যবর্তী, মহাতেজা ও কিরণের ন্যায় বহুবাণশালী কর্ণ ও অর্জুন প্রলয়কালে চরাচরের সঙ্গে জগৎ দগ্ধ করতে প্রবৃত্ত দুটি সূর্যের ন্যায় যুদ্ধে দুঃসহ হয়ে পড়লেন। কর্ণ ও অর্জুন দুজনেই অজেয়, দুজনেই শত্রুহন্তা, দুজনেই যুদ্ধনিপুণ ও মহাবীর। তাঁরা ক্রমে জম্ভাসুরের মতো পরস্পর বধার্থী হয়ে বাণক্ষেপ করতে লাগলেন।

তারপর সিংহ বধার্থী হয়ে পশুদের দিকে অগ্রসর হলে পশুগণ যেমন দশ দিকে পলায়ন করে, তেমনই নরশ্রেষ্ঠ কর্ণ ও অর্জুন বধ করতে থাকলে, কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষের লোকেরা হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতির সঙ্গে দশ দিকে পলায়ন করতে লাগল। তারপর দুর্যোধন, কৃতবর্মা, শকুনি, কৃপাচার্য ও অশ্বত্থামা এই পাঁচজন মহারথ দেহনাশক বাণসমূহ দ্বারা কৃষ্ণ ও অর্জুনকে তাড়ন করতে থাকলেন। তখন অর্জুন বাণ দ্বারা তাঁদের ধনু, তূণ, অশ্ব, হস্তী ও সারথির সঙ্গে রথগুলিকে একসময়েই ছেদন করলেন, তাদের বিদীর্ণ করলেন এবং বারোটি উত্তম বাণ দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করলেন। তখন একা অর্জুনকে বধ করবার জন্য সমস্ত কৌরবপক্ষ তাঁকে আক্রমণ করলেন। অর্জুন খুরপ্র দ্বারা হস্তস্থিত অস্ত্রের সঙ্গে মস্তক সকল ছেদন করতে থেকে উত্তমাস্ত্রধারী গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথারোহী যুধ্যমান সেই শত্রুগণকে সত্বর নিপাতিত করলেন। তখন আনন্দিত দেবগণের সাধুবাদের সঙ্গে দেবতূর্যধ্বনি আকাশে প্রকাশ পেতে লাগল এবং বায়ুসঞ্চালিত পবিত্রগন্ধযুক্ত ও শুভসূচক উত্তম পুষ্পবৃষ্টি পতিত হল।

তখন অশ্বত্থামা দু'হাত দিয়ে দুর্যোধনের হাত জড়িয়ে ধরে মধুর বাক্যে বললেন, "সখে! দুর্যোধন, এখনও প্রসন্ন হও এবং শান্ত হও, পাণ্ডবদের সঙ্গে বিরোধ করবার দরকার নেই, যুদ্ধকে ধিক। ব্রহ্মার তুল্য প্রভাবশালী ও মহাস্ত্রজ্ঞ দ্রোণ এবং নরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম প্রভৃতি নিহত হয়েছেন। আমি ও আমার মাতুল কৃপ অবধ্য বলে জীবিত আছি। অতএব রাজা তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হয়ে চিরকাল রাজ্যশাসন করো। আমি বারণ করলে অর্জুন যুদ্ধ থেকে নিবৃত্তি পাবেন, কৃষ্ণ তো বিরোধের ইচ্ছাই করেন না। যুধিষ্ঠির সর্বদাই প্রাণীগণের হিতসাধনে নিরত আছেন, তারপর ভীম, নকুল ও সহদেব যুধিষ্ঠিরেরই বশীভূত। দুর্যোধন, তুমি ও পাণ্ডবগণ সন্ধির জন্য শান্তির প্রতিজ্ঞা করলে, তোমার ইচ্ছাতেই প্রজারা মঙ্গল লাভ করুক, হতাবশিষ্ট রাজারা আপন আপন রাজধানীতে চলে যান এবং সৈন্যেরা শত্রুতাশূন্য হোক। তুমি যদি আমার একথা না শোনো, তবে নিশ্চয়ই তুমি যুদ্ধে শত্রুগণ কর্তৃক দারুণ আহত হয়ে অনুতাপ করবে। সমস্ত জগদ্বাসীর সঙ্গে তুমি দেখতে পেয়েছ একা অর্জুন যুদ্ধে কী করলেন। ভগবান ইন্দ্র, যম, বরুণ এবং কুবেরও যা করতে পারেন না। অতএব অর্জুন গুণে এঁদের থেকেও বেশি। তবুও আমি অনুরোধ করলে অর্জুন অগ্রাহ্য করবেন না। পাণ্ডবেরা সর্বদাই তোমার আনুগত্য করবেন। অতএব তুমি জগতের মঙ্গলের জন্য প্রসন্ন হও। আমিও তোমাকে সর্বদা গৌরব দান করি, সেই জন্যই প্রীতিবশত তোমাকে এই অনুরোধ করছি। তুমি শান্তিকামী হলে, আমি কর্ণকেও বারণ করব। পণ্ডিতেরা বলেন মিত্র চার প্রকার— স্বাভাবিক মিত্র, মধুরবাক্য জনিত মিত্র, ধনদানকৃত মিত্র এবং প্রতাপ সম্পাদিত মিত্র। এই চার প্রকার বন্ধুত্বই তোমার ও পাণ্ডবদের মধ্যে আছে। পাণ্ডবেরা তোমার স্বাভাবিক মিত্র। মধুর বাক্য দ্বারা তাঁদের স্থির মিত্রত্ব লাভ করো। তুমি প্রসন্ন হলে, যাতে তাঁরা নিশ্চয়ই মিত্রতা লাভ করেন, তুমি সেই আচরণ করো।"

সখা অশ্বত্থামা এই রকম হিতকর বাক্য বললে, দুর্যোধন বিশেষ চিন্তা ও নিশ্বাস ত্যাগ করে দুঃখিত চিত্তে বললেন, "সখে! তুমি যা বললে, তা সত্য বটে। কিন্তু আমি যা বলছি, তা শোনো— এই দুর্মতি ভীম ব্যাঘ্রের মতো বলপূর্বক দুঃশাসনকে বধ করে যে সকল কথা

বলেছে, তা আমার হৃদয়ে গাঁথা আছে, এবং তা তোমারও অজানা নয়। সুতরাং শান্তি হবে কীভাবে? ভীষণ বায়ু যেমন মহাপর্বত সুমেরুকে পাতিত করতে সমর্থ হয় না, তেমন অর্জুনও যুদ্ধে কর্ণকে পাতিত করতে পারবে না। আবার পাণ্ডবেরাও বহু শত্রুতা স্মরণ করে আমাকে বিশ্বাস করবে না। তারপর গুরুপুত্র, আপনিও কর্ণকে বলতে পারবেন না, 'যুদ্ধ থেকে বিরত হও।' ওদিকে অর্জুনও আজ অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়েছে। সুতরাং কর্ণ আজ অর্জুনকে বধ করবে।"

অশ্বত্থামাকে এই কথা বলে দুর্যোধন সৈন্যদের শত্রুবধ করতে উৎসাহ দিতে থাকলেন। পূর্বকালে ইন্দ্র ও বলির যেমন সংঘর্ষ হয়েছিল, সেইরকম কর্ণ ও অর্জুনের দারুণ সংঘর্ষ হতে থাকল। তাতে বাণের আঘাতে উভয়েরই অঙ্গ, সারথি ও অশ্বগণ বিদীর্ণ হতে লাগল এবং কটু রক্তজলের প্রবাহ ছুটল, আর তা অন্যের দুঃসহ হয়ে উঠল। তাঁরা দু'জনেই ইন্দ্রের তুল্য বলশালী এবং মহারথ বলে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় ইন্দ্রের বজ্রতুল্য বাণ দ্বারা পরস্পর প্রহার করতে লাগলেন। কর্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধের সময় বিচিত্র বর্ম, অলংকার, বস্ত্র ও অস্ত্রধারী উভয়পক্ষের সৈন্যেরাই হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতির সঙ্গে ভয়ে কাঁপতে লাগল এবং বিস্ময়ে মাথা তুলে দেখতে লাগল। আকাশবর্তী প্রাণীরাও ভয়ে কম্পিত হয়ে মাথা তুলতে লাগল। মত্তহস্তী যেমন মত্তহস্তীর প্রতি ধাবিত হয়, সেইরকম কর্ণ যখন অর্জুনকে বধ করবার ইচ্ছা করে তাঁর প্রতি ধাবিত হলেন, তখন যুদ্ধদর্শনার্থী কৌরবেরা আনন্দিত হয়ে সিংহনাদ করতে থেকে বস্ত্রধারণ করে হাত তুলতে লাগল। সেই সময়ে সোমকেরা সম্বোধন করে উচ্চ স্বরে বলল, "অর্জুন, যান, সত্বর হোন, কর্ণকে বিদীর্ণ করুন এবং কর্ণের মস্তক ও দুর্যোধনের রাজ্যলিপ্সা ছেদন করুন, বিলম্ব করবেন না।" কৌরবপক্ষের যোদ্ধারাও কর্ণকে বললেন, "কর্ণ যান যান, সুতীক্ষ্ণ বাণে অর্জুনকে বধ করুন, অবশিষ্ট পাণ্ডবেরা আবার চিরকালের জন্য বনে গমন করুক।"

তখন কর্ণ প্রথম দশটি বাণে অর্জুনকে তাড়ন করলেন। অর্জুনও সুধার দশটি বাণ দ্বারা বলপূর্বক কর্ণের বাহুমূলদ্বয়ের নীচে আঘাত করলেন। ক্রমে অর্জুন ও কর্ণ পরস্পরের ছিদ্র অন্বেষণ করে মুহুর্মুহু নারাচ, নালীক, বরাহকর্ণ, ক্ষুর, অঞ্জলিক ও অর্ধচন্দ্র বাণ সকল নিক্ষেপ করতে লাগলেন। অর্জুন সমস্ত দিকে বাণক্ষেপ করছিলেন। দিনাবসানে পাখিরা যেমন বাস করার জন্য মাথা নিচু করে বৃক্ষে প্রবেশ করে, অর্জুনের বাণগুলি সেরকম কর্ণের রথে প্রবেশ করতে লাগল। কর্ণও অর্জুন নিক্ষিপ্ত সমস্ত বাণ আপন বাণে গ্রাস করতে লাগলেন। তখন অর্জুন কর্ণের উপরে শত্রুনাশক 'আগ্নেয়' অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। সেই আগ্নেয় অস্ত্রের দেহ ভূমি, আকাশ, দিক ও সূর্যের পথ আবৃত করে প্রজ্বলিত হল। প্রথমে যোদ্ধাদের কাপড়ে আগুন লাগল পরে তা দগ্ধ হতে লাগল, তখন তারা সকলে বেগে পালাতে লাগল। বাঁশবনে আগুন লাগলে যেমন অতিদারুণ শব্দ হয়, তেমনই দারুণ শব্দ হতে লাগল। তখন কর্ণ আগ্নেয়াস্ত্র প্রশমিত করার জন্য বারুণাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। বেগবান মেঘ সকল থেকে অতিদারুণ বৃষ্টি হতে লাগল, সেই বৃষ্টি আগুন নিভিয়ে সকল দিককে অন্ধকারাবৃত করল। অর্জুন বায়ব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করে চতুর্দিকের অন্ধকার দূর করলেন। তারপর ইন্দ্রের প্রিয় ঐন্দ্রাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। গরুড়ের ভয়ে সর্পেরা যেমন ভূতলে প্রবেশ করে, সেইরূপ অতিশয়

উজ্জ্বল, অত্যন্ত বেগবান, সুতীক্ষ্ণ ও মহাপ্রভাবশালী সেই বাণ সকল গিয়ে কর্ণের অঙ্গ ভেদ করে, অশ্বে, ধনুতে, রথচক্রে ও ধ্বজে প্রবেশ করল। কর্ণের সমস্ত অঙ্গ বাণে ব্যাপ্ত হয়ে গেল, দেহ রক্তে আর্দ্র হয়ে পড়ল এবং ক্রোধে তাঁর নয়নযুগল ঘুরতে লাগল। পরে মহাত্মা কর্ণ দৃঢ়গুণযুক্ত ও সমুদ্রের মতো শব্দকারী ধনু আকর্ষণ করে ভার্গবাস্ত্র আবিষ্কার করলেন। সেই ভার্গবাস্ত্র অর্জুনের ঐন্দ্রাস্ত্রকে ছেদন করতে লাগল এবং সেই অস্ত্রের প্রয়োগে কর্ণ পাণ্ডবপক্ষের রথ হস্তী ও পদাতিগণকে সংহার করতে লাগলেন, কর্ণের বাণের প্রচণ্ড পীড়নে পাঞ্চালেরা আর্তনাদ করে ভূপতিত হয়ে প্রাণ হারাল। কর্ণ প্রধান প্রধান পাঞ্চালরথীকে বধ করলে আনন্দিত কৌরবেরা কর্ণের জয় হয়েছে মনে করে করতলধ্বনি ও সিংহনাদ করতে লাগল। তারা আরও মনে করল যে, কর্ণ যুদ্ধে কৃষ্ণার্জুনকে বশীভূত করেছেন। অন্যের অসহ্য কর্ণের সেইরূপ পরাক্রম দেখে এবং অর্জুনের ঐন্দ্রাস্ত্র কর্ণ প্রতিহত করেছেন দেখে কোপনস্বভাব বায়ুপুত্র ভীমসেন ক্রোধে আরক্ত নয়ন হয়ে হাতে হাত ঘষে শ্বাসত্যাগ করে সত্যপ্রতিজ্ঞ অর্জুনকে বললেন, "অর্জুন পাপাত্মা ও ধর্মহীন এই সূতপুত্রটা আজ যুদ্ধে বলপূর্বক কী করে তোমার সামনে অনেক প্রধান পাঞ্চাল যোদ্ধাকে বধ করল? তুমি কিরাতরূপধারী সাক্ষাৎ মহাদেবের বাহুসংস্পর্শ পেয়েছিলে এবং কালকেয় অসুরেরাও তোমাকে জয় করতে পারেনি; কিন্তু ইতোপূর্বে কর্ণ দশটি বাণদ্বারা তোমাকে কী করে বিদ্ধ করল? সব্যসাচী, তুমি যে বাণসমূহ নিক্ষেপ করছিলে; তা কর্ণ প্রতিহত করেছে। এ আজ আমার আশ্চর্য বোধ হয়েছে। সে যাই হোক, তুমি দ্রৌপদীর কষ্ট স্মরণ করো এবং পাপবুদ্ধি ও দুরাত্মা এই সূতপুত্রটা সেই দ্যূতসভায় আমাদের যে 'ষণ্ডতিল' বলেছিল, আর দ্রৌপদীর প্রতি যে সকল কর্কশ ও তীব্র বাক্য বলেছিল, তা স্মরণ করে যুদ্ধে পাপাত্মা কর্ণকে বধ করো। কিরীটি, তুমি কেন উপেক্ষা করছ, আজ এটা তো উপেক্ষা করার সময় নয়। তুমি যে ধৈর্য দ্বারা খাণ্ডবদাহের সময় অগ্নিকে খাদ্য দেবার জন্য সমস্ত প্রাণীকে জয় করেছিলে, সেই ধৈর্য দ্বারা কর্ণকে বধ করো; আর তুমি যদি না পারো, তবে আমিই গদাঘাতে ওটাকে মাটিতে পুঁতে ফেলব।" তখন কৃষ্ণও অর্জুনের বাণগুলি প্রতিহত দেখে তাঁকে বললেন, "অর্জুন, আজ কর্ণ অস্ত্র দ্বারাই তোমার অস্ত্র সর্ব প্রকারে যে নষ্ট করেছে, এটা কী হল! বীর! তুমি কি মুগ্ধ হয়েছ, কৌরবেরা আনন্দিত হয়ে এই যে গর্জন করছে, তা কি তুমি শুনতে পাচ্ছো না? কৌরবেরা মনে করেছে, কর্ণ অস্ত্র দ্বারাই তোমাকে প্রতিহত করবে। সুতরাং তুমি যে ধৈর্যের গুণে স্থানে স্থানে রাক্ষসগণের মায়াঘটিত অস্ত্র সকল প্রতিহত করেছ এবং যুদ্ধে ভয়ংকর রাক্ষসগণকে ও দম্ভোদ্ভব নামক অসুরগণকে সংহার করেছ; সেই ধৈর্যের গুণে কর্ণকেও বধ করো। না হয়, ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা নমুচি দানবের মস্তক ছেদন করেছিলেন, তেমন তুমিও আমার প্রদত্ত এই ক্ষুরধার সুদর্শনচক্র দ্বারা বলপূর্বক আজ এই শত্রুর মস্তক ছেদন করো। তুমি যে ধৈর্যের গুণে কিরাতরূপী ভগবান মহাত্মা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করেছিলে, পুনরায় সেই ধৈর্য অবলম্বন করে অনুচরণবর্গের সঙ্গে কর্ণকে বধ করো। তারপর তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরকে সাগরবেষ্টিতা, নগর গ্রামযুক্ত, ধনসমৃদ্ধা ও শত্রুশূন্যা পৃথিবী দান করে অতুলনীয় ঐশ্বর্যের অধিকারী হও।"

ভীমসেন ও কৃষ্ণ এই আদেশ করলে অর্জুন নিজের ক্ষমতা পর্যালোচনা করে এক

ভয়ংকর মহাস্ত্র আবিষ্কার করে কৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে সেই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন কিন্তু কর্ণ মেঘের জলধারাবর্ষণের ন্যায় বাণসমূহ বর্ষণ করে অর্জুনের সেই ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণ করে রণক্ষেত্রে শোভা পেতে লাগলেন। কর্ণ সেই ব্রহ্মাস্ত্র প্রতিহত করেছেন দেখে অসহিষ্ণু ও বলবান ভীমসেন ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে সত্যপ্রতিজ্ঞ অর্জুনকে বললেন, "অর্জুন তুমি মনের সংকল্পে আবিষ্কার্য, ভীষণ ও উত্তম ব্রহ্মাস্ত্র জানো লোকে এই বলে। অতএব সব্যসাচী, তুমি আর একটা ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করো।" ভীমসেনের কথা শুনে অর্জুন পুনরায় ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। মহাতেজা অর্জুন সর্পের ন্যায় ভীষণ ও সূর্যকিরণতুল্য উজ্জ্বল গাণ্ডিবনিক্ষিপ্ত সেই ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দিক-বিদিক আবৃত করে ফেললেন। এক অস্ত্র কর্ণের রথখানাকে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত করে তার থেকে অতিদারুণ শূল, পরশু, চক্র ও শত শত নারাচ নির্গত হয়ে কৌরবসৈন্যদের মস্তক ছেদন করতে লাগল। কারও দক্ষিণ বাহু, কারও বাম বাহু, কারওর মস্তক, ভূতলে পতিত হয়ে পর্বত হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু তাতেও কর্ণকে থামানো গেল না। কর্ণ নিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র বাণও মেঘমুক্ত জলধারার ন্যায় শব্দ করতে করতে গিয়ে পাণ্ডবপক্ষে পড়তে লাগল। অলৌকিক কার্যকারী ও ভীষণ বলশালী কর্ণ তিন তিনটি বাণ দ্বারা ভীমসেন, কৃষ্ণ ও অর্জুনকে আহত করলেন। তখন অর্জুন কর্ণের বাণে আহত হয়ে এবং ভীমসেন ও কৃষ্ণকে আহত দেখে অসহ্য ক্রোধে পুনরায় আঠারোটি বাণ নিক্ষেপ করলেন। এক বাণে সুষেণ, চার বাণে শল্যকে, তিন বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করে, অন্য দশটি বাণে স্বর্ণবর্মধারী 'সভাপতি' নামের রাজপুত্রকে বধ করলেন। সভাপতি রথ থেকে পতিত হলে অর্জুন পুনরায় তিন, আট, দুই, চার ও দশটি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করে সহস্র অশ্ব, আট সহস্র পদাতিক বধ করলেন এবং দ্রুতগামী বাণসমূহ দ্বারা সারথি, রথ, অশ্ব ও ধ্বজের সঙ্গে কর্ণকে অদৃশ্য করে ফেললেন। কৌরবসৈন্যরা সকল দিক থেকে কর্ণকে বললেন, "কর্ণ, অর্জুন বাণ দ্বারা এরপর সমস্ত কৌরবসৈন্য সংহার করে ফেলবেন। অতএব আপনি সত্বর বাণক্ষেপ করে অর্জুনকে বধ করুন।" অস্ত্রজ্ঞ কর্ণ এই কথা শুনে বারবার বহুতর বাণক্ষেপ করে পাণ্ডব ও পাঞ্চালসৈন্য বধ করতে লাগলেন।

তখন যুধিষ্ঠির স্বর্ণময় বর্ম ধারণ করে কর্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধ দেখবার জন্য দ্রুত সেই স্থানে উপস্থিত হলেন। শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ মন্ত্র ও ঔষধদ্বারা শল্য তুলে ফেলে সমস্ত বেদনার উপশম করে দিয়েছিলেন। রাহুর মুখ থেকে নির্গত নির্মল পূর্ণচন্দ্রের মতো রণস্থলে সমাগত যুধিষ্ঠিরকে দেখে সমস্ত লোক আনন্দিত হল। তৎকালে কর্ণ ও অর্জুন পরস্পরকে উত্তম উত্তম বাণ দ্বারা প্রহার করতে থাকলে তুমুল সংঘর্ষ হতে থাকল। অত্যন্ত আকর্ষণ করতে থাকায় গাণ্ডিবের গুণ শব্দ সহকারে ছিন্ন হল। সেই অবসরে কর্ণ বহুতর ক্ষুদ্রক বাণে অর্জুনকে ব্যাপ্ত করে ফেললেন এবং তীক্ষ্ণ ষাটটি নারাচ দ্বারা কৃষ্ণকে বিদীর্ণ করলেন এবং সেই অবসরে সহস্র সহস্র সোমকদের বধ করতে লাগলেন। এই সময়ে কৌরবেরা করতালি দিতে লাগল এবং জয় হয়েছে মনে করে তীব্র সিংহনাদ করতে লাগল। কর্ণের বাণে ক্ষত-বিক্ষত দেহ অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ধনুর গুণ যোজনা করে সত্বর কর্ণের সমস্ত বাণ প্রতিহত করে কৌরবদের গ্রহণ করলেন। অর্জুন এক মুহূর্তে কর্ণ, শল্য ও সমস্ত কৌরবগণকে বিদ্ধ করলেন। অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করে অর্জুন আকাশ

ঢেকে ফেললেন। তারপর অর্জুন হাসতে হাসতে দশটি বাণে শল্যের মর্মস্থান বিদ্ধ করলেন এবং তীক্ষ্ণ বারোটি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করে পুনরায় সাত বাণে তাঁকে আঘাত করলেন।

অর্জুন কর্তৃক গাণ্ডিব দ্বারা বেগে নিক্ষিপ্ত মহাবেগশালী সেই বাণসমূহে আহত হয়ে কর্ণ বিদীর্ণগাত্র ও রক্তসিক্তদেহে প্রকাশিত হলেন। তখন কর্ণ তিন বাণে অর্জুনকে এবং পাঁচ বাণে কৃষ্ণকে বর্মভেদ করে শরীরে আঘাত করলেন। কর্ণ নিক্ষিপ্ত সেই পাঁচ বাণে তক্ষকপুত্র অশ্বসেনের পক্ষবর্তী মহাসর্প লুক্কায়িত ছিল। অর্জুন প্রত্যেক সর্পকে তিন খণ্ডে ছেদন করলেন। কৃষ্ণকে আহত দেখে অর্জুন অত্যন্ত কুপিত হয়ে কর্ণের সমস্ত মর্মস্থান বিদ্ধ করলেন। দুর্যোধনের সামনেই অর্জুন কর্ণের চক্ররক্ষক, পদরক্ষক, অগ্রগামী ও পৃষ্ঠরক্ষক দুই হাজার শ্রেষ্ঠ কৌরবরথীকে ক্ষণকালমধ্যে বিনাশ করলেন। তখন কৌরবেরা কর্ণকে পরিত্যাগ করে সকল দিকে পালাতে লাগলেন। দুর্যোধন বারবার আহ্বান করলেও সেই কৌরবেরা আর ফিরল না। তখন অর্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে মহাযুদ্ধে কর্ণকে বধ করার অভিলাষে তীক্ষ্ণ অস্ত্রসকল নিক্ষেপ করতে থাকলে কর্ণ আকাশেই সেগুলি ছেদন করলেন। সেই প্রচণ্ড যুদ্ধে কখনও কর্ণকে প্রধান, আবার কখনও অর্জুনকে প্রধান বলে বোধ হতে লাগল। আকাশস্থিত প্রাণীরা কর্ণ ও অর্জুনের প্রশংসা করতে থেকে দলে দলে বলতে লাগল, "কর্ণ! সাধু, অর্জুন! সাধু।"

তক্ষক-পুত্র অশ্বসেন, খাণ্ডবদাহের সময়ে মাতৃগর্ভে ছিল। অর্জুনের বাণে মাতা দ্বিখণ্ডিত হলে অশ্বসেন পাতালে গিয়ে শয়ন করেছিল। সেই নাগবীর মাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য বাণরূপ ধারণ করে কর্ণের তূণের ভিতর গিয়ে প্রবেশ করল। কর্ণ ও অর্জুন বাণসমূহ বর্ষণ করে আকাশকে ফাঁকশূন্য করে ফেললেন। দু'জনেই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়েছিলেন। তাই দেখে স্বর্গের অপ্সরারা আকাশে থেকে চামর আন্দোলন করে বায়ুসঞ্চালন ও চন্দনজলসেক করতে লাগল এবং ইন্দ্র ও সূর্য করপদ্মদ্বারা আপন পুত্রের মুখমার্জন করে দিলেন।

কর্ণ যখন কিছুতেই অর্জুনকে কাতর করতে পারলেন না, বরং তাঁর বাণেই অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়ে পড়লেন, তখন শরবিক্ষত দেহ বীর কর্ণ সেই বাণরূপ অশ্বসেনকে গ্রহণ করলেন। কর্ণ ধনুখানাকে আকর্ণ আকর্ষণ করে শত্রুনাশক, অতিপ্রশস্ত, সর্পমুখ, উজ্জ্বল, ভীষণ, পরিমার্জিত, অর্জুনকে বধ করার জন্য চিরকাল বিশেষভাবে রক্ষিত, সর্বদা আদৃত, চন্দনচূর্ণে স্থাপিত, স্বর্ণময় তূণমধ্যে স্থিত, মহাতেজা ও তীক্ষ্ণক্রোধ বাণটিকে অর্জুনাভিমুখে সন্ধান করলেন। সে সময়ে কর্ণ যুদ্ধে অর্জুনের মস্তক হরণ করার ইচ্ছা করেই সেই উজ্জ্বল ও ঐরাবতনাগবংশজাত সর্পরূপ বাণ সন্ধান করেছিলেন। তারপর দিকসকল ও আকাশ জ্বলে উঠল এবং ভয়ংকর উল্কাসকল ও বিদ্যুৎ পতিত হতে লাগল। কর্ণ সেই নাগময় বাণ ধনুতে যোগ করলে, ইন্দ্রের সঙ্গে দিকপালেরা হাহাকার করতে লাগলেন। কিন্তু নাগ অশ্বসেন যে যোগবলে সেই বাণে প্রবেশ করেছিল, কর্ণ তা বুঝতে পারেননি।

তারপর মহাত্মা শল্য বাণসন্ধানী কর্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, "কর্ণ এই সূক্ষ্মমুখ বাণ অর্জুনের সম্পূর্ণ গ্রীবা পাবে না। সুতরাং তুমি ভাল করে দেখে তাঁর সম্পূর্ণ

মস্তকবিদারণ-উপযুক্ত বাণ সন্ধান করো।" বলবান কর্ণ ক্রোধে আরক্তনয়ন হয়ে শল্যকে বললেন, "মদ্ররাজ, কর্ণ দু'বার বাণ সন্ধান করেন না এবং আমার ন্যায় বীরেরা কূটযোধী হন না।" জয়লাভের জন্য উদ্যত কর্ণ এই কথা বলে ত্বরান্বিত হয়ে বিশেষ যত্ন করে বহু বৎসর যাবৎ সর্বতোভাবে আদৃত সেই বাণটিকে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, "অর্জুন তুমি নিহত হলে।"

কর্ণবাহুনিক্ষিপ্ত, অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল, মহাশব্দকারী ও ভীষণমূর্তি সেই বাণটি ধনুর গুণ থেকে নির্গত হয়ে আকাশের যেন সিঁথি রচনা করে জ্বলতে জ্বলতে অগ্রসর হল। সেই উজ্জ্বল বাণটিকে আসতে দেখে কংসরিপু কৃষ্ণ ত্বরান্বিত হয়ে চরণদ্বারা লীলার সঙ্গে নিষ্পেষণ করে সেই উত্তম রথখানাকে অর্ধ-হস্ত ভূতলে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। তখন স্বর্ণালংকারে আবৃত এবং চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুভ্রবর্ণ সেই অশ্বগণ জানু দ্বারা ভূতল স্পর্শ করল। কর্ণ নাগবাণ সন্ধান করেছেন দেখে বলিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ বলপূর্বক চরণযুগল দ্বারা অর্জুনের রথের উপব ভর দিলেন, তখন রথখানা ভূমিতে কিছু মগ্ন হলে, কৃষ্ণের গৌরব সূচনা করে আকাশে আনন্দকোলাহল হতে লাগল এবং স্বর্গীয় সাধুবাদ, পুষ্পবৃষ্টি ও সিংহনাদ হতে থাকল। তখন সেই নাগবাণ পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ ও পাতালে প্রসিদ্ধ অর্জুনের মস্তকভূষণ কিরীটটিকে অর্জুনের মস্তক থেকে ভূতলে পতিত করল। এই কিরীটটি বিশেষ তপস্যা করে ব্রহ্মা ইন্দ্রের জন্য রচনা করেছিলেন। প্রীত পিতৃদেব ইন্দ্র এটি অর্জুনকে দান করেছিলেন।

কিরীট না থাকায় শ্যামবর্ণ ও যুবক অর্জুন শোভা পেতে লাগলেন না। তখন তিনি শুভ্রবস্ত্র দ্বারা কেশগুলি উপরে বন্ধন করে অব্যথিত অবস্থায় রইলেন। অর্জুন মাতার কণ্ঠ ছেদন করে যার সঙ্গে শত্রুতা করেছিলেন, অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় তেজস্বী ও বিশেষ প্রশংসিত বাণরূপধারী সেই মহানাগ অশ্বসেন অর্জুনের কিরীটটিকে আহত করে পুনরায় কর্ণের কাছে ফিরে আসল। অশ্বসেন পুনরায় তূণের মধ্যে যেতে ইচ্ছা করলে কর্ণ তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন এবং অশ্বসেন বললেন, "অর্জুন আমার মাতাকে বধ করে শত্রুতা ঘটিয়েছে এবং আমার কাছে অপরাধ করেছে। আপনি না দেখে আমাকে নিক্ষেপ করেছিলেন, অতএব আপনি সত্বর লক্ষ্য করে আমাকে নিক্ষেপ করুন, আমি আপনার ও আমার শত্রুকে বধ করব। যদি স্বয়ং ইন্দ্রও অর্জুনের রক্ষক হন, তবুও সে যমালয়ে যাবে। আপনি আমাকে অবজ্ঞা করবেন না। আমার বাক্য রক্ষা করুন, আজই আপনার শত্রুকে বধ করব, আমাকে সত্বর নিক্ষেপ করুন।" কর্ণ বললেন, "কর্ণ যুদ্ধ করার জন্য কিংবা অন্য কোনও বিষয় সম্পাদন করার জন্য অন্যের শক্তি অবলম্বন করে জয় লাভ করার ইচ্ছা করেন না। অতএব নাগ, আমি যদি শত অর্জুনকেও বধ করতে পারি, তবুও এই বাণ দু'বার সন্ধান করব না। ক্রূরাস্ত্রনিক্ষেপ, গুরুতর যত্ন ও ক্রোধের গুণেই আমি অর্জুনকে বধ করতে পারব; সুতরাং তুমি প্রসন্ন বদনে যেতে পারো।"

কর্ণ একথা বললে, অর্জুন বধার্থী উগ্রমূর্তি নাগরাজ অশ্বসেন ক্রোধে কর্ণের বাক্য সহ্য করতে না পেরে বাণরূপ ধারণ করে অর্জুনকে বধ করার জন্য নিজেই আকাশপথে গমন করতে লাগল। তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, "অর্জুন তুমি এর সঙ্গে শত্রুতা করেছিলে, সুতরাং এই মহানাগকে বধ করো।" তখন শত্রুনাশক অর্জুন বললেন, "এখন গরুড়ের মুখের

মতো আমার নিকট এই যে নিজেই আসছে, এ নাগটা কে?" কৃষ্ণ বললেন, "অর্জুন খাণ্ডবদাহের সময়ে তুমি যখন ধনু ধারণ করে অগ্নিকে সন্তুষ্ট করছিলে, তখন যে নাগ জননীর উদরের ভিতরে প্রবেশ করে আকাশপথে যাচ্ছিল, সেই সময়ে তুমি এক ব্যক্তি মনে করে এর মাতাকে বধ করেছিলে। এই নাগ সেই শত্রুতা স্মরণ করে বধ করার জন্য তোমার দিকে আসছে। দেখো আকাশচ্যুত প্রজ্বলিত উল্কার মতো এ আসছে।"

এরপর অশ্বসেন আকাশে তির্যকভাবে আসতে থাকলে, অর্জুন ক্রোধভরে ছ'টি তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা তাঁকে ছেদন করলেন। ছিন্নগাত্র অশ্বসেন ভূতলে পতিত হল। তখন কৃষ্ণ রথ থেকে নেমে নিজেই বাহুযুগলদ্বারা পুনরায় সত্বর ভূতল থেকে সেই অর্জুনের রথখানা উত্তোলন করলেন। এই অবসরে কর্ণ অর্জুনকে দশটি বাণে আঘাত করলেন। অর্জুন অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে বারোটি তীক্ষ্ণ বাণে, কর্ণকে আঘাত করে একটি নারাচ নিক্ষেপ করলেন। সেই নারাচটি কর্ণের দেহ ভেদ করে তাঁর রক্তপান করে রক্তলিপ্ত হয়ে ভূতলে পতিত হল। তখন কর্ণ কৃষ্ণকে বারোটি ও অর্জুনকে একানব্বইটি বাণে বিদীর্ণ করে সিংহনাদ করলেন। কিন্তু অর্জুন কর্ণের হর্ষ সহ্য করলেন না। পূর্বকালে ইন্দ্র যেমন বলাসুরকে বিদীর্ণ করেছিলেন, তেমনই ইন্দ্রপুত্র অর্জুন শতাধিক বাণে কর্ণকে যেন ছিন্নভিন্ন করতে লাগলেন। কর্ণের শ্রেষ্ঠ মণি, উত্তম হীরক ও স্বর্ণদ্বারা অলংকৃত কর্ণের কিরীট ও উত্তম কুণ্ডল দুটি অর্জুন কেটে ফেললেন। তারপর অর্জুন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর বিশেষ যত্নে রচিত কর্ণের বর্মটিকে বহুখণ্ডে ছেদন করলেন। এরপর অর্জুন বর্মবিহীন কর্ণকে আরও চারটি বাণ দ্বারা বিদীর্ণ করলেন। বায়ু-পিত্ত-কফ-জ্বরে পীড়িত লোকের মতো কর্ণও গুরুতর বেদনা অনুভব করতে লাগলেন। ক্রমে অর্জুন ত্বরান্বিত হয়ে নৈপুণ্য, যত্ন ও শক্তি সহকারে নিক্ষিপ্ত, মণ্ডলীকৃত বিশাল ধনু থেকে নির্গত উত্তম, তীক্ষ্ণ বহু বাণদ্বারা কর্ণকে ক্ষত-বিক্ষত ও মর্মদেশ বিদীর্ণ করলেন। গৈরিক ধাতুরঞ্জিত পর্বত যেমন রক্তবর্ণ জলপ্রবাহ নিঃসারণ করে, অর্জুনের তীক্ষ্ণ বাণে, কর্ণের গাত্র থেকে তেমনই রক্তনিঃসারণ হতে থাকল। কর্ণ অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়লেন, তাঁর মুষ্টি শিথিল হয়ে পড়ল। তিনি ধনু ও তূণ ত্যাগ করে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করতে লাগলেন, মুগ্ধ হলেন, তবুও দাঁড়িয়ে রইলেন, আবার টলে পড়তে লাগলেন। কিন্তু সাধুস্বভাব ও সৎপুরুষ-নিয়মে অবস্থিত অর্জুন সেই বিপদের সময়ে কর্ণকে বধ করতে চাইছিলেন না। তখন কৃষ্ণ ব্যস্ত হয়ে অর্জুনকে বললেন, "অর্জুন তুমি কর্তব্য বিষয়ে উদাসীন হয়ে পড়েছ কেন? বুদ্ধিমান লোকেরা অতিদুর্বল শত্রুগণের অবসর প্রতীক্ষা করেন না; বিশেষত, বিচক্ষণ লোক বিপদের সময়েই শত্রুগণকে বধ করে ধর্ম ও যশ লাভ করেন। অতএব সর্বদা তোমার শত্রু এবং অদ্বিতীয় বীর কর্ণকে এখনই বধ করার জন্য ত্বরান্বিত হও। না হলে সুস্থ ও সমর্থ হয়ে কর্ণ আবার আসবে। সুতরাং ইন্দ্র যেমন নমুচি দানবকে বধ করেছিলেন, তুমিও তেমনই কর্ণকে বধ করবে।" তখন অর্জুন সর্বপ্রযত্নে স্বর্ণপুঙ্খ বৎসদন্তবাণ দ্বারা অশ্ব ও রথের সঙ্গে কর্ণকে ব্যাপ্ত করলেন এবং দিক সকল আবৃত করে ফেললেন। বৎসদন্তবাণে ব্যাপ্ত কর্ণ অশোক, পলাশ, শাল্মলি বৃক্ষসমন্বিত এবং চন্দনবনযুক্ত পর্বতের ন্যায় প্রকাশ পেতে থাকলেন। রক্তবর্ণ কিরণশালী অস্তগমনোন্মুখ রক্তবর্ণ সূর্য যেমন প্রকাশ পায়, অর্জুনের বাণজালরশ্মিযুক্ত কর্ণ বহুতর বাণক্ষেপ করতে থেকে সেইরকম প্রকাশ পেতে থাকলেন।

তারপর কর্ণ ধৈর্য লাভ করে ক্রুদ্ধ সর্পতুল্য বাণ সকল নিক্ষেপ করতে থেকে দশ বাণে অর্জুনকে এবং ছয় বাণে কৃষ্ণকে বিদ্ধ করলেন। তখন অর্জুন ইন্দ্রের বজ্রের তুল্য শব্দকারী, সর্পবিষ ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী এবং পাশুপত মহাস্ত্রের তুল্য ভীষণ একটা লৌহময় বাণ নিক্ষেপ করবার ইচ্ছা করলেন। তারপরে অদৃশ্যকাল, সেই ব্রাহ্মণের শাপ দেখাতে এবং কর্ণরথের বিপদ সূচনা করতে থেকে কর্ণের সেই বধকালে গোপনে যেন বলল, "ভূমি তোমার রথচক্র গ্রাস করছে।" কর্ণের সেই বধকাল উপস্থিত হলে, পরশুরাম কর্ণকে যে ব্রাহ্ম মহাস্ত্র দিয়েছিলেন, তা তাঁর মনে পড়ল না এবং ভূমি রথের বামচক্র গ্রাস করল। ব্রাহ্মণের শাপের প্রভাবে কর্ণের রথের পশ্চাদ্ভাগ ঘুরতে লাগল। ব্রাহ্মণের অভিশাপবশত রথখানা ঘুরতে লাগলে, পরশুরাম থেকে প্রাপ্ত অস্ত্র বিস্মৃত হলে এবং অর্জুন সেই সর্পমুখ ভয়ংকর বাণ ছেদন করলে, কর্ণ বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। তিনি সেই সমস্ত বিপদ সহ্য করতে না পেরে হস্তদ্বয় সঞ্চালন করতে থেকে ধর্মের নিন্দা করতে থাকলেন, "ধর্মজ্ঞেরা সর্বদাই বলেছেন যে, ধর্ম সমস্ত অবস্থায় ধার্মিকগণকে রক্ষা করেন। অথচ আমরা যেমন শুনেছি, তেমনভাবে শক্তি অনুসারে সর্বদা ধর্মাচরণ করে থাকি। কিন্তু সে ধর্ম তো ভক্তগণকে রক্ষা করেই না, বরং বিনাশ করে। অতএব আমি মনে করি—ধর্ম সর্বদা রক্ষা করে না।"

সারথি ও অশ্বগণ স্থানচ্যুত হলে এবং অর্জুনের বাণপতনে নিজেও বিচলিত হয়ে পড়লে এবং মর্মে মর্মে আহত হতে থাকায় কর্ণ কার্যে শিথিল হয়ে বারবার ধর্মের নিন্দা করলেন। তারপর কর্ণ অতিভীষণ তিনটি বাণ দ্বারা কৃষ্ণের হস্ত এবং সাতটি বাণ দ্বারা অর্জুনকে বিদ্ধ করলেন। তখন অর্জুন মহাবেগশালী, ইন্দ্রের বজ্রের ও অগ্নির তুল্য সতেরোটি ভীষণ বাণ নিক্ষেপ করলেন। ক্রমে দারুণবেগযুক্ত সেই বাণগুলি গিয়ে কর্ণের দেহ ভেদ করে ভূতলে পতিত হল। পরে কর্ণ কম্পিত কলেবর হয়েও শক্তি অনুসারে প্রতিপ্রহারের উদ্যম দেখাতে লাগলেন। আপনাকে স্থির করে কর্ণ ব্রহ্মাস্ত্র ক্ষেপ করলেন। কর্ণের ব্রহ্মাস্ত্র অর্জুন-নিক্ষিপ্ত ঐন্দ্রাস্ত্র দ্বারা প্রতিহত হয়ে রথের উপর পড়তে থাকলে মহারথ কর্ণ সেগুলি সব ব্যর্থ করে দিতে লাগলেন। তখন কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুন ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। কর্ণ তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা অর্জুনের ধনুর গুণ ছেদন করলেন। তিনি পরপর অর্জুনের এগারোটি ধনুর গুণ ছেদন করলেন। কিন্তু অর্জুনের যে শতসংখ্যক ধনুর গুণ আছে, তা কর্ণ বোঝেননি। তবুও কর্ণ অর্জুনের অস্ত্র প্রতিহত করে অর্জুনকে আঘাত করতে থাকলেন। অর্জুনকে পরিপীড়িত দেখে কৃষ্ণ তাঁকে বারবার উৎসাহ দিতে থাকলেন। তখন অর্জুন লৌহময় এক ভীষণ বাণ অভিমন্ত্রিত করে নিক্ষেপের উপক্রম করলেন। তখন ভূমি কর্ণের রথের বাম চক্রটাকে পূর্বাপেক্ষা অধিক গ্রাস করল। ভূমি রথচক্র গ্রাস করলে, রাধানন্দন কর্ণ ক্রোধে অশ্রুপাত করে অর্জুনকে বললেন, "পাণ্ডুনন্দন, একটু কাল অপেক্ষা করো। পৃথানন্দন দৈববশত আমার এই বাম চক্রটা ভূতলে প্রবিষ্ট হয়েছে দেখে কাপুরুষের অভিসন্ধি পরিত্যাগ করো। স্খলিতকেশ, পরাঙ্মুখ, ব্রাহ্মণ, কৃতাঞ্জলি, শরণাগত, যুদ্ধবিরামাদি প্রার্থী, ন্যস্ত অস্ত্র, বাণশূন্য, ভ্রষ্টকবচ, পতিতশস্ত্র ও ভগ্নাস্ত্র লোকের প্রতি সাধু নিয়মস্থ বীরেরা অস্ত্রক্ষেপ করেন না। পাণ্ডুনন্দন, তুমি জগতে মহাবীর, সচ্চরিত্র এবং যুদ্ধধর্মে অভিজ্ঞ। অতএব তুমি আমার বিষয়ে ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করো। আমি যাবৎ এই রথচক্র ভূমি থেকে উত্তোলন করি, তার

মধ্যে তুমি রথে থেকে আমাকে আঘাত করতে পারো না। আমি— কৃষ্ণ বা তোমাকে ভয় পাই না। তুমি ক্ষত্রিয়সন্তান এবং মহাবংশবৃদ্ধিকারী। অতএব অর্জুন ধর্মোপদেশ স্মরণ করে মুহূর্তকাল অপেক্ষা করো।"

তখন কৃষ্ণ রথে থেকেই কর্ণকে বললেন, "রাধানন্দন! তুমি ভাগ্যবশত এখন ধর্ম স্মরণ করছ। নীচ লোকেরা প্রায়ই বিপৎসাগরে নিমগ্ন হয়ে দৈবের নিন্দা করে, কিন্তু নিজের দুষ্কার্যের নিন্দা করে না! (কর্ণ : ৬৬ : ১১১)

"কর্ণ, তুমি দুর্যোধন, দুঃশাসন ও সুবলপুত্র শকুনি সকলে মিলে যে একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে সভায় এনেছিলে, তখন তোমার ধর্ম স্মরণ হয়নি! (কর্ণ : ৬৬ : ১১২)

"দ্যূতসভায় যখন পাশাক্রীড়ানিপুণ শকুনি পাশাক্রীড়ায় অনভিজ্ঞ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে জয় করেছিল, তখন তোমার ধর্ম কোথায় গিয়েছিল! (কর্ণ : ৬৬ : ১১৩)

"দুর্যোধন যখন তোমার মতানুসারে সর্পদংশন ও বিষযুক্ত খাদ্য দ্বারা ভীমকে মেরে ফেলবার উপক্রম করেছিল, তোমার ধর্ম তখন কোথায় গিয়েছিল! (কর্ণ : ৬৬ : ১১৪)

"কর্ণ বনবাস ও ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হলে, তোমরা যে পাণ্ডবগণকে রাজ্য দাওনি, তখন তোমার ধর্ম কোথায় গিয়েছিল! (কর্ণ : ৬৬ : ১১৫)

"রাধানন্দন, বারণাবত নগরে জতুগৃহে নিদ্রিত পাণ্ডবগণকে, তখন যে দগ্ধ করবার উপক্রম করেছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় গিয়েছিল! (কর্ণ : ৬৬ : ১১৬)

"কর্ণ তুমি যখন দ্যূতসভায় দুঃশাসনের বশীভূতা রজস্বলা দ্রৌপদীকে পরিহাস করেছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় গিয়েছিল! (কর্ণ : ৬৬ : ১১৭)

"রাধাপুত্র, দুঃশাসন অন্তঃপুরে গিয়ে নিরপরাধা দ্রৌপদীকে আকর্ষণ করতে লাগলে তুমি উদাসীনভাবে তাঁকে দেখছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় গিয়েছিল! (কর্ণ : ৬৬ : ১১৮)

"'দ্রৌপদী পাণ্ডবেরা মরেছে এবং চিরকালের জন্য নরকে গিয়েছে। অতএব তুমি অন্য পতি বরণ করো' এই কথা বলতে থেকে তুমি যখন গজগামিনী দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় গিয়েছিল! (কর্ণ : ৬৬ : ১১৯)

"কর্ণ রাজ্যলোভী হয়ে শকুনিকে অবলম্বন করে আবার যে অনুদ্যূতে পাণ্ডবদের আহ্বান করেছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় গিয়েছিল! (কর্ণ : ৬৬ : ১২০)

"এবং যখন তোমরা বহুতর মহারথ মিলিত হয়ে পরিবেষ্টন করে বালক অভিমন্যুকে বধ করেছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় গিয়েছিল! (কর্ণ : ৬৬ : ১২১)

"সূত! সেই সমস্ত অবস্থায় যদি এ সকল ধর্ম না হয়ে থাকে, তবে এখন আর পরের ধর্মচিন্তায় সর্বদা তালু শুকিয়ে ফল কী? তুমি যদি আজ এখানে বহু ধর্মাচরণও কর, তথাপি জীবিত অবস্থায় মুক্তি পাবে না। পুষ্কর পাশক্রীড়ায় নলকে জয় করেছিলেন, সেইরকম পাণ্ডবেরাও বাহুবলে রাজ্যলাভ করেছেন। কারণ, এঁরা সকলেই লোভশূন্য। পাণ্ডবেরা সোমকগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধে প্রবল শত্রুগণকে বধ করে রাজ্যলাভ করবেন; আর সর্বদা সর্বপ্রকারে ধর্মরক্ষিত নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণের প্রভাবে ধার্তরাষ্ট্রগণ বিনষ্ট হবেন।" কৃষ্ণ এইরকম বলতে থাকলে, কর্ণ লজ্জায় মাথা নিচু করে রইলেন, কোনও উত্তর দিতে পারলেন না।

তখন ক্রোধে কর্ণের ওষ্ঠযুগল স্পন্দিত হতে লাগল এবং সেই অবস্থায় মহাবেগ ও মহাপরাক্রমশালী কর্ণ ধনু উত্তোলন করে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত হলেন। তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে দিব্যাস্ত্র দ্বারা কর্ণকে রথ থেকে নিপাতিত করতে অনুমতি দিলেন। কর্ণের প্রতি কৃষ্ণের এতক্ষণের বক্তব্যে অর্জুন উত্তরোত্তর ক্রুদ্ধ হচ্ছিলেন, তাঁর রোমকূপ থেকে অগ্নিশিখা বার হতে লাগল। কর্ণ তা দেখে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে অর্জুনকে নিবারণ করতে চেষ্টা করলেন। অর্জুন ব্রহ্মাস্ত্রেই কর্ণের অস্ত্র নিবারণ করে আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, কর্ণ বারুণাস্ত্রে অর্জুনের অস্ত্র নিবারণ করলে, অর্জুন বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা কর্ণ আনীত মেঘসমূহ অপসারিত করলেন। অর্জুনকে বধ করার জন্য কর্ণ এক মহাভীষণ বাণ ধনুতে যুক্ত করলেন। সেই অস্ত্রের প্রভাবে পৃথিবী ধূলি ধূসরিত হয়ে গেল, দেবগণ হাহাকার করতে লাগলেন। বিশালসর্প যেমন উইয়ের মৃত্তিকাস্তূপে প্রবেশ করে, তেমনই কর্ণবাহু নিক্ষিপ্ত সেই তীক্ষ্ণবাণ অর্জুনের বাহুমধ্যে প্রবেশ করল। অর্জুন গাঢ় বিদ্ধ হলেন, তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল। হাতের গাণ্ডিবধনু শিথিল হয়ে পড়ল, তিনি ভূমিকম্পে কম্পিত পর্বতের মতো কাঁপতে লাগলেন। মহারথ কর্ণ অবসর পেয়ে ভূমিপ্রবিষ্ট রথচক্র উত্তোলন করার জন্য রথ থেকে লাফিয়ে পড়ে বাহুযুগল ধারণ করে প্রচুর চেষ্টা সত্ত্বেও সে রথচক্র তুলতে পারলেন না। ইতোমধ্যে অর্জুন চৈতন্য লাভ করলে, কৃষ্ণ কর্ণ রথে ওঠার আগেই তাঁর মস্তক ছেদনের জন্য বললেন। তখন অর্জুন উজ্জ্বল এক ক্ষুরপ্র বাণ দ্বারা কর্ণের ধ্বজচিহ্ন ছেদন করলেন। সেই কর্তিত ধ্বজে হস্তীবন্ধন রজ্জুর চিহ্ন, স্বর্ণ, মুক্তা, মণি ও হীরক নিবেশিত ছিল। জগতে সেই ধ্বজ বিখ্যাত ছিল, কৌরবসৈন্যেরা সেটি দেখে উৎসাহিত হত। সেই ধ্বজের সঙ্গে কৌরবগণের যশ, দর্প, জয়াশা, সমস্ত প্রিয় এবং হৃদয়ও পতিত হল। তৎপরে অর্জুন কর্ণকে বধ করার জন্য তূণ থেকে 'অঞ্জলিক' নামে উত্তম বাণ গ্রহণ করলেন। সে বাণটি ইন্দ্রের বজ্র, অগ্নি ও যমদণ্ডের তুল্য ছিল। সেই অজ্ঞেয় শক্তিবাণ গাণ্ডিবে সংযুক্ত করে ধনু আকর্ষণ করে অর্জুন বললেন, "আমি যদি তপস্যা, গুরুজন সন্তোষ, যাগ ও বন্ধুবাক্য শ্রবণ করে থাকি, তা হলে আমার এই বাণটি ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতি মহাস্ত্রের মতো আমার শত্রুর শরীর ও প্রাণের নাশকারী হোক।"

তদনন্তর মহাত্মা অর্জুন গাণ্ডিব নিক্ষিপ্ত সেই বাণ দ্বারা বহুসৈন্যকে মোহিত করে কর্ণের মহনীয় মস্তক হরণ করলেন। অর্জুন অপরাহ্ণকালে কর্ণের মস্তক ছেদন করলেন। প্রথমে সেই অঞ্জলিক বাণছিন্ন মস্তক পতিত হল, পরে কর্ণের দেহ পড়ে গেল।

রক্তবর্ণমণ্ডল সূর্য যেমন অস্তপর্বত থেকে পতিত হয়, সেইরকম উদীয়মান সূর্যের তুল্য তেজস্বী এবং শরৎকালের মধ্যগত সূর্যের তুল্য কৌরবসেনাপতি কর্ণের সেই মস্তকটি ভূতলে পতিত হল। গৃহস্বামী যেমন সুখে বাস করা বিশেষ সম্পন্ন গৃহকে ত্যাগ করেন, তেমনই উদারকর্মা কর্ণের মস্তকটি— অতিশয় সুন্দর ও সর্বদা সুখভোগযুক্ত কর্ণের দেহটিকে অতিকষ্টে ত্যাগ করল। নিপাতিত কর্ণের দেহ থেকে একটা তেজ বার হয়ে আকাশ অতিক্রম করে সূর্যমণ্ডলে গিয়ে প্রবেশ করল। সেই স্থানের সকল মানুষ ও যোদ্ধা সেই অদ্ভুত ঘটনা দেখলেন। অর্জুন কর্ণকে নিপাত করেছেন দেখে কৃষ্ণ, অর্জুন ও পাণ্ডবগণ শঙ্খধ্বনি করলেন— আর অশ্রুপূর্ণ নয়নযুগল নিয়ে শোকার্ত দুর্যোধন মুহুর্মুহু "হা কর্ণ, হা কর্ণ" বলে উচ্চ স্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণকে নিহত দেখে অত্যন্ত

সন্তুষ্ট হয়ে কৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রশংসা করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, "গোবিন্দ, ভাগ্যে তুমি জয় করেছ, ভাগ্যে শত্রু নিপাতিত হয়েছে, এবং ভাগ্যবশতই অর্জুন বিজয়ী হয়েছেন। আমি তেরো বৎসর উদ্বেগে রাত্রি জাগরণ করেছি, আজ তোমার অনুগ্রহে রাত্রিতে সুখে নিদ্রা যাব।"

সপ্তদশ দিন অপরাহ্নে অর্জুনের সঙ্গে ভয়ংকর যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত নিহত হলেন কর্ণ। কর্ণের মৃত্যু মহাভারতের এক দুর্লভতম ঘটনা। পাণ্ডবপক্ষের সবথেকে বিপজ্জনক শত্রু নিহত হলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপের থেকে বড় বীর কর্ণ হয়তো ছিলেন না। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই ভীষ্ম. দ্রোণ, কৃপ পাণ্ডবভ্রাতাদের ক্ষতি করতেন না। গান্ধারী দুর্যোধনকে বলেছিলেন, "ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ তোমার অন্নের ঋণ শোধ করতে প্রাণ দেবেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে কোনও অবস্থায় শত্রু হিসাবে বিবেচনা করবেন না; কারণ সে ধর্মাচারী।"

গান্ধারী ঠিকই বুঝেছিলেন। কিন্তু কর্ণের বিচার সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। পিতৃমাতৃ পরিত্যক্ত কর্ণ সারাজীবন কুন্তীকে ক্ষমা করতে পারেননি। একই অপরাধের অংশীদার সূর্যদেবকে কিন্তু সারাজীবন পূজা করে গিয়েছেন। কর্ণ জানতেন পাণ্ডবেরা তাঁর ভ্রাতা। কিন্তু অর্জুনের বিশাল খ্যাতি কর্ণ সহ্য করতে পারেননি। তাঁর উচ্চ অভিলাষ ছিল তিনি অর্জুনের থেকে শ্রেষ্ঠ বীর হিসাবে স্বীকৃতি পাবেন। কর্ণ মহাবীর ছিলেন। কিন্তু পরশুরামের কাছে প্রাপ্তি কর্ণের জীবনের শেষ পাওয়া। কিন্তু অর্জুন তখনও প্রস্তুত হচ্ছেন। 'প্রতিস্মৃতি' মন্ত্র তপস্যা করে অর্জুন পেলেন দেবদেব মহাদেবের সাক্ষাৎ, আশীর্বাদ ও 'পাশুপত' মন্ত্রপ্রয়োগ সমেত উপসংহার পদ্ধতি। সূর্য ছাড়া অন্য সব দেবতা অর্জুনকে দিলেন প্রয়োগ সমেত তাঁদের শ্রেষ্ঠ অস্ত্রগুলি। ইতোপূর্বে অর্জুন পেয়েছিলেন অগ্নিদেবের কাছ থেকে গাণ্ডিবধনু, দুই অক্ষয় তূণ ও দেবদত্ত শঙ্খ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বে অর্জুন ছিলেন ভারতভূমির সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে স্বয়ং বাসুদেব তাঁর সারথ্য গ্রহণে সম্মতি দিয়েছিলেন। কর্ণের বীরত্বের যে পরিচয় মহাভারতে পাওয়া যায়, তার কোনওটাতেই পাণ্ডবেরা উপস্থিত ছিলেন না। কৃপাচার্য ঠিকই বলেছেন, কর্ণের আত্মশ্লাঘাও আছে, আবার একে যুদ্ধ থেকে পালাতেও দেখা যায়।

পাণ্ডবদের প্রতি কর্ণের অকারণ বিদ্বেষ ভীষ্মকে রুষ্ট করে তুলেছিল। তিনি শরশয্যায় শুয়ে কর্ণকে বলেছিলেন, "তুমি অকারণে পাণ্ডবদের দ্বেষ করো, নীচস্বভাব দুর্যোধনের আশ্রয়ে থেকে তুমি পরশ্রীকাতর হয়েছ।" কর্ণ সম্পর্কে এর থেকে ভাল মূল্যায়ন আর হয় না। দুর্যোধনকে তুষ্ট করতে কর্ণ সীমাহীন অন্যায় কাজ করেছিলেন। ছোট ভাইকে বিষদান, বিষ খাইয়ে জলে ফেলে দেওয়া, মাতা সমেত ভ্রাতাদের আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা, ভ্রাতৃবধূকে কুৎসিততম অপমান করা, তাঁকে পুরুষের সভায় শ্বশুর ও গুরুজনদের সম্মুখে 'বেশ্যা' বলে নগ্ন করার আদেশ দান করা, কর্ণকে কুৎসিত পুরুষ ও কাপুরুষ করে তুলেছিল। ভ্রাতৃবধূকে 'বেশ্যা' বলার সময়ে কর্ণের মনে ছিল না, তাঁর মাতাও পাঁচজন পুরুষের

শয্যাসঙ্গিনী হয়েছিলেন। তার জন্য মুনি ঋষিরা প্রাতঃস্মরণীয় পঞ্চকন্যার মধ্যে দু'জনকেই অন্তর্ভুক্ত করতে দ্বিধা করেননি। আসলে স্বয়ংবর সভায় দ্রৌপদীর প্রত্যাখ্যান কর্ণ কখনও ভুলতে পারেননি। কর্ণ বিবেচনা দ্বারা চালিত হলে বুঝতেন, যজ্ঞবেদি সমুত্থিতা দ্রৌপদী কখনওই 'সূতপুত্র'কে বরণ করতে পারেন না। দ্রৌপদী কর্ণের যথার্থ পরিচয় জানতেন না।

কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে চিনেছিলেন। কৃষ্ণের কাছে তিনি অনুরোধ করেছিলেন, তাঁর যথার্থ পরিচয় যেন যুধিষ্ঠির জানতে না পারেন। কারণ যুধিষ্ঠির তা জানলে সমগ্র পৃথিবীর বিনিময়েও সে রাজ্য তিনি নেবেন না, কর্ণকে দিয়ে দেবেন। আবার বন্ধুর ঋণশোধ করতে কর্ণ তা দুর্যোধনকে দিয়ে দেবেন। মন দিয়ে পড়লে দেখা যায়, কর্ণের মৃত্যুর পূর্বে তাঁর অন্যায়ের তালিকা দেবার সময় কৃষ্ণ জতুগৃহ দাহকালে কর্ণের মাতৃহত্যা প্রচেষ্টার উল্লেখ করেননি। প্রথমত, কৃষ্ণ কর্ণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন, কর্ণের জীবিত অবস্থায় তাঁর যথার্থ পরিচয় কাউকেই জানাননি। দ্বিতীয়ত, অভিযোগপত্রের মধ্যে "তুমি মাতৃহত্যা প্রচেষ্টাকারী" উল্লেখ করলেই গাণ্ডিবধনুকে 'অঞ্জলিক' বাণযুক্ত অর্জুন অবশ্যই প্রশ্ন করতেন, কর্ণের মাতৃহত্যা প্রচেষ্টার ব্যাপারটা কী? তা হলেই কর্ণের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠত। সেক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরের 'ভ্রাতাশ্চ শিষ্যশ্চ' অর্জুন যুধিষ্ঠিরের বিনা অনুমতিতে কর্ণকে বধ করতেন না।

কর্ণ চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে রাজশেখর বসু মন্তব্য করেছিলেন, "কাশীরাম দাসের গ্রন্থে এবং বাংলা নাটকে কর্ণচরিত্র সংশোধিত হয়েছে।" সাধারণ পাঠক এই সংশোধিত কর্ণ চরিত্রকেই চেনেন। মহাভারতের কর্ণ যথার্থরূপে তাঁদের কাছে পেশ করলেও তাঁরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

'কর্ণবধ' অংশটিতে অর্জুনের অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে সংযম ও ধৈর্য আমাদের মুগ্ধ করে। ভীম অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন, কৃষ্ণ উদ্বিগ্ন হয়েছেন। কিন্তু ধীর অচঞ্চল অর্জুন ধীরে ধীরে কর্ণের সব ক্ষমতা নষ্ট করেছেন।

কর্ণ মহৎ পিতামাতার পুত্র। কিন্তু অসৎ সংসর্গে লালিত পালিত হওয়ায় কর্ণের জীবনের সব শুভ নষ্ট হয়ে গেছে। বংশগতি কর্ণের অত্যন্ত ভাল ছিল, কিন্তু পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। বিনয়, সংযমের পরিবর্তে তিনি উচ্চাভিলাষী, অশালীন ও তোষামুদে হয়ে ওঠেন। অসত্য বলার কী ভয়ংকর পরিণতি হতে পারে তা পরশুরামের অভিশাপ পেয়েও কর্ণ সম্পূর্ণ বোঝেননি। তিনি দুর্যোধনের কাছেও নিজের যথার্থ পরিচয় দেননি। সম্ভবত কর্ণ ভেবেছিলেন, তাঁর যথার্থ পরিচয় পেলে দুর্যোধন তাঁকে আপন গোপন মন্ত্রিমণ্ডলীতে স্থান দেবেন না। কিন্তু কর্ণ হস্তিনাপুর শাসন করতে চেয়েছিলেন। কৃষ্ণের কাছে কর্ণ বলেছেন, "দুর্যোধনের প্রসাদে আমি তেরো বৎসর নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করেছি।" এ রাজ্য হস্তিনাপুর এবং ইন্দ্রপ্রস্থ। যা ছলনা করে পাণ্ডবদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং শর্তপূরণের তেরো বৎসর অতিক্রান্ত হলেও যা তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। এই কাপুরুষোচিত আচরণের নায়ক ছিলেন কর্ণ।

ভীষ্মকে কর্ণ "মুখ দেখলে দিন নষ্ট হয় (ভীষ্ম সন্তানহীন এই কারণে), আটকুড়ো" ইত্যাদি বলে অসম্মান করেছেন। তিনি কৃপাচার্যের জিভ ছেদন করতে চেয়েছিলেন। দুর্যোধন

দ্রৌপদীকে অনাবৃত বাম উরু দেখালে কর্ণ উল্লসিত হয়েছিলেন। সপ্তরথী মিলে অন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যুকে বধ করে উল্লাসে নৃত্য করেছিলেন। কর্ণের সেই উল্লাস দেখে আধুনিক বাঙালি কবির একটি চরণ মনে পড়ে— "সাত মহারথী শিশুরে বধিয়া ফুলায় বেহায়া ছাতি।"

একথা স্বীকার না করলে অন্যায় হবে, সেনাপতি হবার পর কর্ণ কোনও ছলনার আশ্রয় নেননি। অপরের (অশ্বসেনের) সহায়তায় অর্জুনকে বধ করতে চাননি। ভিতরে ভিতরে কর্ণের বিবেক তাঁকে আঘাত করেছিল। তিনি কৃষ্ণের কাছে স্বীকার করেছিলেন, দুর্যোধনকে প্রসন্ন করার জন্য তিনি পাণ্ডবদের, বিশেষত দ্রৌপদীর প্রতি যে আচরণ করেছিলেন, তা বীরোচিত ছিল না।

হতভাগ্য কর্ণ! সূর্যের আদেশ অনুসারে যে কাল-প্রবাহে কুন্তী তাঁকে বিসর্জন দিয়েছিলেন, সে প্রবাহ তাঁকে কোনও সুস্থ, সংযত, ক্ষত্রিয়ের কাছে পৌঁছে দিল না, সূতগৃহে তিনি লালিত হলেন, বিদ্যালয়-জীবনে বন্ধুত্ব হল কতগুলি নষ্টচরিত্র বালকের সঙ্গে, অসত্য ভাষণে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং পরিণামে অন্ধকারকেই টেনে আনলেন।

৮০

শল্য-বধ

সপ্তদশ দিনের যুদ্ধে, বেলাশেষে, অর্জুনের তীক্ষ্ণ 'অঞ্জলিক' বাণ সেনাপতি কর্ণের মস্তক হরণ করল। অশ্রুভারাক্রান্ত দুর্যোধন শিবিরে ফিরলেন। দুর্যোধনের বড় বিশ্বাস ছিল, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ স্নেহবশত পাণ্ডবদের না-মারলেও কর্ণ তাঁদের বধ করতে সমর্থ হবেন। কর্ণের পতনে দুর্যোধন নিশ্চিত পরাজয় চোখের উপর দেখতে পেলেন। কিন্তু দুর্যোধন অত্যন্ত স্বাভিমানী রাজা ছিলেন। ভীষ্মের সন্ধির প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করেননি, অশ্বত্থামার প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেছেন। কর্ণের মৃত্যুর পর কৃপাচার্য দুর্যোধনকে সন্ধি করতে পরামর্শ দিলেও, দুর্যোধন সে-প্রস্তাবও গ্রহণ করলেন না। অশ্বত্থামার পরামর্শ অনুযায়ী মদ্ররাজ শল্যকে কৌরব সেনাপতি পদে বরণ করলেন। দুর্যোধন বললেন, "যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ মাতুল, আপনি অতুলনীয় বীর। সুতরাং, আমি আপনাকে সেনাপতিরূপে বরণ করছি। কার্তিক যেমন যুদ্ধে দেবগণকে রক্ষা করতেন, সেইরকম আপনি যুদ্ধে আমাদের রক্ষা করুন।"

তখন শল্য বললেন, "দুর্যোধন! মহাবাহু! বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! তুমি এই যে রথারোহী কৃষ্ণ ও অর্জুনকে রথীশ্রেষ্ঠ বলে মনে করো, কিন্তু এঁরা বাহুবলে আমার তুল্য নয়। আমি ক্রুদ্ধ হয়ে সৈন্যসম্মুখে থেকে যুদ্ধোদ্যত দেবতা, অসুর ও মানুষগণের সঙ্গে, সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি, পাণ্ডবেরা তো কোন ছার। সে যাই হোক, আমি তোমার সেনাপতি হব এবং যুদ্ধে সমাগত পাণ্ডব, ও সোমকদের জয় করব; এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমি এমন ব্যূহ নির্মাণ করব, যা পাণ্ডবেরা অতিক্রম করতে পারবে না।" আনন্দিত দুর্যোধন শল্যকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করলেন। ওদিকে যুধিষ্ঠির কৌরবদের সিংহনাদ শুনে সমস্ত ক্ষত্রিয়ের সামনে কৃষ্ণকে বললেন, "মাধব! দুর্যোধন মহাধনুর্ধর সর্বসৈন্য সম্মানিত মদ্ররাজ শল্যকে সেনাপতি করেছেন। এই জেনে, যা সম্ভব ও সঙ্গত তা করো; কারণ তুমিই আমাদের পরিচালক ও রক্ষক।'

তখন কৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "ভরতনন্দন, আমি শল্যকে যথাযথভাবে জানি। তিনি বলবান, মহাতেজা, মহাত্মা, বিশেষত যুদ্ধনিপুণ, বিচিত্রযোধী এবং লঘুহস্ত যুক্ত। যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ যেমন ছিলেন, শল্য তেমনই। অথবা শল্য তাঁদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ভরতনন্দন রাজা, আমি চিন্তা করেও যুধ্যমান শল্যের সমান যোদ্ধা দেখতে পাচ্ছি না। শল্য বলে ভীম, অর্জুন, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং শিখণ্ডী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রলয়কালে সংহারমূর্তি রুদ্র যেমন ক্রুদ্ধ হয়ে লোকমধ্যে বিচরণ করেন। সিংহ ও হস্তীর ন্যায় বিক্রমশালী শল্যও তেমনই

নির্ভয়চিত্তে যুদ্ধকালে বিচরণ করবেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি ব্যাঘ্রের ন্যায় বিক্রমশালী। সুতরাং আপনি ছাড়া শল্যের প্রতিযোদ্ধা আমি কাউকেই দেখছি না। যুদ্ধে শল্যকে বধ করার উপযুক্ত পুরুষ, কেবলমাত্র আপনিই। শল্য প্রত্যহ যুদ্ধ করতে থেকে আপনার সৈন্য বিক্ষুব্ধ করে আসছেন। সুতরাং ইন্দ্র যেমন শম্বরাসুরকে বধ করেছিলেন, তেমন আপনিও যুদ্ধে শল্যকে বধ করুন। দুর্যোধন কর্ণের পরে ওই বীরকে সেনাপতি করে সম্মানিত করেছেন। সুতরাং আপনি যুদ্ধে শল্যকে বধ করলে নিশ্চয়ই আপনার জয় হবে। কারণ মহারাজ শল্য নিহত হলে, দুর্যোধনের বিশাল সৈন্যই নিহত হবে। সুতরাং মহাবাহু যুদ্ধে মনোযোগ দিন এবং ইন্দ্র যেমন নমুচি দানবকে বধ করেছিলেন তেমনই শল্যকে বধ করুন। 'মাতুল' এই ভেবে দয়া করবেন না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ রূপ সমুদ্র থেকে উত্তীর্ণ হয়ে শল্যরূপ গোষ্পদে নিমগ্ন হবেন না। শল্যকে বধ করুন।" কর্ণ বধে আনন্দিত পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ সে রাত্রে সুখে নিদ্রা গেলেন।

পরদিন প্রভাতে কৃপ কৃতবর্মা অশ্বত্থামা শল্য শকুনি প্রভৃতি দুর্যোধনের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই নিয়ম করলেন যে, তাঁরা কেউ একাকী পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না, পরস্পরকে রক্ষা করেই মিলিত হয়ে যুদ্ধ করবেন। শল্য সর্বতোভদ্র নামক ব্যূহ রচনা করলেন এবং মদ্রদেশীয় বীরগণ ও কর্ণপুত্রদের সঙ্গে ব্যূহের সম্মুখে রইলেন। ত্রিগর্ত সৈন্য সহ কৃতবর্মা ব্যূহের বামে, শক ও যবন সৈন্য সহ কৃপাচার্য দক্ষিণে, কাম্বোজ সৈন্য সহ অশ্বত্থামা পৃষ্ঠদেশে এবং কুরুবীরগণ সহ দুর্যোধন ব্যূহের মধ্যদেশে অবস্থান করলেন। পাণ্ডবগণও নিজেদের সৈন্য ব্যূহবদ্ধ ও দ্বিধা বিভক্ত করে অগ্রসর হলেন। কৌরবপক্ষে এগারো হাজার রথী, দশ হাজার সাতশো গজারোহী, দু'লক্ষ অশ্বারোহী ও তিন কোটি পদাতি এবং পাণ্ডবপক্ষে ছ' হাজার রথী, ছ'হাজার গজারোহী, দশ হাজার অশ্বারোহী ও দু'কোটি পদাতি অবশিষ্ট ছিল।

দুই পক্ষের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হল। কর্ণপুত্র চিত্রসেন, সত্যসেন ও সুশর্মা নকুলের হাতে নিহত হলেন। পাণ্ডবপক্ষের গজ অশ্ব রথী ও পদাতি সৈন্য শল্যের বাণে নিপীড়িত ও বিচলিত হল। সহদেব শল্যের পুত্রকে বধ করলেন। ভীমের গদাঘাতে শল্যের চার অশ্ব নিহত হল, শল্যও তোমর নিক্ষেপ করে ভীমের বক্ষ বিদ্ধ করলেন। বৃকোদর অবিচলিতভাবে, সেই তোমর টেনে নিলেন এবং তারই আঘাতে শল্যের সারথির হৃদয় বিদীর্ণ করলেন। পরস্পরের প্রহারে দু'জনেই আহত হলেন, তখন কৃপাচার্য শল্যকে নিজের রথে তুলে নিয়ে চলে গেলেন। ক্ষণকাল পরে ভীমসেন উঠে দাঁড়ালেন এবং মত্তের মতো বিহ্বল হয়ে মদ্ররাজকে আবার যুদ্ধে আহ্বান করলেন।

দুর্যোধনের প্রাসের আঘাতে যাদববীর চেকিতান নিহত হলেন। শল্যকে মধ্যবর্তী করে কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও শকুনি যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে এবং তিন হাজার রথী সহ অশ্বত্থামা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের ও কৃষ্ণকে ডেকে বললেন—

যথাভাগং যথোৎসাহং ভবন্তঃ কৃতপৌরুষাঃ।
ভাগোহবশিষ্ট একোহয়ং মম শল্যো মহারথঃ ॥
সোহহমদ্য যুধা জেতুমাশংসে মদ্রকেশ্বরম্।
তত্র যন্মানসং মহ্যং তৎ সর্বং নিগদামি বঃ ॥ শল্য : ১৪ : ১৭-১৮ ॥

—"আপনারাও ভাগ অনুসারে এবং উৎসাহ অনুসারে পুরুষকার দেখিয়েছেন। এখন আমার ভাগের একমাত্র এই মহারথ শল্য অবশিষ্ট আছেন। সুতরাং আজ আমি যুদ্ধে সেই শল্যকে জয় করতে ইচ্ছা করি। অতএব সে বিষয়ে যে যে সংকল্প আছে, সেসকল আপনাদের বলছি।"

"বীর, ইন্দ্রেরও অজেয় এবং বীরপ্রিয় এই নকুল ও সহদেব আমার চক্ররক্ষক আছেন। সম্মানযোগ্য ও সত্যপ্রতিজ্ঞ এই বীরেরা যুদ্ধে ক্ষত্রিয় ধর্মকে প্রধান করে আমার জন্য মাতুলের সঙ্গে সমীচীনভাবে যুদ্ধ করবেন। হে লোকবীরগণ! আপনাদের মঙ্গল হোক; আপনারা আমার এই সত্য বাক্য শ্রবণ করুন— আজ যুদ্ধে শল্য আমাকে বধ করবেন, কিংবা আমি তাঁকে বধ করব। আজ আমি জয়লাভ কিংবা মৃত্যুর জন্য ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুসারে মাতুল শল্যের সঙ্গে যুদ্ধ করব। অতএব রথযোজক ভৃত্যেরা যুদ্ধশাস্ত্র অনুসারে সত্বর আমার রথে প্রচুর অস্ত্র ও সমস্ত উপকরণ সংস্থাপন করুক। সাত্যকি আমার দক্ষিণ চক্র এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন বামচক্র রক্ষা করুন, আর পৃথানন্দন অর্জুন আজ আমার পৃষ্ঠরক্ষক হোন। অস্ত্রধারীশ্রেষ্ঠ ভীম আজ আমার অগ্রবর্তী হোন— এই ব্যবস্থায় আমি শল্য থেকে প্রধান হব।" যুধিষ্ঠির একথা বললে তাঁর প্রিয়াভিলাষী ভৃত্যেরা সকল সেই ইচ্ছানুযায়ী কার্য করল।

তারপরে পাঞ্চালেরা শঙ্খ, ভেরি ও শত শত পুষ্কল বাজাতে লাগল এবং সিংহনাদ করতে লাগল। ক্রমে সেই বলবান পাঞ্চালেরা উৎসাহী হয়ে গজঘণ্টার শব্দে, শঙ্খের নিনাদে ও বিশাল তূর্যধ্বনিতে সমরভূমি নিনাদিত করে হর্ষজাত বৃহৎ কোলাহলের সঙ্গে শল্যের দিকে ধাবিত হলেন। তখন উদয়পর্বত ও অস্ত্রপর্বত যেমন বহুতর বিশাল মেঘকে গ্রহণ করে, সেইরকম কুরুরাজ দুর্যোধন ও বলবান শল্য তাঁদের গ্রহণ করলেন। ইন্দ্র যেমন পর্বতের উপর জলবর্ষণ করেন, তেমন সমরশ্লাঘী শল্য শত্রুদমন যুধিষ্ঠিরের উপর বাণবর্ষণ করতে থাকলেন। মহামনা দুর্যোধনও সুন্দর ধনু ধারণ করে দ্রোণের নানাবিধ উপদেশ দেখিয়ে রণস্থলে বিচরণ করতে থেকে দ্রুত, বিচিত্র ও সুন্দরভাবে বাণবর্ষণ করতে থাকলেন। তখন কোনও লোকই দুর্যোধনের কোনও ছিদ্র দেখতে পেল না। ক্রমে মাংসলোভী দুটি ব্যাঘ্রের মতো পরাক্রমশালী শল্য ও যুধিষ্ঠির নানাবিধ বাণ দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করতে লাগলেন।

ভীমসেন যুদ্ধমত্ত অভিমানী দুর্যোধনের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, নকুল, সহদেব সকল দিকে, শকুনি প্রভৃতি বীরগণকে গ্রহণ করলেন। ক্রমে দুর্যোধন উল্লেখ করে একটি নতপর্ব বাণ দ্বারা ভীমসেনের স্বর্ণভূষিত ধ্বজটাকে ছেদন করলেন। সেই প্রিয়দর্শন সুন্দর ধ্বজটা বিশাল কিঙ্কিণীজালের সঙ্গে ভীমসেনের সম্মুখে ভূতলে পতিত হল। দুর্যোধন পুনরায় একটি তীক্ষ্ণ বাণে ভীমসেনের হস্তীশুণ্ড সদৃশ বিচিত্র ধনু ছেদন করলেন। ধনু ছিন্ন হলে, তেজস্বী ভীমসেন বিক্রম প্রকাশ করে একটি রথশক্তির দ্বারা দুর্যোধনের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করলেন। দুর্যোধন বেদনায় রথমধ্যে উপবিষ্ট হলেন। দুর্যোধন মোহপ্রাপ্ত হলে, ভীমসেন পুনরায় একটা ক্ষুরপ্র দ্বারা দুর্যোধনের সারথির মস্তক ছেদন করলেন। সারথি নিহত হলে, দুর্যোধনের অশ্বগণ তাঁর রথ নিয়ে নানাদিকে ছুটতে লাগল। তখন কৌরবসৈন্যমধ্যে হাহাকার হতে লাগল। এই সময়ে মহারথ অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা দুর্যোধনকে রক্ষা করার জন্য ধাবিত হলেন। কৌরব সৈন্য ভগ্ন হলে, দুর্যোধন ভগ্ন হলে,

দুর্যোধনের অনুচরেরা ভীত হয়ে পড়ল। তখন অর্জুন ধনু বিস্ফারিত করে বাণ দ্বারা তাঁদের বধ করতে লাগলেন।

এই সময়ে যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হয়ে দন্তের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ও মনের তুল্য বেগবান অশ্বগুলিকে নিজেই চালাতে থেকে শল্যের দিকে ধাবিত হলেন। উপস্থিত সমস্ত সৈন্য যুধিষ্ঠিরের একটি অদ্ভুত বিষয় দেখতে পেলেন, যেহেতু তিনি পূর্বের কোমলতা ও ক্রোধশূন্যতা ত্যাগ করে দারুণ হলেন। ক্রমে তিনি নয়ন বিস্ফারিত করে ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে তীক্ষ্ণ ভল্লসমূহ দ্বারা সহস্র সহস্র যোদ্ধাকে বিনাশ করতে লাগলেন। ইন্দ্র যেমন উত্তম বজ্র দ্বারা পর্বত সকল নিপাতিত করেন, তেমনি যুধিষ্ঠির যে যে সৈন্যের দিকে যেতে লাগলেন, সেই সেই সৈন্যই নিপাতিত করতে লাগলেন। বায়ু যেমন মেঘ নিপাত করে খেলা করে, তেমনই বলবান এক যুধিষ্ঠির অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথের সঙ্গে বহু রথীকে নিপাত করতে থেকে যেন খেলা করতে লাগলেন। রুদ্র যেমন ক্রুদ্ধ হয়ে পশু সংহার করেন, যুধিষ্ঠিরও তেমনই যুদ্ধে আরোহীদের সঙ্গে সহস্র সহস্র অশ্ব ও পদাতিকে সংহার করতে লাগলেন। এইভাবে যুধিষ্ঠির বাণবর্ষণপূর্বক সকল দিকের রণস্থল শূন্য করে শল্যের দিকে ধাবিত হলেন এবং "শল্য! দাঁড়াও" এই কথা বললেন। যুদ্ধে ভীষণ কার্যকারী যুধিষ্ঠিরের সেই কাজ দেখে কৌরবপক্ষীয়েরা সকলেই ভীত হয়ে পড়লেন; কিন্তু শল্য তাঁর দিকে ধাবিত হলেন। তারপর শল্য ও যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শঙ্খধ্বনি করে পরস্পর আহ্বানপূর্বক ভর্ৎসনা করতে থেকে অগ্রসর হলেন। তখন শল্য বাণবর্ষণ করে যুধিষ্ঠিরকে প্রহার করতে লাগলেন, আবার যুধিষ্ঠিরও বাণবর্ষণ দ্বারা শল্যকে আঘাত করতে থাকলেন। তখন দেখা গেল—যুদ্ধে বাণের আঘাতে বীর শল্য ও যুধিষ্ঠির দুজনের গাত্র থেকেই রক্ত নির্গত হচ্ছে। বীরশোভায় শোভিত, মহাত্মা ও যুদ্ধদুর্ধর্ষ শল্য ও যুধিষ্ঠির সেই সময়ে বনে পুষ্পসমন্বিত শাল্মলিবৃক্ষ ও কিংশুক বৃক্ষের মতো প্রকাশিত হতে লাগলেন। সৈন্যরা যুদ্ধের অবস্থা দেখে তাঁদের মধ্যে কার জয় হবে তা নিরূপণ করতে পারল না। তারা ভাবল, "যুধিষ্ঠির আজ শল্যকে বধ করে পৃথিবী ভোগ করবেন কিংবা শল্য যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করে দুর্যোধনকে রাজ্য দান করবেন।" কোনও দু'জন যোদ্ধাই এ বিষয়ে একমত হতে পারল না। কিন্তু যুদ্ধের সমস্তই যুধিষ্ঠিরের অনুকূল হতে লাগল।

তারপর শল্য যুধিষ্ঠিরের উপর উত্তম উত্তম বহুতর বাণক্ষেপ করতে লাগলেন এবং একটি তীক্ষ্ণ বাণে তাঁর ধনু ছেদন করে ফেললেন। তখন যুধিষ্ঠির অন্য ধনু নিয়ে তিন শত বাণ দ্বারা শল্যকে আঘাত করলেন এবং একটি ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁর ধনুখানি কেটে ফেললেন। তারপর যুধিষ্ঠির চার বাণে শল্যের চারটি অশ্বকে এবং অতি তীক্ষ্ণ দুই বাণে তাঁর দু'জন পৃষ্ঠসারথিকে বধ করলেন। একটি উজ্জ্বল, পীতবর্ণ ও তীক্ষ্ণ ভল্লদ্বারা সম্মুখে বিদ্যমান শল্যের ধ্বজটাকে ছেদন করলেন। দুর্যোধনের সমস্ত সৈন্য ভেঙে ছত্রখান হয়ে পড়ল। তখন অশ্বত্থামা সেই অবস্থা দেখে শল্যের দিকে দ্রুত এগিয়ে এলেন এবং শল্যকে আপন রথে তুলে নিয়ে অপসরণ করলেন। ওদিকে যুধিষ্ঠির গর্জন করতে লাগলেন। কিছু দূরে গিয়ে শল্য অন্য একখানি সুসজ্জিত রথে আরোহণ করে যুধিষ্ঠিরের দিকে ফিরে আসতে লাগলেন।

শক্তিশালী শল্য যুধিষ্ঠিরের দিকে অগ্রসর হলে ভীমসেন, সাত্যকি, নকুল ও সহদেব শল্যকে আহ্বান করলেন। তাঁরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করছিলেন। সেই অবস্থায় যুধিষ্ঠির ভীষণ বেগশালী বাণসমূহ দ্বারা শল্যের বক্ষঃস্থলে আঘাত করলেন। তখন কৌরব বীরেরা সকল দিক থেকে গিয়ে শল্যকে পরিবেষ্টন করল। শল্য সাতটি বাণে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করলেন এবং যুধিষ্ঠির ন'টি তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা শল্যকে আঘাত করলেন। পরে মহারথ শল্য ও যুধিষ্ঠির আপন আপন ধনু কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করে নিক্ষিপ্ত তৈলমার্জিত বাণসমূহ দ্বারা যুদ্ধে পরস্পরকে আচ্ছাদন করলেন। তারপর মহারথ, মহাবল ও শত্রুগণের অজেয় রাজশ্রেষ্ঠ শল্য ও যুধিষ্ঠির পরস্পরের ছিদ্র অন্বেষণ করতে থেকে বাণ দ্বারা অতি দ্রুত পরস্পরকে বিদ্ধ করতে লাগলেন। শল্য ও যুধিষ্ঠিরের ধনুর্গুণের হস্তাবরণের শব্দ ইন্দ্রের বজ্র ও বিদ্যুতের শব্দের মতো মনে হচ্ছিল। মাংসলোভী দু'টি তরুণ ব্যাঘ্রের মতো শল্য ও যুধিষ্ঠির পরস্পরের ছিদ্র খুঁজে আঘাত করতে থাকলেন। তখন মহাবেগশালী মদ্ররাজ, সূর্য ও অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল একটি বাণ দ্বারা বীর যুধিষ্ঠিরের হৃদয়ে বিদ্ধ করলেন। যুধিষ্ঠির অতিশয় বিদ্ধ হয়ে একটি বাণে শল্যকে প্রচণ্ড আঘাত করলেন ও অতিশয় হৃষ্ট হলেন। চৈতন্য হারিয়ে শল্য রথেই পতিত হলেন এবং পরমুহূর্তেই চেতনা ফিরে পেয়ে একশত বাণ দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে আঘাত করলেন। যুধিষ্ঠির নয়টি বাণ দ্বারা শল্যের বক্ষঃস্থলে আঘাত করে আরও ছ'টি বাণ তাঁর স্বর্ণময় বর্মের উপর আঘাত করলেন। তখন শল্য দুটি ক্ষুরপ্র বাণদ্বারা যুধিষ্ঠিরের ধনু ছেদন করলেন। ইন্দ্র যেমন নমুচি দানবকে বিদ্ধ করেছিলেন, যুধিষ্ঠিরও তেমনই শল্যের সকল দিক বিদ্ধ করতে থাকলেন। তখন মহাবল শল্য ন'টি বাণদ্বারা ভীম ও যুধিষ্ঠিরের স্বর্ণময় বর্ম দুটি ছেদন করে তাঁদের বাহুযুগলে গুরুতর আঘাত করলেন। তারপর শল্য অগ্নি ও সূর্যের মতো উজ্জ্বল একটি ক্ষুরপ্রদ্বারা যুধিষ্ঠিরের ধনু ছেদন করলেন। তখন কৃপাচার্য ছ'টি তীক্ষ্ণ বাণে যুধিষ্ঠিরের সারথিকে বধ করলেন। সেই সারথির দেহ যুধিষ্ঠিরের রথের অভিমুখেই পতিত হল। শল্য আরও চারটি বাণে যুধিষ্ঠিরের চারটি অশ্বকে বধ করে, তাঁর চারপাশের সৈন্য সংহার করতে লাগলেন। শল্য ও কৃপাচার্য গুরুতর অনিষ্ট করতে থাকলে মহাবল ভীমসেন একটি বাণে শল্যের ধনু ছেদন করলেন এবং আরও দুটি বাণে শল্যকে গুরুতরভাবে বিদ্ধ করলেন। ক্রুদ্ধ ভীমসেন তারপর অন্য একটি বাণ দ্বারা শল্যের সারথির বর্মাবৃত দেহ থেকে মস্তক হরণ করলেন এবং দ্রুত শল্যের চারটি অশ্বকে বধ করলেন। শল্য তখন একাকী রণস্থলে বিচরণ করতে থাকলে ভীমসেন ও মাদ্রীপুত্র সহদেব শত শত বাণ দ্বারা তাঁকে প্রহার করতে লাগলেন এবং শল্যকে মোহিত দেখে ভীম তাঁর বর্ম ছেদন করলেন।

তখন মহাবল শল্য সহস্র নক্ষত্র চিহ্নযুক্ত চর্ম ও তরবারি ধারণ করে রথ থেকে নেমে নকুলের দিকে ধাবিত হলেন এবং নকুলের রথদণ্ড ছেদন করে যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হলেন। যমের মতো শল্য যুধিষ্ঠিরের দিকে আসতে থাকলে ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, শিখণ্ডী ও সাত্যকি সকল দিক থেকে তাঁর দিকে ধাবিত হলেন। ভীমসেন দশটি বাণদ্বারা শল্যের চর্ম এবং একটি ভল্লদ্বারা তাঁর তরবারির মুষ্টিদেশ ছেদন করলেন। ভীমসেনের সেই কার্য দেখে পাণ্ডবেরা সিংহনাদ করতে লাগলেন। তখন অত্যন্ত আহত ও আক্রান্ত শল্য,

সিংহ যেমন মৃগের দিকে ছুটে চলে, তেমন যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হলেন। অশ্ব ও সারথিশূন্য যুধিষ্ঠিরও ক্রোধে অগ্নির মতো জ্বলতে থেকে শল্যের দিকে ছুটে চললেন।

তখন যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের কথা স্মরণ করে, তাঁর ভাগ্যে কেবলমাত্র শল্যই আছেন বুঝে শল্যবধের উপায় স্থির করলেন। যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ চিত্ত হয়ে মণি ও স্বর্ণখচিত দণ্ডযুক্ত এবং স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল শক্তি গ্রহণ করলেন এবং তারপর উজ্জ্বল নয়নযুগল বিস্ফারিত করে শল্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। তারপর কৌরবশ্রেষ্ঠ ও মহাত্মা যুধিষ্ঠির সুন্দর ও ভীষণ দণ্ডযুক্ত, মণি ও প্রবালখচিত এবং নির্মল সেই শক্তিটিকে শল্যের প্রতি অতি দ্রুতবেগে নিক্ষেপ করলেন। তখন সম্মিলিত কৌরবেরা দেখলেন— মহাবেগে নিক্ষিপ্ত সেই উজ্জ্বল শক্তিটি প্রলয়কালে আকাশ থেকে পতিত বিশাল উল্কার মতো যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াতে ছড়াতে বেগে আসছে। পূর্বকালে মহাদেব যেমন অন্ধকাসুরের প্রতি বিনাশকারী বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন, যুধিষ্ঠিরও তেমনই শল্যকে বধ করার জন্য "পাপাত্মা তুমি নিহত হলে" এই বলে সুদৃঢ় ও সুহস্ত বাহু প্রসারণ করে ক্রোধে যেন নৃত্য করতে থেকে যত্নপূর্বক ভীষণ মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করে শক্তি ও যত্নসহকারে বেগবতী সেই শক্তিটিকে, সরল পথে নিক্ষেপ করেছিলেন। পাণ্ডবেরা বহুকাল ধরে যত্নসহকারে গন্ধদ্রব্য, মালা, উত্তম আধার, পান ও ভোজন দ্বারা সেই শক্তিটির সেবা করে আসছিলেন। সেটি প্রলয়কালের অগ্নির মতো জ্বলছিল অথবা অঙ্গিরার উৎপাদিত অভিচারদেবতার মতো ভীষণ ছিল, আপন বলে সে শক্তিটি পৃথিবী, আকাশ, জলাশয়, এমনকী সমস্ত ভূতই বিনাশ করতে সমর্থ ছিল। স্বয়ং বিশ্বকর্মা যত্ন সহকারে ও নিয়মাধীনভাবে সেটিকে নির্মাণ করেছিলেন এবং সে শক্তিটি বেদবিদ্বেষীগণের বিনাশকারী ও অব্যর্থ ছিল। যুধিষ্ঠির সমস্ত শক্তি দ্বারা সেই অনিবার্য শক্তিটিকে নিক্ষেপ করলে, অগ্নি যেমন সম্যক ক্ষিপ্ত ঘৃত দ্বারা গ্রহণ করার জন্য শব্দ করে ওঠে, শল্যও সেই শক্তিটিকে গ্রহণ করার জন্য গর্জন করে উঠলেন।

তখন সেই শক্তিটি গিয়ে শল্যের শুভ্রবর্ণ বর্ম বিদারণ করে যুধিষ্ঠিরের বিশাল যশ যেন বহন করতে থেকে শল্যের বুক ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে এসে ভূতলে প্রবেশ করল। ক্রমে কার্তিকের আঘাতে মহাপর্বতের শ্রেষ্ঠ ক্রৌঞ্চের যেমন গৈরিক ধাতুসিক্ত শরীর হয়েছিল, সেই শক্তির আঘাতে শল্যের নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু ও মুখ থেকে তেমনই রক্ত ঝরে পড়তে লাগল। যুধিষ্ঠির শল্যের বর্ম ও বক্ষ বিদারণ করলে, মহাবল শল্য বাহুযুগল প্রসারণ করে ইন্দ্রের অশ্বের তুল্য এবং বজ্রাহত পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় রথ থেকে ভূতলে পতিত হলেন। প্রিয়তমা কামিনী যেমন প্রেমবশত আপন বক্ষোদেশে পতনার্থী প্রত্যুদগমন করে, সেইরকম ভূমিও যেন প্রেমবশত বিদীর্ণগাত্র ও রক্তসিক্ত নরশ্রেষ্ঠ শল্যের প্রত্যুদগমন করেছিলেন।

শল্য নিপাতিত হলে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রথারোহণে যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হলেন এবং বহু নারাচ নিক্ষেপ করে তাঁকে বিদ্ধ করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির শল্য-ভ্রাতার ধনু ও ধ্বজ ছেদন করে ভল্লের আঘাতে তাঁর মস্তক দেহচ্যুত করলেন। কৌরবসৈন্য ভগ্ন হয়ে হাহাকার করে পালাতে লাগল। শল্য নিহত হলে তাঁর সাতশো অনুচর রথী কৌরবসৈন্য থেকে বেরিয়ে এলেন। এই সময়ে একটি পর্বতাকার হস্তীতে চড়ে দুর্যোধন সেখানে এলেন। একজন তাঁর মস্তকের উপর ছত্র ধরেছিল, আর একজন তাঁকে চামর বীজন করছিল।

দুর্যোধন বারবার মদ্রযোদ্ধাদের বলছিলেন, "যাবেন না, যাবেন না।" অবশেষে তাঁরা দুর্যোধনের অনুরোধে পুনরায় পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। শল্য হত হয়েছেন এবং মদ্রদেশীয় মহারথগণ ধর্মরাজকে পীড়িত করছেন শুনে অর্জুন সত্বর সেখানে এলেন, ভীম নকুল সহদেব সাত্যকিও যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টন করলেন। পাণ্ডবগণের আক্রমণে মদ্রবীরগণ বিনষ্ট হলেন, তখন দুর্যোধনের সমস্ত সৈন্য ভীত ও চঞ্চল হয়ে পালাতে লাগল। বিজয়ী পাণ্ডবগণ শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করতে লাগলেন।

মহাভারতের এই দুর্লভ মুহূর্তটি আলোচনার প্রথমেই আমাদের মনে পড়ে বিরাট রাজ্যে অজ্ঞাতবাসের পর আত্মপ্রকাশের দিন অর্জুন যুধিষ্ঠিরের পরিচয় করিয়ে দেবার সময়ে বিরাটরাজাকে বলেছিলেন, "রাজা বেদহিতকারী, শাস্ত্রজ্ঞ, দাতা, যজ্ঞপরায়ণ, দৃঢ়ব্রতশালী এই ব্যক্তি ইন্দ্রের আসনেও বসতে পারেন। ইনি মূর্তিমান ধর্ম, বলবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিতে জগতের মধ্যে প্রধান এবং পরম তপস্বী। চরাচর সমেত ত্রিভুবন মধ্যে ইনিই নানাবিধ অস্ত্র জানেন; অন্য কোনও পুরুষই এঁর তুল্য অস্ত্র জানে না এবং কখনও জানবে না। দেবগণ, অসুরগণ, মনুষ্যগণ, রাক্ষসগণ, গন্ধর্বগণ, যক্ষগণ, কিন্নরগণ এবং মহানাগগণও এঁর তুল্য নানাবিধ অস্ত্র জানেন না। ...ইনি কৌরবশ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির।" আমাদের আরও মনে পড়ে, রথী-মহারথ-অতিরথ গণনাকালে ভীষ্ম বলেছিলেন, "যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব অতি উত্তম রথী।"

রাজশেখর বসু তাঁর সারানুবাদে অর্জুন প্রদত্ত যুধিষ্ঠিরের অস্ত্রজ্ঞান অংশটি বাদ দিয়েছেন। বহু বিশিষ্ট মহাভারতচর্চাকার যুধিষ্ঠিরকে ভীরু, দুর্বল, ভ্রাতাদের ছত্রচ্ছায়ায় থাকা নিরীহ ভালমানুষ হিসাবে চিত্রিত করেছেন। একথা আদপেই সত্য নয়। যুধিষ্ঠির প্রভূত অস্ত্রশস্ত্রে জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রায় প্রতিদিন তিনি সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে ব্যূহ রচনার কৌশল বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। একথা অবশ্যই সত্য যে, যুধিষ্ঠির ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, ভীম বা অর্জুনের মতো বীর ছিলেন না। অস্ত্রশস্ত্র অনুশীলন বা চর্চা যুধিষ্ঠিরের আগ্রহের মধ্যে পড়ত না। যদিও যুদ্ধে তিনি দু'বার দুর্যোধনকে ও একবার দুঃশাসনকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেছিলেন। সমস্ত জীবন যুধিষ্ঠির সত্যবীক্ষণের সন্ধানে রত ছিলেন, তিনি ধর্মকে রক্ষা করে ধর্মের পথ ধরেই এগোতে চেয়েছিলেন। তাঁর চর্চার ক্ষেত্র ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, নিজস্ব।

কিন্তু যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় রাজা। শ্রেষ্ঠ রাজবংশের সন্তান। কৃষ্ণের কথার— "মহাবাহু, মহারথ শল্যকে বধ করার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি আপনি", গূঢ়ার্থ বুঝতে যুধিষ্ঠিরের বিলম্ব হয়নি। কয়েকদিনের মধ্যে তিনি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হবেন। এই ভয়ংকর যুদ্ধে কোনও শ্রেষ্ঠ রথীকে তিনি বধ করেননি—ভ্রাতারাই বিজয় এনে তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছেন, ভবিষ্যতের মানবকুল এ ঘটনা সশ্রদ্ধভাবে মেনে নেবে না। সঞ্জয় অস্ত্রধারী যুধিষ্ঠিরকে কল্পনাও করতে পারেননি। কিন্তু যুধিষ্ঠির সত্য সত্যই সঞ্জয়ের অভিলাষ অনুযায়ী

অস্ত্রহীন দ্রষ্টার ভূমিকায় থাকতে পারেন না। তাঁর 'ভাগ' তাঁকে পালন করতেই হবে।

শল্য অতিরথ ছিলেন। কৌরবপক্ষের শেষ মরণশীল অতিরথ। কারণ কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা অমর। এই শেষ মরণশীল অতিরথকে বধ করতে হবে যুধিষ্ঠিরকে। সম্পর্কে শল্য তাঁর মাতুল ছিলেন। মাতা মাদ্রীর আপন ভ্রাতা মদ্ররাজ শল্য। নকুল ও সহদেবের আপন মাতুল।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শল্য যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যোগ দেবার জন্য আসছিলেন বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে। পথিমধ্যে দুর্যোধন তাঁকে লুণ্ঠন করেন। বিশাল তোরণ নির্মাণ করে, সুসজ্জিত দাস দাসী পান ভোজনে দুর্যোধন তাঁকে গভীরভাবে আপ্যায়িত করেন। শল্য দুর্যোধনের যত্নে আপ্যায়নে সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলেন। দুর্যোধন তাঁকে তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করতে অনুরোধ করেন। শল্য সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। শল্য যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে দুর্যোধন ঘটিত কাহিনি জানালে, যুধিষ্ঠির অনায়াসে তাঁকে ধর্মসংকটে ফেলতে পারতেন। তিনি দুর্যোধনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কবতে বললে শল্যের যুদ্ধ থেকে সরে যাওয়া ছাড়া কোনও পথ থাকত না। কিন্তু তিনি তা না করে, অত্যন্ত বাস্তববাদী রাজার মতো শল্যকে বললেন, তিনি দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করুন, কিন্তু কর্ণ তাঁকে সারথি হতে বললে তিনি যেন কর্ণের তেজোহানি করেন। যুধিষ্ঠির জানতেন সারা পৃথিবীতে সারথ্য বিদ্যায় তিনজন শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ, শল্য এবং তিনি স্বয়ং। কর্ণ যে শল্যকে সারথি হিসাবে চাইবেন, যুধিষ্ঠিরের সে অনুমান নির্ভুল ছিল।

শল্যের সঙ্গে যুদ্ধে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত পরাক্রম ও মহাবলের পরিচয় দিয়েছিলেন। যুদ্ধে রত সৈন্যেরা যুধিষ্ঠিরের রুদ্রমূর্তি দেখে ভীত হয়ে পড়েছিলেন। শান্ত, বদান্য, ক্ষমাশীল এই মানুষটির হাতে অস্ত্র দেখে সঞ্জয়ের মতো পাঠকেরা স্তম্ভিত হয়ে ওঠেন। তাই এই মুহূর্ত মহাভারতের এক দুর্লভ মুহূর্ত।

৮১

উলূক-শকুনি বধ

বৃক্ষটিতে ফুল-ফল সব ঝরে গিয়েছিল, কাঁধ (স্কন্ধ) নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। শুকনো কতগুলি শাখা-প্রশাখা গাছটিতে তখনও ঝুলছিল, গাছটির মূলও সাংঘাতিক বিপর্যয়ে ভিত আলগা হয়েছিল—ব্যাসদেবের অনুক্রমণিকা স্মরণ করলে আলোচ্য মুহূর্তটির প্রস্তাবনা এইভাবে করাই সবথেকে সমীচীন। গাছটি দুর্যোধন। কর্ণের মৃত্যুতে তাঁর কাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। অশ্বত্থামার সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম অবলম্বন করে, শল্যকে সেনাপতি করে যুদ্ধ করছিলেন। যুধিষ্ঠির শল্যকে বধ করলে বাকি সৈন্যদের নিয়ে উন্মত্তের মতো প্রতিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন দুর্যোধন। তখনও শল্যের মৃত্যুর শোকে চোখের জল শুষ্ক হবার সময় পায়নি, সেই সময়ে সুবলপুত্র শকুনি সহদেবকে হত্যা করার জন্য দ্রুতগতিতে ধাবিত হলেন।

শকুনি আসতে থাকলে প্রভাবশালী সহদেব তাঁর প্রতি পতঙ্গের ন্যায় দ্রুতগতিসম্পন্ন দ্রুতগামী বাণসমূহ নিক্ষেপ করতে থাকলেন এবং শকুনির পুত্র উলূককে দশটি বাণদ্বারা বিদ্ধ করলেন। শকুনি তিন বাণে ভীমকে বিদ্ধ করে, নব্বইটি বাণ সহদেবের উপর নিক্ষেপ করলেন। সমস্ত দিক বাণে আচ্ছন্ন করে শকুনি ও সহদেব পরস্পরের মুখোমুখি হলেন। বীর ও অতিমহাবল ভীমসেন ও সহদেব বিপক্ষ সৈন্যদের মধ্যে মহামারী ঘটাতে থেকে আকাশকে অন্ধকারে ঢেকে দিলেন। যাত্রাপথ সরল ছিল না। দ্রুতসঞ্চারী অশ্বেরা ভূতলে পতিত সৈন্যদের মৃতদেহ টানতে টানতে অগ্রসর হতে থাকল। কেয়ূর, বর্ম, তরবারি, পরশুযুক্ত বিশাল হস্তীশুণ্ডতুল্য ছিন্ন বাহুসকল এবং ছিন্ন ও নৃত্যকারী মস্তকহীন কবন্ধসমূহ কাঁপতে কাঁপতে যেন ওঠবার চেষ্টা করতে লাগল। মাংসভোজী জন্তুগণ প্রকাশ্যে সমরভূমিতে এসে মৃতদেহগুলি আবৃত করে মাংস ভোজন করতে লাগল।

ক্রমে কৌরবসৈন্য অল্পমাত্র অবশিষ্ট থাকলে, পাণ্ডবেরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সেই কৌরবসৈন্যদের যমালয়ে পাঠাতে লাগলেন। এই সময়ে প্রতাপশালী শকুনি একটি প্রাস দ্বারা সহদেবের মস্তকে গুরুতর আঘাত করলেন। তখন সহদেব বেদনায় বিহ্বল হয়ে রথমধ্যে উপবেশন করলেন। সহদেবকে অত্যন্ত বিহ্বল দেখে মহাবলশালী ভীমসেন একাকী নারাচ দ্বারা শত শত ও সহস্র সহস্র কৌরবসৈন্য বিদীর্ণ করতে লাগলেন এবং ভয়ংকর সিংহনাদে পৃথিবী কম্পিত করলেন। তখন হস্তী ও অশ্বগণের সঙ্গে সমস্ত কৌরবসৈন্য ও শকুনির অনুচরেরা পালাতে লাগল। শৃঙ্খলাহীন, ভগ্ন সৈন্যগণকে চতুর্দিকে পালাতে দেখে

রাজা দুর্যোধন উচ্চ স্বরে বলতে লাগলেন, "হে অধর্মজ্ঞ সৈন্যগণ! তোমরা নিবৃত্ত হও, যুদ্ধ করো, পলায়ন করে তোমাদের কী ফল হবে। যে বীর যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি ইহলোকে কীর্তি রেখে, পরলোকে স্বর্গলাভ করেন।" দুর্যোধনের কথা শুনে শকুনির অনুচরেরা মৃত্যুপণ করে পাণ্ডবদের অভিমুখে সমুদ্রের গর্জন তুলে ধাবিত হলেন। শকুনির অনুচরদের আসতে দেখে বিজয়ী পাণ্ডবেরাও তাঁদের দিকে ধাবিত হলেন। এই সময়ে দুর্ধর্ষ সহদেব সুস্থ হয়ে দৃঢ় বাণে শকুনিকে বিদ্ধ করে, তিন বাণে তাঁর অশ্বগুলিকে বিদ্ধ করলেন এবং হাসতে হাসতেই এক বাণে শকুনির ধনু ছেদন করলেন। তখন শকুনি পথ পরিষ্কার করার জন্য অন্য ধনু নিয়ে ষাট বাণে নকুলকে এবং সাত বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করলেন। তখন উলূকও পিতা শকুনিকে রক্ষা করবার ইচ্ছা করে সাত বাণে ভীমসেনকে এবং সত্তর বাণে সহদেবকে বিদ্ধ করলেন। ভীমসেন তখন চৌষট্টিটি তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা উলূক ও শকুনিকে এবং তিন তিনটি বাণে তাঁদের পার্শ্ববর্তী যোদ্ধাদের বিদ্ধ করলেন। উলূক তৈলাক্ত নারাচ দ্বারা, বিদ্যুৎ সমন্বিত মেঘ যেমন জল বর্ষণ করে পর্বতকে আচ্ছাদন করেন, সেই রকম বাণ বর্ষণ করে সহদেবকে আচ্ছাদন করলেন। তখন উলূককে আসতে দেখে প্রতাপশালী সহদেব একটি ভল্লদ্বারা তাঁর মস্তক অপহরণ করলেন।

পুত্রন্তু নিহতং দৃষ্ট্বা শকুনিস্তত্র ভারত!
সাশ্রুকণ্ঠো বিনিশ্বস্য ক্ষত্তুর্বাক্যমনুস্মরণ ॥ শল্য : ২৬ : ৩২ : ॥

"পুত্র উলূককে নিহত দেখে, শকুনি তখন বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ হয়ে বিদুরের বাক্য স্মরণ করতে থেকে অশ্রুপূর্ণ নয়নে নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।"

উলূক সহদেবকর্তৃক নিহত হয়ে পাণ্ডবদের আনন্দ বিধান করে ভূতলে পতিত হলে, শকুনি মুহূর্তকাল চিন্তা করে সম্মুখে এগিয়ে গেলেন এবং তিন বাণে সহদেবকে বিদ্ধ করলেন। তখন প্রতাপশালী সহদেব বাণসমূহদ্বারা শকুনির সেই বাণগুলিকে প্রতিহত করে শকুনির ধনু ছেদন করলেন। ধনু ছিন্ন হলে, শকুনি একটি বিশাল তরবারি গ্রহণ করে সহদেবের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। শকুনির সেই তরবারি ভীষণ বেগে আসতে থাকলে সহদেব হাসতে হাসতে সে তরবারিটিকে দুই খণ্ডে ছেদন করলেন। তরবারিখানা দু'খণ্ডে ছিন্ন হল দেখে শকুনি একটি বিশাল গদা নিয়ে তা সহদেবের উপরে নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু সহদেবের প্রতিঘাতে সে গদাটি ব্যর্থ হয়ে ভূতলে পতিত হল। তখন শকুনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, হননোদ্যত কালরাত্রির ন্যায় অতিভীষণা একটি শক্তি সহদেবের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। সেই শক্তিটি বেগে আসতে থাকলে, সহদেব সহাস্য মুখে স্বর্ণখচিত বাণ দিয়ে সেই শক্তিটিকে তিন খণ্ডে ছেদন করলে, মেঘবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ যেমন আকাশ থেকে পতিত হয়, সেইরূপ তা ভূতলে পতিত হল।

শকুনির শক্তি বিনিহত হলে, শকুনি ভয়ে আকুল হয়ে পড়লেন। তিনি পালাতে লাগলেন। শকুনিকে পালাতে দেখে তাঁর অনুচরেরাও শকুনির সঙ্গে বেগে পালাতে লাগলেন। তখন বিজয়শোভী পাণ্ডবেরা উচ্চ স্বরে বিশাল কোলাহল করতে লাগলেন। সেই সমবেত গর্জনে প্রায় সমস্ত কৌরবসৈন্যই পরাঙ্মুখ হল। পরাজয়ে বিষণ্ণচিত্ত সেই

কৌরবসৈন্যদের উপর সহদেব বহুসহস্র বাণক্ষেপ করলেন। ওদিকে শকুনি গান্ধারসৈন্যে সুরক্ষিত থেকে প্রবল অশ্বসৈন্যের গুণে মনে মনে আশা করছিলেন যে কিছুটা বিশ্রাম পাবার পর তিনি যুদ্ধ জয় করতে পারবেন; এমন সময়ে সহদেব তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলেন। তাঁর ভাগে শকুনিই কেবল এখন অবশিষ্ট আছেন। এই কথা চিন্তা করে স্বর্ণভূষিত রথে সহদেব শকুনির প্রতি গমন করলেন। ক্রুদ্ধ সহদেব সুদৃঢ় ও বিশাল ধনুতে গুণারোপণ করে আকর্ষণ করতে থাকলেন এবং সম্মুখে গিয়ে, অঙ্কুশের আঘাতে মহাহস্তীকে যেমন আঘাত করে, সেইরকম শিলাশাণিত বাণ দ্বারা শকুনিকে আঘাত করতে লাগলেন। স্মরণশক্তিশালী সহদেব শকুনিকে পূর্বের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, "তুমি ক্ষত্রিয়ের ধর্মে স্থির থেকে যুদ্ধ করো, পুরুষ হও। মূঢ়! দুর্মতি! তুমি তখন দ্যুতসভায় দ্যুতক্রীড়া করতে থেকে যে আনন্দ প্রকাশ করেছিলে, আজ সেই কার্যের ফল দর্শন করো। দুরাত্মা! যারা পূর্বে আমাদের উপহাস করেছিলেন, সেই দুরাত্মারা সকলেই নিহত হয়েছেন; এখন কেবল কুলাঙ্গার দুর্যোধন আর তাঁর মাতুল তুমি—মাত্র এই দু'জন অবশিষ্ট আছো। গাছের থেকে ফল পাড়ার জন্য লোকে যেমন আঁকশি ব্যবহার করে, সেইরকম আজ আমি ক্ষুরপ্র দিয়ে তোমার মাথা মাটিতে ফেলব এবং তোমাকে বধ করব।" এই বলে মহাবল ও নরশ্রেষ্ঠ সহদেব ক্রুদ্ধ হয়ে শকুনির দিকে গমন করলেন।

দুর্ধর্ষ ও যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ সহদেব শকুনির সম্মুখে গিয়ে দৃঢ় ধনু আকর্ষণ করে, ক্রোধে যেন দগ্ধ করতে থেকে, দশ বাণে শকুনিকে এবং চার বাণে তাঁর চারটি অশ্বকে তাড়ন করে ছত্র, ধনু, ধ্বজ ছেদন করে সিংহের মতো গর্জন করে উঠলেন। এইভাবে সহদেব শকুনির সমস্ত মর্মস্থানে আঘাত করলেন। সহদেব ক্রমাগত অব্যাহতভাবে শকুনির উপর দুঃসহ বাণ বর্ষণ করত লাগলেন। তখন শকুনি ক্রুদ্ধ হয়ে স্বর্ণভূষিত প্রাসদ্বারা বধ করার ইচ্ছা করে, মাদ্রীনন্দন সহদেবের অভিমুখে বেগে ধাবিত হলেন। সহদেব তিনটি ভল্ল দ্বারা উত্তোলিত সেই প্রাস ও শকুনির সুগোল বাহুযুগল একসঙ্গেই ছেদন করলেন এবং উচ্চ স্বরে সিংহনাদ করে উঠলেন। ক্ষিপ্রকারী সহদেব স্বর্ণপুঙ্খ, দৃঢ় লৌহনির্মিত, সর্বাবরণভেদী ভল্লটিকে সম্যক সন্ধান করে শকুনির দেহ থেকে মস্তকটি ছেদন করলেন। সহদেব স্বর্ণভূষিত, সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ ভল্লদ্বারা মস্তক ছেদন করলে, শকুনি রথ থেকে ভূতলে পতিত হলেন। যে মস্তকটি কৌরবপক্ষের দুর্নীতির মূল হয়েছিল, ক্রুদ্ধ সহদেব বেগবান, স্বর্ণপুঙ্খ ও শিলাশাণিত বাণদ্বারা সেই মস্তকটি ভূতলে নিপাতিত করেছিলেন।

তখন শকুনিকে ছিন্নমস্তক, রক্তাক্তদেহ ও ভূতলে শায়িত দেখে, তাঁর অস্ত্রধারী যোদ্ধারা ভয়ে উৎসাহবিহীন হয়ে, নানাদিকে পলায়ন করতে লাগল। গাণ্ডিবের শব্দে উদ্বিগ্ন, শুষ্কবদন ও অচেতনপ্রায় পদাতিরা এবং রথভগ্ন হস্তী ও অশ্বসকল পরাজিত হলে, রথী ও আরোহীরা ভয়ার্ত হয়ে কৌরবসৈন্যগণের সঙ্গেই পালাতে লাগল। শকুনিকে রথ থেকে নিপাতিত করে, পাণ্ডবেরা আনন্দিত ও কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে, সৈন্যদের আনন্দিত করতে থেকে শঙ্খধ্বনি করতে লাগলেন। পাণ্ডবপক্ষের সমস্ত লোক আনন্দিত হয়ে সহদেবের প্রশংসা করতে থেকে বলতে লাগল, "বীর! আপনি উলুকের সঙ্গে শঠ ও দুরাত্মা শকুনিকে আজ ভাগ্যবশত বধ করেছেন।" সহদেবের দ্যূতসভার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হল।

উলূকের সঙ্গে মহাভারত-পাঠকের পরিচয় অতি সামান্য। শকুনির পুত্র উলূক। অর্থাৎ দুর্যোধনের মামাতো ভাই। কৃষ্ণের দৌত্য ব্যর্থ হলে, কৃষ্ণ কর্ণের সঙ্গে আলাপের পর তাঁকে বললেন যে অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যার দিন যুদ্ধ আরম্ভ হবে। পাণ্ডবপক্ষ কুরুক্ষেত্রে হিরণ্বতী নদীর কাছে তাঁদের সেনা স্থাপন করলেন। কৌরবপক্ষও প্রস্তুত হলেন। তখন কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের সঙ্গে পরামর্শ করে দুর্যোধন উলূককে দূত করে পাণ্ডবদের আরও তাতাতে চেষ্টা করলেন। কৌরবপক্ষের বিজয় সম্পর্কে দুর্যোধন এতদূর নিশ্চিত ছিলেন যে, পাণ্ডবদের পক্ষে ব্যক্তিগত ও সমবেতভাবে তিনি যত অন্যায় করেছেন, তার পুনবায় উল্লেখ করে পাণ্ডবদের চূড়ান্তভাবে ব্যঙ্গ করতে চাইলেন। যুধিষ্ঠিরকে বৈড়াল ব্রত ত্যাগ করে ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন করতে আহ্বান করলেন। কৃষ্ণকে পুংশ্চিহ্নধারী নপুংসক বললেন, ভীমকে পাচক হতে তিনিই বাধ্য করেছিলেন তাও স্মরণ করিয়ে দিলেন, নকুল-সহদেবকে দ্রৌপদীর উপর যত অত্যাচার করা হয়েছে, তা স্মরণ করতে বললেন। ভীমসেন উলূকের কথা শুনে অত্যন্ত উত্তেজিত হলেন এবং তাঁকে মূর্খ বলে সম্বোধন করলেন। কৃষ্ণ সহাস্যে ভীমকে নিবৃত্ত করে উলূককে বললেন, দুর্যোধনের সব কথার অর্থ পাণ্ডবেরা বুঝেছেন, দুর্যোধন যা চাইছেন, তিনি সবকিছু পাবেন। এই বলে কৃষ্ণ দূত উলূককে বিদায় দিলেন। উলূককে এই দৌত্যকালে ভীম যুদ্ধে নিধন করবেন জানিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সহদেবের হাতে নিহত হন। সহদেব প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি শকুনিকে বধ করবেন। পুত্র পিতার আত্মস্বরূপ। সুতরাং সহদেব উলূককে বধ করায় ভীমসেন ক্রুদ্ধ হননি।

শকুনি মহাভারতের এক অবিস্মরণীয় চরিত্র। পৃথিবীর তিন বিখ্যাত মাতুলের মধ্যে শকুনি অন্যতম। বাকি দুই মামা কংস ও কালনেমি। মাতুল কংসের সঙ্গে তাঁর ভাগিনেয় সম্পর্ক অত্যন্ত শত্রুতার আব মাতুল শকুনির সঙ্গে তাঁর ভাগিনেয় দুর্যোধনের শুধুমাত্র মিত্রতার সম্পর্ক নয়, দুর্যোধনের সকল অপকর্মের মূল প্রেরণাও শকুনি। আবার দুই মাতুল কংস ও শকুনি—তাঁদের প্রধান বিরোধীরূপে পেয়েছিলেন কৃষ্ণকে। কংস বলে শকুনির থেকে অনেক শক্তিশালী ছিলেন, শকুনি বুদ্ধিতে এবং ছলনায়। দ্যূতক্রীড়ায় শকুনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, বিশেষত কপট পাশাখেলায় তাঁর কোনও দ্বিতীয় ছিল না। আরও দুই প্রথমে অনভিজ্ঞ, পরে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দ্যূতক্রীড়কের নাম মহাভারতে পাওয়া যায়। দুজনেই অনভিজ্ঞ অবস্থায় দ্যূতক্রীড়ার জন্য রাজত্ব, ধন, সম্পদ হারিয়েছিলেন। রাজা নল পরবর্তীকালে রাজা ঋতুপর্ণকে অশ্বহৃদয়জ্ঞান দান করে, অক্ষহৃদয়জ্ঞান তাঁর কাছ থেকে প্রতিদান পেয়েছিলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বনবাসকালে মহর্ষি বৃহদশ্বের কাছ থেকে বিশ্বের অক্ষহৃদয়জ্ঞান লাভ করেছিলেন। নল অক্ষের সাহায্যেই রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। আর যুধিষ্ঠির রাজ্য উদ্ধার করেছিলেন কুরুক্ষেত্রে ভয়ংকর যুদ্ধে।

আধুনিক কালের বহু নাট্যকার শকুনিকে মহাভারতের প্রধান চরিত্র হিসাবে গ্রহণ করে নাটক লিখেছেন—তাঁকে নিয়ে অনেক যাত্রাও হয়েছে। পালাকারেরা সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শকুনিকে দেখেছেন। তাঁদের বক্তব্য, গান্ধারী শকুনির অত্যন্ত প্রিয় ভগিনী ছিলেন। ভীষ্ম তাঁকে অন্ধ স্বামীকে বিবাহ করতে বাধ্য করেন। স্বামী অন্ধ বলে গান্ধারীও চোখে বস্ত্র

বেঁধে স্বেচ্ছা অন্ধত্ব বরণ করেন। শকুনি সেই ঘটনায় এতদূর মর্মাহত হন যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করেন কুরুবংশ ধ্বংস করবেন। ভাগিনেয় দুর্যোধনকে কু-পরামর্শ দিয়ে তিনি একটির পর একটি ঘটনা ঘটান। সঙ্গী হিসাবে তিনি কর্ণকে পেয়েছিলেন। দুঃশাসন জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি ছায়ার মতো দুর্যোধনকে অনুসরণ করতেন। কর্ণের মতো বীরকে সঙ্গে পাওয়ায় ও দুঃশাসনের মতো অনুগত ভাগিনেয় পাওয়ায় শকুনির কাজ সহজ হয়ে যায়। পাণ্ডবদের সঙ্গে কৌরবদের ক্রমাগত বিরোধ তিনি বাড়িয়ে তোলেন। দ্যূতসভায় কপট পাশা খেলে তিনি পাণ্ডবদের বনবাসী করেন, বনবাস সম্পূর্ণ করে পাণ্ডবেরা ফিরে এসে রাজ্য দাবি করলে, তা ফিরিয়ে না দিতে তিনি দুর্যোধনকে পরামর্শ দেন, কৃষ্ণকে বন্দি করার উপদেশ দেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবেরা ধ্বংস হবে, একথা শকুনি জানতেন। বস্তুত দুর্যোধন ছাড়া সমগ্র কৌরবপক্ষের ধ্বংস দেখার পর তিনি ভাগিনেয় দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করে প্রাণ দেন।

এই ব্যাখ্যা নূতন এবং ব্যাসদেবের মহাভারতে এর সমর্থনও পাওয়া যায় না। পরিণতি অপরিবর্তিত রেখে প্রতি যুগেই রামায়ণ মহাভারতের নূতন ব্যাখ্যা হচ্ছে। কিন্তু এই ব্যাখ্যার সবথেকে অসুবিধা এই যে, ব্যাসদেবের মহাভারতে শকুনি এবং গান্ধারী সম্পূর্ণ ভিন্ন মানসিকতার মানুষ। গান্ধারী ধর্মপরায়ণা, শকুনি ক্রমাগত অধর্মে দুর্যোধনকে উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু তাঁর কাজের ফলে সবথেকে ক্ষতি যে গান্ধারীর হচ্ছে, শকুনি তাও চিন্তা করেননি। শকুনি গান্ধারীর বিবাহের পর তাঁর সঙ্গে হস্তিনাপুরে চলে এসেছিলেন। আর নিজের রাজ্যে ফিরে যাননি, পুত্র উলূক পরে এসে পিতার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

গান্ধারী জ্যেষ্ঠভ্রাতার উপরে রুষ্ট ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, তাঁর অধর্মপরায়ণ ভ্রাতার জন্যই দুর্যোধন প্রতিদিন ধ্বংসাত্মক হয়ে যাচ্ছেন। গান্ধারী চাননি যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত হয়ে শকুনি স্বর্গবাসের অধিকার লাভ করুন। স্ত্রীপর্বে গান্ধারী কৃষ্ণকে বলেছিলেন, "কৃষ্ণ! ওই দেখো, শকুনিকে শকুনগণ বেষ্টন করে আছে, এই দুর্বুদ্ধিও অস্ত্রাঘাতে নিধনের ফলে স্বর্গে যাবেন।"

দুর্যোধনরূপ বৃক্ষটির সব শাখা-প্রশাখা নষ্ট হল, স্কন্ধ আগেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। মূল মাটি থেকে আলগা হয়ে গেছে। এই চরমতম দুর্লভ মুহূর্তে দুর্যোধন দেখলেন, তিনি সম্পূর্ণ একা। গদা হাতে নিয়ে দুর্যোধন পূর্বদিকে যাত্রা করলেন। অংশাবতরণ পর্বে বলা হয়েছে শকুনি দ্বাপরের অংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

৮২

দুর্যোধনের উরুভঙ্গ

[শকুনির মৃত্যুর পর দুর্যোধন দেখলেন তিনি কুরুক্ষেত্রে একা। তিনি জানতেন না কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা অন্যত্র আত্মগোপন করেছিলেন। গদা হাতে পদব্রজে দুর্যোধন পূর্বদিকে হাঁটতে শুরু করলেন। স্বপক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধার মৃত্যু মানসিকভাবে দুর্যোধনকে গভীর আঘাত করেছিল। তা ছাড়াও আঠারো দিনের একটানা যুদ্ধে তিনি শারীরিকভাবেও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। তাই দ্বৈপায়ন হ্রদের জলে প্রবেশ করে তিনি জলস্তম্ভন করেছিলেন। জল একদম স্থির হয়ে গেল, বাইরে থেকে কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না, সেই জলের ভিতরে কোনও মানুষ আছেন।

একজন মাংস বিক্রেতা ব্যাধ দুর্যোধনকে চিনত। বটগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দুর্যোধনের দ্বৈপায়নের জলে প্রবেশ এবং জলস্তম্ভন সমস্ত ঘটনাটি সে দেখছিল। প্রচুর পুরস্কারের লোভে সে যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে সকল বৃত্তান্ত জানাল। যুধিষ্ঠির ব্যাধকে পুরস্কৃত করে ভ্রাতাদের ও কৃষ্ণকে নিয়ে দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে উপস্থিত হলেন। যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে ভর্ৎসনা করে আত্মপ্রকাশ করতে বললেন, "সসাগরা পৃথিবীর বীরদের মৃত্যু ঘটিয়ে দুর্যোধন চোরের মতো আত্মগোপন করে আছেন কেন?" দুর্যোধন জলের ভিতর থেকেই বললেন, "আত্মীয়স্বজন ও সুহৃদদের মৃত্যুর পর তাঁর আর রাজ্য প্রয়োজন নেই। যুধিষ্ঠির রাজ্যগ্রহণ করুন। তিনি প্রব্রজ্যা নেবেন।" যুধিষ্ঠির তিরস্কার করে বললেন, "তুমি রাজ্য দান করবে কী করে, তুমি তো ভিখারি। গর্ব করে বলেছিলে বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচ্যগ্র মেদিনী। তোমার কথা সত্য করতেই আমরা তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছি। তোমাকে বধ করে, আমরা মেদিনী ভোগ করব।"

দুর্যোধন চিরকালই অত্যন্ত অভিমানী লোক। তিনি কখনও কারও ভর্ৎসনা শোনেননি। তিনি জল থেকে উঠে এসে জানালেন যে, তাঁর অশ্ব, রথ, বর্ম কিছুই নেই, তিনি কীভাবে যুদ্ধ করবেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে অশ্ব, রথ, বর্মাদি দিলেন এবং যে কোনও একজন পাণ্ডবকে যুদ্ধে পরাজিত করতে আহ্বান করলেন। অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে দুর্যোধন ভীমসেনের সঙ্গে গদাযুদ্ধের প্রস্তাব করলেন। যুদ্ধ আরম্ভের ঠিক পূর্বমুহূর্তে কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলরাম সেখানে উপস্থিত হলেন। ভীমসেন ও দুর্যোধন—দু'জনেই তাঁর গদাযুদ্ধের শিষ্য। বলরাম দ্বৈপায়নে যুদ্ধ না করে কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে গিয়ে যুদ্ধ করার প্রস্তাব দিলেন। কারণ কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে গিয়ে যুদ্ধ করলে, মৃত্যু ঘটলে স্বর্গবাস সুনিশ্চিত। বলরামের কথা শুনে দুর্যোধন ও পাণ্ডবপক্ষ কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে সরস্বতী নদীর তীরে উপস্থিত হলেন।]

সরস্বতী নদীর দক্ষিণ দিকে অন্য একটি উত্তম তীর্থ আছে; সেই অনাবৃত স্থানে তাঁরা যুদ্ধ করবার ইচ্ছা করলেন। তারপর বর্মধারী ভীমসেন বিশাল গদা ধারণ করে, গরুড়ের মতো আকৃতি ধারণ করলেন। এদিকে স্বর্ণময় বর্ম ও শিরস্ত্রাণধারী দুর্যোধন সুমেরু পর্বতের মতো শোভা পেতে লাগলেন এবং ক্রোধে আরক্তনয়ন হয়ে নিশ্বাস ত্যাগ করতে করতে ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয় লেহন করতে লাগলেন। তখন বলবান রাজা দুর্যোধন গদাধারণপূর্বক ভীমের দিকে দৃষ্টিপাত করে এক হস্তী যেমন অপর হস্তীকে আহ্বান করে, সেইরকম ভীমকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। একইভাবে বলবান ভীমও লৌহময়ী গদা ধারণ করে, বনে এক সিংহ যেমন অপর সিংহকে আহ্বান করে, সেইরকম দুর্যোধনকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। তখন ভীম ও দুর্যোধন গদা তুলে ধরে শৃঙ্গযুক্ত দুটি পর্বতের মতো রণস্থলে প্রকাশ পেতে লাগলেন। তাঁরা দু'জনেই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং ভয়ংকর পরাক্রমশালী ও গদাযুদ্ধে বুদ্ধিমান বলরামের শিষ্য ছিলেন। দু'জনেই ময়দানব ও ইন্দ্রের তুল্য কার্য করতে পারতেন এবং বরুণের তুল্য কার্যকারী ও মহাবল ছিলেন। তাঁরা যুদ্ধে কৃষ্ণ, বলরাম, কুবের ও মধু ও কৈটভের সমান ছিলেন। দু'জনেই সুন্দ ও উপসুন্দ, রাম ও রাবণ এবং বালি ও সুগ্রীবের সদৃশ কার্য করতে সমর্থ ছিলেন। তাঁরা দু'জনেই রুদ্রের তুল্য ও যমের সমান সন্তাপকারী ছিলেন এবং দুটি মত্ত মহাহস্তীর মতো পরস্পরের প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন, আর শরৎকালে ঋতুমতী হস্তিনীর সঙ্গমার্থে দর্পশালী দুটি হস্তীর মতো মত্ত হয়ে গিয়েছিলেন। শত্রুদমনকারী ভীম ও দুর্যোধন—সর্প যেমন বিষ উদ্‌গার করে, সেইরকম ক্রোধ প্রকাশ করছিলেন এবং পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে থেকে সর্বপ্রকারে উৎসাহী হয়েছিলেন।

দু'জনেই ভরতবংশ শ্রেষ্ঠ, বিক্রমসমন্বিত ও গদাযুদ্ধে সিংহের মতো দুর্ধর্ষ ও শত্রুসন্তাপক ছিলেন। তাঁরা দু'জনেই দুটি মত্তহস্তীর মতো পরস্পর জয় করবার ইচ্ছা করছিলেন এবং নখ ও দন্ত শস্ত্রধারী দুটি ব্যাঘ্রের মতো অন্যের দুঃসহ ছিলেন। তাঁরা দু'জনেই মহারথ ও প্রলয়কালে উদ্বেলিত দুটি সমুদ্রের মতো দুস্তর ছিলেন, আর ক্রুদ্ধ দুটি মঙ্গলগ্রহের মতো পরস্পরের সন্তাপ জন্মাচ্ছিলেন। বর্ষাকালে বায়ু সঞ্চালিত পূর্ব ও পশ্চিম দিগবর্তী ভীষণ গর্জনকারী ও বর্ষণকারী দুটি মেঘের মতো তাঁরা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলেন। মহাবাহু ভীম ও দুর্যোদন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দুটি ব্যাঘ্রের ন্যায়, গর্জনকারী দুটি মেঘের তুল্য এবং কেশরযুক্ত দুটি সিংহের সদৃশ, পরস্পর হর্ষ প্রকাশ করতে লাগলেন। মহাত্মা ভীম ও দুর্যোধন, অতিশয় ক্রুদ্ধ দুটি হস্তীর সমান, প্রজ্বলিত দুটি অগ্নির সদৃশ এবং শৃঙ্গযুক্ত দুটি পর্বতের মতো দৃষ্টিগোচর হতে থাকলেন। ক্রোধকম্পিত ওষ্ঠ, পরস্পর নিরীক্ষণকারী, মহাত্মা ও নরশ্রেষ্ঠ ভীম এবং দুর্যোধন ক্রমে গদাহস্তে পরস্পর নিকটবর্তী হলেন। অথবা হ্রেষারবকারী উত্তম দুটি অশ্বের মতো, বৃংহিতধ্বনিকারী দুটি হস্তীর মতো, বলবীর্যে লোকসম্মত, ভীম ও দুর্যোধন দুজনেই যুদ্ধের জন্য অত্যন্ত আনন্দিতচিত্ত হলেন।

ক্রমে নরশ্রেষ্ঠ ভীম ও দুর্যোধন দুটি বৃষের মতো গর্জন করতে লাগলেন এবং দুটি দৈত্যের মতো বলে উন্মত্তের মতো হয়ে উঠলেন। তখন দুর্যোধন, মহাত্মা কৃষ্ণ ও ভ্রাতৃগণের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বললেন, 'অমিত শক্তিশালী রাম—মহাত্মা পাঞ্চালগণ, কেকয়গণ ও সৃঞ্জয়গণরক্ষিত যুধিষ্ঠিরের প্রতি উদার মনোভাবাপন্ন বাক্যই বলেছেন। সুতরাং

আপনারা সকলে নিকটে বসে, আমার ও ভীমের এই যুদ্ধ দর্শন করুন।" দুর্যোধনের কথা শুনে, সকলেই সেইরূপ করলেন। তখন দেখা গেল উপবিষ্ট রাজসমূহ আকাশে সূর্যমণ্ডলের মতো শোভা পাচ্ছেন। সুন্দর মূর্তি, নীলবস্ত্রধারী মহাবাহু বলরাম সেই বীরগণ ও রাজগণের মধ্যে উপবেশন করে, রাত্রিকালে নক্ষত্র পরিবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের মতো শোভা পেতে লাগলেন; তখন সকল দিকে সকলেই তাঁর সম্মান করতে থাকলেন। অন্যের পক্ষে অতি দুঃসহ ও গদাধারী ভীম এবং দুর্যোধন ভীষণ বাক্যদ্বারা পরস্পর ভর্ৎসনা করতে থেকে, যুদ্ধের নিয়মে দাঁড়ালেন। ক্রমে কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীম ও দুর্যোধন পরস্পর অপ্রিয় বাক্য সকল বলে, রণস্থলে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের মতো একে অপরকে দেখতে লাগলেন।

তখন মেঘের ন্যায় বলবান ও গম্ভীরস্বর দুর্যোধন আনন্দ সহকারে মহাবৃষের মতো গর্জন করে, যুদ্ধ করবার জন্য ভীমসেনকে আহ্বান করলে অতিভীষণ নানাবিধ দুর্লক্ষণ সকল আবির্ভূত হতে লাগল। নির্ঘাতের (বায়ুকর্তৃক আহত বায়ুপতনের নাম—নির্ঘাত) সঙ্গে বায়ু বইতে লাগল, ধূলিবৃষ্টি হতে থাকল এবং সমস্ত দিকই অন্ধকারে আবৃত হয়ে গেল। বিশাল শব্দকারী, তুমুল, লোমহর্ষণ শত শত উল্কা ভূতল যেন বিদীর্ণ করতে থেকে, আকাশ থেকে পড়তে লাগল। রাহু অমাবস্যার অনির্দিষ্টকালে সূর্যকে গ্রাস করল এবং বনবৃক্ষের সঙ্গে ভূমি কাঁপতে লাগল; ভূমিস্থিত সকল পদার্থেরই মহাকম্পন হতে লাগল। শর্করবর্ষী রুক্ষ বায়ু নীচ দিয়ে বইতে লাগল এবং পর্বতশৃঙ্গসকল ভূতলে পতিত হতে থাকল। নানা বিচিত্রবর্ণ হরিণসকল দশ দিকে বিচরণ করতে লাগল এবং উজ্জ্বলমূর্তি ও ভীষণমুখ শৃগালসমূহ ভয়ংকর রব করতে লাগল। অতিভয়ংকর ও লোমহর্ষণ নির্ঘাত হতে লাগল এবং অমঙ্গলসূচক পশুগণ দিকে দিকে বিচরণ করতে লাগল। সকল দিকের জলাশয়ের জল স্ফীত হয়ে উঠল এবং আকস্মিক বিশাল শব্দসকল শোনা যেতে লাগল। এই সমস্ত দুর্লক্ষণ দেখে ভীমসেন জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "এই অল্পবুদ্ধি দুর্যোধন যুদ্ধে আমাকে জয় করতে সমর্থ হবে না। কিন্তু চিরকাল আমি যে ক্রোধ মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম, তা আজ প্রকাশ করব। পাণ্ডুনন্দন! খাণ্ডববনে যেমন অগ্নি ছিল, সেইরকম এ যাবৎ কুরুরাজ দুর্যোধনের বিষয়ে আপনার হৃদয়ে যে ক্রোধশেল ছিল, তা আজ আমি উদ্ধার করব। গদাদ্বারা আজ এই কুরুকুলাধমকে, এই পাপাত্মাকে বধ করে, আপনাকে কীর্তিময়ী মালা পরিয়ে দেব। আজ এই গদাদ্বারা পাপকর্মা দুর্যোধনকে বধ করে, তার দেহটাকে শতভাগে বিচ্ছিন্ন করব। এই দুরাত্মা আর হস্তিনানগরে প্রবেশ করতে পারবে না।

> সর্পোৎসর্গস্য শয়নে বিষদানস্য ভোজনে।
> প্রমাণকোট্যাং পাতস্য দাহস্য জতুবেশ্মনি ৷৷
> সভায়ামবহাসস্য সর্বস্বহরণস্য চ।
> বর্ষমজ্ঞাতবাসস্য বনবাসস্য চানঘ! ৷৷ শল্য : ৫২ : ২০-২১ : ৷৷

"আমার শয্যায় সর্পনিক্ষেপ, আমার খাদ্যে বিষমিশ্রণ, প্রমাণকোটি গ্রামে আমাকে নিদ্রিত অবস্থায় জলে নিক্ষেপ, জতুগৃহে আমাদের দগ্ধ করবার উপক্রম। দ্যূতসভায় আমাদিগকে উপহাস, আমাদের সর্বস্ব হরণ, দ্বাদশ বৎসর বনবাস—এই সকল ব্যাপার চেষ্টা করায়, আমি

একদিনেই সেই সকল দুঃখের অবসান করব এবং নিজের কাছে জমে থাকা ঋণ আজ পরিশোধ করব। আজ দুর্মতি ও অশিক্ষিতবুদ্ধি দুর্যোধনের আয়ু ও মাতাপিতার দর্শন সমাপ্ত হবে। আজ দুর্মতি দুর্যোধনের রাজ্যসুখভোগ ও রমণীগণের দর্শন শেষ হবে। আজ কুরুরাজ শান্তনুর বংশদূষক এই পাপাত্মা প্রাণ, সম্পদ ও রাজ্য পরিত্যাগ করে ভূতলে শয়ন করবে। আজ রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রকে নিহত শ্রবণ করে—শকুনির বুদ্ধি অনুযায়ী যে সমস্ত কাজ করেছিলেন, সেই সমস্ত অমঙ্গলজনক কাজ স্মরণ করবেন।”

এই বলে, বলবান ভীমসেন গদা নিয়ে পূর্বকালে ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে আহ্বান করেছিলেন, সেইরকম দুর্যোধনকে আহ্বান করে, যুদ্ধের জন্য অবস্থান করলেন। দুর্যোধন গদা তুলে, কৈলাস পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন দেখে ভীমসেন ক্রুদ্ধ হয়ে আবার বললেন, “দুরাত্মা দুর্যোধন! বারণাবত নগরে যা ঘটেছিল, রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তোমার সেই দুষ্কার্য এখন স্মরণ করো। তুমি ও শকুনি দ্যূতসভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীর যে কষ্ট দিয়েছিলে এবং রাজা যুধিষ্ঠিরকে যে প্রতারণা করেছিলে, তা এখন স্মরণ করো। দুর্মতি! আমরা তোমার প্রদত্ত যে বনবাসের মহাদুঃখ পেয়েছি এবং জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়েই যেন বিরাটনগরে যে অজ্ঞাতবাসের কষ্টভোগ করেছি, আজ সে সমস্ত দুঃখকষ্টের প্রতিশোধ দেব। কারণ, আজ তুমি ভাগ্যবশত আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছ। প্রতাপশালী ও রথীশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম তোমার জন্যই শিখণ্ডীকর্তৃক আহত হয়ে ওই শরশয্যায় শয়ন করে আছেন। দ্রোণ, কর্ণ, প্রতাপশালী শল্য এবং বৈরানলের প্রথম প্রবর্তক সুবলপুত্র শকুনিও নিহত হয়েছেন। দ্রৌপদীর ক্লেশদাতা পাপাত্মা প্রতিকামী নিহত হয়েছে এবং বীর ও বিক্রম সহকারে যুদ্ধ করে তোমার ভ্রাতারাও নিহত হয়েছে। তোর জন্যই এই সকল রাজা ও অন্যান্য বহুতর রাজা যুদ্ধে নিহত হয়েছেন; আজ তোকেও বধ করব, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।”

ভীমসেন উচ্চ স্বরে এরূপ বলতে লাগলে, নির্ভয়চিত্ত ও যথার্থ বিক্রমশালী ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র দুর্যোধন বললেন, “কুরুকুলাধম বৃকোদর! বহু আত্মশ্লাঘা করবার প্রয়োজন কী? তুই যুদ্ধ কর, আজ তোর যুদ্ধের লালসা দূর করব। আরে ক্ষুদ্র! তুই বা তোর মতো লোক যেভাবে কেবল বাক্যদ্বারা সামান্য ব্যক্তির ভয় উৎপাদন করে, সে ভাবে দুর্যোধনের ভয় উৎপাদন করতে পারবি না। আমি চিরকাল তোর সঙ্গে গদাযুদ্ধ করবার ইচ্ছা করে আসছি; আজ ভাগ্যবশত দেবতারা তা ঘটিয়ে দিয়েছেন। দুর্মতি ভীম! কেবল বাক্যদ্বারা বহু বিষয় বলবার বা গর্ব প্রকাশ করবার প্রয়োজন কী? এখন কর্মদ্বারা এই বাক্য সফল কর, বিলম্ব করিস না।” দুর্যোধনের সেই বাক্য শুনে, রাজারা, সোমকেরা এবং অন্যান্য যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন। তারপর সকলের প্রশংসা শুনে, রোমাঞ্চিত দেহে, দুর্যোধন পুনরায় যুদ্ধে বুদ্ধি স্থির করলেন। পরে রাজারা করতল ধ্বনিদ্বারা মত্তহস্তীর ন্যায় অসহিষ্ণু দুর্যোধনকে আরও আনন্দিত করলেন।

তখন মহাবল পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন গদা উত্তোলন করে, দুর্যোধনের অভিমুখে ধাবিত হলেন। সেই সময় হস্তী সকল বৃংহিতধ্বনি করতে লাগল, অশ্বগণ হ্রেষারব করতে থাকল এবং জয়াভিলাষী পাণ্ডবগণের উত্তোলিত অস্ত্রগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ভীমসেনকে সেইভাবে আসতে দেখে দুর্যোধন অকাতর চিত্তে গর্জন করতে করতে তাঁর দিকে ধাবিত

হলেন। ক্রমে তাঁরা দু'জনে শৃঙ্গযুক্ত দুটি মহাবৃষের ন্যায় পরস্পরের উপর পতিত হলেন এবং মহানির্ঘাত শব্দের মতো তাঁদের গদাপ্রহারের শব্দ হতে লাগল। ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের যুদ্ধের ন্যায় তাঁরা পরস্পরকে আঘাত করতে লাগলেন। তখন রক্তাক্তগাত্র, মহাবল, গদাধারী এবং অকাতরচিত্তে ভীম ও দুর্যোধন পুষ্পসমন্বিত দুটি কিংশুকবৃক্ষের মতো দেখাতে লাগলেন। অতিদারুণ সেই মহাযুদ্ধ সেইভাবে চলতে লাগলে, গগনমণ্ডল খদ্যোতসমূহের মতো অগ্নি স্ফুলিঙ্গে প্রকাশ পেতে থাকল। তুমুল যুদ্ধে উভয়েই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লে—কিছুকাল বিশ্রাম করে পরস্পর আবার আঘাতে প্রবৃত্ত হলেন। মহাবল, বিশ্রান্ত, নরশ্রেষ্ঠ ও ঋতুমতী হস্তিনীর সঙ্গমের জন্য মদমত্ত দুটি বলবান হস্তীর ন্যায় সমান বলশালী ভীম ও দুর্যোধনকে দেখে এবং তাঁদের দুটি উত্তোলিত গদা দেখে, আকাশে দেবতা ও গন্ধর্বেরা এবং ভূতলস্থিত মনুষ্যেরা অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হলেন। উভয় যোদ্ধার মধ্যে কে জয়ী হবেন, তা নিয়ে সেস্থানের উপস্থিত ব্যক্তিদের সন্দেহ জন্মাল।

সেই সময়ে বলিশ্রেষ্ঠ ভীম ও দুর্যোধন দুই ভ্রাতা পরস্পরের ছিদ্র লাভ করবার জন্য সেই ছিদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। তারপর ভীমসেন যখন গদা ঘোরাতে লাগলেন, তখন কিছুকাল ভীষণ ও তুমুল শব্দ হতে লাগল। ভীমসেন অতুলনীয় বেগসম্পন্ন সেই গদা অতি দ্রুত ঘোরাচ্ছেন দেখে দুর্যোধনের বিস্ময় জন্মাল। বীর ভীমসেন তখন নানাবিধ পথে বিচরণ এবং মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করতে থেকে অত্যন্ত শোভা পেতে লাগলেন। তাঁরা পরস্পরের নিকটবর্তী হয়ে এবং আত্মরক্ষায় যত্নবান থেকে খাদ্যলাভের জন্য দুটি বিড়ালের মতো মুহুর্মুহু প্রহার করতে থাকলেন। ভীমসেন নানাবিধ পথে গমন, মণ্ডলাকারে বিচিত্র ভ্রমণ, অগ্রগমন এবং পশ্চাৎ অপসরণ করতে লাগলেন। অস্ত্রনির্মিত যন্ত্রের ন্যায় বিচিত্র গমন, নানাপ্রকারে অবস্থান, পিছনে সরে প্রহার এড়ানো, পাশে সরে প্রহার এড়ানো, প্রতিপ্রহার করে প্রহার নিষ্ফল করা, অভিমুখে ধাবিত হওয়া, হস্ত ও চরণ ধরে আকর্ষণ করা, আকর্ষণ করলেও যুদ্ধ করতে থেকে পূর্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকা, একজন পিছনে সরলে অন্যজনের সম্মুখে আগমন, অবনত হয়ে লাফাতে লাফাতে যাওয়া, উঁচু হয়ে লাফাতে লাফাতে যাওয়া উল্লম্ফন ও প্রলম্ফন ইত্যাদি করতে থেকে, গদাযুদ্ধ বিশারদ ভীম ও দুর্যোধন পরস্পরকে আঘাত করতে লাগলেন। কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীম ও দুর্যোধন পরস্পরকে আঘাত করতে লাগলেন। তাঁরা পরস্পরকে বঞ্চনা করতে থেকে এবং পরস্পর যেন খেলা করতে করতে পুনরায় বিচরণ করতে থাকলেন। শত্রুদমনকারী ভীম ও দুর্যোধন সকলদিকে রণস্থলে যুদ্ধক্রীড়া দেখাতে দেখাতে গদাদ্বারা বেগে পরস্পরকে আঘাত করতে লাগলেন।

দুটি হাতি যেমন দন্তদ্বারা পরস্পবে আঘাত করে, সেইরূপ তাঁরা গদাদ্বারা পরস্পর আঘাত করে, রক্তাক্তদেহ হয়ে, শোভা পেতে থাকলেন। দিবাবসান সময়ে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের মতো ভীম ও দুর্যোধনের ভীষণ ও নিষ্ঠুর যুদ্ধ অবাধে চলতে লাগল। তারপর তাঁরা গদাধারণ করে মণ্ডলীভূত অবস্থায় অবস্থান করতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে বলবান দুর্যোধন দক্ষিণভাগে এবং ভীমসেন বামভাগে রইলেন। ভীমসেন সেইভাবে রণস্থলে বিচরণ করতে থাকলে, দুর্যোধন গদাদ্বারা তাঁর পার্শ্বদেশে আঘাত করলেন। দুর্যোধন সেইভাবে আঘাত করলে, ভীমসেন সে আঘাত অগ্রাহ্য করে, নিজের বিশাল গদাটি ঘোরাতে লাগলেন। তখন

ইন্দ্রের বজ্রের তুল্য এবং যমের দণ্ডের সদৃশ ভীষণ ভীমের সেই উত্তোলিত গদাটি সকলে দেখতে থাকল। তেজস্বী দুর্যোধন রণস্থলের বিভিন্ন স্থানে নানাবিধ পথে বিচরণ ও মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করতে থেকে, ভীমের থেকে অধিক শোভা পেতে লাগলেন। ভীমকর্তৃক মহাবেগে ঘূর্ণিত বিশাল, উত্তম ও মহাশব্দযুক্ত সেই গদাটি ধূম ও শিখার সঙ্গে অগ্নি আবিষ্কার করতে থাকল।

ভীমসেন গদা ঘোরাচ্ছেন দেখে, দুর্যোধন লৌহময়ী বিশাল গদা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, অত্যন্ত শোভা পেতে লাগলেন। মহাবল দুর্যোধনের গদার বায়ুর বেগ দেখে, সোমক ও পাণ্ডবগণের হৃদয়ে ভয় প্রবেশ করল। দুর্যোধন ভীমসেনকে তখনও অবস্থিত দেখে নানা প্রকার ভঙ্গিতে গমন করতে করতে তাঁর প্রতি ধাবিত হলেন। তখন ক্রুদ্ধ ভীমসেন গদাদ্বারা সর্বতোভাবে ক্রুদ্ধ দুর্যোধনের মহাবেগা ও স্বর্ণপট্টবেষ্টিতা সেই গদার উপরে আঘাত করলেন। দুটি বজ্রের পরস্পর আঘাতজনিত শব্দের ন্যায় সেই গদা দুটির পরস্পর আঘাতজনিত শব্দ ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আবির্ভূত হল। ভীমসেন নিক্ষিপ্ত বেগবতী সেই গদাটা ভূতলে পতিত হলে, সেই ভূমি কেঁপে উঠল। দুর্যোধন নিজের গদা প্রতিহত হল দেখে তা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি ভীমসেনকে বধ করার জন্য কৃতনিশ্চয় হয়ে, বাঁদিকে নিজের গদাটি মণ্ডলাকারে ঘুরিয়ে, সেই ভীষণবেগযুক্ত গদাদ্বারা ভীমসেনের মস্তকে আঘাত করলেন। কিন্তু সেই আঘাতেও ভীমসেন বিচলিত হলেন না। ভীমসেন সেরূপ আহত হয়েও এক পা থেকে অন্য পায়ে যে সরলেন না, সমস্ত সৈন্যই সেই আশ্চর্য ব্যাপারের প্রশংসা করল। তখন ভয়ংকর পরাক্রমশালী ভীমসেন স্বর্ণপট্টবেষ্টিত ও উজ্জ্বল বিশাল গদাটিকে দুর্যোধনের উপর নিক্ষেপ করলেন। মহাবল দুর্যোধন অবিচলিত থেকে, সত্বর অপসৃত হয়ে, ভীমের সেই প্রহারটিকে ব্যর্থ করলেন; তা দেখে সেখানকার লোকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। ভীমসেন-নিক্ষিপ্ত, সেই ভয়ংকর গদাটি ভূতলে পড়ে রণস্থল কাঁপিয়ে দিল।

ক্রমে মহাবল ও কৌরবশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ভীমকে বঞ্চিত জেনে, তিনি আবারও প্রহার করবেন বুঝে, পেচকের গতিভঙ্গি অবলম্বন করে, বারবার লাফিয়ে উঠতে থেকে, আপন গদাদ্বারা ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে আঘাত করলেন। দুর্যোধন আঘাত করলে ভীমসেন মূর্ছিতপ্রায় হয়ে পড়লেন এবং নিজের কর্তব্য স্থির করতে পারলেন না। ভীমসেনের সেই অবস্থা দেখে পাণ্ডব ও সোমকেরা জয়ে নিরাশ ও বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। কিন্তু দুর্যোধনের সেই প্রহার হস্তীর মতো ভীমসেনের ক্রোধ উৎপাদন করল। তিনি হস্তীর মতো হস্তীতুল্য দুর্যোধনের দিকে ধাবিত হলেন। সিংহ যেমন বন্যহস্তীর দিকে ধাবিত হয়, সেইরকম ভীমসেন গদা নিয়ে দুর্যোধনের দিকে বলপূর্বক ধাবিত হলেন। গদানিক্ষেপ-নিপুণ ভীমসেন নিকটবর্তী হয়ে, আপন শত্রু দুর্যোধনের দিকে লক্ষ্য রেখে গদা ঘূর্ণিত করতে করতে দুর্যোধনের পার্শ্বদেশে প্রচণ্ড আঘাত করলেন। তখন দুর্যোধন জানুযুগল পেতে ভূমি অবলম্বন করলেন। সৃঞ্জয়গণ আনন্দে মহাকোলাহল করতে লাগলেন। সেই আনন্দ কোলাহলে অসহিষ্ণুতাবশত দুর্যোধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তখন মহাবাহু দুর্যোধন গাত্রোত্থান করে, মহাসর্পের মতো শ্বাসত্যাগ করতে থেকে, নয়নযুগল দ্বারা ভীমসেনকে যেন দগ্ধ করবার ইচ্ছা করে, তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। তারপর ভীমসেনের মস্তক চূর্ণ করবার জন্য তাঁর

দিকে ধাবিত হলেন। তখন মহাবল ও ভীষণ পরাক্রমশালী দুর্যোধন গিয়ে গদাদ্বারা ভীমসেনের ললাটের উপরিভাগে আঘাত করলেন; কিন্তু ভীমসেন তাতে পর্বতের মতো অবিচলিত রইলেন। তাঁর ললাট থেকে রক্ত ঝরে পড়তে লাগল। তিনি মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় অধিক শোভা পেতে লাগলেন। তারপর শত্রুহন্তা ভীমসেন লৌহময়ী, বীরনাশিনী এবং বজ্র ও বিদ্যুতের ন্যায় গদাধারণ করে, বিক্রমের সঙ্গে সবলে দুর্যোধনের দেহে আঘাত করলেন। ভীমসেনের সেই আঘাতে বর্মধারী দুর্যোধন বনমধ্যে বায়ুবেগে তাড়িত ও পুষ্পসমন্বিত বিশাল শালবৃক্ষের ন্যায় ঘুরতে লাগলেন। দুর্যোধনকে ভূতলে পতিত দেখে, পাণ্ডবেরা আনন্দিত হয়ে কোলাহল করতে লাগলেন। তখনই দুর্যোধন চৈতন্যলাভ করে, হস্তী যেমন হ্রদ থেকে গাত্রোত্থান করে, সেইরকম ভূতল থেকে গাত্রোত্থান করলেন। সর্বদা কোপান্বিত মহারথ রাজা দুর্যোধন শিক্ষিতের মতো ভ্রমণ করতে থেকে, সম্মুখবর্তী ভীমসেনকে আঘাত করলেন। ভীমসেন বিহ্বল হয়ে ভূতলে পতিত হলেন। দুর্যোধন সেইভাবে বলপূর্বক ভীমসেনকে ভূতলে নিপাতিত করে, সিংহনাদ করলেন এবং বজ্রতুল্য গদার আঘাতে ভীমের বর্মটিকে বিদীর্ণ করলেন। তখন আকাশে দেবগণ ও অপ্সরাগণ আনন্দধ্বনি করতে থাকল, সেখানে মহাকোলাহল হতে লাগল এবং ঊর্ধ্ব থেকে দেবনিক্ষিপ্ত উত্তম পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল।

সেই সময়ে ভীমসেন পতিত হয়েছেন। দুর্যোধন সবলই আছেন এবং ভীমসেনের বর্ম বিদীর্ণ হয়েছে, এইসব দেখে পাণ্ডবগণের গুরুতর ভয় জন্মাল। কিছুকাল পরে ভীমসেন চৈতন্য লাভ করে, নিজের রক্তাক্ত মুখমণ্ডল মুছে, ধৈর্য অবলম্বনপূর্বক চিত্ত স্থির করে দুর্যোধনের দিকে চোখ ফিরিয়ে তাকালেন। এদিকে যমতুল্য নকুল ও সহদেব এবং বলবান ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি—দুর্যোধনকে আহ্বান করে "এই আমি তোমাকে বধ করছি, এই আমি তোমাকে বধ করছি" এই কথা বলে দুর্যোধনের দিকে ধাবিত হওয়ার উপক্রম করলেন। তখন বলবান ভীমসেন তাঁদের নিবৃত্ত করে, শ্রম ও কম্প তিরোহিত হলে, যমের মতো পুনরায় দুর্যোধনের দিকে ধাবিত হলেন। কৌরব প্রধান ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে অর্জুন যশস্বী কৃষ্ণকে বললেন, "জনার্দন, এই যুধ্যমান বীর দু'জনের মধ্যে কে প্রধান? এবং এদের মধ্যে কার কোন গুণই বা অধিক তা বলো।" কৃষ্ণ বললেন, "গুরুর উপদেশ এঁদের দু'জনেরই সমান। কিন্তু ভীমসেন অধিক বলবান, আর ভীমসেন অপেক্ষা দুর্যোধন গদাযুদ্ধে অধিক যত্নবান ও নিপুণ। অতএব ভীমসেন ন্যায় অনুসারে যুদ্ধ করলে দুর্যোধনকে জয় করতে পারবেন না; কিন্তু অন্যায়ভাবে যুদ্ধ করে অবশ্যই দুর্যোধনকে বধ করতে পারবেন। দেবতারা কূটকৌশলে অসুরগণকে বধ করেছিলেন আর ইন্দ্রও কূটকৌশলেই বিরোচনকে পরাজিত করেছিলেন। আবার ইন্দ্র কূটকৌশলেই বৃত্রাসুরের তেজ নষ্ট করেছিলেন। সুতরাং ভীমসেন কূটকৌশলবহুল পরাক্রমই অবলম্বন করুন। অর্জুন, ভীমসেন দ্যূতক্রীড়ার সময়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, 'দুর্যোধন, আমি গদাদ্বারা তোর ঊরুযুগল ভগ্ন করব।' ভীমসেন তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করুন; কূটকৌশলী দুর্যোধনকে কূটকৌশলেই বধ করুন। ভীমসেন যদি ন্যায় অনুসারে যুদ্ধ করেন, তা হলে রাজা যুধিষ্ঠির বিষম বিপদে পড়বেন। আমি আবার বলছি, ধর্মরাজের অপরাধে পুনরায় আমাদের ভয় উপস্থিত হয়েছে।

অতি গুরুতর ব্যাপারের অনুষ্ঠান করে ভীষ্ম প্রভৃতি কৌরবগণকে বধ করে উত্তম যশও লাভ করা গিয়েছিল এবং শত্রুতারও প্রতিশোধ দেওয়া হয়েছিল। জয় প্রায় হস্তগত হয়েছিল, এমন অবস্থায় ধর্মরাজ পুনরায় তাঁকে সংশয়াপন্ন করেছেন। এটা ধর্মরাজের অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতাই হয়েছে। 'দুর্যোধন, তুমি আমাদের একজনকে জয় করতে পারলেই তোমার জয় হবে' এইরূপে ধর্মরাজ যুদ্ধে ভয়ংকর পণ রেখেছেন। কারণ, দুর্যোধন গদাযুদ্ধে নিপুণ, বীর এবং মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করছেন। পূর্বকালে শুক্রাচার্য বলেছিলেন, 'জীবনার্থী, হতাবশিষ্ট, যোদ্ধারা পরাজিত হয়ে, আবারও ফিরে আসলে, অবশ্যই তাঁদের ভয় করতে হবে। কারণ, তাঁরা তখন মরণে কৃতনিশ্চয় হয়েই ফিরে এসে থাকেন।' অর্জুন, শত্রুরা আপনার জীবনে নিরাশ হয়ে, বেগে এসে পড়লে তাঁরা ইন্দ্রেরও অসহ্য হন।

"দুর্যোধনের সমস্ত সৈন্য নিহত হয়েছে, তিনি নিজেও পরাজিত হয়েছেন, এ অবস্থায় তিনি দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ করেছিলেন এবং সেখান থেকে রাজ্যলাভে নিরাশ হয়ে বনে যাবার ইচ্ছাই করছিলেন। তারপর, দুর্যোধন আমাদের বিজিত রাজ্য আবার হরণ না-করে, এই ধারণা করে কোনও বুদ্ধিমান লোক খুঁজে বার করে পুনরায় তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করেন? যে দুর্যোধন, 'ভীমের সঙ্গে অবশ্যই আমার গদাযুদ্ধ হবে' এই কৃতনিশ্চয় করে, ভীমকে বধ করবার ইচ্ছা করে, আজ ত্রয়োদশ বৎসর যাবৎ উপরের দিকে ও পার্শ্বদেশে গদাঘাতের অভ্যাস করে আসছেন। মহাবাহু ভীমসেন অন্যায়ভাবে সেই দুর্যোধনকে যদি বধ না করেন, তা হলে এই দুর্যোধনই পুনরায় তোমাদের রাজা হবেন।"

অর্জুন মহাত্মা কৃষ্ণের সকল কথা শুনে ভীমসেন দেখতে পান এমনভাবে হস্তদ্বারা নিজের বাম উরুর উপর আঘাত করলেন।

তারপর ভীমসেন চৈতন্য লাভ করে, গদাধারণপূর্বক রণস্থলে কখনও ঘুরে ফিরে, কখনও অন্যান্যভাবে বিচিত্র মণ্ডলাকারে বিচরণ করতে লাগলেন। ভীমসেন দুর্যোধনকে মুগ্ধ করেই যেন কখনও ডানদিকে, কখনও বাঁদিকে, কখনও গোমূত্রের প্রকারে ভ্রমণ করতে থাকলেন। দুর্যোধনও ভীমসেনকে বধ করবার ইচ্ছা করে, সেইরূপই বিচিত্রভাবে দ্রুত বিচরণ করতে লাগলেন। দুটি মহাপক্ষী যেমন মহাসর্পের মাংসের লোভে পরস্পরকে বধ করবার ইচ্ছা করে যুদ্ধ করে, সেইরকম মহাবীর ও পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীম ও দুর্যোধন শত্রুতার সমাপ্তি করার অভিপ্রায়ে পরস্পরকে বধ করার ইচ্ছা করে। চন্দন ও অগুরুরঞ্জিত ভীষণ দুটি গদা সঞ্চালন করতে থেকে, ক্রুদ্ধ দুই যমের মতো পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

বীর ও বলবান ভীম ও দুর্যোধন বায়ুসঞ্চালিত দুটি সমুদ্রের মতো রণস্থলে বিচিত্র মণ্ডলাকারে বিচরণ করতে থেকে, যখন পরস্পর সমানভাবে গদা প্রহার করতে লাগলেন, সেই গদা দুটি থেকে অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগল। দুটি মত্তহস্তীর ন্যায় ভীম ও দুর্যোধন সমানভাবে পরস্পর প্রহার করতে থাকলে, গদা দুটির পরস্পর আঘাতের গুরুতর শব্দ হতে লাগল। তখন সেই ভীষণ ও তুমুল প্রহার চলতে লাগল। শত্রুদমনকারী ভীম ও দুর্যোধন দু'জনেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেন। দু'জনেই সামান্য কিছু সময় বিশ্রাম করার পর আবার পরস্পরকে আঘাত করতে লাগলেন। প্রহারে প্রহারে তাঁদের শরীর জর্জরীভূত ও রক্তাক্ত হয়ে পড়ল; তখন তাঁদের হিমালয় পর্বতে পুষ্পসমন্বিত দুটি কিংশুক বৃক্ষের মতো দেখাতে

লাগল। ভীম এমন ভাব দেখালেন যে তিনি প্রহারের জন্য কিছু সময় চাইছেন। তখন দুর্যোধন মৃদু হাস্য করে ভীমের দিকে বেগে ছুটে গেলেন। দুর্যোধন কাছাকাছি হলে ভীম মহাবেগে তাঁর দিকে গদা নিক্ষেপ করলেন। দুর্যোধন সেই গদানিক্ষেপ দেখে, অতিদ্রুত সেই স্থান থেকে সরে গেলেন। বেগে সেই স্থান থেকে সরে, ভীমের প্রহার ব্যর্থ করে আপন গদাদ্বারা ভীমকে ভীষণ প্রহার করলেন। ভীমসেনের তেজ অসাধারণ হলেও দুর্যোধনের সেই গুরুতর প্রহারে রক্ত নির্গত হতে থাকায় তাঁর যেন মূর্ছা জন্মাল।

কিন্তু ভীমসেন যে পীড়িত হয়েছিলেন, তা দুর্যোধন বুঝতে পারেননি। কারণ ভীমসেনও অত্যন্ত পীড়িত নিজের শরীর যথাযথভাবেই ধারণ করছিলেন। সুতরাং দুর্যোধন মনে করেছিলেন, ভীম প্রহার করবেন বলেই তিনি সেই প্রহারের অপেক্ষা করছিলেন, নিজে প্রহার করেননি। তারপর প্রতাপশালী ভীমসেন কিছুক্ষণ পরে সুস্থ হয়ে, নিকটবর্তী দুর্যোধনের উপরে বেগে গিয়ে পতিত হলেন। মহামনা দুর্যোধন অমিততেজা ও ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে ছুটে আসতে দেখে, তার প্রহার ব্যর্থ করবার ইচ্ছা করে, দাঁড়িয়ে থাকবার ইচ্ছাই যেন দেখিয়ে ভীমসেনকে বঞ্চনা করবেন বলে, উপরের দিকে লাফিয়ে উঠবার ইচ্ছা করলেন। ওদিকে ভীমসেন দুর্যোধনের সেই অভিপ্রায় বুঝতে পারলেন; দুর্যোধনও মৃত্যুকে বঞ্চনা করে লম্ফ প্রদান করে উপরের দিকে উঠলেন, ভীমসেনও বেগে গিয়ে, সিংহের মতো গর্জন করে, মহাবেগে দুর্যোধনের উরুযুগলের উপর গদাঘাত করলেন। ভীমকর্মা ভীমসেন আঘাত করামাত্র বজ্রাঘাতের ন্যায় আঘাতকারিণী সেই গদাটি দুর্যোধনের মনোহর উরুযুগল ভগ্ন করল।

ভীমসেন উরুযুগল ভগ্ন করলে, নরশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন রণভূমি নিনাদিত করতে থেকে পতিত হলেন। রাজাধিরাজ বীর দুর্যোধন নিপতিত হলে, নির্ঘাতের সঙ্গে বায়ু বইতে লাগল, ধূলিবৃষ্টি হতে থাকল এবং বৃক্ষ ও পর্বতের সঙ্গে পৃথিবী কেঁপে উঠল। উজ্জ্বল উল্কাসকল বিশাল শব্দ করে নির্ঘাতের সঙ্গে পতিত হতে থাকল। ইন্দ্র রক্তধূলি বর্ষণ করতে লাগলেন। আকাশে যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচগণের বিশাল কোলাহল শোনা যেতে লাগল। পশু ও পক্ষীরা ঘোরতর শব্দ করতে থাকল। দুর্যোধনের পতনের পর অবশিষ্ট হস্তী, অশ্ব, মনুষ্য বিশাল আর্তনাদ করতে লাগল। ধ্বজধারী, অস্ত্রশালী ও শূলপাণি লোকেরা কাঁপতে লাগল। হ্রদ ও কূপসকল রক্ত উদ্‌গার করতে লাগল ও মহাবেগযুক্ত নদীগুলির স্রোত প্রতিকূলভাবে চলতে লাগল।

দুর্যোধন নিপতিত হলে স্ত্রীলোকেরা যেন পুরুষের মতো হয়ে উঠল এবং পুরুষেরা যেন স্ত্রীলোকের আচরণ শুরু করল। দেবগণ, গন্ধর্বগণ, অপ্সরাগণ ভীম ও দুর্যোধনের অদ্ভুত যুদ্ধের বিষয় আলোচনা করতে থেকে অভীষ্টস্থানে গমন করলেন। সিদ্ধগণ ও বায়ুভরগামী চারণগণ, নরশ্রেষ্ঠ ভীম ও দুর্যোধনের প্রশংসা করতে করতে, যথাস্থানে চলে গেল। তখন পাণ্ডবেরা সকলে দুর্যোধনকে উন্নত বিশাল শালবৃক্ষের মতো নিপাতিত দেখে, অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। সোমকেরা সকলেই রোমাঞ্চিত দেহে সিংহ নিপাতিত মত্তহস্তীর ন্যায় দুর্যোধনকে দেখতে লাগলেন। তারপর প্রতাপশালী ভীমসেন উরুভঙ্গ করে নিপতিত সেই কৌরবশ্রেষ্ঠের কাছে গিয়ে বললেন, "মূর্খ! দুর্মতি! তুই পূর্বে দ্যূতসভায় একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে উপহাস করতে থেকে, আমাদের যে 'গোরু'

'গোরু' বলেছিলি; আজ সেই উপহাসের সমস্ত ফলভোগ কর।" এই কথা বলে ভীমসেন বামচরণদ্বারা রাজশ্রেষ্ঠ দুর্যোধনের ললাটের উপরিভাগ স্পর্শ করলেন এবং সেই চরণদ্বারাই তাঁর মস্তকটি অনেকবার সঞ্চালিত করলেন। ভীমসেন আবার বললেন, "যে মূর্খরা পূর্বে আমাদের লক্ষ্য করে, 'গোরু' 'গোরু' বলে নৃত্য করেছিল, এখন আবার আমরা তাদের লক্ষ্য করে, 'গোরু' 'গোরু' বলে প্রতিনৃত্য করছি। আমাদের শঠতা নেই, অগ্নিদান নেই, দ্যূতক্রীড়া নেই এবং বঞ্চনাও নেই; কিন্তু আমরা আপন বাহুবল অবলম্বন করেই শত্রুগণকে বধ করে আসছি।" ভীষণ শত্রুতার শেষ করে ভীমসেন মৃদুহাস্যে যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ, অর্জুন, নকুল, সহদেব ও সৃঞ্জয়গণকে বললেন, "যারা সেই দ্যূতসভায় রজস্বলা দ্রৌপদীকে নিয়ে গিয়েছিল এবং যারা তাঁকে বিবস্ত্রা করবার চেষ্টা করেছিল; সেই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা দ্রৌপদীরই তপস্যার প্রভাবে পাণ্ডবদের হাতে নিহত হয়েছে, আপনারা দর্শন করুন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের যে ক্রূর পুত্রেরা পূর্বে আমাদের যে 'ষণ্ডতিল' বলেছিল, তারা সকলেই পরিজনগণ ও অনুচরদের সঙ্গে আমাদের হস্তে নিহত হয়েছে। এখন আমরা স্বর্গেই যাই, কিংবা নরকেই পড়ি, বিধাতার যা ইচ্ছা আমাদের তাই হোক।" পুনরায় ভীমসেন স্কন্ধস্থিত গদাটি হাতে ধরে, বামচরণদ্বারা ভূপতিত দুর্যোধনের মস্তকটিকে মর্দন করে তাকে 'শঠ' বলে তিরস্কার করলেন। কৌরবশ্রেষ্ঠ দুর্যোধনের মস্তকে ভীমসেন পদাঘাত করলে, ধর্মাত্মা সোমকশ্রেষ্ঠরা ভীমের এই কার্যের প্রশংসা করলেন না।

তখন যুধিষ্ঠির সেই অত্যন্ত আনন্দিত ভীমসেনকে বললেন, "ভীম তুমি সঙ্গত বা অসঙ্গত কার্যদ্বারা শত্রুতার প্রতিশোধ নিয়েছ এবং প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ করেছ। এখন অত্যাচার থেকে বিরত হও। নিষ্পাপ ভীমসেন, তুমি চরণ দ্বারা দুর্যোধনের মস্তকটিকে নিষ্পেষণ কোরো না। ধর্ম যেন তোমাকে অতিক্রম না করে। ইনি রাজা, তোমার জ্ঞাতি এবং প্রায় নিহত হয়ে আছেন; অতএব ওঁকে তোমার পদাঘাত করা সঙ্গত হয়নি। ইনি একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি, কুরুবংশের নেতা, কুরুদেশের রাজা এবং তোমার জ্ঞাতি ছিলেন; অতএব তুমি ওকে চরণদ্বারা স্পর্শ কোরো না। এর বন্ধুগণ, অমাত্যগণ নিহত হয়েছে এবং ইনি সৈন্যশূন্য হয়ে নিহত হয়েছেন। এর জন্য শোক করা উচিত, উপহাস করা উচিত নয়। এর অমাত্যগণ, ভ্রাতৃগণ, সন্তানগণ নিহত হয়েছেন; সুতরাং এর পিণ্ড লোপ পেয়েছে, নিজেও বিধ্বস্ত হয়েছেন এবং ইনি তোমার ভ্রাতা। অতএব এর পরে তোমার এই পদাঘাত করা উচিত হয়নি। ভীমসেন, পূর্বে লোকেরা বলত, 'ভীমসেন ধার্মিক' সুতরাং সেই তুমি কী করে চরণদ্বারা রাজাকে আক্রমণ করছ?"

যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে এই কথা বলে, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ ও শোককাতর হয়ে নিকটে গিয়ে মৃত্যুপথযাত্রী শত্রুদমনকারী দুর্যোধনকে বললেন, "বৎস তুমি অনুতাপ কোরো না এবং নিজের জন্য শোক কোরো না। কারণ, তুমি নিশ্চয়ই পূর্বকৃত অতিদারুণ কর্মের এই ফল অনুভব করছ। তুমি যে আমাদের বিনাশ করার ইচ্ছা করে আসছিলে এবং আমরাও যে তোমাকে ধ্বংস করবার ইচ্ছা করছিলাম, তা বিধাতার উপদিষ্ট, অশোভন, বিষম কর্মের ফল। ভরতনন্দন, লোভ, মত্ততা ও মূঢ়তাবশত নিজকৃত অপরাধের ফলে এই বিপদে পড়েছ। বয়স্যগণ, ভ্রাতৃগণ, পিতৃগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, বিনাশ করিয়ে তুমি নিজেও বিনষ্ট

হয়েছ। নিজের জন্য শোক কোরো না। তুমি শ্লাঘ্য মৃত্যুই পেয়েছ। আমরাই এখন শোকাহত অবস্থায় পড়লাম। কেন না আমরা এখন সেই প্রিয় বন্ধুগণবিহীন হয়ে সমস্ত অবস্থাতেই দীনভাবে দিন অতিবাহিত করব। ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণের বিধবা বধূরা শোকে আকুল হয়ে থাকবেন, সে অবস্থায়, আমি শোকে বিহ্বল হয়ে, কী প্রকারে তাদের দেখব। তুমি একাকী স্বর্গে চললে, কিন্তু আমরা 'নারকী' নাম ধারণ করে দারুণ দুঃখ ভোগ করব। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের বিধবা পুত্রবধূ ও পৌত্রবধূ প্রভৃতিরা শোকে আকুল হয়ে নিশ্চয় আমাদের নিন্দা করতে থাকবেন।"

যে মহামন্যুময় বৃক্ষের উল্লেখ অনুক্রমণিকায় করে ব্যাসদেব মহাভারত রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তার শাখা-প্রশাখা স্কন্ধ ক্রমাবধি বিনষ্ট হতে পাঠক দেখেছেন। প্রায় বৃক্ষটির মধ্যভাগ থেকেই। ভীমসেন গদাঘাতে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করলে বলরাম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন; কারণ, গদাযুদ্ধে নাভির নিম্নে প্রহার নিষিদ্ধ। কিন্তু দুর্যোধনের উরুভঙ্গ ঘটেছে সেইদিন, সেদিন দ্যূতক্রীড়া সভায় সমস্ত সভ্যতা-ভব্যতার রীতি লঙ্ঘন করে, শ্বশুর এবং গুরুজনদের সামনে দুর্যোধন দ্রৌপদীকে বাম উরুর বস্ত্র অনাবৃত করে দেখিয়েছিলেন। নারীকে বাম উরু অনাবৃত করে দেখালে সম্ভোগ বাসনা প্রকাশ করা হয়। স্বামীদের উপস্থিতিতেই শ্বশুর এবং গুরুজনদের সামনে দুর্যোধন এই কদর্যকাণ্ড করেছিলেন। দুর্যোধন পাপী এবং অনাচারী, সভ্যতার সমস্ত নিয়ম তিনি লঙ্ঘন করেছিলেন। এই অবস্থায় যে কোনও স্বামীই প্রতিশোধ নিত। ভীমও নিয়েছেন। তিনি দ্যূতসভায় শপথ করেছিলেন যে, দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করে শাস্তি দেবেন। প্রচণ্ড ক্রোধে তিনি যখন শপথ করছেন, তখন তাঁর গদাযুদ্ধের নিয়ম মনে থাকার কথা নয়। "যে অঙ্গ প্রদর্শন করে তুমি আমার স্ত্রীকে অপমান করলে, আমি সেই অঙ্গ বিনষ্ট করব।" এটি অতি সাধারণ প্রতিক্রিয়া। বলরাম একে নিয়মবিরুদ্ধ মনে করেছেন, কারণ পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা তাঁর স্মরণে ছিল না। ভীমসেনের খাদ্যে বিষদান করে অচেতন অবস্থায় জলে ফেলে দেওয়া, ভীমসেনকে সর্পদংশন করিয়ে মারবার চেষ্টা, বারণাবতে জতুগৃহে মাতা সমেত পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারবার চেষ্টা, দ্যূতসভায় রজস্বলা দ্রৌপদীর চরম লাঞ্ছনা, কূট দ্যূতে বিজয়ী হয়ে পাণ্ডবদের বনে পাঠানো, বনবাস ও অজ্ঞাতবাস কাল শেষ হলেও শর্তানুযায়ী পাণ্ডবদের রাজত্ব ফিরিয়ে না দেওয়া—কোনও ঘটনায় দুর্যোধন যথার্থ উচ্চবংশের বংশধরের পরিচয় দেননি। অথচ দুর্যোধন ব্যাসদেবের পৌত্র। তাঁর দেহে ব্যাসের রক্ত। জন্মমুহূর্তে পিতামহী সেই যে চোখ বন্ধ করেছিলেন, তাতে কেবলমাত্র ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হননি। দুর্যোধনও চিরকালের মতো জ্ঞাতিবর্গ সম্পর্কে ঘৃণায় অন্ধ হয়ে রইলেন। পিতার অন্ধত্ব তাঁর বিচারে নিয়তির অন্যায় বিচার, পিতা রাজ্য পেলেন না। মাতৃগর্ভে তিনি এলেন আগে কিন্তু জন্ম হল আগে যুধিষ্ঠিরের—এও নিয়তির অবিচার। এই অবিচার মেনে নিতে পারেননি দুর্যোধন।

উরুভঙ্গ দুর্যোধনের অনিবার্য ছিল। তাঁর দেহগঠন করেছিলেন শিব ও পার্বতী। দেহের

ঊর্ধ্বাংশ শিবনির্মিত এবং বজ্রের ন্যায় কঠোর। নিম্নাংশ পার্বতী নির্মিত স্ত্রীজনের পক্ষে অতিশয় কমনীয় ও বাঞ্ছনীয়। দেহের নিম্নাংশের সৌন্দর্য সম্পর্কে দুর্যোধন সচেতন ছিলেন। সেই কারণেই দ্রৌপদীর সম্ভোগেচ্ছা জন্মানোর জন্য বাম ঊরু দেখিয়েছিলেন। তাই ভীম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ করবেন। মৈত্রেয় মুনি দুর্যোধনের অশিষ্ট ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে অভিসম্পাত করেছিলেন, "সেই যুদ্ধে বলবান ভীম গদার আঘাতে তোমার ঊরুভঙ্গ করবে।" ঊরু চাপড়ে দুর্যোধন মহর্ষি কণ্বের সঙ্গেও কথা বলেছিলেন। তিনি অভিশাপ দেননি কিন্তু ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। অর্থাৎ দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ দৈবনির্দিষ্ট এবং অনিবার্য ছিল।

দুর্যোধন পূর্ণ পাপী। উদ্‌যোগ পর্বে কণ্বমুনি তাঁকে সদুপদেশ দিলে দুর্যোধন ঊরুতে চাপড় মেরে বললেন, "মহর্ষি, ঈশ্বর আমাকে যেমন করে সৃষ্টি করেছেন এবং ভবিষ্যতে আমার যা হবে আমি সেই ভেবেই চলেছি, কেন প্রলাপ বকছেন।" দুর্যোধনের হিসাবে খুব ভুল ছিল না। ইচ্ছামৃত্যু পিতামহ ভীষ্ম, অমর পুত্রের মৃত্যুসংবাদ না-শুনলে অস্ত্রত্যাগ করবেন না এমন গুরু দ্রোণাচার্য, অমর কৃপাচার্য, অমর অশ্বত্থামা এবং সহজাত কবচকুণ্ডলের অধিকারী কর্ণকে নিয়ে দুর্যোধন যুদ্ধে এগিয়েছিলেন—কিন্তু একটি জিনিস দুর্যোধনের পক্ষে ছিল না, সে বস্তুর নাম ধর্ম। ওইখানেই দুর্যোধন পদে পদে হারলেন।

দুর্যোধন দিব্যপুরুষ, তিনি মানুষ নন। প্রায়োপবেশনের পূর্বে দানবেরা তাঁকে জানিয়েছিলেন মহাদেবকে তপস্যা করে দানবেরা দুর্যোধনকে পেয়েছিল, তিনি (মহাদেব) তাঁর নাভির ঊর্ধ্ব দেহ বজ্রের ন্যায় দৃঢ় ও অস্ত্রের অভেদ্য করেছেন আর পার্বতী তাঁর অধঃকায় পুষ্পের ন্যায় কোমল ও নারীদের মনোহর করেছেন। মহেশ্বর-মহেশ্বরী নির্মিত দেহ দুর্যোধনের এবং মহেশ্বরের ইচ্ছায় ঊর্ধ্বদেহে তিনি অবধ্য। অতএব অধঃকায়েই তাঁকে মরতে হবে। তা ছাড়া দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ না হলে ক্ষত্রিয় হিসাবে ভীমের প্রতিজ্ঞা অপূর্ণ থেকে যেত। সেটিও কোনও পাঠক মনে নিতে পারতেন না। দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গের জন্য কোনও পাঠক ভীমসেনকে অপছন্দ করেন না।

কৃষ্ণ এই মুহূর্তটির জন্য যুধিষ্ঠিরের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এমনকী তিনি অর্জুনের কাছে যুধিষ্ঠিরকে 'নির্বোধ' পর্যন্ত বলেছিলেন। অথচ এতখানি বিচলিত যুধিষ্ঠির হননি। তিনি যতই বলুন না, "তুমি আমাদের যে-কোনও জনের সঙ্গে যুদ্ধ করো, যদি জিততে পারো রাজ্য তোমার।" দুর্যোধন যে ভীম ভিন্ন অন্য কারওর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইবেন না, একথা সবাই বোঝেন। যে ভীমকে আঘাত করার জন্য তিনি লৌহভীম নির্মিত করে তেরো বছর গদা প্রহারের অভ্যাস করেছেন, আজ সামনা-সামনি পেয়েও তাঁর সঙ্গে লড়বেন না! এটুকু মনস্তত্ত্বজ্ঞান যুধিষ্ঠিরের ছিল। কর্ণের যেমন সারাজীবন অভিলাষ ছিল অর্জুনের সঙ্গে ধনুর্বাণ নিয়ে যুদ্ধ করবার, এবং অর্জুনকে পরাজিত করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধারী আখ্যা পাওয়া, তেমনই দুর্যোধনের ইচ্ছা ছিল গদাযুদ্ধে ভীমকে পরাজিত করার।

এই মহাদুর্লভ মুহূর্তে অর্জুনকে আর একবার নিন্দিত কর্ম করতে দেখলাম। কৃষ্ণ যখন জানালেন ভীমসেন ন্যায়যুদ্ধে দুর্যোধনকে মারতে পারবেন না, অন্যায় পথেই দুর্যোধনকে মারতে হবে, অর্জুন বাম ঊরুতে চাপড় মেরে ভীমসেনের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

যদিও অর্জুন জানতেন যে গদাযুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী নাভির নীচে আঘাত করা নিষেধ। ইতোপূর্বে ভূরিশ্রবা-সাত্যকির যুদ্ধের সময়েও আমরা দেখেছি ভূরিশ্রবা যখন যুদ্ধে সাত্যকিকে পরাজিত করে বধ করতে উদ্যত হচ্ছেন, তখন অর্জুন দূর থেকে ভয়ংকর বাণক্ষেপ করে তরবারি সুদ্ধ ভূরিশ্রবার হাত কেটে নিয়েছিলেন।

দুর্যোধনের উরুভঙ্গের পর আঠারো দিনের কুরুক্ষেত্র প্রান্তরের যুদ্ধ শেষ হল। কিন্তু বৈরিতার অবসান এখনও হল না। পিতার মৃত্যুশোকে উন্মত্ত অশ্বত্থামা অমর। সুতরাং তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণও বাকি আছে।

দুর্যোধনের পরিণতি আমরা অনুমান করতে পারি। মহারাজ কুরুর ক্রমাগত ভূমি কর্ষণে শেষ পর্যন্ত দেবরাজ ইন্দ্র বর দিয়েছিলেন, কুরুর নাম অনুযায়ী এই ক্ষেত্রের নাম হবে কুরুক্ষেত্র এবং এই ক্ষেত্রে কেউ উপবাসে মৃত্যু বরণ করলে অথবা যুদ্ধে নিহত হলে সরাসরি স্বর্গে যাবে। অতএব কলির অংশে জাত দুর্যোধন সরাসরি স্বর্গেই যাবেন। কুরুক্ষেত্রে মৃত অন্য সব বীরও স্বর্গলাভ করেছিলেন।

শুধু একজন বীর কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে মৃত্যুবরণ করেও স্বর্গে যেতে পারেননি। জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রে নিন্দনীয় কার্য করে মহাবীর কর্ণ যথার্থ দুরাত্মা হয়েছিলেন। তাই দেবরাজ ইন্দ্রের আশীর্বাদ ও ধর্মের বিচারে ব্যর্থ কর্ণ নরকে পতিত হন। সেই নরক থেকে তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির। যাঁকে দেব ধর্ম স্বয়ং 'ধর্ম' বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

৮৩

দুর্যোধনের ভর্ৎসনা

সিংহ যেমন বন্যহস্তীকে বধ করে, সেইরকম ভীমসেন যুদ্ধে দুর্যোধনকে বধ করেছেন দেখে, কৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবগণ, পাঞ্চালগণ ও সৃঞ্জয়গণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে, উত্তরীয় বস্ত্র আন্দোলন ও সিংহনাদ করতে লাগলেন। সৈন্যদের মধ্যে বহু ব্যক্তি নাচতে লাগলেন। অনেকে উল্লাস করতে লাগলেন এবং অন্য বীরেরা বারবার ভীমসেনকে বললেন,"বীর! দুর্যোধন গদাযুদ্ধ শিক্ষায় অত্যন্ত পরিশ্রম করেছিলেন; তবুও আজ আপনি গদাযুদ্ধে তাঁকে বধ করে দুষ্কর কাজ করেছেন। ইন্দ্র যেমন মহাযুদ্ধে বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন, আপনিও সেইরকম এই শত্রুকে বধ করেছেন, লোকেরা এইরকম ধারণা করেছেন। মহাবীর দুর্যোধন নানাবিধ পথে ও সর্বপ্রকার মণ্ডলভাবে বিচরণ করছিলেন; সেই অবস্থায় এক ভীমসেন ব্যতীত অন্য কোনও লোক একে বধ করতে পারে? ভীমসেন আপনি অন্যের পক্ষে অতি দুর্গম শত্রুতা সাগরের পরপারে গিয়েছেন। অন্য লোক এইরকম কার্য করতে পারতেন না। মহাবীর, আপনি ভাগ্যবশত মত্তহস্তীর ন্যায় চরণদ্বারা রণস্থলে দুর্যোধনের মস্তকটি মর্দন করেছিলেন। সিংহ যেমন অদ্ভুত যুদ্ধ করে মহিষের রক্ত পান করে, ভাগ্যবশত আপনি দুঃশাসনের রক্ত পান করেছেন। যাঁরা মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে প্রতারণা করেছিল, নিজের কার্যের প্রভাবে ভাগ্যবশতই আপনার মহাযশ পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়েছে। ভরতনন্দন! আপনি শত্রুকে নিহত করলে, আমরা যেমন আপনার অভিনন্দন করছি, বৃত্রাসুর নিহত হলে, তখনকার স্তুতিপাঠকেরা নিশ্চয়ই ইন্দ্রের এইরূপ অভিনন্দন করেছিল। দুর্যোধন নিহত হলে আমাদের যে সকল রোম উদ্গত হয়েছিল, তা এখনও সমান হয়নি, আপনি তা দেখুন।" সেইখানে সম্মিলিত বীরেরা এইসব কথা বললেন।

পাণ্ডব ও পাঞ্চালেরা আনন্দিত হয়ে এই ধরনের অসদৃশ বাক্য বলতে থাকলে কৃষ্ণ বললেন, "রাজগণ! এই মন্দ বুদ্ধি নিহত হয়েছে, ভীষণ বাক্য দ্বারা নিহত শত্রুকে পুনরায় আঘাত করা উচিত নয়। যখনই এই নির্লজ্জ, রাজ্যলুব্ধ ও পাপসহচর দুর্যোধন সুহৃদদের উপদেশ লঙ্ঘন করেছিল, তখনই এই পাপাত্মা নিহত হয়েছিল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর ও সঞ্জয় বহুবার প্রার্থনা করলেও এই দুরাত্মা পাণ্ডবগণের পৈতৃক অংশ দান করেনি। এই নরাধম শত্রুই হোক বা মিত্রই হোক, এখন আর কোনও প্রতিবিধান করতে সমর্থ নয়। কারণ, এখন এ একখানা কাঠের মতো পড়ে আছে। সুতরাং বাক্য দ্বারা একে অত্যন্ত ব্যথিত করে লাভ কী? হে রাজগণ, অমাত্য, জ্ঞাতি ও বন্ধুগণের সঙ্গে এই

পাপাত্মা নিহত হয়েছে। সুতরাং আপনারা সত্বর রথে আরোহণ করুন, চলুন, আমরা যাই।"

রাজা দুর্যোধন কৃষ্ণের মুখ থেকে এই সকল নিন্দাবাক্য শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে গাত্রোত্থান করলেন। তিনি পশ্চাৎভাগ দ্বারা ভূতলে উপবিষ্ট হয়ে, হস্তযুগলদ্বারা ভূমি অবলম্বন করে কৃষ্ণের উপরে ভ্রূকুটিভীষণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। রাজা দুর্যোধন শরীরের অর্ধভাগ উত্থিত করলে তাঁর রূপটি ছিন্ন পুচ্ছ ও ক্রুদ্ধ তীক্ষ্ণবিষ সর্পের রূপের মতো দেখাতে লাগল। পরে দুর্যোধন উরুভঙ্গজনিত প্রাণান্তকারী দারুণ বেদনাকেও অগ্রাহ্য করে ভীষণ বাক্য দ্বারা কৃষ্ণকে পীড়ন করতে থাকলেন, "কংসদাসের পুত্র! ভীম গদাযুদ্ধে অন্যায়ভাবে আমাকে যে নিপাতিত করেছে, তাতে তোর লজ্জা হয়নি। দুরাত্মা! তুই 'উরুভঙ্গ করো' এইরূপ ভীমের মিথ্যাস্মৃতি জন্মিয়েছিস। কারণ, তুই অর্জুনকে যা বলেছিলি, তা কি আমি জানি না? পাপাত্মা! তুই বহুতর কূটনীতি প্রয়োগ করে, সরলভাবে যুদ্ধকারী সহস্র সহস্র রাজাকে বধ করিয়েছিস, তবু তোর লজ্জা জন্মাল না। কিংবা নিজের উপর ঘৃণা হল না। পিতামহ ভীষ্ম প্রত্যহ তোদের পক্ষের বীরগণের মহামারী ঘটাচ্ছিলেন। সেই অবস্থায় তুই শিখণ্ডীকে অর্জুনের সামনে রেখে, অর্জুন দ্বারা তাঁকে বধ করিয়েছিস। অতিদুর্মতি! তুই দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার সমাননাম যুক্ত একটি হস্তীকে ভীমদ্বারা বধ করিয়ে, যুধিষ্ঠির দ্বারা 'অশ্বত্থামা হতঃ' এই কথা বলিয়ে দ্রোণাচার্যের অস্ত্র ত্যাগ করিয়েছিলি; তা কি আমার জানা নেই? তারপরে এই নৃশংস ধৃষ্টদ্যুম্ন বলবান সেই দ্রোণাচার্যকে বধ করছিল, তুই তা দেখছিলি। কিন্তু তুই একে বারণ করিসনি। দুরাত্মা! কর্ণ অর্জুনকে বধ করার জন্য প্রার্থনা করে ইন্দ্রের কাছ থেকে একটা শক্তি নিয়েছিলেন। তুই কর্ণের সেই শক্তিটিকে ঘটোৎকচের উপর ব্যয় করিয়েছিস; অতএব কোন ব্যক্তি তোর অপেক্ষা গুরুতর পাপী আছে? বলবান ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে বধ করবার চেষ্টা করছিলেন, সেই অবস্থায় তুই অর্জুন দ্বারা ভূরিশ্রবার দক্ষিণবাহু ছেদ করিয়েছিলি। তখন ভূরিশ্রবা প্রায়োপবেশন করলে, মহাত্মা কিনা, তাই সাত্যকি এসে, তখনই তাঁকে বধ করেছিল।

"মহাবীর কর্ণ অর্জুনকে জয় করাবার জন্য ন্যায়যুদ্ধই করছিলেন এবং তক্ষকনাগের পুত্র অশ্বসেনকে প্রত্যাখ্যান করে ভালই করেছিলেন। তারপরে রথের চাকা ভূমিতে প্রবিষ্ট হলে, কর্ণ বিপন্ন ও পরাজিতের মতো হয়ে পড়েছিলেন পরে নরশ্রেষ্ঠ সেই কর্ণ চক্র উত্তোলন করতে প্রবৃত্ত হলে সেই অবকাশে তুই অর্জুন দ্বারা তাঁকে বধ করিয়েছিস। কৃষ্ণ! তোরা যদি রণস্থলে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও আমার সঙ্গে প্রতিযুদ্ধ করতিস তা হলে নিশ্চয়ই তোদের জয় হত না। তুই দুর্জন; সুতরাং তুই স্বধর্মানুসারী হয়ে রাজগণকে এবং আমাদের কূটনীতি প্রয়োগে বিনাশ করেছিস।"

কৃষ্ণ বললেন, "গান্ধারীপুত্র! তুই পাপপথগামী কিনা, তাই তুই ভ্রাতৃগণ পুত্রগণ, অমাত্যগণ ও বন্ধুগণের সঙ্গে নিহত হয়েছিস। তোরই পাপে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং তোর স্বভাব অনুসারী কর্ণ যুদ্ধে নিপাতিত হয়েছেন। মূঢ়! আমি প্রার্থনা করলেও তুই লোভবশত এবং শকুনির যুদ্ধজয় করার ক্ষমতার বিষয়ে অসন্দিগ্ধ হয়ে পাণ্ডবগণকে তাঁদের পৈতৃক অংশ নিজ রাজ্য দান করতে ইচ্ছা করিসনি। অতিদুর্মতি! তুই ভীমসেনকে বিষ দান করেছিলি এবং

মাতা কুন্তী দেবীর সঙ্গে পাণ্ডবগণকে জতুগৃহে দগ্ধ করবার ইচ্ছা করেছিলি। দুর্মতি! নির্লজ্জ তুই দ্যূতসভায় যখন রজস্বলা দ্রৌপদীকে কষ্ট দিচ্ছিলি, তখনই তুই বধ্য হয়েছিস। দুরাত্মা! যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় নিপুণ নন, তথাপি তুই অক্ষক্রীড়ানিপুণ শকুনিদ্বারা শঠতাপূর্বক তাঁকে যে পরাজিত করেছিলি, সেই জন্যই তুই নিহত হয়েছিস। পাণ্ডবেরা মৃগয়া করতে করতে মহর্ষি তৃণবিন্দুর আশ্রমে চলে গেলে, পাপাত্মা জয়দ্রথ বনমধ্যে হরণ করবার ইচ্ছায় দ্রৌপদীকে যে কষ্ট দিয়েছিল, সেই কারণেই সে নিহত হয়েছে। পাপাত্মা! তোর দোষেই যুদ্ধে একাকী ও বালক অভিমন্যু যে বহুকর্তৃক নিহত হয়েছে সেই জন্যেও তুই নিহত হয়েছিস। সম্পর্কে সমান হলেও ভীষ্ম যে পাণ্ডবদের অনর্থ কামনা করে যুদ্ধ করছিলেন, সেই জন্যেই শিখণ্ডী তাঁকে বধ করেছেন। এতে ধর্ম বিন্দুমাত্র লঙ্ঘিত হয়নি। দ্রোণাচার্য তোরই সন্তোষ জন্মাবার ইচ্ছায় আপন ধর্ম পরিত্যাগ করে অসজ্জনের পথে চলেছিলেন; তাই ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁকে বধ করেছেন। বুদ্ধিমান সাত্যকি নিজের প্রতিজ্ঞা সত্য করবার ইচ্ছা করেই যুদ্ধে মহারথ ভূরিশ্রবাকে বধ করেছেন। রাজা! পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে কোনও সময়েই কোনও প্রকারে নিন্দিত কাজ করেননি। সেই জন্যই তিনি যুদ্ধের সময়ে বহুপ্রকার ছিদ্র পেয়েও তখন প্রহার না করে বীরের ধর্ম স্মরণ করেই কর্ণকে বধ করেছেন। অতএব অতিদুর্মতি! তুই এরূপ কথা বলিস না। তুই ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও অশ্বত্থামা তোরা সকলেই বিরাটনগরে অর্জুনের দয়াতেই জীবিত ছিলি। আমরা যে সকল অকার্য করেছি বলে তুই বলছিস, সে সমস্তই তোর অপরাধেই আমরা করেছি। তুই বৃহস্পতি ও শুক্রের উপদেশ শুনিসনি, বৃদ্ধদের সেবা করিসনি, কিংবা তাদের উপদেশও শুনিসনি। রাজ্যলোভে এবং অধিক শক্তি ও প্রভুত্ব লাভের আশায় বশীভূত হয়ে তুই বহুতর অকার্য করেছিস; এখন তার পরিণামফল ভোগ কর।"

দুর্যোধন বললেন, "আমি যথাবিধানে অধ্যয়ন, দান ও সসাগরা পৃথিবী শাসন করেছি এবং শত্রুগণের মস্তকের উপরে আরোহণ করে রয়েছি। অতএব আমার তুল্য আর কে আছে? স্বধর্মদর্শী ক্ষত্রিয়গণ ও বন্ধুগণের যা অভীষ্ট আমি সেইরূপ নিধনই প্রাপ্ত হলাম এবং অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছি, দেবগণের যোগ্য ও অন্যান্য রাজগণের দুর্লভ ভোগ আমি এই মনুষ্যলোকেই পেয়েছি, সুতরাং আমার তুল্য আর কে আছে? কৃষ্ণ, আমি সুহৃদগণের ও অনুজদের সঙ্গে স্বর্গে যাব; আর তোমরা নষ্টসংকল্প হয়ে শোক করতে থেকে জীবন ধারণ করবে।"

বুদ্ধিমান দুর্যোধন এই কথা বলে থামলে, তাঁর উপর আকাশ হতে পবিত্র সৌরভসম্পন্ন পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। গন্ধর্বেরা অতিমনোহর বাদ্য বাজাতে লাগল ও অপ্সরারা দুর্যোধনের যশোযুক্ত গান গাইতে লাগলেন। আকাশস্থিত সিদ্ধ পুরুষেরা 'সাধু সাধু' বলতে থাকলেন, পবিত্র গন্ধসম্পন্ন, ঘ্রাণের তৃপ্তিকারী, সুখজনক ও কোমল বায়ু বইতে লাগল। সমস্ত দিক শোভা পেতে লাগল এবং গগনমণ্ডল বৈদূর্যমণির মতো নির্মল হল। কৃষ্ণ প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় বীরেরা পুষ্পবৃষ্টি প্রভৃতি অত্যদ্ভুত ব্যাপার ও দুর্যোধনের সম্মান দেখে লজ্জিত হলেন।

হতাংশ্চাধর্মতঃ শ্রুত্বা শোকার্ত্তাঃ শুশুচুর্হি তে।
ভীষ্মং দ্রোণং তথা কর্ণং ভূরিশ্রবসমেব চ ॥ শল্য : ৫৭ : ৬৪ ॥

তাঁরা নিজেদের বন্ধুবান্ধব বিনষ্ট হওয়ায় পূর্ব হতেই শোকার্ত ছিলেন; "আবার তৎকালে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ও ভূরিশ্রবাকে অন্যায়যুদ্ধে নিহত করা হয়েছে এই কথা স্মরণ করে তাঁদের জন্য শোক করতে লাগলেন।"

পাণ্ডবেরা চিন্তাযুক্ত ও বিষণ্নচিত্ত হয়েছেন দেখে কৃষ্ণ মেঘ ও দুন্দুভির শব্দের ন্যায় গম্ভীর স্বরে বললেন, "অতি দ্রুতাস্ত্রক্ষেপী এই দুর্যোধনকে এবং মহারথ ও বিক্রমশালী সেই ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণকে আপনারা কখনও ন্যায়যুদ্ধে বধ করতে পারতেন না। আমি আপনাদের হিতকামনা করে বারবার কূটনীতি প্রয়োগ এবং অনেক উপায় অবলম্বন করে সেই বীরগণকে নিহত করিয়েছি। আমি যদি কখনও এই কূটনীতি প্রয়োগ না করতাম, তবে কী করে আপনাদের জয়, রাজ্য ও ধনসম্পদ হত? সেই চারজনই মহাত্মা ও অতিরথ বলে পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিলেন। অতএব স্বয়ং দিকপালেরাও ন্যায়যুদ্ধে তাঁদের বধ করতে সমর্থ হতেন না। দণ্ডধারী স্বয়ং যমও গদাযুদ্ধে এই দুর্যোধনকে বধ করতে সমর্থ হতেন না। এই শত্রুকে যে কূটনীতি প্রয়োগে বধ করানো হয়েছে, একথা আপনারা মনে করবেন না। শত্রুপক্ষ বহুতর অথবা প্রবলতর হলে তাদের নানাবিধ উপায়ে বধ করতে হয়। অসুরহন্তা দেবতারাও এই পথ গ্রহণ করেছেন। পরবর্তী সজ্জনেরাও করেছেন, এখনও বহুলোক এই পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন। আমরা কৃতকার্য হয়েছি। সায়াহ্নকাল উপস্থিত। অতএব এখন সকলেই বিশ্রাম গ্রহণ করুন।

দুর্যোধন ভাঙবেন, কিন্তু মচকাবেন না। তিনি কোনওদিনই ভীরু, কাপুরুষ ছিলেন না। ক্ষত্রিয়ের শেষ যে বীরশয্যায়, তা তিনি জানতেন। ক্ষত্রিয়ের মতোই তিনি অপার কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধারম্ভের দিন তিনি কল্পনাও করতে পারেননি এই যুদ্ধে তাঁর পরাজয় ঘটতে পারে। একে সৈন্যসংখ্যা পাণ্ডবদের থেকে অনেক বেশি, তাও তাঁর যোদ্ধারাও বিভিন্ন বরে বলীয়ান। পিতামহ ভীষ্ম ইচ্ছামৃত্যু, গুরু দ্রোণাচার্য সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ব্যক্তির মুখে তাঁর অমর পুত্র অশ্বত্থামার মৃত্যু সংবাদ না শুনলে অস্ত্রত্যাগ করবেন না। গুরু কৃপাচার্য অমর, গুরুপুত্র অশ্বত্থামা অমর, সখা ও সুহৃদ কর্ণ পরশুরামের শিষ্য, সহজাত কবচ ও কুণ্ডলের অধিকারী হয়ে জন্মেছিলেন, যদিও তা ইন্দ্রের ছলনায় বর্তমানে আর নেই, কিন্তু কর্ণ এখনও দিব্যাস্ত্র ও ব্রহ্মাস্ত্রের অধিকারী, আর তিনি নিজে সমস্ত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গদাযোদ্ধা। কিন্তু এতগুলি সম্মিলিত শক্তিও কাজে লাগল না, সৈন্যদল ধ্বংস হল, সেনাপতিরা নিহত হলেন, তাঁর নিজের উরুভঙ্গ হল।

এ সমস্ত কিছুর কারণ অর্জুনের বীরত্ব নয়—ভীমের ভয়ংকর বল নয়—কৃষ্ণের অদ্ভুত কৌশল। বস্তুত কৃষ্ণকে অভিযুক্ত করতে গিয়ে উরুভঙ্গের যন্ত্রণা ছাপিয়ে কৃষ্ণের প্রতি যে তীক্ষ্ণবাণতুল্য বাক্যসমূহ ব্যবহার করেছেন তাতে দুর্যোধন প্রকারান্তরে কৃষ্ণকে সর্বশক্তিমান

ঈশ্বর বলেই যেন স্বীকার করে নিয়েছেন। ভীষ্মবধের জন্য শিখণ্ডীর আড়াল নিতে হবে অর্থাৎ ভীষ্মের মৃত্যুর ইচ্ছা সৃষ্টি করতে হবে। দ্রোণাচার্যকে অস্ত্রত্যাগ করাবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে অর্ধ-সত্য বলাতে হবে, ইন্দ্রের প্রদত্ত একাঘ্নী ব্যয় করাতে কর্ণের সম্মুখে ঘটোৎকচকে পাঠাতে হবে। একাঘ্নী ব্যবহার না করে কর্ণ ঘটোৎকচের সঙ্গে পারবেন না এবং ভীমসেন কেবলমাত্র উরুভঙ্গ করেই দুর্যোধনকে পরাজিত করতে পারবেন, সেই কারণে যথাসময়ে তাঁর উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দেওয়া— এ সবের মূলেই কৃষ্ণ। তা হলে যুদ্ধের পূর্বে দুর্যোধন ভুল পক্ষকে বরণ করেছিলেন। অস্ত্রহীন কৃষ্ণকে বরণ করে অর্জুন যে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন, দুর্যোধন সে পরিচয় দিতে পারেননি। অস্ত্রধারী সংশপ্তকদের পেয়েই তিনি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

মহাভারতের দৈবী বিচার দেখে মাঝে মাঝে পাঠক বিস্মিত হন। ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যুধিষ্ঠির তাঁর নিকটজনকে নরকে দেখে, দৈবী বিচারের নিন্দা করেছিলেন। পূর্ণ পাপী দুর্যোধনের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি পাণ্ডবদের বিস্মিত, লজ্জিত করেছিল, পাঠকদেরও। কৃতকর্মের বিষয়ে কোনও অনুতাপ দুর্যোধন করেননি। দ্রৌপদীর প্রতি অন্যায় তাঁর কাছে কোনও দূষণীয় ঘটনাই নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম কৃষ্ণের ঐশ্বরিক উচ্চারণ। সে উচ্চারণ কেবলমাত্র দুর্যোধনের অথবা সম্মুখস্থ পাণ্ডব-পাঞ্চালদের জন্য নয়—পুষ্পবৃষ্টিকারী দৈব-শক্তির উদ্দেশ্যেও। দুন্দুভিধ্বনির গম্ভীর কণ্ঠে তিনি অদৃশ্য সেই সমস্ত শক্তিকে জানিয়েছিলেন—তিনি যা উপযুক্ত মনে করেছেন, তা করেছেন। কেউ তা ঠেকাতে পারেননি আর কখনও পারবেন না। কৃতকর্ম অনুযায়ী তিনি দণ্ডদান করেছেন। ভীষ্ম-দ্রোণের সঙ্গে পাণ্ডব-কৌরবের সমান সম্পর্ক। অথচ অজ্ঞাতবাসের পরেই ভীষ্ম দ্রোণ পাণ্ডবদের পিতৃ-রাজ্যের অংশ, নিজেদের রাজ্য ইন্দ্রপ্রস্থ ফিরিয়ে দিলেন না। পাণ্ডব বধ করতে এলেন। তাঁরা দুর্যোধনকে অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু বাধ্য করতে পারেননি। যোগদান করেননি লাঞ্ছিত অপমানিত অত্যাচারিত পাণ্ডবদের পক্ষে। অতএব মৃত্যু তাঁদের প্রাপ্য। কর্ণ অকারণ সমস্ত জীবন পাণ্ডবদের দ্বেষ করেছেন, কৃষ্ণ নিজে তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন, ভ্রাতৃবিদ্বেষ শেষ করে নিজের জায়গায় ফিরে আসতে, কর্ণ কৃষ্ণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন, সুতরাং তাঁর শ্রেষ্ঠ অস্ত্র ব্যবহার করতে হয়েছে রাক্ষসবীর ঠেকাতে।

মহাভারতের সমস্ত ঘটনা দৈব-নির্দেশেই ঘটেছে। দুর্যোধন শ্বশুর-গুরুজন সকলের সম্মুখে দ্রৌপদীকে অনাবৃত উরু দেখিয়েছিলেন সম্ভোগ করার জন্য। দৈব-নির্দেশ তখনই ভীমের গলায় উচ্চারিত হয়েছিল। বাজাধিরাজ দুর্যোধনের পরিণতি অবশ্যই মহাভারতের এক অতি দুর্লভ মুহূর্ত।

৮৪

ভস্মীভূত দেবদত্ত

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাঞ্চালেরা দুর্যোধনকে নিহত দেখে, আনন্দিত হয়ে, শঙ্খধ্বনি করতে থাকল এবং কৃষ্ণও পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাতে লাগলেন। পরিঘ-অস্ত্রের ন্যায় দৃঢ়বাহু রাজারা সকলে আনন্দিত হয়ে, শঙ্খধ্বনি করতে থেকে, বিশ্রাম করার জন্য সেখানে থেকে চলে গেলেন। পাণ্ডবেরা শিবিরের দিকে অগ্রসর হলে, মহাধনুর্ধর সাত্যকি ও যুযুৎসু তাঁদের পিছনে পিছনে যেতে লাগলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পুত্রেরা সকলে এবং অন্যান্য মহাধনুর্ধরেরা সকলেও শিবিরের দিকে যেতে লাগলেন।

তারপর পাণ্ডবেরা গিয়ে দুর্যোধনের শিবিরে প্রবেশ করলেন। তখন সে শিবিরটির আর শোভা ছিল না, প্রভু নিহত হয়েছিলেন এবং বৃদ্ধ অমাত্যেরা তাতে অবস্থান করছিলেন; সুতরাং সে শিবিরটি সেই সময় দর্শকেরা চলে গেলে রঙ্গালয় যেমন শূন্য হয়ে যায়, সেরকম উৎসববিহীন নগরের তুল্য অথবা সর্পরহিত হ্রদের মতো মনে হচ্ছিল, তাতে স্ত্রীলোক ও নপুংসক ব্যক্তিরাই অধিক সংখ্যায় ছিল। দুর্যোধনের শিবিরেব মলিন কাষায়বস্ত্রধারী শিবির-রক্ষাকারী লোকেরা কৃতাঞ্জলি হয়ে এসে, পাণ্ডবদের সামনে উপস্থিত হল। ক্রমে রথীশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা দুর্যোধনের শিবিরে গিয়ে, রথ থেকে অবতরণ করলেন।

তখন সর্বদাই পাণ্ডবদের হিত ও প্রিয়কার্য সাধনে রত কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, "ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি এই রথ থেকে তোমার গাণ্ডিবধনু ও অক্ষয়তূণ এই দুটি নীচে নামিয়ে আনো; তারপরে আমি অবতরণ করব। নিষ্পাপ অর্জুন, তুমি নিজেও রথ থেকে নীচে নেমে এসো; আমি যা বলছি তদনুসারে কাজ করো। তোমার মঙ্গল হবে।" তখন অর্জুন তাই করলেন। তারপর বুদ্ধিমান কৃষ্ণ অশ্বগুলির মুখরজ্জু পরিত্যাগ করে সেই রথ থেকে অবতরণ করলেন। জগদীশ্বর ও অতিমহাত্মা কৃষ্ণ রথ থেকে অবতরণ করলে, অর্জ্জনের ধ্বজস্থিত সেই বানর অন্তর্হিত হল। দ্রোণ ও কর্ণ ক্রমাগত দিব্য অস্ত্রের অপ্রজ্বলিত অগ্নিদ্বারা সেই বিশাল রথখানাকে পূর্বেই অগ্নিবদ্ধ করে রেখেছিলেন; কৃষ্ণ অবতরণ করা মাত্র তৎক্ষণাৎ রথখানা জ্বলে উঠল। দেখতে দেখতে অর্জুনের সেই রথখানা তূণ, রজ্জু, অশ্ব, যুগকাষ্ঠ ও বন্ধুরকাষ্ঠের সঙ্গে ভস্মীভূত হয়ে ভূতলে পতিত হল।

পাণ্ডবেরা সেই রথখানাকে ভস্মীভূত দেখে, বিস্ময়াপন্ন হলেন এবং অর্জুন অবনত ও কৃতাঞ্জলি হয়ে, কৃষ্ণকে অভিবাদন করে, বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "ভগবন্! গোবিন্দ! এই রথখানা কেন অগ্নিতে দগ্ধ হল। মহাবাহু যদুনন্দন! এই গুরুতর আশ্চর্য ঘটনা ঘটল কেন?

আমার শোনা উচিত বলে যদি মনে কর, তা হলে আমাকে বলো।" কৃষ্ণ বললেন, "শত্রুসন্তাপক অর্জুন, পূর্বেই এই রথখানা বহুবিধ অস্ত্রের তেজে দাহোপযোগী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমি রথের উপরে ছিলাম বলে, তা ভস্ম হয়ে যায়নি। কুন্তীনন্দন, তুমি এখন কৃতকার্য হয়েছ, আমিও পরিত্যাগ করেছি। সেই কারণেই রথখানি পূর্ব নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রের তেজে ভস্ম হয়ে গেল।"

তারপর শত্রুহন্তা ভগবান কৃষ্ণ ঈষৎ হেসে রাজা যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করে বললেন, "কুন্তীনন্দন! ভাগ্যবশত আপনি বিজয়ী হয়েছেন। শত্রুগণকে জয় করেছেন এবং ভাগ্যবশত আপনি, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেব কুশলে আছেন।

মুক্তা বীরক্ষয়াদস্মাৎ সংগ্রামন্নিহতদ্বিষঃ।
ক্ষিপ্রমুত্তরকালানি কুরু কার্যানি ভারত! ॥ শল্য: ৫৮ : ২২ ॥

—বীরগণের ক্ষয় হয়েছে, আপনার শত্রুরা নিহত হয়েছে। অতএব আপনি পরকর্তব্যগুলি সম্পাদন করুন।"

"আমি অর্জুনের সঙ্গে উপপ্লব্যনগরে উপস্থিত হলে, আপনি মধুপর্ক এনে আমাকে বলেছিলেন, 'কৃষ্ণ, এই অর্জুন তোমার ভ্রাতা ও সখা; অতএব মহাবাহু! প্রভু! তুমি একে সমস্ত আপদে রক্ষা করবে।' আপনি এই কথা বললে আমি বলেছিলাম, 'তাই হবে।' রাজা আপনার সেই অর্জুনকে আমি রক্ষা করেছি এবং ইনি বিজয়ীও হয়েছেন। বীর ও যথার্থ বিক্রমশালী অর্জুন ভ্রাতৃগণের সঙ্গে অক্ষতদেহে বীরনাশক ও লোমহর্ষক যুদ্ধ থেকে মুক্তিলাভ করেছেন।"

কৃষ্ণ এই কথা বললে রোমাঞ্চিত দেহ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বললেন, "হে শত্রুমর্দন! দ্রোণ ও কর্ণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র তুমি ভিন্ন অন্য কোনও ব্যক্তি সহ্য করতে পারেন না, এমনকী বজ্রধারী ইন্দ্রও পারেন না। তোমারই অনুগ্রহে অর্জুন সংশপ্তকগণকে জয় করেছেন এবং মহাযুদ্ধে গিয়েও যে অর্জুন পরাঙ্মুখ হননি, তাও তোমার অনুগ্রহেই সম্ভব হয়েছে। মহাবাহু! আমি দেখেছি যে, তোমার অনুগ্রহে আমাদের পক্ষ ক্রমশই বিজয় লাভ করেছে এবং উত্তমভাবে শক্তি প্রয়োগ করতে পেরেছে। উপপ্লব্যনগরে মহর্ষি বেদব্যাস আমাকে বলেছিলেন, যেখানে ধর্ম থাকে, সেইখানে কৃষ্ণ থাকেন এবং যেখানে কৃষ্ণ থাকেন, সেইখানে জয় থাকে।"

যুধিষ্ঠির এই কথা বললে, তাঁরা সকলেই দুর্যোধনের শিবিরে প্রবেশ করে, সেখানকার ধন, রত্ন, বস্ত্র প্রভৃতি সম্পদ হস্তগত করলেন। শত্রুবিজয়ী সেই মহাত্মা পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্রদের সোনা, রুপা, মণি, মুক্তা, উত্তম অলংকার, কম্বল, চর্ম, অসংখ্য দাস ও দাসী, ছত্র, চামর প্রভৃতি রাজত্বের উপকরণ ও অক্ষয় ধনসমূহ হস্তগত করে আনন্দ কোলাহল করতে লাগলেন। সেই বীর পাণ্ডবেরা ও সাত্যকি হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি বাহনগুলিকে ছেড়ে দিয়ে, নিজেরাও কিছুক্ষণ সেই শিবিরেই বিশ্রাম করলেন।

তারপর মহাযশা কৃষ্ণ বললেন, "মঙ্গল লাভের জন্য শিবিরের বাইরে গিয়ে কোথাও আজ আমাদের বাস করতে হবে।" "তাই হোক" বলে, পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই এবং সাত্যকি

ও কৃষ্ণ মঙ্গললাভের জন্য শিবিরের বাইরে গমন করলেন। শত্রুবিজয়ী সেই পাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্রস্থিত পূর্বোক্ত ওঘবতী নদীর তীরে গিয়ে, সেই রাত্রি পটমণ্ডপের ভিতরে অতিবাহিত করলেন। তারপর পাণ্ডবেরা কৃষ্ণকে হস্তিনানগরে পাঠালেন। প্রতাপশালী কৃষ্ণও সারথি দারুককে রথে তুলে নিয়ে, যেখানে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন, সেই স্থানে বেগে গমন করবার উপক্রম করলেন। কৃষ্ণ শৈব্য ও সুগ্রীব নামক ঘোটকযুক্ত রথে আরোহণ করে প্রস্থান করবেন, এমন সময়ে পাণ্ডবেরা তাঁকে বললেন, "কৃষ্ণ তুমি গিয়ে হতপুত্রা ও শোচনীয়া গান্ধারী দেবীকে আশ্বস্ত করো।" পাণ্ডবেরা একথা বললে, সাত্বতশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ হস্তিনানগরে গিয়ে, হতপুত্রা গান্ধারীর কাছে উপস্থিত হলেন।

ভীমসেন গদাযুদ্ধের নিয়ম অতিক্রম করে, অন্যায়ভাবে যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র মহাবল দুর্যোধনকে নিহত করেছেন দেখে এবং মহাভাগা ভয়ংকর তপস্যাসম্পন্না গান্ধারী দেবী; শাপের প্রভাবে ত্রিভুবনও দগ্ধ করতে পারেন, এই ভেবে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ভীত হলেন। এই চিন্তা করতে করতেই যুধিষ্ঠিরের এই বুদ্ধি জন্মাল যে, সবথেকে আগে প্রজ্বলিতা গান্ধারীর ক্রোধের শান্তি করা উচিত। কারণ আমরা এইরূপ অন্যায়ভাবে পুত্রকে নিহত করেছি শুনে, গান্ধারী দেবী ক্রোধে জ্বলে উঠে, আমাদের ভস্ম করে ফেলবেন। পুত্র দুর্যোধন ন্যায়ভাবে যুদ্ধ করছিলেন, কিন্তু আমরা তাকে ছলপূর্বক বধ করেছি এই শুনে, গান্ধারী কী প্রকারে তীব্র দুঃখ সহ্য করতে পারবেন। যুধিষ্ঠির এইরকম নানা প্রকার চিন্তা করে ভয়ে ও শোকে আকুল হয়ে কৃষ্ণকে বললেন, "গোবিন্দ! অচ্যুত! মনেরও অগোচর এই নিষ্কণ্টক রাজ্য, তোমার অনুগ্রহেই আমরা পেয়েছি। মহাবাহু যাদবনন্দন, তুমি আমাদের সামনেই লোমহর্ষক যুদ্ধে গুরুতর সংঘর্ষ ভোগ করেছ। মহাবাহু বৃষ্ণিনন্দন, তুমি পূর্বকালে অসুরগণের বধের জন্য দেবাসুর যুদ্ধে যেমন দেবগণকে সাহায্য ও অসুরগণকে বধ করেছিলে, সেইরকম এই যুদ্ধেও আমাদের সাহায্য করেছ। তুমি অর্জুনের সারথ্য অবলম্বন করে যুদ্ধের সময় পাণ্ডবপক্ষকে যেন আবৃত করে রেখেছিলে। কৃষ্ণ তুমি যদি মহাযুদ্ধে অর্জুনের রক্ষক না হতে; তা হলে, অর্জুন কী করে, এই সৈন্যসাগর জয় করতে সমর্থ হতেন। কৃষ্ণ তুমি আমাদের জন্য অনেক গদাঘাত এবং পরিঘ, শক্তি, ভিন্দিপাল, তোমর, পরশু ও বজ্রস্পর্শ তুল্য অন্যান্য অস্ত্রপ্রহার সহ্য করেছ এবং অনেক নিষ্ঠুর বাক্য শুনেছ। কৃষ্ণ অচ্যুত! আজ দুর্যোধন নিহত হওয়ায় তোমার সে সমস্ত সহ্য করাই সফল হয়েছে। আবার গান্ধারীর কোপে যাতে সে সকল নষ্ট না হয়, তাই করো। মহাবাহু কৃষ্ণ মাধব! জয় হয়ে গেলেও আমাদের মন সন্দেহ-দোলায় দুলছে; কারণ, গান্ধারীর কোপের বিষয়টা একবার ভেবে দেখো। মহাভাগা গান্ধারী দেবী ভয়ংকর তপস্যা করতে থেকে, শরীরটিকে কৃশ করেছেন। তিনি পুত্র ও পৌত্র প্রভৃতির বধ বৃত্তান্ত শুনে নিশ্চয় আমাদের শাপানলে দগ্ধ করে ফেলবেন। অতএব বীর, বর্তমান সময়ে তাঁকে প্রসন্ন করা উচিত, এই আমার মত। পুরুষোত্তম, তুমি ছাড়া কোন ব্যক্তি পুত্রমৃত্যুশ্রবণদুঃখিতা ও ক্রোধে আরক্তনয়না সেই গান্ধারী দেবীকে দর্শন করতে সমর্থ হবে? শত্রুদমনকারী কৃষ্ণ, ক্রোধে প্রজ্বলিত সেই গান্ধারী দেবীকে শান্ত করার জন্যই তোমার সেখানে যাওয়া প্রয়োজন। মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি লোকের প্রকৃত অবস্থা ও বিকৃত অবস্থা দুই করতে পার এবং তুমি জগতের সৃষ্টিকর্তা এবং সংহারকর্তা। সুতরাং তুমি যুক্তিযুক্ত ও

তৎকালোচিত বাক্যদ্বারা গান্ধারী দেবীকে প্রসন্ন করতে পারবে। বিশেষত তখন সেখানে আমাদের পিতামহ ভগবান বেদব্যাস উপস্থিত থাকবেন। মহাবাহু সাত্বতশ্রেষ্ঠ! তুমি পাণ্ডবদের হিতৈষী বলে সর্বপ্রকারে গান্ধারী দেবীর ক্রোধে নিবৃত্তি তোমার করা উচিত।"

যদুকুল ধুরন্ধর কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে. নিজ সারথি দারুককে ডেকে বললেন, "আমার রথ সজ্জিত করো।" দারুক কৃষ্ণের আদেশ শুনে, দ্রুত বেরিয়ে গেল এবং ক্ষণকাল পরে কৃষ্ণকে এসে জানাল যে, রথ সজ্জিত হয়েছে। পরে সর্বশক্তিমান, যদুবংশ শ্রেষ্ঠ ও সন্তাপকারী কৃষ্ণ, এই রথে আরোহণ করে, সত্বর হস্তিনানগরের দিকে প্রস্থান করলেন। বীর কৃষ্ণ রথের শব্দে সমস্ত দিক নিনাদিত করতে থেকে, হস্তিনানগরে প্রবেশ করে, উত্তম রথ থেকে অবতীর্ণ হয়ে, অকাতর চিত্তে ধৃতরাষ্ট্রের গৃহে প্রবেশ করলেন এবং সেস্থানে পূর্বেই সমাগত ব্যাসদেবকে দেখতে পেলেন; ওদিকেও ধৃতরাষ্ট্রও রথের শব্দে কৃষ্ণ এসেছেন বলে জানতে পারলেন। ক্রমে কৃষ্ণ অনাকুলভাবে বেদব্যাস, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর চরণ স্পর্শ করে তাঁদের অভিবাদন করলেন।

তারপর যদুবংশপ্রধান কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের হস্ত ধারণ করে মুক্তকণ্ঠে রোদন করতে থাকলেন। শত্রুদমনকারী কৃষ্ণ শোকসঞ্জাত অশ্রুজল সংবরণ করে, জল দিয়ে চোখ ধুয়ে ও আচমন করে, বিস্তৃতভাবে ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বললেন, "ভরতনন্দন! অতীত ও বর্তমান কালের কোনও ঘটনাই আপনার না জানা নেই এবং যে সকল ঘটনা ঘটে গিয়েছে, সে সমস্তই আপনি বিশেষভাবে জানেন। যাতে বংশের ও ক্ষত্রিয়গণের ক্ষয় না হয়, সে জন্য আপনার চিত্তানুবর্তী পাণ্ডবেরা সকলেই যত্ন করেছিলেন। ধর্মবৎসল যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে, সময়ের প্রতীক্ষা করে, সমস্ত কষ্টই সহ্য করেছেন এবং নির্দোষ পাণ্ডবেরা দ্যূতক্রীড়ায় শকুনির শঠতায় পরাজিত হয়ে, বনবাস স্বীকার করেছেন। তাঁরা নানাবিধ বেশ ধারণ করে, বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাস করেছেন এবং সর্বদা অসমর্থের ন্যায় থেকে, অন্য বহুবিধ ক্লেশও সহ্য করেছেন। তারপর যুদ্ধের কাল উপস্থিত হলে, আমি নিজে এসে, সমস্ত লোকের সামনে পাণ্ডবের জন্য পাঁচখানি গ্রাম চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনি কালপ্রেরিত ও লোভাকৃষ্ট হয়ে, তখন তা দেননি। অতএব রাজা, আপনারই অপরাধে সমস্ত ক্ষত্রিয় ক্ষয় পেয়েছে। বুদ্ধিমান ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিদুর, সোমদত্ত ও বাহ্লিক সর্বদাই আপনার কাছে সন্ধি প্রস্তাব করেছেন, কিন্তু আপনি তাঁদের কথায় কর্ণপাত করেননি। ভরতনন্দন, সমস্ত মানুষই কালের প্রভাবে মুগ্ধ হয়ে থাকে; যেমন আপনি এই বিষয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কাল ছাড়া এই ক্ষয়ের অন্য কী কারণ হতে পারে? অতএব এই ক্ষয়ের প্রতি সেই কাল ও দৈবই প্রধান কারণ। সুতরাং মহাপ্রাজ্ঞ, আপনি পাণ্ডবদের উপর দোষারোপ করবেন না। হে পরন্তপ! এই বিষয়ে মহাত্মা পাণ্ডবগণ ধর্ম, ন্যায় ও স্নেহের অল্পমাত্র অতিক্রম করেননি। এ সমস্তই আপনার আত্মকৃত দোষের ফল, এ কথা বুঝে আপনি পাণ্ডবদের উপরে দোষারোপ করতে পারেন না।

"আপনার ও গান্ধারী দেবীর বংশগৌরব, বংশরক্ষা, পিণ্ড প্রত্যাশা এবং পুত্রের যে সকল প্রয়োজন আছে, সে সমস্তই এখন পাণ্ডবগণের উপর প্রতিষ্ঠিত হল। কৌরবশ্রেষ্ঠ নরনাথ! আপনি এবং যশস্বিনী গান্ধারী দেবী পাণ্ডবগণের এই অপরাধ বিষয়ে শোক করবেন না। এই

সমস্ত বিষয় ও নিজের দোষ স্মরণ করে, মঙ্গলময় চিত্তে পাণ্ডবগণের বিষয়ে চিন্তা করতে থাকুন। আপনাকে নমস্কার করি। আপনার উপরে স্বভাবতই যুধিষ্ঠিরের যে ভক্তি ও স্নেহ আছে, তা আপনি জানেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অপকারী শত্রুগণের এইরূপ মহামারী ঘটিয়ে দিবারাত্রই অনুতাপ অনলে দগ্ধ হচ্ছেন; কখনই শান্তি পাচ্ছেন না। রাজা যুধিষ্ঠির আপনার ও গান্ধারী দেবীর বিষয়ে শোক করতে থেকে, কোনও সময়েই শান্তি পাচ্ছেন না। আপনি পুত্রশোকে সর্বতোভাবে সন্তপ্ত হয়েছেন এবং আপনার বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গুলি শোকে বিশেষ আকুল হয়ে গেছে। তবুও রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত লজ্জিত হওয়ায় আপনার কাছে আসছেন না।"

যদুবংশশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলে, শোকাকুল গান্ধারী দেবীকে উত্তম বাক্য সকল বলতে লাগলেন, "সুবলনন্দিনি সুব্রতে! আমি আপনাকে যা বলব, আপনি তা শ্রবণ করুন। কল্যাণী, বর্তমান সময়ে এই জগতে আপনার তুল্য নারী নেই। রাজ্ঞী, আপনি জানেন যে সেই সময়ে আপনি সভায়, আমার সামনে উভয় পক্ষের হিতজনক ও ধর্মার্থযুক্ত অনেক কথা বলেছিলেন। কিন্তু আপনার পুত্রেরা আপনার সে বাক্য রক্ষা করেননি। কল্যাণী তারপর আপনি দুর্যোধনকে অনেক নিষ্ঠুর কথা বলেছিলেন, 'মূঢ় দুর্যোধন! তুই আমার কথা শোন— যেখানে ধর্ম থাকে, সেইখানে জয়ও থাকে।' রাজপুত্রী এখন আপনার সেই বাক্য সত্য হয়ে উপস্থিত হয়েছে। এই কথা বুঝে আপনি আর শোক করবেন না এবং কখনও পাণ্ডবগণের বিনাশের দিকে বুদ্ধি করবেন না। মহাভাগে! আপনি তপস্যার প্রভাবে ক্রোধজ্বলিত নয়নদ্বারা স্থাবর ও জঙ্গমের সঙ্গে সমগ্র পৃথিবীই দগ্ধ করতে পারেন।"

তখন গান্ধারী কৃষ্ণের কথা শুনে বললেন, "মহাবাহু কৃষ্ণ, তুমি যা বললে, তা সত্য বটে। জনার্দন মনের বেদনায় আমার বুদ্ধি বিচলিত হয়েছিল; কিন্তু তোমার বাক্য শুনে, আমার বুদ্ধি এখন স্থির হয়েছে। মনুষ্যশ্রেষ্ঠ কেশব, সম্মিলিত পাণ্ডবগণের সঙ্গে তুমিই এখন অন্ধ, বৃদ্ধ, হতপুত্র রাজার একমাত্র অবলম্বন।" পুত্রশোকাতুরা গান্ধারী এই পর্যন্ত বলে, বস্ত্র দ্বারা মুখ ঢেকে রোদন করতে লাগলেন। তখন সর্বশক্তিমান ও মহাবাহু কৃষ্ণ যুক্তি ও কারণযুক্ত বহুবিধ বাক্যদ্বারা শোকাকুলা গান্ধারীকে আশ্বস্ত করলেন। কৃষ্ণ সেইভাবে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে আশ্বস্ত করে, অশ্বত্থামার সংকল্পিত বিষয় বুঝতে পারলেন। কৃষ্ণ তখনই গাত্রোত্থান করে, মস্তকদ্বারা বেদব্যাসের চরণযুগলে নমস্কার করে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, "কৌরবশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার নিকট প্রস্থানের অনুমতি প্রার্থনা করছি। আপনি আর শোকের দিকে মন দেবেন না। অশ্বত্থামার পাপ অভিপ্রায় জন্মেছে, আমি সেই জন্য হঠাৎ গাত্রোত্থান করেছি। অশ্বত্থামা রাত্রিতে পাণ্ডবগণের গুপ্তহত্যা বিষয়ে সংকল্প করেছেন।" এই কথা শুনে মহাবাহু ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সঙ্গে মিলিত হয়ে বললেন, "কেশিহন্তা মহাবাহু কৃষ্ণ, তুমি সত্বর যাও পাণ্ডবগণকে রক্ষা করো। জনার্দন আমরা আবার তোমার সঙ্গে মিলিত হব।" কৃষ্ণ ত্বরান্বিত হয়ে দারুকের সঙ্গে প্রস্থান করলেন। ধর্মাত্মা কৃষ্ণ কৃতকার্য হয়ে নদীতীরস্থ পাণ্ডবশিবিরে উপস্থিত হয়ে তাঁদের কাছে গান্ধারীর কোপ নিবৃত্তির কথা বলে, পরকর্তব্য বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

বস্তুত বর্তমান আখ্যানাংশে দুটি মহাদুর্লভ মুহূর্ত উদ্ভাসিত হল। দুটি ঘটনার কারণ একই, নায়কও একজন। দুর্যোধনের উরুভঙ্গের পর কৃষ্ণ অর্জুনকে গাণ্ডিবধনু ও দুই অক্ষয় তূণ নামিয়ে নিতে বললেন। অর্জুনকেও নেমে যেতে বললেন। অর্জুন রথ থেকে নেমে গেলে অশ্বরজ্জু ছেড়ে দিয়ে নিজেও রথ থেকে নেমে গেলেন। রথ জ্বলে উঠল। কারণ, কৃষ্ণ জানিয়েছেন। কিন্তু ঘটনা গভীর তাৎপর্যবাহী। কৃষ্ণের অর্জুনের সারথ্য শেষ হল। অর্জুনের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট কৃষ্ণ অর্জুনের সারথ্য করতে সম্মত হয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হয়েছে। অর্জুন বিজয়ী হয়েছেন। দেবদত্ত রথের প্রয়োজন আর তাঁর হবে না। কিন্তু গাণ্ডিব ধনু এবং দুই অক্ষয় তূণের প্রয়োজন হবে। ধ্বজস্থিত অলৌকিক বানরটি অন্তর্হিত হল। কৃষ্ণ জগদীশ্বর। তিনি স্বয়ং নারায়ণ। তিনি মধুসূদন, কংসারি, কেশিহন্তা, গোবিন্দ, মাধব। তিনি রথে থাকতে সে রথ জ্বলতে পারে না। দেবদত্ত রথ প্রজ্বলনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকও অনুভব করতে পারে কৃষ্ণ অর্জুনের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা শুরু হল।

দ্বিতীয় অংশটিতেও কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রকটিত হয়ে উঠেছে। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলেছিলেন, "তুমি অর্জুনের সারথ্য গ্রহণ করে, সমস্ত পাণ্ডবপক্ষকে আবৃত করে রেখেছ।" এ কথা চরম সত্য। যুধিষ্ঠিরের মুখে তাঁর অমঙ্গলাশঙ্কা শুনলেন কৃষ্ণ। বুঝলেন— এ দুশ্চিন্তার সঙ্গত কারণ আছে। পতিব্রতা, দীর্ঘ তপস্যাকারিণী গান্ধারী দুর্যোধনকে অন্যায়ভাবে নিহত করা হয়েছে শুনলেই পাণ্ডবদের অভিসম্পাত দিতে পারেন। এ কথা শোনার পর কৃষ্ণ একমুহূর্তও অপেক্ষা করলেন না। আপন সারথিকে নিয়ে সেই মুহূর্তেই হস্তিনানগরে গিয়ে পৌঁছলেন। গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের ক্রোধের উপশম ঘটালেন। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী শান্ত হলেন। কিন্তু পাঠক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দেখল যে কৃষ্ণ অন্তর্যামী। তিনি সকলের অন্তরের সংবাদ জানেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে অশ্বত্থামার মনে পাপচিন্তার উদয় ঘটেছে। তিনি সেই রাত্রেই পাণ্ডবদের গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্র করছেন। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে সে সংবাদ দিয়ে তাঁদের অনুমতি নিয়েই সেই মুহূর্তেই তিনি রথ নিয়ে এসে পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হলেন। কৃষ্ণের চেতনায় ছাপ ঠিকই পড়েছিল। কিন্তু ঘটনাটি ঘটল পুত্রদের উপর দিয়ে। যা সম্ভবত কৃষ্ণেরও কল্পনাতে আসেনি।

যথারীতি দেখা গেল, যুধিষ্ঠির পাণ্ডবপক্ষের সব থেকে বুদ্ধিমান ব্যক্তি। দুর্যোধনের মৃত্যুর আঘাত সবথেকে বেশি পড়বে ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর উপরে। গান্ধারী মূর্তিমতী তপস্যা। তিনি ক্রুদ্ধা হয়ে অভিসম্পাত করলে সব জয় পরাজয়ে পরিণত হতে সামান্যও বিলম্ব হবে না। এ মুহূর্তে একমাত্র কৃষ্ণের মতো সর্বদর্শী, বিচক্ষণ, ভূত-ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাই পারবেন ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীকে শান্ত করতে। যুধিষ্ঠিরের অনুমান ভুল হয়নি।

৮৫

দুর্যোধনের আক্ষেপ

কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে সন্ধ্যা নেমে এল। মানব-কোলাহল স্তব্ধ হল। মাংসভোজী ও নৈশ প্রাণীদের ডাক শোনা যেতে লাগল। ভগ্নোরু ও ধূলিধূসরিতদেহ রাজা দুর্যোধন দশ দিকে দৃষ্টিপাত করে, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কেশগুলিকে সমীকরণপূর্বক যথাস্থানে রেখে, সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করতে থেকে, মত্তহস্তীর মতো ভূতলে হস্ত সঞ্চালন, কেশ কম্পন ও দন্তে দন্তঘর্ষণ করে সঞ্জয়কে সামনে উপস্থিত দেখে যুধিষ্ঠিরের নিন্দা করতে করতে বললেন, "শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, অস্ত্রধারীশ্রেষ্ঠ দ্রোণ, কৃপ, বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ, শকুনি, অশ্বত্থামা, শল্য ও কৃতবর্মা— এই সকল বীর আমার রক্ষক ছিলেন; তবুও আমি এই অবস্থা প্রাপ্ত হলাম। হায়, কালকে অতিক্রম করা দুষ্কর। মহাবাহু সঞ্জয়, একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি সেই আমি এই অবস্থা প্রাপ্ত হলাম। অতএব আমি মনে করি, কোনও লোকই কালকে অতিক্রম করতে পারে না।

"সঞ্জয় এই যুদ্ধে যাঁরা জীবিত আছেন, তুমি তাঁদের বলবে যে, ভীম গদাযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করে, আমাকে নিহত করেছে। পাণ্ডবেরা মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ভূরিশ্রবার বিষয়ে অতি নিষ্ঠুর বহুতর কার্য করেছে। আমি বিশ্বাস করি, নৃশংস পাণ্ডবেরা এমন নিন্দাজনক কার্য করে মানবসমাজে ধিক্কারের পাত্র হবে। ছলক্রমে জয় করে বলবানের কি প্রীতি হতে পারে? কোনও বুদ্ধিমান লোক কি নিয়মলঙ্ঘনকারী লোককে আচারপালক বলে মনে করতে পারেন? পাপাত্মা পাণ্ডুপুত্র ভীমটা যেমন আনন্দ প্রকাশ করছে, শিক্ষিত কোনও লোক অধর্ম অনুসারে জয়লাভ করে, এইরকম আনন্দ প্রকাশ করেন? অতএব আজ ভগ্নোরু অবস্থায় আমার মস্তকে ক্রুদ্ধ ভীম যে পদাঘাত করেছে, তাতে আর বৈচিত্র্য কী আছে? সঞ্জয় প্রতাপশালী, সম্পদযুক্ত ও বন্ধুগণের মধ্যে বিদ্যমান লোকের উপরে এইরূপ ব্যবহার যে লোক করতে পারে, সেই লোক কি বীরসমাজে সম্মানিত হয়?

"সঞ্জয় আমার পিতা ও মাতা যুদ্ধধর্ম, ক্ষত্রিয়ের পরিণতি জানেন। তথাপি তাঁরা এখন দুঃখার্ত; সুতরাং তুমি আমার আদেশ অনুসারে তাঁদের জানাবে যে, আমি যজ্ঞ করেছি, পোষ্যবর্গকে সম্যক ভরণপোষণ করেছি, সসাগরা পৃথিবী শাসন করেছি এবং জীবিত শত্রুগণের মাথার উপরে থেকেছি। শক্তি অনুসারে দান করেছি, বন্ধুগণের প্রীতিবিধান করেছি এবং সমস্ত শত্রুকে দমন করেছি। অতএব সর্বপ্রকারে আমার তুল্য লোক আর কে আছে? সমস্ত বন্ধুজনের সম্মান করেছি, রাজগণকে ভৃত্যের মতো শাসন করেছি। বশীভূত

লোককে সম্মানের সঙ্গে পালন করেছি এবং যথানিয়মে ধর্ম, অর্থ, কামের সেবা করেছি। অতএব সর্বপ্রকারে আমার তুল্য লোক আর কে আছে?

"আমি প্রধান প্রধান রাজার উপরে আদেশ চালিয়েছি। অতিদুর্লভ সম্মান পেয়েছি এবং উত্তম উত্তম অশ্বে আরোহণ করে গমনাগমন করেছি। সুতরাং সর্বপ্রকারে আমার তুল্য লোক আর কে আছে? আমি ভাগ্যবশত ভৃত্যের ন্যায় অন্যের আশ্রয়ে থেকে কিংবা যুদ্ধ থেকে ফিরে রাজধর্ম বিস্মৃত হইনি এবং ভাগ্যবশত আমার মৃত্যুর পরই রাজলক্ষ্মী অন্যের কাছে গেল। স্বধর্ম অনুযায়ী ক্ষত্রিয় বন্ধুগণের যা অভীষ্ট, আমি সেইরূপ নিধনই প্রাপ্ত হলাম। আমি ভাগ্যবশত সাধারণ লোকের মতো পরাঙ্মুখ হয়ে বিজিত হইনি কিংবা কোনও ধর্মবিরুদ্ধ বুদ্ধি করে পরাজিত হইনি। মানুষ যেমন নিদ্রিত ও অসাধারণ লোককে হত্যা করে কিংবা বিষদ্বারা গোপনে বিনাশ করে, তেমন ভীম ধর্ম অতিক্রম করে গদাযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করে আমাকে নিহত করেছে। সঞ্জয় তুমি আমার আদেশ অনুসারে মহাত্মা অশ্বত্থামা, সাত্বতবংশীয় কৃতবর্মা এবং শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্যকে বলবে— পাণ্ডবেরা অধর্মক্রমে কার্য করে আসছেন এবং অনেকবার সদাচার লঙ্ঘন করেছেন। অতএব আপনারা তাদের আর বিশ্বাস করতে পারেন না।" তারপর যথার্থবিক্রমশালী দুর্যোধন স্তুতি পাঠকদের বললেন, "ভীম অধর্ম অনুসারে যুদ্ধে আমাকে নিহত করেছে। দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, মহাবীর বৃষসেন, সুবলনন্দন শকুনি, মহাবল জলসন্ধ, মহাবীর ভগদত্ত, মহাধনুর্ধর ভূরিশ্রবা, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, প্রাণের তুল্য দুঃশাসন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ, বিক্রমশালী দুঃশাসনের পুত্র ও লক্ষ্মণ এই পুত্রদ্বয়, এঁরা এবং অন্যান্য বহুতর আমার পক্ষীয় যোদ্ধা ও সহস্র সহস্র বীর স্বর্গে গমন করেছেন; এখন আমি একাকী সঙ্গীবিহীন পথিকের মতো তাঁদের পিছনে গমন করব।

"হায়! আমার ভগিনী দুঃশলা ভ্রাতৃগণ ও ভর্তাকে নিহত শুনে, দুঃখার্ত হয়ে, গুরুতর রোদন করতে থেকে, কীরূপ হয়ে পড়বেন? বিশেষত, আমার বৃদ্ধ পিতা, গান্ধারী দেবী, পুত্রবধূগণ ও পৌত্রবধূগণের সঙ্গে কী অবস্থা প্রাপ্ত হবেন? শুভলক্ষণা, ও বিশালনয়না আমার ভার্যা— পুত্র ও ভর্তা নিহত হওয়ায় নিশ্চয়ই সত্বর মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। আমার সুহৃদ, পরিব্রাজক ও বাক্যবিশারদ, মহাত্মা চার্বাক যদি আমার এই অন্যায়বধ বৃত্তান্ত জানতে পারেন, তা হলে নিশ্চয়ই তিনি এর প্রতিশোধ নেবেন। ত্রিভুবনবিখ্যাত এই পবিত্র সমন্তপঞ্চকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে, নিশ্চয়ই আমি চিরস্থায়ী স্বর্গ লাভ করব।"

তখন সহস্র সহস্র লোক দুর্যোধনের বিলাপ শুনে জলভরা চোখে, দশ দিকে চলে যেতে লাগল। তারপর সমুদ্র, বন, স্থাবর ও জঙ্গমের সঙ্গে সমগ্র পৃথিবী ভীষণ মূর্তি ধারণ করে কেঁপে উঠল। দারুণ শব্দ হল এবং দিক সকল মলিন হয়ে পড়ল। এদিকে সেই লোকেরা অশ্বত্থামার কাছে গিয়ে, ভীমের গদাযুদ্ধে অন্যায় ব্যবহার এবং দুর্যোধনকে নিপাতিত করা প্রভৃতি সমস্ত ঘটনা যথাযথভাবে জানাল। তখন তীক্ষ্ণ বাণ, তোমর ও শক্তির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষতদেহ, কৌরবপক্ষের মহারথ, হতাবশিষ্ট কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা সেই লোকগুলির কাছে দুর্যোধনের নিধনবার্তা শুনে, বেগবান অশ্বগণের গুণে সত্বর রণস্থলে আগমন করলেন।

তাঁরা এসে দেখলেন বনমধ্যে বায়ুবেগে ভগ্ন বিশাল শালবৃক্ষের মতো, ব্যাধকর্তৃক

নিপাতিত মহাহস্তীর মতো, ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভূতলে নিপাতিত সূর্যমণ্ডলের মতো, মহাবায়ুবেগে সংশোধিত সমুদ্রের সমান, আকাশে নীহারাবৃত চন্দ্রমণ্ডলের তুল্য এবং নিপতিত ব্যাঘ্রের ন্যায়, মহাবাহু, মহাবল, হস্তীর তুল্য বিক্রমশালী ও নরশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন ভূতলে নিপাতিত রয়েছেন। তিনি তখন রক্তাক্ত দেহে দারুণ বেদনায় ছটফট করছেন এবং বার বার এ-পাশ ও-পাশ করছেন; ধূলিতে তাঁর দেহ আবৃত হয়ে গেছে; ধনলোভী লোকেরা যেমন রাজাকে সকল দিকে বেষ্টন করে থাকে, সেইরকম মাংসভোজী প্রাণীরা তাঁকে সকল দিকে বেষ্টন করে আছে। ক্রোধে তাঁর মুখমণ্ডলে ভীষণ ভ্রূকুটি প্রকাশ পাচ্ছে, নয়নযুগল উপরে উঠেছে এবং তিনি আর বেদনা, দুঃখ ও আক্ষেপ সহ্য করতে পারছেন না।

মহাধনুর্ধর কৃপাচার্য প্রভৃতি সেই রথীরা— রাজা দুর্যোধনকে ভূতলে নিপতিত দেখে প্রথমে যেন মোহ প্রাপ্ত হলেন। তারপর তাঁরা সকলে রথ থেকে নেমে দ্রুত তাঁর কাছে গেলেন এবং ভূতলেই উপবেশন করলেন। তখন অশ্বত্থামা অশ্রুপূর্ণ নয়নে, নিশ্বাস ত্যাগ করতে করতে, ভরতবংশশ্রেষ্ঠ ও সমস্ত রাজার অধীশ্বর দুর্যোধনকে বললেন, "নরশ্রেষ্ঠ! নিশ্চয়ই মনুষ্যলোকে কোনও বস্তুই চিরস্থায়ী নয়। কারণ, আপনি ধূলিধূসর দেহে ধূলির উপরেই শয়ন করে আছেন। রাজশ্রেষ্ঠ! সমস্ত পৃথিবীর উপরে আদেশে অভ্যস্ত আজ কেন একাকী এই নির্জন রণস্থলে পড়ে আছেন?

"পুরুষশ্রেষ্ঠ! দুঃশাসন, মহারথ কর্ণ এবং সেই সকল বন্ধুকে দেখছি না কেন? এ কী ব্যাপার? দৈবের কোনও গতি এবং মানুষের অবস্থা জানা নিশ্চয়ই দুষ্কর, যেহেতু আপনি ধূলিধূসর দেহে ভূতলে ধূলির উপরেই শয়ন করে আছেন। আপনার সেই নির্মল ছত্র আর চামর কোথায় গেল? আপনার সেই বিশাল সৈন্যই বা কোথায় গিয়েছে? বিভিন্ন কারণ উপস্থিত হলে কার্যও যে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, সেগুলির অবস্থা জানা দুষ্কর। যেহেতু আপনি লোকশ্রেষ্ঠ হয়ে বর্তমান সময়ে এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন। আপনি ইন্দ্রকেও স্পর্ধা করতেন; অথচ বর্তমান সময়ে আপনার এই অবস্থা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, মানুষের সম্পদ চিরস্থায়ী নয়।"

তখন রাজা দুর্যোধন অত্যন্ত দুঃখিত অশ্বত্থামার সেই কথা শুনে হস্তযুগল দ্বারা নয়ন মার্জনা করে, অশ্রু বিসর্জন করতে থেকে, কৃপাচার্য প্রভৃতি বীরগণকে বললেন, "কালের পরিবর্তনবশত সমস্ত পদার্থই যে ধ্বংস হয়, এ বিধাতারই নির্দিষ্ট প্রাণীজগতের ধর্ম। সেই অবস্থাই আমার উপস্থিত হয়েছে, যা আপনারা দেখছেন। আমি পৃথিবী পালন করে শেষে এই অবস্থা প্রাপ্ত হলাম। ভাগ্যবশত আমি যুদ্ধে কোনও সংকটের সময়েই পরাঙ্মুখ হইনি। ভাগ্যবশত পাপাত্মারা বিশেষ ছলপূর্বকই আমাকে নিহত করেছে। আমি ভাগ্যবশত যুদ্ধ করবার অভিপ্রায়ে সর্বদা উৎসাহ প্রকাশ করেছি এবং ভাগ্যবশতই আমি জ্ঞাতিগণ ও বন্ধুগণ নিহত হওয়ার পরেই নিহত হয়েছি। ভাগ্যবশতই আমি আপনাদের কুশলে ও অক্ষতদেহে এই লোকক্ষয় থেকে মুক্ত দেখছি। তা আমার অত্যন্ত প্রীতিকর হয়েছে।

মা ভবন্তোহনুতপ্যন্তাং সৌহৃদান্নিধনেন মে।
যদি বেদাঃ প্রমাণং বো জিতা লোকা ময়াক্ষয়াঃ ॥ সৌপ্তিক : ২ : ২৮ ॥

—আপনারা আমার মৃত্যুতে সৌহার্দ্যবশত অনুতপ্ত হবেন না। কারণ, বেদবাক্য যদি প্রমাণ বলে আপনাদের অভিমত হয়, তা হলে আমি অক্ষয় স্বর্গ জয় করেছি।

"অমিততেজা কৃষ্ণের প্রভাব আমি জানি; কিন্তু তিনিও আমাকে সম্যক অনুষ্ঠিত ক্ষত্রিয়ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারেননি। আমি সেই ক্ষত্রিয়ধর্ম যথাযথভাবে রক্ষা করেছি। অতএব আপনারা কোনও প্রকারেই আমার জন্য শোক করতে পারেন না। আবার আপনারাও নিজেদের অনুরূপ উপযুক্ত কাজ করেছেন। আপনারা সর্বদাই জয়লাভের জন্য চেষ্টা করেছেন; কিন্তু দৈবকে অতিক্রম করা দুষ্কর বলে সে জয় হল না।"

অশ্বত্থামা দুর্যোধনকে সেই অবস্থায় পতিত দেখে অগ্নির মতো ক্রোধে জ্বলে উঠে বললেন যে, অতি নৃশংসভাবে তাঁর পিতাকে হত্যা করা হয়েছে। তাতেও তিনি ততটা দুঃখিত হননি, যতটা ছলপূর্বক নিহত দুর্যোধনকে দেখে হয়েছেন। অশ্বত্থামা মৃত্যুপথযাত্রী দুর্যোধনের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি সেই দিনই কৃষ্ণের সম্মুখে পাণ্ডবদের নিহত করবেন। অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞায় সন্তুষ্ট দুর্যোধন কৃপাচার্য দ্বারা জল আনিয়ে অশ্বত্থামাকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত ও বৃত করলেন। অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা প্রস্থান করলেন। যন্ত্রণার্ত, বেদনার্ত, দুর্যোধন শেষ নিশ্বাসের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

মৃত্যুপথযাত্রী দুর্যোধনের এই বিদায়-ভাষণের দুর্লভ মুহূর্তটি সম্পর্কে আলোচনার প্রথমেই একটি সংস্কৃত শ্লোক স্মরণে আসে—

অতি দর্পে হত লঙ্কাঃ অতি মানে চ কৌরবা।
অতি দানে বলিঃ বন্ধো সর্বম অত্যন্ত গর্হিতম্ ॥

অতি মানী দুর্যোধন! কলির অংশাবতার। সারা জীবন কারও অধীনতা সহ্য করেননি দুর্যোধন। তাঁর জন্মমুহূর্তে নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অমঙ্গলচিহ্ন দেখে বিদুর তৎক্ষণাৎ তাঁকে পরিত্যাগ করতে বলেছিলেন। বস্তুত তাঁর জন্যই কৌরববংশ ধ্বংস হয়ে গেল। পিতা ধৃতরাষ্ট্র কেবলমাত্র জন্মান্ধ ছিলেন না, পুত্রস্নেহে অন্ধও ছিলেন। পিতার প্রশ্রয়ে অবাধ্য ও দুর্বিনীত হয়ে উঠলেন দুর্যোধন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর, সঞ্জয়, গুরুজন স্থানীয় কোনও ব্যক্তিকে গ্রাহ্য করতেন না দুর্যোধন। হস্তিনানগরে পাণ্ডুপুত্রদের প্রবেশ কোনওদিন স্বাভাবিকভাবে নেননি তিনি!

যে অভিযোগ বর্তমান মুহূর্তটিতে দুর্যোধন করেছিলেন সে সব অন্যায় তিনি নিজেও করেছিলেন। ছলনা করে, বিষ প্রয়োগ করে, অগ্নিদগ্ধ করে তিনি পাণ্ডবদের ও তাঁদের মাতাকে হত্যা করতে চেয়েছেন। খাণ্ডবপ্রস্থকে যখন পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে রূপান্তরিত করলেন এবং রাজসূয় যজ্ঞ করলেন, তখন থেকেই ঈর্ষা ও বিদ্বেষ অনলে দুর্যোধন দগ্ধ হতে লাগলেন। শকুনিকে অবলম্বন করে কপট পাশা খেলে পাণ্ডবদের রাজত্ব হস্তগত করলেন, পাণ্ডবভার্যা দ্রৌপদীকে অন্তঃপুর থেকে কুন্তীর নিষেধসত্ত্বেও পুরুষের রাজসভায় কেশাকর্ষণ

করে এনে শ্বশুর ও গুরুজনদের সামনে তাঁকে নগ্না করতে চাইলেন। দ্রৌপদীকে অনাবৃত বাম উরুতে বসার আমন্ত্রণ জানিয়ে নিজের মৃত্যুকে আহ্বান করলেন দুর্যোধন। দ্রৌপদী কেবলমাত্র কুরুকুলবধূ ছিলেন না, তাঁর ভ্রাতৃজায়াও ছিলেন। শকুনি, কর্ণ, দুঃশাসনকে সঙ্গী করে দ্রৌপদীর যে লাঞ্ছনা সেদিন দ্যূতসভায় তাঁরা করলেন, তখনই যম ভীমের কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, দুর্যোধনের উরুভঙ্গ হবে।

দুর্যোধন পরিপূর্ণ পাপী। পরিপূর্ণ পাপীর মতোই তিনি বিশ্বাস করতেন— রাজা কোনও অন্যায় করতে পারেন না। মহর্ষি কণ্বকে দুর্যোধন দৌত্যসভায় বলেছিলেন, "বিধাতা আমাকে যেমন করে সৃষ্টি করেছেন, আমি তেমনই করে চলেছি।" নিরস্ত্র বালক অভিমন্যুকে সপ্তরথী মিলে হত্যা করতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি। তিনি শত্রুর মাথায় পা দিয়ে চলতে অভ্যস্ত। শত্রুপক্ষের সকলেই তাঁর কাছে বধ্য। পাণ্ডবদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ দুর্যোধনের সত্তার এত গভীরে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল যে, নিজে মৃত্যুপথযাত্রী হয়েও তিনি পাণ্ডবদের নিধনের জন্য অশ্বত্থামাকে সেনাপতি অভিষিক্ত করেন।

কিন্তু স্বপক্ষীয় রথী ও প্রজাদের সম্পর্কে দুর্যোধন অত্যন্ত সহৃদয় এবং স্নেহশীল। আশ্রমবাসিক পর্বে ধৃতরাষ্ট্রের বনবাসের পূর্বে প্রজাদের প্রতিনিধি ব্রাহ্মণ স্বীকার করেছিলেন যে, দুর্যোধন কোনওদিন তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেননি।

ভগ্নোরু দুর্যোধন রাজকীয় মর্যাদাবোধের গভীর পরিচয় অবশিষ্ট তিন কৌরব মহারথের সামনে রাখলেন। যন্ত্রণার কোনও একটি বাক্যও তিনি উচ্চারণ করেননি— বরং যোগ্য নেতার মতো অশ্বত্থামাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। দুর্যোধন নিয়তিবাদী। তিনি জানেন যে, দৈবকে অতিক্রম করা যায় না। কৃষ্ণের অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। কিন্তু সেই অলৌকিক শক্তির সামনে তিনি মাথা নত করেননি। অপার কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে নির্জন কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে নিঃসঙ্গ দুর্যোধন সমস্ত পাঠকের সামনে প্রমাণ রেখে গিয়েছেন, তিনিই মহাভারতের যথার্থ প্রতিনায়ক।

৮৬

অশ্বত্থামার মহাদেবের অনুগ্রহ লাভ

মৃত্যুপথযাত্রী দুর্যোধন অশ্বত্থামাকে কৌরবপক্ষের শেষ সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করলেন। অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা পাঞ্চালশিবিরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। একটি বিশাল বটবৃক্ষের নিকটে এসে রথ থেকে নেমে তাঁরা সন্ধ্যাবন্দনা করলেন। ক্রমে রাত্রি গভীর হল, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা ভূতলে শুয়ে নিদ্রিত হলেন। অশ্বত্থামার নিদ্রা এল না, তিনি ক্রোধে অধীর হয়ে সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, সেই বটবৃক্ষে বহু সহস্র কাক নিঃশঙ্ক হয়ে নিদ্রা যাচ্ছে, এমন সময়ে এক ঘোরদর্শন কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ বৃহৎ নাসিক্য পেচক এসে নির্বিচারে নিদ্রিত কাকদের বিনষ্ট করল, তাদের ছিন্ন দেহে ও অবয়বে বৃক্ষের তলদেশ আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

অশ্বত্থামা ভাবলেন, "এই পেচক যথাকালে আমাকে শত্রুসংহারের উপযুক্ত উপদেশ দিয়েছে। আমি বলবান বিজয়ী পাণ্ডবদের সম্মুখযুদ্ধে বধ করতে পারব না। যে কার্য গর্হিত বলে গণ্য হয়, ক্ষত্রিয় ধর্মাবলম্বী মানুষের পক্ষে তাও করণীয়। এই প্রকার শ্লোক শোনা যায়— পরিশ্রান্ত, ভগ্ন, ভোজনে রত, পলায়মান, আশ্রয়ে প্রবিষ্ট, অর্ধরাত্রে নিদ্রিত, নায়কহীন, বিচ্ছিন্ন বা দ্বিধাহীন নয় এমন অবস্থায় শত্রুকে প্রহার করা বিধেয়।"

অশ্বত্থামা তাঁর নিদ্রিত দুই সঙ্গীকে জাগরিত করে আপন সংকল্প জানালেন। এমন অক্ষত্রিয়োচিত প্রস্তাবে কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা লজ্জিত হয়ে উত্তর দিতে পারলেন না। শেষে কৃপাচার্য অশ্বত্থামাকে এই সংকল্প থেকে নিবৃত্ত হতে বললেন। কৃপ বললেন— লোভী অদূরদর্শী দুর্যোধন হিতৈষী মিত্রদের উপদেশ শোনেননি, তিনি লোভী অসাধু লোকদের মন্ত্রণায় পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতা করেছেন। আমবা সেই দুঃশীল পাপীর অনুসরণ করে এই দারুণ দুর্দশায় পড়েছি। চলো, হস্তিনানগরে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও বিদুরের উপদেশ গ্রহণ করি।

অশ্বত্থামা বললেন, "মাতুল, আমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্মে মন্দভাগ্যবশত ক্ষত্রধর্ম আশ্রয় করেছি। সেই ধর্ম অনুসারে আমি মহাত্মা পিতৃদেব ও রাজা দুর্যোধনের পথে যাব। বিজয়লাভে আনন্দিত, শান্ত পাঞ্চালগণ আজ যখন বর্ম খুলে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রামগ্ন থাকবে তখন আমি তাদের বিনষ্ট করব।" কৃপাচার্য বললেন, "সুপ্ত নিরস্ত্র অশ্বরথহীন লোককে হত্যা করলে কেউ প্রশংসা করে না। পাঞ্চালেরা আজ রাত্রে মৃতের ন্যায় অচেতন হয়ে নিদ্রা যাবে। সেই অবকাশে যে কুটিল লোক তাদের বধ করবে সে অগাধ নরকে নিমগ্ন

হবে। এ কাজ করা কখনও তোমার উচিত হবে না।" অশ্বত্থামা বললেন, "ধর্মের সেতু পাণ্ডবেরা শত খণ্ডে ভগ্ন করেছে। আমি আজ রাত্রিতেই পিতৃহন্তা পাঞ্চালগণকে সুপ্ত অবস্থায় বধ করব, তার ফলে যদি আমাকে কীট পতঙ্গ হয়ে জন্মাতে হয় তাও শ্রেয়। আমার পিতা যখন অস্ত্রত্যাগ করেছিলেন, তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁকে বধ করেছিল; আমিও সেইরূপ পাপকর্ম করব, বর্মহীন ধৃষ্টদ্যুম্নকে পশুর মতো বধ করব, যাতে সেই পাপী অস্ত্রাঘাতে নিহত বীরের স্বর্গ না পায়।" এই বলে অশ্বত্থামা বিপক্ষ শিবিরের দিকে যাত্রা করলেন, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা তাঁর অনুসরণ করলেন।

শিবিরের দ্বারে এসে অশ্বত্থামা দেখলেন— একটি ভীষণ পুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে; তার শরীর বিশাল, শরীরের তেজ চন্দ্র ও সূর্যের তুল্য, পরিধানে ব্যাঘ্রের চর্ম, উত্তরীয় বসনের স্থানে কৃষ্ণসারের চর্ম ও গলদেশে সর্পের যজ্ঞোপবীত রয়েছে। মুখ থেকে রক্তের ধারা পড়ছে, অতি দীর্ঘ ও স্থূল বহুতর বাহু প্রকাশ পাচ্ছে। সেগুলিতে আবার নানাবিধ অস্ত্র উত্তোলিত আছে। প্রত্যেক বাহুতেই মহাসর্পের কেয়ূর রয়েছে। মুখ থেকে অগ্নিশিখা নির্গত হচ্ছে, দন্তপঙ্‌ক্তি দুটি মুখখানিকে অতিভীষণ করেছে। মুখমণ্ডল বিকৃত রয়েছে এবং বিচিত্র সহস্র নয়ন প্রকাশ পাচ্ছে। সেই পুরুষের আকৃতি বা বেশের বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব, তবে সেই পুরুষকে দেখে পর্বত সকলও ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে যায়। সেই পুরুষের মুখ, নাসিকা, কর্ণযুগল এবং সেই বহু সহস্র নেত্র থেকে বিশাল অগ্নিশিখা নির্গত হচ্ছিল এবং সেই অগ্নিশিখার কিরণ থেকে শত শত ও সহস্র সহস্র শঙ্খচক্রগদাধারী বিষ্ণু আবির্ভূত হচ্ছিলেন।

অশ্বত্থামা অতিশয় অদ্ভুত ও জগতের ভয়ংকর সেই পুরুষকে দেখেও নির্ভয়চিত্ত হয়েই তাঁর দিকে অলৌকিক অস্ত্রসকল নিক্ষেপ করতে লাগলেন এবং সেই বিশাল পুরুষও অশ্বত্থামা নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসকল গ্রাস করতে লাগল। বাড়বানল যেমন সমুদ্রের জলপ্রবাহ গ্রাস করে, তেমন সেই পুরুষও অশ্বত্থামা নিক্ষিপ্ত বাণসকল গ্রাস করতে লাগল। অশ্বত্থামা সেই বাণগুলিকে ব্যর্থ দেখে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার মতো একটি রথশক্তি সেই পুরুষের দিকে নিক্ষেপ করলেন। তখন প্রলয়কালীন আকাশচ্যুত বিশাল উল্কা যেমন সূর্যমণ্ডলকে আঘাত করে বিদীর্ণ হয়ে যায়; তেমনই অশ্বত্থামার সেই উজ্জ্বল রথশক্তিটিও সেই পুরুষকে আঘাত করে বিদীর্ণ হয়ে গেল।

তারপর সাপুড়ে যেমন গর্তের ভিতর থেকে উজ্জ্বল সর্প বার করে আনে, অশ্বত্থামাও তেমনই কোষের ভিতর থেকে স্বর্ণমুষ্টি ও আকাশের মতো নির্মল তরবারি নিষ্কাশিত করলেন। অশ্বত্থামা তরবারিটি সেই পুরুষের দিকে নিক্ষেপ করলেন; তখন বেজি যেমন গর্তের ভিতরে প্রবেশ করে, সেই তরবারিখানি গিয়ে সেই পুরুষের মুখবিবরের মধ্যে প্রবেশ করল। তখন অশ্বত্থামা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় উজ্জ্বল একটি গদা সেই পুরুষের প্রতি নিক্ষেপ করলেন; সেই পুরুষ সেই গদাটিকেও গ্রাস করল। অশ্বত্থামার সমস্ত অস্ত্র নিঃশেষ হয়ে গেলে, তিনি ইতস্তত দৃষ্টিপাত করতে থেকে দেখলেন— পূর্বে কথিত শঙ্খচক্রগদাধারী বিষ্ণুগণ আকাশটাকে ছেয়ে ফেলেছেন।

সেই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার দেখে নিরস্ত্র অশ্বত্থামা অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে কৃপাচার্যের বাক্য স্মরণ করে মনে মনে বললেন, "নির্বোধ লোক সুহৃদগণের উপদেশ স্মরণ না করে কার্য

আরম্ভ করলে বিপদে পতিত হয়। নীতিশাস্ত্র দৃষ্ট পথ অতিক্রম করে শত্রুবধ করতে চাইলে, ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়, বিফলকাম হয়। গো, ব্রাহ্মণ, যজ্ঞপ্রবৃত্ত রাজা, স্ত্রীলোক, সখা, মাতা, গুরু, দুর্বল, জড়, অন্ধ, নিদ্রিত, ভীত, নিদ্রা থেকে সদ্য জাগরিত, মত্ত, উন্মত্ত এবং অসাবধান ব্যক্তির উপরে কখনও অস্ত্রাঘাত করবে না— মহর্ষিরা এইরূপ উপদেশ দিয়েছেন। আমি সেই সনাতন শাস্ত্রবাক্য অতিক্রম করে অসৎপথে চলে, ভীষণ বিপদে পতিত হয়েছি। কেবল শক্তির প্রভাবে কোনও গুরুতর কার্য করতে পারা যায় না, কারণ নীতিজ্ঞেরা বলেন, দৈব অপেক্ষা পুরুষকার প্রবল নয়। অজ্ঞানতাবশত যে কার্য আরম্ভ করা হয়, তা ভয়বশত নিবৃত্তিমূলক হয়, সার্থকভাবে শেষ হয় না। কিন্তু আজ অশ্বত্থামা যুদ্ধ থেকে নিবৃত্তি পাবে না। কিন্তু দৈবদণ্ডের মতো দণ্ডায়মান এই বিশাল পুরুষকে আমি কিছুতেই চিনতে পারছি না— অথচ ইনি আমার বিঘ্ন সৃষ্টি করছেন। আমি অন্যায়ভাবে পাপমতি হয়ে কার্যারম্ভ করছিলাম, তার বিষময় ফল দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং দৈবই আমার বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। দৈবের প্রসন্নতাতেই সে বিঘ্ন সমাপ্ত করতে হবে। অতএব আমি এখন প্রভাবশালী, জটাজূটধারী, দেবদেব, উমাপতি, দুঃখনাশক, নরমুণ্ডমালাসমন্বিত, রুদ্র, ভগদেবের নেত্রনাশক, কামহন্তা মহাদেবের শরণাপন্ন হব। নিশ্চয়ই তিনি আমার এই ভীষণ দৈবদণ্ড দূর করবেন। কারণ সেই মহাদেবের তপস্যা ও বিক্রমের প্রভাবে অন্যান্য দেবতাকে অতিক্রম করেছেন। অতএব এই শূলপাণি মহাদেবেরই শরণাপন্ন হই।"

অশ্বত্থামা এই চিন্তা করে, রথ থেকে ভূতলে নেমে, নতজানু হয়ে মহাদেবের সম্মুখে অবস্থান করলেন। পরে অশ্বত্থামা বললেন, "দেবদেব! আমি নির্মলচিত্তে এবং অকিঞ্চিৎকর হলেও দুষ্কর আত্মোপহার দিয়ে আপনার পূজা করব। কেন না, আপনি— উগ্র, স্থাণু, শিব, রুদ্র, ঈশান, ঈশ্বর, গিরিশ, বরদাতা, দেব, জগৎসৃষ্টিকর্তা, অবিনশ্বর, শিতিকণ্ঠ, জন্মরহিত, শুভ্রবর্ণ, দক্ষযজ্ঞনাশক, কামহন্তা, বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ, বহুরূপধারী, উমাপতি, শ্মশানবাসী, দর্পান্বিত, বিশাল, প্রমথগণের অধিপতি, সর্বব্যাপী, খট্টাঙ্গধারী, রুদ্রমূর্তি, জটাজূটযুক্ত ব্রহ্মচারী এবং ত্রিপুরহন্তা। মহাদেব! দেবতারা পূর্বকালে আপনার স্তব করেছেন, ভবিষ্যৎকালে স্তব করবেন এবং বর্তমানকালেও স্তব করছেন। কারণ, আপনি অব্যর্থকাম, কৃত্তিবাস, রক্তনেত্র, নীলকণ্ঠ, বিরোধীদের অসহ্য ও অনিবার্য, নির্মলচিত্ত, সৃষ্টিকর্তারও সৃষ্টিকর্তা, পরব্রহ্ম, ব্রহ্মচারী, তপোনিয়মযুক্ত, তপোনিষ্ঠ, অসীম, তপস্বীদের আশ্রয়, বহুরূপ, ত্রিলোচন, নিজ পারিষদগণের প্রিয়, কুবেরদৃষ্টমুখ, পার্বতীর হৃদয়বল্লভ, কার্তিকের পিতা, পিঙ্গলবর্ণ, জটাধারী, বৃষবাহন, ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রচর্মপরিধারী, অতিভীষণ মূর্তি, পার্বতীর ভূষণকার্যে ব্যাপৃত, ব্রহ্মাদি শ্রেষ্ঠগণ থেকেও শ্রেষ্ঠ, এমনকী জগতে যার থেকে কোনও বস্তু শ্রেষ্ঠ নয়, বাণ ও উত্তম অস্ত্রমধ্যে পাশুপত অস্ত্রধারী, দিগন্তব্যাপী, জগৎপালক, স্বর্ণময়কবচযুক্ত, দীপ্তিমান ও চন্দ্রশেখর। অতএব মহাদেব। আমি অত্যন্ত একাগ্রচিত্তে আপনার আশ্রয় নিলাম।

"আমি যদি আজ অতি দুস্তর ও ভীষণ এই আপদ থেকে উত্তীর্ণ হতে পারি, তবে এই পবিত্র দেহ উপহার দিয়ে অগ্নিময়মূর্তি আপনার পূজা করব।" অশ্বত্থামার এইরূপ নিজ দেহ উপহার দানের উদ্‌যোগ ও অধ্যবসায় দর্শনের পরে, মহাত্মা মহাদেবের সম্মুখে একটি

সুবর্ণময় বেদি আবির্ভূত হল। সেই সময় সেই বেদির উপরে অগ্নি জ্বলে উঠল এবং তার শিখায় দিকবিদিক ও আকাশ পূর্ণ হতে থাকল।

ক্রমে মহাদেবের সম্মুখে হস্তীতে উত্থিত পর্বতের মতো দীর্ঘাকৃতি মহাপ্রমথগণ আবির্ভূত হল। তাদের মুখ ও নয়ন উজ্জ্বল এবং বহুতর চরণ, অনেক মস্তক ও প্রচুর বাহু ছিল, তারা প্রত্যেকেই রত্নময় বিচিত্র কেয়ূর ধারণ করেছিল, সকলেই হাত উপরে তুলে রেখেছিল। তাদের মধ্যে কারও কুকুরের মতো, কারও শূকরেব তুল্য, কারও গোরুর সমান, কারও ভল্লুকের মতো, কারও বিড়ালের মতো, কারও বা ব্যাঘ্রের তুল্য, কারও চিত্রব্যাঘ্রের মতো, কারও মৃগ বিশেষের মতো, কারও বানরের ন্যায়, কারও শুকপক্ষীর তুল্য, কারও বিশাল সর্পের মতো, কারও হংসের সদৃশ, কারও দাঁড়কাকের মতো, কতগুলির কচ্ছপের তুল্য, অনেকের কুম্ভীরের ন্যায়, কতকগুলি বিশাল মকরমৎস্যের সদৃশ, কতকগুলি তিমি মৎস্যের সমান, অনেকগুলি ভেকের মতো, কতকগুলি গৃহকপোতের ন্যায়, অনেকের হাতির মতো, বহুর মাগুর মৎস্যের মতো, অনেকের কাকের মতো এবং অনেকের শ্যেনপক্ষীর মতো মুখ ছিল। কতকগুলি শ্বেতবর্ণ ছিল, কতকগুলির কান ছিল হাতে, কতকগুলির হাজার হাজার চোখ ছিল, আবার অনেকের বিশাল উদর ছিল। কারও কারও দেহে মাংস ছিল, আবার অনেকের বিশাল মস্তক ছিল, কারও কেশ ছিল অগ্নিশিখার মতো উজ্জ্বল, অনেকের লোমগুলি জ্বলছিল, কতগুলি চতুর্ভুজ ছিল, অনেকের মুখ ছিল মেষমুখের মতো, অনেকগুলির মুখ ছিল ছাগমুখের তুল্য, অনেকের বর্ণ ছিল শঙ্খের ন্যায় শুভ্র, মুখ ও কর্ণ ছিল শঙ্খের তুল্য। কতগুলি জটাধারী, কতগুলি পঞ্চশিখাশালী, কতকগুলি মুণ্ডিত মস্তক, কতগুলি কৃশোদর ছিল। কতগুলির চারটে দাঁত, অনেকগুলির চারটি জিহ্বা, কতগুলির কান পেরেকের মতো ছিল, কতগুলির মাথায় মুকুট, কতগুলির কেশ কুঞ্চিত, কতগুলির মস্তকে মুকুট এবং কতগুলির মুখ সুন্দর ছিল, কতগুলির গাত্রে নানা অলংকার, কতগুলির মস্তকে পদ্ম, কতগুলির মস্তকে উৎপল এবং কতগুলির মস্তকে কুমুদ ছিল। শত শত ও সহস্র সহস্র ভূত মাহাত্ম্যশালী ছিল। কতকগুলির হাতে শতঘ্নী, অনেকের হাতে বজ্র, কারও কারও হাতে মুসল, বহুর হাতে ভুশণ্ডি, অনেকের হাতে পাশ ও কতগুলির হাতে পরশু, অনেকের উত্তোলিত হস্তে বিশাল পাশ, অনেকের হাতে লগুড়, বহুর হস্তে প্রস্তরস্তম্ভ, অনেকের হাতে তরবারি, কতগুলির মস্তকে সর্পের উন্নত কিরীট, অনেকের বাহুতে বিশাল সর্পের কেয়ূর, অনেকের অঙ্গে বিচিত্র অলংকার, বহুর অঙ্গ ধূলিধূসর, অনেকের অঙ্গ কর্দমলিপ্ত, সকলের অঙ্গেই শুভ্র বস্ত্র ও শুভ্রবর্ণ মালা, কতকগুলির অঙ্গ নীলবর্ণ, অনেকের অঙ্গ পিঙ্গলবর্ণ ও অনেকের মস্তক মুণ্ডিত ছিল।

সেই স্বর্ণবর্ণ পারিষদগণের মধ্যে অনেকে ভেরি, কেউ কেউ শঙ্খ, কেউ কেউ মৃদঙ্গ, বহু ব্যক্তি ঝর্ঝর, অনেকে আনক ও কতগুলি গোমুখ বাজাচ্ছিল। কেউ গান, কেউ নৃত্য, কেউ লঙ্ঘন, কেউ উল্লঙ্ঘন, কেউ প্রলঙ্ঘন করছিল; কেউ কেউ মহারবে ও মহাবেগে ধাবিত হচ্ছিল, কতগুলির স্বভাব অত্যন্ত কোপন ছিল, কতগুলির কেশ বায়ুতে উড়ছিল, অনেকের ভীষণ মূর্তি, অনেকের ভয়ংকর বর্ণ এবং বহু ব্যক্তির হস্তে শূল ও পট্টিশ ছিল; অনেকের বস্ত্রসকল নানারাগে রঞ্জিত ছিল, কতগুলি বিচিত্রমাল্য ও অনুলেপন ধারণ করেছিল।

অনেকে রত্নখচিত বিচিত্র কেয়ুর ধারণ করেছিল; অনেকে হস্ত উত্তোলন করেছিল, অনেকে অসহ্যবিক্রমশালী, বীর ও বলপূর্বক শত্রুসংহার করতে সমর্থ ছিল, অনেকে রক্ত, বসা প্রভৃতি পান করছিল, বহু ব্যক্তি মাংস নাড়ি ভক্ষণ করছিল, অনেকের চূড়া ছিল, বহু ব্যক্তির দেহ স্থলপদ্ম বৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘ ছিল, অনেকে সর্বদা হৃষ্টচিত্ত ছিল, অনেকের উদর স্থালীর ন্যায় স্থূল ছিল, কতগুলি অত্যন্ত খর্ব, কতগুলি অত্যন্ত দীর্ঘ, কতগুলি অতিভীষণ মূর্তি ছিল, কতগুলির ওষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ ও ঝোলানো ছিল, কতগুলির বৃহৎ শিশ্ন ও কতগুলির বিশাল অণ্ডকোষ ছিল; অনেকের মহামূল্য নানাবিধ মুকুট, অনেকের মুণ্ডিত মস্তক, অনেকের মাথায় জটা ছিল। সেই পারিষদেরা চন্দ্র, সূর্য, অন্যান্য গ্রহ ও নক্ষত্রযুক্ত আকাশমণ্ডলকেও ভূতলে পাতিত করতে পারত।

যারা জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ— এই চতুর্বিদ প্রাণীসমূহ সংহার করতে সমর্থ ছিল এবং যারা নির্ভয়চিত্তে মহাদেবের ভ্রূকুটি সহ্য করতে পারত; আর যারা ইচ্ছানুযায়ী কার্য করতে পারত, ত্রিভুবনের প্রভুগণের উপরেও প্রভুত্ব করতে পারত এবং সর্বদা আনন্দে প্রফুল্লচিত্ত বক্তা ও বিদ্বেষবিহীন ছিল, যারা অষ্টবিধ ঐশ্বর্য লাভ করেও আপন মহিমার ঐশ্বর্য বিস্মৃত হয়নি, বস্তুত যাদের কাজে ভগবানই বিস্মিত হয়ে থাকেন। যারা সর্বদা ভক্তিযুক্ত হয়ে কায়, মন ও বাক্য ও কর্মদ্বারা আরাধনা করে বলে, ভগবান মহাদেবও ঔরসপুত্রগণের ন্যায় যে ভক্তগণকে কায়, মন, বাক্য ও কর্মদ্বারা রক্ষা করে থাকেন; যারা রক্ত ও বসা পান করেও বেদবিরোধী অসুর ও রাক্ষসগণের প্রতি সর্বদা ক্রুদ্ধ থাকে এবং যারা সর্বদা চতুর্বিধ সোমরস পান করে; যারা শাস্ত্রজ্ঞান, ব্রহ্মচর্য আচরণ, তপস্যা ও ইন্দ্রিয়দমনদ্বারা মহাদেবের আরাধনা করে তাঁর সহচর হয়েছে; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের নিয়ন্তা ভগবান মহাদেব নিজের তুল্য যে ভূতগণ ও পার্বতী দেবীর সঙ্গে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করে থাকেন; সেই ভূতেরা নানাবিধ বাদ্যধ্বনি, হাস্যরব, সিংহনাদ, উচ্চ স্বরে আহ্বান ও গর্জন করে সমস্ত শিবির প্রদেশ নিনাদিত করতে থেকে অশ্বত্থামার দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

ক্রমে ভীষণ পরিঘ, মশাল, শূল ও পট্টিশধারী এবং অত্যন্ত তেজস্বী ও ভীষণমূর্তি সেই ভূতেরা মহাদেবের স্তব ও আলোক উৎপাদন করে মহাত্মা অশ্বত্থামার বুদ্ধি ও তাঁর তেজের পরীক্ষা ও সুপ্ত পাণ্ডবপক্ষের হত্যাকাণ্ড দেখবার ইচ্ছা করে, সকল দিকে বিচরণ করতে লাগল, যাদের দেখেই ত্রিভুবনের ভয় জন্মাতে পারে, সেই ভূতগণকে দেখেও মহাবল অশ্বত্থামা কোনও ভয় করলেন না। তারপর অশ্বত্থামা ধনু, হস্তাবরণ, অঙ্গুলিত্র ধারণ করে, নিজেই নিজের শরীরটিকে মহাদেবের উদ্দেশে উপহার দেবার উপক্রম করলেন। সেই হোমকার্যে ধনুগুলি সমিধ, তীক্ষ্ণ বাণ সকল পবিত্র এবং বলবান অশ্বত্থামার দেহটি হবি হল।

ততঃ সৌমেন মন্ত্রেণ দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান।
উপহারং মহামন্যুরথাত্মনমুপাহরৎ ॥ সৌপ্তিক : ৮ : ৫৩ ॥

—"তদনন্তর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও প্রতাপশালী অশ্বত্থামা সৌম্যমন্ত্রে মহাদেবকে নিজ শরীরটি উপহার দিতে উদ্যত হলেন।"

পরে বীর নিয়মশালী অশ্বত্থামা ভীষণ কার্যদ্বারা ভীষণকর্মা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে

কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, "ভগবন্! আজ আমি অঙ্গিরার বংশে উৎপন্ন এই দেহটিকে অগ্নিতে হোম করছি। আপনি এই উপহার গ্রহণ করুন। হে বিশ্বাত্মন! মহাদেব! আপনার প্রতি ভক্তি ও একাগ্রতা সহকারে এই বিপদের সময় আপনার সম্মুখে এই দেহ উপহার দিলাম। ভগবান সমস্ত ভূত আপনাতে আছে এবং প্রধান গুণগুলির প্রকৃতি আপনাতে আছে। হে সর্বভূতের আশ্রয়! হে প্রভো! হে মহাদেব! আমি যদি অন্য উপহার নাও দিতে পারি; তথাপি আমার এই দেহটিকে আপনার সম্মুখে উপস্থাপিত করছি: আপনি এই দেহ গ্রহণ করুন।" এই কথা বলে অশ্বত্থামা সেই বেদির উপরে উঠে নিজের প্রতি মমতা ত্যাগ করে, জ্বলিত বহ্নিযুক্ত অগ্নিতে আরোহণ করে বসলেন।

অশ্বত্থামা ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নিশ্চেষ্টভাবে হব্যরূপে অবস্থান করলেন দেখে, মহাদেব দেখা দিলেন এবং হাসতে হাসতে বললেন, "অনায়াস-কার্যকারী কৃষ্ণ সত্য, শৌচ, সরলতা, দান, তপস্যা, ব্রত, ক্ষমা, ভক্তি, ধৈর্য, জ্ঞান ও বাক্যদ্বারা যথাযথভাবে আমার আরাধনা করেছেন, সেই কারণে কৃষ্ণের থেকে আমার অধিক প্রিয় ব্যক্তি আর নেই। সেই কৃষ্ণের সম্মান রাখার জন্য এবং তোমাকে পরীক্ষা করার নিমিত্ত পাঞ্চালগণকে আমি রক্ষা করেছি এবং হঠাৎ তোমার সামনে নানাবিধ মায়া প্রকাশ করেছি। আমি পাঞ্চালগণকে রক্ষা করতে থেকে কৃষ্ণের গৌরব বৃদ্ধি করছিলাম; কিন্তু পাঞ্চালেরা কালকর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে; সুতরাং আজ আর তাদের জীবন থাকবে না।"

এইরূপ বলে ভগবান মহাদেব নিজেরই অংশস্বরূপ মহাত্মা অশ্বত্থামার শরীরে আবিষ্ট হলেন এবং অশ্বত্থামাকে একখানি নির্মল তরবারি সমর্পণ করলেন। ভগবান মহাদেব শরীরে আবিষ্ট হলে, অশ্বত্থামা তেজে সাতিশয় জ্বলে উঠলেন এবং দেবকৃত তেজে যুদ্ধবিষয়ে গুরুতর বলশালী হলেন। ক্রমে অশ্বত্থামা শত্রুশিবিরের অভিমুখে গমন করতে থাকলে, সাক্ষাৎ মহাদেবেরই তুল্য সেই ভূতেরা ও রাক্ষসেরা অশ্বত্থামার সকল দিকে গমন করতে লাগলেন।

এই মুহূর্তটির আলোচনা করতে গেলেই আর একটি দুর্লভ মুহূর্ত পাঠকের মনে পড়ে। সেদিন একটি কিরাতের বেশ ধরে মহাদেব এসে দাঁড়িয়েছিলেন অর্জুনের সামনে। একটি বরাহের দাবি নিয়ে অর্জুনের সঙ্গে মহাদেবের দ্বন্দ্ব বেঁধেছিল। সেদিনও অর্জুনের সব বাণ গ্রাস করে নিয়েছিলেন দেবাদিদেব। তবে মহাদেবকে লাভ করতে অশ্বত্থামাকে আপন দেহ অগ্নিতে আহুতি দেবার সংকল্প করতে হয়েছিল। সেখানে অর্জুন আগুন জ্বালাবার স্থানের উপর মহাদেবের মূর্তি গড়ে তাঁর পূজা করেছিলেন। মহাদেব-পার্বতীকে নিয়ে দেখা দিয়েছিলেন। অর্জুন সংযত, ভক্ত ছিলেন— অন্যায়কারী ছিলেন না। অস্ত্র নিঃশেষ হয়ে গেলে অর্জুন মহাদেবের সঙ্গে বাহুযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মহাদেবের বাহুর চাপে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। জ্ঞান ফিরে পেলে অর্জুন মহাদেবের আশীর্বাদ পেয়েছিলেন, সব অস্ত্র পেয়েছিলেন, বর পেয়েছিলেন যে, মহাদেব ভিন্ন পৃথিবীতে অর্জুনের তুল্য বীর হবেন না।

মহাদেব চলে গেলে, অর্জুন বিস্মিত হয়ে কেবলমাত্র ভাবতে পেরেছিলেন, "আমি মহাদেবকে স্পর্শ করেছি।"

সে রকম ভাগ্য অশ্বত্থামার ছিল না। যদিও তিনি রুদ্রাংশেই জন্মেছিলেন। দ্রোণাচার্য সকল শিক্ষা অত্যন্ত যত্নসহকারে দিয়েছিলেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র 'ব্রহ্মশির' অশ্বত্থামাকে দেবার পূর্বে দ্রোণাচার্য বার বার তাঁকে বলেছিলেন, "তুমি কখনও মনুষ্যের উপর এ অস্ত্র ব্যবহার করবে না।" আরও বলেছিলেন, "তুমি কখনও সৎপথে থাকবে না।" অশ্বত্থামা সত্যই সৎপথে থাকতে পারলেন না। নিদ্রিত, অস্ত্রবিহীন পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদের হত্যা করার সংকল্প নিয়েই তিনি শিবিরদ্বারে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু সংকল্প পূরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না । কারণ কৃষ্ণকে যিনি সবথেকে ভালবাসতেন, সেই দেবদেব মহাদেব শিবিরদ্বারে পাহারা দিচ্ছিলেন।

মহাদেবের সঙ্গে যুদ্ধে অশ্বত্থামার সব অস্ত্র মহাদেব গ্রাস করে ফেললে অশ্বত্থামা পিনাকপাণি শিবের উপাসনা শুরু করলেন। এক স্বর্ণময় বেদি উত্থিত হল— সেই বেদিতে আগুন জ্বলে উঠল। অশ্বত্থামা আপনদেহে শিবের হবি রচনা করতে চাইলেন। তিনি জ্বলন্ত অগ্নিতে উপবেশন করলেন। ভূত-প্রেত-রাক্ষস অনুচরসহ মহাদেব দর্শন দিলেন। জানালেন, কৃষ্ণ পাণ্ডবদের অনুরাগী, তাই তিনি পাঞ্চাল ও পাণ্ডবসন্তানদের রক্ষা করছিলেন। কিন্তু পাঞ্চাল ও পাণ্ডবসন্তানেরা কালপক্ক হয়েছে, তাই তাঁদের ধ্বংস অনিবার্য। তিনি অশ্বত্থামার হাতে তুলে দিলেন এক ভয়ংকর শক্তিশালী খড়্গ। দিলেন আপন শক্তির অংশ। অশ্বত্থামা শিব-শক্তিতে বলীয়ান হয়ে শিবিরের দিকে এগিয়ে চললেন।

পার্থক্যটা সহজেই চোখে পড়ে। অর্জুনকে পাশুপত অস্ত্র দিয়েছিলেন শিব দেব-মানবের কল্যাণের জন্য। কালকেয় দানবদের বিনাশের কাজে তা ব্যবহার করলেও মানুষের উপর অর্জুন জীবনেও তা ব্যবহার করেননি। অর্জুন পেয়েছিলেন শিবের কল্যাণময় আশীর্বাদ, আর অশ্বত্থামা পেলেন শিবের ধ্বংসাত্মক রূপের অগ্নিশিখা। সেদিন রাত্রেই অশ্বত্থামা সবাইকে নির্বিচারে হত্যা করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, উত্তমৌজা, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, কেউ রক্ষা পেলেন না অশ্বত্থামার হাত থেকে।

৮৭

নিদ্রিত পাণ্ডব-পাঞ্চাল বধ

মহাদেবের কাছ থেকে বরলাভের পর অশ্বত্থামা দেখলেন কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা তাঁর অনুসরণ করে কুটিরদ্বারে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের দেখে অশ্বত্থামা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। দু'জনকেই শিবিরদ্বার রক্ষার কার্যে নিযুক্ত করে অশ্বত্থামা নির্দেশ দিয়ে গেলেন, ভিতর থেকে কেউ এসে যেন কুটিরদ্বার লঙ্ঘন করে যেতে না পারে, দুই মহারথী তা অবশ্যই দেখবেন। "আমি শিবিরের ভিতর প্রবেশ করব এবং যমের মতো বিচরণ করব কিন্তু কোনও মানুষই যাতে জীবিত অবস্থায় আপনাদের কাছ থেকে মুক্তি না পায়, আপনারা তা দেখবেন।" এই কথা বলে 'অশ্বত্থামা' লাফ দিয়ে সেই বিশাল পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করলেন।

শিবির বিশেষজ্ঞ মহাবাহু অশ্বত্থামা ধীরে ধীরে ধৃষ্টদ্যুম্নের গৃহের দিকে গমন করলেন। সেই শিবিরের লোকেরা সমস্ত দিন যুদ্ধে গুরুতর কার্য করে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে, বিশ্বস্তচিত্তে এবং আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিতভাবে গভীর নিদ্রামগ্ন ছিল। অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নের গৃহে প্রবেশ করলেন। ভূতলে পাতা একটি গদিবিন্যস্ত শয্যায় ধৃষ্টদ্যুম্ন নিদ্রিত ছিলেন। গদির উপর পট্টবস্ত্রের আবরণ ও উত্তম পুষ্পমালা বিস্তৃত ছিল। সমস্ত গৃহ ধূপচূর্ণে সুবাসিত ছিল। মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন বিশ্বস্তচিত্তে এবং অকুতোভয়ে নিদ্রিত ছিলেন। এই অবস্থায় অশ্বত্থামা পদাঘাত করে তাঁকে জাগ্রত করলেন। যুদ্ধদুর্ধর্ষ ধৃষ্টদ্যুম্ন পদাঘাতে অশ্বত্থামার প্রবেশ জানতে পারলেন। পরে ধৃষ্টদ্যুম্ন শয্যা থেকে উঠেছিলেন, এমন সময় মহাবল অশ্বত্থামা দু'হাতে ধৃষ্টদ্যুম্নের কেশ ধারণ করে তাঁকে ভূতলে নিষ্পেষণ করতে লাগলেন। অশ্বত্থামা বলপূর্বক নিষ্পেষণ করতে থাকলে, ভয় ও নিদ্রার আবেশে ধৃষ্টদ্যুম্ন কোনও অঙ্গই সঞ্চালন করতে সমর্থ হলেন না।

সেই অবস্থায় অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নের বক্ষে ও কণ্ঠে আক্রমণ করলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন আর্তনাদ করতে লাগলেন এবং ছটফট করতে লাগলেন। এই অবস্থায় অশ্বত্থামা তাঁকে পশুর মতো প্রহার করতে লাগলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামার অঙ্গে নখাঘাত করতে থেকে অস্পষ্ট স্বরে বললেন, "মনুষ্যশ্রেষ্ঠ আচার্যপুত্র! আপনি বিলম্ব করবেন না। আমাকে অস্ত্রদ্বারা বধ করুন; তা হলে আমি আপনার জন্য পুণ্যলোকে গমন করতে পারব।" বলবান অশ্বত্থামা তীব্র আক্রমণ করায় শত্রু সন্তাপক ধৃষ্টদ্যুম্ন এইটুকু মাত্র বলেই বিরত হলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই অস্পষ্ট বাক্য শুনে অশ্বত্থামা বললেন, "কুক্ষত্রিয় কুলকলঙ্ক! গুরুহত্যাকারীগণের পুণ্যলোক প্রাপ্য হয় না। অতএব দুর্মতি! অস্ত্রাঘাত দ্বারা তোর মৃত্যু হওয়া উচিত নয়।" ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা

এই কথা বলতে বলতে সিংহ যেমন মত্তহস্তীকে আঘাত করে, সেইরকম অতি দারুণ চরণের গোড়ালিদ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের সমস্ত মর্মস্থানে তীব্র আঘাত করতে লাগলেন। অশ্বত্থামার প্রচণ্ড প্রহারে এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের আর্তনাদে সেই গৃহের স্ত্রীলোকেরা এবং যারা রক্ষক ছিল, সেই পুরুষেরা জাগ্রত হলেন। অশ্বত্থামা বলপূর্বক ভীষণ আক্রমণ করেছেন দেখে সেই লোকেরা সকলেই তাঁকে অলৌকিক বিক্রমশালী কোনও ভূত স্থির করে ভয়ে কোনও কথাই বলতে পারল না। অশ্বত্থামা সেইভাবে ধৃষ্টদ্যুম্নকে যমালয়ে প্রেরণ করে, নিজের সুন্দর রথে আরোহণ করলেন।

বলবান অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নের গৃহ থেকে নির্গত হয়ে সিংহনাদে দিক সকল পূর্ণ করতে থেকে, রথারোহণ করেই পাণ্ডবপক্ষের অন্য শিবিরে গমন করলেন। মহারথ অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নের শিবির থেকে নির্গত হয়ে গেলে, রক্ষীগণ ও স্ত্রীলোকেরা আর্তনাদ করতে লাগল। ধৃষ্টদ্যুম্নের ভোগ্যরমণীরা সকলে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত দেখে, অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে রোদন করতে লাগল। তাঁদেব সেই আর্তনাদে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠরা যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হলেন— 'এ কী এ কী' এইরূপ বলতে লাগলেন। স্ত্রীলোকেরা অশ্বত্থামাকে দেখে, ভয়ে আকুল হয়ে, আর্তস্বরে বলতে লাগল, "তোমরা সত্বর এসো। এটা কি রাক্ষস না মানুষ— তা আমরা বুঝতে পারছি না; কিন্তু এই ব্যক্তি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করে রথে উঠেছে।"

তারপর যোদ্ধশ্রেষ্ঠেরা তৎক্ষণাৎ গিয়ে অশ্বত্থামাকে পরিবেষ্টন করবার উপক্রম করলেন; কিন্তু অশ্বত্থামা মহাদেবপ্রদত্ত অস্ত্রদ্বারা সকলকেই বধ করলেন। এইভাবে অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্ন ও তাঁর অনুচরগণকে বধ করে, একটু দূরে অগ্রসর হয়েই দেখলেন— উত্তমৌজা শয্যার উপরে শয়ন করে নিদ্রা যাচ্ছেন। পরে অশ্বত্থামা চরণদ্বারা বলপূর্বক উত্তমৌজারও বক্ষঃস্থল এবং কণ্ঠদেশ আক্রমণ করলে, শত্রুদমনকারী উত্তমৌজা আর্তনাদ করতে লাগলেন। তখন অশ্বত্থামা তাঁকেও বধ করলেন। কোনও রাক্ষস উত্তমৌজাকে নিহত করেছে মনে করে, বিক্রমশালী যুধামন্যু গদা তুলে এগিয়ে এলেন এবং অশ্বত্থামার বক্ষে ভয়ংকর আঘাত করলেন। সেই আঘাতে অশ্বত্থামা ভূতলে পতিত হলেন। তিনি যুধামন্যুকে ভূতলে নিপাতিত করে প্রহার কবতে লাগলেন। যুধামন্যু হস্ত পদ সঞ্চালন করে ছটফট করতে লাগলেন এবং অশ্বত্থামা তাঁকে পশুর মতো হত্যা করলেন।

যুধামন্যুকে হত্যা করে অশ্বত্থামা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিদ্রিত অন্যান্য মহারথগণের দিকে বেগে যেতে লাগলেন। যজ্ঞীয় পশুগণ কম্পিত ও স্ফুরিত হতে থাকলে, ছেদনকারী লোক যেমন সেগুলিকে ছেদন করে, তেমন অশ্বত্থামাও খড়্গ ধারণ করে, স্ফুরিত ও কম্পিত লোকদের একটির পর একটি হত্যা করতে লাগলেন। অসিযুদ্ধ বিশারদ অশ্বত্থামা শিবিরের ভাগে ভাগে ভিন্ন ভিন্ন পথে বিচরণ করতে থেকে, তেমনই শিবিরের মধ্যস্থানে নিদ্রিত, পরিশ্রান্ত ও নিরস্ত্র সমস্ত যোদ্ধাকেই ক্ষণকালের মধ্যে বিনাশ করলেন। ক্রমে অশ্বত্থামার সমস্ত অঙ্গ রক্তে আপ্লুত হয়ে গেল; সেই অবস্থায় তিনি উত্তম খড়্গদ্বারা দৈবপ্রেরিত যমের মতো হস্তী, অশ্ব ও যোদ্ধাদের ছেদন করতে লাগলেন। ছিন্ন, ছিদ্যমান লোকদের অঙ্গ সঞ্চালন, খড়্গ উত্তোলন এবং খড়্গ আকর্ষণ— এই তিনটি ব্যাপারেই অশ্বত্থামার সমস্ত অঙ্গ রক্তে আপ্লুত হয়ে গিয়েছিল। রক্তাপ্লুতদেহ ও উজ্জ্বল খড়্গধারী যুদ্ধমান অশ্বত্থামার

আকৃতিটি অতি ভীষণ ও অমানুষিক হয়ে প্রকাশ পেতে লাগল। তৎকালে যারা জাগরিত হল, তারাও অশ্বত্থামাকে দেখে মোহিত হয় পড়ল এবং পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে থেকে, অশ্বত্থামার দিকে চেয়ে ভয়ে আকুল হতে লাগল।

শত্রুহন্তা ক্ষত্রিয়েরা অশ্বত্থামার সেই আকৃতি দেখে তাঁকে রাক্ষস মনে করে, ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললেন। তখন ভীষণমূর্তি অশ্বত্থামা যমের মতো শিবিরে বিচরণ করতে লাগলেন। ক্রমে তিনি দ্রৌপদীর পুত্রগণকে ও অবশিষ্ট সোমকদের দেখতে পেলেন। দ্রৌপদীর মহারথ পুত্রগণ সেই কোলাহলে চকিত হয়ে ধনুর্ধারণ করে, ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত শুনেও নির্ভয়ে বাণসমূহে অশ্বত্থামার উপর প্রহার করতে লাগলেন। সেই কোলাহলে, শিখণ্ডী ও প্রভদ্রকেরা জাগ্রত হয়ে বাণদ্বারা অশ্বত্থামাকে পীড়ন করতে লাগলেন। অশ্বত্থামা দ্রৌপদীর পুত্রগণকে বাণ বর্ষণ করতে দেখে, সেই মহারথদের বধ করবার ইচ্ছায় সিংহনাদ করলেন।

ততঃ পরমসংক্রুদ্ধঃ পিতৃর্বধমনুস্মরণ।
অবরুহ্য রথোপস্থাত্বরমাণোঽভিদুদ্রুবে ॥ সৌপ্তিক : ৯ : ৪৮ ॥

—"তারপরে অশ্বত্থামা পিতার বধ স্মরণ করে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, রথ থেকে অবতরণ করে সত্বর দ্রৌপদী-পুত্রগণের দিকে ধাবিত হলেন।" ক্রমে বলবান অশ্বত্থামা সহস্র চন্দ্রচিহ্ন সমন্বিত ঢাল ও স্বর্ণখচিত বিশাল তরবারি উত্তোলন করে তাঁদের দিকে ধাবিত হলেন। তিনি তরবারিদ্বারা প্রতিবিন্ধ্যের উদরদেশে আঘাত করলে, তিনি নিহত হয়ে পতিত হলেন। প্রতাপশালী সুতসোম প্রাস দ্বারা অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করে তরবারি উত্তোলন করে অশ্বত্থামার দিকে অগ্রসর হলেন। অশ্বত্থামা তরবারি দ্বারা সুতসোমের তরবারিযুক্ত দক্ষিণবাহু ছেদন করলেন এবং তাঁর হৃদয়ের পাশে আঘাত করলেন। সুতসোম বিদীর্ণহৃদয় হয়ে পতিত হলেন। পরে নকুলপুত্র বলবান শতানীক দু'হাতে একটি বিরাট রথের চাকা তুলে অশ্বত্থামার বুকে আঘাত করলেন। অশ্বত্থামা তাঁকে প্রহার করলেন। শতানীক বিহ্বল হয়ে ভূতলে পতিত হলে অশ্বত্থামা তাঁর মস্তক ছেদন করলেন। শ্রুতকর্মা একটি পরিঘ ধারণ করে বেগে গিয়ে অশ্বত্থামার চর্মফলকযুক্ত বাম হাতে আঘাত করলেন। অশ্বত্থামা উত্তম তরবারি দ্বারা শ্রুতকর্মার মুখদেশে আঘাত করলেন। শ্রুতকর্মা বিকৃত মুখ, অচেতন ও নিহত হয়ে ভূতলে পতিত হলেন। শ্রুতকর্মার আর্তনাদ শুনে বীর ও মহারথ শ্রুতকীর্তি এসে বাণবর্ষণ করে অশ্বত্থামাকে পীড়ন করতে লাগলেন। অশ্বত্থামা ঢাল দিয়ে শ্রুতকীর্তির সমস্ত বাণ নিবারণ করে তরবারির আঘাতে তাঁর কুণ্ডলযুক্ত সুন্দর মস্তকটি ছেদন করলেন। তারপর বলবান অশ্বত্থামা নানাবিধ অস্ত্র দ্বারা সমস্ত প্রভদ্রকের সঙ্গে শিখণ্ডীকে প্রহার করতে লাগলেন। একটি বাণ দ্বারা তাঁর ভ্রূযুগলের মধ্যে আঘাত করে ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা শিখণ্ডীকে দুইভাগে ছেদন করলেন।

এরপর অশ্বত্থামা দেখে দেখে দ্রুপদপুত্র, পৌত্র ও সুহৃদগণকে নির্বিচারে বধ করতে লাগলেন। অসি দ্বারা অশ্বত্থামা নিকটে আগত পুরুষদের ছেদন করতে লাগলেন। মৃত্যু সময়ে সেই পুরুষেরা দেখল, রক্তবদনা, রক্তনয়না, রক্তমাল্যা, রক্তানুলেপনা, রক্তবসনা,

পাশহস্তা, অনেক সহচরী যুক্তা ও কালরাত্রিস্বরূপা এক কালীমূর্তি অশ্ব ও মনুষ্যগণকে বন্ধন করে নিয়ে যাচ্ছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভের পর লোকেরা এই নারীকে স্বপ্নে দেখত। কালপ্রেরিত অশ্বত্থামা তরবারি দ্বারা কারও চরণযুগল, কারও জঘনদেশ, কারও পার্শ্বদেশ ছিন্ন করতে লাগলেন। অতিভীষণভাবে বহু পুরুষকে ভূতলে নিষ্পেষণ করতে লাগলেন। কতকগুলি লোক হস্তী ও অশ্বের পদাঘাতে মথিত হতে লাগল। কিছু যোদ্ধা যুদ্ধসজ্জায় প্রস্তুত হচ্ছিলেন। অশ্বত্থামা নির্বিচারে তাঁদের হত্যা করলেন। অশ্বত্থামা শিবিরের সমস্ত জীবিত ব্যক্তিকে হত্যা করতে লাগলেন। তখন মাংসভোজী প্রাণীরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে শিবিরে প্রবেশ করতে আরম্ভ করল। নিরস্ত্র, বাহনশূন্য, বর্মবিহীন অসংখ্য মানুষ শিবিরের দ্বারের দিকে ছুটে গেল। সেখানে কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা খড়্গাঘাতে তাঁদের বধ করতে লাগলেন। কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা অশ্বত্থামার প্রিয় কার্য করবার জন্য শিবিরের তিনটি স্থানে আগুন লাগিয়ে দিলেন। শিবির আলোকময় হয়ে উঠলে আনন্দকারী অশ্বত্থামা শিক্ষিতহস্ত ঐন্দ্রজালিকের মতো প্রত্যেকটি মানুষকে প্রাণহীন করতে লাগলেন।

তখন দেখা গেল— নানাবিধ পিশাচ ও রাক্ষসেরা শিবিরে প্রবেশ করে নরমাংস ও রক্তপান করছে। সেই রাক্ষসেরা রক্তপান করে আনন্দিত হয়ে দলে দলে বিকট নৃত্য করতে লাগল এবং বলতে থাকল— 'এটা উৎকৃষ্ট, এটা পবিত্র, এটা সুস্বাদু', সমস্ত শিবির রাক্ষসে পূর্ণ হয়ে গেল। অশ্বত্থামা নিজের প্রতিজ্ঞা অনুসারে সেই কার্য শেষ করে, দুর্গম পথ দিয়ে বাইরে যেতে যেতে পিতার সম্বন্ধে শোকসন্তাপশূন্য হলেন। শিবির থেকে বাইরে এসে অশ্বত্থামা কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে, আনন্দের সঙ্গে সেই সমস্ত কার্য পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন। অশ্বত্থামা বললেন, "আর বিলম্ব করব না। চলুন যাই, আমাদের রাজা দুর্যোধন যদি জীবিত থাকেন, তবে তাঁর নিকট এই প্রিয় সংবাদ দিই।" দুর্যোধন তখনও জীবিত ছিলেন। তিনি এই বিবরণ শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে, অশ্বত্থামার ভূয়সী প্রশংসা করে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহাভারতে সব কটি রসের পুষ্টি ঘটিয়েছেন। সৌপ্তিক পর্ব জুড়ে বীভৎস রসের সাংঘাতিক পরিবেশন। সুপ্তিমগ্ন পাঞ্চাল, পাণ্ডব, সোমকদের যেভাবে অশ্বত্থামা হত্যা করেছেন, মহাভারতের অন্য কোনও চরিত্রের পক্ষে এতখানি অমানুষিক নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা, বীভৎস আচরণ করা কল্পনা করাও অসম্ভব।

অশ্বত্থামার সঙ্গে পাঠকের প্রথম পরিচয় দুধের বদলে পিটুলি গোলা খেয়ে আনন্দ-উল্লাস প্রকাশের মধ্যে। দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন অশ্বত্থামা। পিতা পরে ভীম-অর্জুনের গুরুদক্ষিণার মধ্যে দিয়ে দ্রুপদরাজার রাজ্যের অর্ধাংশ লাভ করলেও— সেই অর্ধাংশ রাজ্যে দ্রোণাচার্য যাননি। পিতামহ ভীষ্ম তাঁর জন্য অপর্যাপ্ত বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। কাজেই অর্থাভাব অশ্বত্থামার ঘুচে গিয়েছিল। অশ্বত্থামা নিজেই বলেছেন— দুর্যোধনের অপর্যাপ্ত দানে তাঁর, কৃপাচার্যের গৃহ ধনরত্নে পরিপূর্ণ।

পিতা দ্রোণাচার্য পুত্রকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি চেয়েছিলেন, পুত্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর রূপে স্বীকৃত হোন। কিন্তু অর্জুনের সংযম, নির্লোভ গুরুভক্তি, অনুশীলন ও অধ্যবসায় অশ্বত্থামার চরিত্রে ছিল না। দ্রোণ তাঁর শ্রেষ্ঠ অস্ত্র 'ব্রহ্মশির' অশ্বত্থামাকে দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছিলেন— "তুমি কখনও সৎপথে থাকবে না।"

ভীষ্ম রথী-মহারথ-অতিরথ গণনাকালে বলেছিলেন— "দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা মহারথ, কিন্তু একটি মহাদোষের জন্য আমি তাঁকে রথী বা অতিরথ মনে করতে পারি না। ইনি নিজের জীবন অত্যন্ত প্রিয় জ্ঞান করেন, নতুবা ইনি অদ্বিতীয় বীর হতেন।" অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে অশ্বত্থামা পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রুদ্ধ যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, "পুরুষব্যাঘ্র, তোমার প্রীতি নেই, কৃতজ্ঞতাও নেই, তুমি আমাকেই বধ করতে চাইছ। ব্রাহ্মণের কার্য তপ দান ও অধ্যয়ন, তুমি নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ, তাই ক্ষত্রিয়ের কার্য করছ।" অশ্বত্থামা একটু হাসলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের অনুযোগ ন্যায্য ও সত্য জেনে কোনও উত্তর দিলেন না।

অশ্বত্থামা সত্যই নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ ছিলেন। পিতা দ্রোণাচার্য ও মাতুল কৃপাচার্যও ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন। পিতার ভয়ংকর মৃত্যুর পর তাঁর নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ, (যা কৃষ্ণের পরামর্শে যোদ্ধাদের অস্ত্রত্যাগে ব্যর্থ হল) যদিবা মেনে নেওয়া যায়, দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গের পর সুপ্ত পাণ্ডব, পাঞ্চাল, সোমকদের নির্মম হত্যা কখনও মেনে নেওয়া যায় না। ঊরুভঙ্গের জন্য ভীমসেনকে দোষারোপ করা বৃথা, কারণ ঊরুভঙ্গ দুর্যোধনই আমন্ত্রণ করেছিলেন। ভ্রাতৃজায়া দ্রৌপদীকে পিতা ও গুরুজনদের সম্মুখে অনাবৃত বাম ঊরু দেখিয়ে দুর্যোধন ভীমসেনকে প্ররোচিত করেছিলেন। ঊরুভঙ্গ না হলে ভীমসেনের ক্ষত্রিয়ের শপথ পূর্ণ হত না।

অশ্বত্থামা এ ঘটনা জানতেন। ভূলুণ্ঠিত দুর্যোধনকে দেখে তাঁর দুঃসহ দুঃখও স্বাভাবিক। কিন্তু তার যে প্রতিশোধ অশ্বত্থামা নিয়েছিলেন, তা কোনও সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে উচিত নয়। কৃপাচার্য তাঁকে বারবার বলেছেন— এ ভাবে নিদ্রিত ব্যক্তিদের হত্যা করলে, ভবিষ্যতের মানুষের কাছে সে চিরনিন্দার পাত্র হবে, কোনও স্বর্গলাভ সে করতে পারবে না। অশ্বত্থামা গ্রাহ্য করেননি।

শিবিরের মধ্যে প্রবেশ করে অশ্বত্থামা যে পৈশাচিক, তাণ্ডবলীলা চালিয়েছিলেন তা কল্পনা করাও যায় না। তা আনন্দবর্ধন করেছিল পিশাচ ও রাক্ষসদের। তাঁর কর্মের মাধ্যমে তিনি আমন্ত্রণ করেছিলেন রাক্ষস ও পিশাচদের। ব্যাসদেব বর্ণনা দিয়েছিলেন, "রাক্ষসগণের মধ্যে অনেকের বিকটমূর্তি, অনেকের পিঙ্গলবর্ণ, অনেকের ভীষণ আকার, অনেকের দন্ত সকল পর্বতের মতো বৃহৎ বৃহৎ, অনেকের অঙ্গ ধূলিধূসর, অনেকের মস্তকে জটা, অনেকের ঊরুযুগল দীর্ঘ, কতগুলির পাঁচখানা করে পা, কতগুলির উদর বৃহৎ, কতগুলির অঙ্গুলি সকল পশ্চান্মুখ, কতগুলির আকৃতি রুক্ষ, কতগুলির আকার বিকৃত, কতগুলির কণ্ঠস্বর ভীষণ, কতগুলির কটিদেশে কিঙ্কিণীর মালা, কতগুলির কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ এবং কতগুলির পুত্র ও কলত্রদের সঙ্গে মিলিত, সকলেই অতিভীষণ, অতিনৃশংস, অতিদুর্দৃশ্য ও অতিনির্দয় ছিল। সেই রাক্ষসেরা রক্তপান করে আনন্দিত হয়ে দলে দলে বিকট নৃত্য করতে লাগল এবং অন্য রাক্ষসেরা বলতে থাকল—"এটি উৎকৃষ্ট, এটি পবিত্র, এবং এটি সুস্বাদু।"

রুদ্রাংশে জাত অশ্বত্থামা। মহাভারতের বিশাল পরিসরেও সৃষ্টিধর্মী কোনও কাজ তিনি করেননি। সত্য, তিনি দুর্যোধনকে একবার সন্ধি করার কথা বলেছিলেন, কিন্তু তা কর্ণের আসন্ন মৃত্যুদর্শন করেই, কৌরব-পক্ষের সুনিশ্চিত পরাজয় প্রত্যক্ষ করেই। তিনি দুষ্ট-চতুষ্টয়ের অন্তর্গত ছিলেন না, কিন্তু তার সহায়ক শক্তি ছিলেন। পিতা ও মাতুলের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁদের অসম্মান দেখলে প্রতিবাদও করেছেন। কিন্তু অশ্বত্থামার মধ্যে কোনও কল্যাণধর্মিতা ছিল না।

সৌপ্তিক পর্বের শেষে দেখা যায় যে, গান্ধারীর যে অবস্থা, দ্রৌপদীরও সেই অবস্থা। গান্ধারীর পুত্রেরা দোষী ছিল, পাপী ছিল। কিন্তু দ্রৌপদীর পুত্রেরা নির্দোষ ছিল। ব্যাসদেব দেখালেন যে, এই ধরনের বিশ্বক্ষয়ী যুদ্ধের পরিণাম এরকমই হয়। ভালমন্দ সব একাকার হয়ে যায়। আঠারো অক্ষৌহিণী সৈন্যের মধ্যে দশজন মাত্র অবশিষ্ট রইলেন। কৌরবপক্ষে তিনজন—কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা, আর পাণ্ডবপক্ষে সাতজন, পঞ্চ-পাণ্ডব, কৃষ্ণ আর সাত্যকি। এ ছাড়া জীবিত রইলেন ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভজাত যুযুৎসু, সম্ভবত পিণ্ডদানের প্রয়োজনেই। যুদ্ধ শেষে যুধিষ্ঠিরের উক্তি কী ভীষণ সত্য হয়ে দাঁড়াল—"তারাও জয়লাভ করল না, আমাদেরও জয়লাভ করতে দিল না। তারা পরাজিত হয়েও জয়ী হল, আমরা জয়ী হয়েও পরাজিত হলাম।"

৮৮

দ্রৌপদীর প্রায়োপবেশন

সুপ্তিমগ্ন শিবিরে নিদ্রিত পাণ্ডব-পাঞ্চাল-সোমকদের নির্বিচারে হত্যা করলেন অশ্বত্থামা। শিবিরে ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি ভিন্ন অন্য কোনও ব্যক্তিই জীবিত রইলেন না। রাত্রি প্রভাত হলে, ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি গিয়ে—অশ্বত্থামা নিদ্রিত অবস্থায় সৈন্যগণের যে মহামারী ঘটিয়েছিলেন, তা যুধিষ্ঠিরের কাছে বলল। সেই সারথি বলল, "রাজা! দ্রৌপদীর পুত্রেরা দ্রুপদের পুত্রগণের সঙ্গে রাত্রিতে নিজ নিজ শিবিরে অসাবধান অবস্থায় ও নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাচ্ছিলেন, তখন অশ্বত্থামা গিয়ে তাঁদের সকলকেই বধ করেছেন। নৃশংস ও পাপাত্মা কৃপ, কৃতবর্মা এবং অশ্বত্থামা রাত্রিতে আপনার শিবিরটাই বিধ্বস্ত করেছেন। প্রাস, শক্তি ও পরশুদ্বারা সেই তিন মহারথী সহস্র সহস্র রথী, অশ্ব ও মনুষ্যকে ছেদন করে আপনার সমস্ত সৈন্য নিঃশেষ করেছেন। সারা রাত্রি শিবিরে বিশাল আর্তনাদ ভিন্ন অন্য কোনও শব্দ ছিল না। ধর্মাত্মা রাজা! কৃতবর্মা যখন অন্যান্য সৈন্য সংহারে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে আমি তার কাছে গিয়ে কোনও প্রকারে মুক্ত হয়ে এসেছি।"

> তচ্ছ্রুত্বা বাক্যমশিবং কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
> পপাত মহ্যাং দুর্দ্ধর্যঃ পুত্রশোক সমন্বিতঃ ॥ সৌপ্তিক : ১১ : ৭ ॥

—"কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির দুর্ধর্ষ হলেও সেই অমঙ্গলময় বাক্য শুনে, পুত্রশোকে আকুল হয়ে, ভূতলে পতিত হতে থাকলেন।"

তিনি পতিত হতে থাকলে সাত্যকি, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব লাফিয়ে গিয়ে তাঁকে ধরলেন। পরে যুধিষ্ঠির কিঞ্চিৎ চিত্তস্থির হয়ে পূর্বে জয় করেও পরে পরাজিত হওয়ায় আকুলের মতো শোকবিহ্বল বাক্যে বিলাপ করতে লাগলেন, "যাঁরা দিব্য চক্ষু, তাঁদের পক্ষেও পদার্থের গতি বোঝা দুষ্কর। হায়! অন্য লোকেরা পরাজিত হয়েও জয়লাভ করে, আর আমরা জয় করেও পরাজিত হলাম। আমরা ভ্রাতৃগণ, বয়স্যগণ, পিতৃগণ, পুত্রগণ, সুহৃদগণ, অমাত্যগণ ও পৌত্রগণকে বধ করে এবং সকলকে জয় করে, পরিশেষে পরাজিত হলাম। দৈববশত প্রাণীগণের পক্ষে কোনও সময়ে অনিষ্টও বাস্তবিক ইচ্ছাস্বরূপ হয়ে থাকে; আবার কোনও সময়ে অনিষ্টকে ইষ্টের মতো দেখা যায়। আমাদের এই জয়টা অজয়ের মতোই হয়েছে; সুতরাং আমাদের এই জয় পরাজয়ই। দুর্বুদ্ধি মানুষ যে জয়লাভ করে পরে বিপদাপন্ন-এর মতো অনুতপ্ত হয়, সে জয়কে কী করে জয় বলে সে মনে করে। কারণ তার

পরে শত্রুরা তাকে গুরুতরভাবে জয় করে। জয়লাভের জন্য সুহৃদ বধ করায় যাদের পাপ হয়, তারা জয়লক্ষ্মী লাভ করেও পরাজিত ও অবহিত শত্রুগণ দ্বারা পুনরায় পরাজিত হয়।

"কর্ণি ও নালীক প্রভৃতি বাণসমূহ যার দন্তশ্রেণিতুল্য, খড়্গ যার জিহ্বার মতো, আকৃষ্ট ধনু যার প্রকটিত মুখের তুল্য এবং ধনুর গুণ ও হস্তাবরণের শব্দ যার গর্জনের মতো ছিল, সেই সিংহতুল্য ক্রুদ্ধ ও ভীষণ, যুদ্ধে অপলায়ী কর্ণের হাত থেকে যারা মুক্তি পেয়েছিল, আজ তারা অনবধানবশত নিহত হয়েছে। রথ— যার গর্ত, বাণবর্ষণ— যার তরঙ্গ, বাহনগুলি— যার জলাশ্ব, শক্তি ও ঋষ্টি যার মৎস্য, ধ্বজ যার সর্প ও জলজন্তু, ধনু যার আবর্ত, বিশাল বাণ—যার ফেনা, যুদ্ধরূপ চন্দ্রের বেগ— যার জোয়ার এবং ধনুর গুণ। হস্তাবরণ ও রথচক্রের শব্দই যার গর্জন স্বরূপ ছিল, সেই রত্ন পরিপূর্ণ দ্রোণরূপ সমুদ্রকে যারা নানাবিধ অস্ত্ররূপ নৌকা দ্বারা অতিক্রম করেছিলেন, সেই রাজপুত্রেরা অনবধানতাবশত আজ নিহত হয়েছেন। এই জীবলোকে অনবধানতাবশত মৃত্যু ভিন্ন মানুষের বিনাশের অন্য কোনও প্রধান কারণ নেই। কারণ, সমস্ত অভীষ্ট বিষয়ই অসাবধান লোককে পরিত্যাগ করে এবং সমস্ত অনর্থ এসে তাকে আশ্রয় করে।

"উত্তমধ্বজের উপরে পতাকারূপ যার ধূম, বাণ যার শিখা, ক্রোধ যার প্রবল বায়ু, বিশাল ধনুর গুণ, হস্তাবরণ ও চক্রপ্রান্তের শব্দ যার রব, বর্ম ও নানাবিধ অস্ত্র যার আহুতি এবং যা বিশাল সৈন্যরূপ শুষ্কতৃণবর্গে লগ্ন হত, সেই ভীষ্মস্বরূপ মহাদাবানলকে যাঁরা মহাযুদ্ধে নানাবিধ অস্ত্রদ্বারা অতিক্রম করেছিলেন, সেই রাজপুত্রেরাই অনবধানতাবশত নিহত হয়েছেন। অসাবধান মানুষ ধন, শোভা কিংবা বিপুল যশ লাভ করতে পারেন না। দেখো— ইন্দ্র সাবধানতাবশতই সমস্ত শত্রুকে সংহার করে অনায়াসে সমৃদ্ধি লাভ করেছেন। আরও দেখো, ইন্দ্রের তুল্য রাজপুত্র ও রাজপৌত্রেরা অনবধানতাবশতই অ-বিশেষভাবে আমাদের শিবিরে নিহত হয়েছেন। অতএব সমৃদ্ধি-সম্পন্ন বণিকেরা সমুদ্র অতিক্রম করে এসে অসাবধানতাবশত যেমন ক্ষুদ্র নদীতে মগ্ন হয়, আমাদের সেই যোদ্ধারা ভীষ্ম প্রভৃতির হাত থেকে মুক্ত হয়ে আজ ক্ষুদ্র অশ্বত্থামার হাতে নিহত হয়েছেন।

"ক্রুদ্ধ শত্রুরা যে সকল নিদ্রিত ব্যক্তিকে নিহত করেছে তারা স্বর্গেই গিয়েছে, সুতরাং তাদের জন্য শোক করা উচিত নয়। কিন্তু আমি দ্রৌপদীর জন্যই শোক করছি। কেন না সেই সাধ্বী আজ কী করে এই শোকসাগর সহ্য করবেন। ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ এবং বৃদ্ধ-দ্রুপদরাজাকে নিহত শুনে শোকে ক্ষীণ ও অচেতন হয়ে দ্রৌপদী নিশ্চয়ই আজ ভূতলে পতিত হয়ে শয়ন করবেন। সুখভোগে অভ্যস্তা দ্রৌপদী অগ্নির মতো পুত্র ও ভ্রাতৃগণের বিনাশ শোকে আকুল হয়ে, সেই শোক দুঃখ সহ্য করতে না পেরে তাঁর আজ কী অবস্থা হবে? কুরুরাজ যুধিষ্ঠির শোকার্ত হয়ে এরূপ বিলাপ করতে থেকে নকুলকে বললেন, "নকুল তুমি যাও, মাতৃগণের সঙ্গে মন্দভাগা দ্রৌপদীকে এইখানে নিয়ে এসো।"

ধর্মের গুণে ধর্মদেবের তুল্য যুধিষ্ঠিরের এই আদেশ গ্রহণ করে নকুল—যে স্থানে দ্রুপদরাজার ভার্যারা অবস্থান করছিলেন, সেই দ্রৌপদীর ভবনে গমন করলেন। যুধিষ্ঠির নকুলকে পাঠিয়ে, বন্ধুগণের সঙ্গে মিলিত ও শোকার্ত হয়ে, গুরুতর আর্তনাদ করতে থেকে, জন্তুগণে পরিপূর্ণ পুত্রদের সংহারস্থানে প্রবেশ করলেন। যুধিষ্ঠির সেই অমঙ্গলময় ও ভীষণ

শিবিরে প্রবেশ করে দেখলেন—পুত্রগণ, সুহৃদগণ ও সখাগণ ভূতলে শয়ন করে আছে, তাদের সকলের দেহই অস্ত্রাঘাতে ছিন্নভিন্ন ও রক্তাক্ত এবং জন্তুগণ অনেকের মস্তক অপহরণ করেছে। ধার্মিকশ্রেষ্ঠ ও কৌরব প্রধান যুধিষ্ঠির তাদের দেখে অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে তাদের উচ্চ স্বরে ডাকতে থেকে অচেতন হয়ে, পরিজনগণের সঙ্গে ভূতলে পতিত হলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির সেই সময়ে পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা ও স্বজনদের স্মরণ করতে থাকায় তাঁর গুরুতর শোক উপস্থিত হল। তিনি অশ্রুজলে পরিপূর্ণ ও কম্পিত কলেবর হয়ে অচেতনপ্রায় হলে সুহৃদগণ অত্যন্ত অস্থির হয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। সেই সময়ে নকুল বেগবান ও স্বর্ণমালাংকৃত অশ্বগণের গুণে অত্যন্ত দুঃখিত দ্রৌপদীর সঙ্গে সত্বর সেই স্থানে উপস্থিত হলেন। দ্রৌপদী সেই যুদ্ধের সময় বিরাটরাজার উপপ্লব্য নগরে ছিলেন। সেখানে তিনি নকুলের মুখে গুরুতর অপ্রিয় সংবাদ, সমস্ত পুত্রেরই নিধনবৃত্তান্ত শুনে শোকাকুল হয়েছিলেন। ক্রমে শোকার্তা দ্রৌপদী বায়ুসঞ্চালিত কদলী-স্তম্ভের মতো কাঁপতে কাঁপতে যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে ভূতলে পতিত হলেন। প্রস্ফুটিত পদ্মপলাশনয়না দ্রৌপদীর মুখখানি শোকে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের মতো মলিন হয়ে গেল। তারপর দ্রৌপদীকে পতিত দেখে, কোপন স্বভাব ও যথার্থ বিক্রমশালী ভীমসেন লাফ দিয়ে বাহুযুগল দ্বারা তাঁকে ধারণ করলেন।

ক্রমে ভীমসেন আশ্বস্ত করলে, দ্রৌপদী রোদন করতে থেকে বিশেষ অভিপ্রায়ে যুধিষ্ঠিরকে বলতে থাকলেন, "রাজা! আপনি ক্ষত্রিয় ধর্ম অনুসারে পুত্রদের যমকে দিয়ে, ভাগ্যবশত সমগ্র পৃথিবী লাভ করে ভোগ করতে থাকবেন। পৃথানন্দন, আপনি ভাগ্যবশত অক্ষতদেহে থেকে সমগ্র পৃথিবী লাভ করে অভিমন্যুকে আর স্মরণ করবেন না। আপনি ক্ষত্রিয়ধর্মানুসারে পুত্রগণকে নিপাতিত শুনেও ভাগ্যবশত উপপ্লব্য নগরে আমার সঙ্গে তাঁদের আর স্মরণ করবেন না। পৃথানন্দন, পাপকারী অশ্বত্থামা নিদ্রিত ব্যক্তিদের বধ করেছে শুনে অগ্নি যেমন আপন আশ্রয়কে দগ্ধ করে, সেইরূপ শোক আমাকে দগ্ধ করেছে। অতএব অদ্য আপনি যদি বিক্রম প্রকাশ করে যুদ্ধে সেই পাপকারী অশ্বত্থামার জীবন হরণ না করেন এবং অশ্বত্থামা যদি সেই পাপকার্যের ফলভোগ না করে, তা হলে আমি এই স্থানেই প্রায়োপবেশনে জীবন শেষ করব। পাণ্ডবগণ আপনারা আমার এই প্রতিজ্ঞা অবগত হবেন।"

পাণ্ডুনন্দন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলে শোচনীয়া দ্রৌপদী সেই স্থানেই প্রায়োপবেশনে বসলেন। তখন চারুদর্শনা প্রিয়মহিষী দ্রৌপদীকে প্রায়োপবিষ্ট দেখে, ধর্মাত্মা রাজর্ষি যুধিষ্ঠির তাঁকে বললেন, "শুভে ধর্মজ্ঞে! তোমার পুত্রেরা ও ভ্রাতারা ক্ষত্রিয় নিয়মানুসারে ধর্মসঙ্গতে নিধন প্রাপ্ত হয়েছেন। সুতরাং তুমি তাঁদের জন্য আর শোক করতে পার না। কল্যাণী অশ্বত্থামা এ স্থান ছেড়ে দূরবর্তী ও দুর্গম বনমধ্যে গিয়ে প্রবেশ করেছে; অতএব এ স্থানে থেকে তুমি তার নিপাত কেমন করে দেখবে?" দ্রৌপদী বললেন, "রাজা আমি শুনেছি যে— জন্মাবধি অশ্বত্থামার মাথায় একটি মণি রয়েছে; আপনি সেই পাপাত্মাকে বধ করে সেই মণিটি মস্তকে ধারণপূর্বক নিয়ে আসবেন। আমি মণিটি দেখব, তা হলে জীবন ধারণ করতে পারব।"

চারুদর্শনা দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে এ কথা বলে ভীমসেনের কাছে গিয়ে উত্তম বাক্যে বললেন, "মধ্যমপাণ্ডব, আপনি ক্ষত্রিয়ধর্ম স্মরণ করে আমাকে রক্ষা করুন। ইন্দ্র যেমন

শম্বরাসুরকে বধ করেছিলেন, আপনি সেই পাপকর্মা অশ্বত্থামাকে বধ করুন। সাধারণ অবস্থায় অথবা মহাবিপদের সময়ে বিক্রম প্রকাশের পক্ষে আপনার তুল্য কোনও পুরুষ নেই, সারা পৃথিবীতে একথা প্রসিদ্ধ। বারণাবতে জতুগৃহ দাহের সময় আপনি পাণ্ডবদের আশ্রয় হয়েছিলেন; হিড়িম্ব রাক্ষসের আক্রমণ থেকে আপনি পাণ্ডবদের রক্ষা করেছিলেন। ইন্দ্র যেমন শচী দেবীকে অসুর-সংকট থেকে মুক্ত করেছিলেন, তেমনই আপনি বিরাটনগরে কীচকের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেন। পুর্বের ন্যায় আমাকে রক্ষা করুন, অশ্বত্থামাকে বধ করুন।"

কুন্তীনন্দন ভীমসেন দ্রৌপদীর সেই বাক্য অসহ্য বিবেচনা করে তখনই নকুলকে সারথি করে বিশাল বাণযুক্ত এবং সুন্দর ধনুযুক্ত রথে আরোহণ করে নকুলকে রথ চালাতে আদেশ করলেন। ভীমসেনের রথ চলে গেলে যদুবংশশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "পাণ্ডুনন্দন! ভীমসেন আপনার সকল ভ্রাতার মধ্যে প্রিয়। তিনি বিপন্ন হতে চলেছেন; আপনি তাঁকে সাহায্য করছেন না কেন। দ্রোণাচার্য প্রদত্ত বিশ্বজয়ী 'ব্রহ্মশির' অস্ত্র এখনও অশ্বত্থামার কাছে আছে।" কৃষ্ণের কথা শুনে যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ ও অর্জুনকে নিয়ে আর এক রথে ভীমকে অনুসরণ করলেন। দ্রৌপদীর রক্ষকের ভূমিকা পালন করার জন্য তাঁরা সহদেবকে রেখে গেলেন।

ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদী সম্পর্কে বলেছিলেন, "নাথবৎ অনাথবতীম্", স্বামী থাকতেও অনাথার মতো। এর থেকে সত্য কথা দ্রৌপদী সম্পর্কে আর হয় না। তাঁর স্বামী ছিল, সুস্থ সবল, একটি নয়, ব্যাঘ্রের মতো পাঁচটি স্বামী। স্বামীরা ত্রিভুবন জয়ী ছিলেন। তবুও দ্রৌপদীকে সারাজীবন অনাথার মতো কাটিয়ে যেতে হল। সুখ শব্দটাই দ্রৌপদীর ললাটে লিখে দিতে ভুলে গিয়েছিলেন বিধাতা। আদিকবির কাহিনির নায়িকার সঙ্গে ব্যাসদেবের নায়িকার মিল যতটা অমিলও প্রায় ততটাই। দু'জনের জন্মই অলৌকিক, দু'জনেই অযোনিজা। একজনের জন্ম জমি কর্ষণকালে লাঙ্গলের ফলায়, অন্যজন যজ্ঞবেদি সমুত্থিতা। একজন দেবী লক্ষ্মীর অংশজাতা—অন্যজন ইন্দ্রাণী শচীর অংশজাতা। দু'জনেরই বিবাহ ধনু সম্পর্কিত বিবাহ। দু'জনই রাজ্যসুখ ত্যাগ করে বনবাসিনী হয়েছিলেন। দু'জনেই স্বামী ভিন্ন অপর পুরুষের লালসার সম্মুখীন হয়েছিলেন। দু'জনেরই মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যুশয্যায় ঘটেনি।

কিন্তু অমিলও অনেক। পুরুষের সভায় যে লাঞ্ছনা দ্রৌপদীকে ভোগ করতে হয়েছে, সীতাকে তেমন কিছু ভোগ করতে হয়নি। শাশুড়ির সামনে দিয়ে, তাঁর নিষেধকে উপেক্ষা করে, কেশাকর্ষণ করে, রজস্বলা একবস্ত্রা অবস্থায় দুঃশাসন দ্রৌপদীকে পুরুষের সভায় টেনে নিয়ে যান। সেখানে শ্বশুর ও গুরুজনদের সামনে তাঁকে নগ্না করার চেষ্টা করা হয়েছে, তাঁকে কুৎসিত কথা বলা হয়েছে, কুৎসিত ইঙ্গিত করা হয়েছে। দ্রৌপদীকে একাধিক সপত্নী নিয়ে ঘর করতে হয়েছে। দ্রৌপদী মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত স্বামীদের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু সীতার ভাগ্যে তা সয়নি, তাঁকে ধরণীগর্ভে স্থান নিতে হয়েছিল।

তা সত্ত্বেও দ্রৌপদীর জীবনের যন্ত্রণা অনেক বেশি মনে হয়। দ্রৌপদী অনেক সবলা ছিলেন। অন্য পুরুষ স্পর্শ করলে সীতা মাতাধরণীর আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, দ্রৌপদী তাকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিতেন। পঞ্চপুত্রের জননী দ্রৌপদী, পিতামহ ভীষ্ম গণনাকালে যাঁদের মহারথ বলেছিলেন। সেই পাঁচটি পুত্রকেই অশ্বত্থামা নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করলেন। পুত্রহারা দ্রৌপদী গান্ধারীর অবস্থা প্রাপ্ত হলেন। এ যন্ত্রণার্ত অবস্থা সীতাকে সহ্য করতে হয়নি।

স্বামী দ্বিতীয়বার পরীক্ষা নিতে চাইলে, সীতা আত্মবিলুপ্তির আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। দ্রৌপদী ক্ষত্রিয়া রমণী। তিনি আত্মবিলুপ্তি চাননি। পুত্র-হত্যাকারীর মৃত্যু চেয়েছিলেন। বীরজায়া, বীরজননী দ্রৌপদী। কারও কাছে তিনি ভিক্ষা করেননি। দাবি করেছেন। সেই দাবির মধ্যে তাঁর মর্যাদাবোধ, রাজকীয় বিচার ও সম্ভ্রান্ত প্রত্যাশা ফুটে ওঠে। তাই পঞ্চ-স্বামীর ঘরনি হওয়া সত্ত্বেও ঋষিরা তাঁকে প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার মধ্যে স্থান দিয়েছেন, যেমন দিয়েছেন তাঁর শাশুড়ি কুন্তীকে, তিনি পঞ্চ-পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হওয়া সত্ত্বেও।

৮৯

ব্রহ্মশির ও অশ্বত্থামার মণি

দ্রৌপদীর কথায় ক্রুদ্ধ ভীমসেন, নকুলকে সারথি করে অশ্বত্থামাকে বধ করতে রথারোহী হয়ে যাত্রা করলেন। কৃষ্ণ একাকী ভীমসেন যাত্রা করায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে জানালেন বিপক্ষনগরজয়ী ব্রহ্মশির অস্ত্র অশ্বত্থামার কাছে আছে! সেই অস্ত্র সমগ্র পৃথিবীকে দগ্ধ করতে পারে। দ্রোণাচার্য এই অস্ত্র অশ্বত্থামা ভিন্ন তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয়শিষ্য অর্জুনকে দিয়েছিলেন। এই দু'জন ছাড়া এই অস্ত্র পৃথিবীতে কোনও তৃতীয় ব্যক্তির কাছে নেই।* অশ্বত্থামাকে 'ব্রহ্মশির' অস্ত্র দ্রোণাচার্য আনন্দিত চিত্তে দেননি। অশ্বত্থামাকে স্বভাবের চাঞ্চল্য পিতা এবং গুরু দ্রোণাচার্য জানতেন। 'ব্রহ্মশির' অস্ত্র শিক্ষাদানের পর সর্বধর্মজ্ঞ দ্রোণ, পুত্রকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন, "বৎস! তুমি যুদ্ধে অত্যন্ত আক্রান্ত হলেও এই অস্ত্র প্রয়োগ কোরো না। বিশেষত মানুষের উপর কখনও না।" দ্রোণাচার্য অশ্বত্থামাকে প্রথমে এই কথা বলে পরে বললেন, "তুমি কখনও সৎপথে থাকবে না।"

খলস্বভাব অশ্বত্থামা পিতার এই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করে, নিজের সর্ববিধ অভীষ্ট সম্পাদনে নিরাশ হয়ে শোকে পৃথিবী বিচরণ করতে থাকলেন। পঞ্চপাণ্ডব বনবাসী হলে, অশ্বত্থামা দ্বারকানগরে গিয়ে বৃষ্ণিবংশীয়দের বিশেষ আদর যত্ন পেয়ে সেখানে বাস করতে থাকলেন। তারপর কোনও এক সময়ে সমুদ্রের কাছে দ্বারকানগরীর ভিতরে একা কৃষ্ণের কাছে গিয়ে হাসতে হাসতেই বললেন, "কৃষ্ণ ভরতবংশীয়গণের গুরু আমার পিতৃদেব মহর্ষি অগস্ত্যের কাছ থেকে যে অস্ত্র লাভ করেছিলেন, দেবগন্ধর্বপূজিত সেই ব্রহ্মশির অস্ত্র এখন আমার কাছে এসেছে। অতএব কৃষ্ণ, আমার পিতা যেমন 'ব্রহ্মশির' অস্ত্র জানতেন আমারও তেমনই বিদিত হয়েছে। যদুবংশশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ, আপনি আমার কাছ থেকে সেই ব্রহ্মশির অস্ত্র নিয়ে, আমাকে আপনার শত্রুনাশক সুদর্শনচক্রটি দান করুন।"

অশ্বত্থামা কৃতাঞ্জলি হয়ে বিশেষ যত্নপূর্বক কৃষ্ণের কাছে এই প্রার্থনা করলে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বললেন, "দেব, দানব, গন্ধর্ব, মনুষ্য, পক্ষী ও সর্পগণ একত্র হয়েও আমার বলের শতাংশের একাংশের তুল্য হয় না। আচার্যপুত্র, আপনি যদি আমার কাছে অস্ত্রগ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন তা হলে আমার এই ধনু, শক্তি, চক্র এবং গদা রয়েছে, এর মধ্যে যা যা আপনি গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন, আপনাকে আমি তাই ফিরে দেব। আপনি যে যে অস্ত্র উত্তোলন করতে কিংবা যুদ্ধে প্রয়োগ করতে সমর্থ হন, তাই নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু আপনি যে 'ব্রহ্মশির' আমাকে দিতে চেয়েছেন, তা দেবার কোনও দরকার নেই।"

কৃষ্ণের সঙ্গে স্পর্ধাকারী সেই মহাবল অশ্বত্থামা তখন সুন্দর নাভিযুক্ত, বহুসংখ্যক তির্যগদণ্ড সমন্বিত, বজ্রের ন্যায় দৃঢ়, মধ্যদেশশালী এবং লৌহময় কৃষ্ণের সুদর্শন চক্রটি গ্রহণ করতে চাইলেন। কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, "আপনি চক্রটি গ্রহণ করুন।" তখন অশ্বত্থামা বেগে গিয়ে বাম হাতে সেই চক্রটি ধরলেন। সেই অবস্থায় চক্রটিকে তিনি নাড়াতেও পারলেন না, তারপর দক্ষিণ হাত দিয়ে টেনে নেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে, দু'হাতে তাকে ধরে সমস্ত বলপ্রয়োগ করেও তা তুলতে পারলেন না। অশ্বত্থামা কৃষ্ণের চক্রটিকে যখন নাড়াতেও পারলেন না, তখন অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে পরিশ্রান্ত অশ্বত্থামা নিবৃত্তি পেলেন।

তখন সেই অভিপ্রায় থেকে নিবৃত্ত, বিষণ্ণ ও অস্থিরচিত্ত অশ্বত্থামাকে সম্বোধন করে কৃষ্ণ বললেন, "সেই যিনি দেবলোক ও মনুষ্যলোকে মহাবীর বলে সকলেরই বিশ্বাসের পাত্র হয়েছেন। যাঁর ধনুর নাম গাণ্ডিব, অশ্বগুলি শ্বেতবর্ণ ও ধ্বজের উপর বিশাল একটা বানর রয়েছে; যিনি সাক্ষাৎ দেবদেব, ঈশ্বর, শিতিকণ্ঠ, শঙ্করকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজয় করে সন্তুষ্ট করেছিলেন; জগতে তাঁর অপেক্ষা প্রিয় অন্য কোনও পুরুষ আমার নেই, যাঁকে অদেয় আমার স্ত্রীপুত্র পর্যন্ত নয়; ব্রাহ্মণ! অনায়াস কার্যকারী পরমসুহৃদ সেই অর্জুনও পূর্বে এরূপ বাক্য বলেননি, যা আপনি আমাকে বলেছেন।

"আমি হিমালয়ের পাশে গিয়ে দ্বাদশ বর্ষ পর্যন্ত ভয়ংকর ব্রহ্মচর্যব্রত আচরণ করে এবং গুরুতর তপস্যার অনুষ্ঠান করে যাকে লাভ করেছি এবং যিনি আমারই তুল্য ব্রতচারিণী রুক্মিণীদেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছেন, সনৎকুমারের ন্যায় তেজস্বী আমার সেই পুত্রের নাম প্রদ্যুম্ন। মূঢ় ব্রাহ্মণ! আমার সেই পুত্র বিশাল, অলৌকিক ও অতুলনীয় এই চক্র প্রার্থনা করেননি; যা তুমি প্রার্থনা করলে। তুমি যা প্রার্থনা করলে মহাবল রাম, শাম্ব এবং গদও এ চক্র কোনওদিন প্রার্থনা করেননি এবং তুমি যা প্রার্থনা করলে, দ্বারকাবাসী, বৃষ্ণিবংশীয় ও অন্ধকবংশীয় মহারথেরাও পূর্বে তা প্রার্থনা করেননি। রথীশ্রেষ্ঠ বৎস, তুমি ভারতাচার্য দ্রোণের পুত্র; যদুবংশীয়েরা সকলেই তোমাকে সম্মান করে থাকেন কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করি— তুমি এই চক্র দিয়ে কার সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছা করো।"

কৃষ্ণ এই কথা বললে, প্রত্যুত্তরে অশ্বত্থামা বলেছিলেন, "কৃষ্ণ আমি আপনার প্রতি সম্মান দেখিয়ে, এই চক্র দিয়ে আপনারই সঙ্গে যুদ্ধ করব। প্রভু কৃষ্ণ, আমি আপনার কাছে সত্য বলছি যে— দেবদানবপূজিত আপনার এই চক্রটি আমি প্রার্থনা করেছি এই জন্য যে— এ চক্র ধারণ করে আমি সকলের অজেয় হব। কেশব এখন আপনার কাছ থেকে আমি সেই দুর্লভ অভীষ্ট বিষয় লাভ না করেই ফিরে যাব, অতএব আপনি প্রসন্নচিত্তে আমাকে অনুমতি দিন। কৃষ্ণ, মহাভয়ংকর বীর ও প্রতিচক্রশূন্য বলেই আপনি এই চক্রধারণ করতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু এই পৃথিবীতে আপনি ভিন্ন অন্য কোনও পুরুষই এ চক্র ধারণ করতে সমর্থ হয় না।"

অশ্বত্থামা কৃষ্ণকে এই পর্যন্ত বলে যথাসময়ে গ্রহণ উপযোগী অশ্ব, ধন এবং নানাবিধ রত্ন নিয়ে গন্তব্যস্থানে গমন করেছিলেন। সেই অশ্বত্থামা ক্রোধী, দুষ্টচিত্ত, চঞ্চল স্বভাব ও নিষ্ঠুরহৃদয়, তাঁর কাছে 'ব্রহ্মশির' অস্ত্রও আছে। সুতরাং তাঁর হাত থেকে ভীমসেনকে রক্ষা করতে হবে।

এই বলে যদুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ— সমস্ত উত্তম অশ্বযুক্ত উত্তম রথে আরোহণ করলেন। সেই উত্তম রথে স্বর্ণমালাধারী কম্বোজদেশীয় উত্তম চারটি অশ্ব সংযোজিত ছিল এবং অরুণবর্ণ উত্তম রথের দক্ষিণপার্শ্বের ভার শৈব্যনাম অশ্ব বহন করতে লাগল, সুগ্রীব বামদিকে থাকল। আর মেঘপুষ্প ও বলাহক তার সম্মুখভাগ বহন করতে লাগল। এই রথে বিশ্বকর্মা নির্মিত রত্ন ও ধাতুবিভূষিত একটি ধ্বজদণ্ড উত্তোলন করা হল, তা যেন কৃষ্ণেরই মায়ার মতো দৃষ্টিগোচর হতে লাগল। প্রভামণ্ডল ও কিরণসঞ্চয়শালী গরুড় এসে সেই ধ্বজের উপরে অবস্থান করলেন। ক্রমে কৃষ্ণ, সর্বধনুর্ধরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, সত্যকর্মা যুধিষ্ঠির সেই রথে আরোহণ করলেন। তখন কৃষ্ণের উভয়পার্শ্বস্থিত মহাত্মা যুধিষ্ঠির ও অর্জুন ইন্দ্রের উভয় পার্শ্বস্থিত অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মতো শোভা পেতে লাগলেন। কৃষ্ণ তাঁদের রথে তুলে কশাঘাত করে, বেগবান অশ্বগুলিকে সত্বর চালিয়ে দিলেন। সেই অশ্বগণ যেন উড়তে থেকেই উত্তম রথখানাকে বহন করতে লাগল। সেই নরশ্রেষ্ঠরা বেগে অনুসরণ করে ক্ষণকাল মধ্যেই মহাধনুর্ধর ভীমসেনকে ধরে ফেললেন। মহারথ কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির ও অর্জুন উপস্থিত হয়েও ক্রোধে উত্তেজিত এবং শত্রু বিনাশের জন্য উদ্যত ভীমসেনকে নিবারণ করতে সমর্থ হলেন না। ধনুর্ধারী ও বীরশোভাশালী কৃষ্ণ প্রভৃতি দর্শন করছিলেন, এমন সময়ে ভীমসেন বেগবান অশ্বের গুণে গঙ্গাতীরে গিয়ে উপস্থিত বলেন— কেন না তিনি শুনেছিলেন যে পুত্রহন্তা অশ্বত্থামা গঙ্গাতীরে ব্যাসদেব ও অন্যান্য ঋষিগণের মধ্যে আত্মগোপন করে আছেন। ভীমসেন সেখানে অশ্বত্থামাকে দেখতে পেলেন। সে সময়ে নিষ্ঠুর কার্যকারী অশ্বত্থামা কৌপীন ধারণ করে গায়ে ঘৃত লেপন করে ধূলিধূসরদেহে তাঁদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন।

তখন মহাবাহু ভীমসেন ধনু ও বাণ গ্রহণ করে অশ্বত্থামার দিকে ধাবিত হলেন এবং 'থাক থাক' এই কথা বললেন। ভীষণ ধনুর্ধর ভীমসেন ধনু ধারণ করেছেন এবং তার পৃষ্ঠভাগে যুধিষ্ঠির ও অর্জুন কৃষ্ণের রথে রয়েছেন, এই দেখে অশ্বত্থামার মনে গুরুতর ভয় জন্মাল। সুতরাং তিনি মনে করলেন, "এই সময়ে এইরূপ করাই উচিত।" অকাতরচিত্ত অশ্বত্থামা তখন সেই অলৌকিক মহাস্ত্র স্মরণ করলেন এবং বামহস্ত দ্বারা একটি ইষিকা (নলখাগড়া) গ্রহণ করলেন। অলৌকিক অস্ত্রধারী সেই বীরগণকে উপস্থিত দেখে, তাঁদের সহ্য করতে পারবেন না ভেবে, বিপদাপন্ন অশ্বত্থামা অলৌকিক ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করবার ইচ্ছা করলেন। তখন তিনি ক্রোধবশত "পাণ্ডবগণের ধ্বংস হোক" এই বাক্য উচ্চারণ করে সেই 'ব্রহ্মশির' অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। তখন ত্রিভুবন দগ্ধ করবে বলে যেন সেই ইষিকাতে প্রলয়কালের যমের মতো ভীষণ অগ্নিরাশি উৎপন্ন হল।

মহাবাহু কৃষ্ণ প্রথমেই অশ্বত্থামার মুখভঙ্গি প্রভৃতি দেখে তাঁর অভিপ্রায় বুঝতে পেরে অর্জুনকে বললেন, "পাণ্ডুনন্দন অর্জুন, দ্রোণ কর্তৃক উপদেশ সহকারে প্রদত্ত যে অলৌকিক অস্ত্র তোমার মনে রয়েছে, এখন সেই অস্ত্র নিক্ষেপ করার সময় হয়েছে। নিজেকে এবং ভ্রাতৃগণকে রক্ষা করার জন্য অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারক তোমার সেই অস্ত্র এখন নিক্ষেপ করো।" কৃষ্ণ এ কথা বললে, বিপক্ষবীরহন্তা অর্জুন ধনু ও বাণ ধারণ করে দ্রুত রথ থেকে নেমে এলেন। "প্রথমে অশ্বত্থামার পরে নিজের, ভ্রাতৃগণের ও অন্যান্য সমস্ত লোকের মঙ্গল হোক" এই কথা বলে এবং সমস্ত দেবতা ও গুরুজনকে নমস্কার করে, জগতের মঙ্গল চিন্তা

করে "আমার অস্ত্রদ্বারা অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবৃত্ত হোক" উচ্চারণ করে বিপক্ষসন্তাপকারী অর্জুনও 'ব্রহ্মশির' অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন।

তখন অর্জুন নিক্ষিপ্ত মহাশিখাশালী সেই ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রলয়কালের অগ্নির মতো জ্বলে উঠল। আবার তীক্ষ্ণতেজা অশ্বত্থামার ব্রহ্মশির অস্ত্রও বিশাল শিখা ও তেজোমণ্ডলে ব্যাপ্ত হয়ে প্রকাশ পেতে লাগল। তখন বহুতর নির্ঘাত হয়ে থাকল, সহস্র সহস্র উল্কাপাত হতে থাকল, এবং সমস্ত প্রাণীরই মহাভয় উপস্থিত হল। আকাশে বিশাল শব্দ হতে থাকল, অগ্নিশিখা ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল এবং পর্বত ও বনবৃক্ষের সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী কাঁপতে লাগল। সেই সময়ে, অর্জুন ও অশ্বত্থামা আপন আপন অস্ত্রের তেজে সকলেরই ত্রাস জন্মাতে লাগলেন এবং মহর্ষি নারদ ও বেদব্যাস সম্মিলিতভাবে তা দেখতে লাগলেন। পরে সর্বভূত হিতৈষী নারদ ও বেদব্যাস অর্জুন ও অশ্বত্থামাকে শান্ত করবার ইচ্ছা করলেন। ক্রমে সর্বধর্মজ্ঞ, সর্বভূতহিতৈষী ও মহাতেজস্বী নারদ ও বেদব্যাস উভয় অস্ত্রের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন। তপস্যার প্রভাবে অতিদুর্ধর্ষ ও যশস্বী নারদ ও বেদব্যাস সেই অগ্নিরাশি দুটির মধ্যস্থানে গিয়ে অপর দুটি প্রজ্বলিত অগ্নিরাশির মতো দাঁড়ালেন। তাঁরা সকল প্রাণীরই অজেয় এবং দেব ও দানবগণের প্রিয় ছিলেন; আর জগতের হিতের জন্য সেই অস্ত্রতেজ নিবারণ করা তাঁদের ইচ্ছা ছিল। পরে নারদ ও বেদব্যাস বললেন, "নানা শাস্ত্রজ্ঞ প্রাচীন বহু মহারথ অতীত হয়ে গেছেন। তাঁরা কোনও কারণেই মানুষের উপর এই অস্ত্র প্রয়োগ করেননি। অতএব হে বীরদ্বয়! তোমরা জগতের মহাবিপত্তি জনক এই সাহস করলে কেন?"

আপন অস্ত্রের সম্মুখভাগে অগ্নির ন্যায় তেজস্বী সেই ঋষি দু'জনকে দেখেই অর্জুন ত্বরান্বিত হয়ে আপন অস্ত্রের কিঞ্চিৎ উপসংহার করলেন। তিনি কৃতাঞ্জলি হয়ে সেই দুই ঋষিকে বললেন, "আমার অস্ত্রে অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারিত হোক, এই ইচ্ছাতেই আমি এই অস্ত্র প্রয়োগ করেছি। আমি এই উত্তম অস্ত্র উপসংহার করলে পাপকর্ম অশ্বত্থামা নিশ্চয়ই নিজের অস্ত্রের প্রভাবে আমাদের সকলেই দগ্ধ করবে। এখন আমাদের এবং সমস্ত লোকের যাতে মঙ্গল হয়, দেবতার তুল্য প্রভাবশালী আপনারা দু'জন তার উপায় উদ্ভাবন করুন।" এই কথা বলে অর্জুন নিজের অস্ত্রের সম্পূর্ণ উপসংহার করলেন। কিন্তু যুদ্ধে দেবতারাও সেই 'ব্রহ্মশির' অস্ত্র প্রয়োগ করে উপসংহার করতে পারেন না। ব্রহ্মশির অস্ত্র একবার নিক্ষেপ করলে, পুনরায় তার উপসংহার অর্জুন ছাড়া অন্য সকলের পক্ষেই অসম্ভব হয়ে থাকে, এমনকী দেবরাজ ইন্দ্রও তা পারেন না। কারণ 'ব্রহ্মশির' অস্ত্র ব্রহ্মতেজ থেকে উৎপন্ন। সুতরাং ব্রহ্মচর্য ছাড়া অসংশোধিত চিত্ত লোক এর প্রয়োগ করলে, এ অস্ত্রের উপসংহার করা তার পক্ষে অসাধ্য হয়। যে লোক ব্রহ্মচর্য ব্রত না করে এই অস্ত্র নিক্ষেপ করে আবার ফেরাবার চেষ্টা করে, এই অস্ত্র অনুচরবর্গ সহ সেই লোকের মস্তক ছেদন করে।

ওদিকে অর্জুন পূর্বে ব্রহ্মচর্য ও অন্যান্য ব্রত করেছিলেন; পরে দুর্যোধন প্রভৃতির এই সকল দুর্ব্যবহারে অত্যন্ত বিপন্ন হয়েও এই অস্ত্র নিক্ষেপ করেননি। অর্জুন সত্যবাদী, বীর ও পূর্বে ব্রহ্মচর্যব্রতকারী এবং সর্বদাই গুরুজনের প্রতি অনুকূল ছিলেন। সেই জন্যই অর্জুন ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করেও আবার তার উপসংহার করতে পেরেছিলেন। কিন্তু অশ্বত্থামা নিজের অস্ত্রের সম্মুখে সেই ঋষি দু'জনকে দেখেও আপন শক্তিতে সেই অস্ত্রের উপসংহার করতে

সমর্থ হননি। অশ্বত্থামা নিজের দারুণ ব্রহ্মশির অস্ত্র উপসংহার করতে সমর্থ না হওয়ায় বিষণ্ণচিত্তে বেদব্যাসকে বললেন, "মুনি আমি অত্যন্ত বিপদাপন্ন হয়ে প্রাণরক্ষা করার জন্যই ভীমসেনের ভয়বশত এই অস্ত্র নিক্ষেপ করেছি। ভগবন্! এই ভীমসেন গদাযুদ্ধের সময় দুর্যোধনকে বধ করবার ইচ্ছা করে, শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণ করায় অধর্ম করেছে। মহর্ষি! আমার চিত্ত রাগদ্বেষাদি শূন্য নয়। সেই জন্যই আমি আজ এই ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করেছি; কিন্তু আমি পুনরায় তা উপসংহারে সমর্থ নই। 'পাণ্ডবগণের ধ্বংস হোক' এই অগ্নির তেজ আহ্বান করে, অলৌকিক ও দুর্ধর্ষ এই ব্রহ্মশির অস্ত্র আমি নিক্ষেপ করেছি। অতএব পাণ্ডবগণের বিনাশের জন্য সংকল্পিত এই অস্ত্র আজ সমস্ত পাণ্ডবকেই জীবন শূন্য করবে। ব্রহ্মর্ষি আমি রোষাবিষ্টচিত্তে পাণ্ডবগণের বধের উদ্দেশ্যে এই অস্ত্র নিক্ষেপ করে পাপের কার্য করেছি।"

বেদব্যাস বললেন, "বৎস! পৃথানন্দন অর্জুনও ব্রহ্মশির অস্ত্র জানেন; কিন্তু তবুও তিনি ক্রোধবশত কিংবা তোমার বিনাশের জন্য এ অস্ত্র নিক্ষেপ করেননি, তবে অর্জুন নিজের ব্রহ্মশির অস্ত্রদ্বারা তোমার ব্রহ্মশির অস্ত্র নিবারণ করবেন বলেই তা নিক্ষেপ করেছেন এবং পুনরায় তার উপসংহারও করেছেন। তারপর মহাবাহু অর্জুন তোমার পিতার উপদেশে ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করেও ক্ষত্রিয় ধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি। অর্জুন এমন ধৈর্যশালী, সাধুপ্রকৃতি, সর্বাস্ত্রবিদ ও সত্যবাদী; অতএব ভ্রাতৃগণ ও বন্ধুগণের সঙ্গে তুমি তাঁকে বধ করতে চাইছ কেন? যে রাজ্যে ব্রহ্মশির অস্ত্রদ্বারা অপর ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রতিহত করা হয়, সে রাজ্যে বারো বছর পর্যন্ত মেঘ জলবর্ষণ করে না। এই জন্যেই মহাবাহু অর্জুন সমর্থ হয়েও লোকের হিতসাধন করবার ইচ্ছায় নিজের ব্রহ্মশির অস্ত্রদ্বারা তোমার ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রতিহত করেননি। মহাবাহু অশ্বত্থামা, পাণ্ডবগণ, তুমি ও রাজ্য এ সমস্তই তোমার রক্ষণীয়। অতএব তুমি এই অলৌকিক অস্ত্রের প্রতিসংহার করো। তোমার চিত্ত ক্রোধশূন্য হোক এবং পাণ্ডবেরা নিরুপদ্রব হোন। রাজর্ষি যুধিষ্ঠির অধর্ম অনুসারে জয় করতে ইচ্ছা করেন না। অতএব আমার মত হল তোমার মাথার মণিটি তুমি পাণ্ডবদের দান করো। পাণ্ডবেরা এই মণিটি নিয়ে তোমার প্রাণ প্রতিদান দেবেন।"

অশ্বত্থামা বললেন, "মহর্ষি! এ যাবৎ পাণ্ডব-কৌরবেরা যত ধন ও রত্ন লাভ করেছেন, সে সমস্ত থেকে আমার মণিটির মূল্য অধিক। এই মণিকে অঙ্গে ধারণ করলে মানুষের অস্ত্র, রোগ ও ক্ষুধার ভয় থাকে না এবং দেব, দানব অথবা নাগ থেকে কোনও ভয় হয় না। রাক্ষসের ভয় কিংবা চোরের ভয় হয় না। এই মণিটির এতটাই শক্তি। কাজেই আমি এ মণি কোনও মতেই ত্যাগ করতে পারি না। কিন্তু আপনি পূর্বে যা বলেছেন, তা পালন করা আমার অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং এই মণি এবং এই আমি রয়েছি। আর ইষিকা পাণ্ডবগণের শিশুসন্তান ও উত্তরার গর্ভে গিয়ে পতিত হবে। মহর্ষি আমি আপনার বাক্য রক্ষা করব না, এমন হতে পারে না; অথচ ভগবন্, নিক্ষিপ্ত অস্ত্র উপসংহার করতেও আমি সমর্থ নই। অতএব এই অস্ত্র আমি পাণ্ডব শিশুদের উপর নিক্ষেপ করব।"

ব্যাসদেব বললেন, "তুমি তাই করো, অন্য প্রকার বুদ্ধি কোরো না। পাণ্ডবগণের শিশু সন্তানদের উপরে ব্রহ্মশির নিক্ষেপ করে বিরত হও।" অশ্বত্থামা তাই করলেন।

পাপকর্মা অশ্বত্থামা উত্তরার গর্ভে ঐষীকাস্ত্র নিক্ষেপ করেছেন, তা বুঝেও কৃষ্ণ তখন

আনন্দিত হয়ে অশ্বত্থামাকে বললেন, "বিরাটরাজার কন্যা এবং অর্জুনের পুত্রবধূ উত্তরাকে উপপ্লব্য নগরে দেখে ব্রতনিষ্ঠ কোনও ব্রাহ্মণ বলেছিলেন— উত্তরা! কুরুবংশ ক্ষয় হয়ে গেলে, তোমার একটি পুত্র জন্মাবে, এই কারণেই তার নাম হবে— 'পরীক্ষিৎ'! সেই সাধু ব্রাহ্মণের কথা সত্য হবে। এঁদের বংশরক্ষক 'পরীক্ষিৎ' নামে একটি পুত্র জন্ম নেবে।" সাত্বতবংশশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ এই কথা বললে, অশ্বত্থামা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—

নৈতদেবং যথাত্থ ত্বং পক্ষপাতেন কেশব।।
বচনং পুণ্ডরীকাক্ষ! ন চ মদ্বাক্যমন্যথা ॥ সৌপ্তিক : ১৬ : ৬ ॥

—"কৃষ্ণ! তুমি পাণ্ডবদের প্রতি পক্ষপাত করে যা বলছ, তা সত্য হবে না। কেন না, পুণ্ডরীকাক্ষ আমার বাক্যের অন্যথা হবে না।"

"কৃষ্ণ তুমি যাকে রক্ষা করবার ইচ্ছা করছ, উত্তরার সেই গর্ভে আমার অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে।"

কৃষ্ণ বললেন, "অশ্বত্থামা, তোমার ভীষণ অস্ত্রক্ষেপও অব্যর্থ হবে, এবং তাতে গর্ভস্থ বালকটিও মরে যাবে। তবে আবার সে বালকটি জীবিত হবে ও দীর্ঘায়ু লাভ করবে। বুদ্ধিমান লোকেরা সকলেই জানেন যে, তুমি কাপুরুষ, পাপাত্মা ও বারবার পাপকার্যকারী এবং এখনও তুমি বালকের জীবননাশ করতে উদ্যত হয়েছে। অতএব তুমি এই পাপ কার্যের ফল লাভ করো। তুমি তিন সহস্র বৎসর পর্যন্ত কোনও স্থানে কোনও সময়ে কোনও ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ-সুখ না পেয়ে এই পৃথিবীতে বিচরণ করবে। ক্ষুদ্রহৃদয়! তুমি অসহায়ভাবে নির্জনদেশে বিচরণ করবে। কিন্তু লোকমধ্যে কখনও তোমার অবস্থিতি ঘটবে না। পাপাত্মা, তুমি পুঁজ ও রক্তের গন্ধে আকুল হয়ে এবং দুর্গম মহারণ্যে থেকে থেকে সর্বপ্রকার ব্যাধিযুক্ত হয়ে বিচরণ করবে।

"আর এদিকে উত্তরার পুত্র পরীক্ষিৎ, উপযুক্ত বয়সে ব্রহ্মচর্যব্রত আচরণ করতে থেকে বীর হবে, শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্যের কাছ থেকে সমস্ত অস্ত্র লাভ করবেন। এবং ধর্মাত্মা পরীক্ষিৎ সমস্ত অস্ত্রে অভিজ্ঞ হয়ে ক্ষত্রিয়ধর্মে নিরত থেকে দীর্ঘায়ু লাভ করে ষাট বৎসব পর্যন্ত পৃথিবী পালন করবে। অতিদুর্মতি! মহাবাহু সেই উত্তরার পুত্র এঁদের পরেই তোমার সামনেই 'পরীক্ষিৎ' নামক কুরুদেশের রাজা হবে। নরাধম তোমার অস্ত্রাগ্নির তেজে সেই বালকটি দগ্ধ হলে, আমি তাকে জীবিত করব। তুমি আমার তপস্যার ও সত্যের প্রভাব দেখবে।"

বেদব্যাস বললেন, "অশ্বত্থামা তুমি যখন আমাদের অবজ্ঞা করে দারুণ কার্য করেছ এবং তুমি ব্রাহ্মণ হলেও যখন তোমার এই আচরণ দেখা গেল, তখন তোমার সম্পর্কে, কৃষ্ণ যে উত্তম বাক্য বলেছেন, অবশ্যই তা ঘটবে। বিশেষত তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম অবলম্বন করেছ।"

অশ্বত্থামা বললেন, "মহর্ষি জগতে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আপনার কাছেই আমি থাকব, এতে কৃষ্ণের বাক্যও সত্য হবে।"

তারপর অশ্বত্থামা মহাত্মা পাণ্ডবদের নিজের মণিটি দান করে, সকলের সামনেই গভীর বনে প্রবেশ করলেন। শত্রুবিজয়ী পাণ্ডবেরা অশ্বত্থামার সহজাত মণিটি নিয়ে কৃষ্ণ, মহর্ষি বেদব্যাস ও নারদকে অগ্রবর্তী করে প্রায়োপবিষ্টা মনস্বিনী দ্রৌপদীর দিকে সত্বর ছুটে গেলেন। তারপর মহাবল ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে সেই মণিটি দ্রৌপদীকে দিলেন এবং বললেন,

"ভদ্রে! এই তোমার সেই মণিটি, তোমার সেই পুত্রহন্তাও পরাজিত হয়েছে। অতএব তুমি শোক পরিত্যাগ করে গাত্রোত্থান করো এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম স্মরণ করো। ভীরু নীলনয়নে! কৃষ্ণ সন্ধির জন্য হস্তিনানগরে গেলে তুমি তীব্র বাক্যে বলেছিলে, 'কৃষ্ণ আমার পতিরা নেই, পুত্রেরা নেই, ভ্রাতারাও নেই, তুমিও নেই।' এখন তুমি সেই বাক্য স্মরণ করো। পাপাত্মা দুর্যোধনকে আমি নিহত করেছি, দুঃশাসনকে ভূতলে নিপাতিত করে তাঁর রক্তপান করেছি। শত্রুতার শেষ হয়েছি, পরনিন্দাকারী লোকেরা আর আমাদের নিন্দা করতে পারবে না, তারপর অশ্বত্থামাকে জয় করে মণি কেড়ে নিয়েছি।"

দ্রৌপদী বললেন, "ভরতনন্দন! আপনার এই কার্যে আমি পুত্র প্রভৃতির কাছে ঋণশূন্য হলাম। গুরুপুত্র বলে অশ্বত্থামার নিধনেও আমার আগ্রহ নেই। তবে রাজাই এই মণিটি মস্তকে বন্ধন করুন।"

"এই মণি আমার গুরুর উচ্ছিষ্ট" বলে যুধিষ্ঠির তখনই মণিটি নিয়ে মস্তকে ধারণ করলেন। দ্রৌপদীর প্রায়োপবেশনও শেষ হল।

মহাভারতে অসংখ্য বীভৎস কাণ্ড আছে। ধ্যানরত মুনির গলায় মৃতসাপ ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন মহারাজ পরীক্ষিৎ! সভাপর্বে দ্রৌপদীর সঙ্গে কৌরবেরা যে পাশবিক আচরণ করেছেন, শ্বশুর ও গুরুজনদের সামনে ভ্রাতৃজায়াকে নগ্ন করার প্রচেষ্টায় বীভৎস আনন্দ অনুভব করেছিলেন কৌরবপক্ষের দুষ্ট চতুষ্টয় ও তাঁদের অনুগামী রাজারা। দুঃশাসনকে বীভৎসভাবে হত্যা করেছিলেন ভীমসেন। মৃত দুঃশাসনের বক্ষোরক্ত পান করেছিলেন। দুর্যোধনের উরুভঙ্গের পর চরণদ্বারা দুর্যোধনের মস্তক মর্দন করেছিলেন। এগুলি সবই বীভৎস ঘটনা।

কিন্তু অশ্বত্থামা যা করেছিলেন, তা বীভৎসতম ঘটনা। নিদ্রা সমস্ত দিনের সকল কর্মের থেকে বিশ্রাম। পাপ পুণ্য ভাল মন্দ— সব কিছুরই বিরাম এনে দেন নিদ্রাদেবী। নিদ্রিত পাণ্ডবপুত্রেরা, ধৃষ্টদ্যুম্ন, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, শিখণ্ডী এঁরা সকলেই মহারথ অতিরথ ছিলেন। দিনের আলোয় অথবা সশস্ত্র অবস্থায় অশ্বত্থামার পক্ষে সম্ভব ছিল না এঁদের হত্যা করা। সম্ভব ছিল না পঞ্চপাণ্ডব ও কৃষ্ণের সম্মুখে এঁদের নিধন ঘটানোর। তাই অশ্বত্থামা পৈশাচিক বৃত্তি অবলম্বন করলেন। প্রশান্ত সুগভীর নিদ্রার মধ্যে, চূড়ান্ত অসতর্ক, অসাবধান অবস্থায় হত্যা করলেন দ্রৌপদীর পুত্রদের। সমান আসনে করে দিলেন পুত্রহীনা গান্ধারী ও দ্রৌপদীকে।

অশ্বত্থামা ঘটনার পরিণতি জানতেন। জানতেন প্রভাতে পঞ্চ-পাণ্ডব যখন এ সংবাদ জানবেন— তখন পৃথিবীর কোনও শক্তিই তাঁকে রক্ষা করতে পারবে না। তাই তিনি পলায়ন করে ব্যাসদেবের আশ্রমে প্রবেশ করে ঘৃত-ধূলিধূসর দেহে আত্মগোপন করেছিলেন। কিন্তু প্রভাতে ধনুর্বাণ হাতে ভীমকে রথে সারথি নকুলের সঙ্গে আসতে দেখে এবং পিছনের রথে কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ও অর্জুনকে দেখে অশ্বত্থামা আত্মসংবিৎ হারালেন। যে অস্ত্র প্রদানকালে পিতা দ্রোণাচার্য বারবার নিষেধ করেছিলেন, "কখনও মানুষের উপর এ অস্ত্র প্রয়োগ কোরো না" সেই নিষেধ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে প্রচণ্ড শক্তিধর সেই 'ব্রহ্মশির' অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। কৃষ্ণ

'ব্রহ্মশির' অস্ত্রের ক্ষমতা জানতেন। তাই তিনি অর্জুনকে নির্দেশ দিলেন ব্রহ্মশির অস্ত্র দ্বারা অশ্বত্থামার ব্রহ্মশির অস্ত্র নিবারণ করতে।

কী অসাধারণ বৈপরীত্য দুই রথীর। অশ্বত্থামা ব্রহ্মশির নিক্ষেপ করবার সময়ে বললেন, "পাণ্ডবেরা ধ্বংস হোক।" আর অর্জুন ব্রহ্মশির নিক্ষেপ করবার পূর্বে বলেছিলেন, "অশ্বত্থামার মঙ্গল হোক, পৃথিবীর মানুষের মঙ্গল হোক— আমার অস্ত্রে অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারিত হোক।" ধ্বংসকামিতা অর্জুনের মধ্যে ছিল না, তাই নারদ-ব্যাসদেবের অনুরোধ শুনে অর্জুন আপন 'ব্রহ্মশির' উপসংহার করলেন কিন্তু অসংযত, পাপাত্মা, পাপকর্মা, অশ্বত্থামা আপন অস্ত্র সংবরণ করতে পারলেন না। অশ্বত্থামার অস্ত্র উত্তরার গর্ভস্থ শিশুকে আঘাত করল। কৃষ্ণ সেই অলৌকিক সংকল্প ঘোষণা করলেন। অশ্বত্থামার অস্ত্র উত্তরার গর্ভে আঘাত করলে, তিনি যথাসময়ে সেই শিশুকে জীবিত করে দেবেন। কৃষ্ণ তা করেছিলেন। এই ঘটনায় তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতা আর একবার প্রমাণ হয়েছিল।

কৃষ্ণ অশ্বত্থামাকে অভিসম্পাত করেছিলেন— জনমানবহীন, পুঁজ ও রক্তের গন্ধযুক্ত স্থানে তিন হাজার বছর তাঁকে কাটাতে হবে। তিনি কথা বলার মতো সঙ্গী পাবেন না। মহাভারত-কথায় অশ্বত্থামা কাহিনি শেষ হল।

জন্মকালীন সহজাত মণি অশ্বত্থামাকে পাণ্ডবদের হাতে দিয়ে যেতে হল। এ মণি দেওয়া আর মাথা দেওয়া অশ্বত্থামার পক্ষে একই ঘটনা। অশ্বত্থামা পরাজয় স্বীকার করলেন। অশ্বত্থামার ধারণা ছিল তিনি দ্রোণের পর কৌরবপক্ষের সব থেকে বড় বীর। কৃপাচার্যও সে কথা মনে করতেন। দ্রোণের ব্রহ্মলোক প্রয়াণের পর অশ্বত্থামা চেয়েছিলেন কৌরব সেনাপতি হতে। কৃপাচার্য প্রস্তাব করেছিলেন দুর্যোধনের কাছে, কিন্তু ততক্ষণে দুর্যোধন কর্ণকে সেনাপতি হিসাবে বরণ করেছিলেন। অশ্বত্থামা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন কিন্তু প্রতিবাদ করেননি।

পাণ্ডবদের ধ্বংস করার জন্য দু'বার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন অশ্বত্থামা। একবার দ্রোণের মৃত্যুর পর নারায়ণাস্ত্র ব্যবহার করে। কিন্তু সেক্ষেত্রে কৃষ্ণ সকলকে অস্ত্রত্যাগ করিয়ে নারায়ণাস্ত্র ব্যর্থ করে দেন। দ্বিতীয়বার 'ব্রহ্মশির' অস্ত্র ব্যবহার করে। যা ব্যাসদেব ও নারদের মধ্যস্থতায় ব্যর্থ হয়ে যায়। ভারত-কাহিনিতে অশ্বত্থামার পরিচয় শেষ পর্যন্ত ঘুমন্ত শিশুযোদ্ধাদের ঘাতকরূপে চিহ্নিত হয়। সৌপ্তিক পর্বে তিনি দ্রৌপদীর ঘুমন্ত পাঁচ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, যুধামন্যুকে নিধন করেন। আর, আশ্বমেধিক পর্বে উত্তরার গর্ভস্থিত পরীক্ষিৎকে হত্যা করেন। পরীক্ষিৎ তখনও অপ্রকাশিত, কাজেই ঘুমন্ত।

অশ্বত্থামা তাঁর নিষ্ঠুরতার শাস্তি পান কৃষ্ণের অভিশাপে। সহায়ক কৃতবর্মা হয়ে ওঠেন, যদুবংশ ধ্বংসের অন্যতম কারণ। সাত্যকির খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হয় তাঁর দেহ। খড়্গাঘাতে সাত্যকি তাঁর মস্তক ছেদন করেন। শিখণ্ডীর মৃত্যুর পর কুবেরের অনুচর স্থূণাকর্ণ, শিখণ্ডীকে আপন পৌরুষ দিয়ে শিখণ্ডিনীর স্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছিলেন যিনি, তিনি কুবেরের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়ে পুনরায় পুরুষ রূপ লাভ করেছিলেন।

* বনপর্ব ১০ পরিচ্ছেদে আছে, ব্রহ্মশিব অস্ত্র মহাদেব অর্জুনকে দিয়েছিলেন।

৯০

গান্ধারীর রণক্ষেত্র দর্শন

শোকার্তা কুন্তী ও দ্রৌপদী, কুরুক্ষেত্র প্রান্তরের সম্মুখে শতপুত্রহারা জননী গান্ধারীর সঙ্গে সম্মিলিত হলেন। ব্যাসদেব গান্ধারীকে দিব্যদৃষ্টি দান করেন। ক্রমে সেই ভরতবংশীয় স্ত্রীলোকেরা অদৃষ্টপূর্ব রণস্থল দর্শন করে দুঃখার্ত হয়ে কয়েকজন অপরের দেহের উপর পতিত হলেন, অন্যেরা ভূতলে পড়ে গেলেন। অন্য কয়েকজন শোকাকুলা নারীর কোনও চৈতন্যই ছিল না; সুতরাং পাঞ্চাল ও কৌরবস্ত্রীগণের সে সময়ে অত্যন্ত দুরবস্থা হয়েছিল। সকল দিকেই দুঃখাকুলচিত্ত নারীগণের ক্রন্দন-কোলাহল হতে লাগল, এহেন অতিভীষণ রণস্থল দেখে এবং কৌরবগণের মহাক্ষয় দেখে ধর্মজ্ঞা গান্ধারী পুরুষোত্তম কৃষ্ণকে সম্বোধন করে বললেন, "কৃষ্ণ, দেখো আমার বিধবা পুত্রবধূরা আলুলায়িত কেশে কুররী-পক্ষিগণের মতো উচ্চ স্বরে ক্রন্দন করছে। সেই নারীরা দলে দলে পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ, পিতৃগণ এবং পতিগণের দিকে ধাবিত হচ্ছে। প্রজ্বলিত অগ্নির মতো পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অভিমন্যু, দ্রুপদ ও শল্য প্রভৃতি বীরগণের দেহে রণস্থল শোভিত হয়েছে। উত্তম কবচ, মহাত্মাদের স্বর্ণময় রত্ন, অঙ্গদ, কেয়ূর ও মালায় রণস্থল অলংকৃত হয়ে আছে। বীরবাহু নিক্ষিপ্ত শক্তি, পরিঘ, তরবারি, নানাবিধ তীক্ষ্ণ বাণ ও ধনু পড়ে আছে। মাংসভোজী জন্তুগণ কোথাও একত্রে দাঁড়িয়ে আছে, কোনও স্থানে নৃত্য করছে, কোনও স্থলে তৃপ্ত হয়ে শুয়ে আছে, সহস্র সহস্র সুপর্ণ ও গৃধ্র সেইসব মৃত বীরগণকে ভক্ষণ করছে। যে সকল বীর পূর্বে চন্দন ও অগুরুলিপ্ত দেহে কোমল শয্যায় শয়ন করতেন, তাঁরাই আজ ধূলির উপর শয়ন করে আছে। গদা আলিঙ্গন করে দীর্ঘবাহু পুরুষ প্রিয়তমা নারীকে আলিঙ্গন করার মতো সুখে শায়িত আছেন। কতগুলি বীর নির্মল অস্ত্র ধারণ করে শুয়ে আছেন, তাতে তাঁরা জীবিত আছেন মনে করে মাংসভোজী জন্তুগণ ভয়ে তাঁদের আক্রমণ করছে না। অন্যান্য মহাত্মারা ভূতলে পতিত আছেন, মাংসভোজী জন্তুগণ তাঁদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে। শৃগালেরা ভূতলে পতিত বীরগণের কণ্ঠহার টানছে।

"বহুতর নারী আত্মীয়জনের দেহগুলি দেখে তাঁদের ডাকছেন ও বিলাপ করছেন এবং অন্য কোমলপাণি রমণীরা পাণিতলদ্বারা মস্তকে আঘাত করছেন। স্তূপীকৃত ও পরস্পর সংলগ্ন পতিত মস্তক. হস্ত, অন্যান্য সর্বপ্রকার অঙ্গে সমরভূমি আকীর্ণ হয়ে গেছে। অনভ্যস্ত নারীরা মস্তকশূন্য এই সকল সুন্দর দেহ এবং দেহশূন্য মস্তক সকল দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়ছেন। শোকবিকলচিত্ত কয়েকজন নারী মস্তককে কতকগুলি দেহের সঙ্গে মিলিত করে

'এই মস্তক তো এই দেহের নয়'—এই ভেবে এবং অপর মাথা দেখতে না পাওয়ায় দুঃখে আকুল হচ্ছেন। অন্য নারীরা শত্রুনিহত ভ্রাতা, পিতা, পুত্র ও পতিদের দেখে মস্তকে করাঘাত করছেন। এই অনিন্দ্যসুন্দরী রমণীরা পূর্বে দুঃখ ভোগে অভ্যস্ত ছিলেন না; অথচ এখন ভ্রাতৃগণ, পিতৃগণ ও পুত্রগণের শবে পরিপূর্ণ সমরভূমিতে দুঃখে অবগাহন করছেন। কেশব, আমি নিশ্চয় পূর্বজন্মে গুরুতর পাপ করেছিলাম যে আমি বর্তমান সময়ে পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতৃগণকে নিহত দেখছি।" শোকার্তা গান্ধারী এই কথা বলে বিলাপ করতে থেকে নিহত দুর্যোধনকে দেখতে পেলেন। গান্ধারী দুর্যোধনের দেহ দেখে শোকে মূর্ছিত হয়ে বনমধ্যে ছিন্ন কদলীবৃক্ষের মতো তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হলেন। ক্রমে তিনি চৈতন্য লাভ করে, বার বার উচ্চ স্বরে রোদন করে, রক্তসিক্ত দেহ ও ভূতলে শায়িত দুর্যোধনের দিকে দৃষ্টিপাত করে তাকে আলিঙ্গন করে কাতরভাবে বিলাপ করলেন। তখন তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়ই শোকে বিহ্বল হয়ে গেল; সেই অবস্থায় তিনি 'হাহা পুত্র' বলে বিলাপ করতে থাকলেন। কৃষ্ণের স্কন্ধসন্ধি মাংসে আবৃত থাকায় তাঁর দেহটিকে বিশাল দেখা যাচ্ছিল; সেই অবস্থায় তিনি তখন গান্ধারীর কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখন গান্ধারী নয়নজলে বক্ষঃস্থল সিক্ত করতে করতে কৃষ্ণকে বললেন, "প্রভাবশালী বৃষ্ণিনন্দন! এই যুদ্ধ ও জ্ঞাতিক্ষয় উপস্থিত হলে, এই রাজশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন আমার কাছে এসে বলেছিলেন—

অস্মিন্ জ্ঞাতিসমুদ্ধর্ষে জয়মম্ব! ব্রবীতু মে।
ইত্যুক্তে জানতী সর্বমহং স্বব্যসনাগমম্ ॥
অব্রুবং পুরুষব্যাঘ্র! যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ ॥ স্ত্রী : ১৭ : ৬ ॥

"মা! এই জ্ঞাতিসংঘর্ষে আমার জয় হোক বলে আপনি আশীর্বাদ করুন।" পুরুষশ্রেষ্ঠ! দুর্যোধন একথা বললে, তার বিপদ আসছে জানতে পেরে আমি বলেছিলাম, "যে পক্ষে ধর্ম আছেন, সেই পক্ষে জয় হবে।" আমি আরও বলেছিলাম, "প্রভাবশালী বৎস! তুমি যুদ্ধ করতে থেকে যাতে অসাবধান না হও, তা কোরো। তারপর তুমি নিশ্চয়ই শস্ত্রজিৎ লোক লাভ করবে।"

গান্ধারী বললেন যে তিনি পূর্বে দুর্যোধনকে একথা বলেছিলেন। সুতরাং এখন তাঁর জন্য শোক করেন না; কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের বন্ধুগণ নিহত হয়েছেন এবং তিনিও অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছেন; সুতরাং তাঁর জন্যই গান্ধারী শোক করছেন। গান্ধারী কৃষ্ণকে বললেন, "কৃষ্ণ দেখো—অসহিষ্ণু স্বভাব, যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ, সমস্ত্র অস্ত্রে সুশিক্ষিত ও যুদ্ধদুর্ধর্ষ আমার পুত্র দুর্যোধন বীরশয্যায় শয়ন করে আছেন। যে শত্রুসন্তাপ রাজা সর্বাগ্রে গমন করতেন, তিনি আজ ধূলিতে শয়ান। তিনি নিশ্চয়ই দুর্লভ গতি লাভ করেছেন। উত্তম রমণীরা তাঁকে সেবা করত, আজ শৃগালেরা তাঁকে ভক্ষণ করছে। পূর্বে জ্ঞানীগণ যাঁর উপাসনা করতেন, আজ শকুনেরা তাঁকে সেবা করছে। রমণীরা পূর্বে ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা তাঁকে ব্যজন করত, আজ মাংসাশী পাখিরা তাঁকে ব্যজন করছে। সিংহ নিপাতিত হস্তীর মতো, ভীম-নিপাতিত দুর্যোধন গদা আলিঙ্গন করে রক্তসিক্ত গাত্রে শায়িত আছেন। পিতাকে ও বিদুরকে অবজ্ঞা করে অল্প বয়সে দুর্যোধন মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। নিষ্কণ্টক সমগ্র পৃথিবীর ত্রয়োদশ বৎসরের অধিপতি দুর্যোধন

নিহত হয়েছে, অথচ আমি এখনও জীবিত আছি। কৃষ্ণ দেখো, আলুলায়িত কুন্তলা ও সুনিতম্বা, লক্ষ্মণের মাতা (দুর্যোধনের ভার্যা) পূর্বে দুর্যোধনের সুলক্ষণসম্পন্ন ক্রোড়ে অধিষ্ঠান করে এখন এই রণস্থলে স্বর্ণময় বেদির মতো অবস্থান করছেন। পূর্বে মহাবাহু দুর্যোধন জীবিত থাকতে নিশ্চয়ই এই মনস্বিনীবালা সুন্দরবাহু দুর্যোধনের বাহুযুগল অবলম্বন করে আনন্দ অনুভব করতেন। হায়, পুত্র লক্ষ্মণের সঙ্গে নিহত দুর্যোধনকে দেখেও আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে না! সুন্দর উরুযুগল সমন্বিতা, অনিন্দ্যসুন্দরী দুর্যোধনভার্যা, রক্তসিক্ত পুত্র লক্ষ্মণের মস্তক আঘ্রাণ করছেন এবং দুর্যোধনের গাত্র পরিষ্কার করছেন এবং করযুগলদ্বারা মস্তকে আঘাত করে পতির বক্ষঃস্থলে পতিত হচ্ছেন।

"কৃষ্ণ দেখো, আমার ক্লান্তিহীন একশত পুত্রের মধ্যে অনেককেই একা ভীমসেন গদাদ্বারা নিহত করেছেন। আমার বালিকা ও হতপুত্রা পুত্রবধূরা আলুলায়িত কেশে রণস্থলে ছুটোছুটি করছেন। এই নারীরা পূর্বে নানা অলংকারে অলংকৃত চরণদ্বারা অট্টালিকার ভিতরে বিচরণ করতেন। তাঁরা এখন গৃধ্র, শৃগাল ও কাকগণকে অপসরণ করছে। সুন্দর বাহুযুক্ত এই রমণীগণের মধ্যে কেউ কেউ নিহত ভ্রাতৃগণের, কেউ কেউ পিতৃগণের, কেউ কেউ নিহত পুত্রগণের বাহু ধারণ করে তাঁদের উপর পতিত হচ্ছেন। আবার কেউ সুন্দর কুণ্ডল ও উন্নত নাসিকাসমন্বিত কোনও আত্মীয়জনের দেহবিচ্ছিন্ন মস্তকটি নিয়ে দেখছেন। এই অনিন্দ্যসুন্দর নারীরা এবং অল্পবুদ্ধিশালিনী আমি পূর্বজন্মে অনেক পাপ করেছিলাম বলে মনে করি। যুধিষ্ঠির ধর্মরাজ হয়েও যখন আমাদের এই সমগ্র সৈন্যই নিপাত করেছেন। আমার ধারণা এই যে, ফলভোগ ব্যতীত পুণ্য ও পাপের ধ্বংস হয় না। কৃষ্ণ তরুণীগণকে দর্শন করো— এদের স্তন ও মুখমণ্ডল সুদৃশ্য এবং অক্ষিপক্ষ, নয়নের মণি ও কেশকলাপ কৃষ্ণবর্ণ; বিশেষত এরা সৎকুলে উৎপন্ন ও লজ্জাশীল। হায়, বাসুদেব, মত্ত হস্তীর মতো দর্পশালী ও ঈর্ষান্বিত আমার পুত্রদের অন্তঃপুরের নারীদের আজ সাধারণ লোকেরাও দেখছে। কৃষ্ণ দেখো— দ্রৌপদীর অপমানকারী দুঃশাসন শয়ন করে রয়েছেন। শত্রুহন্তা ভীমসেন তাঁকে যুদ্ধে নিপাতিত করেছেন এবং সমস্ত অঙ্গ থেকে তাঁর রক্ত পান করেছেন। দুঃশাসন কর্ণ ও দুর্যোধনের প্রিয়কার্য করবার ইচ্ছা করে সেই দ্যূতসভায় দ্যূতনির্জিতা দ্রৌপদীকে বলেছিলেন, 'পাঞ্চালী এখন তুমি দাসগণের ভার্যা হয়েছ; অতএব তুমি এখনই যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের সঙ্গে আমাদের গৃহের ভিতরে প্রবেশ করো।'

"কৃষ্ণ তারপর আমি রাজা দুর্যোধনকে বলেছিলাম, 'পুত্র! তুমি ক্রোধপাশে বদ্ধ শকুনিকে বর্জন করো। তুমি চিন্তা করে দেখো, তোমার এই মাতুল অতি দুর্বুদ্ধি ও কলহপ্রিয়। তুমি একে পরিত্যাগ করে, পাণ্ডবদের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপনে শান্ত হও। দুর্বুদ্ধি দুর্যোধন তুমি বুঝতে পারছ না, মশাল যেমন হস্তীকে আঘাত করে, তুমিও তেমনই বাক্যরূপ নারাচদ্বারা কোপন স্বভাব ভীমসেনকে আঘাত করছ।' ভীমসেন এইভাবে সেই সকল বাক্যশল্য স্মরণ করে নির্জনে ক্রুদ্ধ হয়ে থেকেছিল; সিংহ যেমন মহাহস্তীকে নিহত করে, সেইরকম ভীমসেন দুঃশাসনকে হত্যা করেছে; সুতরাং দুঃশাসন বাহুযুগল প্রসারিত করে শয়ন করে আছেন। অতিশয় কোপনস্বভাব ভীমসেন গুরুতর ভীষণ কার্য করেছে। সে ক্রুদ্ধ হয়ে দুঃশাসনের রক্তপান করেছে। মাধব, আমার পুত্র প্রাজ্ঞজন প্রিয় বিকর্ণ ভীমকর্তৃক নিহত ও ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ

হয়ে ভূতলে শয়ন করে রয়েছেন। শরৎকালে নীলমেঘ পরিবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় বিকর্ণ নিহত হস্তী সমূহের মধ্যে শায়িত আছেন। শোকার্তা ও বালিকা ওই বিকর্ণের ভার্যা মাংসলোভী এই গৃধ্রগণকে অনবরত বারণ করছেন। কিন্তু বারণ করে উঠতে পারছেন না। যুবক, সুন্দরাকৃতি, বীরসুখে অবস্থিত ও সুখভোগের যোগ্য বিকর্ণ ধূলির উপর শয়ন করে আছেন। তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ, কিন্তু বীরশ্রী এই ভরতশ্রেষ্ঠকে পরিত্যাগ করছে না।

"সমরবীর ভীমসেন প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য শত্রুহন্তা দুর্মুখকে নিহত করেছে। হিংস্র জন্তুগণ তাঁর মুখের অর্ধাংশ ভক্ষণ করেছে। তবুও মুখের অর্ধাংশ সপ্তমীর চাঁদের মতোই লাগছে। বীরপুত্র দুর্মুখ ধূলি ভক্ষণ করছেন। সৌম্য কৃষ্ণ, এই দুর্মুখ যুদ্ধে দেবসৈন্য বিজয়ী ছিলেন। তাঁর মৃত্যু কীভাবে সম্ভব? যিনি ধনুর্ধরদের উপমাস্থল ছিলেন, সেই ধৃতরাষ্ট্রনন্দন চিত্রসেন নিহত হয়ে ভূতলে শয়ন করে আছেন। শোকার্ত যুবতীরা মাংসভোজী জন্তুগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে সেই চিত্রসেনের সেবা করছেন। স্ত্রীলোকের ক্রন্দন ও মাংসভোজী প্রাণীর গর্জন এক বিচিত্র ধ্বনির সৃষ্টি করছে। যুবক, সুন্দর ও সর্বদা উত্তম স্ত্রী-সেবিত বিবিংশতি নিহত হয়ে ধূলিতে শয়ান রয়েছেন। বাণে বাণে তাঁর বর্ম ছিন্ন হয়েছিল। তিনি নিহত হওয়ার পর এখন গৃধ্রগণ এঁকে ঘিরে রেখেছে। কৃষ্ণ তুমি বিবিংশতির মুখখানি দেখো—তা এখনও মৃদু হাস্যযুক্ত, সুন্দর নাসিকা ও ভ্রূযুগল সমন্বিত অত্যন্ত নির্মল ও চন্দ্রের তুল্য। সহস্র সহস্র দেবকন্যা যেমন ক্রীড়াপ্রবৃত্ত গন্ধর্বের সেবা করে; সেইরকম উত্তম রমণীরা বহুপ্রকারে বিবিংশতির সেবা করতেন। দুঃসহ বীর ছিলেন, বীরশোভায় রণস্থল শোভিত করতেন, বীরসৈন্য সংহার করতে পারতেন এবং শত্রুপক্ষকে দমন করতে সমর্থ ছিলেন। কোনও ব্যক্তি দুঃসহকে সহ্য করতে পারত না। পর্বত আপন শরীরে উৎপন্ন প্রস্ফুটিত কর্ণিকার পুষ্পদ্বারা যেমন আবৃত হয়ে শোভা লাভ করে, সেইরকম বাণে বাণে আবৃত দুঃসহের এই শরীরটি শোভা পাচ্ছে। কৈলাস পর্বত অগ্নিদ্বারা যেমন প্রকাশ পায়; তেমনই দুঃসহ গতাসু হয়েও স্বর্ণময়ী মালা ও উজ্জ্বল কবচদ্বারা প্রকাশ পাচ্ছেন।

"কেশব, বল ও বীরত্ব বিষয়ে যিনি পিতা অর্জুন বা তোমার থেকেও দেড়গুণ অধিক ছিলেন, সেই দর্পিত সিংহের মতো অসংখ্য সৈন্য বধ করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, দেখো, এখনও তাঁর মুখশ্রী অবিকৃত আছে। বিরাটরাজকন্যা, অর্জুনের পুত্রবধূ, অনিন্দ্যসুন্দরী উত্তরা হস্তদ্বারা মৃত স্বামীর অঙ্গ মার্জনা করে দিচ্ছেন, তাঁর কণ্ঠ আলিঙ্গন করে, মুখমণ্ডলের ঘ্রাণ নিয়ে লজ্জিতভাবে অভিমন্যুর রুধিরলিপ্ত ও স্বর্ণখচিত কবচটি খুলে ফেলে তাঁর দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করছেন। তিনি সেই অভিমন্যুর মুখের দিকে তাকিয়ে আর্তস্বরে বলছেন, 'যার মুখমণ্ডল, নয়নশ্রী কৃষ্ণের মতো সুন্দর ছিল, যিনি বল, বীর্য, তেজে কৃষ্ণের তুল্য ছিলেন, এই দু'হাত প্রসারিত করে ভূমিতে শয়ন করে আছেন।' তারপর উত্তরা অভিমন্যুকে প্রশ্ন করলেন, 'নাথ! কঠিন যুদ্ধ ব্যায়াম করে পরিশ্রমবশত আপনি কি নিদ্রারত? আপনি আমার সঙ্গে কথা বলছেন না কেন? আমি তো আপনার কাছে কোনও অপরাধ করিনি। আপনি বালক এবং একাকী ছিলেন। তখন দ্রোণ প্রভৃতি নিষ্ঠুর রথীরা আপনাকে বধ করেছিল। এখন আপনি স্বর্গে গিয়ে অপ্সরাদের সঙ্গে সম্মিলিত হবেন। আমার কথা তখন আপনার মনে পড়বে? মাত্র ছ'মাস আপনি আমার সঙ্গে সহবাস করেছিলেন।' উত্তরা যখন এইসব

বলেছিলেন তখন বিরাটরাজার কুলবধূরা উত্তরাকে আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছেন।

"মাধব, ওই দেখো দ্রোণের অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত বিরাটরাজার দেহ। তাঁর ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর গৃধ্র, শৃগাল ও কাকেরা চিৎকার করছে। বিরাটরাজার পুত্র উত্তর, অভিমন্যু, কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণ—এঁরা রণস্থলে শয়ন করে আছেন, মহাধনুর্ধর ও মহাবল এই কর্ণ যুদ্ধে অর্জুনের তেজে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় নির্বাপিত হয়ে শয়ন করে আছেন। বৈকর্তন কর্ণ যুদ্ধে বহুতর অতিরথকে বধ করে রক্তাক্ত দেহে ভূতলে পতিত হয়ে শায়িত আছেন। অসহিষ্ণু, চিরকাল কোপন স্বভাব, মহাধনুর্ধর, মহারথ ও বীর কর্ণ যুদ্ধে অর্জুন কর্তৃক নিহত হয়ে ভূতলে শয়ন করে আছেন। এখন কর্ণের ভার্যারা এসে রোদন করতে থেকে যুদ্ধে নিহত ওই বীরের সেবা করছেন। মাধব, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যার ভয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে আত্মরক্ষার চিন্তা করতে থেকে, এই তেরো বৎসর যাবৎ নিদ্রা যেতে পারেননি, ইন্দ্রের ন্যায় যুদ্ধে শত্রুপক্ষের অজেয়, প্রলয়াগ্নির মতো তেজস্বী, হিমালয়ের মতো স্থির সেই কর্ণ দুর্যোধনের রক্ষক হয়ে, বায়ুভগ্ন বৃক্ষের মতো নিহত হয়ে ভূতলে শয়ন করছেন। কৃষ্ণ দেখো—কর্ণের পত্নী ও বৃষসেনের মাতা অনবরত বিলাপ ও রোদন করতে করতে ভূতলে পতিত হয়ে আছেন। মহাবীর কর্ণ, নিশ্চয়ই তার গুরু পরশুরামের অভিসম্পাত তাঁর অনুসরণ করেছিল। রণভূমি সেই কারণে তাঁর রথচক্র গ্রাস করেছিল। সেই সময়ে অর্জুন বাণদ্বারা রণস্থলে শত্রুগণমধ্যে তাঁর মস্তক অপহরণ করতে সমর্থ হয়েছিল। হায়! হায়! এই সুষেণের মাতা (কর্ণের পত্নী) স্বর্ণকবচাবৃত, মহাধ্যবসায়ী ও মহাবাহু কর্ণকে নিহত দেখে অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে রোদন করতে থেকে অচৈতন্য অবস্থায় ভূতলে পতিত হয়েছেন। মাংসভোজী জন্তুগণ কর্ণের দেহের সামান্য মাত্র অবশিষ্ট রেখেছে।

"বহুতর বন্ধু থাকলেও বন্ধুহীনের মতো অবন্তিরাজ বীর বিন্দকে ভীমসেন নিহত করেছেন। শৃগালগণ, কঙ্কগণ তাঁকে নানাদিকে আকর্ষণ করছে। তাঁর ভার্যারা সম্মিলিত হয়ে রোদন করতে থেকে তাঁর সেবা করছেন। প্রতীপনন্দন বাহ্লিক ভল্লের আঘাতে নিহত হয়ে, ব্যাঘ্রের ন্যায় শায়িত আছেন। ইনি মৃত হলেও পূর্ণচন্দ্রের মুখশ্রীর মতো এর মুখবর্ণ এখনও উজ্জ্বল আছে। পুত্রশোকে সন্তপ্ত অর্জুন আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষায় যুদ্ধে জয়দ্রথকে নিপাতিত করেছেন। দ্রোণ প্রভৃতি মহাত্মাদের আশ্বাস সত্ত্বেও অর্জুন আপন প্রতিজ্ঞা সত্য করেছেন। গৃধ্র ও শৃগালগণ দর্পশালী জয়দ্রথের দেহ ভক্ষণ করেছে। জয়দ্রথের ভার্যারা তাঁর দেহের অবশিষ্টাংশ বক্ষা করার চেষ্টা করছে, কম্বোজ ও যবনদেশীয় রমণীরা সেই দেহের শুশ্রূষা করছেন। জয়দ্রথ যখন কেকয়গণের সঙ্গে মিলিত হয়ে দ্রৌপদীকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনই তিনি পাণ্ডবগণের বধ্য হয়েছিলেন। পাণ্ডবেরা তখন দুঃশলার কথা চিন্তা করেই তাঁকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমার সেই কন্যা দুঃশলা অত্যন্ত দুঃখিতা হয়ে বিলাপ করতে থেকে আত্মহত্যার জন্য বক্ষে করাঘাত করছেন এবং পাণ্ডবদের গালি দিচ্ছেন। এর থেকে গুরুতর দুঃখ আর কী আছে; যেহেতু বালিকা কন্যা ও হতস্বামিনী পুত্রবধূরা বিধবা হয়েছেন। জয়দ্রথের মাথা খুঁজে না পেয়ে দুঃশলা পাগলিনীর মতো ছুটে বেড়াচ্ছে।

"কৃষ্ণ, নকুলের সাক্ষাৎ মাতুল শল্য যুদ্ধে ধর্মজ্ঞ ধর্মরাজের হস্তে নিহত হয়ে এই শয়ন করে আছেন। যিনি সর্বদা তোমার সঙ্গে স্পর্ধা করতেন, সেই মহারথ শল্য নিহত হয়ে শয়ন

করে আছেন। যিনি কর্ণের সারথ্য গ্রহণ করেও পাণ্ডবগণের জয়ের জন্য তখন সেই কর্ণের তেজক্ষয় করেছিলেন। শল্যের মুখখানিকে কাকেরা দংশন করছে, শল্যের তপ্তকাঞ্চনবর্ণ জিহ্বাটি মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং পাখিরা তা ভক্ষণ করছে। অত্যন্ত সূক্ষ্মবসন-ধারিণী ক্ষত্রিয়রমণীরা ক্ষত্রিয়প্রধান শল্যের কাছে গিয়ে তাঁকে আহ্বান করতে থেকে; ঋতুমতী ধেনুগুলি যেমন কর্দমমগ্ন বৃষকে পরিবেষ্টন করে তার সকল দিকে অবস্থান করে, শল্য-রমণীরা সেইভাবে অবস্থান করছেন।

"পর্বতাধিপতি, প্রতাপশালী, গজাঙ্কুশধারীশ্রেষ্ঠ এই রাজা ভগদত্ত অর্জুন কর্তৃক নিপাতিত হয়ে ভূতলে শায়িত আছেন। হিংস্র জন্তুরা তাঁকে ভক্ষণ করছে, কিন্তু তাঁর মাথার স্বর্ণময়ী মালা এখনও কেশশোভা বর্ধন করছে। অর্জুনের সঙ্গে এর ভয়ংকর যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধে ইনি অর্জুনের জীবন সন্দেহাপন্ন করে তুলে, পরে তাঁরই হাতে নিহত হয়েছেন।

"জগতে শৌর্য ও বীর্যে যিনি অতুলনীয়, এই সেই যুদ্ধে ভীষণ কার্যকারী ভীষ্ম আহত হয়ে শয়ন করে আছেন। ঊর্ধ্বরেতা ও সত্যপ্রতিজ্ঞ ভীষ্ম বীরসেবিত বীরশয্যায় পতিত হয়ে শরশয্যাতে শয়ন করে আছেন। বেদব্যাসের মত অনুসারে যিনি ধর্মাত্মা ও সর্বজ্ঞ বলে বিখ্যাত ছিলেন, এই সেই ভীষ্ম মানুষ হয়েও দেবতার মতো প্রাণ ধারণ করে আছেন। যুদ্ধে যাঁর তুল্য নিপুণ, অভিজ্ঞ ও পরাক্রমশালী কেউ নেই, সেই ভীষ্ম বাণে বাণে আহত হয়ে শয়ন করে আছেন। পাণ্ডবেরা জিজ্ঞাসা করলে, সত্যবাদী, ধর্মজ্ঞ ও বীর এই ভীষ্ম নিজেই নিজের মৃত্যুর উপায় বলে দিয়েছিলেন। মাধব, দেবতুল্য ও নরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম স্বর্গে গমন করলে, কৌরবেরা ধর্ম বিষয়ে কার কাছে প্রশ্ন করবেন?

"অর্জুনের অস্ত্রশিক্ষক, সাত্যকির গুরু এবং অন্যান্য সকল কৌরবগণের শিক্ষাদাতা দ্রোণ পতিত হয়েছেন। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র অথবা মহাবীর পরশুরাম যেমন চতুর্বিদ অস্ত্র জানেন, তেমন দ্রোণও চতুর্বিদ অস্ত্র জানতেন। কৌরবেরা যাঁকে অগ্রবর্তী করে যুদ্ধে পাণ্ডবগণকে আহ্বান করেছিল, সেই অস্ত্রধারীশ্রেষ্ঠ দ্রোণ অস্ত্র দ্বারাই ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। দ্রোণ নিহত হলেও জীবিতের ন্যায় তাঁর ধনুর মুষ্টি ও হস্তাবরণ অশিথিলই রয়েছে। সেই দ্রোণাচার্যের বন্দনযোগ্য, বন্দিগণ প্রশংসিত, সুন্দর ও শিষ্যগণ সেবিত চরণ দু'খানি শৃগালেরা আকর্ষণ করছে। দ্রোণভার্যা কৃপী দুঃখে অচেতনপ্রায় হয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্বারা নিহত দ্রোণের কাছে অবস্থান করছেন। কৃষ্ণ দেখো—সেই কৃপী মুক্তকেশী, অধোমুখী ও ভূতলে পতিত হয়ে অস্ত্রধারীশ্রেষ্ঠ দ্রোণের শুশ্রূষা করছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন বাণদ্বারা দ্রোণের বর্ম বিদীর্ণ করেছিলেন, জটাধারী শিষ্যেরা এসে রণস্থলে তাঁর শুশ্রূষা করছেন, কৃপী যথানিয়মে সামবেদীয় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অগ্নি আনয়ন, চিতা প্রজ্বলন, তাতে দ্রোণকে স্থাপন করে, চতুর্দিকে ঘুরতে থেকে সামবেদের প্রাথমিক তিনটি মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। দ্রোণশিষ্য অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা চিতাটিকে প্রদক্ষিণপূর্বক কৃপীকে অগ্রবর্তিনী করে গঙ্গার অভিমুখে গমন করছেন।

"কৃষ্ণ নিকটে তাকিয়ে দেখো সোমদত্ত পুত্র ভূরিশ্রবা সাত্যকির হস্তে নিহত হয়ে পতিত আছেন। বহুতর পক্ষী তাঁকে ক্রমাগত চঞ্চু প্রহার করছে। নিহত সোমদত্ত সর্বতোভাবে পুত্রশোকে সন্তপ্ত থেকে মৃত অবস্থাতেও যেন পুত্রহন্তা সাত্যকিকে তিরস্কার করছেন। প্রথমে অর্জুন ভূরিশ্রবার বাহুচ্ছেদন করেছেন, পরে সাত্যকি তাঁকে নিপাতিত করেছেন। এখন হিংস্র

জন্তুগণ তাঁর দেহ ভক্ষণ করছেন। বিধবা পুত্রবধূরা যুদ্ধে নিহত শল ও ভূরিশ্রবার উদ্দেশে শোক করছেন। ক্ষীণমধ্য ভূরিশ্রবার ভার্যা ভর্তার ছিন্ন বাহুখানিকে ক্রোড়ে তুলে নিয়ে কাতরভাবে বিলাপ করছেন, 'এই সেই আমার মেখলাপসারী, স্থূলস্তনমর্দনকারী, নাভি, ঊরু ও জঘনস্পর্শী এবং কটিদেশের বস্ত্রবন্ধনস্খলনকারী হাত।" অনায়াসে কার্যকারী অর্জুন কৃষ্ণের নিকটেই অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে রত এবং অসাবধান ভূরিশ্রবার এই বাহুখানিকে ছেদন করেছিলেন। জনার্দন আপনি লোকসভায় কিংবা লোকের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে অর্জুনের এই মহৎ কর্মের বিষয়ে কী বলবেন এবং স্বয়ং অর্জুনই বা কী বলবেন।

"ভাগিনেয় সহদেব, বলবান ও যথার্থবিক্রমশালী গান্ধারাধিপতি মাতুল শকুনিকে নিহত করেছেন। পূর্বে রমণীরা স্বর্ণদণ্ডব্যজনদ্বারা যাঁর উপর বায়ুসঞ্চালন করত, এখন পক্ষীরাই পক্ষদ্বারা বায়ু সঞ্চালন করছে। যে শকুনি মায়াবলে শত শত সহস্র সহস্র রূপ ধারণ করত, পাণ্ডবদের তেজে তাঁর সমস্ত মায়াই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। শঠতানিপুণ শকুনি মায়ার প্রভাবে যুধিষ্ঠিরের বিশাল রাজ্য জয় করেছিলেন, তাঁর জীবনই সহদেব জয় করে নিয়েছেন। শকুনিই আমার পুত্রগণের ও অনুচরদের সঙ্গে নিজের বিনাশের জন্য পাণ্ডবগণের সঙ্গে আমার পুত্রগণের গুরুতর শত্রুতা ঘটিয়েছিল। অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হওয়াতে শকুনিও আমার পুত্রদের সঙ্গে স্বর্গে গিয়েছে। সে স্বর্গেই আবার পাণ্ডব কৌরবদের মধ্যে ভেদ ঘটাবে কি না তাই আমি ভাবছি।

"বীর কম্বোজদেশের রাজা, কলিঙ্গদেশের রাজা, মগধদেশের রাজা জয়ৎসেন ভূতলে রক্তসিক্ত হয়ে পড়ে আছেন, তাঁদের রমণীরা তাঁদের পরিবেষ্টন করে হাহাকার করছে।" এইভাবে কুরুক্ষেত্র প্রান্তরের সমস্ত দিক পর্যবেক্ষণ করে, সর্বত্রই রক্তাক্ত দেহ, মাংসভোজী প্রাণীদের উল্লাসমুখর গর্জন, রমণীদের হাহাকার ধ্বনি শুনতে শুনতে গান্ধারী অচেতন হয়ে ভূমিতে পড়ে গেলেন।

'স্ত্রী-পর্ব' মহাভারতের সংক্ষিপ্ততম পর্ব। কিন্তু করুণ রসের বর্ণনায় এখানে মহাকবি অনন্যসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। বস্তুত করুণ রস যে কত ভয়ংকর হতে পারে, যুদ্ধশেষে কুরুক্ষেত্র প্রান্তরের চিত্র যে কত ভয়ানক—ব্যাসদেব তার বর্ণনা দিয়েছেন। এ পর্বে বক্তা গান্ধারী, শ্রোতা কৃষ্ণ। গান্ধারীর বক্তব্যে যেমন ভীষ্ম, দ্রোণ সম্পর্কে শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে, তেমনই তাঁর অবচেতন মনে দুর্বুদ্ধি জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্যোধন এবং তাঁর দুরাত্মা সঙ্গী কর্ণ সম্পর্কে গোপন স্নেহও ছিল। লক্ষ্মণ ও অভিমন্যু সম্পর্কে তাঁর স্নেহমিশ্রিত শ্রদ্ধা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গান্ধারী তাঁর ভ্রাতা শকুনিকে অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, তাঁর পুত্র দুর্যোধন সুবুদ্ধি মানুষ ছিল না, কিন্তু শকুনি ও কর্ণ মিলে তাঁকে আরও খারাপ করে দিয়েছে। শকুনি সম্পর্কে গান্ধারীর প্রত্যেকটি কথায় অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা ফুটে উঠেছে।

অন্তঃপুরিকাদের বর্ণনায় গান্ধারীর সমবেদনার সঙ্গে মাতৃ হৃদয়ের যন্ত্রণাটিও সুন্দরভাবে

ফুটে উঠেছে। এঁরা অন্তঃপুরিকা ছিলেন। রাজপথের জনসাধারণ দেখতে পেতেন না এঁদের। প্রতিটি রমণীর হাহাকারের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। দুঃশলা ছিলেন পাণ্ডব-কৌরবদের একমাত্র ভগিনী। দ্রৌপদী হরণের পর যে কারণে যুধিষ্ঠির ভীমকে ভগিনীপতি জয়দ্রথের জীবনদান করতে বলেছিলেন। তাই দুঃশলার আর্তনাদের মধ্যে রয়েছে পাণ্ডবদের প্রতি তীব্র ভর্ৎসনা ও গালিগালাজ। আবার অভিমন্যু-পত্নী উত্তরা সদ্য বালিকা, অতি অল্পদিন বিবাহ হয়েছে তাঁদের। তিনি এখনও সহবাস তৃপ্তা নন। তবুও চারপাশের পরিণতা নারীদের মধ্যে তিনি শোকপ্রকাশের ক্ষেত্রে অতি চুপিচুপি স্বামীর সঙ্গে কথা বলেছেন। আবার ভূরিশ্রবার স্ত্রী পরিণতা। দীর্ঘদিন স্বামী সহবাসে অভ্যস্তা। তাঁর রোদনের সঙ্গে তাঁর স্বামী-সুখের স্মৃতি ফুটে উঠেছে। ভূরিশ্রবার কর্তিত দক্ষিণ বাহু নিয়ে তাঁর আর্তনাদ পড়তে পড়তে অতি স্বাভাবিকভাবেই আধুনিক যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক-এর 'প্রাচেতস' উপন্যাসটির কথা মনে পড়ে। প্রাচেতস এক সদ্য বিবাহিত নারীর সামনেই তাঁর স্বামীর দক্ষিণ বাহু তরবারি দিয়ে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন। সেই নববধূর হাহাকার আর ভূরিশ্রবার পত্নীর হাহাকারের বিষয় এক। তবে ভূরিশ্রবার পত্নী পরিণতা, তাঁর আক্ষেপও কুণ্ঠাহীন।

রণক্ষেত্রে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, উত্তমৌজা ও যুধামন্যুর উল্লেখ নেই। কারণ, তাঁরা রণক্ষেত্রে নিহত হননি, সুপ্তিমগ্ন অবস্থায় শিবিরে নিহত হয়েছিলেন। সুভদ্রা দ্রৌপদীর উল্লেখও এখানে নেই, কারণ দ্রৌপদী সুভদ্রা উপপ্লব্য নগরেই থেকে গিয়েছিলেন। কুন্তী ছিলেন হস্তিনানগরে।

বনপর্বে কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বলেছিলেন, যারা তোমার এই লাঞ্ছনার জন্য দায়ী, তাদের ভার্যাদেরও চরম হাহাকারে এর মূল্য দিতে হবে। কৃষ্ণের কথা ফলেছিল। সমস্ত অংশটির বক্তা গান্ধারী, শ্রোতা কৃষ্ণ। পুত্রতুল্য বয়সের কৃষ্ণের অলৌকিক ক্ষমতা গান্ধারী জানেন, তাই দুঃখ বর্ণনায় তিনি এত অকুণ্ঠিতা। এত সাংঘাতিক হাহাকার মহাভারতের আর কোথাও নেই। একদিকে রমণীর হাহাকার, অন্যদিকে মাংসভোজী প্রাণীর উল্লাস। এ বর্ণনা বিশ্বসাহিত্যেও দ্বিতীয় রহিত।

৯১

কৃষ্ণকে গান্ধারীর অভিশাপ

কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে মৃত পুত্র, জ্ঞাতি, আত্মীয়বর্গের শোচনীয় মৃত্যু, গৃধ্র, শৃগাল ও মাংসভোজী প্রাণীদের উল্লাসের সঙ্গে তাঁদের দেহ-ভক্ষণ, কন্যা, পুত্রবধূদের আর্ত বিলাপ ও হাহাকার গান্ধারী ব্যাসদেবের বরে দেখতে পেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি চেতনা হারিয়ে ভূতলে পতিত হন। পুনরায় চেতনা লাভ করে তিনি কৃষ্ণকে বলেন, "কৃষ্ণ, তুমি এবং পাণ্ডবেরা সকলে অবধ্য। কারণ যে তোমরা—ভীষ্ম, দ্রোণ, বৈকর্তন, কর্ণ, কৃপ, দুর্যোধন, অশ্বত্থামা, মহারথ জয়দ্রথ, সোমদত্ত, বিকর্ণ, এবং বীর কৃতবর্মার হাত থেকে মুক্ত হয়েছ। যে নরশ্রেষ্ঠরা অস্ত্রের বেগে দেবগণকে পরাজিত করতে পারতেন, তাঁরা সকলেই নিহত হয়েছেন। অতএব কৃষ্ণ কালের পরিবর্তন দেখো। নিশ্চয়ই দৈবের কোনও বিষয়েই অত্যন্ত দুষ্কর নয়। যেহেতু, ক্ষত্রিয়েরাই এই ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠদের বধ করেছেন। কৃষ্ণ তুমি যখন সন্ধি করতে না পেরে ভগ্ন-মনোরথ হয়ে পুনরায় উপপ্লব্য নগরে ফিরে গিয়েছিলে, বলবান হলেও তখনই আমার পুত্রেরা নিহত হয়েছিল।

"বুদ্ধিমান ভীষ্ম ও বিদুর তখনই আমাকে বলেছিলেন, 'দেবি! আপনি আপনার পুত্রদের উপর স্নেহ রাখবেন না।' বৎস জনার্দন তাঁদের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি মিথ্যা হতে পারে না। তাতেই আমার পুত্রেরা অচিরকালের মধ্যেই বিনষ্ট হয়েছে।" এই কথা বলে গান্ধারী ধৈর্য পরিত্যাগ করে শোকে মূর্ছিত ও অচেতন হয়ে ভূতলে পতিত হলেন। ক্রমে তিনি চৈতন্যলাভ করে পুত্রশোকে ব্যথিত চিত্ত ও আকুল এবং ক্রোধে অধীর হয়ে, কৃষ্ণের অনিষ্ট করবার জন্য তাঁকে বললেন, "কৃষ্ণ! জনার্দন! পাণ্ডবেরা ও ধার্তরাষ্ট্ররা পরস্পর ক্রুদ্ধ হয়ে বিনষ্ট হতে উদ্যত হলে, তুমি কেন তাদের উপেক্ষা করলে? মহাবাহু মধুসূদন! তুমি সমর্থ ছিলে, তোমার ভৃত্য ছিল অসংখ্য, তুমি বিশাল সৈন্যমধ্যে অবস্থান করছিলে, উভয়পক্ষেই তোমার সমান প্রয়োজন ছিল এবং উভয়পক্ষই তোমার কথা শুনত; এই অবস্থায় তুমি ইচ্ছা করেই যখন কুরুকুলের ধ্বংস উপেক্ষা করেছ, তখন তুমি এই উপেক্ষার ফল ভোগ করো।

"চক্রগদাধর কৃষ্ণ, আমি পতির শুশ্রূষা দ্বারা যা কিছু তপস্যা অর্জন করেছি, সেই দুর্লভ তপস্যার বলে তোমাকে অভিসম্পাত করব। তুমি যখন পবস্পর বিনাশে প্রবৃত্ত ও পরস্পর জ্ঞাতি কৌরব ও পাণ্ডবগণকে উপেক্ষা করেছ, তখন তুমিও তোমার জ্ঞাতিগণকে বিনাশ করবে।"

হতজ্ঞাতির্হতামাত্যো হতপুত্রো বনেচরঃ।
কুৎসিতেনাভ্যুপায়েন নিধনং সমবাপ্স্যসি ॥ স্ত্রী : ২৫ : ৪৪ ॥

"মধুসূদন! তুমিও আজ থেকে ছত্রিশ বৎসর সময়ে (বর্ষে ষট্‌ত্রিংশে মধুসূদন! ৪৩), হতপুত্র, হতজ্ঞাতি, হতামাত্য ও বনচারী অবস্থায় কোনও কুৎসিত উপায়ে নিধন প্রাপ্ত হবে।"

"এবং আজ ভরতবংশীয় স্ত্রীলোকেরা যেমন শোকে ভূতলে লুণ্ঠিত হচ্ছেন, তেমন তোমার স্ত্রীগণও সেই সময়ে এইরূপই হতপুত্র, হতজ্ঞাতি ও হতবান্ধব হয়ে শোকে সকল দিকে ভূতলে লুণ্ঠিত হবেন।" এই কথা শুনে মহামনা কৃষ্ণ ঈষৎ মৃদুহাস্য করেই যেন গান্ধারী দেবীকে বললেন, "সুব্রতে! এই বিষয়টা আমিও জানি; অতএব অন্যকর্তৃক কার্যকে আপনি শাপ দ্বারা সম্পাদন করছেন। বৃষ্ণিবংশীয়গণ দৈববশতই বিনষ্ট হবেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। শুভে! আমি ভিন্ন অন্য কোনও লোকই যদুবংশ ধ্বংস করতে সমর্থ হবে না। কারণ, তাঁরা অন্য মানুষ এমনকী দেব-দানবগণেরও অবধ্য; সুতরাং যাদবেরা যখন পরস্পর ধ্বংসপ্রাপ্ত হবেন, তখন আপনার এই অভিসম্পাত নিরর্থক।"

কৃষ্ণ একথা বললে, পাণ্ডবেরা ভীত, উদ্বিগ্ন এবং আপন আপন জীবনে নিরাশ হয়ে পড়লেন। কৃষ্ণ বললেন, "গান্ধাররাজনন্দিনী! উঠুন, উঠুন; শোকের দিকে মন দেবেন না। আপনার অপরাধেই বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। দুরাত্মা, ঈর্ষান্বিত, অত্যন্ত অভিমানী, নিষ্ঠুরস্বভাব, সজ্জনের সঙ্গে শত্রুতাকারী ও বৃদ্ধ লোকের উপদেশ অগ্রাহ্যকারী পুত্র দুর্যোধনকে প্রশংসা করে, তার দুর্ব্যবহারকে আপনি ভাল বলে মনে করতেন, আপনার সেই দোষ ছিল। এখন সেই আত্মকৃত দোষকে আমার উপর আরোপ করার ইচ্ছা করছেন কেন? যে লোক মৃত বা নিরুদ্দিষ্ট রূপ অতীত বিষয় নিয়ে শোক করে, সে লোক দুঃখের উপর দুঃখভোগ করে বলে, দুটি অনর্থই অনুভব করতে থাকে। পুত্র তপস্যা করবে ভেবে ব্রাহ্মণী গর্ভ ধারণ করেন; সন্তান ভার বহন করবে মনে করে গোরু গর্ভ ধারণ করে; পুত্র দৌড়বে এই চিন্তা করে অশ্বী গর্ভ ধারণ করে; পুত্র ভৃত্যের কার্য করবে ভেবে শূদ্রের স্ত্রী গর্ভধারণ করে, পুত্র পশুপালন করবে ভেবে বৈশ্যাস্ত্রী গর্ভধারণ করে এবং পুত্র যুদ্ধে নিহত হবে ভেবেই আপনার মতো ক্ষত্রিয়রমণী গর্ভধারণ করেন।"

কৃষ্ণের সেই অপ্রিয় বাক্য শুনে গান্ধারী শোকাকুল চিত্তে নীরব হয়ে রইলেন।

'গান্ধারীর অভিশাপ' মহাভারতের এই দুর্লভ মুহূর্তটি পাঠ করতে করতে 'মহামনা কৃষ্ণের মৃদু ঈষৎ হাস্য' স্মরণ করলেই গীতার শ্রীকৃষ্ণ আর একবার আমাদের সামনে ঝলক দিয়ে দেখা দেন। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, "আমি লোকক্ষয়কারী বৃদ্ধ কাল, অধুনা লোকসংহারে প্রবৃত্ত হয়েছি" (গীতা: ১১ : ৩২)। কৃষ্ণ জানেন, তাঁর হাতেই ধ্বংস হবে যদুবংশ। মহাভারতে প্রায় প্রতিটি ঘটনার সমান্তরাল অন্য একটি কাহিনি আছে। দুর্যোধনের

একশো ভাইকে হত্যার পূর্বে ভীম কীচকের একশো পাঁচ ভ্রাতা হত্যা করেছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দ্বিতীয় সংস্করণ ঘটবে দ্বারকায়—ঈশ্বর কৃষ্ণ ধ্বংস করবেন যদুবংশ। কৃষ্ণ সব জানেন, যা কিছু ঘটবে, সবই তিনি জ্ঞাত আছেন।

কিন্তু এই অংশটিতে গান্ধারীর চরিত্রের সামনে পড়ে বিমূঢ় হয়ে পড়তে হয়। পুত্রহারা রাজ্যহারা, সর্বস্বহারা গান্ধারীকে দেখে আমাদের মনে পড়ে, বিবাহের পর দ্রৌপদীর সঙ্গে পাণ্ডবেরা প্রবেশ করে গান্ধারীকে প্রণাম করতে এলে, দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন করেই গান্ধারী শিউরে উঠেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, এই নারীর জন্য তাঁর পুত্রদের মৃত্যু হবে। গান্ধারী পতিব্রতা, গান্ধারী ধর্মপরায়ণা। কিন্তু কুন্তীর সন্তানের জন্ম হয়েছে শুনে তিনি আপন উদরে আঘাতের দ্বারা গর্ভপাত করেছিলেন। শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে পাণ্ডু-মাদ্রীর দেহ নিয়ে কুন্তী হস্তিনাপুরে গেলে গান্ধারী কোনও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেননি। রাজসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার সময়েও গান্ধারী নিবারণ করেননি—পাণ্ডবেরা বনবাসে গেলে কুন্তী বিদুরের গৃহে ছিলেন, তখনও গান্ধারী কুন্তীকে সান্ত্বনা দিতে যাননি—সম্ভবত জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু সম্পর্কে যে ঈর্ষাপোষণ করতেন, তা গান্ধারীর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল।

কৃষ্ণ গান্ধারীকে বলেছিলেন, "আপনার অপরাধেই বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন ...এখন সেই আত্মকৃত দোষকে আমার উপর আরোপ করার ইচ্ছা করছেন কেন?" দুর্যোধনকে অন্যায় প্রশংসা করতেন গান্ধারী, পুত্রের কুৎসিত আচরণ নিবারণের চেষ্টা করেননি তিনি। এই কারণেই ভারতীয় আদি নারী সমাজের শ্রদ্ধেয়া নারী হিসাবে গান্ধারীকে গ্রহণ করা হয়নি। এই কারণেই প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার মধ্যে গান্ধারীকে ঋষিরা গ্রহণ করেননি।

৯২

কর্ণের জন্মরহস্য প্রকাশ ও যুধিষ্ঠিরের নারীজাতির প্রতি অভিশাপ

ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করলেন, "পাণ্ডুনন্দন, যাদের অভিভাবক ছিল না কিংবা যাদের অভিভাবক ছিল; তাদের শরীরগুলিও তো যথাবিধানে দগ্ধ করা হবে?" যুধিষ্ঠির বললেন, "তাত, যাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অধিকারী নেই, এবং যাঁরা সাগ্নিক নন, আমরাই তাঁদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করব। কারণ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অধিকারী শাস্ত্রে বহুপ্রকার নির্দিষ্ট আছে। সুপর্ণগণ ও গৃধ্রগণ ইতস্তত যাঁদের টেনে নিয়ে গেছে, তাঁদের সঙ্কর্ষণলোক লাভ হবে। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।"

মহাপ্রাজ্ঞ, কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির এই কথা বলে সুধর্মা, ধৌম্য, সূতবংশীয় সঞ্জয়, মহাবুদ্ধি বিদুর, কুরুবংশীয় যুযুৎসু, ইন্দ্রসেন প্রভৃতি ভৃত্যগণ ও সমস্ত সূতগণকে আদেশ করলেন, "আপনারা এঁদের সমস্ত প্রেতকার্য সম্পাদন করান। যাতে অনাথের ন্যায় কোনও ব্যক্তির শরীরই বিনষ্ট না হয়।" তখন যুধিষ্ঠিরের আদেশক্রমে ধৌম্যের সঙ্গে সুধর্মা, বিদুর, সূতবংশীয় সঞ্জয় ও ইন্দ্রসেন প্রভৃতি ভৃত্যগণ চন্দন, অগুরুকাঠ, কালীয়ক, ঘৃত, তৈল, অন্যান্য গন্ধদ্রব্য, মহামূল্য পট্টবস্ত্র, রাশি রাশি কাঠ, ভগ্ন রথ ও নানাবিধ অস্ত্র আহরণ করে যত্নে বহু চিতা নির্মাণ করে প্রধানক্রমে সকলকে দাহ করালেন।

সুধর্মা ও ধৌম্য প্রভৃতি লোকেরা সেই সেই জাতীয় লোকদ্বারা ঘৃত নিক্ষেপে প্রজ্বলিত অগ্নিতে রাজা দুর্যোধন, তাঁর অপর ভ্রাতৃগণ, শল্যরাজা, শল, ভূরিশ্রবা, রাজা জয়দ্রথ, অভিমন্যু, দুঃশাসনের পুত্র, লক্ষ্মণ, রাজা ধৃষ্টকেতু, বৃহদ্বল, সোমদত্ত, শতাধিক সৃঞ্জয়, রাজা ক্ষেমধন্বা, বিরাট, দ্রুপদ, পাঞ্চাল রাজপুত্র শিখণ্ডী. পৃষৎপৌত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিক্রমশালী যুধামন্যু, উত্তমৌজা, দ্রৌপদীর পুত্রগণ— এদের দেহ দাহ করার জন্য শিবির থেকে কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে নিয়ে আসা হল। কোশলরাজ, সুবলনন্দন শকুনি অচল বৃষক, রাজা ভগদত্ত, পুত্রদের সঙ্গে বৈকর্তন কর্ণ, মহাধনুর্ধর কৈকেয়গণ, মহারথ ত্রৈগর্তগণ, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ঘটোৎকচ, বকের ভ্রাতা রাক্ষসপ্রধান অলম্বুষ ও রাজা জলসন্ধ এবং অন্যান্য শত শত ও সহস্র সহস্র রাজাকে দগ্ধ করালেন। কয়েকজন রাজার বৃষোৎসর্গ প্রভৃতি কার্য হতে লাগল, অনেকে সামগান করতে লাগলেন, সমস্ত আকাশ স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। বিদুর যুধিষ্ঠিরের আদেশে নানাদেশ থেকে আগত সৈন্য, যারা অভিভাবকশূন্য, তাঁদের সহস্র সহস্র কাষ্ঠে ঘৃত প্রদান করে দাহ করালেন। দাহকার্য সম্পাদন করে কুরুরাজ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রবর্তী করে গঙ্গার অভিমুখে যাত্রা করলেন।

যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সেই ধর্মজ্ঞ লোকেরা শুভজনিকা, পবিত্রজলযুক্তা, আহ্লাদকারিণী, নির্মলা, বিশালা ও তীরদেশে বিশাল বনসমন্বিতা গঙ্গানদীতে আগমন করে অলংকার, উত্তরীয় বস্ত্র ও উষ্ণীষ খুলে ফেলে পিতৃগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, জ্ঞাতিগণ, অন্যান্য সজ্জনগণ ও সুহৃদগণের উদ্দেশে তর্পণ করলেন এবং কৌরব-স্ত্রীরা অত্যন্ত দুঃখিতা হয়ে রোদন করতে থেকে পতিগণের উদ্দেশে তর্পণ করলেন। বীরপত্নীরা বীরগণের তর্পণ করতে থাকলে গঙ্গাজল প্রবেশের ও অবতরণের পথগুলি প্রশস্ত হল এবং গঙ্গানদী যেন আরও বিস্তৃত হয়ে গেল।

ততঃ কুন্তী মহারাজ! সহসা শোককর্ষিতা।
রুদতী মন্দয়া বাচা পুত্রান্ বচনমব্রবীৎ ॥
যঃ স শূরো মহেষ্বাসো রথযূথপযূথপঃ।
অর্জুনেন হতঃ সংখ্যে বীরলক্ষণলক্ষিতঃ ॥
যং সূতপুত্রম্ মন্যদ্ধং রাধেয়মিতি পাণ্ডবাঃ।
যো ব্যরাজচচমূমধ্যে দিবাকর ইব প্রভুঃ ॥
প্রত্যযুধ্যত যঃ সর্বান্ পুরা বঃ সপদানুগান।
দুর্যোধনবলং সর্বং যঃ প্রকর্ষণ ব্যরোচিত ॥
যস্য নাস্তি সমো বীর্যে পৃথিব্যামপি কশ্চন।
যো বৃণীত যশঃ শূরঃ প্রাণৈরপি সদা ভুবি ॥
কর্ণস্য সত্যসন্ধস্য সংগ্রামেষ্ব পলায়িনঃ।
কুরুধবমুদকং তস্য ভ্রাতুরক্লিষ্টকর্মণ ॥
স হি বঃ পূর্বজো ভ্রাতা ভাস্করান্ময্য জায়ত।
কুণ্ডলী কবচী শূরো দিবাকরসমপ্রভঃ ॥ স্ত্রী: ২৭: ৬-১২ ॥

—মহারাজ! তারপর কুন্তী দেবী সহসা আকুল শোকে রোদন করতে করতে বাষ্পগদগদ বাক্যে পুত্রগণকে বললেন— "মহাধনুর্ধর, রথসমূহরক্ষকগণেরও রক্ষক ও বীরলক্ষণলক্ষিত সেই যে বীরকে অর্জুন যুদ্ধে বধ করেছেন; পাণ্ডবগণ, তোমরা যাঁকে সূত্রপুত্র ও রাধার গর্ভজাত বলে মনে করতে; যে প্রভাবশালী বীর সৈন্যমধ্যে সূর্যের মতো দীপ্তি পেতেন; যিনি পূর্বে অনুচরগণের সঙ্গে তোমাদের সকলের সঙ্গে প্রতিযুদ্ধ করতেন; যিনি দুর্যোধনের সমস্ত সৈন্য আকর্ষণ করতে থেকে প্রকাশ পেতেন; পৃথিবীর মধ্যে কোনও ব্যক্তি বলে যাঁর সমান নেই এবং যে বীর পৃথিবীতে সর্বদাই প্রাণদ্বারা যশ বরণ করে নিতেন; যুদ্ধে অপলায়ী, অনায়াস কার্যকারী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ তোমাদের ভ্রাতা সেই কর্ণের উদ্দেশেও তোমরা তর্পণ করো। কারণ, তিনি সূর্য থেকে আমার গর্ভে কুণ্ডল ও কবচধারী এবং সূর্যের তুল্য তেজস্বী হয়ে জন্মেছিলেন; সুতরাং তিনি তোমাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন।"

তখন পাণ্ডবেরা সকলে মাতা কুন্তী দেবীর সেই অপ্রিয় বাক্য শুনে, কর্ণের উদ্দেশেই শোক করতে লাগলেন এবং শোকে আরও গুরুতর পীড়িত হতে থাকলেন। তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ ও বীর কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির সর্পের মতো নিশ্বাস ত্যাগ করতে থেকে মাতাকে

বললেন, "অর্জুন ছাড়া কোনও ব্যক্তি যার বাণাঘাত সহ্য করে যুদ্ধে অবস্থান করে থাকতে পারত না, দেবতা থেকে উৎপন্ন সেই কর্ণ পূর্বে কীভাবে আপনার পুত্র হয়েছিলেন এবং সেই বীর কী প্রকারেই বা কুণ্ডল ও কবচধারী এবং সূর্যের তুল্য তেজস্বী অবস্থায় জন্মেছিলেন। দেবী! যাঁর বাহুর প্রতাপে আমরা সর্বপ্রকারেই তাপিত হতাম; বস্ত্র দ্বারা অগ্নির ন্যায় কেন আপনি তাঁকে আবৃত রাখলেন। আমরা যেমন অর্জুনের বাহুবলের উপাসনা করেছি, তেমনি ধার্তরাষ্ট্ররা যাঁর বাহুবলের উপাসনা করতেন। কর্ণ ভিন্ন অন্য কোনও বলিশ্রেষ্ঠ রথী রথারোহী সমস্ত রাজার সৈন্যগ্রহণ করতে সমর্থ হতেন না। সর্বশস্ত্রধারীশ্রেষ্ঠ সেই কর্ণ আমাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন? আপনি প্রথমে সেই অদ্ভুতবিক্রমশালী মহাপুরুষকে কী প্রকারে প্রসব করেছিলেন? হায়! আপনি এই বিষয় গোপন করায় আমরা নিহত হয়েছি; কর্ণের নিধনে বন্ধুবর্গের সঙ্গে আমরা সকলেই শোকে পীড়িত হয়েছি। অভিমন্যুর বিনাশ, দ্রৌপদীর পুত্রগণের বধ, পাঞ্চালদের সংহার এবং কৌরবগণের বিধ্বংসে বন্ধুগণের সঙ্গে আমরা সকলেই অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করছি। কর্ণের নিধনে সে সকল অপেক্ষা শতগুণ অধিক দুঃখ আমাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছে। হায়! কর্ণের জন্য শোক করতে থেকে আমি অগ্নিতে স্থাপিত লোকের ন্যায় গুরুতর দগ্ধ হচ্ছি। আজ কর্ণ জীবিত থাকলে এবং তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে পারলে, এ জগতে কোনও বস্তুই আমার অপ্রাপ্য হত না। এমনকী, স্বর্গেরও রাজত্বপদে থাকতে পারতাম এবং কুরুবংশের ধ্বংসকারী এই ভয়ংকর যুদ্ধও হত না।" এই রকম বহুতর বিলাপ করে প্রভাবশালী রাজা যুধিষ্ঠির উচ্চ স্বরে রোদন করতে করতে, কর্ণের উদ্দেশে তর্পণ করলেন। সেই তর্পণ কার্যের সময়ে সকল দিকে যে সমস্ত স্ত্রীলোক ছিল, তারা সকলে উচ্চ স্বরে রোদন করতে লাগল। তখন যুধিষ্ঠির কর্ণের পরিচ্ছদগুলির সঙ্গে তাঁর স্ত্রীদের সেখানে আনালেন, এবং সকলে একত্রিত হয়ে কর্ণের উদ্দেশে তর্পণ সাঙ্গ করলেন। মহাত্মা পাণ্ডবেরা সকলেরই শুদ্ধি (অশৌচনিবৃত্তি) সম্পন্ন করবেন বলে রাজধানীর বাইরে সেই গঙ্গাতীরেই একমাস অবস্থান করলেন। ক্রমে বেদব্যাস, নারদ, দেবল, দেবস্থান ও কণ্ব এবং তাঁদের প্রধান শিষ্যেরা, অন্যান্য বেদবিদ, লব্ধজ্ঞান ব্রাহ্মণগণ, গৃহস্থগণ ও ব্রহ্মচারীগণ এসে কৌরবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তখন যুধিষ্ঠির যথাবিধানে মহর্ষিদের সম্মান জানিয়ে দেবর্ষি নারদকে বললেন, "ভগবন্ নারদ। মাতা কুন্তী দেবী কর্ণের উৎপত্তিবৃত্তান্ত গোপন করে আমাকে গুরুতর দুঃখিত করেছেন। সেই যাঁর দশ সহস্র হস্তীর তুল্য দৈহিক বল ছিল এবং যিনি জগতে অপ্রতিরথ, সিংহের মতো সবেগগতি, বুদ্ধিমান, দয়ালু, দাতা, যথাবিধানে শাস্ত্রোক্ত নিয়মপালনকারী, ধার্তরাষ্ট্রগণের আশ্রয়, অভিমানী, তীক্ষ্ণপরাক্রমশালী, অসহিষ্ণু, সর্বদা কোপনস্বভাব, প্রত্যেক যুদ্ধে আমাদের পরাজয়কারী, দ্রুত অস্ত্র নিক্ষেপী, চিত্রযোধী, যুদ্ধনিপুণ এবং অদ্ভুত বিক্রম যুক্ত ছিলেন। সেই কর্ণ গোপনে কুন্তী দেবীর গর্ভে উৎপন্ন হয়েছিলেন; সুতরাং তিনি আমাদের ভ্রাতাই ছিলেন।

"আমি যখন তর্পণ করি, সেই সময়ে মাতা কুন্তী দেবী বলেছিলেন, 'সর্বগুণসম্পন্ন কর্ণ সূর্য থেকে আমার গর্ভে উৎপন্ন হয়েছিলেন, আমি ওকে পূর্বে জলে নিক্ষেপ করেছিলাম।' মাতৃদেবী তাঁকে মঞ্জুষাতে (পেটিকার ভিতরে) রেখে গঙ্গার স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। সমস্ত লোকই যাঁকে রাধার গর্ভজাত সূতপুত্র বলে মনে করত, তিনি কুন্তীর জ্যেষ্ঠপুত্র এবং

আমাদের শুধুমাত্র মাতৃজাত ভ্রাতা ছিলেন; কিন্তু আমি এই বৃত্তান্ত না জেনে রাজ্যলোভী হয়ে যুদ্ধে সেই ভ্রাতাকে বধ করেছি। আগুন যেমন তুলারাশি দগ্ধ করে, তেমনই কর্ণের নিধনই আমার সর্বাঙ্গ দগ্ধ করছে; পৃথানন্দন অর্জুনও তাঁকে ভ্রাতা বলে জানতেন না। আমি, ভীমসেন, নকুল এবং সহদেব আমরা কেউই কর্ণকে ভ্রাতা বলে জানতাম না; পরে একদা কুন্তী দেবী আমাদের মঙ্গলকামনা করে কর্ণের কাছে গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, 'কর্ণ, তুমি আমার পুত্র। অতএব তুমি যুধিষ্ঠিরের পক্ষ অবলম্বন করো।' কিন্তু মহাত্মা কুন্তী দেবীর সেই অভিলাষও পূর্ণ করেননি। আমরা শুনেছি, তারপর কর্ণ মাতৃদেবীকে বলেছিলেন, 'মা, আমি যুদ্ধে রাজা দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে পারব না। আপনার মত অনুসারে আমি যদি এখন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সন্ধি করি, তা হলে আমার নীচতা, নৃশংসতা, কৃতঘ্নতা করা হয় এবং আমি যুদ্ধে অর্জুনের থেকে ভীত হয়েছি, লোকে একথা মনে করবে; অতএব আমি যুদ্ধে কৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনকে জয় করে পরে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সন্ধি করব।' এই কথাও কর্ণ বললেন। তখন কুন্তী দেবী সেই বিশালবক্ষা কর্ণকে বললেন, 'তবে তুমি অর্জুন ভিন্ন আমার অপর চারটি পুত্রকে অভয় দাও এবং অর্জুনের সঙ্গে ইচ্ছানুসারে যুদ্ধ করো'— এই কথা বলে কুন্তী উদ্বেগে কাঁপতে লাগলেন। তখন বুদ্ধিমান কর্ণ কৃতাঞ্জলি হয়ে সেই মাতৃদেবীকে বললেন, 'দেবি! আমি যুদ্ধে অর্জুন ভিন্ন আপনার অপর চারটি পুত্রকে পেলেও এবং তাদের পরাজয় করতে পারলেও তাদের বধ করব না। অতএব আপনার পাঁচটি পুত্রই থেকে যাবে। যুদ্ধে কর্ণ নিহত হলে অর্জুন থাকবেন, আবার অর্জুন নিহত হলে কর্ণ থাকবেন (অতএব অর্জুন অথবা কর্ণকে নিয়ে আপনার পাঁচ পুত্রই থাকবেন।' তখন পুত্ররক্ষার্থিনী মাতা কুন্তী দেবী পুনরায় সেই পুত্র কর্ণকে বললেন, 'কর্ণ! তুমি যুদ্ধে যে যে ভ্রাতার মঙ্গল করবার ইচ্ছা সেই সেই ভ্রাতার মঙ্গলই করবে।' এই বলে কুন্তী দেবী কর্ণকে পরিত্যাগ করে গৃহে চলে গেলেন।

"ভগবন্! ভ্রাতা অর্জুন যুদ্ধে সেই সহোদর ভ্রাতা কর্ণকে নিপাতিত করেছেন। কিন্তু কুন্তী দেবী তাঁর এবং কর্ণের যে সম্বন্ধ ছিল, তা পূর্বে প্রকাশ করেননি। প্রভাবশালী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! প্রথমে অর্জুন সেই মহাধনুর্ধর বীরকে যুদ্ধে নিপাতিত করেছেন; পরে আমি কুন্তীর বাক্য অনুসারে জেনেছি যে, কর্ণ আমাদের অগ্রজ ভ্রাতা ছিলেন। সেই জন্যেই আমি ভ্রাতৃঘাতী হয়েছি এবং আমার হৃদয় গুরুতর অনুতপ্ত হচ্ছে। হায়! কর্ণ ও অর্জুন আমার সহায় থাকলে আমি ইন্দ্রকেও জয় করতে পারতাম। সেই দ্যূতসভায় দুরাত্মারা যখন আমার ক্লেশ উৎপাদন করছিল; তখন হঠাৎ আমার ক্রোধ জন্মেছিল; কিন্তু কর্ণকে দেখেই তা নিবৃত্তি পেয়েছিল। তারপর, সেই দ্যূতসভায় দুর্যোধনের হিতৈষী কর্ণ যখন আমাকে অশ্রাব্য ও রুক্ষ বাক্য সকল বলছিলেন এবং আমি শুনছিলাম, তখন কর্ণের চরণযুগল দেখেই আমার ক্রোধ নিবৃত্তি পেয়েছিল। আমার ধারণা ছিল যে, কর্ণের চরণযুগল কুন্তী দেবীর চরণযুগলের তুল্যরূপ ছিল। কিন্তু কুন্তী দেবী ও কর্ণের চরণযুগলের সাদৃশ্যের কারণ কী তা অন্বেষণ ও চিন্তা করেও আমি তৎকালে কোনও প্রকারে বুঝতে পারিনি। দেবর্ষি যুদ্ধের সময়ে পৃথিবী কর্ণের রথচক্র গ্রাস করেছিলেন কেন? এবং কর্ণের প্রতি অভিশাপই বা হয়েছিল কেন, তা আপনি বলুন। ভগবন্! আমি এই বিষয়টি আপনার কাছ থেকে যথাযথভাবে শুনতে ইচ্ছা করি। কারণ, আপনি সর্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী এবং জগতে লোকের কৃত ও আবৃত সমস্ত বিষয়ই জানেন।"

যুধিষ্ঠির এই কথা বললে, বাগ্মীশ্রেষ্ঠ নারদমুনি— যে কারণে কর্ণের প্রতি অভিশাপ হয়েছিল, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন। নারদ বললেন, "মহাবাহু ভরতনন্দন, তুমি যা বললে তা সত্য। কর্ণ ও অর্জুন মিলিত হলে যুদ্ধে তাঁদের শক্তির অসাধ্য কোনও বিষয়ই থাকত না। নিষ্পাপ মহাবাহু, দেবগণের নিকটেও গোপনীয় আমি এই বিষয়টি তোমার কাছে বলব। পূর্বে কেন এ ঘটনা ঘটেছিল, শোনো। রাজা ক্ষত্রিয়েরা অস্ত্রসংস্পর্শে পবিত্র হয়ে কী করে স্বর্গে যেতে পারে, এই ভেবে বিধাতা সংঘর্ষের উৎপাদক কুন্তী দেবীর কন্যা অবস্থায় গর্ভ সৃষ্টি করেছিলেন। তেজস্বী সেই বালক ক্রমে সূতপুত্র হয়ে ভরদ্বাজগোত্র শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্যের কাছে ধনুর্বেদ শিক্ষা করেছিল। কালক্রমে সেই কর্ণ তোমার বুদ্ধি, ভীমের বাহুবল, অর্জুনের দ্রুতাস্ত্রক্ষেপে যোগ্যতা, নকুল ও সহদেবের বিনয়, বাল্যকালেই কৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনের সখিত্ব এবং তোমার উপর প্রজাগণের অনুরাগের বিষয় চিন্তা করতে থেকে ঈর্ষানলে দগ্ধ হতেন। কর্ণ বাল্যকালেই রাজা দুর্যোধনের সঙ্গে সখিত্ব করেছিলেন এবং তোমরাও দৈববশত ও তাঁর স্বভাবে তাঁকে সর্বদা বিদ্বেষ করতে। ক্রমে অর্জুনকে ধনুর্বেদে সর্বশ্রেষ্ঠ দেখে কর্ণ একদা নির্জনে দ্রোণের কাছে বললেন, আচার্য! মন্ত্র ও নির্মাণের উপায় এবং উপসংহারের সঙ্গে ব্রহ্মাস্ত্র আমি শিক্ষা করতে ইচ্ছা করি। আপনার স্নেহ নিশ্চয়ই সমস্ত শিষ্য ও পুত্রের প্রতি সমান থাকে। আর আপনার অনুগ্রহে অস্ত্রবিশারদেরা আমাকে 'অশিক্ষিত সর্বশাস্ত্র' না বলেন। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব, এই আমার ইচ্ছা।

"কর্ণ সেকথা বললে, দ্রোণ অর্জুনের প্রতি কর্ণের দারুণ বিদ্বেষ আছে জেনে নিন্দার সঙ্গে তাঁকে বললেন, 'যথানিয়মে ব্রতচারী ব্রাহ্মণ অথবা তপস্বী ক্ষত্রিয়ই কেবল ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করতে পারেন। কিন্তু অন্য কোনও জাতি কোনও প্রকারেই পারে না।' দ্রোণ এই কথা বললে, কর্ণ সেই ভরদ্বাজগোত্রশ্রেষ্ঠ দ্রোণকে প্রণাম করে এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে, সত্বরই মহেন্দ্রপর্বতবাসী পরশুরামের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। পরশুরামের কাছে উপস্থিত হয়ে, মস্তকদ্বারা তাঁকে প্রণাম করে, আমি ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণ, এই কথা বলে তাঁকে গুরুত্বে বরণ করবার অভিপ্রায় করলেন। তখন পরশুরাম কর্ণের গোত্র প্রভৃতি সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করে তাঁকে গ্রহণ করলেন এবং অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'বৎস! তোমার আসার পথে কোনও অসুবিধা হয়নি তো? তুমি এইখানেই থাকো।' সেই সময় থেকে কর্ণ স্বর্গতুল্য সেই মহেন্দ্র পর্বতে বাস করতে লাগলেন। ক্রমে রাক্ষস, যক্ষ, দেবগণের সঙ্গে তাঁর সম্মেলন হতে লাগল। কর্ণ সেইভাবে বাস করে পরশুরামের কাছে যথাবিধানে বাণ ও অন্যান্য অস্ত্র শিক্ষা করতে লাগলেন। সেই সময়ে তিনি দেব, দানব ও রাক্ষসগণের বিশেষ প্রীতির পাত্র হয়ে উঠলেন। পরে একদিন কর্ণ তরবারি ও ধনু ধারণ করে দক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলে কোনও আশ্রমের কাছে একাকী বিচরণ করার সময় ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে অগ্নিহোত্রী ও বেদবক্তা কোনও ব্রাহ্মণের একটি হোমধনুকে অজ্ঞানত হত্যা করে ফেললেন। তখন কর্ণ সেই ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে বললেন, 'ভগবন্! আমি অজ্ঞানবশত এই কার্য করে ফেলেছি' এবং তাঁকে প্রসন্ন করবার ইচ্ছায় বললেন, 'আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আপনি প্রসন্ন হোন।' তখন সেই ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণকে তিরস্কার করে বললেন, 'দুরাচার! দুর্মতি! তুমি বধের যোগ্য, অতএব তুমি হোমধনু হত্যার ফল ভোগ কর। পাপাত্মা। তুই সর্বদা যার সঙ্গে স্পর্ধা

করে থাকিস এবং সর্বদা যাকে জয় করবার চেষ্টা করিস, তার সঙ্গে তুই যখন যুদ্ধ করবি, সেই রণভূমিতে তোর রথের চাকা গ্রাস করবে। নরাধম! তারপর তুই যখন সেই রথচক্র উত্তোলন করবার জন্য চেষ্টা করবি, তখন তোর সেই শত্রু বিক্রম প্রকাশ করে তোর মস্তকচ্ছেদন করবে। তুই এখন যা।" ব্রাহ্মণ কর্ণকে এই অভিসম্পাত করলে, কর্ণ গোরু, ধন ও রত্ন দেবার অঙ্গীকার করে সেই ব্রাহ্মণকে প্রসন্ন করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণ পুনরায় কর্ণকে বললেন, 'সমস্ত লোক একত্র হয়েও আমার কথার অন্যথা করতে পারবে না। অতএব তুই এখন যা, অথবা থাক, কিংবা তোর যা কর্তব্য, তা কর।' ব্রাহ্মণ এই কথা বললে, কর্ণ বিষাদে অধোমুখ ও ভীত হয়ে মনে মনে সেই বিষয়েই চিন্তা করতে করতে পরশুরামের কাছে চলে এলেন।

কর্ণের বাহুবল, ভক্তি, ইন্দ্রিয়দমন ও শুশ্রূষার গুণে ভৃগুবংশ শ্রেষ্ঠ পরশুরাম সন্তুষ্ট হলেন। সুতরাং তপস্বী পরশুরাম তপস্বী কর্ণকে অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের সঙ্গে উপসংহারের উপায়যুক্ত সমগ্র ব্রহ্মাস্ত্র ধীর-স্থিরভাবে ও যথাবিধানে শিক্ষা দিলেন। অদ্ভুত বিক্রমশালী কর্ণ ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করে আনন্দিত হয়ে গুরুর আশ্রমে থেকে ধনুর্বেদ শিক্ষায় বিশেষ যত্ন করতে লাগলেন। তারপর কোনও সময়ে উপবাসক্লিষ্ট পরশুরাম কর্ণের সঙ্গে আশ্রমের কাছে বিচরণ করছিলেন। কর্ণের উপরে পরশুরামের শুশ্রূষাকারী বলে বিশ্বাসী ছিল এবং কর্ণের উপর তাঁর বিশেষ স্নেহও জন্মেছিল; সুতরাং পরশুরাম তত্ত্বচিন্তায় ক্লান্তচিত্ত হয়ে কর্ণের জানুর উপরে মস্তক রেখে নিদ্রিত হয়ে পড়লেন। সেই সময় ভীষণমূর্তি, ভীষণস্পর্শ এবং শ্লেষ্মা, মেদ, মাংস ও রক্তভোজী একটি কীট কর্ণের কাছে আসল। রক্তপায়ী সেই কীটটি কর্ণের কাছে এসে তাঁর ঊরু বিদীর্ণ করল; কিন্তু কর্ণ গুরুর নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে সেই কীটটিকে তাড়িয়ে দিতে বা হত্যা করতে পারলেন না। সেই কীটের দংশনের দারুণ যন্ত্রণাও উপেক্ষা করতে লাগলেন। রামের মস্তকটি তিনি যথাস্থানেই ধারণ করলেন। যখন কর্ণের রক্ত নির্গত হয়ে রামের অঙ্গ স্পর্শ করল, তখন তেজস্বী রাম জেগে উঠলেন এবং সন্তপ্ত হয়ে এই কথা বললেন, 'হায়! আমি অপবিত্র হয়েছি; কর্ণ! তুমি এ কী করছ; তুমি নির্ভয়ে সমস্ত ঘটনাটি আমাকে বলো।'

তখন কর্ণ রামের কাছে বললেন, 'এই কীটটি আমাকে দংশন করেছে।' তখন রাম সেই কীটটিকে দেখতে পেলেন— তার আকার শূকরের তুল্য, আটখানা পা, দাঁতগুলি তীক্ষ্ণ এবং সুচের মতো রোমে তার অঙ্গ আবৃত ছিল এবং ভয়ে সে সমস্ত অঙ্গ সংকুচিত করেছিল; তার নাম— অলর্ক। রাম দর্শন করা মাত্র সেই রক্তসিক্ত কৃমি প্রাণ পরিত্যাগ করল; তা যেন অদ্ভুত বলে বোধ হল। তারপর রাম ও কর্ণ দেখলেন— কামরূপী, ভীষণমূর্তি, রক্তবর্ণকষ ও কৃষ্ণবর্ণ দেহ, এক রাক্ষস মেঘের উপর অবস্থান করছে। সেই রাক্ষস অভিলাষপূর্ণ হওয়ায় কৃতাঞ্জলি হয়ে রামকে বললেন, 'ভৃগুবংশশ্রেষ্ঠ! আপনার মঙ্গল হোক, আমি যেখান থেকে এসেছিলাম, সেখানেই চললাম। মুনিশ্রেষ্ঠ আপনি আমাকে এই নরক থেকে মুক্ত করেছেন। আপনার মঙ্গল হোক। আপনাকে নমস্কার করি, আপনি আমার প্রিয়কার্য করেছেন।' তখন মহাবাহু ও মহাপ্রতাপশালী রাম সেই রাক্ষসকে বললেন, 'তুমি কে? কেনই বা এই নরকে পতিত হয়েছিলে?'

সেই রাক্ষস বলল, 'মহাত্মা রাম, আমি পূর্বে দেবগণের অত্যন্ত বিরোধী 'দংশ' নামক

রাক্ষস ছিলাম; পূর্বে, সত্যযুগে আমি আপনার প্রপিতামহ ভৃগুর সমবয়স্ক ছিলাম। সেই রাক্ষস আমি বলপূর্বক ভৃগুর প্রিয়তমা ভার্যাকে অপহরণ করার সময় সেই মহর্ষিরই অভিশাপে কীট হয়ে ভূতলে পতিত হয়েছিলাম। আপনার প্রপিতামহ সেই ভৃগু ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে বলেছিলেন, পাপাত্মা! তুই মূত্র ও শ্লেষ্মাভোজী কীট হয়ে নরকদুঃখ ভোগ করবি।

'আমি প্রতিকারের উপায় জানতে চাইলে ভৃগু আমাকে বলেছিলেন, আমারই বংশসম্ভূত রাম থেকে তোর অভিশাপের অবসান হবে। ভৃগুর অভিশাপে আমার কীটদশা হয়েছিল। কিন্তু আপনার দর্শনে আমি সেই শাপযোনি থেকে মুক্তি পেলাম।' এই বলে সেই রাক্ষস রামকে নমস্কার করে চলে গেল।

"পরে রাম ক্রোধের সঙ্গে কর্ণকে বললেন, 'মূঢ় কর্ণ! ব্রাহ্মণ কখনও এই দারুণ-বেদনা সহ্য করতে পারেন না; কিন্তু তোমার এই ধৈর্য ক্ষত্রিয়ের মতোই দেখছি। অতএব আমার ইচ্ছানুসারে সত্য বিষয় বলো।' তখন কর্ণ রামের অভিশাপের ভয়ে তাঁকে প্রসন্ন করার ইচ্ছা করে বললেন, 'ভৃগুনন্দন। আপনি অবগত হোন যে, আমি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যবর্তী সূতজাতিতে জন্ম গ্রহণ করেছি। জগতের লোক আমাকে রাধার পুত্র কর্ণ বলে। ভৃগুনন্দন ব্রাহ্মণ! আমি ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করার জন্য আপনার কাছে এসেছি, আপনি আমার উপর অনুগ্রহ করুন। বেদবিদ্যাপ্রদাতা ও প্রভাববান গুরু মানুষের পিতাই বটেন, এতে কোনও সন্দেহ নেই। এই কারণে আমি আপনার কাছে পূর্বে বলেছিলাম, 'আমি ভৃগুগোত্র ব্রাহ্মণ।'

"এই বলেই কর্ণ শাপের ভয়ে, কাঁপতে থেকে, কৃতাঞ্জলি হয়ে ভূতলে নিপতিত হলেন। তখন ভৃগুবংশশ্রেষ্ঠ রাম হাসতে হাসতেই যেন ক্রোধের সঙ্গে তাঁকে বললেন, 'মূর্খ! তুমি ব্রহ্মাস্ত্র লাভের লোভে আমার কাছে যখন মিথ্যা ব্যবহার করেছ; তখন অন্য সময়ে এই ব্রহ্মাস্ত্র তোমার মনে পড়বে বটে, কিন্তু তুমি যখন নিজের তুল্য শত্রুর সঙ্গে মিলিত হবে, সেই বধের সময়ে তোমার ব্রহ্মাস্ত্র মনে পড়বে না। কারণ, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতীয় লোকের উপর ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ সাধক বেদ কখনও চিরকাল থাকে না। তুমি এখন যাও। আমার এই আশ্রমে মিথ্যাবাদীর স্থান হয় না। কিন্তু এ জগতে কোনও ক্ষত্রিয় তোমার তুল্য যোদ্ধা হবে না।' রাম একথা বললে, কর্ণ ন্যায় অনুসারে রামকে প্রণাম করে সেখান থেকে চলে এলেন এবং ক্রমে দুর্যোধনের কাছে এসে বললেন, 'আমি সমস্ত অস্ত্র শিক্ষা করে এসেছি।'

"এইভাবে পরশুরামের কাছে অস্ত্রলাভ করে দুর্যোধনের সঙ্গে মিলিত হয়ে কর্ণ আনন্দে দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন। কিছুকাল পরে কলিঙ্গদেশের রাজকন্যার স্বয়ংবর সভায় বিভিন্ন স্থানের রাজারা আগমন করছেন শুনে দুর্যোধন কর্ণের সঙ্গে স্বর্ণময় রথে আরোহণ করে সেখানে গমন করলেন। সেই স্বয়ংবর সভায় শিশুপাল, জরাসন্ধ, ভীষ্মক, বক্র, কপোতরোমা, মহাবিক্রমশালী রুক্মী স্ত্রীরাজ্যের অধিপতি মহারাজ সৃগাল, অশোক, শতধন্বা, ভোজদেশীয় বীর, দক্ষিণদেশীয় অন্য বহুতর রাজা এবং পূর্বদেশীয় ও উত্তরদেশীয় ম্লেচ্ছ ও আর্যবংশ সম্ভূত রাজারা সভায় উপবেশন করলেন। তাঁরা সকলেই স্বর্ণময় কেয়ূরধারী, নির্মল স্বর্ণের ন্যায় গৌরকান্তি, উজ্জ্বল দেহ এবং ব্যাঘ্রের ন্যায় বলমদে মত্ত ছিলেন। তখন নপুংসকগণের সঙ্গে সেই কন্যাটি ও তার ধাত্রী সভাতে প্রবেশ করলেন। পরে ধাত্রী রাজগণের নাম শোনাতে থাকলে সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা দুর্যোধনকে অতিক্রম করে চলে

গেল। দুর্যোধন সেই অতিক্রমণ সহ্য করলেন না; তিনি সেই কন্যাটিকে চলে যেতে নিষেধ করলেন। ভীষ্মদ্রোণ আশ্রিত দুর্যোধন আপন বলমদে মত্ত হয়ে সেই রাজকন্যাকে রথে তুলে নিয়ে রাজগণকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করলেন। তরবারি, হস্তাবরণ ও অঙ্গুলিত্রধারী, রথারোহী এবং অস্ত্রধারীশ্রেষ্ঠ কর্ণ তাঁর অনুগমন করলেন। তখন রাজারা যুদ্ধার্থী হয়ে বর্ম ধারণ ও রথযোজন করতে থাকলে, তাঁরা গুরুতর ঘনিষ্ঠভাবে রাজা দুর্যোধন ও কর্ণের উপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। সেই রাজারা এগোতে থাকলে, কর্ণ একটি বাণ দ্বারা তাঁদের ধনু ও বাণগুলি ছেদন করে ভূতলে ফেলতে লাগলেন। তারপর অনেক রাজার ধনু ছিন্ন হয়ে গেলে, অন্যেরা বাণ, রথশক্তি, গদা নিক্ষেপ করতে লাগলেন, অনেক রাজার সারথি নিহত হলেন; এইভাবে বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ নিজের লঘুহস্ততাবশত সেই রাজগণকে বিহ্বল করে পরাজিত করলেন। তখন সেই রাজারা ভগ্নমনোরথ হয়ে 'যা যা' এইরকম বলতে বলতে নিজেরাই ঘোড়াগুলিকে চালিয়ে রণস্থল পরিত্যাগ করে পলায়ন করলেন। কর্ণ দুর্যোধনের পৃষ্ঠ রক্ষা করতে থাকলে, দুর্যোধন কন্যাটিকে নিয়ে হস্তিনানগরে প্রস্থান করলেন।

"কর্ণ কলিঙ্গরাজকন্যার স্বয়ংবরে শক্তি প্রকাশ করেছেন শুনে, মগধাধিপতি রাজা জরাসন্ধ দ্বৈরথযুদ্ধে কর্ণকে আহ্বান করলেন। পরে দিব্যাস্ত্রবিৎ কর্ণ ও জরাসন্ধ পরস্পরের উপর নানা অস্ত্র প্রয়োগ করতে করতে তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হলেন। ক্রমে তাঁদের বাণ সকল নিঃশেষ হলে, তরবারি ভেঙে গেল এবং ধনু বিনষ্ট হল। তখন বলশালী তাঁরা দু'জনেই রথ থেকে ভূতলে অবতীর্ণ হয়ে— বাহুযুদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন। জরাসন্ধ বাহুযুদ্ধ করতে থাকলে, কর্ণ বাহুকণ্টকযুদ্ধে জরারাক্ষসী সংযোজিত জরাসন্ধ-দেহের সন্ধিস্থান দ্বিধাবিভক্ত করতে প্রবৃত্ত হলেন। আপন দেহের বিকার উপস্থিত হচ্ছে দেখে জরাসন্ধ দূরে সরে গিয়ে শত্রুতা পরিত্যাগ করে কর্ণকে বললেন, 'আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।'

"তারপর জরাসন্ধ শত্রুবিজয় দ্বারা অধিগত মালিনীনগর প্রীতিপূর্বক কর্ণকে দান করলেন। পরে শত্রুবিজয়ী কর্ণ দুর্যোধনের অনুমতিক্রমে চম্পানগরীও পালন করতে লাগলেন। এইভাবে কর্ণ আপন অস্ত্রের প্রভাবে পৃথিবীতে বীর বলে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন; সেই জন্যই ইন্দ্র এসে অর্জুনের হিতের জন্য কর্ণের কাছে তাঁর বর্ম ও কুণ্ডল প্রার্থনা করলেন। দেবমায়ায় মোহিত কর্ণ অত্যন্ত আদরের বস্তু ও অলৌকিক স্বাভাবিক কুণ্ডল দুটি এবং বর্মটি ইন্দ্রকে দান করলেন। কর্ণ স্বাভাবিক কুণ্ডল দুটি ও বর্মটি পরিত্যাগ করেছিলেন বলে অর্জুনের হাতে নিহত হয়েছিলেন। অর্জুন রুদ্র, যম, ইন্দ্র, বরুণ, কুবের দ্রোণ ও মহাত্মা কৃপের কাছে থেকে পাশুপত এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ অস্ত্র লাভ করেছিলেন— সেই ভীষণ যুদ্ধে পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণের ও মহাত্মা পরশুরামের অভিশাপে কুন্তীর কাছে প্রতিজ্ঞা করায়, মায়ার প্রভাবে ইন্দ্রকর্তৃক কবচ ও কুণ্ডল হরণ করায়, ভীষ্মকে অপমান করার জন্য তিনি রথাতিরথ সংখ্যা করবার সময়ে অর্ধরথ বলে উল্লেখ করায়, শল্যকর্তৃক তেজোহানি করায় এবং কৃষ্ণের নীতির প্রয়োগে সূর্যের ন্যায় তেজস্বী কর্ণকে বধ করতে পেরেছিলেন অর্জুন।

"পুরুষশ্রেষ্ঠ, তোমার ভ্রাতা কর্ণের প্রতি সেই ব্রাহ্মণ ও পরশুরাম অভিসম্পাত দিয়েছিলেন এবং অনেকেই তাঁকে বঞ্চনা করেছিলেন। তারপর তিনি যুদ্ধেই নিহত হয়েছেন। সুতরাং তাঁর জন্য শোক করা উচিত নয়।" দেবর্ষি নারদ এই পর্যন্ত বলে বিরত

হলেন এবং রাজর্ষি যুধিষ্ঠির শোকে আকুল হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। বীর হলেও সেই সময়ে যুধিষ্ঠিরের চিত্ত শোকে কাতর ও পীড়িত হচ্ছিল এবং তাঁর নয়নযুগল থেকে অশ্রুজল পড়ছিল; তিনি মাথা নিচু করে সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করছিলেন। সেই সময়ে শোকাকুলা ও দুঃখিতচিত্তা মধুরভাষিণী কুন্তী যুধিষ্ঠিরের প্রতি উপযুক্ত বাক্যই বললেন, "মহাবাহু, মহাপ্রাজ্ঞ! যুধিষ্ঠির! তুমি কর্ণের জন্য শোক করতে পার না। শোক পরিত্যাগ করো. আমার কথা শোনো। ধর্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ! তোমাদের পিতা সূর্যদেবের অনুরোধে পূর্বে আমি কর্ণের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করেছিলাম, 'কর্ণ! তুমি তোমার ভ্রাতাদের সঙ্গে ভ্রাতৃসৌহার্দ্য দেখাও।' তারপর একদিন কর্ণ স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, সূর্য যেন আমার সম্মুখেই কর্ণের কাছে এসে আত্মীয়ের হিত ও সমৃদ্ধিকামী বন্ধুর মতো কর্ণকে বলেছিলেন, 'কর্ণ তুমি তোমার ভ্রাতাদের সঙ্গে সৌহার্দ্য করো।' কিন্তু আমি বা সূর্যদেব স্নেহরূপ হেতু দেখিয়েও কর্ণকে শান্ত করতে পারিনি, কিংবা তোমাদের সঙ্গে তার ঐক্য স্থাপন করতে পারিনি। তারপর কর্ণ কাল প্রযুক্ত হয়ে শত্রুতা উদ্ধারে নিরত হলেন এবং তোমাদের প্রতিকূল কার্য করতে লাগলেন; তখন আমিও তাকে উপেক্ষা করলাম।"

কুন্তী একথা বললে, ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল এবং তিনি শোকে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তখন তিনি এই কথা বললেন, "মা আপনি এই বিষয় গোপন করেছেন বলে আমার গুরুতর দুঃখপীড়া উৎপাদন করেছেন।" তারপর মহাতেজা ও দুঃখিতচিত্ত যুধিষ্ঠির সমগ্র জগতের স্ত্রীলোকগণের প্রতি এই অভিসম্পাত করলেন, "আজ থেকে স্ত্রীলোকেরা গোপনীয় বিষয় গোপন রাখতে পারবে না, নিজেরাই প্রকাশ করবে।"

সুগভীর হৃদয়োৎসারিত যন্ত্রণা নিয়ে কর্ণের পরিচয় পঞ্চপুত্রের কাছে প্রকাশ করলেন কুন্তী। মহাভারত-চর্চাকারেরা অনেকেই কর্ণকে জলে ভাসিয়ে দেবার সব অপরাধ কুন্তীর উপর চাপিয়ে দিয়ে তাঁকে কুমাতা হিসাবে পরিচয় দিয়ে আনন্দ অনুভব করেছেন। কিন্তু কুন্তী যে সূর্যদেবের আদেশেই প্রসবের পরই শিশুসন্তানকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই তথ্য স্মরণ করে কোনও সহানুভূতি কুন্তীর সম্পর্কে তাঁরা প্রদর্শন করেন না। একটি চতুর্দশী মেয়ে, তাঁকে আদেশ দিয়ে যাচ্ছেন দেব দিবাকর। মেয়েটি অনূঢ়া, রাজা কুন্তীভোজের কন্যা। কী করতে পারেন সেই চতুর্দশী কন্যা, সন্তানের পিতার আদেশ পালন করা ছাড়া। ভারতীয়দের ভাগ্য ভাল। মুনি ঋষিরা কুন্তীকে এই কারণে কখনই অপরাধিনী ঘোষণা করেননি, তাঁর অসাধারণ চরিত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার মধ্যে তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন। কর্ণ, দ্যূতসভায় দ্রৌপদীর স্বামীর সংখ্যা পাঁচ হওয়ায় তাঁকে ব্যঙ্গ করেছিলেন 'বেশ্যা' বলে। কিন্তু সেই বিচারে কর্ণও যে 'বেশ্যাপুত্র' হয়ে যান, তা কর্ণ ভাবেন না। সূর্যদেব, পাণ্ডু, ধর্ম, পবন এবং ইন্দ্র এই পঞ্চপুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছিলেন কুন্তী। তা সত্ত্বেও কুন্তী প্রাতঃস্মরণীয়া। বুদ্ধি, কর্তব্যবোধ, মনস্বিতা, প্রেরণাদাত্রী, নারীর মর্যাদা সম্পর্কে তীব্র সচেতনতা কুন্তীকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক পরিচিতি দান করেছিল।

বর্তমান অসাধারণ মুহূর্তটি সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, কোনও কোনও মহাভারতচর্চাকার বিদুরকে যুধিষ্ঠিরের পিতা বলে গবেষণা করতে চেয়েছেন। আবার কেউ দুর্বাসাকে কর্ণের পিতা বলে ঘোষণা করতে চেয়েছেন। এঁরা একটি প্রাথমিক সত্যকে স্মরণ না রেখেই এইসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। মহর্ষি দুর্বাসা ধ্যানযোগে জেনেছিলেন যে মানবের ঔরসে কুন্তীর সন্তান হবে না। সেই কারণেই তিনি কুন্তীকে 'অভিকর্ষণ' মন্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন। দুর্বাসা অথবা বিদুর—দু'জনেই মানুষ ছিলেন। কাজেই তাঁদের পক্ষে কুন্তীর সন্তানের পিতা হওয়া সম্ভব ছিল না।

কুন্তী সারাজীবন কর্ণের কল্যাণই চেয়েছিলেন। যুদ্ধে কর্ণ কোনওমতেই কৌরবপক্ষ সমর্থন না করুন, এ চেষ্টা কুন্তী করেছিলেন। কিন্তু কর্ণের জীবনের কালস্রোতে তা তখন নিবারণযোগ্য ছিল না। আবাল্য কর্ণ একটি স্বপ্নই হৃদয়ে পোষণ করেছেন, তিনি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন ও অর্জুনকে পরাজিত করবেন। তাই কুন্তীর আবেদন অনুযায়ী পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, সম্ভব ছিল না বলরাম অথবা রুক্মীর মতো নিরপেক্ষ থেকে যাওয়া। কুন্তীকে তিনি কথা দিয়েছিলেন, অর্জুন ভিন্ন অন্যদের সুযোগ পেলেও বধ করবেন না। কর্ণ সে কথা রেখেছিলেন।

তবে যুধিষ্ঠিরের অভিভাবকত্বে বেড়ে ওঠা পাণ্ডবভ্রাতাদের মধ্যে কর্ণ যে মানাতে পারতেন না, তাঁর জীবনের কাহিনি বর্ণনা দিতে গিয়ে ব্যাসদেব বারবার দেখিয়েছেন। বংশগতি বড় হলেও কর্ণের পরিবেশ ছিল অত্যন্ত প্রতিকূল। বিশেষত দুর্যোধন ও কৌরবদের সঙ্গে মৈত্রীর কারণে, কর্ণ পরশ্রীকাতর এবং দুষ্ট বৈরীভাবাপন্ন হয়ে উঠছিলেন। শরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম যথার্থই বলেছিলেন, "তুমি অকারণে পাণ্ডবদের সঙ্গে ক্রূরতা ও বৈরীভাব সৃষ্টি করতে বলে আমার বিরাগভাজন হয়েছিলে।"

পরশুরামের কাছে অস্ত্রশিক্ষা পাওয়াই কর্ণের জীবনের শেষ প্রাপ্তি। অস্ত্র এবং অভিশাপ দুই পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু অর্জুনের তখন পাওনাই শুরু হয়নি। অগ্নিদেব তাঁর বীরত্বকে পুষ্ট করার জন্য দিলেন গাণ্ডিবধনু, দুই অক্ষয় তূণ, দেবদত্ত রথ। পরে সন্তুষ্ট দেবাদিদেব দিলেন তাঁকে পাশুপত অস্ত্র ও আশীর্বাদ— "আমি ভিন্ন ত্রিলোকে কোনও বীর তোমাকে পরাজিত করতে পারবে না।" এর পর ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, কুবের, যম, বরুণ, তাঁদের শ্রেষ্ঠ অস্ত্রগুলি উপসংহার সহ প্রয়োগের মন্ত্র সমেত অর্জুনকে দান করলেন। বনবাস শেষ করে যখন অর্জুন ফিরে এলেন, তখন তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অতিরথ। পৃথিবীতে কেবলমাত্র ভীষ্ম ও দ্রোণ তাঁর সম্মুখীন হতে পারেন। অভিশাপ অর্জুনও পেয়েছিলেন। উর্বশীর অভিশাপ। সে অভিশাপ অজ্ঞাতবাসের সময় খুব কাজে লেগেছিল অর্জুনের। পরশুরাম কর্ণকে শাপ দিলেও আশীর্বাদ করেছিলেন-- কোনও ক্ষত্রিয় তাঁকে পরাজিত করতে পারবে না। আর, আশীর্বাদ করেছিলেন মহাদেব অর্জুনকে— "ত্রিলোকে অর্জুনের সমকক্ষ কোনও বীর থাকবে না।" অর্জুন সংযত, বেদবিৎ— কর্ণ কোপনস্বভাব, অসত্যভাষী। পরিণাম আগেই লেখা হয়ে গিয়েছিল।

আঘাত পেয়েছিলেন যুধিষ্ঠির। মায়ের মুখে পরিচয় শোনার পর থেকেই তীব্র অনুশোচনায় তাঁর মন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। তিনি ভ্রাতৃঘাতী। ভ্রাতৃহত্যার পাপ লেগেছে

তাঁর, হাত তাঁর রক্তাক্ত। এ রাজ্য নিয়ে কী করবেন যুধিষ্ঠির। অগ্রজ ভ্রাতার মৃতদেহের উপর দিয়ে সিংহাসনে গিয়ে বসতে হবে তাঁকে। কিন্তু কেন ঘটল এ ঘটনা। এ কোন পাপের দায় ভোগ করতে হচ্ছে তাঁকে। যুধিষ্ঠির তো মুখেও আনতে পারবেন না। তাই যুধিষ্ঠির অভিসম্পাত দিলেন সমগ্র নারী জাতিকেই— "আজ থেকে স্ত্রীলোকেরা আর কোনও কথাই গোপন রাখতে পারবে না।"

সমস্ত অংশটি পড়তে পড়তে অবাক বিস্ময়ে যুধিষ্ঠিরকে দেখতে হয়। যথার্থ 'ধর্ম' হয়ে উঠেছিলেন যুধিষ্ঠির। সমস্ত জীবনের সব অন্যায় দূরে সরিয়ে রেখে তিনি কর্ণ বধের জন্য শোক করেছেন। যুধিষ্ঠিরের মতো ভ্রাতা পাওয়া কর্ণের কপালে ছিল না— এ সত্যও সহজেই বোঝা যায় এই মুহূর্তটিতে।

৯৩

যুধিষ্ঠিরের গৃহ ও কার্যবণ্টন

হস্তিনানগরে মহাসমারোহে অভিষিক্ত হওয়ার পর সিংহাসনে আরোহণ করে যুধিষ্ঠির সর্বপ্রথম কৃতাঞ্জলি হয়ে কৃষ্ণের বন্দনা করলেন। যুধিষ্ঠিরের বন্দনায় কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়ে, প্রচুর বাক্য দ্বারা ভরত-বংশজাত জ্যেষ্ঠপাণ্ডব যুধিষ্ঠিরকে অভিনন্দিত করলেন। তারপর যুধিষ্ঠির সেই সকল পুরবাসীকে বিদায় দিলেন। তখন তাঁরা যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে আপন আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। তদনন্তর রাজলক্ষ্মী-সম্পন্ন যুধিষ্ঠির ভীষণ পরাক্রমশালী ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে অনুনয় সহকারে বললেন।

> "শত্রুভির্বিবিধৈঃ শস্ত্রৈঃ ক্ষতদেহা মহারণে।
> শ্রান্তা ভবন্তঃ সুভৃশং তাপিতাঃ শোকমন্যুভিঃ ॥
> অরণ্যে দুঃখে বসতির্মৎকৃতে ভরতর্ষভাঃ।
> ভবদ্ভির অনুভূতা হি যথা কুপুরুষৈস্তথা ॥ শান্তি : ৪৪ : ৩-৪ ॥

—"বীরগণ! শত্রুরা মহাযুদ্ধে নানাবিধ অস্ত্রদ্বারা তোমাদের দেহগুলিকে ক্ষতবিক্ষত করেছে এবং তোমরা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়েছ; বিশেষত শোকে ও দৈন্যে সন্তপ্ত হয়ে পড়েছ। ভরতশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা আমারই জন্য কাপুরুষগণের মতো বনমধ্যে কষ্টে বাস করেছ।"

"বীরগণ! এখন তোমরা ইচ্ছা অনুসারে নীরোগ হয়ে, যথাসুখে এই জয় অনুভব করো। তারপর, তোমরা বিশ্রাম করলে এবং বুদ্ধি প্রকৃতিস্থ হলে, আগামীকাল আমি আবার তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব।" তারপর ইন্দ্র যেমন মনোহর মন্দির লাভ করেন, সেইরকম ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে যুধিষ্ঠির দান করলে— মহাবাহু ভীমসেন, দুর্যোধনের বাটী লাভ করলেন। সেই বাটীখানি বহুতর প্রাসাদে পরিপূর্ণ, বহুবিধ রত্নশোভিত এবং দাস-দাসীগণে পরিব্যাপ্ত ছিল।

মহাবাহু অর্জুন যুধিষ্ঠিরের আদেশক্রমে দুর্যোধনের বাড়িরই তুল্য দুঃশাসনের বাড়িখানি লাভ করলেন। তাতে প্রাসাদশ্রেণি, স্বর্ণময় তোরণ, বহুতর দাস ও দাসী এবং প্রচুর ধন ও ধান্য ছিল। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সন্তুষ্টচিত্তে নকুলকে দুঃশাসনের বাড়ি অপেক্ষাও উত্তম দুর্মর্ষণের বাড়িটি দান করলেন। কেন না নকুল বনবাসকালে গুরুতর দুঃখকষ্ট পেয়েছিলেন; বিশেষত তিনি বিলাসী বলে উত্তমরূপে বস্তু পাবার যোগ্য বিবেচিত হয়েছিলেন। দুর্মর্ষণের ওই বাড়িটি মণি ও সুবর্ণে ভূষিত থাকায় কুবেরের বাড়ির তুল্য ছিল।

ক্রমে যুধিষ্ঠির সর্বদাপ্রিয় কার্যকারী সহদেবকে দুর্মুখের বাড়িটি দান করলেন। সেই বাড়িটি স্বর্ণে ভূষিত ছিল বলে পরমশোভান্বিত ও সমস্ত বাড়ির মধ্যেই উত্তম বলে বিবেচিত হত এবং তাতে পদ্মনয়না রমণীদের বহুতর শয্যা বিন্যস্ত ছিল; সুতরাং কুবের কৈলাস পর্বত লাভ করে যেমন আনন্দিত হয়েছিলেন; তেমন সহদেবও ওই বাড়িটি লাভ করে আনন্দিত হলেন।

যুযুৎসু, সঞ্জয়, বিদুর, সুধর্মা ও ধৌম্য— এঁরা আপন আপন গৃহে গমন করলেন। ক্রমে ব্যাঘ্র যেমন পর্বতগুহায় প্রবেশ করে, সেইরকম পুরুষব্যাঘ্র কৃষ্ণ সাত্যকির সঙ্গে মিলিত হয়ে অর্জুনের গৃহে প্রবেশ করলেন। সেই দিন অবশিষ্ট রাজারা সুস্বাদু অন্ন ও পানীয় গ্রহণ করে, আনন্দিত হয়ে, রাত্রিতে অতিসুখে নিদ্রা গিয়ে, প্রভাতকালে সুখের সঙ্গে জাগরিত হয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে গমন করলেন।

পরদিন প্রভাতে রাজ্য লাভ করে সিংহাসনারূঢ় যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারিটি বর্ণকেই যথাযোগ্যভাবে আপন আপন বৃত্তিতে স্থাপন করলেন। যুধিষ্ঠির প্রথমে এক সহস্র গৃহস্থ ব্রাহ্মণকে আহ্বান করে তাঁদের প্রত্যেককে এক সহস্র করে সুবর্ণ মুদ্রা দান করলেন। পরে যুধিষ্ঠির অভীষ্ট বস্তু সকল দান করে উপজীব্য ব্যক্তি, ভৃত্য, আশ্রিত, অতিথি, দরিদ্র ও দৈবজ্ঞদের পরিতৃপ্ত করলেন। যুধিষ্ঠির ধৌম্য পুরোহিতকে বহু সহস্র গো, ধন, স্বর্ণ, রৌপ্য ও নানাবিধ বস্ত্র দান করলেন। সংযতচিত্ত যুধিষ্ঠির কৃপাচার্যকে গুরুর যোগ্য নির্দিষ্ট বৃত্তি দান করতে থাকলেন এবং বিদুরকেও উপযুক্ত সম্মান করতে লাগলেন। দাতৃশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির নানাবিধ সুস্বাদু অন্ন ও পানীয়, নানাবিধ বস্ত্র, শয্যা ও আসন দান করে, সমস্ত আশ্রিতজনকে সন্তুষ্ট করতে লাগলেন। মহাযশা রাজা যুধিষ্ঠির নববিজিত রাজ্যের সর্বত্র শান্তি স্থাপন করে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র যুযুৎসুর উপযুক্ত সম্মান করলেন। তৎপরে রাজা যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও বিদুরকে সেই রাজ্যটি নিবেদন করে, সুস্থের মতো কালযাপন করতে লাগলেন।

ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্যেও সু-শাসক হিসাবে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ভ্রাতারা সকলেই রাজপুত্র, মহিষীও রাজকন্যা— এ সত্য যুধিষ্ঠির কখনও বিস্মৃত হননি। তাঁর পাশাখেলার জন্যই ভ্রাতারা ও ভার্যা বনবাসের দুঃখ পাচ্ছেন। পাশাখেলার জন্য কোনও আত্মগ্লানি যুধিষ্ঠিরের ছিল না। কারণ, তাও ছিল তাঁর ধর্মের অঙ্গ। কিন্তু ভ্রাতা ও ভার্যাদের দুঃখও তাঁর চাক্ষুষ সত্য। তাকেও তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না। তাই রাজ্যলাভ করেই তিনি ভ্রাতাদের প্রাপ্য ভোগের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। প্রত্যেকের জন্য যথাযোগ্য বাসস্থান প্রদান করে, তাঁদের দুঃখকষ্ট শেষে বিশ্রাম ও ভোগ করতে বলেছিলেন। সাধারণ ক্ষত্রিয় পুরুষ ভোগের জন্য চায় অর্থ ও নারী। অর্থে তাঁর বাসস্থান রচিত হয়, নারী তাঁর কামস্পৃহা তৃপ্ত করে। যুধিষ্ঠির এ দুইয়ের ব্যবস্থা করে দিলেন।

গুরুজনদের, সাধারণ প্রজাদের, আশ্রিত জনের সম্মান জানানোও তাঁর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। ধৌম্য পুরোহিত তাঁর সকল দুঃখের সঙ্গী, তাঁকে সুস্থভাবে নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের

ব্যবস্থা করতে হল। কৃপাচার্য কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি চিরকাল যুধিষ্ঠিরের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরের প্রথম গুরুও। তাই তাঁকে গুরুর মর্যাদা ও বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করে দিলেন। শতপুত্রহারা গান্ধারী-ধৃতরাষ্ট্র যেন কুণ্ঠিত ও লজ্জিত না হন, তাই তাঁদের ও বিদুরকে সমস্ত প্রজাসুদ্ধ রাজ্য প্রদান করলেন। ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যাপত্নী-গর্ভজাত পুত্র যুযুৎসু যুদ্ধের পূর্বে তাঁর পক্ষে যোগদান করেছিলেন, তাঁকে যথাযোগ্য স্থান ও সম্মান প্রদান করলেন।

ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব সন্তুষ্ট হলেন। হয়তো এ বাসস্থান প্রদানের সময় যুধিষ্ঠিরের ঠোঁটের কোণে এক আলগা হাসি ছিল। দুর্বিনীত, পাপী নিহতদের প্রাসাদে বাস করে মানুষ কতদূর শান্তি লাভ করতে পারে! কিন্তু ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব দেবপুত্র হলেও সাধারণ ক্ষত্রিয়ের জীবনযাপন করেছেন। মৃত পুত্রদের নিয়ে বিলাপে তাঁরা সময় অতিবাহিত করেননি। তাঁরা যুদ্ধ জয় করেছেন, এখন তার ফল ভোগ করবেন।

যতটা গৃহী, পারিবারিক মানুষ যুধিষ্ঠির ছিলেন— তাঁর কোনও ভাই ততটা ছিলেন না। তাই যুধিষ্ঠিরের দুঃখের গভীরতাও তাঁর নিজস্ব। তিনি অভিমন্যু, ঘটোৎকচকে ভালবাসতেন, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে ভালবাসতেন। তাঁরা আজ কেউ নেই। তারপর অগ্রজ সহোদর ভ্রাতা নিহত হয়েছেন তাঁর হাতে। সেই অন্তর্বেদনাই যুধিষ্ঠিরকে চিরকাল রাজত্ব দিয়েও বৈরাগী, সন্ন্যাসী করে রাখল। সকল ভ্রাতাকে গৃহ-বণ্টনের পর যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের প্রাসাদেই তাঁর সঙ্গে বাস করতে থাকলেন।

৯৪

পরীক্ষিতের জন্ম

যুধিষ্ঠির অশ্বমেধযজ্ঞের আয়োজন করেছেন জেনে বীর্যবান কৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশীয় শ্রেষ্ঠ পুরুষদের সঙ্গে বলরামকে অগ্রবর্তী করে হস্তিনায় আগমন করলেন। কৃষ্ণ এসেছেন জেনে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও মহামনা বিদুর যথানিয়মে তাঁদের গ্রহণ করলেন। বিদুর ও যুযুৎসু সম্মানিত করলে কৃষ্ণ হস্তিনানগরীতে বাস করতে থাকলেন। এই সময়ে অভিমন্যুর পুত্র ও জনমেজয়ের পিতা পরীক্ষিৎ জন্মগ্রহণ করলেন।

অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে আহত ছিলেন বলে সেই রাজা পরীক্ষিৎ সেই সময়ে নিশ্চেষ্ট একটি শবস্বরূপ হওয়ায় বন্ধুবর্গ একই সময়ে আনন্দিত ও শোকার্ত হয়েছিলেন। আনন্দিত লোকসমূহের সিংহনাদ সকল দিকে গিয়েই থেমে গেল। তখন কৃষ্ণ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সাত্যকিকে নিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে দেখলেন তাঁর পিসিমা কুন্তী "কৃষ্ণ! দ্রুত এসো, দ্রুত এসো" এই কথা বলতে বলতে অন্তঃপুরের বাইরে ছুটে আসছেন এবং যশস্বিনী দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও বন্ধুবর্গের স্ত্রীগণ সকরুণ আর্তনাদ করতে করতে কুন্তীর পিছনে পিছনে আসছেন।

ভোজনন্দিনী কুন্তী কৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কৃষ্ণকে বললেন, "মহাবাহু কৃষ্ণ, দেবকী দেবী তোমার জন্যই সুসন্তানা হয়েছেন এবং তুমিই আমাদের গতি ও প্রতিষ্ঠা; আর তোমার অধীনেই এই বংশ। প্রভু যদুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ, এই যে তোমার ভাগিনেয় অভিমন্যুর পুত্র, অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে মৃত অবস্থায় জন্মেছে। একে তুমি সঞ্জীবিত করো। তুমি সেই ঐষিকাস্ত্র নিক্ষেপের সময় এই প্রতিজ্ঞা করেছিলে, 'এই গর্ভস্থ বালক মৃত অবস্থায় জন্মালে আমি তাকে সঞ্জীবিত করব।' বৎস পুরুষশ্রেষ্ঠ, এই সেই বালক মৃত অবস্থায় জন্মেছে, তুমি একে দেখো। দুর্ধর্ষ মাধব উত্তরা, সুভদ্রা, আমি, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব আমাদের সকলকে তুমি রক্ষা করো। কৃষ্ণ আমার ও পাণ্ডবগণের প্রাণ এই বালকের অধীন এবং আমার শ্বশুর ও পাণ্ডুরও পিণ্ড এর অধীন। জনার্দন তোমার মঙ্গল হোক। তোমার প্রিয় ও সদৃশাকৃতি মৃত অভিমন্যুর তুমি আজ প্রিয় কার্য করো। শত্রুদমন কৃষ্ণ, অভিমন্যুর কথিত এই উক্তি উত্তরা প্রায় বলেন। কাজেই তোমার প্রীতির বিষয়ে কোনও সন্দেহ তাঁর ছিল না। তখন অভিমন্যু উত্তরাকে বলেছিল, 'ভদ্রে! তোমার পুত্র আমার মাতুল ভবনে গমন করবে এবং সে বৃষ্ণিগৃহে এবং অন্ধকগৃহে গমন করে ধনুর্বেদ, বিচিত্র অস্ত্র এবং প্রধান নীতিশাস্ত্র শিক্ষা করবে।' বৎস দুর্ধর্ষ ও বিপক্ষবীরহন্তা অভিমন্যু প্রণয়বশত যে কথা বলেছিল, তা

অবশ্যই সত্য হবে, তাতে সন্দেহ নেই। অতএব মধুসূদন আমরা এখন প্রণত হয়ে তোমার কাছে সেই সকল বিষয় প্রার্থনা করছি। তুমি এই বংশের হিতের জন্য, এর জীবনদানরূপ উত্তম কল্যাণ সাধন করো।"

বিশালনয়না কুন্তী কৃষ্ণকে এই কথা বলে বাহুযুগল উত্তোলন করে দুঃখার্ত হয়ে ভূতলে পতিত হলেন এবং কৌরবমহিলারাও ভূতলে পড়ে গেলেন। সেই স্থানের সকল মহিলাই অশ্রুপূর্ণ নয়নে কৃষ্ণকে বললেন, "প্রভু আপনার ভগিনীর পৌত্র মৃত অবস্থায় জন্মেছে।' তারা এইরকম বললে কৃষ্ণ ভূতলে পতিতা কুন্তীকে তুলে ধরলেন এবং তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। কুন্তী গাত্রোত্থান করলে, তখন দুঃখিত সুভদ্রা কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, "পুণ্ডরীকাক্ষ দেখো, যুদ্ধে কুরুবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে ধীমান অর্জুনের পৌত্র মৃত অবস্থায় প্রসূত হয়েছে। অশ্বত্থামা ভীমের উপর নিক্ষেপ করবার জন্য যে ঈষিকাস্ত্র উত্তোলন করেছিলেন তা উত্তরা, অর্জুন ও আমার উপর নিপতিত হয়েছে। কেশব আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছে বলে সেই ঈষিকাস্ত্র আমার উপরেই পড়েছে, যেহেতু আমি পুত্রের সঙ্গে আমার সেই পৌত্রকে দেখছি না। এই অবস্থায় ধর্মাত্মা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেব কী বলবেন? বৃষ্ণিনন্দন, অভিমন্যুর পুত্র জন্মেছে, আবার মরেও গেছে, একথা শুনে পাণ্ডবেরা যেন দ্রোণপুত্র কর্তৃক সর্বস্ব হারানোর অবস্থায় পড়বেন। কৃষ্ণ অভিমন্যু পাণ্ডবভ্রাতৃগণের প্রিয়ই ছিলেন—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সুতরাং তাঁরা এ বৃত্তান্ত শুনে কী বলবেন; নিজেরা দ্রোণপুত্র দ্বারা পরাজিত হয়েছেন বলেই মনে করবেন। শত্রুদমন কৃষ্ণ, অভিমন্যুর পুত্র মৃত অবস্থায় জন্মেছে—এর থেকে বেশি দুঃখের আর কী হতে পারে? কৃষ্ণ! আমি মাটিতে মাথা রেখে তোমাকে প্রসন্ন করছি, কুন্তী দেবী ও দ্রৌপদী দেবীও তাই করছেন। পুরুষোত্তম তুমি আমাদের রক্ষা করো।

"মাধব, অশ্বত্থামা যখন পাণ্ডবস্ত্রীগণের গর্ভ নষ্ট করেন, তখন তুমি ক্রুদ্ধ হয়ে অশ্বত্থামাকে বলেছিলে, 'নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ! নরাধম! আমি তোমার ইচ্ছা ব্যর্থ করব। আমি অর্জুনের পৌত্রকে সঞ্জীবিত করে দেব।' দুর্ধর্ষ, আমি তোমার শক্তি জানি; সুতরাং তোমার সেই বাক্য শুনে আমি তোমাকে প্রসন্ন করছি। অভিমন্যুর পৌত্র জীবিত হোক। বৃষ্ণিবংশ শ্রেষ্ঠ, তুমিই এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই শুভবাক্য যদি সফল না করো, তা হলে আমাকে মৃত বলে নিশ্চয়ই জেনো। বীর দুর্ধর্ষ, তুমি জীবিত থাকতে অভিমন্যুর এই পুত্রটি যদি জীবিত না হয়, তা হলে আমি তোমাকে দিয়ে কী কবব। মেঘ যেমন বর্ষায় মৃতপ্রায় শস্যকে সঞ্জীবিত করে, তুমিও তেমনই তোমার তুল্য নয়ন অভিমন্যুর এই পুত্রটিকে সঞ্জীবিত করো। কেশব তুমি ধর্মাত্মা, সত্যবান ও সত্যবিক্রম; সুতরাং শত্রুদমন, তুমি তোমার সেই বাক্যকে সত্য করো। তুমি ইচ্ছা করলেই মৃত এই ত্রিভুবনকেও সঞ্জীবিত করতে পারো, তাতে ভাগিনেয়র এই মৃত পুত্রটির কথা আর কী বলব। কৃষ্ণ আমি তোমার প্রভাব জানি; সেইজন্যই তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যে, তুমি পাণ্ডবগণের উপরে এই পরম অনুগ্রহ করো। মহাবাহু, আমি তোমার ভগিনী কিংবা আমি হতপুত্রা, অথবা এ আমার শরণাপন্ন হয়েছে, এই সকল ভেবে তুমি আমার উপর দয়া করো।"

সুভদ্রা এই কথা বললে কৃষ্ণ সেই স্থানের লোকের আনন্দ সৃষ্টি করে উচ্চ স্বরে বললেন,

"তাই হবে।" দাবদাহক্লিষ্ট লোক বারিবর্ষণে যেমন আনন্দ লাভ করে, কৃষ্ণের সেই কথায় সেই স্থানের লোকেরা আনন্দ লাভ করল। কৃষ্ণ তখন সূতিকাগৃহে গেলেন। সেই সূতিকাগৃহ পুষ্পমাল্যে শোভিত ছিল। গৃহের সকল দিকে জলপূর্ণকুম্ভ, ঘৃতপাত্র, গাবগাছের দগ্ধ-শাখা এবং সর্ষে শাখায় স্থাপিত ছিল এবং সকল দিকে নির্মল অস্ত্র ও অগ্নি বিন্যস্ত ছিল। আর বৃদ্ধ মহিলারা, শিশু ও প্রসূতির পরিচর্যা করবার জন্য সেই সূতিকাগৃহ পরিবেষ্টন করে ছিলেন; চিকিৎসাদক্ষ ও রোগনির্ণয় নিপুণ চিকিৎসকেরাও সেই সূতিকাগৃহ পরিবেষ্টন করে অবস্থান করছিলেন। কৃষ্ণ দেখলেন, নিপুণ লোকেরা যথাবিধানে সেই সূতিকাগৃহের সকল দিকে রাক্ষসনিবারক দ্রব্যসকল স্থাপন করে রেখেছে। কৃষ্ণ নবজাতকের সূতিকাগৃহকে সেইরকম দেখে সন্তুষ্ট হয়ে 'সাধু সাধু' বললেন।

কৃষ্ণ এই কথা বললে, দ্রৌপদী দ্রুত গিয়ে উত্তরাকে বললেন, "ভদ্রে, তোমার মাতুল-শ্বশুর প্রাচীন নারায়ণ ঋষি, অচিন্তনীয় প্রভাব, অপরাজিত মধুসূদন তোমার কাছে এসেছেন।" উত্তরাও দেবতুল্য কৃষ্ণকে দেখতে পেয়ে বাষ্পরুদ্ধ আর্তনাদ ও অশ্রুজল নিবারণ করে, শরীরটিকে বস্ত্রাবৃত করলেন। কৃষ্ণকে দেখে উত্তরা দেবীও সন্তপ্ত হৃদয়ে করুণ বিলাপ করতে লাগলেন। "পুণ্ডরীকাক্ষ দেখুন, অভিমন্যু ও আমি—আমরা দু'জনেই পুত্রবিহীন হয়েছি। 'জনার্দন' বিধাতা আমাদের দু'জনকেই সমানভাবে নিহত করেছেন। অবনত মস্তকে আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, অশ্বত্থামার অস্ত্রে দগ্ধ আমার এই পুত্রটিকে সঞ্জীবিত করুন। পুণ্ডরীকাক্ষ ধর্মরাজ, ভীমসেন বা আপনি যদি বলতেন, 'এই ঈষিকা অজ্ঞাতভাবে জননীকে দগ্ধ করুক।' প্রভু! তা হলে আমি বিনষ্ট হতাম কিন্তু এই বালক বিনষ্ট হত না। হায়! দুর্বুদ্ধি অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা গর্ভস্থিত এই বালকের নৃশংস হত্যা করে কী ফল পেয়েছে? শত্রুনাশক গোবিন্দ, আমি মস্তকদ্বারা আপনাকে প্রণাম করে প্রসন্ন করে প্রার্থনা করি যে, এই বালক যদি না বাঁচে, আমি প্রাণত্যাগ করব। কারণ, এই বালকের উপরে আমার যে বহুতর অভিলাষ ছিল, সে সমস্তই অশ্বত্থামা নষ্ট করে দিয়েছে; সুতরাং আমার আর বাঁচার দরকার কী? কৃষ্ণ জনার্দন, আমার অভিলাষ ছিল, পুত্রকে ক্রোড়ে করে আনন্দিত হয়ে আপনাকে প্রণাম করব। কিন্তু দুর্দৈব আমার সে অভিলাষ নিষ্ফল করে দিয়েছে। মধুসূদন চঞ্চলনয়ন অভিমন্যু আপনার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। আপনি এখন ব্রহ্মাস্ত্রনিহত অভিমন্যুর পুত্রকে দর্শন করুন। যিনি পাণ্ডবদের আশ্রয় নিবন্ধন উত্তম সম্পদ পরিত্যাগ করে আজ যমালয়ে গেছেন, সেই দ্রোণের মতোই অশ্বত্থামাও কৃতঘ্ন এবং নৃশংস। বীর কেশব, আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, অভিমন্যু যুদ্ধে নিহত হলে আমি অচিরকাল মধ্যেই তাঁর কাছে যাব। আমি নৃশংসা ও জীবনপ্রিয়া, তাই তা করিনি; এখন আমি তাঁর কাছে গেলে তিনি কী বলবেন?"

শোচনীয়া, দীনা ও পুত্রাভিলাষিণী উত্তরা এইরূপ করুণ বিলাপ করে উন্মত্তার মতো ভূতলে পতিতা হলেন। হতপুত্রা ও পরিচ্ছদশূন্যা উত্তরাকে ভূতলে পতিতা দেখে কুন্তী ও সমস্ত ভরতস্ত্রীগণ দুঃখার্ত হয়ে আর্তনাদ করতে লাগলেন। আর্তনাদ মুখরিত সেই পাণ্ডবভবন মুহূর্তকাল যেন দৃষ্টির অযোগ্য হয়ে পড়ল। পুত্রশোকাতুরা উত্তরা মুহূর্তকাল মূর্ছিতা হয়ে রইলেন। পরে উত্তরা চৈতন্যলাভ করে সেই পুত্রটিকে কোলে তুলে নিয়ে

বললেন, "বৎস, তুমি ধর্মজ্ঞের পুত্র হয়ে ধর্ম বুঝছ না। তুমি বৃষ্ণিবংশশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকে অভিবাদন করছ না? পুত্র, তুমি পরলোক গিয়ে তোমার পিতা অভিমন্যুকে আমার এই কথা বলবে—'বীর! কাল উপস্থিত না হলে প্রাণীগণের মৃত্যু সর্বপ্রকারেই দুষ্কর।' কেন না আমি, তুমি পুত্র এবং পতি অভিমন্যু—এই উভয়কে ছেড়ে মরাই উচিত হলেও মঙ্গলশূন্যা ও অকিঞ্চনা হয়ে জীবনধারণ করছি। হে মহাবাহু, আমি ধর্মরাজের অনুমতি নিয়ে ভয়ংকর বিষভক্ষণ করব কিংবা অগ্নিতে প্রবেশ করব। কিন্তু হায়! আমার মরণ দুষ্কর। কারণ আমি পতিপুত্রবিহীনা, তা সত্ত্বেও আমি সহস্রধা বিদীর্ণ-হৃদয়া হচ্ছি না। পুত্র ওঠো, তোমার প্রপিতামহী কুন্তী দেবী দুঃখিতা, শোকার্তা, আকুলা, দীনা ও শোকসাগরে নিমগ্না হয়েছেন। আর্যা দ্রৌপদী, শোচনীয়া সুভদ্রা এবং ব্যাধবাণবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় অতিদুঃখার্তা আমাকেও দর্শন করো। বৎস তুমি ওঠো; পদ্মপলাশলোচন ও পূর্বের ন্যায় চঞ্চলনয়ন এই ধীমান জগদীশ্বর কৃষ্ণের মুখমণ্ডল দর্শন করো।"

বিরাটনন্দিনী উত্তরা গাত্রোত্থান করে ভূতলে থেকেই কৃষ্ণকে প্রণাম জানালেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ উত্তরার করুণ বিলাপ শুনে আচমন করে তারপর সেই ব্রহ্মাস্ত্রের উপসংহার করলেন। কৃষ্ণ তখন সেই মৃত বালকের জীবনদানের প্রতিজ্ঞা করলেন এবং সমস্ত জগৎকে শুনিয়ে এ-কথা বললেন—

> যথাহং নাভিজানামি বিজয়েন কদাচন।
> বিরোধং তেন সত্যেন মৃতো জীবত্বয়ং শিশুঃ ॥
> যথা সত্যঞ্চ ধর্মশ্চ ময়ি নিত্যং প্রতিষ্ঠিতৌ।
> তথা মৃতঃ শিশুরয়ং জীবিতাদভিমন্যুজঃ ॥ আশ্বমেধিক : ৮৭ : ২১-২২ ॥

"আমি যখন কখনও অর্জুনের সঙ্গে বিরোধের বিষয় জানি না, সেই সত্যের ও যেহেতু ধর্ম সর্বদা আমাতে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেইহেতু এই অভিমন্যুর মৃতপুত্র জীবিত হোক।"

"উত্তরা তুমি চিন্তিত হোয়ো না। আমার বাক্য সত্য হবে, সকল প্রাণীর সমক্ষেই এই মৃত বালক সঞ্জীবিত হবে। আমি কখনও যথেষ্ট আলাপের সময়েও মিথ্যা বলিনি। ধর্ম এবং ব্রাহ্মণেরা আমার অত্যন্ত প্রিয়; সেইহেতু অভিমন্যুর মৃতপুত্র জীবিত হোক। আমি যেহেতু ধর্মানুসারে কংস ও কেশীকে বধ করেছি, সেই সত্যধর্মের বলে এই বালক পুনরায় জীবিত হোক।"

কৃষ্ণ এই বাক্যগুলি বললে, সেই বালক চৈতন্যসম্পন্ন হয়ে ধীরে ধীরে অল্প অল্প অঙ্গসঞ্চালন করতে লাগল।

রাক্ষসেরা সূতিকাগৃহ পরিত্যাগ করে পলায়ন করল, আকাশে দৈববাণী হল, 'কৃষ্ণ! সাধু সাধু।' প্রজ্বলিত ব্রহ্মাস্ত্র ব্রহ্মার কাছে চলে গেল। বালকটি উৎসাহ ও শক্তি অনুসারে অঙ্গ-সঞ্চালন করতে লাগল। ভরতবংশীয় স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত আনন্দিত হল। তখন মল্ল, নট, গ্রন্থিক, সৌখ্যশায়িক, সূত ইত্যাদি কৃষ্ণের স্তব করতে লাগল। পুত্রকে কোলে তুলে উত্তরা ভূমিষ্ঠ হয়ে কৃষ্ণকে প্রণাম করলেন। কৃষ্ণ শিশুটির নামকরণ করলেন, কুরুবংশ পরিক্ষীণ হয়ে গেলে অভিমন্যুর পুত্র জন্মেছে—তাই এর নাম হবে—"পরীক্ষিৎ"।

আপাতদৃষ্টিতে বর্তমান মুহূর্তটি অলৌকিক বলে মনে হবে। পৃথিবীর বিখ্যাত সাধু-সন্ত-পির-পয়গম্বরেরা মৃত মানুষকে জীবিত করেছেন, এরকম কাহিনি বিশ্বের সকল দেশেই বিশেষভাবে প্রচলিত। কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলে মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলি বারবার উল্লেখ করেছেন। তিনি গীতার প্রবক্তা, করালজিহ্বা। তিনি বিশ্বরূপ। অনন্ত, অখণ্ড নারায়ণ ঋষি। স্রষ্টা তিনি, পালক তিনি, অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র ক্ষেপণের সময়েই তিনি জানিয়েছিলেন, উত্তরার গর্ভস্থিত শিশু অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে মৃত ও দ্বিখণ্ডিত হলে, তিনি তাকে পুনরুজ্জীবিত করে দেবেন। করেছেনও তাই। সুতরাং সাধারণভাবে তাঁর অন্য দৈবলীলার মতো এ একটি লীলা হিসাবে গ্রহণ করলেই পাঠক নিশ্চিন্ত বোধ করত।

কিন্তু বর্তমান অংশটিতে কৃষ্ণকে অনমনীয় দৃঢ় চরিত্রের এক অতি উন্নত মানুষ বলে বর্তমান লেখকের বিশ্বাস ঘটেছে। পরীক্ষিৎকে সঞ্জীবিত করার পূর্বে যে ঘোষণাগুলি তিনি করেছেন, তা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। 'ধর্ম আমাতে প্রতিষ্ঠিত আছে' 'যথেষ্টালাপের সময়েও আমি কখনও মিথ্যা বলিনি', 'ধর্ম ও ব্রাহ্মণেরা আমার অত্যন্ত প্রিয়', 'অর্জুনের সঙ্গে আমার কখনও বিরোধ ঘটেনি', 'ধর্মানুসারে কেশী ও কংসকে আমি বধ করেছি'—এই সমস্ত বাক্যগুলি পড়তে পড়তে মনে হয়, সকল সত্ত্বগুণের অধিকারী এক মানুষ দৈবী বিচারের কাছে আপন দাবি প্রতিষ্ঠা করছেন। এই দাবি সাবিত্রী করেছিলেন, মৃত্যুদেবতা পরাজয় স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরীক্ষিতের ক্ষেত্রেও স্বয়ং যম দ্বিখণ্ডিত বালকের দেহসন্ধি ঘটান। জরাসন্ধের দ্বিখণ্ডিত দেহ জুড়ে দিয়েছিলেন জরা রাক্ষসী, পরীক্ষিতের দেহ জুড়ে দেন কৃষ্ণের দাবি অনুযায়ী মৃত্যুর দেবতা স্বয়ং।

অশ্বত্থামা আগেই কৃষ্ণ কর্তৃক দ্বিখণ্ডিত হয়েছিলেন। দ্রোণাচার্যের প্রিয় পুত্র, সর্বশ্রেষ্ঠ বীর অশ্বত্থামা মহাভারতে গভীর রাত্রে নিদ্রামগ্ন বীর হত্যাকারী অথবা মাতৃগর্ভস্থ নিষ্ক্রিয় শিশু হত্যাকারী হিসাবেই চিরখ্যাত হয়ে থাকলেন। দুষ্কর্ম করে পাণ্ডবদের ভয়ে আত্মগোপন করলেন। ভীষ্ম ঠিকই বলেছিলেন, ইনি আপন জীবনকে এত ভালবাসেন যে ইনি মহারথ নামের যোগ্য নন।

৯৫

অর্জুনের মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবন

যুধিষ্ঠির, হস্তিনাপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে, রাজপুরোহিতেরা, ব্যাসদেব, মহর্ষিবর্গ, দেবর্ষি নারদ এবং যদুবংশ শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ তাঁকে পরামর্শ দিলেন অশ্বমেধ যজ্ঞ করার। যুধিষ্ঠির সেই পরামর্শ গ্রহণ করলেন। অশ্বমেধের অশ্ব নিয়ে ভীমসেনের কনিষ্ঠ, সর্বধনুর্ধর শ্রেষ্ঠ, শত্রুসহিষ্ণু, সমরদক্ষ অর্জুন অশ্বের রক্ষক হয়ে চললেন। বহুবিধ ম্লেচ্ছ, কিরাতদেশীয় বীরকে পরাজিত করে অর্জুনের অশ্ব ত্রিগর্ত, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, সিন্ধুদেশ জয় করে এবং রাজাদের যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা অনুসারে বধ না করে, অশ্বমেধ যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করে যজ্ঞীয় অশ্বের রক্ষক হয়ে মণিপুর উপস্থিত হলেন।

পিতা অর্জুন উপস্থিত হয়েছেন শুনে মণিপুরের রাজা বভ্রুবাহন, ব্রাহ্মণ ও প্রণামীয় ধন অগ্রবর্তী করে বিনীতভাবে রাজধানী থেকে নির্গত হলেন। বুদ্ধিমান অর্জুন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম স্মরণ করে মণিপুরের রাজা এইভাবে এসেছেন দেখে তাঁর প্রশংসা করলেন না। বরং ধর্মাত্মা অর্জুন তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "তোমার এই প্রক্রিয়া সংগত হয়নি। তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম লঙ্ঘন করেছ। পুত্র, যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞীয় অশ্ব সমীচীনভাবে রক্ষিত থেকে, রাজ্যপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছে এবং আমিও রক্ষকরূপে এসেছি, এই অবস্থায় তুমি যুদ্ধ করলে না কেন? অতিদুর্বুদ্ধি তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম থেকে বিচ্যুত; সুতরাং তোমাকে ধিক। আমি যুদ্ধার্থ উপস্থিত হয়েছি; এই অবস্থায় তুমি কোমল বিনীতভাবে আমার কাছে এসেছ কেন? তোমার জীবনে পৌরুষ নেই। আমি যুদ্ধ করতে এসেছি আর তুমি স্ত্রীলোকের মতো আমাকে বরণ করে নিতে এসেছ? অতি দুর্মতি নরাধম। আমি যদি নিরস্ত্র অবস্থায় তোর কাছে আসতাম, তা হলে তোর এই আচরণ সংগত হত।"

ভর্তা অর্জুন পুত্র বভ্রুবাহনকে এই রকম ভর্ৎসনা করছেন জেনে তা সহ্য করতে না পেরে নাগদুহিতা উলূপী ভূমি ভেদ করে সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন, যুদ্ধার্থী পিতা বারবার তিরস্কার করছেন, আর সপত্নীর পুত্র বভ্রুবাহন মাথা নিচু করে চিন্তা করছেন। তখন সর্বাঙ্গসুন্দরী নাগদুহিতা উলূপী কাছে গিয়ে ধর্মবিশারদ পুত্র বভ্রুবাহনকে ধর্মসঙ্গত এই কথা বললেন, "পুত্র আমি নাগমাতা উলূপী, তোমার বিমাতা। তোমার পিতার বাক্য পালন করো, তাই তোমার শ্রেষ্ঠধর্ম হবে।"

মাতা উলূপী এইভাবে উৎসাহিত করতে থাকলে, মহাতেজা রাজা বভ্রুবাহন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। বভ্রুবাহন স্বর্ণময় বর্ম ও উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ ধারণ করে শত শত তূণীর পূর্ণ উত্তম

রথে আরোহণ করলেন। সেই রথে যুদ্ধের সমস্ত উপকরণ ছিল, অতিদ্রুতগামী অশ্বসকল যোজিত হয়েছিল, চক্রপ্রভৃতি সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছিল এবং সেই রথ স্বর্ণালংকারে অলংকৃত ছিল। রাজা বভ্রুবাহন সেই রথে সিংহচিহ্নিত ও স্বর্ণময় বিশেষ আদৃত ধ্বজ উত্তোলন করে অর্জুনের উদ্দেশে গমন করলেন। তারপর বভ্রুবাহন কাছে এসে অশ্ববিদ্যাবিশারদ পুরুষগণ দ্বারা অর্জুনরক্ষিত সেই যজ্ঞীয় অশ্বধারণ করালেন। অর্জুন অশ্বটি ধৃত হয়েছে দেখে সন্তুষ্টচিত্ত হয়ে রথস্থিত পুত্র বভ্রুবাহনকে যুদ্ধে বারণ করতে প্রবৃত্ত হলেন। বভ্রুবাহন তীক্ষ্ণ ও সর্পবিষতুল্য অনেক বাণ দ্বারা অর্জুনকে পীড়ন করতে লাগলেন। ক্রমে সন্তুষ্টচিত্ত পিতা ও পুত্রের মনুষ্যলোকে অদ্বিতীয় দেবাসুরতুল্য যুদ্ধ হতে লাগল। তখন বভ্রুবাহন হাস্য করতে থেকে নতপর্ব একটি বাণ দ্বারা নরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের স্কন্ধদেশের এক পার্শ্ব বিদীর্ণ করলেন। সর্প যেমন উইমাটির স্তূপের ভিতর প্রবেশ করে, সেইরকম সেই বাণটি অর্জুনকে বিদীর্ণ করে পুঙ্খদেশের সঙ্গে বার হয়ে গেল এবং ভূতলে প্রবেশ করল। তখন বুদ্ধিমান অর্জুন অত্যন্ত বেদনাপন্ন হয়ে উত্তম ধনু ধারণ করে কেবলমাত্র চৈতন্য অবলম্বন করে মৃতের মতো পড়ে রইলেন। তারপর নরশ্রেষ্ঠ ও মহাতেজা অর্জুন চৈতন্য লাভ করে প্রশংসা করে বভ্রুবাহনকে বললেন, "মহাবাহু বৎস চিত্রাঙ্গদানন্দনপুত্র সাধু সাধু! তোমার উপযুক্ত কাজ দেখে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। পুত্র যুদ্ধে স্থির থাকো। এইবার আমি তোমার উপর বহুতর বাণক্ষেপ করছি।" এই কথা বলে অর্জুন বভ্রুবাহনের উপর অনেক নারাচ নিক্ষেপ করলেন। তখন রাজা বভ্রুবাহন ভল্ল দ্বারা বজ্রের ন্যায় দৃঢ় ও বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল গাণ্ডিবনিক্ষিপ্ত সেই সমস্ত নারাচকেই দুই ভাগে ও তিন ভাগে ছেদন করলেন। পরে অর্জুন অলৌকিক বাণসমূহ ও ক্ষুরপ্র দ্বারা বভ্রুবাহনের রথ থেকে স্বর্ণালংকৃত তালবৃক্ষের তুল্য ধ্বজটিকে ছিন্ন করে ফেললেন। তারপর অর্জুন যেন হাসতে হাসতে বভ্রুবাহনের রথের বিশাল ও মহাবেগশালী অশ্বগুলিকে সংহার করলেন। তখন রাজা বভ্রুবাহন রথ থেকে অবতীর্ণ হয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অবস্থায় পিতা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জুন পুত্রের বিক্রম দেখে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে অধিক পীড়ন করলেন না।

তখন বলবান বভ্রুবাহন পিতাকে বিমুখ মনে করে সর্পতুল্য বাণসমূহ দ্বারা পুনরায় তাঁকে পীড়ন করতে লাগলেন। বালচাঞ্চল্যবশত অতি তীক্ষ্ণ এবং সুপুঙ্খ একটি বাণ দ্বারা অর্জুনের হৃদয়ে গুরুতর বিদ্ধ করলেন। প্রজ্বলিত অগ্নির মতো তেজে উজ্জ্বল সেই বাণ অর্জুনের হৃদয় ভেদ করে প্রবেশ করল এবং অর্জুন গুরুতর ব্যথা অনুভব করতে লাগলেন। তারপর কৌরবনন্দন অর্জুন পুত্র কর্তৃক সেই বাণে বিদ্ধ ও মূর্ছিত হয়ে ভূতলে পতিত হলেন। কৌরবধুরন্ধর বীর অর্জুন ভূতলে পতিত হলে, বভ্রুবাহনও মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। কারণ, তিনি পূর্বে অর্জুন কর্তৃক বাণ দ্বারা অত্যন্ত বিদ্ধ হয়েছিলেন, পরে আবার যুদ্ধে পরিশ্রম করে এবং পিতাকে নিহত দেখে, ভূতল আলিঙ্গন করে রণস্থলে পতিত হলেন।

ভর্তাকে নিহত এবং পুত্রকে ভূতলে পতিত দেখে, পরিত্রস্তা হয়ে চিত্রাঙ্গদা রণাঙ্গনে প্রবেশ করলেন। চিত্রাঙ্গদা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে রোদন করতে থেকে অত্যন্ত কম্পিত কলেবরে নিহত পতিকে দর্শন করলেন। "উলূপী দেখো—তুমি দেখো। পতি ভূতলে পতিত হয়ে আছেন। তুমি এই পুত্রকে উৎসাহিত করে এর দ্বারা পতিকে বধ করে শোক করছ।

উলূপী আমার মনের কথা তুমি শোনো—এই বালক মৃত অবস্থায় ভূতলে পড়ে থাকুক কিন্তু রক্তনয়ন অর্জুন জীবনলাভ করুন। সুভগে পুরুষগণের বহুভার্যতা দূষণীয় নয়; কিন্তু স্ত্রীগণের বহুপতিব্রতা দোষই বটে। তুমি আমার স্বামীর মৃত্যু ঘটিয়ো না। কারণ, স্বয়ং বিধাতাই চিরকালীনভাবে ও অনশ্বররূপে নিজের অভীষ্ট এই নিয়ম করেছেন। সে যাই হোক, আমার পতির সঙ্গে তোমার সম্মেলন সত্য হোক। উলূপী তুমি পুত্র দ্বারা এই পতিকে বিনাশ করিয়ে আবার যদি আজ আমার পতিকে জীবিত না দেখাও, তা হলে আজ আমি জীবন ত্যাগ করব। আমি পতিপুত্রহীনা হয়ে অত্যন্ত দুঃখিতা হয়েছি। অতএব তোমার সাক্ষাতে এই রণস্থলেই আমি প্রায়োপবেশন করব, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।"

চিত্রবাহনতনয়া সপত্নী চিত্রাঙ্গদা উলূপীকে এই কথা বলে সেই স্থানেই প্রায়োপবেশন করে নীরব হলেন। চিত্রাঙ্গদা মৃত পতির চরণযুগল ধারণ করে নিশ্বাস ত্যাগ করে অচেতন পুত্রকে দর্শন করে শোকার্ত হলেন। এই সময়ে বভ্রুবাহন চৈতন্যলাভ করলেন। রণাঙ্গনে মাতাকে দেখে বভ্রুবাহন বললেন, "এর থেকে গুরুতর দুঃখ আর কী আছে। সুখে বৃদ্ধিপ্রাপ্তা আমার মাতা ভূতলে পতিত মৃত বীর পতিকে ধারণ করে আছেন। ইনি, যুদ্ধে শত্রুহন্তা সর্বশস্ত্রধারীশ্রেষ্ঠ সমরে আমা কর্তৃক নিহত, অসম্ভাব্য মৃত্যু স্বামীকে দর্শন করছেন। হায়! এই দেবীর হৃদয় অত্যন্ত দৃঢ়; যেহেতু বিশালবক্ষা ও মহাবাহু নিহত স্বামীকে দর্শন করতে থেকেও এঁর হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে না। আমি মনে করি, কাল অবস্থিত না হলে মানুষের মৃত্যুলাভ করা দুষ্কর, কেন না আমি ও আমার মাতা এখনও জীবিত রয়েছি। হায় হায়! আমি পুত্র হয়েও দেখে দেখে অস্ত্র দ্বারা পিতা অর্জুনকে বধ করেছি। তাঁর স্বর্ণময় কিরীট ভূতলে পড়ে আছে। হে ব্রাহ্মণগণ, আমি পুত্র হয়ে পিতাকে বধ করেছি, সেই বীর পিতা ভূতলে বীরশয্যায় শায়িত হয়ে আছেন। অশ্বানুগামী যে সকল ব্রাহ্মণ আমার প্রহার থেকে মুক্তি পেয়েছেন, তাঁরা এই বীরের শান্তির কী ব্যবস্থা করেছেন। ব্রাহ্মণগণ, আমি যুদ্ধে পিতাকে বধ করেছি বলে অত্যন্ত নৃশংস ও পাপাত্মা। আমার কীভাবে প্রায়শ্চিত্ত হবে, তা আপনারা বিশেষভাবে আদেশ করুন। পিতার চর্মদ্বারা দেহ আবৃত করে আমি দুষ্কর দ্বাদশবার্ষিক মহাব্রত করব। পিতার মস্তকের দুইদিকের দুই অংশ ধারণ করে আমার আজ এই প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। পিতৃহত্যা করায় আমার অন্য প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে না।

"নাগতনয়ে দেখুন, আমি আপনার ভর্তাকে বধ করেছি। আমি আজ যুদ্ধে অর্জুনকে বধ করে আপনার প্রিয়কার্য করেছি। কল্যাণী আজ আমি পিতার অবলম্বিত পথ অনুসরণ করব। কারণ আমি নিজে নিজেকে ধারণ করতে সমর্থ হচ্ছি না। আমি হৃদয় স্পর্শ করে সত্য বলছি যে, আমি ও গাণ্ডিবধন্বা মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় আপনি আজ সন্তুষ্ট হবেন।" এই বলে রাজা বভ্রুবাহন দুঃখে ও শোকে আহত হয়ে আচমন করে দুঃখবশতই আবার বললেন, "স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত প্রাণী শ্রবণ করুক, মা নাগশ্রেষ্ঠে আপনিও শ্রবণ করুন যে, আমি সত্যই বলছি। যদি আমার পিতা অর্জুন গাত্রোত্থান না করেন, তা হলে আমি এই রণস্থলে অনাহারে দেহ শুষ্ক করব। কারণ, পিতৃহত্যা করে সেই পাপ থেকে কোথাও গিয়ে আমি নিষ্কৃতি পাব না। পিতৃহত্যা পাপে লিপ্ত হয়ে আমি নিশ্চয়ই নরকে যাব। মানুষ বিনাযুদ্ধে বীর ক্ষত্রিয়কে বধ করে শত গোদান করলে সেই পাপ থেকে মুক্ত হয়। মহাতেজা, পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয় ধর্মাত্মা এবং

আমার পিতা। তাঁকে বধ করে আমি মুক্তি পাব কী করে?" মহামতি বভ্রুবাহন এই কথা বলে পুনরায় আচমন করে প্রায়োপবেশন করলেন।

মণিপুর অধিপতি বভ্রুবাহন মাতার সঙ্গে প্রায়োপবেশন করলে উলূপী সঞ্জীবন মণির স্মরণ করলেন। নাগগণের পরমাশ্রয় সেই মণিও তখনই সেখানে উপস্থিত হল। তখন উলূপী সেই মণি গ্রহণ করে সকল সৈন্যকে আনন্দিত করে বললেন, "পুত্র ওঠো, শোক কোরো না, তুমি জিষ্ণুকে (অর্জুনকে) জয় করনি। কারণ, ইনি মনুষ্যগণের এবং ইন্দ্রের সঙ্গে দেবগণেরও অজেয়। কিন্তু আমি আজ পুরুষশ্রেষ্ঠ ও যশস্বী তোমার পিতার প্রীতির জন্য এই 'মোহিনী' নাম্নী মায়া প্রয়োগ করেছি। কারণ, তোমার পিতা তোমার বল পরীক্ষার জন্যই বিপক্ষবীর হিসাবে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই কারণে, আমি তোমাকে যুদ্ধের জন্য প্রণোদিত করেছি। তোমার অনিষ্ট করার জন্য আমি এখানে আসিনি। পুত্র ইনি প্রাচীন, নিত্য, অচল ও মহাত্মা নরঋষি। সুতরাং স্বয়ং ইন্দ্রও যুদ্ধে একে জয় করতে সমর্থ হন না। নরনাথপুত্র, এই অলৌকিক মণি সর্বদা মৃত নাগগণকে সঞ্জীবিত করে। তুমি এই মণিটিকে পিতার বক্ষে স্থাপন করো। তা হলেই তুমি দেখতে পাবে পৃথানন্দন অর্জুন সঞ্জীবিত হয়েছেন।" উলূপী এই কথা বললে বভ্রুবাহন শ্রদ্ধার সঙ্গে পিতার বক্ষে মণিটি রাখলেন। সেই মণিটি বক্ষে স্থাপন করলে বীর ও প্রভাবশালী অর্জুন পুনরায় জীবিত হলেন এবং দীর্ঘকাল নিদ্রিতের মতো গাত্রোত্থান করে হস্ত দ্বারা রক্তবর্ণ নয়নযুগল মার্জনা করলেন। অর্জুন সুস্থ হয়ে গাত্রোত্থান করলে বভ্রুবাহন তাঁকে প্রণাম করলেন। অর্জুন পূর্বের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন হলে ইন্দ্র স্বর্গীয় পবিত্র পুষ্পবর্ষণ করলেন এবং চতুর্দিকে 'সাধু সাধু' এই ধ্বনি শুনতে পাওয়া গেল।

মহাবাহু অর্জুন গাত্রোত্থান করে পুত্র বভ্রুবাহনকে আলিঙ্গন করলেন ও তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করলেন। কিছু দূরে উলূপীর সঙ্গে শোকাকুলা চিত্রাঙ্গদাকে দেখে অর্জুন বভ্রুবাহনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "শত্রুহন্তা, এই রণস্থলকে একই সঙ্গে শোক, বিস্ময় ও আনন্দযুক্ত দেখছি কেন? তুমি যদি জানো, আমাকে কারণ বলো। তোমার জননী রণস্থলে কেন? নাগরাজতনয়া উলূপীই বা এখানে কেন এসেছেন? আমার আদেশেই তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করেছ। তাতে তোমার জননীদের এখানে আসার কারণ কী?" বভ্রুবাহন মাথা নিচু করে বললেন, "এই উলূপীকে জিজ্ঞাসা করুন।"

অর্জুন বললেন, "কুরুকুলানন্দকারিণী নাগনন্দিনী, তোমার এবং মণিপুর মাতার এই রণাঙ্গনে আগমন করবার প্রয়োজন কী ছিল? তুমি এই রাজার মঙ্গলাভিলাষ করতে এসেছ তো? তুমি আমার মঙ্গল কামনা করো তো? বিশাল নিতম্বে, প্রিয়দর্শনে, আমি বা এই বভ্রুবাহন তোমার কোনও অপ্রিয় আচরণ করিনি তো? চিত্রবাহনতনয়া, উত্তমাঙ্গনা ও তোমার সপত্নী চিত্রাঙ্গদা কোনও অপরাধ করেননি তো?" উলূপী হাস্যসহকারে বললেন, "আপনি, বভ্রুবাহন বা চিত্রাঙ্গদা আমার কাছে কোনও অন্যায় করেননি। আমি মাথা নিচু করে আপনাকে প্রসন্ন করছি, আমার উপরে ক্রোধ করবেন না। আমি যা করেছি, আপনার প্রীতির জন্যই করেছি। কারণ—

মহাভারতযুদ্ধে যত্ত্বয়া শান্তনবো নৃপঃ।
অধর্মেণ হতঃ পার্থ! তস্যৈষা নিষ্কৃতিঃ কৃতা ॥ আশ্বমেধিক : ১০৪ : ৮ ॥

"পৃথানন্দন আপনি কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে অধর্মপূর্বক ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে যে বধ করেছেন, সেই পাপেরই এই প্রায়শ্চিত্ত করলেন। বীর আপনি যুধ্যমান অবস্থায় ভীষ্মকে নিপাতিত করেননি। কিন্তু আপনি শিখণ্ডীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, তাঁকে অবলম্বন করেই ভীষ্মকে বধ করেছেন। আপনি সেই পাপের শাস্তি না করে যদি জীবন ত্যাগ করতেন, তা হলে সেই পাপের কর্মফলে নিশ্চয়ই নরকে পতিত হতেন। এখন বভ্রুবাহনের হাতে যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এ হল সে পাপেরই শাস্তি।

"মহামতি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ, পূর্বেই গঙ্গা ও বসুগণ আপনার এই পাপ কার্য শুনেছিলেন। বসুগণ এবং আমি এই ব্যাপার গঙ্গার কাছে বলেছিলাম। ভীষ্ম নিহত হলে বসুদেবগণ গঙ্গাতীরে এসে, স্নান করে মিলিত হয়ে গঙ্গার মত অনুসারে এই ভয়ংকর বাক্য সেই মহানদীকে বলেছিলেন, 'উত্তমাঙ্গনে! শান্তনুনন্দন এই ভীষ্ম রণস্থলে যুদ্ধ করছিলেন না, সেই অবস্থায় অর্জুন শিখণ্ডীকে সামনে রেখে তাঁকে বধ করেছে। অতএব আমরা এই কারণেই আজ অর্জুনকে অভিসম্পাত করব।' তখন গঙ্গাও বললেন, 'তাই হোক।' আমি পিতার গৃহে প্রবেশ করে পিতার কাছে সেই বৃত্তান্ত জানিয়ে দুঃখিত চিত্ত হয়ে রইলাম। আমার পিতাও সেই বৃত্তান্ত শুনে অত্যন্ত বিষণ্ণ হলেন। তারপর আমার পিতা বারবার বসুগণের কাছে আপনার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করলেন। তখন বসুগণ আমার পিতাকে বললেন, 'মহাভাগ! সেই অর্জুনের পুত্র মণিপুরাধিপতি যুবক বভ্রুবাহন রণস্থল থেকে বাণদ্বারা অর্জুনকে ভূতলে পাতিত করবেন। নাগরাজ, বভ্রুবাহন অর্জুনের এই অবস্থা করলে অর্জুন আমাদের শাপ থেকে মুক্ত হবেন—এখন আপনি যেতে পারেন।' যখন আমার পিতা আমাকে এই কথা বললেন, তখন আমি তা শুনে আপনাকে সেই শাপ থেকে মুক্ত করেছি। না হলে, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও যুদ্ধে আপনাকে পরাজিত করতে পারেন না। স্মৃতিশাস্ত্র পুত্রকে পিতৃস্বরূপ বলেছে, সেইজনাই আপনি পুত্র কর্তৃক পরাজিত হয়েছেন। আমার মতে পুত্র কর্তৃক পরাজয় দোষের নয়। আপনিই বা কী মনে কবেন?"

উলূপীর কথা শুনে প্রসন্ন চিত্তে অর্জুন বললেন, "দেবি তুমি যা করেছ, সেই সমস্তই আমার কাছে অত্যন্ত প্রীতিজনক হয়েছে।" এই বলে অর্জুন চিত্রাঙ্গদা, উলূপীর সম্মুখে মণিপুরাধিপতি পুত্র বভ্রুবাহনকে বললেন, "রাজা পরবর্তী চৈত্র পূর্ণিমাতে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ হবে। তুমি দুই মাতা ও মন্ত্রীবর্গের সঙ্গে সেই যজ্ঞে যাবে।" অর্জুনের কথা শুনে বুদ্ধিমান রাজা বভ্রুবাহন পিতাকে বললেন, "ধর্মজ্ঞ আমি আপনার আদেশে সেই মহাযজ্ঞ অশ্বমেধে যাব এবং দ্বি-জাতিগণের পরিবেষক হব। ধর্মজ্ঞ আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য দুই ভার্যার সঙ্গে আপনার এই পুরীতে প্রবেশ করুন। আপনি এই পুরীতে নিজগৃহে সুখে একরাত্রি বাস করে পুনরায় অশ্বের অনুগমন করবেন।"

পুত্র এই কথা বললে, কপিধ্বজ অর্জুন অল্প হেসে পুত্র বভ্রুবাহনকে বললেন, "বিশালনয়ন মহাবাহু, এ বিষয়ে তোমার গুরুতর আগ্রহ বুঝলাম; কিন্তু যেহেতু আমি কেবল এই অশ্বের অনুসরণব্রত গ্রহণ করেছি, সেইজন্য তোমার পুরীতে প্রবেশ করব না। নরশ্রেষ্ঠ,

এই যজ্ঞীয় অশ্ব ইচ্ছানুসারে বিচরণ করে থাকে। সে যাই হোক, তোমার মঙ্গল হোক—এ যাত্রায় আমি তোমার পুরীতে প্রবেশ করতে পারছি না।"

বভ্রুবাহন প্রণাম করলেন। দুই ভার্যার অনুমতি নিয়ে অর্জুন প্রস্থান করলেন।

এক মহাবৈশ্বিক পতনের ইঙ্গিত আমরা পেলাম। অর্জুনের মৃত্যু ঘটতে দেখলাম আমরা। তাও আপন পুত্র বভ্রুবাহনের কাছে। যে অর্জুনের কাছে রথী হিসাবেই বিবেচিত হতে পারে না, সেই মানুষের কাছে পরাজয় অর্জুনের জীবনে এই প্রথম। ইতোমধ্যে অর্জুন দু'বার মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। একবার, ধর্মের নিষেধ অমান্য করতে গিয়ে, অন্যবার দেবাদিদেব মহাদেবের বাহুবদ্ধ অবস্থায়, তাঁর বাহুর চাপে। কিন্তু সে দু'বারই দৈবী ঘটনার ফলে। মানুষের হাতে অর্জুনের পরাজয় এই প্রথম।

ব্যাসদেব এক সাংঘাতিক পরিণাম পাঠকের জন্য রেখে গেলেন। পার্থিব জীবনের কৃতকর্মের দায় পার্থিব জীবনেই পরিশোধ করে যেতে হবে। ভীষ্মের নিধন অর্জুন ঘটিয়েছিলেন শিখণ্ডীকে সামনে রেখে। ভীষ্ম শিখণ্ডীকে আঘাত করবেন না জেনে। প্রতিপক্ষের প্রত্যাঘাতের সুযোগ না দিয়ে। অথচ সঞ্জয়কে অর্জুন বলেছিলেন সদর্পে—"আমি রণক্ষেত্রে প্রথমেই ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মকে বধ করব।" বধ করেছিলেন—কিন্তু ভীষ্ম যখন প্রতিকারহীন অবস্থায়। এই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত অর্জুনকে করতেই হত। বিশেষত ভীষ্ম অর্জুনকে চরাচরের শ্রেষ্ঠ অতিরথ বলে বিশ্বাস করতেন। পুত্রের হাতে মৃত্যুতে অর্জুনের প্রায়শ্চিত্ত হল। পুত্র আত্মস্বরূপ। অথাৎ অর্জুনকে আত্মহত্যাই করতে হল। পৃথিবী থেকে যাবার আগে অর্জুনের প্রত্যক্ষ ঋণ শোধ হল। পরোক্ষ ঋণ এখনও বাকি, তাও শোধ করতে হবে যথাসময়ে।

অর্জুনের জীবনের সব ক'টি নারীই অসামান্য। দ্রৌপদী, সুভদ্রা তো বটেই—উলূপী, চিত্রাঙ্গদাও সামান্যা নারী নন। মহাভারতের চিত্রাঙ্গদা আর রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা এক ব্যক্তিত্ব নয়। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা সুন্দরী নন, বীরনারী। ব্যাসদেবের চিত্রাঙ্গদা অপূর্ব রূপসী, মহাভারতে তাঁর বীরত্বের কাহিনি বর্ণিত হয়নি। কিন্তু তিনি অর্জুনকে ভালবেসেছিলেন। অর্জুনের মৃত্যুতে প্রায়োপবেশনে বসেছিলেন। বলেছিলেন, তার পুত্র ভূতলে পতিত থাক, স্বামী জীবিত হয়ে উঠুন। অসামান্য নারী উলূপীও। তিনি অর্জুনের বিবাহিতা নন, কিন্তু অর্জুনের সন্তানের জননী। পুত্র ইরাবান যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। তা নিয়ে কোনও হাহাকার উলূপী করেননি। তিনি অর্জুনের হিত চেয়েছিলেন, অমঙ্গল, অকল্যাণ দূর করতে চেয়েছিলেন। অর্জুনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। ক্ষমতায় উলূপী চিত্রাঙ্গদা, সুভদ্রার থেকে অধিক শক্তিশালিনী ছিলেন। ভীষ্মবধের পাপ থেকে তিনি অর্জুনকে রক্ষা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদা চরিত্রে পরিবর্তন করেছিলেন। তাতে চরিত্রটি অসাধারণ হয়েছে। কিন্তু ব্যাসদেবের চিত্রাঙ্গদা জীবপুত্রিকা। মিলনের পর শ্রবণ অনুরাগই তাঁর সম্বল। অবশ্য স্বামীপ্রদত্ত সন্তান তাঁর কাছে ছিল।

৯৬

ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর মৃত্যু

যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের রাজ সিংহাসনে বসার পর পনেরো বছর অতিক্রান্ত হল। যুধিষ্ঠিরের সেবায় ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী পুত্রশোক বিস্মৃত হয়েছিলেন। যুধিষ্ঠিরের আদেশে প্রজারা ধৃতরাষ্ট্রকে দেবতার মতো সম্মান করত। শুধু ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের অনুপস্থিতিতে ধৃতরাষ্ট্রকে অসম্মানকর কথা বলতেন। পনেরো বৎসর অতিক্রান্ত হলে ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী-কুন্তী-বিদুর-সঞ্জয় বানপ্রস্থ গ্রহণ করলেন। এক বছর পরে যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের নিয়ে বনে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী-কুন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছেন। এরও পরে দু'বছর কেটে গেছে। একদিন দেবর্ষি নারদ ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে যুধিষ্ঠিরের কাছে উপস্থিত হলেন।

নারদ উপবেশন ও বিশ্রাম করলে, মহাবাহু ও বাগ্মীশ্রেষ্ঠ কুরুরাজ যুধিষ্ঠির তাঁকে প্রণাম করে বললেন, "ভগবন্! দীর্ঘকাল আপনাকে উপস্থিত দেখিনি। আপনার কি কোনও অমঙ্গল ঘটেছিল? আপনি কোন কোন দেশ দেখে এলেন এবং আপনার কী কার্য করব বলুন। আপনি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; আপনি আমাদের অতি প্রিয় অতিথি।" নারদ বললেন, "রাজা আমি তোমাকে দীর্ঘকাল পরে দেখলাম, একথা সত্য। আমি এখন ধৃতরাষ্ট্রের তপোবন থেকে আসছি এবং পথে অনেক তীর্থ এবং গঙ্গা দর্শন করেছি।" যুধিষ্ঠির বললেন, "গঙ্গাতীরবাসী লোকেরা আমার কাছে বলে যে, মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র এখন পরম তপস্যা অবলম্বন করেছেন। আপনি সেই তপোবনে কৌরবশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও সূতপুত্র সঞ্জয়কে কুশলী দেখেছেন তো? ভগবন্ আপনি যদি ধৃতরাষ্ট্রকে দেখে থাকেন, তবে আমি শুনতে চাই যে, আমার জ্যেষ্ঠতাত সেই রাজা এখন কেমন আছেন?"

নারদ বললেন, "মহারাজ আমি সেই তপোবনে যেমন শুনেছি এবং যেমন দেখছি, তুমি স্থির হয়ে সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করো। তোমরা তপোবন থেকে চলে এলে, তোমার জ্যেষ্ঠতাত জ্ঞানী রাজা ধৃতরাষ্ট্র কুরুক্ষেত্র থেকে গঙ্গাদ্বারে গিয়েছিলেন। তখন গান্ধারী, বধূ কুন্তী ও সূতপুত্র সঞ্জয় তাঁর সঙ্গে ছিলেন এবং যাজকেরা অগ্নিহোত্র নিয়ে তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। তপোধন তোমার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ক্রমে তীব্র তপস্যা অবলম্বন করলেন অর্থাৎ তখন তিনি বায়ুমাত্র ভক্ষণ করতে থেকে মুখের ভিতরে একটি গুলিকা রেখে মুনি হলেন। এইভাবে তিনি মহাতপা হলে, অন্য মুনিরা সকলেই তাঁর সম্মান করতে লাগলেন। এইভাবে তিনি অস্থিচর্মমাত্র সার হয়ে ছ'মাস যাবৎ থাকলেন। ভরতনন্দন সেই সময়ে জলমাত্র পান করে, কুন্তী একমাস যাবৎ উপবাসিনী থেকে এবং সঞ্জয় দু'দিন উপবাসের পর তৃতীয় দিন রাত্রে ভোজন করে জীবনধারণ করতে

লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্র সেই বনে কখনও দৃষ্টিগোচর থাকতেন, কখনও বা স্থানান্তরে অদৃশ্য হতেন। এই অবস্থায় যাজকেরা যথাবিধানে অগ্নিতে হোম করতেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র গৃহে বাস করতেন না, তিনি বনে থাকতেন এবং কুন্তী, গান্ধারী ও সঞ্জয়—এঁরাও তাঁর অনুসরণ করতেন। সঞ্জয় সমতল বা অসমতল ভূমিতে ধৃতরাষ্ট্রকে নিয়ে যেতেন, আর অনিন্দিতা কুন্তী গান্ধারীর চোখ ছিলেন। তারপর কোনও সময়ে জ্ঞানী ও রাজশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র, গঙ্গা স্নান করে আশ্রমের অভিমুখ হয়ে গঙ্গার তীর দিয়ে যাচ্ছিলেন, সে সময় বায়ুও উঠল, বিশাল দাবাগ্নি জন্ম নিল এবং সেই দাবাগ্নি সকল দিক ব্যাপ্ত করে সেই সমগ্র বনটি দগ্ধ করতে লাগল। ক্রমে হরিণগণ ও সর্পগণ সকলদিকে দগ্ধ হতে লাগলে, শূকরগণ জলাশয় আশ্রয় করে থাকলে এবং সেই বন জ্বলে উঠলে, তাঁদের গুরুতর বিপদ উপস্থিত হল। তখন আহার করেন না বলে ধৃতরাষ্ট্রের দৈহিক শক্তি ও দ্রুত চলার শক্তি একেবারে কমে গিয়েছিল বলে তিনি দ্রুত সরে যেতে অসমর্থ হলেন এবং তোমার মাতারা দু'জনে (কুন্তী এবং গান্ধারী) অত্যন্ত কৃশ দেহ বলে দ্রুত অপসরণ করতে পারেননি। তারপর অগ্নি দ্রুত কাছে আসছে বুঝে বিজয়ীশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র সূতপুত্র সঞ্জয়কে বললেন, 'সঞ্জয় যে স্থানে অগ্নি তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না, সেই স্থানে দ্রুত সরে যাও। আমরা এই স্থানে থেকে অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে পরম গতি লাভ করব।' তখন বাগ্মীশ্রেষ্ঠ সঞ্জয় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, 'রাজা এই বৃথাগ্নি দ্বারা আপনার মৃত্যু কারও অভিপ্রেত হতে পারে না। অথচ এই দাবাগ্নি থেকে আমাদের মুক্তির বিষয়ে কোনও উপায়ও দেখছি না। আপনি এখন আমাদের যা কর্তব্য, আদেশ করুন।' ধৃতরাষ্ট্র আবার সঞ্জয়কে বললেন, 'আমরা গৃহ থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছি। সুতরাং এই মৃত্যু আমাদের অনভিপ্রেত নয়। কারণ, জল, অগ্নি, বায়ু অথবা নিজেই প্রাণ আকর্ষণ—এগুলি তপস্বীগণেরও মৃত্যুর পক্ষে অতি প্রশস্ত; অতএব সঞ্জয় তুমি চলে যাও, বিলম্ব কোরো না।'

"সঞ্জয়কে এই কথা বলে তখনই ধৃতরাষ্ট্র ইষ্টদেবতার উপরে মন স্থাপন করলেন। গান্ধারী ও কুন্তীও ধৃতরাষ্ট্রের মতো পূর্বমুখ হয়ে উপবেশন করলেন। বুদ্ধিমান সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে সেই অবস্থায় দেখে প্রদক্ষিণ করলেন এবং তাঁকে বললেন, 'রাজা আপনি ইষ্টদেবতার সঙ্গে আত্মসংযোগ করুন।' বেদব্যাসের পুত্র জ্ঞানী ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের সেই বাক্য রক্ষা করলেন এবং তখনই ইন্দ্রিয়সমূহকে নিরুদ্ধ করে ধ্যানস্থ হয়ে কাঠের মতো হলেন। এই সময়েই মহাভাগা গান্ধারী ও তোমার জননী কুন্তী দাবাগ্নিকর্তৃক সংশ্লিষ্ট হলেন এবং তোমার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রও দাবাগ্নিগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধানমন্ত্রী সঞ্জয় সেই দাবাগ্নি থেকে মুক্ত হয়েছেন। গঙ্গাতীরে তপস্বীগণের সঙ্গে আমি তাঁকে দেখেছি। তেজস্বী ও বুদ্ধিমান সঞ্জয় সেই তপস্বীগণের কাছে এই সমস্ত বৃত্তান্ত বলে এবং তাঁদের অনুমতি নিয়ে হিমালয় পর্বতে চলে গিয়েছেন।"

এবং স নিধনং প্রাপ্তঃ কুরুরাজো মহামনাঃ।
গান্ধারী চ পৃথা চৈব জনন্যৌ তে বিশাংপতে ॥ আশ্রমবাসিক : ৪০ : ৩৪ ॥

"নরনাথ, মহামনা কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং তোমার জননী কুন্তী—এঁরা এইভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন।"

"ভরতশ্রেষ্ঠ আমি ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে পথে যেতে যেতে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর প্রায় দগ্ধ শরীরগুলি দেখেছি। এইভাবে অগ্নি সংযোগের ফলে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে; সুতরাং তাঁদের মৃত্যুর জন্য তোমাদের শোক করা উচিত নয়।"

ধৃতরাষ্ট্রের এই মহাপ্রস্থানের কথা শুনে পাণ্ডবেরা গুরুতর শোকার্ত হলেন। অন্তঃপুরস্থিত নারীগণের ও পুরবাসীগণের বিশাল ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হল। 'ধিক ধিক' বলে রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দুঃখিত ও ঊর্ধ্ববাহু হয়ে মাতাকে স্মরণ করতে লাগলেন। ভীম প্রভৃতি মাতার গুণ বর্ণনা করে কাঁদতে লাগলেন। অন্তঃপুরের হাহাকার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। ধৈর্যগুণে যুধিষ্ঠির অশ্রুজল নিরুদ্ধ করে বলতে লাগলেন, "আমাদের মতো বন্ধু থাকতেও ভীষণ তপস্যাকারী ধৃতরাষ্ট্রের মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক। বাহুবলশালী একশত পুত্রের পিতা ধৃতরাষ্ট্র অনাথের মতো মৃত্যুবরণ করলেন! উত্তম নারীগণ তালবৃন্ত দ্বারা যাঁকে ব্যজন করত, দাবানলে দগ্ধ সেই ধৃতরাষ্ট্রকে এখন গৃধ্রগণ পক্ষদ্বারা ব্যজন করছে। পূর্বে সূতমাগধগণ যাঁকে নিদ্রা থেকে জাগাত, এখন রাজা হয়েও তিনি ভূতলে শায়িত, আর গৃধ্র কাকগণ তাঁকে আকর্ষণ করছে। কিন্তু আমি হতপুত্রা গান্ধারীর জন্য শোক করি না। কারণ, তিনি পতিব্রতার নিয়মে থেকে পতিলোকই লাভ করবেন। তবে কুন্তীর জন্য শোক করি। তিনি উন্নতিশীল, অতিবিশাল ও উজ্জ্বল পুত্রৈশ্বর্য ত্যাগ করে বনবাসের ইচ্ছা করেছিলেন। আর যেহেতু আমরা মাতার এইরূপ মৃত্যুতেও মৃতপ্রায় হয়ে জীবিত আছি, সেইহেতু আমাদের এই রাজ্য, বল, বিক্রম ও ক্ষত্রিয়ধর্মে ধিক। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ নারদ, কালের গতি অতি দুর্জ্ঞেয়। যেহেতু মাতা কুন্তী রাজ্য পরিত্যাগ করে বনবাস কামনা করেছিলেন, যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনের জননী হয়েও তিনি অনাথার মতো দগ্ধ হলেন, এ চিন্তায় আমি মোহিত হচ্ছি। অর্জুন খাণ্ডবদাহকালে অগ্নিকে অনর্থক সন্তুষ্ট করেছিলেন। সেই অগ্নি, অপকার স্মরণ না রেখে, এই উপকার করে কৃতঘ্ন হয়েছেন, এই আমার ধারণা। ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে ভিক্ষার্থী হয়ে তিনি অর্জুনের কাছে এসেছিলেন, সেই ভগবান অগ্নি ভিক্ষাদাতা অর্জুনের মাতাকে দগ্ধ করেছেন, তাই তিনি কৃতঘ্ন। সেই অগ্নিকে ধিক এবং অর্জুনের কাছে সেই প্রতিজ্ঞাকেও ধিক। সে যাই হোক, আর একটি বিষয় আমার কাছে অত্যন্ত কষ্টজনক বলে মনে হচ্ছে। পৃথিবীপতি, তপস্বী ও রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্রের অন্তিমকালে অমন্ত্রপূত অগ্নির সঙ্গে সংযোগ হয়েছে। যিনি চিরকাল ক্ষত্রিয়ধর্মে ও সৎকার্যে নিরত ছিলেন এবং পৃথিবীর শাসক ছিলেন, তাঁর এভাবে মৃত্যু হল কেন?

"হায়! তপোবনে তাঁর মন্ত্রপূত অগ্নি থাকতে, আমার সেই জ্যেষ্ঠতাত বৃথাগ্নি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন? আমি মনে করি—কৃশা ও শিরাব্যাপ্তশরীরা কুন্তী দেবী সেই মহাভয়কালে কাঁপতে থেকে 'হা বৎস! যুধিষ্ঠির' এই বলে আমাকে ডাকছিলেন। 'ভীম আমাকে ভয় থেকে পরিত্রাণ করো' এই কথা উচ্চ স্বরে বলেছিলেন, এমন সময়ে দাবাগ্নি এসে আমার মাতৃদেবীকে সকল দিক থেকে বেষ্টন করেছিল! সব পুত্রের মধ্যে সহদেবকেই তিনি বেশি ভালবাসতেন। সেই বীর সহদেবও তাঁকে অগ্নি থেকে মুক্ত করতে পারেননি।"

যুধিষ্ঠিরের সেই বিলাপ শুনে ও পাণ্ডবদের রোদনের মধ্যেই নারদ বললেন, "নরনাথ আমি যা শুনেছি, তাতে সেই ধৃতরাষ্ট্র বৃথাগ্নি কর্তৃক দগ্ধ হননি। সুতরাং তাঁর জন্য শোক করা উচিত নয়। কারণ, জ্ঞানী ও বায়ুমাত্রভোজী ধৃতরাষ্ট্র বনে প্রবেশ করার সময়ে যাজকগণ দ্বারা

যজ্ঞ করিয়ে সেই অগ্নি পরিত্যাগ করেছিলেন, আমি এ সংবাদ শুনেছি। যাজকেরা সেই প্রজ্বলিত অগ্নি নির্জন বনে নিক্ষেপ করে ইচ্ছানুসারে চলে গিয়েছিলেন। তারপর অগ্নি সেই বনে বৃদ্ধি পেয়েছিল; সুতরাং সেই অগ্নিতেই বন প্রজ্বলিত হয়েছিল, তপস্বীরা আমার কাছে এই কথা বলেছেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র সেই স্বকীয় অগ্নি কর্তৃকই সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন। তিনি পরমগতি লাভ করেছেন, তাঁর জন্য শোক কোরো না। আর তোমার জননী কুন্তীও গুরুশুশ্রূষা করতে থেকে উত্তম সিদ্ধি লাভ করেছেন, এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। রাজশ্রেষ্ঠ, তুমি সকল ভ্রাতার সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁদের তর্পণ প্রভৃতি করতে পারো, এখন তাই করো।"

তারপর পাণ্ডব ধুরন্ধর যুধিষ্ঠির, ভ্রাতৃগণ ও ভার্যাগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজধানী থেকে নির্গত হয়ে গঙ্গায় গমন, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর উদ্দেশে জলদান (তর্পণ) করলেন এবং সেই অশৌচের কাল নগরের বাইরেই কাটালেন।

ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর মৃত্যু হল। ব্যাসদেবের কুরূপ দেখে অপরূপ রূপসী অম্বিকা চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলেন। ব্যাস সত্যবতীকে বলেছিলেন যে, মায়ের দোষে এ পুত্র জন্মান্ধ হবে কিন্তু অযুত হস্তীর বলশালী হবে। হয়েছিলও তাই। কিন্তু কুরুবংশে বিকলাঙ্গ সিংহাসনে বসার অধিকারী হন না। তাই জ্যেষ্ঠ হয়েও ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনে বসতে পারেনি। কনিষ্ঠ পাণ্ডু সিংহাসনের অধিকারী হলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতার এই ব্যাপারে চিত্তক্ষোভ আছে, পাণ্ডু তা জানতেন। তাই দুই স্ত্রী কুন্তী ও মাদ্রীকে নিয়ে তিনি মৃগয়ায় গেলেন, আর হস্তিনাপুরে ফিরলেন না। ধৃতরাষ্ট্রই সম্রাটের মতো সিংহাসনে আরূঢ় হয়ে রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন।

পুত্র জন্মের ব্যাপারেও ভাগ্য ধৃতরাষ্ট্রের প্রতিকূলতা করল। প্রথমেই জন্ম হল পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠিরের। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধন এক বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করলেন। নিয়তির এই পরিহাস পিতা ধৃতরাষ্ট্র অথবা পুত্র দুর্যোধন মেনে নিতে পারেননি। দুর্যোধন আবাল্য পাণ্ডবদের ধ্বংস করতে চেয়েছেন—ধৃতরাষ্ট্র নির্বিকার থেকেছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের মৃত্যু ঘটল। যুধিষ্ঠির সিংহাসনে বসলেন। ধৃতরাষ্ট্রকে যুধিষ্ঠিরের আশ্রয়েই বাস করতে হল। নম্র, শ্রদ্ধাশীল, বিনয়ী যুধিষ্ঠির পরম যত্নে ধৃতরাষ্ট্রকে রেখেছিলেন। এত শ্রদ্ধা ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের কাছ থেকেও পাননি। যুধিষ্ঠিরের আশ্রয়ে ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত প্রসন্ন পরিতৃপ্তিতে কাটিয়েছিলেন। পনেরো বছর যুধিষ্ঠিরের কাছে কাটাবার পর ধৃতরাষ্ট্র বনবাসী হলেন। এরপর তপোবন ছেড়ে সন্ন্যাসীর মতো বনে বনে কঠোর তপস্যা করে কাটালেন। তিন বছর পরে আপন যাজকদের পরিত্যক্ত অগ্নিতে দাবানলে তিনি ভস্মীভূত হলেন। জন্মান্ধ কিন্তু অমিতবীর্য, ঈর্ষাবিষেই তিনি স্নেহান্ধ ছিলেন, তাঁর ঈর্ষার আগুনেই কুরুবংশ ধ্বংস হয়েছিল। তিনি এতখানি শক্তির অধিকারী ছিলেন যে বাহুবদ্ধ অবস্থায় লৌহভীম মূর্তি চূর্ণ করেছিলেন। সেই শক্তিধর, দাবানল ছড়িয়ে পড়ছে দেখেও সরে

যেতে পারেননি, সে শক্তিও অবশিষ্ট ছিল না। কালাগ্নি জন্মান্ধ, ঈর্ষান্ধ, স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে অতি অসহায় অবস্থায় গ্রহণ করল।

গান্ধারীর মৃত্যু পতিব্রতা নারীর মৃত্যু। স্বামীর সঙ্গে তিনিও তপস্যা করছিলেন। অগ্নির আক্রমণ বোঝার অবস্থা তাঁর ছিল না। তিনি ছিলেন চক্ষু বস্ত্রাবৃতা। স্বামী যে অগ্নিতে দগ্ধ হয়েছিলেন, সেই অগ্নিতেই দগ্ধ হয়েছিলেন পতিব্রতা গান্ধারী।

কুন্তী। সম্রাজ্ঞী কুন্তী! যাঁর পুত্রেরা ভারতবর্ষের সিংহাসনে আরূঢ়। কুন্তীর জীবনে জল আর আগুনের সম্পর্ক বড় বিচিত্র। অগ্নি (সূর্যদেবই আকাশে অগ্নি) সূর্যরূপে তাঁকে দিয়েছিলেন প্রথম সন্তান। সন্তানের পিতার আদেশেই তাকে জলে বিসর্জন দিতে হয়েছিল কুন্তীকে। আর জল বা বরুণদেব! তাঁর অধিপতি স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র। তিনি মেঘবাহন। কুন্তীর গর্ভে তিনি জন্ম দিয়েছিলেন অর্জুনের। কাজেই কুন্তীর জীবনে জল আর আগুনের সম্পর্ক ছিল অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সংসারে নিজস্ব বলতে কেউ ছিল না। কুন্তীর ছিল। বিধবা হলেও পুত্র, পুত্রবধূ নিয়ে তাঁর ভরা সংসার ছিল। তাই তাঁর বনবাস পঞ্চপাণ্ডব মেনে নিতে পারেননি। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন যে, যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয়ের পুত্র, নিজস্ব রাজ্যের অধিকারী। তাই শত্রুদের পরাজিত করে নিজ রাজ্য তাঁদের উদ্ধার করতেই হবে। বিধবা হলেও কুন্তীর ব্যক্তিত্ব, দৃঢ়তা ও মনস্বিতা ছিল অত্যন্ত প্রখর। পুত্রদের বিজয়ী দেখা তাঁর দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে, তাই তিনি পুত্রদের উত্তেজিত করেছেন। পুত্রেরা বিজয়ী হয়ে নিজের স্থান ফিরে পেলে তাঁর সেই দায়িত্ব শেষ হয়েছিল। তখন বধূ হিসাবে তাঁর দায়িত্ব ছিল ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী—দুই অন্ধের সেবা করা। তিনি সে দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হয়েছিলেন।

অগ্নি যাঁর কাছে সবথেকে বেশি সাহায্য পেয়েছিলেন, অগ্নিদেব সেই অর্জুনের মাতাকে দগ্ধ করলে যুধিষ্ঠির ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু শল্যপর্ব শেষ হবার পর কৃষ্ণ রথ থেকে নেমে যেতেই অগ্নিপ্রদত্ত দেবদত্ত রথ ভস্মীভূত হয়েছিল। অগ্নি পার্থিব কার্যের জন্য অর্জুনকে যা যা ঋণ দিয়েছিলেন, তা একটি একটি করে ফিরিয়ে নিচ্ছেন। এ দুয়ের সম্পর্ক যুধিষ্ঠির পরে বুঝেছিলেন, অর্জুন বোঝেননি।

কর্ণ দ্রৌপদীকে রাজসভায় 'বেশ্যা' বলে গালি দিয়েছিলেন, সে বিচারে কর্ণও 'বেশ্যাপুত্র'। কারণ তাঁর জননীও পাঁচজন্য পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছিলেন। এ বিচারে মুনি ঋষিরা তাঁদের কর্ণের দৃষ্টিতে দেখেননি, তাই তাঁরা গোটা ভারতবর্ষে প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার অন্তর্গত হয়ে আছেন।

মহাভারত-চর্চাকারেরা কেউ কর্ণকে দুর্বাসার সন্তান চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, কেউ বা বিদুরকে যুধিষ্ঠিরের পিতা ঘোষণা করেছেন। এঁরা ভুলে গিয়েছেন, ধ্যানযোগে দুর্বাসা দেখেছিলেন, মানবের ঔরসে কুন্তীর সন্তান হবে না, তাই অভিকর্ষণ মন্ত্র দিয়েছিলেন। দুর্বাসা অথবা বিদুর—উভয়েই মানব ছিলেন, তাই কুন্তীর সন্তানের পিতা হওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

৯৭

যদুবংশ ধ্বংস

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ছত্রিশ বছর পরে একদিন তপস্বী বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ দ্বারকানগর পরিদর্শন করার জন্য এসেছিলেন। তখন সারণ প্রভৃতি বীরগণ তাঁদের দর্শন করলেন। তাঁরা কৃষ্ণের অপূর্ব রূপবান পুত্র শাম্বকে স্ত্রীলোকের মতো সাজিয়ে, তাঁকে অগ্রবর্তী করে, বিশ্বামিত্র প্রভৃতির কাছে দৈবদণ্ড নিপীড়িত হয়ে বললেন, "ঋষিগণ, এটি পুত্রাভিলাষী অমিততেজা বভ্রুর স্ত্রী; অতএব আপনারা ভালভাবে ধ্যানে জেনে বলুন দেখি, এ কী সন্তান প্রসব করবে?"

সারণ প্রভৃতি এই প্রশ্ন করলে প্রতারণার কারণে অত্যন্ত অপমানিত হয়ে ঋষিরা বললেন, "কৃষ্ণের পুত্র এই শাম্ব যদুবংশ ধ্বংসের জন্য ভয়ংকর লৌহময় একটি মুসল প্রসব করবে। যে মুসল দ্বারা অতিদুর্বৃত্ত ও নৃশংস তোমরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে রাম ও কৃষ্ণ ছাড়া সমগ্র যদুবংশকে ধ্বংস করবে। তারপর শ্রীমান বলরাম দেহত্যাগ করে সমুদ্রে প্রবেশ করবেন এবং জর নামক একটি ব্যাধ ভূতলে শায়িত মহাত্মা কৃষ্ণকে বাণ দ্বারা বিদীর্ণ করবে।" ক্রুদ্ধ মুনিরা এই কথা বলে যেমন এসেছিলেন, তেমনই চলে গেলেন। এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করে মুনিগণের প্রভাবাভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান কৃষ্ণ তখন সেই যদুবংশীয়দের বললেন, "এইভাবেই যদুবংশের ধ্বংস হবে।" এই বলে কৃষ্ণ নগরমধ্যে প্রবেশ করলেন।

কৃষ্ণ জগদীশ্বর হয়েও দৈব নিবন্ধন সেই শাপের অন্যথা করতে ইচ্ছা করেননি। সুতরাং সেই রাত্রি প্রভাত হলেই সেই মুনির শাপবশত শাম্ব একটি মুসল প্রসব করলেন। এই মুসল বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের পুরুষগণকে ভস্ম করেছিল। শাম্ব বৃষ্ণিবংশ ও অন্ধকবংশ বিনাশের জন্য যমদূতের তুল্য মহাভয়ংকর সেই মুসল প্রসব করলেন। তখনই সেখানকার লোকেরা গিয়ে রাজা উগ্রসেনের কাছে সেই বৃত্তান্ত জানাল। তিনিও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ভৃত্যগণ দ্বারা পাথরে ঘষে ঘষে সেই লৌহমুসলটাকে চূর্ণ করে ফেললেন এবং বহু লোককে দিয়ে সেই চূর্ণগুলি নিয়ে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করলেন। পরে মহাত্মা আহুক, কৃষ্ণ, রাম, বভ্রুর আদেশক্রমে নগরে ঘোষণা করা হল, "আজ থেকে সমস্ত বৃষ্ণিবংশ ও অন্ধকবংশের নগরবাসী সকল লোক সুরাপান করতে পারবে না। যে লোক আমাদের অজ্ঞাতভাবে কোথাও সুরাপান করবে, সেই লোক নিজে সুরাপান করেও বান্ধবগণের সঙ্গে জীবিত অবস্থাতেই শূলে আরোহণ করবে।" তারপর নগরবাসী সমস্ত লোক সেই মহাত্মা রাজার শাসন জেনে তাঁর ভয়ে সুরাপান না করারই নিয়ম করল।

অন্ধক ও বৃষ্ণিগণ বিপদ নিবৃত্তির জন্য এইভাবে চেষ্টা করতে থাকলেও, কাল সর্বদাই তাদের সকলের গৃহে বিরাজ করতে থাকল। ভীষণ, বিকট, মুণ্ডিতমস্তক ও কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ একটি পুরুষ বৃষ্ণিগণের গৃহ পরিবেষ্টন করে বেড়াত। কখনও তাঁকে দেখা যেত না, আবার কখনও দেখা গেলেও মহাধনুর্ধর বৃষ্ণিবংশীয়েরা শত শত বাণক্ষেপেও তাঁকে বিদ্ধ করতে পারত না। প্রতিদিন ভীষণ ও লোমহর্ষণ মহাবেগশালী বহুতর বায়ু এসে বৃষ্ণি ও অন্ধকদের গৃহে আবির্ভূত হতে লাগল। রাজপথে বিশাল বিশাল মূষিক বিচরণ করতে লাগল। সেগুলি দংশন করে মণিরত্ন সকল বিকৃত করতে লাগল। রাত্রিতে সেগুলি ঘুমন্ত মানুষের কেশ ও নখ ভক্ষণ করতে লাগল। শারিকাপক্ষিণীরা বৃষ্ণিগণের গৃহে 'চীচীকুচী' শব্দ করতে থাকল। দিন বা রাত কোনও সময়েই সেই শব্দ থামত না। সারস পাখিরা পেঁচার ডাক অনুসরণ করতে লাগল। ছাগেরা শৃগালের ডাক অনুকরণ করতে লাগল। শ্বেতবর্ণ ও রক্তচরণ কপোত পক্ষীগণ কালপ্রেরিত হয়ে তখন বৃষ্ণিগণ ও অন্ধকগণের গৃহে বিচরণ করতে লাগল। গোরুর গর্ভে গর্দভ, অশ্বতরীর গর্ভে হস্তীশাবক, কুক্কুরীর গর্ভে বিড়াল এবং বেজির গর্ভে মূষিক জন্ম নিতে লাগল।

সেই সময়ে বৃষ্ণিবংশীয়েরা পাপকার্য করেও লজ্জিত হত না এবং ব্রাহ্মণগণ, পিতৃগণ, দেবগণের উপরেও বিদ্বেষ করতে লাগল। তারা গুরুজনদের অবজ্ঞা করতে লাগল। বলরাম বা কৃষ্ণের আচরণে কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না কিন্তু বৃষ্ণিবংশীয় অন্য পুরুষেরা বিপথগামী হলেন। ভার্যারা ভর্তাদের এবং ভর্তারা ভার্যাদের অতিক্রম করতে ও লঙ্ঘন করতে থাকলেন। অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে নীলবর্ণ, রক্তবর্ণ ও গৈরিকবর্ণ শিখা বিস্তার করে বামাবর্তে পৃথক পৃথক ভাবে ঘুরতে লাগল। পুরুষেরা প্রত্যহ সেই দ্বারকানগরীতে উদয় ও অস্তকালে সূর্যকে কবন্ধ পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখতে লাগল। পরিচ্ছন্ন পাকশালায় অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন অন্নব্যঞ্জন ভোজন করার সময় মানুষ তাতে হাজার হাজার কৃমি দেখতে লাগল। পুণ্যাহ বচনের সময়ে কিংবা মহাত্মাদের জপের কালে বহুলোকের পদশব্দ শুনতে পেত কিন্তু কাউকেই কখনও দেখা যেত না। সকলে দেখত যে, আকাশে গ্রহগণ বারবার নক্ষত্রকে পরস্পর আঘাত করছে; কিন্তু মানুষ নিজের জন্মনক্ষত্রকে কোনও প্রকারেই দেখতে পেত না। বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের গৃহে পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি হলেই সকলদিকে ভীষণ শব্দকারী গদর্ভগণ ডাকতে থাকত। ত্রয়োদশী তিথি অমাবস্যা তিথি হয়েছে—কালের এরূপ ব্যতিক্রম দেখে এবং পূর্ববর্তী উৎপাতসকল দর্শন করে, কৃষ্ণ এই কথা বললেন—

> চতুর্দশী পঞ্চদশী কৃতেয়ং রাহুণা পুনঃ।
> প্রাপ্তে বৈ ভারতে যুদ্ধে প্রাপ্তা চাদ্য ক্ষয়ায় নঃ ॥ মুসল : ২ . ১৯ ॥

"কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ উপস্থিত হলে রাহু এই চতুর্দশী তিথিকে পঞ্চদশী করেছিল অর্থাৎ চতুর্দশী তিথিতে চন্দ্র ও সূর্যের গ্রহণ করেছিল। আজ আবার আমাদের বিনাশের জন্য সেই রীতি উপস্থিত হয়েছে।"

কেশীহন্তা কৃষ্ণ, সেই কালের অবস্থা ভেবে বিশেষ বিচার বিবেচনা করে সেই ছত্রিশ বর্ষ উপস্থিত হয়েছে বলে মনে করলেন। "পুত্রশোকসন্তপ্তা, হতবান্ধবা ও দুরবস্থাপীড়িতা

গান্ধারী যা বলেছিলেন, সেই কাল উপস্থিত হয়েছে। এবং পূর্বে কৌরবসৈন্য ও পাণ্ডবসৈন্য ব্যূহরূপে সন্নিবেশিত হলে, অতি দারুণ উৎপাত দর্শন করে যুধিষ্ঠির যা বলেছিলেন, সেই কাল উপস্থিত হয়েছে।" এই কথা বলে শত্রুদমন কৃষ্ণ গান্ধারীর বাক্য সত্য করার ইচ্ছায় তখন সকলের তীর্থযাত্রার আদেশ করলেন। কৃষ্ণের আদেশক্রমে ভৃত্যেরা ঘোষণা করল, "হে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ, আপনাদের সমুদ্রতীরে তীর্থযাত্রা করতে হবে।"

শ্বেতদশনা ও কৃষ্ণবর্ণা একটি স্ত্রীলোক রাত্রিতে প্রবেশ করে হাসতে হাসতে স্ত্রীলোকদের হাতের শাঁখা চুরি করতে থেকে দ্বারকানগরীর সর্বত্র বিচরণ করে—এইরূপ স্বপ্ন সকলে দেখতে লাগল। বহু লোক স্বপ্ন দেখত যে, ভয়ংকর গৃধ্রপক্ষীরা অগ্নিহোত্রগৃহে, বাসস্থানে ও বাসগৃহে বৃষ্ণিগণ ও অন্ধকগণকে ভক্ষণ করছে। অতিভয়ংকর রাক্ষসেরা অলংকার, ছত্র, ধ্বজ ও কবচ হরণ করছে—স্বপ্নে বহু লোক এই ঘটনা দেখত। বজ্রের মতো দৃঢ়নাভিযুক্ত ও লৌহময় কৃষ্ণের সেই সুদর্শনচক্র বৃষ্ণিগণের সামনেই তখন আকাশে উঠে গেল। দারুকের সামনে দিয়েই অশ্বগুলি সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল কৃষ্ণের সেই রথ হরণ করল এবং মনের মতো বেগগামী সেই চারটি অশ্ব সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে গেল। বলরাম ও কৃষ্ণ চিরকাল যে তালধ্বজ ও গরুড়ধ্বজের আদর করতেন, স্বর্গীয় অপ্সরারা সেই ধ্বজ দুটিকে উপরের দিকে হরণ করে নিয়ে গেল এবং দৈববাণী হল, "তোমরা তীর্থযাত্রা করো।"

কৃষ্ণের দর্শন, স্পর্শন ও স্নেহের গুণে যারা বিশেষ ভোগী ছিলেন, সেই যদুবংশীয়েরা স্বর্গে যাবার জন্য বিমানে আরোহণ করে আকাশে উঠে গেলেন। তারপর সেই নরশ্রেষ্ঠ বৃষ্ণিবংশীয়েরা ও অন্ধকবংশীয়েরা ভার্যাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে গমন করলেন। মনোহর বেশধারী সেই যাদবেরা কাল প্রেরিত হয়ে প্রচুর নানাবিধ পানীয় মাংস ও মদ্য সংগ্রহ করলেন এবং মদ্যাসক্ত হয়ে, কান্তিযুক্ত ও তীক্ষ্ণতেজা সেই যাদবগণ হস্তী, অশ্ব ও রথে নগর থেকে বাইরে নির্গত হলেন।

ক্রমে প্রচুর খাদ্য ও পেয় সংগ্রহ করে, ভার্যাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সেই যাদবগণ তখনই প্রভাসতীর্থে গিয়ে পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে এবং পূর্বনির্দিষ্ট বাসগৃহে অবস্থান করতে লাগলেন। তখন যোগশাস্ত্রজ্ঞ ও কার্যনিপুণ উদ্ধব যাদবগণকে সমুদ্রতীরে নিবিষ্ট শুনে তাঁদের অনুমতি নিয়ে সে স্থান থেকে প্রস্থান করলেন। উদ্ধব কৃতাঞ্জলি হয়ে অনুমতি চাইলে 'বৃষ্ণিবংশের ধ্বংস হবে' একথা জেনে কৃষ্ণ তাঁকে বারণ করলেন না। উদ্ধব চলে গেলেন।

মহাত্মা যাদবেরা ব্রাহ্মণগণের জন্য যে অন্ন পাক করাচ্ছিলেন, তাতে সুরার গন্ধ ছিল বলে বানরগণকে প্রদান করলেন। তারপর প্রভাসতীর্থে মহাতেজা যাদবগণের তুমুল মদ্যপান চলতে লাগল। তখন শত শত তূর্যধ্বনি হতে থাকল এবং নট ও নর্তকেরা নৃত্যগীত করতে লাগল। কৃতবর্মার সঙ্গে বলরাম, সাত্যকি, গদ ও বভ্রু—এঁরা কৃষ্ণের কাছে বসে মদ্যপান করতে লাগলেন। তখন সেই পানসভামধ্যে মদমত্ত সাত্যকি উপহাস ও অবজ্ঞা করে কৃতবর্মাকে বললেন, "কোন ক্ষত্রিয় অন্য কর্তৃক হন্যমান হয়েও মৃতগণের মতো নিদ্রিত ব্যক্তিগণকে বধ করে? অতএব হার্দিক্য। তুই যা করেছিস, যাদবেরা তা সহ্য করবেন না।" সাত্যকি এই কথা বললে, রথীশ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্ন কৃতবর্মাকে অবজ্ঞা করে সেই বাক্যের প্রশংসা করলেন।

তখন কৃতবর্মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বাম হস্ত দ্বারা অবজ্ঞার সঙ্গে সাত্যকিকে নির্দেশ করেই যেন তাঁকে বললেন, "অর্জুন বাহুচ্ছেদন করলে, ভূরিশ্রবা সেই রণস্থলে প্রায়োপবেশনে বসেছিলেন। তখন তুই বীর হয়ে কী প্রকারে অতি নৃশংসভাবে তাঁকে বধ করেছিলি? অর্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে নিরুৎসাহ ও ন্যস্ত অস্ত্র ভীষ্মকে যে বধ করেছিল, তা গুরুতর কাপুরুষতাই হয়েছে। দ্রোণাচার্য বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ, গুরু, রণক্লান্ত, শোকার্ত ও প্রায়োপবিষ্ট ছিলেন; এই অবস্থায় ধৃষ্টদ্যুম্ন যে তাঁকে বধ করেছিল, তা অত্যন্ত নৃশংসতা হয়েছে। মহারথ কর্ণ ভূতলে প্রবিষ্ট নিজের রথচক্র উত্তোলন করছিলেন, সেই সময়ে অর্জুন তাঁকে যে বধ করেছিল, সে কার্য বীরজনগর্হিত হয়েছে। বীরাভিমানী ভীম উরুদেশে গদাঘাত করে দুর্যোধনকে যে বধ করেছে, বীরেরা সেই কার্যের অত্যন্ত নিন্দা করেন।"

কৃতবর্মার এই প্রকার বাক্য শুনে বিপক্ষবীরহন্তা কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে ক্রোধসূচক বক্রদৃষ্টিতে তাঁকে দর্শন করলেন। সত্রাজিৎ রাজার সেই যে স্যমন্তক মণি ছিল, সাত্যকি কৃষ্ণকে তখন সেই উপাখ্যান শোনালেন। তা শুনে তখন সত্যভামা ক্রুদ্ধ হয়ে রোদন করতে করতে কৃষ্ণকে ক্রুদ্ধ করবার জন্য তাঁর ক্রোড়ের উপর পতিত হলেন। তারপর সাত্যকি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি সত্যদ্বারা এইরূপ শপথ করছি যে, আমি যদি সেই দুষ্কার্যের প্রতিকার না করি, তা হলে আমি দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডীর পথে যাব। সুমধ্যমে, দুরাত্মা ও পাপবুদ্ধি কৃতবর্মা অশ্বত্থামাকে সহায় করে শিবিরে নিদ্রিত অবস্থায় যাদের বধ করেছিল, তাদেরই তুল্য এই দুরাত্মা কৃতবর্মার আয়ু ও যশ আজ সমাপ্ত হয়েছে।" এই কথা বলে সাত্যকি দ্রুত গিয়ে কৃষ্ণের কাছেই তরবারি দ্বারা ক্রোধবশত কৃতবর্মার শিরশ্ছেদ করলেন। সাত্যকি সেইভাবে চার দিকেই অন্যান্যদেরও বধ করতে থাকলে, কৃষ্ণ সাত্যকিকে বারণ করার জন্য ধাবিত হলেন। তারপর ভোজ ও অন্ধকেরা কালপ্রেরিত হয়ে একযোগে সাত্যকিকে পরিবেষ্টন করলেন। তাঁরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সাত্যকির উপরে পতিত হচ্ছেন দেখেও মহাতেজা কৃষ্ণ কালের পরিবর্তন জেনে ক্রুদ্ধ হলেন না। তখন মদ্যপানের কারণে প্রমত্ত সেই ভোজবংশীয়েরা কালপ্রেরিত হয়ে উচ্ছিষ্ট পানপাত্র দ্বারা সাত্যকিকে আঘাত করতে লাগলেন। তাই দেখে, প্রদ্যুম্ন ক্রুদ্ধ হয়ে সাত্যকিকে মুক্ত করার জন্য তাঁর দিকে আসতে লাগলেন। প্রদ্যুম্ন ভোজবংশীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে, সাত্যকি অন্ধকবংশীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। এইভাবে বাহুবলশালী সেই বীর প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকি যুদ্ধ করতে করতে বিপক্ষ বহুতর বলে কৃষ্ণের সম্মুখেই দু'জনেই নিহত হলেন।

সাত্যকি ও পুত্র প্রদ্যুম্নকে নিহত দেখে তখন যদুনন্দন কৃষ্ণ ক্রোধবশত একমুষ্টি শর (তৃণ বিশেষ) গ্রহণ করলেন। মুনি শাপজাত লৌহময় সেই ভয়ংকর মুসলই বজ্রতুল্য সেই শরবন হয়েছিল। যে যে সামনে আসতে লাগল, কৃষ্ণ সেই শরমুষ্টি দ্বারা তাকেই বধ করতে লাগলেন। তারপর অন্ধক, ভোজ, শিনি ও বৃষ্ণিবংশীয়েরা কালপ্রেরিত হয়ে সেই মুসলচূর্ণ থেকে উৎপন্ন শরদ্বারা যুদ্ধে পরস্পরকে বধ করতে লাগল। তাদের মধ্যে যে-কোনও ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়ে শরগ্রহণ করতে লাগল, সেই শরই তখন বজ্রের মতো দেখা দিতে লাগল। তখন সেই শররূপ তৃণও মুসল হয়ে গিয়েছে বলে দৃষ্টিগোচর হতে লাগল। ব্রহ্মশাপের ফলেই এই ঘটনা ঘটল। পিতা পুত্রকে বধ করল এবং পুত্র পিতাকে বধ করল। এইভাবে মদমত্ত

যাদবেরা পরস্পর যুদ্ধ করতে থেকে একজন অন্য জনের উপরে পড়তে লাগল। পতঙ্গ যেমন আগুনে পতিত হয়, সেইরকম সেই কুকুরবংশীয় ও অন্ধকবংশীয়েরা পরস্পরের উপর পড়তে লাগল; কিন্তু বধ্যমান কোনও ব্যক্তিরই পলায়নের বুদ্ধি হল না।

তখন মহাবাহু কৃষ্ণ সেই মুসলচূর্ণসম্ভূত শরমুষ্টি ধারণ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং কালের পরিবর্তন দেখতে লাগলেন। তারপর শাম্ব, চারুদেষ্ণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে নিহত দেখে কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হলেন। ক্রমে গদকে শায়িত দেখে শঙ্খচক্রগদাধারী কৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অন্য সকলকে নিঃশেষ করলেন। তখন কৃষ্ণসারথি দারুক ও বভ্রু কৃষ্ণকে বললেন, "ভগবন্ আপনি বহু লোককে বধ করেছেন; এখন বলরামের খোঁজ করুন। চলুন, আমরা সেখানে যাই।" তখন কৃষ্ণ, বভ্রু ও দারুক দ্রুতবেগে বলরামের কাছে গমন করলেন। তাঁরা দেখলেন, মহাবীর বলরাম নির্জন স্থানে একটি বৃক্ষমূলে বসে চিন্তা করছেন! কৃষ্ণ বলরামের কাছে গিয়ে দারুককে আদেশ করলেন, "দারুক তুমি কৌরবগণের কাছে গিয়ে অর্জুনের কাছে যাদবদের মহাবিনাশ সমস্ত বলো। অর্জুন সত্বর এখানে আসুন।"

কৃষ্ণকে ছেড়ে যেতে দারুকের ইচ্ছা ছিল না, তবুও তিনি রথে উঠে আদেশ পালন করলেন। দারুক চলে গেলে কৃষ্ণ কাছে বভ্রুকে দেখে বললেন, "বভ্রু তুমি দ্রুত দ্বারকায় গিয়ে স্ত্রীলোকদের রক্ষা করো। ধনলোভে দস্যুরা যেন স্ত্রীলোকদের বিনাশ না করে।" বভ্রু একাকী দ্রুত গমন করতে থাকলে, কৃষ্ণের চোখের সামনেই ব্রহ্মশাপবশত একটি ব্যাধের লৌহমুদ্গর সংলগ্ন সেই মুসলজাত তৃণ নিক্ষিপ্ত হয়ে বভ্রুকে বধ করল। বভ্রুকে নিহত দেখে কৃষ্ণ বলরামকে বললেন, "আর্য রাম এইখানেই আপনি আমার জন্য প্রতীক্ষা করুন।" বলে কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রবেশ করে পিতা বসুদেবকে প্রণাম করলেন এবং বললেন, "যদুবংশ ধ্বংস হয়েছে। আমি অর্জুনকে সংবাদ পাঠিয়েছি। অর্জুন এসে দ্বারকার স্ত্রীলোকদের হস্তিনাপুর নিয়ে যাবেন। আর্য রাম আমার জন্য প্রতীক্ষা করছেন। আমি তাঁর সঙ্গে বনে গিয়ে তপস্যা করব।" এই বলে বসুদেবের চরণে প্রণাম করে কৃষ্ণ উঠে দ্রুতবেগে চলে গেলেন।

গান্ধারীর অভিশাপ ফলল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ছত্রিশ বছর পরে, যেমনভাবে গান্ধারী বলেছিলেন ঠিক তেমনভাবে। কৃষ্ণ-বলরামের উপস্থিতিতেই।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর কৃষ্ণ বলেছিলেন "দুই পক্ষ মিলিয়ে দশজন জীবিত আছেন। কৌরবপক্ষে তিনজন, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা, আর পাণ্ডবপক্ষে সাতজন, পঞ্চপাণ্ডব ভ্রাতা আর সাত্যকি ও আমি।" পরীক্ষিতের উপর ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করলে কৃষ্ণের অভিশাপে অশ্বত্থামা পূতিগন্ধময় নির্জন স্থানে নির্বাসিত হলেন। যদুবংশ ধ্বংসে নিহত হলেন সাত্যকি ও কৃতবর্মা। রইল বাকি সাত। কৌরবপক্ষে কৃপাচার্য, আর পাণ্ডবপক্ষে পঞ্চপাণ্ডব আর কৃষ্ণ। সমস্ত পৃথিবীতে সাতজন মাত্র বীর অবশিষ্ট রইলেন। ব্যাসদেব কী অদ্ভুতভাবে তাঁর কাহিনির উপসংহারে উপস্থিত হচ্ছেন।

যদুবংশ ধ্বংস যেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি। গান্ধারী লৌহপিণ্ড প্রসব করেছিলেন।

ব্যাসদেব সেগুলি শত ঘৃতপূর্ণ কলসিতে রেখে পৃথিবীতে আবির্ভাব ঘটালেন ঈর্ষা, ক্রোধ আর ঘৃণার। কোনওটি কম, কোনওটি বেশি। মুনিদের প্রতারণা করতে গিয়ে কৃষ্ণপুত্র শাম্ব জন্ম দিলেন এক লৌহ মুসলপিণ্ড। রাজা বৃত্তান্ত শুনে সেই পিণ্ড পিষে পিষে ভস্মে পরিণত করে সমুদ্রের জলে ফেলে দিলেন, যাতে কিছুতেই তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে না পারে। তবুও সমুদ্রের তীরে সেই ঈষিকা-বন সৃষ্টি হল। আর, তীর্থযাত্রা করতে গিয়ে ভোজ, অন্ধক আর বৃষ্ণিবংশীয়েরা সেই স্থানে এসেই উপস্থিত হলেন।

কৃষ্ণ বলরাম জীবিত থাকতেই রাজাজ্ঞা, কৃষ্ণের আদেশ অমান্য করে গোটা যদুবংশ মদ্যপানে প্রমত্ত হয়ে উঠল। ব্যভিচারে মত্ত হল তারা। সেই প্রমত্ত অবস্থাতেই সাত্যকি আর কৃতবর্মার কলহ শুরু হল। সুপ্তিমগ্ন দ্রৌপদীর পুত্রদের, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, যুধামন্যু, উত্তমৌজাকে হত্যার জন্য সাত্যকি ধিক্কার দিলেন কৃতবর্মাকে। কৃতবর্মা ভূরিশ্রবার ছিন্নবাহু প্রায়োপবিষ্ট অবস্থায় মুণ্ডচ্ছেদের জন্য সাত্যকিকে চরম নিন্দা করলেন। বললেন ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ সকলকে নির্বিচারে অন্যায় যুদ্ধে বধ করেছেন পাণ্ডবেরা। দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ করে সমস্ত পৃথিবীর কাছে নিন্দিত হয়েছেন। কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন সাত্যকিকে সমর্থন করতে এগিয়ে গেলেন। কৃষ্ণ এতক্ষণ নির্বিকারভাবে কালের পরিবর্তন দেখছিলেন। ক্রুদ্ধ সাত্যকি কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, কৃষ্ণমহিষী সত্যভামার পিতা সত্রাজিতের মৃত্যুর কাহিনি। কৃতবর্মা ও অক্রূরের প্ররোচনায় শতধন্বা সত্রাজিৎকে বধ করে তাঁর স্যমন্তক মণি ছিনিয়ে নেন। পিতৃ-বধের কাহিনি শুনে সত্যভামা কৃষ্ণের কোলের উপরে পড়ে কাঁদতে থাকেন। কৃষ্ণের সম্মুখেই সাত্যকি খড়্গ দিয়ে কৃতবর্মার মস্তক ছেদন করলেন। তখন ভোজ ও অন্ধকগণ পানপাত্র নিয়ে সাত্যকি ও কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নকে আঘাত করতে থাকল। মহাবীর সাত্যকি ও প্রদ্যুম্ন—আসমুদ্র হিমাচল যাঁদের বীর্যের খ্যাতি ছিল—তাঁরা সেই পানপাত্রের আঘাতে নিহত হলেন। যাদবেরা নির্বিচারে পরস্পরকে বধ করতে লাগল। কৃষ্ণ এতক্ষণ নির্বাক দর্শক ছিলেন। কনিষ্ঠভ্রাতা গদকে নিহত দেখে কৃষ্ণ একমুষ্টি এরকা নিলেন, তা বজ্রতুল্য লৌহমুসলে পরিণত হল। সেই মুসলের আঘাতে তিনি সম্মুখস্থ সকলকে বধ করতে লাগলেন। কাউকেই অব্যাহতি দিলেন না। সেখানকার সমস্ত এরকাই লৌহমুসলে পরিণত হল। সম্পর্ক ভুলে যাদবেরাও পরস্পরকে হত্যা করতে থাকলেন। দারুক ও বভ্রু ব্যতীত সমস্ত যাদব ধ্বংস হল। অর্জুনকে সংবাদ দেবার জন্য কৃষ্ণ দারুককে হস্তিনাপুর পাঠালেন। কৃষ্ণের আদেশানুসারে বভ্রু অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদের সংবাদ দিতে গিয়ে, এক ব্যাধ-নিক্ষিপ্ত মুসলে নিহত হলেন।

মুসলপর্ব মহাভারতের সংক্ষিপ্ততম পর্বের একটি। কিন্তু সমস্ত পর্বটি জুড়ে আছে ব্যাসদেবের অসাধারণ দিব্য বর্ণনা ক্ষমতা। দ্বারকার দুর্লক্ষণের বর্ণনা যেভাবে ব্যাস দিয়েছেন, তা যে-কোনও পাঠকের চিত্তে ভীতির উদ্ভব ঘটাবে। যাদবদের সামনে দিয়ে যেভাবে কৃষ্ণের রথ, অশ্বসমূহ এবং সুদর্শন চক্র সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে চলে গেল, তখনই বোঝা গেল ভয়ংকর বিপর্যয় আসন্ন। কৃষ্ণপিঙ্গল বর্ণ একটি ব্যক্তি গভীর রাত্রে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তাকে দেখা গেল, কিন্তু ধরা গেল না। একটি স্ত্রীলোক যাদবরমণীদের মঙ্গলসূত্র ও শাঁখা অপহরণ করতে লাগল। প্রাণীরা ভিন্ন প্রাণীর জন্ম দিতে লাগল।

সুপরিষ্কৃত অন্নের মধ্যে সহস্র সহস্র কৃমি দেখা যেতে লাগল। এ বর্ণনা পড়া যায় না। পড়তে পড়তে পাঠক চোখ বন্ধ করে ফেলতে বাধ্য হন।

এই একই দুর্লক্ষণ হস্তিনাপুরে বসে যুধিষ্ঠিরও দেখতে পেলেন। অমঙ্গলাশঙ্কায় তাঁর হৃদয় কেঁপে উঠল। তিনি বুঝলেন, কালের পরিবর্তন ঘটছে। পৃথিবীর রূপ পরিবর্তিত হচ্ছে। কৃষ্ণ আর পৃথিবীতে থাকবেন না।

দ্বারকায় কৃষ্ণের শেষ আচরণগুলিও পাঠকের কাছে এ সত্য তুলে ধরে যে, কৃষ্ণ চলে যাচ্ছেন। পিতাকে প্রণাম করে, অন্তঃপুরের রমণীদের জানিয়ে কৃষ্ণ বলরামের উদ্দেশে দ্রুত চলে যান। কৃষ্ণ মহাভারতের সর্বাপেক্ষা রহস্যময় চরিত্র। মহাভারতের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ চরিত্র কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলে মনে করতেন। ব্যাসদেবও তাঁকে ঈশ্বর হিসাবেই গ্রহণ করেছেন। মহাভারতের পরিসরে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব বাদ দেওয়া যায় না। যুদ্ধে অনিচ্ছুক অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করানো ও গীতাকথন, উদ্‌যোগ পর্বে হস্তিনানগরে দূত হিসাবে উপস্থিত কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করানো, জয়দ্রথ-বধের পূর্বে মেঘ দ্বারা সূর্যকে আবৃত করা, উত্তরার মৃত দ্বিখণ্ডিত গর্ভস্থ শিশুকে পুনরুজ্জীবিত করানো—এগুলি কৃষ্ণের অলৌকিক কার্যাবলির সামান্য কয়েকটির উল্লেখমাত্র। মহাভারতে কৃষ্ণের অলৌকিকত্ব প্রতিষ্ঠা ব্যাসদেবের উদ্দেশ্য ছিল না। ভাগবতে আছে কংসের বিনাশ ও যুধিষ্ঠিরের সুকৃতি প্রচারের জন্যই নারায়ণ কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। মহাভারতের কৃষ্ণ বীতরাগ ভয়ক্রোধ স্থিতপ্রজ্ঞ লোকহিতে রত। কৃষ্ণ সমস্ত শাস্ত্র জানেন, ভারতবর্ষের সমস্ত বীরের জন্ম-মৃত্যু রহস্য তাঁর জানা আছে। অসাধারণ তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। সমস্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটির নিয়ন্তা তিনি। অর্জুনকে তিনি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় বোধ করেন। কিন্তু শল্যবধের ঘটনার পর অর্জুনকে তিনি রথ থেকে নেমে যেতে বলেন। অর্জুনের পর নিজে নেমে যান। দেবদত্ত রথ অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়। কৃষ্ণ জানান তিনি ছিলেন বলেই এত ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হলেও রথ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অন্তত তিনবার তিনি অর্জুনকে রক্ষা করেছেন।

যদুবংশ ধ্বংস মহাভারতে কৃষ্ণের শেষ লীলা। এখানে কৃষ্ণ যেন মহাপ্রলয়ের কাল। যদুবংশ ব্যভিচারী হয়ে গেছে—নির্লিপ্ত দর্শকের মতো কৃষ্ণ সে বংশ ধ্বংস করছেন। গীতায় যে নিষ্কাম-কর্মের শিক্ষা তিনি দিয়েছিলেন, তাই যেন পালন করে যাচ্ছেন। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছে। তিনি কর্তব্য সমাপ্ত করেছেন, এখন আপন লোকে ফিরে যাবেন। কিন্তু তিনি পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিলেন। পৃথিবীর শিষ্টাচারের নিয়মগুলি তাঁকে পালন করে যেতে হবে। বসুদেবকে প্রণাম করে, দ্বারকায় স্ত্রীবালবৃদ্ধদের রক্ষণের ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি শেষ কর্তব্য পালন করলেন।

৯৮

কৃষ্ণ ও বলরামের মানবলীলা সংবরণ

যদুবংশ ধ্বংস হয়ে গেলে কৃষ্ণ বলরামকে বললেন, "আর্য রাম আপনি এইখানে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার প্রতীক্ষা করতে থাকুন, যতক্ষণে আমি গিয়ে স্ত্রীলোকদের তাঁদের জ্ঞাতিদের অধীন না করি।" তারপর কৃষ্ণ দ্বারকানগরীতে প্রবেশ করে পিতা বসুদেবকে বললেন, "আর্য আপনি অর্জুনের আগমনের প্রতীক্ষা করতে থেকে আমাদের সমস্ত স্ত্রীলোককে রক্ষা করুন। রাম বনপ্রান্তে আমার প্রতীক্ষা করছেন। সুতরাং আমি এখন গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হব। আমি এখন এই যদুবংশ ধ্বংস দেখলাম। পূর্বে রাজাদের ও কৌরবদের বিনাশ দেখেছি; যদুগণশূন্য এই দ্বারকাতে আমি থাকতে পারছি না। আমি রামের সঙ্গে বনে গিয়ে তপস্যা করব, আপনি আমার কাছ থেকে তা জেনে রাখুন।" এই বলে কৃষ্ণ বসুদেবের চরণে মস্তক রেখে তাঁকে প্রণাম করে সত্বর সেখান থেকে চলে গেলেন। রোদনপ্রবৃত্ত স্ত্রীলোকদের আর্তনাদ শুনে কৃষ্ণ তাঁদের বলে গেলেন, "অর্জুন এই দ্বারকানগরীতে আসবেন। সেই নরশ্রেষ্ঠ এসে তোমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করবেন।"

তারপর কৃষ্ণ গিয়ে নির্জন বনস্থিত একাকী রামকে দেখলেন। আরও দেখলেন যে, যোগপ্রবৃত্ত বলরামের মুখ থেকে একটি শ্বেতবর্ণ বিশাল নাগ নির্গত হচ্ছে। মহাপ্রভাবশালী সেই নাগ নির্গত হয়ে মহাসমুদ্রে প্রবেশ করল। সহস্র মস্তক পর্বতের মতো বিশাল দেহ ও রক্তমুখ সেই নাগ নিজ রামদেহ পরিত্যাগ করে সাগরজলে প্রবেশ করলেন। তখন সাগরও আদরের সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করল এবং দিব্য নদীসমূহ ও পুণ্য নদীসকলও তাঁকে গ্রহণ করল। কর্কোটক, বাসুকি, তক্ষক, পৃথুশ্রবা, বরুণ, কুঞ্জর, মিশ্রী, শঙ্খ, কুমুদ, পুণ্ডরীক, মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র, হ্রাদ, ক্রাথ, উগ্রতেজা, শিতিকণ্ঠ, চক্রমন্দ, অতিষণ্ড, দুর্মুখ ও অম্বরীষ—এই সকল নাগশ্রেষ্ঠ এবং জলের রাজা স্বয়ং বরুণও সেই নাগকে গ্রহণ করলেন।

সেই কর্কোটক প্রভৃতি নাগগণ প্রত্যুদগমন করে স্বাগত প্রশ্নদ্বারা বাসুকির অভিনন্দন এবং অর্ঘ্যপাদ্য প্রভৃতি দ্বারা তাঁর পূজা করল। এইভাবে ভ্রাতা রাম মর্ত্যলোক থেকে প্রস্থান করলে দিব্যজ্ঞানশালী কৃষ্ণ সকলেরই সমস্ত অবস্থা জানতে পেরে চিন্তাকুলচিত্তে শূন্য বনে বিচরণ করতে থেকে, ভূতলে শয়ন করলেন এবং পূর্বে গান্ধারী যে বাক্য বলেছিলেন, মহাতেজা কৃষ্ণ তখন সেই সমস্তই চিন্তা করতে লাগলেন। মহানুভব কৃষ্ণ যদুবংশ ধ্বংস ও কুরুবংশ বিনাশ ভাবতে ভাবতে দুর্বাসা উচ্ছিষ্ট পায়সদ্বারা ভূমি লিপ্ত করে যা বলেছিলেন, দুর্বাসার সেই বাক্য স্মরণ করলেন।

তারপর কৃষ্ণ সেই সময়টিকে নিজের প্রস্থানের উপযুক্ত ক্ষণ মনে করলেন। পরে তিনি ত্রিভুবন পালন করবার জন্য এবং দুর্বাসার বাক্য রক্ষা করবার জন্য ইন্দ্রিয়গণকে নিরুদ্ধ করলেন। সকলার্থ তত্ত্বজ্ঞ কৃষ্ণও সন্দেহ দূর করবার জন্য নিশ্চিত বিষয় কামনা করলেন। তারপর কৃষ্ণ মহাযোগ অবলম্বন করে ইন্দ্রিয়, বাক্য ও মনকে নিরুদ্ধ রেখে ভূতলে শয়ন করলেন।

জরোহথ তং দেশমুপাজগাম্ লুব্ধস্তদানীং মৃগলিপ্সুরুগ্রঃ।
স কেশবং যোগযুক্তং শয়ানং মৃগাশঙ্কী লুব্ধকঃ সায়কেন ॥
জরোহবিধ্যৎ পাদতলে ত্বরাবংস্তং চাভিতস্তজ্জিঘৃক্ষুর্জগাম্।
অথাপশ্যৎ পুরুষং যোগযুক্তং পীতাম্বরং লুব্ধকোহনেকবাহুম্ ॥

মৌসল : ৪ : ২২-২৩ ॥

"তারপর উগ্রমূর্তি ও হরিণলিপ্সু জরনামক এক ব্যাধ সেই সময়ে সেইস্থানে এল এবং মৃগ মনে করে বাণদ্বারা যোগযুক্ত অবস্থায় শয়িত কৃষ্ণের পদতলে বিদ্ধ করল, পরে ত্বরান্বিত হয়ে সেই বিদ্ধ মৃগকে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করে, তার কাছে গিয়ে পৌঁছল। তখন সে দেখল, অনেক বাহু, পীতাম্বর পরিধায়ী এবং যোগযুক্ত একটি পুরুষ শয়িত আছেন। সেই জরনামক ব্যাধ আপনাকে অপরাধী মনে করে উদ্বিগ্ন চিত্ত হয়ে কৃষ্ণের চরণযুগল ধারণ করল। তখন তার পুণ্য, ভক্তি এবং নিজের দুষ্কর্ম ও জন্মবিষয়ে অনুতাপ করায় কৃষ্ণ তাকে আশ্বস্ত করলেন।"

ক্রমে দেবগণ অনন্তবীর্য নারায়ণকে দেখে তাঁকে স্বর্গে নিয়ে গেলেন এবং কৃষ্ণমূর্তি ত্যাগ করে তিনি আপন কান্তিদ্বারা জগদ্ব্যাপ্ত করে ঊর্ধ্বে গমন করতে লাগলেন এবং মুনিগণ তাঁর পূজা করলেন। কৃষ্ণ স্বর্গে উপস্থিত হলে, ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, একাদশ রুদ্র, বিশ্বদেবগণ, সিদ্ধ মুনিগণ এবং অপ্সরাদের সঙ্গে গন্ধর্বশ্রেষ্ঠগণ তাঁর প্রত্যুদগমন করলেন। তারপর ভীষণতেজা, জগতের উৎপাদক, অবিনশ্বর, যোগশিক্ষক ও মহাত্মা ভগবান আপন কান্তিদ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্য ব্যাপ্ত করে, সাধারণের অজ্ঞেয় স্বকীয় বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করলেন।

তখন দেবগণ, সাধ্যগণ, ঋষিগণ, চারণগণ, গন্ধর্বশ্রেষ্ঠগণ, প্রধান অপ্সরাগণ এবং সিদ্ধগণ অবনত হয়ে সমাগত নারায়ণের পূজা করতে লাগলেন। দেবগণ, নারায়ণের অভিনন্দন করলেন। মুনি-শ্রেষ্ঠগণ বৈদিক মন্ত্রদ্বারা সেই জগদীশ্বরের পূজা করলেন এবং ইন্দ্র প্রীতিবশত তাঁর অভিনন্দন করলেন। "ভগবন্! নারায়ণ! আপনি ধর্মস্থাপনের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন; তারপর কংসপ্রভৃতি সকল দেবশত্রুগণকে সংহার করে ভারার্ত পৃথিবীতে সুস্থ অবস্থায় স্থাপন করে এসেছেন; অতএব আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমস্কার। প্রভু, অলৌকিক, অক্ষয়, অতুলনীয়, দুর্জ্ঞেয় ও শাস্ত্রগম্য শ্রেষ্ঠ স্থানে আপনি গমন করুন এবং প্রত্যেক কল্পে উৎপন্ন ও পীড়িত লোকদের রক্ষা করুন।"

এই কথা বলে দেবগণ তাঁর অনুসরণ করে তাঁর উপর পুষ্পবর্ষণ করলেন। এই সময়ে মূর্তিমতী হয়ে লক্ষ্মী ও সরস্বতী—এসে তাঁকে আশ্রয় করলেন। তখন দেবগণ বললেন, "জগদীশ্বর! আপনি সূর্যকল্প বৈকুণ্ঠলোকমধ্যে প্রবেশ করুন।" নারায়ণ বললেন, "দেবগণ! এই আমার রূপ চতুর্ভুজযুক্ত; এতদ্‌ভিন্ন দ্বিভুজযুক্ত কৃষ্ণরূপে মর্ত্যলোকে জীবিত ছিলাম।

পরে মৃত্যুবরণ করেছি। তোমরা পৃথিবীগত আমার অপ্রমেয় মূর্তির পূজা কোরো। আমি সর্বদাই নানারূপে পৃথিবীতে বিচরণ করি।"

তখন উপস্থিত দেবগণ নারায়ণের স্থানে যেতে না পেরে, মনে মনে তাঁকে স্মরণ করতে থেকে নিবৃত্তি পেলেন এবং ব্রহ্মাদি শ্রেষ্ঠগণ নারায়ণের গুণকীর্তন করতে থেকে আপন আপন মঙ্গলময় লোকে গমন করলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—মৃত্যুর সময় কৃষ্ণের বয়স হয়েছিল ঠিক একশত বছর। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যসম্রাট। তিনি বাংলা সাহিত্যকে যা দিয়েছেন, তাঁর জন্য বাঙালি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। বাঙালি হয়ে বঙ্কিমের সমালোচনা করাও সমীচীন হয় না। কিন্তু পাঠক মার্জনা করবেন, কিছুতেই হিসাব মেলানো যাচ্ছে না। শতশৃঙ্গ পাহাড় থেকে পাণ্ডবেরা যেদিন হস্তিনাপুর আসেন, সেদিন যুধিষ্ঠিরের বয়স ছিল ১৬, ভীমের ১৫, অর্জুনের ১৪, নকুল ও সহদেবের ১৩। একথা ব্যাসদেবই জানিয়েছেন। ব্যাসদেব আরও জানিয়েছেন যে, কৃষ্ণ অর্জুনের থেকে ছ' মাস বয়সে বড় ছিলেন।

অর্জুন শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে এসেছিলেন— ১৪ বছর বয়সে
হস্তিনানগরে তিনি অস্ত্রশিক্ষা করেছিলেন— ১৩ বছর
বারণাবত ও একচক্রাপুরীতে অর্জুন ছিলেন— ১ বছর
দ্রুপদের রাজ্যে দ্রৌপদীকে বিবাহ ও আনন্দ উৎসব— ১ বছর
দ্রুপদ রাজ্যে বিবাহের ১ বছর ধরে অর্জুন বিয়ে করেছিলেন—২৮+১ = ২৯ বছর বয়সে
হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রকে বধূ দেখানো ও আনন্দোৎসব— ৫ বছর
খাণ্ডববনে গমন, ইন্দ্রপ্রস্থ নির্মাণ ও যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব— ২৩ বছর
মোট— ৫৭ বছর

অর্জুনের ৫৭ বছর বয়সে দ্যূতক্রীড়া হয়।
বনবাস— ১৩ বছর
মোট— ৭০ বছর

অর্জুনের ৭০ বছর বয়সে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়।
যুধিষ্ঠির বিজয়ী হয়ে হস্তিনাপুরে রাজত্ব করেছিলেন—৩৬ বছর
মহাপ্রস্থানের সময় অর্জুনের বয়স ছিল— মোট— ১০৬ বছর
পার্বত্য পথে যাত্রার ৬ মাস পরে অর্জুনের মৃত্যু হয়
অতএব মৃত্যুর সময় অর্জুনের বয়স ছিল— মোট— ১০৬ বছর ৬ মাস
অতএব অর্জুনের মৃত্যুর সময় কৃষ্ণের বয়স ছিল ১০৭ বছর
অর্জুনের মৃত্যুর ৬ মাস আগে কৃষ্ণের মৃত্যু হয়।
অতএব মৃত্যুর সময় কৃষ্ণের বয়সও ছিল—১০৬ বছর ৬ মাস।

অতএব অর্জুন ও কৃষ্ণ দু'জনেই ১০৬ বছর ৬ মাসে মৃত্যুবরণ করেন।

কৃষ্ণ ও বলরাম মানবলীলা সংবরণ করলেন। বলরামের ইহলোক থেকে চলে যাবার রাজকীয় বর্ণনা দিয়েছেন ব্যাসদেব। বলরামের মুখ থেকে একটি শ্বেতবর্ণ বিশাল নাগ নির্গত হয়ে মহাসমুদ্রে পতিত হল। বিস্ময়ে, ভক্তিতে পাঠক দেখেন সেই মহাপ্রয়াণ। নিজেই নিজের দেহত্যাগ করলেন কৃষ্ণের অগ্রজ হলধারী বলরাম। আর কৃষ্ণের মৃত্যু! সামান্য এক অস্ত্র অনভিজ্ঞ ব্যাধ, যার নাম জর, মৃগভ্রমে কৃষ্ণের শায়িত অবস্থায় পদতলে তির নিক্ষেপ করল। সমস্ত ভূমণ্ডল যিনি ধারণ করে আছেন, যিনি সনাতন, অক্ষয়, অব্যয়, একরাট্, একেশ্বর—যিনি সকল যোগীর আরাধ্য—তিনি সামান্য জর ব্যাধের শর নিক্ষেপে নিহত হলেন! আমরা বুঝলাম, কৃষ্ণ মানুষের মধ্যে ক্রিয়ার সঞ্চারকারী। তিনি জর ব্যাধের মধ্যেও ক্রিয়া সঞ্চার করেছেন। তাই চরম নিষ্ক্রিয়ভাবে বনমধ্যে শায়িত নিঃসঙ্গ কৃষ্ণ চলে গেলেন।

এক চরম শিক্ষা রেখে গেলেন মানুষের সামনে। অবতারই হোন আর অবতারী-ই হোন মর্ত্যলীলা মর্ত্যভূমিতেই শেষ করতে হবে। জননীর জঠরে যাঁর জন্ম, পৃথিবীতেই তাঁর মৃত্যু ঘটবে। এটাই মানবধর্ম। কিন্তু এরও ব্যতিক্রম ঘটবে। সমস্ত জীবন যিনি ধর্মপালক, ধর্ম-আশ্রয়ী, তাঁর ক্ষেত্রে এই লৌকিক নিয়ম প্রযুক্ত হবে না। তেমন মানুষ পৃথিবীতে একটিই এসেছিলেন—তিনি যুধিষ্ঠির। স্বয়ং ধর্ম তাঁকে 'মূর্তিমান ধর্ম'রূপে ঘোষিত করেছিলেন। পৃথিবীতে ধর্মের মৃত্যু হয় না।

৯৯
পরাজিত পার্থ

কৃষ্ণের আদেশে দারুক কুরুদেশে গিয়ে মহারথ পাণ্ডবদের কাছে মুসল উৎপত্তির কারণে পরস্পর কর্তৃক যদুবংশ বিনাশের বৃত্তান্ত জানাল। ভোজ, অন্ধক ও কুকুরবংশীয়গণের সঙ্গে যদুবংশীয়গণ বিনষ্ট হয়েছেন শুনে পাণ্ডবেরা শোকসন্তপ্ত হলেন এবং তাঁদের মনও ভীত হয়ে পড়ল।

তারপর কৃষ্ণের প্রিয়সখা অর্জুন পাণ্ডবদের অনুমতি নিয়ে মাতুল বসুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য দারুকের সঙ্গে প্রস্থান করলেন এবং বললেন, "সে যদুকুল আর নেই।" অর্জুন দ্বারকানগরীতে প্রবেশ করে দেখলেন, বিধবা নারীর মতো দ্বারকানগরী পড়ে রয়েছে। কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র ভার্যা, যাঁরা পূর্বে নাথবতী ছিলেন, সেই অনাথা নারীরা অর্জুনকে নাথ দেখে মুক্তকণ্ঠে রোদন করতে লাগলেন। অর্জুনের দুই নয়ন অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি সেই নারীদের পূর্ণভাবে দেখতে সমর্থ হলেন না।

অর্জুনের মনে হতে লাগল দ্বারকানগরী যেন এক নদীর মতো। বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়েরা তার জল, অশ্ব সকল তার মৎস্য, রথগুলি ভেলা, বাদ্যের ও রথের শব্দই প্রবাহের শব্দ, গৃহ ও প্রাসাদগুলি বিশাল জলজন্তু, রত্নই শৈবাল, হীরকখচিত প্রাচীর ঝিনুকরাশি, চতুষ্পদগুলি আবর্ত, চত্বরগুলি নিশ্চল হ্রদ এবং রাম ও কৃষ্ণরূপ বিশাল জলজন্তু ছিল। অথবা ভীষণা বৈতরণী নদীর মতো দ্বারকানগরী অর্জুনের দৃষ্টিগোচর হল। সেই দুঃসময়ই তাতে কালপাশের মতো ছিল। সেই দ্বারকায় তখন বৃষ্ণিশ্রেষ্ঠরা ছিলেন না, তার সৌন্দর্য তিরোহিত হয়েছিল, কোনও উৎসবও ছিল না; সুতরাং ধীমান অর্জুন শীতকালে পদ্মিনীর মতো সেই দ্বারকানগরী দেখলেন।

অর্জুন সেই দ্বারকানগরী এবং কৃষ্ণের ভার্যাগণকে দেখে মুক্ত কণ্ঠে রোদন করে ভূতলে পতিত হলেন। তখন সত্রাজিৎ-তনয়া সত্যভামা ও রুক্মিণী সত্বর এসে অর্জুনকে পরিবেষ্টন করে রোদন করতে লাগলেন। তখন অন্যান্য স্ত্রীরা এসে মহাত্মা অর্জুনকে তুলে স্বর্ণময় আসনে বসিয়ে দিলেন। অর্জুন কৃষ্ণের প্রশংসা করে, নিজেদের সংবাদ দিলেন এবং বসুদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গমন করলেন।

বীর, মহাত্মা ও কৌরবশ্রেষ্ঠ অর্জুন প্রবেশ করলে, পুত্রশোকসন্তপ্ত বসুদেব তাঁকে দর্শন করলেন। কঠিনবক্ষা, মহাবাহু এবং অত্যন্ত শোকার্ত অর্জুন অশ্রুপূর্ণ নেত্রে গিয়ে শোকার্ত বসুদেবের চরণযুগল ধারণ করলেন। বসুদেব ভাগিনেয় অর্জুনের মস্তকাঘ্রাণ করবার চেষ্টা

করলেন কিন্তু পারলেন না। তখন বৃদ্ধ ও মহাবাহু বসুদেব বাহুযুগল দ্বারা অর্জুনকে আলিঙ্গন করলেন এবং কৃষ্ণকে স্মরণ করে অত্যন্ত শোকাকুল অবস্থায় রোদন করতে লাগলেন এবং সুবৃত্ত ও দুর্বৃত্ত ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র, সখা, আত্মীয় ও স্বজনদের স্মরণ করতে করতে বিলাপমগ্ন হলেন। বসুদেব বললেন, "অর্জুন যারা শত শত রাজা ও দৈত্যকে বধ করেছিল, আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি না। অথচ অর্জুন আমি এখনও জীবিত আছি।

"অর্জুন সেই যারা তোমার প্রিয়শিষ্য ও অত্যন্ত আদরের ছিল, তাদেরই দুর্ব্যবহারে বৃষ্ণবংশীয়েরা নিধন প্রাপ্ত হয়েছে। যে দু'জন বৃষ্ণিবংশীয় শ্রেষ্ঠ বীর বলে খ্যাত ছিল এবং তুমিও যে প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকির কথা বলে আত্মশ্লাঘা করতে, কৃষ্ণের সর্বদা প্রীতির পাত্র, সেই প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকি যদুবংশ ধ্বংসের প্রথম কারণ হয়েছিল। কিন্তু সাত্যকি, কৃতবর্মা, অক্রূর ও প্রদ্যুম্নকে আমি নিন্দা করি না। যেহেতু এই যদুবংশ ধ্বংসে গান্ধারী ও মুনিগণের শাপই প্রধান কারণ।

"পৃথানন্দন, যিনি বিক্রম প্রকাশ করে কেশী, কংস, বলগর্বিত শিশুপাল, নিষাদপুত্র একলব্যকে বধ করেছিলেন এবং কলিঙ্গরাজ, মগধরাজ, গান্ধারদেশীয় বীরগণ, কাশীরাজা, মরুভূমির রাজগণ, পূর্ব ও দক্ষিণদেশীয় রাজগণ এবং পার্বত্যরাজগণকে জয় করেছিলেন; সেই প্রভাবশালী মধুসূদন এই দুর্নীতি উপেক্ষা করেছিলেন। তুমি, নারদ ও অন্যান্য মুনিগণ—তোমরা সেই কৃষ্ণকে নিষ্পাপ, সনাতন, নারায়ণ বলে অবগত ছিলে। আমার পুত্র অথচ প্রভু নারায়ণ নিজে প্রত্যক্ষ জ্ঞাতিক্ষয় দেখেছেন এবং উপেক্ষা করেছেন।

"শত্রুসন্তাপক অর্জুন, গান্ধারী ও ঋষিগণের সেই যে অভিসম্পাত হয়েছিল, জগদীশ্বর সেই নারায়ণ তার অন্যথা করতে ইচ্ছা করেননি। যিনি ইচ্ছামাত্রেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করে থাকেন, অজ্ঞেয়স্বরূপ সেই নারায়ণ আপন বংশের স্থায়িত্ব ইচ্ছা করেননি। তপস্যায় প্রবৃত্ত ঋষিরা যাঁর অনুগ্রহে সিদ্ধিলাভ করেন, তিনি ঋষিদের বাক্যের অন্যথা করবার চেষ্টা করেননি। যিনি সকলকে ভ্রূভঙ্গি দ্বারাই নিবারণ করতে পারতেন, তিনি নিজের সাক্ষাতে কলহে প্রবৃত্ত যাদবগণকে নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তির ন্যায় উপেক্ষা করেছেন। অর্জুন তোমার পৌত্র পরীক্ষিৎ অশ্বত্থামার ঐষিকাস্ত্রে নিহত হয়, আবার কৃষ্ণের প্রভাবে তোমার প্রত্যক্ষে সেই বালক জীবন লাভ করে। নিজের সাক্ষাতে নিজের এই সকল জ্ঞাতি পরস্পর বধ করছিল; কিন্তু তোমার সখা কৃষ্ণ তাদের রক্ষা করতে ইচ্ছা করেননি।

"তারপর পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা এবং বন্ধুগণ নিহত হয়ে ভূতলে শয়ন করেছে, এই দেখে কৃষ্ণ এসে আমাকে বলেছিলেন, 'আজ যদুবংশের ধ্বংস হয়েছে। ভরতবংশশ্রেষ্ঠ অর্জুন এই দ্বারকানগরীতে আসবেন। আপনি অর্জুনের কাছে বৃষ্ণিবংশের ধ্বংসের বিবরণ দেবেন। তখন অর্জুনই পরের কর্তব্য নির্ধারণ করবেন। পিতা আপনি জানুন যে, যে আমি, সেই অর্জুন। যে অর্জুন, সেই আমি। অতএব অর্জুন যেমন বলবেন, আপনি তাই করবেন। স্ত্রীলোকগণ, বালকগণ এবং আপনি কালপ্রাপ্ত হলে, অর্জুন আপনাদের ঊর্ধ্বদেহিক কার্য করবেন। অর্জুন চলে গেলে সমুদ্র তৎক্ষণাৎ প্রাচীর ও অট্টালিকার সঙ্গে এই দ্বারকানগরীকে প্লাবিত করবে। আমি রামের সঙ্গে বনে কোনও পবিত্র স্থানে নিয়ম অবলম্বন করে সদ্যই কালপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করি।'

"অর্জুন, অচিন্ত্য পরাক্রমশালী কৃষ্ণ একথা বলে আমাকে পরিত্যাগ করে বালকদের সঙ্গে কোথায় চলে গেছেন। আমি মহাত্মা রাম ও কৃষ্ণের এবং ভয়ংকর জ্ঞাতিবধের কথা চিন্তা করতে থেকে শোকে খেতে পারি না। আমি আহার্য গ্রহণ করব না, জীবিতও থাকব না; ভাগ্যবশত তুমি উপস্থিত হয়েছ; অতএব পৃথানন্দন, কৃষ্ণ যা যা বলেছেন, তা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করো। এ রাজ্য, রত্ন ও স্ত্রীলোক সব এখন তোমার অধীন। প্রিয়প্রাণ আমি ত্যাগ করব।"

দুঃখিত চিত্ত অর্জুন মলিন বদনে বসুদেবকে বললেন, "মাতুল, কৃষ্ণ এবং সাত্যকি প্রভৃতি বন্ধুগণ না থাকায় আমি যদুবংশ দেখতেই পারছি না। আমি যুধিষ্ঠিরের চিরকালের ইচ্ছা অনুযায়ী বৃষ্ণিবংশের বালক, বৃদ্ধ ও ভার্যাদের ইন্দ্রপ্রস্থে নিয়ে যাব। এ বিষয়ে আপনি চিন্তা করবেন না।"

তখন অর্জুন দারুককে রথ প্রস্তুত করতে বলে যাদবসভায় প্রবেশ করলেন এবং সভায় উপস্থিত সমস্ত প্রজা, ব্রাহ্মণগণ ও নগরবাসীদের বললেন, "আমি নিজে বৃষ্ণিবংশীয় এবং অন্ধকবংশীয় সমস্ত লোককে ইন্দ্রপ্রস্থে নিয়ে যাব। আপনারা যান ও নানাবিধ রত্ন সজ্জিত করুন। কারণ, সমুদ্র এই সমস্ত দ্বারকানগরী প্লাবিত করবে। ইন্দ্রপ্রস্থে এই বজ্র আপনাদের রাজা হবেন। আজ থেকে সপ্তম দিনের সকালে আমরা দ্বারকানগরীর বাইরে নিষ্ক্রান্ত হব।"

শোক ও মোহ আক্রান্ত অর্জুন সেই রাত্রি কৃষ্ণের গৃহে বাস করলেন। পরদিন সকালে বসুদেব দেহত্যাগ করলেন। নারীশ্রেষ্ঠা দেবকী, ভদ্রা, রোহিণী ও মদিরা ভর্তার অনুগমনের জন্য প্রস্তুত হলেন। অর্জুন বসুদেবের দেহ নগরীর বাইরে নিয়ে গেলেন, প্রজাগণ বসুদেবের অনুগমন করল। বসুদেবের নির্দিষ্ট প্রিয় স্থানে অর্জুন তাঁর অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করলেন। বসুদেবের চার পত্নী পতিলোকে যাবার ইচ্ছা করে চিতায় আরোহণ করলেন। চন্দন কাঠ ও নানাবিধ গন্ধদ্রব্য দ্বারা অর্জুন চিতায় অগ্নি সংযোগ করলেন। অন্তঃপুরিকারা হাহাকার করে ক্রন্দন করতে লাগলেন। যে স্থানে বৃষ্ণিগণ মুসলরেণুজাত এরকা দ্বারা নিহত হয়েছিলেন, প্রধান অনুক্রমে তাঁদের সমস্ত ক্রিয়া অর্জুন করলেন। অন্বেষণ করে রাম ও কৃষ্ণের দেহ দুটি খুঁজে নিয়ে এসে ঊর্ধ্বদেহিক ক্রিয়াধিকারী পুরুষগণ দ্বারা সেই শরীর দুটি দাহ করলেন। ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করে, যথাবিধানে তাঁদের প্রেতকার্য সম্পাদন করে সপ্তম দিবসে রথে আরোহণ করে দ্বারকা থেকে প্রস্থান করলেন। তখন বৃষ্ণিবংশীয় শোকার্ত স্ত্রীগণ রোদন করতে থেকে অশ্বযুক্ত রথে, গো, গর্দভ এবং উষ্ট্রযানে আরোহণ করে অর্জুনের অনুগমন করলেন এবং অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয় ভৃত্যেরা অশ্বে ও রথে আরোহণ করে অর্জুনের পিছনে পিছনে যেতে লাগলেন।

অর্জুনের আদেশক্রমে রক্ষাকারী বীরবিহীন বৃদ্ধগণ, বালকগণ, পুরবাসীগণ বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণের ভার্যাদের পরিবেষ্টন করে যেতে লাগল। গজারোহীরা পর্বতপ্রমাণ গজে আরোহণ করে গমন করতে লাগল এবং সম্মুখগামী অস্ত্রধারীগণ পাদরক্ষকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যেতে লাগল। কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র ভার্যা ধীমান কৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রকে অগ্রবর্তী করে গমন করতে লাগলেন। ভোজ, অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়গণের বহুতর ভার্যা দ্বারকা থেকে নির্গত হলেন। রথীশ্রেষ্ঠ ও বিপক্ষনগরবিজয়ী অর্জুন মহাসমৃদ্ধিযুক্ত ও সমুদ্রতুল্য সেই যদুবংশীয়দের নিয়ে চললেন। তাঁরা দ্বারকা থেকে নির্গত হলেই সমুদ্র আপন জলদ্বারা

রত্নপূর্ণা দ্বারকানগরীকে প্লাবিত করে দিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন দ্বারকার যে যে স্থান পরিত্যাগ করতে লাগলেন, সমুদ্র জলদ্বারা সেই সেই স্থান প্লাবিত করতে লাগল।

দ্বারকাবাসী লোকেরা সেই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে 'অহো! দৈব' এই ধরনের কথা বলতে থেকে দ্রুত থেকে দ্রুততর বেগে অগ্রসর হল। অর্জুন ক্রমে মনোহর বন, পর্বত ও নদীতীরে বাস করে বৃষ্ণিবংশীয় নারীদের হস্তিনার পথে নিয়ে আসতে লাগলেন। বুদ্ধি ও প্রভাবশালী অর্জুন অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী পঞ্চনদ দেশে উপস্থিত হয়ে গো, অন্যান্য পশু ও ধান্যসম্পন্ন স্থানে বাস করলেন। তারপর একমাত্র অর্জুন নিয়ে চলেছেন—এহেন বিধবা স্ত্রীদিগকে দেখে দস্যুগণের লোভ হল। তখন পাপকর্মা, লুব্ধচিত্ত, বিকটাকৃতি গোপগণ উপস্থিত হয়ে মন্ত্রণা করল, "এই ধনুর্ধর একমাত্র অর্জুন এবং এই সকল দুর্বল যোদ্ধা আমাদের অতিক্রম করে বালক, বৃদ্ধ ও বিধবা স্ত্রীদের নিয়ে যাচ্ছে।" তখন পরস্বাপহারী ও যষ্টিধারী সেই সহস্র সহস্র দস্যু বৃষ্ণিবংশসংপৃক্ত সেই লোকদের প্রতি ধাবিত হল। তারা কালপ্রেরিত হয়ে বিশাল সিংহনাদে নীচ লোকেদের ভয় সৃষ্টি করে ধনের জন্য এসে পড়ল। তারপর কুন্তীনন্দন মহাবাহু অর্জুন তৎক্ষণাৎ অনুচরবর্গের সঙ্গে চলার গতি থামিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে সেই দস্যুদের বললেন, "অরে পাপিষ্ঠগণ! তোদের যদি বাঁচবার ইচ্ছা থাকে, তা হলে নিবৃত্ত হ। না হলে এখনই আমার বাণে বিদীর্ণ ও নিহত হয়ে শোক করতে থাক।"

মহাবীর অর্জুন একথা বললেও এবং বারবার বারণ করতে থাকলেও মূর্খ দস্যুগণ অর্জুনের বাক্য অগ্রাহ্য করে তাঁর উপরে এসে পতিত হল। তারপর যত্নক্রমে অর্জুন অতিকষ্টেই যেন অলৌকিক, জীর্ণতাবিহীন ও বিশাল গাণ্ডিবধনুতে গুণ আরোপণ করতে প্রবৃত্ত সেই গুরুতর ত্বরার সময়ে কষ্টক্রমে ধনুতে গুণ আরোপ করলেন এবং নিজের অস্ত্রগুলির কথা চিন্তা করলেন; কিন্তু সেগুলি স্মরণ করতে পারলেন না। নিজের সেই গুরুতর বৈষম্য ও যুদ্ধে বাহুবলের ক্ষয় দেখে, বিশেষত অলৌকিক মহাস্ত্রগুলির বিস্মরণ হওয়ায় অর্জুন লজ্জিত হলেন। দস্যুরা তাঁদের ধন হরণ করতে লাগলেও হস্তী, অশ্ব, রথযোধী সেই সকল বৃষ্ণিযোদ্ধা সেই ধন ফিরিয়ে আনতে পারল না। বৃষ্ণিবংশের পুরুষগণের ভার্যারা বহুতর ছিল এবং দস্যুরাও নানা স্থান থেকে এসে পড়ছিল। সুতরাং অর্জুন স্ত্রীলোকদের রক্ষার জন্য গুরুতর চেষ্টা করতে লাগলেন। তখন দস্যুরা যোদ্ধাদের সমক্ষেই সকল দিক থেকে সেই উত্তম নারীদের টেনে নিয়ে যেতে লাগল এবং অনেক স্ত্রীলোক ইচ্ছানুসারে দস্যুদের অধীনতা স্বীকার করে তাদের সঙ্গে যেতে লাগল।

তখন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন অর্জুন সহস্র সহস্র বৃষ্ণিভৃত্যগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে গাণ্ডিব নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ দ্বারা দস্যুগণকে বধ করতে লাগলেন। ক্ষণকালমধ্যেই অর্জুনের সেই বাণ সকল ক্ষয় পেল। কী আশ্চর্য! রক্তপায়ী সেই বাণগুলি পূর্বে অর্জুনের তূণে অক্ষয় ছিল। তূণ শূন্য হল। শর সকল ক্ষয় হয়েছে জেনে দুঃখ ও শোক তাড়িত অর্জুন ধনুর অগ্রভাগ দিয়ে দস্যুগণকে বধ করতে লাগলেন। ম্লেচ্ছের মতো ধর্মবিহীন সেই গোপজাতীয় দস্যুরা অর্জুনের সম্মুখেই যাদবদের সেই উত্তম স্ত্রীদের নিয়ে সকল দিকে যেতে লাগল।

তখন প্রভাবশালী অর্জুন এই ব্যাপারটিকে দৈবকৃত বলে মনে মনে ভাবলেন এবং দুঃখে ও শোকে আক্রান্ত হয়ে বিশাল নিশ্বাস ত্যাগ করতে লাগলেন। অস্ত্রগুলির বিস্মরণ,

বাহুবলের ক্ষয়, ধনুর অ-বশ্যতা এবং বাণগুলির সম্পূর্ণ ক্ষয়বশত অর্জুন অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্তে "এ দৈব" এই কথা ভেবে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্তি পেলেন; তারপর মনে মনে বললেন, "আমার সেই মাহাত্ম্য আর নেই। আমি খাণ্ডবদাহের সময়ে যে ধনুদ্বারা দেবশ্রেষ্ঠগণকে জয় করে অগ্নিকে সন্তুষ্ট করেছিলাম, আজ সেই গাণ্ডিবধনুতেই গুণারোপণ করতে গুরুতর পরিশ্রম হল। পূর্বে অনায়াসে গুণারোপণ করে যে ধনু দ্বারা নিবাতকবচদের মতো অসুরদের বধ করেছিলাম আজ সেই ধনুতে গুণারোপণ করতে আমার গুরুতর কষ্ট হল। উত্তর গোগ্রহে যে ধনুর টংকার শুনে তৎক্ষণাৎ দ্রোণ আমাকে চিনতে পেরেছিলেন, আজ সেই গাণ্ডিবধনু আমার বশে নেই। কুরুক্ষেত্রে কৌরবদের সঙ্গে মহাযুদ্ধে আমার যে তূণ বাণশূন্য হয়নি, আজ ক্ষুদ্র গোপগণের সঙ্গে যুদ্ধে সেই তূণ বাণশূন্য হয়েছে। যে আমার নাম শুনেই রাজারা ভীতসন্ত্রস্ত হতেন, সেই আমার সঙ্গে গোপগণ যুদ্ধ করেছে। চিরকাল যাঁর অনুগ্রহে শত্রুজয় করে আমি জিষ্ণু হয়েছিলাম, সেই কৃষ্ণের অভাবে আমি আজ নীচজাতীয় গোপগণ কর্তৃক পরাজিত হলাম। মর্ত্যলোকে দুর্জয় যাদবগণ মুনিগণের শাপের প্রভাবে পরস্পর যুদ্ধ করতে থেকে প্রায় সবাই বিনষ্ট হয়েছেন। তারপর, ভগবান কৃষ্ণও গান্ধারী ও মুনিগণের শাপবাক্য রক্ষা করবার জন্য নিজের কর্তব্য সমাপ্ত করে এখন নিজের লোকে চলে গিয়েছেন। যে প্রভুর প্রভাবে আমি চিরদিন প্রভাবশালী ছিলাম, সেই প্রভুর অভাবে এখন আমার সমস্ত সম্পদের অভাব হয়েছে।"

এইরকম চিন্তা করতে থেকে অর্জুন দেহ ও মনে অত্যন্ত অবসাদ অনুভব করতে লাগলেন। দস্যুগণ বহুতর বিধবা স্ত্রী ও তাদের প্রচুর রত্ন অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল; তারপর যারা অবশিষ্ট ছিল তাদের নিয়ে অর্জুন কুরুক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন। দূত প্রেরণ করে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে অর্জুন বংশরক্ষক কুমারদের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করলেন। কৃতবর্মার পুত্র অশ্বপতিকে খাণ্ডবারণ্য প্রদেশ মার্তিকাবত নগরে স্থাপন করলেন। ভোজ রাজভার্যাগণও সেই স্থানে গেলেন। তারপর অর্জুন অবশিষ্ট বালক, বৃদ্ধ স্ত্রীলোকদের সকলকে ইন্দ্রপ্রস্থে সন্নিবিষ্ট করলেন। অর্জুন অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য দান করলেন। বজ্রের নিষেধ উপেক্ষা করে অক্রূরের ভার্যারা তপস্যা করতে চলে গেলেন।

রুক্মিণী, গান্ধারী, হৈমবতী, জাম্ববতী—এঁরা অনুগমন বিধানে অগ্নিতে প্রবেশ করলেন। সত্যভামা ও অন্য কৃষ্ণ প্রিয়ভার্যারা তপস্যা কবার জন্য গভীর বনে প্রবেশ করলেন। অন্যান্য পুরুষদের যোগ্যতানুসারে অর্জুন বজ্রের নিকটে সমর্পণ কবলেন।

তারপর অর্জুন বেদব্যাসের আশ্রমে প্রবেশ করে তাঁকে প্রণাম করলেন। ব্যাসদেব অর্জুনের মলিন বদন ও বাষ্পাকৃত নেত্র দেখে প্রশ্ন করলে অর্জুন বললেন—

> যঃ স মেঘবপু শ্রীমান বৃহৎপঙ্কজ লোচনঃ।
> স কৃষ্ণঃ সহ রামেন ত্যক্ত্বা দেহং দিবং গতঃ ॥ মৌসল : ৮ : ৭ ॥

"সেই যিনি মেঘের মতো শ্যামবর্ণ, পরমকান্তি সম্পন্ন এবং প্রস্ফুটিত পদ্মতুল্য নয়ন ছিলেন, সেই কৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে দেহত্যাগ করে স্বর্গে গিয়েছেন।"

তারপর অর্জুন ব্যাসদেবকে পথের সমস্ত বিবরণ জানালেন। গোপদস্যুদের কাছে তাঁর

পরাজয়, অক্ষয় তূণের বাণশূন্যতা, গাণ্ডিবে গুণারোপণে তাঁর অসামর্থ্য, সমস্ত বিবরণ শুনে ব্যাসদেব বললেন, "অর্জুন তোমার অস্ত্র সকল কৃতকৃত্য হয়েছে; সুতরাং তারা যেমন এসেছিল, এখন তেমনই চলে গেছে। আবার যখন কাল আসবে, তখন পুনরায় তোমার হাতে আসবে। ভরতনন্দন, তোমাদেরও উত্তমগতি লাভ করবার এই প্রকৃষ্ট সময়। এই আমি তোমাদের পরম মঙ্গল মনে করি।"

অর্জুন পরাজিত হলেন। ইন্দ্রপুত্র অর্জুন। যাঁর জন্মমুহূর্তে স্বর্গের দেবগণ পুষ্পবর্ষণ করেছিলেন। স্বর্গের অপ্সরারা নৃত্যগীত করেছিলেন। স্বয়ং ত্রিলোচন মহেশ্বর যাঁকে বলেছিলেন, "আমি ভিন্ন, ত্রিলোকে তোমার তুল্য বীর হবে না।" ভীষ্ম বারবার দুর্যোধনকে বলেছিলেন, "অর্জুনের তুল্য বীর অতীতে ছিল না, বর্তমানে নেই, ভবিষ্যতে হবে না।" সেই অর্জুন কৃষ্ণের অন্তিম অনুরোধ রক্ষা করতে পারলেন না। দ্বারকাপুরীর নারী, বৃদ্ধ, বালকদের হস্তিনাপুরে যুধিষ্ঠিরের কাছে পৌঁছে দিতে পারলেন না। পথিমধ্যে আভীর পল্লিতে গোপদস্যুগণ তাঁর রক্ষিত নারীদের হরণ করে নিয়ে গেল। অতি কষ্টে অর্জুন যদি বা গাণ্ডিবে জ্যা-আরোপণ করলেন, কোনও যোগ্য অস্ত্র তাঁর স্মরণে এল না। অসার তর্জন-গর্জনের পর দুই অক্ষয় তূণীর নিয়ে গোপদস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন, তূণ বাণশূন্য হয়ে গেল— আভীর পল্লির দস্যুরা উপহাস করতে লাগল। কৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভধন্য নারীরা স্বেচ্ছায় সেই দস্যুদের সঙ্গে চলে গেল, অর্জুন নীরব দর্শক হয়ে থাকলেন।

অর্জুনের উপলব্ধি শক্তি খুব প্রবল ছিল না। শল্যবধের পর কৃষ্ণ অর্জুনকে রথ থেকে নেমে যেতে বলেন। অশ্বদের রজ্জুমুক্ত করে দিয়ে নিজেও রথ থেকে নেমে যান। তখনই রথ অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়। কৃষ্ণ বলেন, "আমি রথে ছিলাম, তাই তোমার রথ এতক্ষণ ভস্মীভূত হয়নি। না হলে এত ব্রহ্মাস্ত্র সহ্য করতে পারত না।" আসলে অর্জুন তখনও বোঝেননি।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হয়েছে, অগ্নিদেব যা যা দিয়েছিলেন, এক এক করে সব ফিরিয়ে নেবেন। এইবার শূন্য হল দুই অক্ষয় তূণ। গাণ্ডিব এখন শুধু অলংকার মাত্র। তাও যথাসময়ে অগ্নিদেব ফিরিয়ে নেবেন। যে বরুণদেবের কাছ থেকে অগ্নি অর্জুনের ধনু, বাণ, তূণ, রথ নিয়ে এসেছিলেন, অর্জুনের চোখের সামনে সেই বরুণদেব গ্রাস করলেন দ্বারকানগরী। অর্জুন শুনলেন, সুদর্শন চক্র উড়ে গেছে সমুদ্রের উপর দিয়ে, চলে গিয়েছে পাঞ্চজন্য শঙ্খ, কৃষ্ণকে ফেলে রেখে চার অশ্ব কৃষ্ণের রথ নিয়ে সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে। তখনও অর্জুন বুঝতে পারেননি, পার্থিব সব বস্তুই শেষযাত্রার পূর্বে পৃথিবীতে ফেলে যেতে হবে।

অস্ত্র অনভিজ্ঞ সামান্য জর ব্যাধনিক্ষিপ্ত বাণে মৃত্যুবরণ করলেন পরম পুরুষ কৃষ্ণ। ধরণীর ত্রিতাপ-দুঃখ অর্জুনের জন্যও অপেক্ষা করে আছে। মৃত্যুর স্বাদ তিনি পূর্বে তিনবার পেয়েছেন। যক্ষরূপী ধর্মের নির্দেশ লঙ্ঘন করে, মহাদেবের বাহু নিষ্পেষণে, পুত্র বভ্রুবাহনের নিক্ষিপ্ত শরে, হৃদয় দৌর্বল্যবশত স্মরণ রাখেননি। কিন্তু তাঁর দিকে ধেয়ে

আসছে কালরূপী জরা। কিছুতেই তাকে ঠেকানো যাবে না। অর্জুন জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। যে সারথি তাঁর রথ পরিচালনা করতেন, সকল কর্ম নির্দিষ্ট করে দিতেন, তাঁর সারথ্য শেষ হবার পর থেকে ক্রমশই অর্জুন দুর্বল হয়ে পড়ছেন। তাঁর অন্তর্ধানের পর অর্জুন নিঃস্ব। একথা অর্জুন বোঝেননি, বুঝেছিলেন যুধিষ্ঠির। তাই মহাবৈশ্বিক পতনের মধ্যেও যুধিষ্ঠির একা সুস্থ এবং স্বস্থ।

অর্জুনের এ পরিণতি দেখলে পাঠকেরা স্তম্ভিত হয়ে যান। কিন্তু অর্জুনের এ পরিণতি অত্যন্ত সঙ্গত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। ব্যাসদেব অত্যন্ত নিস্পৃহভাবে অর্জুনের পরিণতি রচনা করেছেন। যতখানি উপরে অর্জুন উঠেছিলেন, ততখানি পতনই তাঁর স্বাভাবিক পরিণতি। খাণ্ডবদাহের পর থেকেই অর্জুন কৃষ্ণ-নির্ভর। বনবাসের প্রথম ন' বছর বাদে তিনি ক্রমশ কৃষ্ণের ইচ্ছাধীন হয়ে পড়েছেন। কৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর অর্জুন প্রায় অস্তিত্বহীন। কর্মসাধন তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর চূড়ান্ত পরিণতি আরও নিঃস্বতা ও রিক্ততায়। যে পরিণতি আঁকা আছে মহাপ্রস্থানিক পর্বে।

১০০

পরীক্ষিতের রাজ্যারোহণ ও যুধিষ্ঠিরের সংসার ত্যাগ

পরাজিত, রিক্ত, হতশ্রী অর্জুন হস্তিনাপুরে প্রবেশ করে যুধিষ্ঠিরের কাছে যদুবংশ ধ্বংসের বিবরণ শোনালেন। জানালেন বসুদেব, কৃষ্ণ ও বলরামের দেহত্যাগ বিবরণ। অবনত মস্তকে জানালেন যে, কৃষ্ণের অন্তিম ইচ্ছা তিনি পালন করতে পারেননি। দ্বারকাপুরীর নারীদের যুধিষ্ঠিরের আশ্রয়ে নিয়ে আসার পথে আভীরপল্লির সামান্য দস্যুরা তাঁকে পরাজিত করে দ্বারকাপুরীর নারীদের ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তাঁর অক্ষয় তূণ শূন্য হয়েছে। কৃষ্ণের অন্তর্ধানে তাঁর সব শক্তি নিঃশেষ হয়েছে।

বৃষ্ণিবংশীয়গণের মহাবিনাশ কাহিনি শুনে যুধিষ্ঠির ইহলোক থেকে প্রস্থান করবার ইচ্ছা করে অর্জুনকে বললেন, "মহামতি, কালই সকল প্রাণীকে কটাহে পাক করছে এবং আমি কালকেই বন্ধনরজ্জু বলে মনে করি। মনে করি যে, তুমিও একথা পর্যালোচনা করতে পারো।" যুধিষ্ঠির এই কথা বললে, অর্জুন "কালই কাল" এই বলে বুদ্ধিমান জ্যেষ্ঠভ্রাতার বাক্য স্বীকার করলেন। অর্জুনের মত জেনে ভীম, নকুল ও সহদেব কালবন্ধন রজ্জু ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

তারপর যুধিষ্ঠির ধর্মকামনায় সংসার ত্যাগ করবেন, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসুকে আনিয়ে তাঁর উপর সমগ্র রাজ্য পর্যবেক্ষণের ভার সমর্পণ করলেন এবং পরীক্ষিৎকে রাজা ও রাজ্যে অভিষিক্ত করে, দুঃখার্ত হয়ে সুভদ্রাকে বললেন, "সুভদ্রে, তোমার এই পুত্র পরীক্ষিৎ কুরুদেশের রাজা হবেন; আর যদুবংশীয়দের অবশিষ্ট অনিরুদ্ধ-পুত্র বজ্রকেও রাজা করা হয়েছে। পরীক্ষিৎ হস্তিনাপুরে থাকবেন আর যদুবংশীয় বজ্র ইন্দ্রপ্রস্থে থাকবেন। তুমি এই দু'জনকেই রক্ষা করবে; কিন্তু অধর্মের দিকে মন দিয়ো না।"

এই কথা বলে ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সতর্ক থেকে তখন ধীমান কৃষ্ণ, বৃদ্ধ মাতুল বসুদেব এবং বলরাম প্রভৃতি সকলের উদ্দেশে যথাবিধানে তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করলেন। তারপর যুধিষ্ঠির যত্নবান হয়ে কৃষ্ণের পারলৌকিক ফল কামনাপূর্বক তাঁর নাম উল্লেখ করে তপোধন বেদব্যাস, নারদ, মার্কণ্ডেয়, ভরদ্বাজ ও যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্মানপূর্বক নিজের যোগ্যতানুসারে চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়—এই চতুর্বিধ সুস্বাদু ভোজ্যদ্রব্য ভোজন করালেন।

যুধিষ্ঠির তখন ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠগণকে শত শত ও সহস্র সহস্র রত্ন, বস্ত্র, গ্রাম, অশ্ব ও দাসী

দান করলেন। তারপর ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পুরবাসী ও দেশবাসী লোকদের সম্মুখে কৃপাচার্যকে সম্মানিত করে পরীক্ষিৎকে তাঁর শিষ্যরূপে সমর্পণ করলেন। তদনন্তর রাজর্ষি যুধিষ্ঠির সকল প্রজাকে আনিয়ে নিজের সমস্ত অভীষ্ট (সংসারত্যাগ) বললেন। তখন সেই পুরবাসী ও দেশবাসী লোকেরা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শুনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্ত হয়ে তাঁর বাক্যের প্রশংসা করল না। বরং তারা তখন যুধিষ্ঠিরকে বলল, "আপনাদের এমন করা উচিত নয়।" কিন্তু কালের অবস্থাভিজ্ঞ যুধিষ্ঠির তাদের মত গ্রহণ করলেন না। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির এবং তাঁর ভ্রাতারা পুরবাসী ও দেশবাসী লোকদের সম্মানিত করে প্রস্থান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এই সময়ে সহদেব কলিযুগ উপস্থিত হয়েছে জেনে হাসতে হাসতেই যেন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "বিশুদ্ধ ধর্ম চলে গিয়েছে এবং মিশ্রধর্ম উপস্থিত হয়েছে।" তাই শুনে যুধিষ্ঠির বললেন—

> শ্রুত্বা তু দুর্মনা রাজা পর্যাপ্তং জীবনং মম।
> কার্যাণি চ সমাপ্তানি সহদেবমুবাচ হ ॥ মহাপ্রস্থানিক : ১ : ২১ ॥

"আমার জীবনে যথেষ্ট হয়েছে এবং কর্তব্যকর্মসকলও সমাপ্ত হয়েছে।"

গৃহপতি অগ্নিকে নিজের আত্মায় সমর্পণ করলেন যুধিষ্ঠির। যথাবিধানে নিজেদের অন্ত্যেষ্টি করে, শ্রাদ্ধাদি করে, অগ্নিহোত্রের অগ্নি জলে বিসর্জন দিলেন পাণ্ডবেরা। অর্জুনের মুখে কৃষ্ণের অন্তর্ধান সংবাদ শোনার বারোদিন পরে যুধিষ্ঠির সম্রাটের বসন-ভূষণ ত্যাগ করলেন। কৌপীনধারী হলেন যুধিষ্ঠির। আহার বন্ধ করে মৌনব্রত অবলম্বন করলেন। চুল খুলে দিয়ে তিনি জড়, উন্মত্ত আর পিশাচের রূপ ধারণ করলেন। তারপর বধিরের মতো কারও কথা না শুনে গৃহত্যাগ করলেন। হৃদয়ে পরমব্রহ্মের ধ্যান করতে করতে যুধিষ্ঠির অগ্রসর হলেন সেই উত্তর দিকে, যেদিকে ইতিপূর্বে মহাত্মারা সবাই গিয়েছিলেন। যুধিষ্ঠিরের সাংসারিক জীবন শেষ হল।

বৃত্তটি সম্পূর্ণ হল। পরীক্ষিতের মৃত্যু দিয়ে কাহিনির শুরু হয়েছিল। পরীক্ষিৎকে সিংহাসনে বসিয়ে কাহিনি শেষ হল।

কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে আঠারো অক্ষৌহিণী সৈন্য সমবেত হয়েছিলেন। যুদ্ধের শেষে মাত্র দশজন জীবিত ছিলেন। পঞ্চ পাণ্ডব, কৃষ্ণ, সাত্যকি, অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য। অমর অশ্বত্থামা কৃষ্ণের অভিশাপে নিকৃষ্ট স্থানে তিন হাজার বছরের জন্য নির্বাসিত হয়েছিলেন, আর একজন অমর কৃপাচার্য হস্তিনানগরে পরীক্ষিতের গুরুর পদে নিযুক্ত হয়ে থেকে গেলেন। যদুবংশ ধ্বংস পর্বে সাত্যকি আর কৃতবর্মা নিহত হলেন। যদুবংশ ধ্বংস করে কৃষ্ণ তনুত্যাগ করলেন। রইলেন পঞ্চপাণ্ডব। মহাপ্রস্থান যাত্রার পথে সহদেব, নকুল, অর্জুন ও ভীম মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। ধর্মরূপী কুকুরকে নিয়ে একা যুধিষ্ঠির পৌঁছেছিলেন চিরবাঞ্ছিত লোকে। সমস্ত জীবন যুধিষ্ঠির ধর্মকে রক্ষা করেছিলেন, ধর্মও রক্ষা করেছিলেন যুধিষ্ঠিরকে। তাই শেষ পর্যন্ত ধর্মই একা সঙ্গী রইলেন যুধিষ্ঠিরের।

॥ স্বস্তিবচন ॥

মহাভারতের সূচনায় প্রথম শ্লোকে ব্যাসদেব লিখেছিলেন—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

নারায়ণকে নমস্কার করে, ব্রহ্মা এবং নর-ঋষির বন্দনা করে সরস্বতীর নাম উচ্চারণ করে তারপর 'জয়' ঘোষণা করবে।

সত্যযুগে সনাতন ব্রহ্ম দুইরূপে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান ছিলেন। নারায়ণ এবং নর-ঋষি। দুইরূপ ধারণ করলেও এঁরা অভিন্ন ছিলেন। এঁরাই দুষ্কৃতী বিনাশের জন্য ও সুকৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য দ্বাপর যুগে মর্ত্যভূমিতে কৃষ্ণার্জুনরূপে অবতীর্ণ হন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে নর-ঋষি অর্থাৎ অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু (চন্দ্রদেবের পুত্র বর্চার অংশাবতার)-এর পুত্র পরীক্ষিতের হস্তে হস্তিনাপুর রাজ্যের ভার দিয়ে যুধিষ্ঠির সংসার ত্যাগ করেন। কৃষ্ণের দেহলীলা সংবরণের পরে, কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধর পুত্র বজ্রকে অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে নিয়ে আসেন এবং ব্যাসদেব ও যুধিষ্ঠিরের অনুমোদন অনুসারে বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত করেন।

নারায়ণ এবং নর-ঋষির বংশধরদের হস্তে ভারতবর্ষের শাসনভার অর্পিত হয়। ব্যাসদেব ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ধর্মের সঙ্গে স্বর্গলোকে উপস্থিত করিয়ে তাঁর ইতিহাস-গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানের পরেই পৃথিবী থেকে ধর্মের সাময়িক বিলোপ ঘটল। কলিযুগের প্রতিষ্ঠা হল।

পৃথিবীতে আবার ধর্মের প্রতিষ্ঠা হবে। সত্ত্বগুণাশ্রয়ী মানুষ সত্যে প্রতিষ্ঠিত হবে। মানুষ পরাবিদ্যার অনুসন্ধানী হবে। মহাভারত ভারতবর্ষের এই অন্তর্নিহিত সত্যকেই শাশ্বতবাণীরূপে পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছে। রাজনাবর্গের ক্ষয়িষ্ণু শক্তির পুনরুদ্ধার করবেন নর-নারায়ণের বংশধরেরা। অন্তর্বর্তীকালে পাঠকদের প্রতীক্ষা-প্রত্যাশিত থাকতে হবে।